সূচীপত্র

অবতার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ভূমিকা

এই গল্পের লেখক Theophile Gautier (১৮১১—৭২) একজন কবি এবং উনবিংশতি শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে যে সকল গদ্য-লেখক আবির্ভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার যেরূপ ছন্দের "কাণ" ও অনন্ত স্বপ্নময়ী কল্পনা ছিল, তাহা অতুলনীয়। অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ভব্য সাহিত্য এবং অবাধ কল্পনাপ্রসূত নব্য সাহিত্য এই উভয়ের যুদ্ধে তিনি নব্য সাহিত্যেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য গ্রন্থ Mademoiselle de Maupin আমাদের দেশেও অনেকে পড়িয়াছেন, কেন না, ইহার ইংরেজি তর্জ্জমা আছে। তাঁহার লিখিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প-রচনা আছে, তন্মধ্যে Avatar (অবতার) একটি। ইংরাজীতে বোধ হয় ইহার অনুবাদ হয় নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবতার

(Theophile Gautier-এর ফরাসী হইতে)

অক্টেভের দেহ কোন্ রোগে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না। অক্টেভ শয্যাশায়ী হয় নাই; সে দৈনিক জীবনের কাজ সমান ভাবে করিয়া যাইতেছিল; কখন একটি হা-হুতাশ তার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই; তথাপি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তার শরীর ক্রমশই ধ্বংসের দিকে যাইতেছে। তার আত্মীয়-স্বজন উৎকণ্ঠিত হইয়া ডাক্তার ডাকাইলেন; ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কোন রোগ কিংবা ভয় পাইবার মত কোন রোগের লক্ষণ তাহার শরীরে কিছুই প্রকাশ পায় না; বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ভাল আওয়াজই হইতেছে; হৃৎপিণ্ডের উপর কাণ রাখিয়া শুনিলেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন খুব দ্রুতও হইতেছে না, খুব আস্তেও হইতেছে না। কাসি নাই, জ্বর নাই; কিন্তু তবু তার জীবনী শক্তি যেন কোন অদৃশ্য-ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ধন্বন্তরি বলেন, মানুষের জীবন এইরূপ গুপ্ত ছিদ্রে পূর্ণ।

কখন কখন তার মূর্চ্ছা হইত; তাহাতে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিত। দুই এক মিনিট কাল মনে হইত, যেন প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু একটু পরেই যে হৃৎ-স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা যেন কোন রহস্যময় অদৃশ্য হস্তের দ্বারা আবার চালিত হইত। অক্টেভের মনে হইত, যেন সে কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাধিনাশক উৎস-জল-সেবনের জন্য উৎস-দেশে তা'কে পাঠান হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না। সমুদ্রপথে নেপল্‌স্ নগরে পাঠান হইল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। যে সুন্দর সূর্য্যের এত খ্যাতি ও গৌরব, তাহার নিকট সেই সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাধি-স্থান বলিয়া মনে হইল। যে বাদুড়ের কালো পাখার উপর "বিষণ্ণতা" যেন স্পষ্ট লেখা থাকে, সেই বাদুড়ের ধূলিময় পাখা এই উজ্জ্বল-নীল আকাশের উপর যেন চাবুক হানিতেছে এবং বাদুড়েরাও মাথার উপর ঘোরপাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। যেখানে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নগ্নগাত্রে সূর্য্যকর সেবন করিয়া তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই মের্গেলিনের জাহাজঘাটে আসিয়া তাঁহার রক্ত যেন জমিয়া গেল।

কাজেই অক্টেভ আবার তাহার বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আবার সাবেক অভ্যাস অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ছেলে-ছোকরার ঘর যতটা সজ্জিত হইতে পারে, সেই হিসাবে ঘরগুলা আসবাব-পত্রে মন্দ সজ্জিত নহে। কিন্তু ঘরে যে বাস করে, তার চেহারা ও চিন্তা-প্রবাহ ক্রমশঃ যেন সেই ঘরেতেও সংক্রামিত হয়। অক্টেভের বাসা-বাড়ী অক্টেভেরই মত একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পর্দ্দার বুটিদার গোলাপী রঙের কাপড়ের রং জ্বলিয়া গিয়া ফ্যাঁকাসে হইয়া পড়িয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া এখন একটু সাদাটে রঙের আলো আসে মাত্র। বড় বড় ফুলের তোড়া শুকাইয়া গিয়াছে। ওস্তাদের হাতের ভাল ভাল ছবি ফ্রেমে আবদ্ধ—সেই ফ্রেমের সোনালি ধার ধূলায় ক্রমশঃ লাল হইয়া গিয়াছে; অগ্নি-কুণ্ডের আগুন অবহেলা-বশতঃ নিভিয়া গিয়াছে, ছাইয়ের গাদা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। ঝিনুকখচিত ও তাম্রমণ্ডিত দেয়াল-ঘড়ীর শোভা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে; আছে মাত্র সেই টিক্ টিক্ শব্দ, যে শব্দ রোগীর কামরায় রোগীর দুর্মূল্য সময় মৃদুস্বরে জানাইয়া দেয়। দরজাগুলার কপাটগুলা নিঃশব্দে বন্ধ হয়; দরজার পা-পোষের উপর কচিৎ কখন কোন আগন্তুক অতিধীরে পাদক্ষেপ করে। এই ঠাণ্ডা ও অন্ধকার ঘরগুলায় ঢুকিবামাত্র আনন্দের হাসি যেন আপনা আপনি আটকিয়া যায়; ঠাণ্ডা ও অন্ধকার হইলেও ঘরগুলার আধুনিক ধরণের আসবাবের অপ্রতুল নাই। অক্টেভের ভৃত্য, একটা পালকের ঝাড়ু বগলে করিয়া হাতে একটা বারকোষ লইয়া ঘরের মধ্যে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়; স্থানটির

স্বাভাবিক বিষণ্ণতা-প্রযুক্ত পরিবেশে সেই ভৃত্যও অজ্ঞাতসারে তাহার বাচালতা হারাইয়াছে। দেয়ালে মুষ্টিযুদ্ধের সরঞ্জাম সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায়, বহুদিন যাবৎ তাহাতে হস্ত স্পর্শ হয় নাই। বইগুলা হস্তে লইয়া আবার ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে—এই সকল নিক্ষিপ্ত কেতাব আসবাবের উপরেই গড়াগড়ি যাইতেছে। একটা পত্র লেখা আরম্ভ হইয়াছে, কত মাসে যে তার শেষ হইবে, বলা যায় না; চিঠির কাগজখানায় হলুদে রং ধরিয়াছে—উহা অফিস্-ডেক্সের উপর নীরব ভর্ৎসনার মত বিরাজ করিতেছে। ঘরে লোক থাকিলেও ঘরগুলা মরুভূমির মত মনে হইতেছে। উহার মধ্যে যেন জীবন নাই। কবরের মুখ খুলিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কেহ ঘরে প্রবেশ করিলে তাহার মুখের উপর একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগে।

এই বিষাদময় আবাসগৃহে কোন রমণী এ পর্য্যন্ত পদনিক্ষেপ করে নাই; অক্টেভ এইখানেই বেশ আরামে বাস করিতেছে; এমন আরাম সে আর কোথাও পায় না; এই নিস্তব্ধতা, এই বিষণ্ণতা, এই এলো-মেলো ভাব—ইহাই তাহার ভাল লাগে। জীবনের তুমুল আমোদ-কোলাহলে যোগ দিতে অক্টেভ ভয় করে;—যদিও কখন কখন এইরূপ আমোদ-আহ্লাদের মজ্‌লিসে মিশিতে সে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার বন্ধুরা কখন কখন নিমন্ত্রণ-সভায়, আমোদ-প্রমোদের সভায় তাকে জোর করিয়া লইয়া যাইত—কিন্তু সে সেই-সব স্থান হইতে আরও বিষণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিত। তাই সে এই রহস্যময় বিষাদের সহিত আর এখন যুঝাযুঝি করে না। কাল কি হইবে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ঔদাসীন্যের সহিত দিনগুলা কাটাইয়া দেয়। সে কোন প্রকার মৎলব আঁটিত না,—ভবিষ্যতের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল না। সে মৌনভাবে ভগবানের নিকট তার জীবনের ইস্তফা পাঠাইয়াছিল, আশা করিয়াছিল, এই ইস্তফা গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তুমি যদি কল্পনা কর,—তার মুখ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রং মলিন হইয়া গিয়াছে, হাত-পা সরু হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ভুল করিবে। চোখের পাতার নীচে অল্প-বিস্তর ঘন খেঁত্‌লিয়া গিয়াছে,চোখের চারিধার একটু হলুদে হইয়াছে; কপালের রগে নীল শিরা বাহির হইয়াছে, লক্ষ্য করিলে এইমাত্রই পাইবে। কেবলমাত্র চোখে আত্মার জ্যোতিঃ নাই, ইচ্ছা, আশা, বাসনা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। এরূপ তরুণ মুখে এরূপ মৃতবৎ দৃষ্টি বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; জ্বর-প্রভৃতি সাধারণ রোগের লক্ষণ দেখিয়া যত-না কষ্ট হয়, উহার মুখ দেখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়।

এইরূপ বিষাদ-অবসাদে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যাকে বলে, "দিব্য সুশ্রী ছেলে," অক্টেভ তাহাই ছিল। বরং আরো কিছু বেশী। কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া ঘন কালো চুল,—রেশমের মত নরম ও চিক্‌চিকে—কপালের দুই পাশে আসিয়া জমিয়াছে। টানা-টানা চোখ, মখমল-পেলব নেত্রপল্লব, নীলাভ পক্ষ্মরাজি ঈষৎ বক্র; নেত্রদ্বয় কখন কখন একপ্রকার আর্দ্রজ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত; বিশ্রামের সময় এবং কোন আবেগে উত্তেজিত না হইলে মনে হইত, যেন উহা প্রাচ্যদেশীয় লোকের নেত্র। তার হস্ত অতি সুকুমার ও পদতল পাতলা ধনুবৎ বক্র ছিল। সে বেশ ভাল বেশ-বিন্যাস করিত,—তাহার স্বাভাবিক রূপ-লাবণ্যের যাহাতে খোল্‌তাই হয়, সেইরূপ পরিচ্ছদ সে পরিত; কিন্তু "ফিট্‌বাবু" হইবার দিকে তার কোন ঝোঁক ছিল না।

এমন তরুণবয়স্ক, এমন সুশ্রী, এমন ধনবান,—তার সুখী হইবার সব কারণই ছিল—তবে কেন সে এমন করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিতেছে? তুমি হয় ত বলিতে, আমোদ-প্রমোদের আতিশয্যে তাহার আমোদে অরুচি হইয়াছে কিংবা অস্বাভাবিক উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে কিছুই বিশ্বাস করে না; কিংবা নানাপ্রকার বদ্‌খেয়ালি করিয়া সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছে;—কিন্তু ইহার একটাও সত্য নহে। আমোদ-প্রমোদে সে বড় একটা যোগ দিত না, সুতরাং তাহাতে অরুচি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে নীরসপ্রকৃতিও ছিল না, কল্পনাপ্রবণও ছিল না, নস্তিকও ছিল না, লম্পটও ছিল না, উড়ন-চণ্ডীও ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত অন্য যুবকদিগেরই মত সে পড়াশুনা ও ক্রীড়া আমোদ লইয়াই থাকিত। তবে কেন যে তার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল, তার কারণ কেহই বলিতে পারে না—চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এই বিষয়ে হার মানিয়াছে। ইহার কারণ কি, স্বয়ং আমাদের নায়কই বলিতে পারে।

সাধারণ ডাক্তাররা এরূপ রোগের কথা কখন শুনে নাই। কেন না, এখনও পর্য্যন্ত চিকিৎসার কালেজে আত্মার 'শবচ্ছেদ' বা ব্যবচ্ছেদ ত কেহ করে নাই। সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে হইল। অনেক দিন ভারতবর্ষে বাস করিয়া, তিনি সম্প্রতি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি নাকি নানা উৎকট রোগ আশ্চার্য্যরকমে আরাম করেন।

অক্টেভ ভাবিল, অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধি-প্রভাবে হয় ত এই ডাক্তার তাহার মনের গোপনীয় কথাটা ধরিয়া ফেলিবে, তাই এই ডাক্তারকে ডাকিতে সে ভয় করিতেছিল; অবশেষে তাহার জননীর কাতর অনুনয় ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ডাক্তার বালথাজার শেরবোনেকে সে ডাকিতে সম্মত হইল।

যখন ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন অক্টেভ একটা পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল। মাথার নীচে একটা বালিস, একটা বালিসের উপর কুনুইএর ভর, আর একটা বালিসে তার পা ঢাকা—সে একটা বই পড়িতেছিল কিংবা তার হাতে একটা বই ছিল মাত্র; কেন না, তার চোখের দৃষ্টি বইয়ের একটা পাতার উপর বদ্ধ থাকিলেও সে তাহা দেখিতেছিল না। তার মুখ ফ্যাকাসে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কোন বিশেষ অসুখের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু উপর-উপর নজর করিলে, যুবকটির কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না—কেন না, গোল টেবিলের উপর ঔষধের শিশি, বড়ী, আরক, ঔষধের মাপগেলাস ইত্যাদি ঔষধালয়ের সরঞ্জামের বদলে এক বাক্স সিগারেট মাত্র রহিয়াছে। মুখে একটু ক্লান্তির ভাব থাকিলেও নির্দোষ মুখশ্রীর পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—কেবল গভীর দুর্ব্বলতা এবং চোখের হতাশ-ভাব ছাড়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের আর সব লক্ষণই রহিয়াছে।

অক্টেভ আর সব বিষয়ে যতই উদাসীন হো'ক্ না কেন, ডাক্তারের অদ্ভুত চেহারা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ডাক্তারের রং 'রোদেপোড়া' কপিল-বর্ণ। তাঁহার মাথার প্রকাণ্ড খুলিটা মুখকে যেন গ্রাস করিয়া রহিয়াছে—মাথায় চুল নাই, তাহাতে মাথাটা আরও প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। এই নগ্ন করোটী হস্তিদন্তের মত মসৃণ,—উহার সাদা রংটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কিন্তু উপরকার চর্ম্মাবরণ সৌরকরস্পর্শে রৌদ্রদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। করোটী-অস্থির উঁচু-নীচু অংশগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। কেশ-বিরল মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে দুই তিন গুচ্ছ কেশ এখনো রহিয়াছে। কাণের উপর দুই গুচ্ছ এবং ঘাড়ের উপর এক গুচ্ছ কিন্তু সব-চেয়ে ডাক্তারের চোখ দুটিই বেশী দৃষ্টি আকর্ষক।

মুখমণ্ডল বয়ঃপ্রভাবে একটু তাম্রবর্ণ, সৌরকর-স্পর্শে রৌদ্রদগ্ধ, এবং বিজ্ঞানানুশীলনে উহার উপর গভীর রেখাপাত হইয়াছে; কেতাবের পাতার মত ভাঁজ পড়িয়া গিয়াছে, এই মুখের মধ্যে, চোখের দুটি নীলাভ স্বচ্ছ তারা জলজ্বল্ করিতেছে; তাহাতে কেমন একটা তাজাভাব ও তারুণ্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মনে হয়, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শিক্ষিত কোন যাদু-মন্ত্রে, যেন শবের মুখের উপর তরুণ বালকের চোখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই ডাক্তারের পোষাক সেকেলে ডাক্তারি পোষাকের মত। কালো কাপড়ের কোর্ত্তা ও পাজামা, কালো রঙের ফতুই, কামিজের উপর একখণ্ড বড় হীরা;—এই হীরক-খণ্ডটি বোধ হয় পুরস্কারস্বরূপ কোন রাজা বা নবাবের নিকট পাইয়া থাকিবেন। পরিচ্ছদ গায়ে 'ফিট' হইয়া বসে নাই—কাপড়-ঝুলাইবার কাষ্ঠদণ্ডের উপর যেন ঝুলিতেছে। দেহের এই অসাধারণ শীর্ণতা যে শুধু ভারতের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে ঘটিয়াছে, তাহা নহে। গুপ্তবিদ্যায় দীক্ষিত হইবার উদ্দেশে বালথাজার শের-বোনো সন্ন্যাসীদের ন্যায় দীর্ঘকালব্যাপী উপবাস করিতেন, যোগীদিগের নিকট চারিটা প্রজ্বলিত অনলশিখার মধ্যে মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু এইরূপ মেদমাংসক্ষয়ে তাঁর শরীর দুর্ব্বল হয় নাই। তাঁর হাতের পেশীবন্ধনগুলি বেহালার তারের মত বেশ দৃঢ়বদ্ধ ও সটান ভাবে প্রসারিত।

অক্টেভের অঙ্গুলীনির্দ্দেশে ডাক্তার পালঙ্কের এক-পাশে একটা নির্দ্দিষ্ট কেদারায় হাঁটু দুমড়াইয়া বসিলেন—মনে হয়, এই ভাবে মাদুরের উপর বসাই তাঁর চির-কেলে অভ্যাস। এইরূপ উপবিষ্ট হইয়া ডাক্তার শেরবোনো আলোর দিকে পিঠ ফিরাইলেন; এই আলো পুরাপুরী রোগীর মুখের উপর পড়িয়াছে। এই সংস্থানটি পরীক্ষার অনুকূল। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অপরকে দেখিবার কৌতূহল আছে, অথচ নিজেকে দেখা দিতে চাহে না, তার পক্ষে এইভাবে

হোক্ না—আমার তাতে আদপে রুচি হয় না, সূর্য্যের আলো আমার কাছে চাঁদের আলোর মত ফ্যাকাসে ব'লে মনে হয়; আর বাতির আলোর শিখা আমার চোখে কালো দেখায়। গ্রীষ্মকালের খুব গরম দিনে আমার শীত করে, কখন কখন আমার ভিতরে যেন একটা মহানিস্তব্ধতা আসে, মনে হয় যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা আর স্পন্দন করছে না; এবং যেন কোন অজ্ঞাত কারণে আমার শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলা রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থাটা মরণ থেকে যে বিশেষ তফাৎ, তা আমার মনে হয় না—যদি কিছু তফাৎ থাকে, তা সে মৃতেরাই হয় ত বলতে পারে।

ডাক্তার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"আপনার এই রোগ সম্পূর্ণ নৈতিক, এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। চিন্তা এমন একটা শক্তি যা প্রুসিক অ্যাসিডের মত,—লাইড্-বোতল-নিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের মতই মারাত্মক;—যদিও চিন্তাজনিত ক্ষতিগুলা সচরাচর বিজ্ঞান-ব্যবহৃত বিশ্লেষণের দ্বারা ধরা যায় না। আমাকে বলুন দিকি, কোন্ দুঃখের কোণে আপনার যকৃৎ বিদ্ধ হয়েছে? কোন্ গুপ্ত উচ্চাভিলাষের কোন্ উচ্চ শিখর হতে আপনার এই দারুণ পতন হয়েছে? কোন্ নৈরাশ্যের তিক্ত তৃণ আপনি অবিরাম রোমন্থন করছেন? প্রভুত্বের তৃষায় আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন? মানুষের যা সাধ্যাতীত, এরূপ কোন সংকল্প আপনি কি স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করেছেন?—কিন্তু ত্যাগের বয়স আপনার এখনো ত আসে নি। কোনও রমণী কি আপনাকে প্রবঞ্চনা করেছে?"

অক্টেভ উত্তর করিলেন:—"না, ডাক্তার, সে সৌভাগ্যও আমার ঘটে নাই।"

ডাক্তার বলিলেন:—"যাই বলুন না কেন, আপনার ঐ নিষ্প্রভ চোখের মধ্যে, আপনার শরীরের নিরুৎসাহ গতিভঙ্গির মধ্যে, আপনার কণ্ঠস্বরের চাপা আওয়াজের মধ্যে,—সেক্স্পিয়ারের একটা নাটকের নাম এমন স্পষ্টরূপে পড়তে পারছি, যেন ঐ নামটি মরক্কো-চর্ম্মে বাঁধানো নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।"

—"নাটকটির নাম কি? সেক্স্পিয়ারের কোন্ নাটকটি না জানি আমি অজ্ঞাতসারে অনুবাদ করেছি?"—এইবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্টেভের কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার উত্তর করিলেন:—"সেই নাটকের নাম Love's Labour's Lost"—এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত এই ইংরেজি নামটি বলিলেন যে, মনে হয় যেন উনি বহুকাল ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন।

অক্টেভ বলিল:—"উহার ভাবার্থ বুঝি 'নিরাশ প্রেমের যন্ত্রণা'?"

ডাক্তার:—"ঠিক ঐ অর্থ।"

অক্টেভ আর কোন উত্তর করিল না; তার কপাল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখের সহজভাব রক্ষা করিবার চেষ্টায় তার আলখাল্লা-লম্বমান বন্ধন-রজ্জু লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ডাক্তার আসন-পিঁড়ী হইয়া, হাতে পা ধরিয়া, প্রাচ্য-দেশীয় প্রথা অনুসারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নীল-বর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি অক্টেভের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ হইল। তার পর সগর্ব্ব অথচ মধুর দৃষ্টিতে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন:—"এসো, এইবার আমার কাছে তোমার মনোদ্বার খুলে দেও—আমি তোমার ডাক্তার, তুমি আমার চিকিৎসাধীন। আর যেমন ক্যাথলিক পাদ্রি অনুতাপী ব্যক্তিকে বলে, তেমনি আমি তোমাকে বলছি—সব কথা আমার কাছে খুলে বল। কিছুই লুকিও না। তবে, আমার কাছে তোমাকে নত-জানু হয়ে বসতে হবে না।"

—"ওতে কি লাভ? ধ'রে নেওয়া যাক্, আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক্ বুঝেছেন, কিন্তু আমার কষ্টের কথা সমস্ত আপনার কাছে খুলে বল্লে আমার ত কোন সান্ত্বনা হবে না। আমার যে কষ্ট, তা বাক্যের অতীত—কোনও মানব শক্তিই—এমন কি আপনিও তার প্রতিকার করিতে পারবেন না।" আরও খানিকক্ষণ ধরিয়া গোপনীয় কথাগুলা শুনিতে হইবে মনে করিয়া ডাক্তার আপনার আসনে আরো গট্ হইয়া বসিলেন এবং উত্তরে এইমাত্র বলিলেন—"সম্ভব"।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—"আমি চাই না, আপনি আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ ও একগুঁয়ে মনে করেন। আমি মৌন থাকলে এই কথা বল্‌বার আপনি অবসর পাবেন যে, 'সব কথা খুলে বল্লে আমি লোকটাকে বাঁচাতে পারতুম' সে অবসর আমি আপনাকে দিতে চাই নে। আপনার

এই বিশ্বাস যে, আপনি আমাকে সারাতে পারবেন, আচ্ছা, তা' হলে আমার আত্মকাহিনী আপনাকে বলছি, শুনুন। আপনি যখন মোদ্দা কথাটা ঠিক্ অনুমান করেছেন, তখন খুঁটিনাটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আর ঝগড়া করব না। আমার এই বিবরণে কোন অদ্ভুত ব্যাপার কিংবা রোম্যান্টিক ব্যাপার প্রত্যাশা করবেন না। আমার জীবনের যে ঘটনা, তা খুব সাদাসিধা, খুব সাধারণ, খুব সচরাচর। কিন্তু, কবি হেন্‌রি-হৈনের একটা গানে আছে যে,

যার তা' ঘটে, তার কাছে তা নিতুই নূতন,
সেই আঘাতে চূর হয় তার হৃদি তনু মন।

আসল কথা, যে ব্যক্তি গল্পের দেশে, কল্পনার দেশে এত দিন কাটিয়েছেন,তাঁর কাছে একটা নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের কাহিনী বল্‌তে আমার লজ্জা বোধ হয়।"

ডাক্তার একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—"ওহে, যা খুব সাধারণ, তাই আমার কাছে অসাধারণ"—

—"সত্যি ডাক্তার, আমি প্রেমের যন্ত্রণাতেই মারা যাচ্ছি।"

২

১৮৪—সালে, গ্রীষ্মের শেষভাগে, ফ্লরেন্স-নগরে আসিয়া পড়িলাম। আমার হাতে কিছু সময় ছিল, কিছু অর্থ ছিল, আর কতকগুলি সুপারিসপত্র ছিল। আমি তখন খোষ-মেজাজী যুবাপুরুষ; আমোদ ভিন্ন আর কিছুই চাইতাম না। আমি এক পান্থশালায় আড্ডা করিলাম, একটা ফিটেন গাড়ী ভাড়া করিলাম। বিদেশীর কাছে যার একটা মোহ আছে, আকর্ষণ আছে—এখানকার সেই নাগরিক জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। প্রাতঃকালে দেখিতে যাইতাম কোন এক গির্জ্জা, কোন রাজপ্রাসাদ, কোন চিত্রশালা বেশ ধীরে-সুস্থে,—কিছুমাত্র ত্বরা না করিয়া। আর্টের অতিভোজনে, আমার ভিতরে আর্টের অগ্নিমান্দ্য আনিতে দিই নাই। যে-সব ভ্রমণকারীরা ওস্তাদের হাতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনা তাড়াতাড়ি দেখিতে চায়, তাদের প্রায়ই শেষে আর্টে অরুচি ও বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি কখন এটা, কখন ওটা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু একদিনে একটার বেশী দেখিতাম না। তার পর কোন হোটেলে আসিয়া, প্রাতর্ভোজনস্বরূপ এক পেয়ালা বরফে-জমানো কাফি খাইতাম, চুরোট্ ফুঁকিতাম, খবরের কাগজগুলায় চোখ বুলাইয়া যাইতাম, এবং পাশের দোকানে সুন্দরী ফুল-ওয়ালীর হাতের রচিত একটি ছোট পুষ্পগুচ্ছ ক্রয় করিয়া কোর্ত্তার বোতামের ছিদ্রে তাহা গুঁজিয়া, দিবানিদ্রা সেবনের জন্য বাড়ী ফিরিতাম। "ক্যাসিনে"তে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বেলা ৩টার সময় আমার গাড়ী আসিয়া হাজির হইত। আমি "ক্যাসিনে"তে যাইতাম। প্যারিস্-নগরে যেরূপ সৌখীন বেড়াইবার স্থান "বোয়া-দে-বুলং" ফ্লরেন্স নগরে সেইরূপ "ক্যাসিনে"। শুধু তফাৎ এই, এখানে সকলেই পরস্পরকে চেনে। সেইখানে একটা গোলাকার পরিসরের মধ্যে অনাবৃত আকাশ-তলে, একটা যেন বড় রকমের বৈঠকখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং আরাম-কেদারার বদলে কেবল বহুতর গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ীগুলা সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে অর্দ্ধ-চক্রাকারে। জাঁকালো বেশ-ভূষায় ভূষিতা মহিলাগণ গাড়ীর গদির উপর অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া স্বকীয় প্রণয়ীদিগকে, প্রণয়প্রার্থীদিগকে, ফুল-বাবুদিগকে, বিদেশী রাজদূতদিগকে আদর অভ্যর্থনা করেন, এবং ঐ সকল লোক গাড়ীর পায়-দানীতে টুপি রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আপনিও ত এ কথা জানেন যে,—সায়াহ্নে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ হইবে, তাহার মৎলব ঐখানেই আঁটা হয়, ঐখানেই সঙ্কেত-স্থানের নির্ণয় হয়, ঐখানেই পরস্পরের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ হয়। এ এক রকম প্রমোদ-বাজার বলিলেও হয়। সুন্দর বৃক্ষচ্ছায়ায়, অতীব রমণীয় আকাশতলে, বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এই বাজার বসে। যার একটু অবস্থা ভাল, তার এখানে প্রতিদিন একবার না আসিলেই নয়—আসিতে যেন সে বাধ্য। আমিও এই নিয়মের অন্যথা করিতাম না তার পর সায়াহ্নে, ভোজনের পর, কোন বিদুষী নারীর বৈঠকখানায়, কিংবা কোন ভাল গায়িকার গান শুনিবার জন্য "পের্গোলা" নাট্যশালায় যাইতাম।

এইরূপে আমার জীবনের কয়েক মাস অতি সুখে কাটিয়াছিল; কিন্তু এই সুখের দিন স্থায়ী হইল না। একদিন একটা খুব জাঁকালো খোলা গাড়ী "ক্যাসিনে"তে আসিয়া দাঁড়াইল; গাড়ীটা বার্ণিসে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, উহার গায়ে কুলমর্য্যাদাসূচক চিহ্ন অঙ্কিত; গাড়ীতে দুই তেজী ঘোড়া যোতা।

অশ্বযুগলের তাঁবার সাজ। সহিস্‌-কোচম্যানের জাঁকালো উর্দ্দিপোষাক; গাড়ীদরজার হাতল হইতে যেন বিজলী ছুটিতেছে। সকলেরই দৃষ্টি ঐ জাঁকালো গাড়ীটার উপর নিবদ্ধ। বালু-ভূমির উপর একটা সুবক্র রেখা কাটিয়া গাড়ীটা অন্য গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতেই পারিতেছেন, গাড়ীটা খালি ছিল না; কিন্তু গতির দ্রুততা বশতঃ আর কিছুই ঠিক লক্ষ্য হইতেছিল না—কেবল, সাম্নের গদির উপর একজোড়া ক্ষুদ্র বুট্‌-জুতা প্রসারিত,—শালের একটা বৃহৎ-ভাঁজ, এবং মাথার উপর সাদা রেশমের ঝালোর-ওয়ালা একটা ছাতা—ইহাই কেবল দেখা যাইতেছিল। ছাতাটা এইবার বন্ধ হইল, আর অমনি, একটি অনুপমা রূপবতী নারী চারিদিকে সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া লোকের নয়নপথে পতিত হইল। আমি অশ্বারূঢ় ছিলাম। তাই বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ নারী-রচনার কোন খুঁটিনাটিই আমার চোখ এড়ায় নাই। রূপালি সবুজ শাড়ী, সবুজ হইলেও ধব্‌ধবে মুখের রং-এর পাশে কালো বলিয়া মনে হইতেছিল. জরির ফুল-কাটা সাদা রেশমের একটা বড় ওড়নাও ছোট ছোট ভাঁজে ভিতরের পরিচ্ছদ আবৃত রহিয়াছে। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে একটি সোণার বালা; এবং সেই হাতে রমণী ছাতার হস্তিদন্তের হাতলটি ধরিয়া আছে।

"কাপুড়ে-দোকানদারের মত আমি যে বেশভূষার খুঁটিনাটি বর্ণনা করিতেছি, ডাক্তার-মহাশয়, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন; কেন না, প্রেমিকের চোখে এই সব ছোটখাটো স্মৃতির গুরুত্ব খুবই বেশী। তার ললাটদেশ তুষার-শুভ্র; তার নেত্রপল্লবের দীর্ঘ পক্ষ্ম-রাজিতে তার নীলাভ চক্ষু অর্দ্ধ আচ্ছন্ন।—যে গোলাপ কোকিলের প্রেমালাপে বা প্রজাপতির চুম্বনে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠে, সেই সঙ্কোচ-নম্র সুকুমার সাদা গোলাপের ন্যায় তার পেলব গালদুটি। কোন মানব চিত্রকরের পক্ষে তার মুখবর্ণের নকল করা অসম্ভব; তার মাধুর্য্য, তার অপার্থিব স্বচ্ছতা—তার সুকোমল আভা আমাদের স্থূল শরীরের রক্ত হইতে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যা কিছু আভাস পাওয়া যায়, সে কেবল তরুণ অরুণ-রাগের মধ্যে, কিংবা কোন স্বচ্ছ গোলাপী বস্ত্রাবৃত অমল-ধবল পাষাণ-প্রতিমা হইতে বিচ্ছুরিত রমণীয় বর্ণের আভায়।

"রোমিও যেমন জুলিয়েটকে দেখিয়া রোজালিণ্ডকে ভুলিয়াছিল, সেইরূপ আমি, সৌন্দর্য্যের চরম-উৎকর্ষ এই নারীমূর্ত্তি দেখিয়া আমার পূর্ব্বকার সমস্ত প্রেম ভালবাসা বিস্মৃত হইলাম। আমার হৃদয়-গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিতে পূর্ব্বমুদ্রিত সমস্ত অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া যেন একেবারে সাদা হইয়া গেল। সচরাচর লঘুহৃদয় যুবাদিগের ন্যায় কেমন করিয়া আমি পূর্ব্বে ইতর নারীদিগের রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, এখন তাহা বুঝিতেই পারিতেছি না। আমার মনে হইতে লাগিল, আমার অন্তর্দ্দেবতার যেন আমি অবমাননা করিয়াছি। এই প্রাণঘাতী সাক্ষাৎকার হইতে আমার জীবনে নূতন দিনের আরম্ভ হইল।

"দীপ্তিময়ী নারী-মূর্ত্তিকে লইয়া গাড়ীখানা "ফ্যাসিনে" ছাড়িয়া আবার সহরের রাস্তা ধরিল। আমার ঘোড়া লইয়া আমি এক তরুণ-বয়স্ক রুস্‌ ভদ্রলোকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইনি একজন সৌখীন ভ্রমণকারী, যুরোপের সমস্ত নগরের সৌখীন মজলিসে ইঁহার খুব গতিবিধি আছে—বড় ঘরের লোকদের ইতিহাস ইনি সমস্তই অবগত আছেন। ইঁহার নিকটে আমি এই বিদেশিনীর কথা পাড়িলাম। কথায় কথায় জানিলাম, ইনি কৌণ্টেস্‌-প্রাস্কোভি লাবিন্‌স্কা; ইনি লুথানিয়া-বাসিনী, মহদ্‌বংশোদ্ভবা ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহার স্বামী কাকেশিয়া প্রদেশে দুই বৎসর হইতে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

আপনাকে বলা বাহুল্য, কৌণ্টেসের দর্শন-লাভের জন্য আমার অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; কেন না, স্বামী প্রবাসে থাকায় তিনি কাহারও সহিত বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না। যাহা হউক, আমি অবশেষে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইলাম। রাজপরিবারের দুই চার জন বৃদ্ধা বিধবা ও চার জন বৃদ্ধা ব্যারন্‌-পত্নী আমার হইয়া জবাবদিহী গ্রহণ করিলেন।

"কৌণ্টেস্‌ লাবিন্‌স্কা একটা জমকালো বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন—প্রাচীন প্রাসাদ,—ফ্লরেন্স হইতে তিন মাইল দূরে। প্রাচীন প্রাসাদের কঠোর গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কৌণ্টেস্‌ আরামপ্রদ সমস্ত আধুনিক সাজসজ্জা ও আসবাবে বাড়ীটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সে কালের লোহার পতর-মারা বড় বড় দরজা একালের সূচ্যগ্র

খিলানের সহিত বেশ মানানসইভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে ; আরাম-কেদারা ও সেকেলে ধরণের আসবাব সকল, কাঠের কারুকার্য্যে কিংবা ম্লানাভ 'ফ্রেস্‌কো'চিত্রে আচ্ছন্ন দেওয়ালের সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। কোন নূতন-টাটকা বা উজ্জ্বল রঙে চক্ষু পীড়িত হয় না ; এক কথায় বর্ত্তমান, অতীতের সহিত মিলিত হইয়া একটুও বেসুরো বাজিতেছে না।

"যেমন আমি কৌণ্টেসের দীপ্তিময়ী সৌন্দর্য্য-চ্ছটায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তেমনি আবার কয়েকবার দর্শনলাভের পর তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আরও বিস্ময়স্তম্ভিত হইলাম। ওরূপ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতঃ-প্রসারিণী বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। যখন তিনি কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকেন, তখন যেন তাঁর সমস্ত আত্মা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখা দেয়। অন্তঃপ্রভ কোন দীপের আলোকে আলোকিত অমল-ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরের ন্যায় তাঁর বর্ণের শুভ্রতা। কবি দান্তে স্বর্গের শোভা-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার সময় যেরূপ বর্ণনা করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ তাঁর বর্ণের আভায় 'ফস্‌ফরিক' স্ফুলিঙ্গচ্ছটা ও আলোক-কম্পন যেন পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় যেন, কোন দেবী স্বর্গলোক হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছেন। আমার চোখ ঝলসাইয়া গেল ; আমি আত্মহারা ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তাঁহার সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের মধুর সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া, উত্তর দেওয়া যখন নিতান্ত আবশ্যক হইত, তখন আমি থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলিতাম, তাহাতে আমার বুদ্ধি-সম্বন্ধে তাঁর হীন ধারণাই হইত সন্দেহ নাই। কখন কখন আমার থতমত ভাব ও নির্ব্বুদ্ধিতার কথা শুনিয়া একটি গোলাপ-রক্তিম আলোকরশ্মির ন্যায় তাঁর সুন্দর ওষ্ঠাধরের উপর সুহৃৎ-সুলভ সদয় উপহাসরঞ্জিত মৃদুমধুর একটু হাসির রেখা অলক্ষিতে দেখা দিত।

"আমার প্রেমের কথা এখনও পর্য্যন্ত আমি বলি নাই ; তাঁহার সম্মুখে আমি চিন্তাহীন,বলহীন,সাহসহীন হইয়া পড়িতাম ; আমার বুক ধড়াস ধড়াস করিত, যেন হৃৎপিণ্ডটা আমার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়রাণীর পদতলে গিয়া লুটাইয়া পড়িবে। কতবার উঁহার নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু একটা অনিবার্য্য ভীরুতা আসিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিল। তাঁহার মুখে আমার প্রতি একটু ঔদাস্য বা অপ্রসন্ন-ভাব কিংবা একটু ঢাকাঢাকির ভাব লক্ষ্য করিলে আমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া যাইত, অথবা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত। কিছুই না বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িতাম ; বাহির হইবার সময় দরজা যেন হাতড়াইয়া পাইতাম না, মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতাম।

"বাহির হইয়া আসিবার পর আমার বুদ্ধি-বৃত্তি যেন আবার ফিরিয়া আসিত এবং তখন প্রজ্জ্বলন্ত প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিতাম, খুব আবেগের সহিত আমার অনুপস্থিত হৃদয়-পুত্তলীর নিকট আমার শত শত প্রেমের নিবেদন জানাইতাম। এই সব হৃদয়-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার পর মনে হইত, এইবার বুঝি আমার রাণী স্বর্গ হইতে আমার নিকটে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন ; তখন দুই বাহু দিয়া কতবার তাঁকে আমার বক্ষের উপর আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"কৌণ্টেস্ আমার মনকে এতটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন যে, 'প্রাস্কোভি লাবিনস্কা' এই নামটি আমি মন্ত্রের মত দিবারাত্র জপ করিতাম। এই নামে যে কি অপূর্ব্ব সুধা আছে, তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। জপ করিবার সময় 'প্রাস্কোভি লাবিনস্কা' এই নামটি কখন বা মুক্তা দিয়া, কখনও বা ধীরে ধীরে পুষ্পমালার আকারে গাঁথিতাম, কখন বা ভক্তসুলভ বাক্য-প্রচুর অসংযত ভাষায় ঐ নাম তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতাম। আবার কখন কখন উৎকৃষ্ট কাগজের উপর, নানাপ্রকার ছাঁদের বর্ণের রেখা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাঁহার নাম সুন্দর করিয়া লিখিতাম, তার পর ঐ লিখিত নামের উপর বার বার আমার লেখনী বুলাইতাম। কৌণ্টেসের সহিত আবার যতক্ষণ না সাক্ষাৎ হইত, ততক্ষণ এই সুদীর্ঘ বিরহ-কাল এইরূপেই কাটাই-তাম। আমি পুস্তকপাঠে কিংবা কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। প্রাস্কোভি ছাড়া আর আমার কোন বিষয়েই ঔৎসুক্য ছিল না, এমন কি, দেশ হইতে যে চিঠি-পত্র আসিত,

তাহা না খুলিয়াই ফেলিয়া রাখিতাম। অনেকবার এই অবস্থা হইতে বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলাম, ভালবাসিয়াই তুষ্ট ছিলাম, ভালবাসার কোন প্রতিদান চাহি নাই, শুধু তাঁর গোলাপ-রক্তিম অঙ্গুলি-প্রান্ত আমার ওষ্ঠযুগল আলগোচে যদি একটিবার চুম্বন করিতে পারে, ইহাই আমার চূড়ান্ত বাসনা ও স্বপ্নের জিনিস ছিল, ইহার অধিক আশা করিতে আমি সাহসী হই নাই। মধ্যযুগে ভক্তেরা 'ম্যাডোনার' নিকট নতজানু হইয়া যেরূপ একান্তমনে ভক্তিভরে পূজা করিত, তাহা অপেক্ষা আমার এই পূজা-অর্চ্চনা কোন অংশেই কম ছিল না।"

ডাক্তার শেরুবোনো, অক্টেভের কথা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। কেন না, তাঁর নিকট অক্টেভের এই আত্ম-কাহিনী শুধু একটা রোম্যান্টিক গল্প নহে। অক্টেভের কথার বিরাম হইলে, ডাক্তার মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, "যা দেখ্‌ছি, এ-তো স্পষ্ট প্রেম-বিকারের লক্ষণ; এ এক অদ্ভুত রোগ, কেবল একবারমাত্র এই রকম রোগ আমার হাতে এসেছিল; চন্দননগরে এক ডোম-রমণী কোন এক ব্রাহ্মণের প্রেমে পড়ে, বেচারী সেই প্রেম-রোগেই মারা যায়; কিন্তু সে ছিল অসভ্য বুনো, আর ইনি হচ্ছেন সভ্যজাতীয় লোক, আমি নিশ্চয়ই এঁকে ভাল করতে পারব।" এই অবান্তর চিন্তাটা থামিয়া গেলে, ডাক্তার হাতের ইসারায় অক্টেভকে আবার আত্ম-কাহিনী আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। তার পর পা ও হাঁটু দুম্‌ড়াইয়া, হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া, ফড়িং-এর মত পা মেলিয়া ডাক্তার অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। যদিও এই ভাবে বসা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মনে হয়, বসিবার এই ভঙ্গীই ডাক্তারের বেশ অভ্যস্ত।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—"আমার এই গুপ্ত মনোবেদনার খুঁটিনাটি বর্ণনা করিয়া আর আপনাকে বিরক্ত করিব না। একদিন, কৌণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অদম্য বাসনা দমন করিতে না পারিয়া, আমি যে সময়ে সচরাচর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম, তাহার কিছু আগেই গেলাম, সে সময়ে দিনটা ঝোড়ো ও বাষ্পভারাক্রান্ত ছিল। আমি রাণীকে তাঁর বৈঠকখানায় দেখিতে পাইলাম না। পাতলা পাতলা থামে পরিবৃত দ্বার-প্রকোষ্ঠে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, উহার সম্মুখেই একটা অলিন্দ; এই অলিন্দের উপর দিয়া উদ্যানে নামিতে হয়। তিনি তাঁর পিয়ানো, একটা কৌচ ও খানকয়েক বেতের চৌকি ঐখানে আনাইয়াছিলেন। থামের মাঝে মাঝে গঠিত ইষ্টক-বেদিকার উপর সুরভি-কুসুমে পূর্ণ কতকগুলি জমকালো ফুলদানী রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে দম্‌কা বাতাস আসিয়া সৌরভে পরিষিক্ত হইয়া চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে স্তম্ভশ্রেণী, ফাঁকের মধ্য দিয়া উদ্যানের কাটা-ছাঁটা ঝোপের বেড়া দেখা যাইতেছে। শতবর্ষবয়স্ক কতকগুলা ঝাউ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; ইতস্ততঃ সুগঠিত পাষাণ-প্রতিমা উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

"রাণী বেতের কৌচে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একাকী ছিলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! এমন সুন্দরী এর পূর্ব্বে আমি এঁকে কখনই দেখি নি; শরীরে একটা এলানো ভাব, গরমে যেন অবসন্ন। ভারতের শুভ্র স্বচ্ছ মস্‌লিন বস্ত্রে আবৃত—যেন সাগরের অপ্সরা সাগরের ফেনপুঞ্জে পরিস্নাত; পরিচ্ছদের কিনারায় যেন তরঙ্গের রজত-ঝালর দীপ্তি পাইতেছে। একটি ইস্পাতের ব্রোচে এই স্বচ্ছ পরিচ্ছদ বক্ষের উপর আটকানো রহিয়াছে, এবং এই পরিচ্ছদ পদতল পর্য্যন্ত লুটিয়া পড়িয়াছে। ফুলের মত, অমল ধবল বাহুযুগল জামার আস্তিন হইতে বাহির হইয়াছে। কটিদেশ একটি কালো ফিতায় বদ্ধ—ফিতার প্রান্ত নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—পায়ে বিচিত্র রেখায় অঙ্কিত নীল চর্ম্মের একযোড়া ছোট চটিজুতা;—পদতলের পরিচ্ছদের ভাঁজ হইতে উহার ছুঁচালো বক্র মুখ বাহির হইয়া রহিয়াছে।

"রাণী বই পড়ছিলেন, আমাকে দেখে পাঠ বন্ধ করলেন, এবং একটু মাথা নাড়িয়া ইসারায় আমাকে বস্‌তে বললেন। রাণী একাকী ছিলেন; এইরূপ অনুকূল অবস্থা বড়ই দুর্লভ। তাঁর সম্মুখেই একটা আসনে আমি বস্‌লাম। কয়েক মিনিটকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা ছিল। এই নিস্তব্ধতার দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি বড়ই কষ্টকর। কথোপকথন-সুলভ সাদা-মাটা কথাও আমার মুখে যোগাইল না; আমার মাথা যেন ঘুলিয়ে গেল; আমার হৃৎপিণ্ড থেকে

অগ্নিশিখা বেরিয়ে যেন আমার চোখে এসে দেখা দিল। তখন আমার প্রেমিক-হৃদয় আমাকে বল্‌লে, 'দেখো, এই পরম সুযোগ হারিয়ো না।'

"কি করেছিলাম, আমি জানি না—হঠাৎ দেখি, রাণী আমার কষ্টের কারণ বুঝ্‌তে পেরে কৌচের উপর একটু উঠে ব'সে তাঁর সুন্দর হাতটি বাড়িয়ে ইঙ্গিতে যেন আমার মুখ বন্ধ করতে বল্লেন।"

'একটি কথাও বোলো না অক্টেভ ; তুমি আমাকে ভালবাস—আমি জানি, আমি বেশ অনুভব করি, আমি বিশ্বাস করি ; কিন্তু আমি তা চাই না, কারণ, ভালবাসা ইচ্ছাধীন নয়। অন্য রমণী যারা আমা অপেক্ষা কঠোর, তোমার উপর হয় ত রাগ করবে ; কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাস্‌তে পারিনে ব'লে আমার কেবল দুঃখ হয়, এইমাত্র। আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছি—এইটিই আমার দুঃখ। আমার সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে ব'লে আমি দুঃখিত—না দেখা হলেই ভাল হত। কি কুক্ষণেই আমি ভেনিস্ ত্যাগ করে ফ্লরেন্‌সে এসেছিলাম। প্রথমে আমি আশা করেছিলাম, তোমাকে ক্রমাগত উপেক্ষার ভাব দেখালে, যদি তুমি দূরে চলে যাও। কিন্তু আমি জানি, প্রকৃত ভালবাসা—যার সমস্ত চিহ্ন আমি তোমার চোখে দেখতে পাই—সেই প্রকৃত ভালবাসা কোন বাধাই মানে না, কিছুতেই দমে না। কিন্তু আমার অন্তঃকরণের এই কোমল ভাব, তোমার মনে যেন কোন বিভ্রম উৎপন্ন না করে, কোনও স্বপ্ন জাগিয়ে না তোলে। তোমার প্রতি অনুকম্পা করছি বলে মনে কোরো না, তোমার প্রেমে আমি উৎসাহ দিচ্ছি। এক জ্যোতির্ম্ময় দেবদূত আমাকে সমস্ত প্রলোভন থেকে সর্ব্বদাই রক্ষা করছেন—তিনি ধর্ম্ম হতেও শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্য হতেও শ্রেষ্ঠ, পুণ্য হতেও শ্রেষ্ঠ,—আর সেই দেবদূতই আমার প্রাণেশ্বর—কৌণ্ট লাবিন্‌স্কাকে আমি দেবতার মত পূজা করি। আমার সৌভাগ্য এই যে, যিনি আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা, তাঁর সঙ্গেই আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।'

"এই অকপট আন্তরিক পতি-ভক্তির কথা শুনে আমার চোখে জল এল ; আর সেই সঙ্গে আমার জীবনের মর্ম্মগ্রন্থিটিও যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

"রাণী প্রাস্কোভি আমার কষ্টে বিচলিত হয়ে, নারীজনসুলভ স্নেহ-মমতার বশে নিজের সুরভি রুমালখানি আমার চোখের উপর বুলিয়ে দিলেন। আর বল্‌লেন—'ছি, কেঁদো না। আর কোন বিষয় ভাবতে চেষ্টা কর, মনে কর, আমি চিরকালের মত বিদায় নিয়েছি, আমি মরে গেছি। আমাকে ভুলে যাও। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াও, কাজ কর, লোকের উপকার কর, সচেষ্টভাবে বিশ্বমানবের কাজে যোগ দাও—লোকের সঙ্গে মেশামেশি কর—আর্টের চর্চ্চা কর, কিংবা আর কাউকে ভালবেসে মনকে শান্ত কর।'

"আমি অস্বীকারের ভঙ্গ করলাম। রাণী আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন :—

'তুমি কি মনে কর, আমার সঙ্গে বরাবর এইরূপ দেখাসাক্ষাৎ করলেই তোমার কষ্টের লাঘব হবে? আচ্ছা বেশ, তুমি এসো, আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেখা করব। ভগবান্ বলেছেন, শত্রুকেও ক্ষমা করবে। তবে, যারা আমাদের ভালবাসে, তাদের সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করা ঠিক? কখনই না। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, বিচ্ছেদই এর অমোঘ ঔষধ। দুই বৎসরকাল পরে, আমরা সহজভাবে বিনা সঙ্কটে পরস্পরের হস্ত-মর্দ্দন করতে পারব'—তার পর একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—'অবশ্য, বিনা সঙ্কটে তোমার পক্ষে।'

"তার পরদিনই আমি ফ্লরেন্‌স্ ছাড়লাম, কিন্তু কি জ্ঞান-চর্চ্চা, কি দেশ-ভ্রমণ, কি কালের দীর্ঘতা কিছুতেই আমার কষ্টের লাঘব হল না। আমি বেশ অনুভব করছি, আমার মরণ নিকটে। না, ডাক্তার মশায়, আমার মৃত্যুতে আপনি বাধা দেবেন না।"

ডাক্তার বলিলেন—"তার পর রাণীর সঙ্গে আর কি দেখা হয়েছে?" এই কথা বলিবার সময় ডাক্তারের নীলচক্ষু হইতে অদ্ভুত রকমের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। অক্টেভ উত্তর করিলেন—"না, তিনি এখন প্যারিসে আছেন।" এই কথা বলিয়া অক্টেভ ডাক্তারের দিকে হাত বাড়াইয়া একটা নিমন্ত্রণ-পত্র দিলেন। সেই পত্রের উপর লেখা ছিল :—

"আগামী বৃহস্পতিবার প্রাস্কোভি কৌণ্টেস লাবিন্‌স্কা বন্ধুজনের অভ্যর্থনার্থ গৃহে থাকিবেন।"

৩

রাস্তার একধারে সারি সারি বড় বড় গাছ—আর একধারে সুরম্য উদ্যান। সৌখীন লোকের ধূলিময় ও কোলাহলময় রাস্তা ছাড়িয়া, এই নিস্তব্ধ

শান্ত সুন্দর রাস্তায় অতি অল্প লোকেই আসে; কিন্তু যারা একবার আসে, তারা এখানকার একটি কবিত্বময় রহস্যময় আশ্রমের সম্মুখে না থামিয়া থাকিতে পারে না। ঈর্ষা-মিশ্র বিস্ময়ে তাহারা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন—যাহা অতি বিরল—ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে সুখ-শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই উদ্যানের গরাদের নিকট আসিয়া কে না একবার থমকিয়া দাঁড়াইবে, কে না উদ্যানের হরিৎ তরুপল্লবরাশির মধ্য দিয়া একটি বাগান-বাড়ী নির্নিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিবে, এবং ফিরিয়া যাইবার সময় বিষণ্ণচিত্তে মনে করিবে, যেন তাহার সমস্ত সুখ-স্বপ্ন ঐ উদ্যান-প্রাচীরের পশ্চাতেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে?

এই উদ্যানের সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথের দুইধারে বড় বড় শিলাস্তূপের প্রাচীর। অসমান অদ্ভুত আকার দেখিয়াই যেন ঐ সকল শিখাখণ্ড বাছিয়া বাছিয়া ঐখানে স্থাপিত হইয়াছে। এই আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো বেষ্টনের মধ্যে সুরম্য একটি হরিৎ দৃশ্য-পট যেন আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শৈল-প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ পার্ব্বত্য-বৃক্ষ অবস্থিত। নানা জাতীয় লতা প্রাচীরের গা বাহিয়া উঠিয়া প্রাচীরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহাতে সভ্যতার কৃত্রিম উদ্যান অপেক্ষা অযত্নসম্ভূত স্বাভাবিক অরণ্যের ভাব ধারণ করিয়াছে। শৈল-স্তূপের একটু পশ্চাতে নিবিড় পত্র-পল্লবে আচ্ছন্ন কতকগুলি সুভঙ্গিম-তরু-নিকুঞ্জ। তরু-কুঞ্জের পর হরিৎ শ্যামল শাদ্বলভূমি প্রসারিত, মখ্‌মল অপেক্ষাও পেলব—যেন গালিচা বিছানো রহিয়াছে—যেন উহা চোখে দেখিবারই জিনিস—যেন উহাতে পায়ের ভর সহে না। সুঁড়িপথটি চালনি-ঢাকা সূক্ষ্ম বালিতে আচ্ছাদিত, পাছে ভ্রমণকালে উচ্চকুলোদ্ভবা সুন্দরীদিগের সুকুমার পদ-পল্লব কাঁকরবিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হয়। ঐ বালির উপর বরললনাদের সুকুমার পদক্ষেপের ছাপ মুদ্রিত রহিয়াছে। বালু-পথটি হলুদে ফিতার মত এই হরিৎ পরিসরের চারিদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে।

শাদ্বল-খণ্ডের প্রান্তদেশে গুল্মাচ্ছন্ন জমির উপর গুচ্ছ গুচ্ছ টকটকে জিরানিয়ম ফুলের যেন আতস-বাজি জলিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত হরিৎ দৃশ্যের শেষে একটি অট্টালিকা। সম্মুখে সুগঠন সুঠাম পাত্‌লা পাত্‌লা থাম ছাদকে ধরিয়া আছে। ছাদের প্রত্যেক কোণে মর্ম্মর-প্রস্তর-মূর্ত্তি পুঞ্জীকৃত। মনে হয় যেন কোন ক্রোরপতি খেয়াল-বশে গ্রীশদেশ হইতে একটি দেবমন্দির উঠাইয়া আনিয়াছে। অট্টালিকার দুইপাশ দিয়া দুই পক্ষের মত দুইটি উদ্ভিদগৃহ প্রসারিত; কাচের দেয়াল সূর্য্যের কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—এবং দেশবিদেশের দুর্লভ বৃক্ষের চারা উহার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। উষার প্রথম রশ্মিপাতে যদি কোন কবি প্রাতে ঐ রাস্তা দিয়া গমন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কোকিলের নৈশ-কুহুধ্বনির শেষ তানটুকু তখনও মিলায় নাই। কিন্তু রাত্রিকালে যখন অপেরা হইতে প্রত্যাগত গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, নিদ্রিত জগতের নিস্তব্ধতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই একই কবি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন, একটি সুন্দর যুবা-পুরুষের হাত ধরিয়া শুভ্র ছায়ার মত কোন বিষাদ-মূর্ত্তি ললনা নিজ প্রাসাদ-ভবনে আরোহণ করিতেছেন।

এই বাড়ীতেই—পাঠক বোধ হয় অনুমান করিতে পারিয়াছেন—কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি লাবিন্স্কা ও তাঁর স্বামী কৌণ্টওলাফ-লাভিন্স্কা কিছুকাল হইতে বাস করিতেছেন। এই সাহসী বীর সম্প্রতি কাকেশশের যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই পুনর্মিলনে প্রেমিক-দম্পতি আনন্দে উন্মত্ত। যে প্রেম পরিশেষে বিবাহে পরিণত হয়, ইহাদের সেই বিশুদ্ধ প্রেমে দেব-মানব উভয়েরই অনুমোদন ছিল। কবি টমাসমুর "দেবতার প্রেম" যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সেই ধরণের প্রেম। ইহার বর্ণনা করিতে গেলে, আমাদের কলমের মুখে, প্রত্যেক কালির মসী আলোকবিন্দুতে পরিণত হইবে; কাগজের উপর একটা শিখা ফেলিয়া, সুরভি ধূপের একটা সুবাস রাখিয়া, প্রত্যেক শব্দ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে। যে দুই আত্মা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া আমরা তাহার বর্ণনা করিব? যেন দুই শিশরাশ্রুবিন্দু পদ্ম-পত্রের উপর গড়াইয়া একত্র মিলিত হইয়া, মিশ্রিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া,—শেষে একটি মুক্তা-বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এই সংসারে সুখ জিনিসটা এতই বিরল যে, মানুষ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু পক্ষান্তরে নৈতিক ও ভৌতিক কষ্ট-যন্ত্রণার অনুরূপ শব্দে, প্রত্যেক ভাষার শব্দকোষ পরিপূর্ণ।

ওলাফ ও প্রাস্কোভি শৈশব হইতেই পরস্পরকে ভালবাসিত। একটি নামেই উহাদের উভয়ের হৃদয় স্পন্দিত হইত; শৈশব হইতে ঐ নামই উহাদের পরিচিত ছিল, উহাদের নিকট আর কোন লোকের যেন অস্তিত্বই ছিল না; প্লেটোর বর্ণিত একাধারে স্ত্রী-পুংদেহের দুই টুকরা সেই আদিমকালের বিচ্ছেদের পর যেন আবার উহাদের মধ্যে আসিয়া পুনর্মিলিত হইয়াছিল। যেন উহারা একত্বের মধ্যে দ্বিত্বরূপে গঠিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একই বাসনার আহ্বানে উহারা পাশাপাশি চলিত, অথবা একটি কপোতযুগল একই চেষ্টায় জীবন-পথে বিচরণ করিত, উড়িয়া বেড়াইত।

এই সুখের অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এই জন্য স্বর্ণ-বায়ু-মণ্ডলের মত অসীম ঐশ্বর্য্য উহাদিগকে ঘিরিয়া ছিল। এই সুখি-যুগল কোথাও আবির্ভূত হইবামাত্র তত্রত্য দীনদুঃখীদের দুঃখের লাঘব হইত—চীর-বস্ত্র তখনই ঘুচিয়া যাইত; কারণ, ওলাফ ও প্রাস্কোভির একটা উচ্চতর সুখের স্বার্থপরতা ছিল, উহারা আপন সান্নিধ্যে কোন দুঃখ-কষ্ট সহিতে পারিত না।

কৌণ্টের মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, ঈষৎ দীর্ঘ, সুগঠিত পাতলা নাক, ওষ্ঠ-যুগল দৃঢ়রূপে অঙ্কিত, সুস্পষ্ট গোঁপের রেখা, গোঁপের দুই প্রান্ত ছুঁচাল, থুত্‌নী একটু ওঠানো ও খাদ-কাটা; কালো কালো চোখ খুব তীক্ষ্ণ, অথচ দয়ার্দ্র। দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি, পাত্‌লা গঠন, স্নায়ুপ্রধান প্রকৃতি; দেহ অতি সুকুমার প্রতীয়মান হইলেও ইস্পাতের মত দৃঢ় পেশীজাল তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কোন রাজ-রাজড়ার বড় মজ্‌লিসে কৌণ্ট যখন হীরক-খচিত জমকালো জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন, তখন তত্রত্য পুরুষদিগের ঈর্ষা হইত ও রমণীগণের হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু প্রাস্কোভি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁর যেরূপ রূপ ছিল, তেমনি আবার মানসিক গুণও যথেষ্ট ছিল।

বুঝিতেই পারিতেছ, এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অক্টেভের সাফল্যের প্রায় কোন সম্ভাবনাই ছিল না; এবং পাগলা ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো যতই আশ্বাস দিন না কেন, স্বকীয় পালঙ্কে পড়িয়া থাকিয়া শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভিন্ন অক্টেভের আর কোন উপায় ছিল না। প্রাস্কোভিকে বিস্মৃত হওয়াই একমাত্র উপায়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাঁর সহিত আবার সাক্ষাৎ করায় লাভ কি? অক্টেভ মনে মনে অনুভব করিত, এই রমণীর হৃদয় কোমল হইলেও যেরূপ অটল, তাহাতে তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কখনই শিথিল হইবে না; নিতান্ত আবেগহীন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আমাকে কেবল একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখিবেন এইমাত্র। অক্টেভের ভয় হইতেছিল, পাছে যে ক্ষতের চিহ্ন এখনো বিলুপ্ত হয় নাই, সেই ক্ষতের মুখ আবার ফাটিয়া নূতন করিয়া বাহির হয় এবং পাছে সেই নির্দোষ হত্যাকারিণীর চরণ-তলে তাহার রক্তাক্ত হৃদয় আবার লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু অক্টেভ তাহার ভালবাসার ধন ঐ মধুর হত্যাকারিণীর উপর হত্যার অভিযোগ আনিতে ইচ্ছুক ছিল না।

৪

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, অক্টেভ লাবিন্‌স্কাকে ভালবাসে, এই কথা লাবিন্‌স্কাকে সে বলিতে উদ্যত হওয়ায় লাবিন্‌স্কা তাহাকে থামাইয়া দেন, সে কথা তার মুখ হইতে বাহির করিতে দেন নাই; সে কথা তিনি শুনিতে চান নাই। তখন হইতে দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুখ-স্বপ্নের উচ্চ শিখর হইতে এইরূপ দারুণ পতন হওয়ায়, অক্টেভের চিত্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং অক্টেভ, লাবিন্‌স্কাকে কোন সংবাদ না দিয়া দূর-দেশে চলিয়া যায়।

যে একটিমাত্র কথা অক্টেভ লাবিন্‌স্কাকে লিখিতে পারিত, সেই কথাটিই মুখ দিয়া বাহির করিতে অক্টেভকে নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই লাবিন্‌স্কা অক্টেভের কোন সংবাদ পান নাই। অক্টেভের এই নিস্তব্ধতাতে ভীত হইয়া, লাবিন্‌স্কা বিষণ্ণচিত্তে স্বকীয় ভক্ত উপাসক বেচারী অক্টেভের কথা মধ্যে মধ্যে চিন্তা করেন—সে কি আমাকে ভুলিয়া গেছে? লাবিন্‌স্কা চাহিতেন যে, সে তাহাকে ভুলিয়া যায়—কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতেন না। কেন না, অক্টেভের চোখে তিনি যে প্রেমের আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছেন, তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে; কৌণ্টেস তাহার হৃদয়ের অবস্থা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রেম ও দেবতাদের মধ্যে বেশ একটা চেনা-পরিচয়

আছে—ইহারা পরস্পরকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারেন। তাই এই প্রেমের কথাটা মনে হওয়ায় তাঁহার সুখের স্বচ্ছ আকাশের উপর দিয়া যেন একটি ক্ষুদ্র মেঘ চলিয়া গেল, পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টে স্বর্গের দেবতাদের যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ লঘু ধরণের একটু দুঃখ তাঁর মনকে অধিকার করিল। তাঁহার জন্ম কোন হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া সেই মমতাময়ী দেবীর অন্তঃকরণ একটু দ্রবীভূত হইল; কিন্তু আকাশে কোন উজ্জ্বল তারকার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যদি কোন সামান্য মেষপালক উদ্বাহু হইয়া হাত বাড়ায়, তাহা হইলে সেই তারকা তাহার জন্য কি করিতে পারে?

প্যারিসে আসিয়া, কৌণ্টেস লাবিনস্কা অক্টেভের নামে লৌকিক ধরণের একটা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রখানিই ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো অন্যমনস্কভাবে এক্ষণে আঙুলের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। কৌণ্টেসের ইচ্ছা সত্ত্বেও যখন কৌণ্টেস দেখিলেন, অক্টেভ আসিল না, তখন তাঁর মনে হইল, সে এখনো তাহাকে ভালবাসে, তবে হয় ত কোন বিশেষ কারণে আসিতে পারে নাই। এই মনে করিয়া কৌণ্টেসের হৃদয় উৎফুল্ল হইল, তবু তো এই রমণী স্বর্গের দেবতার মত বিশুদ্ধ-চরিত্র ও হিমালয়ের উচ্চতম শিখরস্থ তুষারের মত শুভ্র নিষ্কলঙ্ক। ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন:—"তোমার বর্ণিত সমস্ত কথা আমি বেশ মন দিয়ে শুনেছি, আমার মনে হয়, এখন কোন প্রকার আশা করা তোমার পক্ষে নিতান্তই পাগলামী। কৌণ্টেস কখনই তোমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন না।"

—"দেখুন ডাক্তার, এই জন্যই আমার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবার কোন হেতু দেখতে পাই নে।"

ডাক্তার বলিলেন:—"আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, সচরাচর উপায়ে প্রাণ বাঁচাবার কোন আশা নাই। কিন্তু এমন সব গুহ্য তত্ত্ব ও নিগূঢ় শক্তি আছে, যার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান একেবারে অনভিজ্ঞ। মূর্খ সভ্যতা যে সব দেশকে অসভ্য বলে, সেই সব বিদেশ-ভূমিতেই এই গুহ্য বিদ্যার চর্চ্চা বংশ-পরম্পরায় চলে আসছে। সেইখানেই জগতের আদিমকালে, মানবজাতি প্রাকৃতিক শক্তির সহিত অব্যবহিত সংস্রবে আসায় তার গুহ্য তত্ত্ব জানতে পেরেছিল। লোকের বিশ্বাস—সে সব তত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সাধারণ লোকে তার কিছুই জানে না। ঐ সব গুহ্য তত্ত্বের জ্ঞান প্রথমে মন্দির-দেবালয়ের রহস্যময় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরায় প্রচারিত হয়; তার পর, ইতর লোকের অবোধ্য পবিত্র ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ হয়, ইলোরার ভূগর্ভস্থ প্রাচীরের গায়ে ক্ষোদিত হয়। তুমি এখনও দেখতে পাবে, যেখান থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্চে, সেই উচ্চতম মেরু-শিখরে, পুণ্যনগরী বারাণসীর প্রস্তর-সোপানের তলদেশে, সিংহলের ভগ্নদশাগ্রস্ত ডাগোবার গভীরদেশে কতকগুলি শতায়ুষ্ক ব্রাহ্মণ অপরিজ্ঞাত পুঁথির পাঠোদ্ধার করচেন, কতক-গুলি যোগী অনির্ব্বচনীয় ওঁ-শব্দের জপে ব্যাপৃত রয়েছেন—ইতিমধ্যে আকাশের পাখী তাঁদের জটার মধ্যে বাসা বাঁধছে—সেদিকে তাঁদের লক্ষ্যই নাই; কতকগুলি সন্ন্যাসী—যাঁদের স্কন্ধদেশ ত্রিশূলবিদ্ধ ক্ষতের চিহ্নে অঙ্কিত—তাঁরা নষ্ট বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন এবং তা-থেকে আশ্চর্য্য ফল লাভ ক'রে, তা কাজে প্রয়োগ করছেন। আমাদের য়ুরোপ ভৌতিক স্বার্থে নিমগ্ন হয়ে, কল্পনাও করতে পারে না—ভারতের তপস্বীরা আধ্যাত্মিকতার কত উচ্চ ধাপে আরোহণ করেছেন, তাঁদের নিরম্বু উপবাস, তাঁদের ধ্যানধারণার ভীষণ একাগ্রতা, কত কত বৎসর ধরে', দুঃসাধ্য আসন রচনা করে' একভাবে উপবিষ্ট থাকা, প্রখর সূর্য্যের নীচে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে বসে শরীরকে শোষণ করা,—এ সব য়ুরোপের সাধ্যাতীত। তাঁদের হাতের নখ বর্দ্ধিত হয়ে তাঁদের হাতের তেলোতে বিদ্ধ হয়ে আছে—দেখলে মনে হয়, যেন "ইজিপ্-স্যান মমি" তাদের সিন্দুক থেকে সদ্য বের হয়ে এসেছে। তাঁদের দেহের বহিরাবরণটা যেন প্রজাপতির খোলস; প্রজাপতিরূপ অমর আত্মা ঐ খোলস ইচ্ছামত ত্যাগ করতে পারে কিংবা আবার গ্রহণ করতে পারে। যখন উঁহাদের ভীষণ-দর্শন জীর্ণ-শীর্ণ জড়বৎ দেহপিণ্ডটা এক-স্থানে পড়ে থাকে, তখন ওঁদের আত্মা, সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খেয়ালের ডানায় ভর করে' গগনা-তীত উচ্চ প্রদেশে অলৌকিক জগতে উড়ে যায়। তখন তাঁরা অদ্ভুত দৃশ্য অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে থাকেন। অনন্তের সাগর-বক্ষে বিলীন যুগযুগান্তের যে সব তরঙ্গ ওঠে, তাঁরা যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে সেই সব তরঙ্গ অনুসরণ করেন; তাঁরা বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য

করেন, দেবতাদের জন্মগ্রহণ ও যোনিভ্রমণে সাহায্য করেন, সর্ব্বতোভাবে অসীমের মধ্যে তাঁরা বিচরণ করেন। প্রলয়কাণ্ডের দরুণ যে সব বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, সেই সব বিজ্ঞান এবং আদিম মানব ও পঞ্চভূতের বিবরণ তাঁদের স্মরণে আসে; এই উদ্ভট অবস্থার মধ্যে, তাঁরা এমন এক ভাষার শব্দ বিড়-বিড় করে' উচ্চারণ করেন, যে ভাষায় বহুকাল যাবৎ কোন জাতিই আর কথা কয় না। সেই আদিম শব্দব্রহ্মকে তাঁরা আবার পেয়েছেন,—যে শব্দব্রহ্ম পুরাতন অন্ধকারের মধ্য হতে, আলোকের উৎস-ধারা ছুটিয়ে দিয়েছিল। লোকে তাঁদের পাগল মনে করে, আসলে তাঁরা দেবতা।"

এই অদ্ভুত গৌরচন্দ্রিকায় অক্টেভের উদ্দীপ্ত কৌতূহল শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, ডাক্তারের কথার গতি কোন্ দিকে বুঝিতে না পারিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, জিজ্ঞাসার ভাবে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অক্টেভের ভালবাসার সহিত ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, অক্টেভ তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না।

ডাক্তার অক্টেভের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, কোন প্রশ্ন করিতে মানা করিবার ভাবে হাতের একটা ইসারা করিয়া বলিলেন:—বাপু, একটু ধৈর্য্য ধর; এখনি তুমি বুঝিতে পারিবে—আমি যা বল্লুম, এসব অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক কথা নয়—মূল বিষয়ের সঙ্গে তার বিলক্ষণ যোগ আছে।

পরীক্ষাগারের মার্বেল-মেঝের উপর বসে,' শব-দেহের উপর ছুরি চালিয়ে পরীক্ষা করে' করে' ক্লান্ত হয়েছি, তার থেকে কোন সাড়া পাই নি; জীবনকে খুঁজ্‌তে গিয়ে কেবল মৃত্যুকেই দেখতে পেয়েছি! তখন একটা মৎলব আমার মনে হল। মৎলবটা খুব দুঃসাহসীর মত বল্‌তে হবে। এ দুঃসাহস অগ্নি-হরণ-উদ্দেশে এমেথিউসের স্বর্গ-আক্রমণের মত দুঃসাহস। মনে করলাম, আমি আত্মাকে হঠাৎ পাকড়াও করব, তার পর তাকে বিশ্লেষণ করব, শবচ্ছেদের মত খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌ব। আমি কারণের উদ্দেশে কার্য্যকে ত্যাগ করলাম। জড়-বিজ্ঞানের উপর আমার গভীর অবজ্ঞা হল—কেন না, তার থেকে কেবল মৃত্যুরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার মনে হল, কতকগুলো আকারের উপর পরীক্ষা করা, কতকগুলো বিচ্ছিন্ন উৎপন্ন পরমাণুরাশির উপর পরীক্ষা করা—এ তো স্থূলপ্রত্যক্ষবাদের কাজ। যে সকল বন্ধনে দেহাবরণটা আত্মার সঙ্গে আবদ্ধ রয়েছে, চুম্বকশক্তির যোগে সেই সব বন্ধন শিথিল করবার জন্য আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। এই পরীক্ষাকার্য্যে 'মেস্‌মের' প্রভৃতি মোহিনীশক্তির আবিষ্কারকদেরও ছাড়িয়ে উঠ্‌লাম। খুব আশ্চর্য্য ফল পেলাম। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলাম না। মৃগীযোগ, সশরীরে স্বপ্নভ্রমণ, দূরদর্শন, "দশা-পাওয়া" অবস্থায় চিত্তের উজ্জ্বলতা,—এই সব ব্যাপার আমি স্বেচ্ছাক্রমে উৎপাদন করতে পারতাম। এই সব ব্যাপার ইতর লোকের বুদ্ধির অগম্য—কিন্তু আমার কাছে খুবই সোজা। আমি আরও উচ্চে উঠলাম। য়ুরোপীয় মঠের যে সব মহাপুরুষ ধ্যান-ধারণা-সমাধির দ্বারা আশ্চর্য্য বিভূতি অর্জ্জন করে' তার দ্বারা নানা-প্রকার অলৌকিক কাণ্ড করতেন, আমি তাও করতে সমর্থ হলাম। কিন্তু তবু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। আত্মাকে আমি কিছুতেই ধরতে পারলাম না। আমি আত্মাকে অনুভব করতে পারতাম, বুঝতে পারতাম, আত্মার উপর কার্য্যফল উৎপাদন করতে পারতাম। আমি আত্মার বৃত্তিগুলিকে জড়ীভূত কিংবা উত্তেজিত করতে পারতাম। কিন্তু আত্মা ও আমার মধ্যে যে মাংসের আবরণ আছে, সেটাকে কিছুতে অপসারিত করতে পারতাম না—পাছে আত্মাটা উড়ে পালায়। ব্যাধ যেমন জালে পাখী ধরে' জালটা তুলতে সাহস করে না—পাছে পাখীটা আকাশে উড়ে যায়—এ সেই রকম।

শেষে আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করলাম—এই আশা করে' যে, সেই পুরাতন জ্ঞানের দেশে আমার দুর্জ্ঞেয় সমস্যার মন্ত্রটি আমি পাব। আমি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিখলাম। আমি পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা কইতে সমর্থ হলাম। যেখানে থাবা পেতে বসে বাঘরা গর্জ্জন করে, সেই সব জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। যে সব পবিত্র সরোবরে কুমীরের বাস, সেই সব সরোবরের ধার দিয়ে চলতে লাগলাম। লতাগুল্মে আচ্ছন্ন দুর্লঙ্ঘ্য অরণ্য পার হয়ে গেলাম। আমার পায়ের শব্দে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ে গেল, বানরের পাল পালিয়ে গেল। যে পথে হরিণরা বিচরণ করে, সেই পথের বাঁক নেবার সময় একেবারে হাতীর মুখামুখী এসে পড়লাম। এইরকম করে অবশেষে একজন প্রসিদ্ধ যোগীর কুটীরে এসে পৌঁছিলাম। আমি তাঁর

মৃগচর্ম্মের একপাশে বসে যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে দশা-পাওয়া অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে যে সব অস্পষ্ট মন্ত্র নিঃসৃত হচ্ছিল, তাই খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলাম। এই রকম করে কতদিন কেটে গেল। তার মধ্য থেকে বেছে যে শব্দগুলা খুব শক্তিমান, সেই সব শব্দ, যে মন্ত্রে প্রেতাত্মাদের আবাহন করা যায়, সেই সব মন্ত্র, তার পর শব্দ-ব্রহ্মের মন্ত্র আমি মনে করে রাখ্‌লাম: দেবমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কক্ষে যে সব ক্ষোদাই কাজের বিগ্রহ আছে, সেই সব বিগ্রহের তত্ত্বালোচনা করতে লাগলাম। এই সব গুপ্ত বিগ্রহ অদীক্ষিত লোকের অদর্শনীয়। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণের বেশ ছিল বলে আমি সেই গুপ্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম; সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য, লুপ্ত সভ্যতার অনেক কাহিনী আমি পড়তে পারলাম; দেবদেবীরা তাঁদের বহু হস্তে যে সব জিনিস ধারণ করেন, তার রূপক-অর্থ আমি আবিষ্কার করলাম।

ব্রহ্মার চক্রের উপর, বিষ্ণুর পদ্মের উপর, নীলকণ্ঠ শিবের সর্পের উপর আমি ধ্যান করতে লাগলাম, গণেশ তাঁর স্থূলচর্ম্ম শুণ্ড নাড়তে নাড়তে দীর্ঘপক্ষ্ম-বিশিষ্ট ছোট ছোট পিট-পিটে চোখ মেলে, একটু মৃদু হেসে যেন আমার এই সব গবেষণার চেষ্টায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন; এই সব বিকট মূর্ত্তি তাদের প্রস্তর-ভাষায় আমাকে যেন বল্‌তে লাগল:—"আমরা কতকগুলি আকার বই আর কিছুই নয়, আসলে আত্মাই জড়পিণ্ডের পরিচালক।"

"তিরুণামলয়" মন্দিরের পুরোহিতের কাছে আমার সঙ্কল্পের কথা খুলে বলায় তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষের ঠিকানা আমাকে বলে দিলেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ যোগী এলিফ্যান্টার গুহায় বাস করেন। আমি সেখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম—গুহার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে, বাকল-বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে, হাঁটু চিবুকে ঠেকিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলা পায়ের উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। চোখের তারা ওল্টান—কেবল চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে—ঠোঁট অনাবৃত দাঁতকে চেপে আছে। গায়ের চামড়ায় কষ ধরেছে;—চর্ম্ম অস্থি-লগ্ন। চুল জটা পাকিয়ে পিছনে ঝুলে আছে। তাঁর দাড়ি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে; গৃধ্রের নখের মত তাঁর নখ বেঁকে ঘুরে গেছে।

ভারতবাসীর মত তাঁর গায়ের রং স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ, কিন্তু প্রখরসূর্য্যের তাপে কালো পাথরের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হ'ল, লোকটা মৃত; বাহু ধরে নাড়া দিতে লাগলাম—মৃগীরোগে যে-রকম হয়—বাহুদুটো শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে যাতে দীক্ষিত বলে জান্‌তে পারেন, তাই আমার দীক্ষা-মন্ত্র তাঁর কাণের কাছে উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে লাগলাম: কিন্তু তবুও নড়ন-চড়ন নেই, চোখের পাতা একেবারে স্থির নিশ্চল। আমি তাঁকে জাগিয়ে তুলতে না পেরে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে একটা অদ্ভুত ফট্ ফট্ শব্দ শুন্‌তে পেলুম; বিদ্যুৎ-আলোর মত একটা নীলাভ স্ফুলিঙ্গ চকিতের ন্যায় আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল; সেই স্ফুলিঙ্গ যোগীর আধ-খোলা ঠোঁটের উপর মূহূর্ত্তকাল সঞ্চরণ করে' একেবারেই অন্তর্হিত হল।

ব্রহ্মলোগম (এই তাপসের নাম) মনে হল যেন নিদ্রাবস্থা থেকে জেগে উঠলেন। তাঁর চোখের তারা আবার যথাস্থানে এল; তিনি সদয়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

"দেখ্, তোর বাসনা পূর্ণ হয়েছে; তুই একটি আত্মাকে দেখতে পেয়েছিস্। আমার ইচ্ছামত আমার আত্মাকে শরীর থেকে আমি বিযুক্ত করতে পারি। জ্যোতির্ম্ময় ভ্রমরের মত এই আত্মা শরীর থেকে বাহির হয়, আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তা' কেবল সিদ্ধ পুরুষেরই দৃষ্টিগোচর হয়। আর কেউ দেখতে পায় না। আমি কত উপবাস করেছি, কত আরাধনা করেছি, কত ধ্যান-ধারণা করেছি, কি কঠোর ভাবেই দেহকে শীর্ণ করেছি—তবে আমি আমার আত্মাকে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পেরেছি এবং অবতার-মূর্ত্তি-গ্রহণের সময় যে রহস্যময় মহামন্ত্র বিষ্ণু-অবতারকে পথপ্রদর্শন করেছিল, সেই মহামন্ত্র বিষ্ণুদেব স্বয়ং আমার নিকট প্রকাশ করেছেন। যদি নির্দ্দিষ্ট মুদ্রাভঙ্গীসহকারে আমি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহা হইলে পশু কিংবা মানুষ, যার শরীরে তোমার আত্মাকে আমি প্রবেশ করতে বলব, তার শরীরেই তোমার আত্মা প্রবেশ করে' তাকে সজীব ক'রে তুলবে। এই পৃথিবীতে আমি ছাড়া এই মন্ত্র আর কেহই জানে না—এই গুপ্তমন্ত্রটি তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি—কারণ, বুদ্‌বুদ্ যেমন সাগরে মিশিয়ে যায়, আমি সেইরূপ এখন অকৃত অমৃত ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে

চাই।" তার পর এই যোগী সিদ্ধপুরুষ, মুমূর্ষুর অন্তিম-শ্বাসের ন্যায় অতি ক্ষীণস্বরে কতকগুলি শব্দ আবৃত্তি করলেন—সেই শব্দের উচ্চারণে আমার পিঠের উপর দিয়ে যেন একটা মৃদু কম্পনের তরঙ্গ চলে গেল।

অক্টেভ বলিয়া উঠিলেন :—

—এখন আপনি কি বল্‌তে চান ডাক্তার মশায়? আপনার মৎলবটা কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি নে।

ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো শান্তভাবে উত্তর করিলেন :—আমি তোমাকে এই কথা বল্‌তে চাই—

আমার বন্ধু ব্রহ্মলোগমের মায়া-মন্ত্রটি আমি এখনো ভুলি নাই। কৌণ্ট ওলাফ্-লাবিন্‌স্কির শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট অক্টেভের আত্মাকে যদি কৌণ্টেস্ লাবিন্‌স্কা চিন্‌তে পারেন, তা'হলে বুঝব, কৌণ্টেস লাবিন্‌স্কার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি এ জগতে আর কেহই নাই।

৩

চিকিৎসা ও বুজ্‌রুগি শক্তির জন্য, পারী নগরে ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর খুব পসার হইয়াছে; সত্যই হোক্, মিথ্যাই হোক্, তাঁর এই সব আজগুবি কাণ্ডের দরুণ, সর্ব্বত্রই তাঁর এখন আদর সম্মান। কিন্তু রোগী পাইবার চেষ্টা দূরে থাক্, তাঁর নিকট রোগী আসিলে, দরজা বন্ধ করিয়া উহাদিগকে ভাগাইয়া দেন, অথবা এরূপ ঔষধপত্র লিখিয়া দেন, যাহা অতি অদ্ভুত এবং এরূপ নিয়ম ব্যবস্থার কথা বলেন, যাহা পালন করা অসম্ভব। "নিউমোনিয়া' "এণ্টেরাইটিস, 'টাইফয়েড—এই সব চলিত সাদা-মাটা,সাধারণ ইতর জনোচিত রোগে আক্রান্ত রোগী-দিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাহাদের আগেকার ডাক্তারদের নিকট ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেন। দুরা-রোগ্য উৎকট সৌখীন রোগে আক্রান্ত রোগীরই তিনি চিকিৎসা করেন; এবং তাঁর চিকিৎসার রোগী অভাবনীয়রূপে আরোগ্য লাভ করে। রোগ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি এক পেয়ালা জলে ফুঁ দিয়া মায়া-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নানাপ্রকার মুদ্রা-ভঙ্গী করেন। মুমূর্ষুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত, আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, উহাকে সমাধি-ভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ চলিতেছে;—সেই সময় উহার যন্ত্রণায় আড়ষ্ট দৃঢ়বদ্ধ চিবুক শিথিল করিয়া দিয়া ঐ মন্ত্রপূত জলের কয়েক ফোঁটা উহাকে গিলাইয়া দেওয়া হয়; তাহার পরেই রোগীর দেহের স্বাভাবিক নম-নীয়তা, স্বাস্থ্যের রং আবার ফিরিয়া আসে। রোগী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে! তাই শেরবোনোকে সবাই মৃত্যুর ডাক্তার বলে, মৃতসঞ্জীবনের ডাক্তার বলে। এখনো ডাক্তার শেরবোনো সব সময়ে এই সব রোগের চিকিৎসা করিতে সম্মত হন না; অনেক সময় ধনী মুমূর্ষু রোগীদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থের অঙ্গীকার পাইলেও উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। যদি কোন জননী তার একমাত্র সন্তানের জীবনের জন্য তাঁহাকে কাতর অনুনয় করে, কোন প্রেমিক তার প্রাণ-প্রিয়ার প্রেমলাভে হতাশ হইয়া তাঁহার সাহায্য চাহে, অথবা যদি তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তির জীবন সঙ্কটাপন্ন, তাহার জীবন কাব্যের পক্ষে, বিজ্ঞানের পক্ষে, বিশ্বমানবের উন্নতির পক্ষে, বিশেষ প্রয়োজনীয়, তবেই তিনি তার মৃত্যুর সহিত যুঝাযুঝি করিতে সম্মত হন।

এইরূপে তিনি 'ক্রুপ-'রোগে রুদ্ধ-শ্বাস একটি কোলের শিশুকে, যক্ষ্মার শেষ-অবস্থায় উপনীত একটি রূপসী ললনাকে, সুরা-বিকারগ্রস্ত একজন কবিকে, মস্তিষ্কের রক্ত-জমাটরোগে আক্রান্ত একজন যন্ত্র-উদ্‌ভাবককে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। তাঁর আবিষ্কারের হদিশটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার গর্ভে নিহিত হইবে, তাঁহার আচরণে এইরূপ মনে হয়। আবার তিনি এরূপ কথাও বলেন যে, প্রকৃতিকে উল্টাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে, কতকগুলি লোকের মরাই উচিত—তাহাদের মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে; তাহাদের মৃত্যুতে যদি বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব-যন্ত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে; এখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ, ডাক্তার শেরবোনো একজন সৃষ্টি-ছাড়া লোক, বাতিকগ্রস্ত লোক; তাঁর এই বাতিকটা তিনি পুরোপুরি ভারতবর্ষ হইতে অর্জ্জন করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মোহনকারীর খ্যাতিটা চিকিৎসকের খ্যাতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। অল্প-সংখ্যক বাছাবাছা লোকের সম্মুখে তিনি কয়েকবার বৈঠক দিয়াছিলেন, সেই বৈঠকে এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহাতে করিয়া লোকের সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত সংস্কার ওলট-পালট

হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রসিদ্ধ যাদুকর ক্যাগলিয়স্ট্রোর অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

ডাক্তার একটা পুরাতন হোটেলের একতলায় বাস করিতেন। আগেকার দস্তুরমত তাঁর ঘরগুলা সারি-সারি এক লাইনে অবস্থিত। সেই সব ঘরের উঁচু জান্‌লা হইতে নীচের বাগান দেখা যায়। বাগানে বড় বড় গাছ; গাছের গুঁড়িগুলা কালো,—লম্বা লম্বা সবুজ পাতায় ঢাকা। শক্তিমান কতকগুলা তাপ-প্রবাহ যন্ত্রের মুখ হইতে তাপের অনন্ত প্রবাহ বাহির হইয়া বড় বড় ঘরগুলাকে গরম রাখিয়াছে। এখন ঘরের তাপমান ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রী। ভারতবর্ষের প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে অভ্যস্ত ডাক্তার শেরবোনো, আমাদের দেশে ক্যাঁকাসে সূর্য্যকিরণে, থরথর করিয়া কাঁপিতেন—ঠিক সেই ভ্রমণকারীদের মত, যাহারা নীল-নদীর সূত্রস্থান মধ্য-আফ্রিকা হইতে 'কেরোতে' ফিরিয়া আসিয়া শীতে কাঁপিতে থাকে। তিনি গাড়ী বন্ধ-সন্ধ না করিয়া গৃহের বাহির হইতেন না; এবং শীত-কাতরের ন্যায় সর্ব্বশরীর পশু-লোমের আলখাল্লায় আচ্ছাদন করিয়া গরম-জলে-ভরা একটা টিনের চোঙ্গার উপর পা রাখিতেন।

তাঁর এই ঘরগুলিতে কতকগুলা অনুচ্চ পালঙ্ক ছাড়া আর কোন আসবাব ছিল না। পালঙ্কগুলা মালাবার দেশের ছিট-কাপড়ে আচ্ছাদিত,—তার উপর অদ্ভুত-আকৃতি হস্তী ও কাল্পনিক বিহঙ্গাদির চিত্র অঙ্কিত, ও সিংহলের আদিমবাসীদিগের দ্বারা রূঢ় ধরণে রং-করা ও সোনার গিল্‌টি করা; বিদেশী ফুলে ভরা কতকগুলা জাপানী ফুলদানী এবং মেজের তক্তার উপর, ঘরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শতরঞ্চি বিছানো রহিয়াছে। কালো-সাদা ফুল কাটা এই বিষাদময় শতরঞ্চি কারাগারের মধ্যে ঠগেরা বুনিয়াছে। তাহারা যে শোণের রশিতে গলায় ফাঁস লাগাইত, সেই শোণের সূতা দিয়া ইহার বুনানি হইয়াছে। পাথরের ও কাঁসার কতকগুলা হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে; বাদামি আকারের দীর্ঘ চোখ—নাকে মাকড়ি—হাস্যময় স্থূল ওষ্ঠাধর, মুক্তার মালা নাভি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া রহিয়াছে; উহাদের স্বরূপ-লক্ষণ অদ্ভুত ও রহস্যময়; মূর্ত্তিগুলা তলদেশস্থ বেদিকার উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে। দেবালয়ের গায়ে গায়ে জল-রঙের চিত্রপট ঝুলিতেছে; এই সকল চিত্র কলিকাতা কিংবা লক্ষ্ণৌর পটুয়াদের হাতের আঁকা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ (যাকে কোন কোন স্বপ্ন-দর্শক হিন্দুখৃষ্ট মনে করেন), বুদ্ধ, কলি এই নয় অবতারের চিত্র। সর্ব্ব-শেষে নারায়ণের মূর্ত্তি—ক্ষীর-সমুদ্রের মধ্যে সুবক্র পঞ্চশীর্ষ সর্প-বেদিকার উপর নিদ্রিত—কোন এক সময়ে শ্বেত-অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া, শেষ-অবতার কলির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের প্রলয়সাধন করিবেন, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সব ঘরের পিছনে যে ঘর—সেই ঘরটি আরও বেশী করিয়া গরম করা; সেই ঘরে পাশাপাশি সংস্কৃত পুঁথিতে বেষ্টিত হইয়া বালাথজার শেরবোনো বাস করেন। পুঁথির অক্ষরগুলা পাতলা পাতলা কাষ্ঠফলকের উপর, লোহার লেখনীর দ্বারা উৎকীর্ণ; কাষ্ঠফলকে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের মধ্যে দড়ি চালাইয়া, ফলকগুলা একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

আমরা য়ুরোপে যাহাকে পুস্তক বলি, এ সেরূপ ধরণের নহে। একটা বৈদ্যুতিক-যন্ত্র—তাহা সোনালি ফুল-কাটা কতকগুলা বোতলে ভরা; বোতলের কাচের মুখে হাতল লাগান আছে—ঐ হাতলের দ্বারা উহা ঘুরান যায়। এই চঞ্চল ও জটিল যন্ত্রটার ছায়া-মূর্ত্তি ঘরের মাঝখানে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। পাশে সম্মোহন কার্য্য-সংক্রান্ত একটা ছোট কাঠের টব; তাহার মধ্যে একটা ধাতুময় বল্লম ডোবানো আছে এবং উহা হইতে অনেকগুলা লৌহ-শলাকা বাহির হইয়াছে। শেরবোনো একজন হাতুড়ে ছাড়া আর কিছুই নহে; সেই জন্য শেরবোনোর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কোন উদ্যোগ ছিল না। কিন্তু তবু পূর্ব্বেকার 'আল্‌কিমি' রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলে যে রকম ভাব হইত, তাঁর এই আজগুবি ধরণের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলে মনে সেইরূপ একটা ভাব না হইয়া যায় না।

কৌণ্ট ওলাফ্-লাবিন্‌স্কি লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন, এই ডাক্তারের অনেক অলৌকিক চেষ্টা সফল হইয়াছে; তাই তাঁর অতি বিশ্বাসপ্রবণ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

যখন কৌণ্ট ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁর অনুভব হইল যেন একটা অস্পষ্ট অগ্নি-শিখা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে; তাঁহার সমস্ত শরীরের রক্ত মাথার দিকে প্রবাহিত হইল, তাঁহার রগের শিরাগুলা দব্‌দব্‌ করিতে লাগিল; ঘরের কুম্ভ

উত্তাপে তাঁর যেন শ্বাসরোধ হইল। প্রদীপে যে তেল পুড়িতেছিল, ফুলদানীতে যাভাদ্বীপের যে সব মসলা-দার বৃহৎ পুষ্প ফুলিতেছিল—সেই তেল ও পুষ্পের তীব্র গন্ধে তাঁর মাথা ধরিয়া গেল। মাতালের মত টলিতে টলিতে ডাক্তারের অভিমুখে কৌণ্ট কিয়ৎপদ অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার শেরবোনো সন্ন্যাসীদিগের মত আসনপিঁড়ি হইয়া পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। পরি-চ্ছদে আচ্ছাদিত ডাক্তারের শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে ভাবে দেখা যাইতেছিল, দেখিলে মনে হয়, যেন একটা মাকড়শা জালের মধ্যে থাকিয়া তাহার শিকারের উদ্দেশ্যে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে। কৌণ্টকে দেখিবা-মাত্র তাঁহার ফস্‌ফরস-দীপ্ত চোখ দুইটা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছা করিয়া উহা নিভাইয়া দিলেন। তাহার পর ডাক্তার, ওলাফের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। ওলাফ অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছেন, ডাক্তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাই দুই-তিনবার হাতের 'ঝাড়া' দিয়া তাঁহার চারিদিকে বসন্তের আব-হাওয়া উৎপাদন করিলেন,—এই উত্তপ্ত জ্বালাময় নরকের মধ্যে সুশীতল স্বর্গের আবির্ভাব ঘটাইলেন।

"এখন ত আপনি ভাল বোধ করচেন? আপনি বল্টিকের তুষারশীতল হাওয়ায় অভ্যস্ত, তাই ঘরের এই উত্তপ্ত হাওয়া, কামারের কারখানায় হাপরের জলন্ত হাওয়ার মত আপনার মনে হচ্চিল—কিন্তু ভারতের প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ-বিদগ্ধ যে আমি, এই উত্তাপেও আমি শীতে কাঁপছিলাম।"

কৌণ্ট ওলাফ একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, এখন আর তাঁহার গরমে কষ্ট হইতেছে না।

ডাক্তার অতি সরলভাবে বলিলেন,—"আপনি অবশ্য আমার 'ঝাড়া দেওয়া'র কথা, আমার সম্মোহন বিদ্যার কথা শুনেছেন?—তবে কি একটা নমুনা এখন দেখতে ইচ্ছা করেন?"

কৌণ্ট উত্তর করিলেন:—"আমার কৌতূহল ওরূপ ছেলে-মানুষি ধরণের নয়। যিনি একজন বিজ্ঞানের সম্রাট, তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি উহা অপেক্ষা অনেকটা বেশী।"

"বৈজ্ঞানিক বল্‌লে যে অর্থ বোঝায়, আমি সে অর্থে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নই। বরং বিজ্ঞান যে সকল জিনিসকে অবজ্ঞা করে, সেই সকল জিনিসের অনুশীলন ক'রে আমি অপ্রযুক্ত কতকগুলি গূঢ় শক্তিকে আয়ত্ত করেছি, এবং তার থেকে এমন সব ব্যাপার দেখাতে পারি, যা প্রাকৃতিক হ'লেও অত্যন্ত বিস্ময়-জনক বলে মনে হয়। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরবার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকে, আমিও তেমনি অপেক্ষা করে থেকে সময় বুঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে, কোন আত্মার রহস্য ঝট্‌ করে ধরে ফেল্‌তে পারি; সেই আত্মাটি তখন সব কথা খুলে আমাকে বলে;—তাতেই আমার কাজ হাসিল হয়, আমি তার কতকগুলি কথা মনে ক'রে রাখি। আত্মাই সব, জড়জগৎ শুধু একটা বাহ্য আবির্ভাব। বিশ্বজগৎ সম্ভবত ঈশ্বরের একটা স্বপ্নমাত্র অথবা অসীমের মধ্যে, শব্দ-ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত একটা বহির্বিকাশ মাত্র। আমি ইচ্ছামত শরীরকে চীরবস্ত্রের মত সঙ্কুচিত করতে পারি, জীবনীশক্তিকে আটকাতে পারি বা দ্রুত চালিয়ে দিতে পারি, আমি আকাশকে বিলোপ করতে পারি, ক্লোরোফরম্‌ প্রভৃতির সাহায্য না নিয়েও কষ্টকে নষ্ট করতে পারি। মানসিক তড়িৎ এই যে ইচ্ছাশক্তিতে সজ্জিত হয়ে আমি জীবন দান করি, কাউকে বা বজ্রাঘাতে ধরাশায়ী করি। আমার চক্ষের সমক্ষে কোন জিনিসই অস্বচ্ছ নয়; আমি চিন্তার রশ্মিগুলি স্পষ্ট দেখতে পাই। যেমন বেলোয়ারি কাচের কলমের মধ্য দিয়ে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যা-লোকের বর্ণচ্ছটা পরদার উপর প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আমার অদৃশ্য বেলোয়ারি কলম দিয়ে আমি ঐ চিন্তা-রশ্মিগুলি আমার সাদা মস্তিষ্কপটের উপর ইচ্ছাশক্তির বলে প্রতিফলিত করিতে পারি। কিন্তু ভারতের সিদ্ধপুরুষ যোগীরা যাহা করেন, তাহার কাছে এ সব কিছুই নয়। আমরা য়ুরোপের লোক,—আমরা অত্যন্ত লঘুপ্রকৃতি, অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসার; আমাদের কাদা-মাটির কারাগারটি আমাদের নিকট এতই প্রিয় যে, আমরা অনন্ত ও অসীমের বৃহৎ জানলাগুলো খুল্‌তে পারি নে। তথাপি আমার পরীক্ষা হতে আমি কতকগুলি আশ্চর্য্য ফল পেয়েছি, তা দেখলে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন।"

এই কথা বলিয়া ডাক্তার শেরবোনো একটা বড় দরজায় টাঙ্গানো একটা পরদার শিকের উপর দিয়া কতকগুলা আঙ্‌টা সরাইয়া দিবামাত্র ঘরের পশ্চাদ্ভাগের একটা প্রচ্ছন্ন কুঠরী বাহির হইয়া পড়িল।

তাঁবার টেপাইয়ের উপর সুরাসারের অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে কৌণ্ট ওলাফ্ যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা অতি ভীষণ, তাহা দেখিয়া এমন যে সাহসী পুরুষ কৌণ্ট, তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। একটা কালো টেবিলের উপর কটিদেশ পর্য্যন্ত নগ্ন একটি যুবাপুরুষ শয়ান—শবের মত নিশ্চল। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত তাহার দেহে কতকগুলো শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে একবিন্দুও রক্ত ঝরিতেছে না। দেখিলে মনে হয়, যেন কোন ধর্ম্মবীর 'মার্টারের' মূর্ত্তি, কেবল ক্ষতস্থানে চিত্রকর যেন লাল রং দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ওলাফ্ মনে মনে ভাবিলেন, এই ডাক্তার বোধ-হয় শিবের একজন ভক্ত উপাসক—এই লোকটিকে বোধ হয় শিবের নিকট বলি দিবার মৎলব করিয়াছে।

"ওর কিছুই কষ্ট হচ্চে না; ওর গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখুন, ওর মুখের একটি পেশীও নড়বে না।" এই কথা বলিয়া আলপিনের গদি হইতে আল্‌পিন বাহির করিবার মত ডাক্তার উহার গাত্র হইতে শলাকাগুলো বাহির করিয়া লইলেন। উহার উপর তাড়াতাড়ি কয়বার হস্ত-সঞ্চালনের পর বা 'ঝাড়া' দিবার পর, উহার ওষ্ঠাধরে যোগানন্দের একটি মৃদু-মধুর হাসির রেখা দেখা দিল—যেন সে একটা সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার শেরবোনো তাকে ছুটি দিলেন। কাঠের কারুকার্য্য-ভূষিত ঐ প্রচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠের কাঠকাঠামের মধ্যস্থিত একটা কাটা দরজা দিয়া সে প্রস্থান করিল। মৃদু হাসির ছলে ডাক্তার মুখের বলি-রেখাগুলা বেণী পাকাইয়া বলিলেন,—

"আমি ওর একটা পা কিংবা হাত কেটে ফেল্‌তে পারতাম,—ও টেরও পেত না। আমি তা করলাম না, কেন না, আমি এখনও সৃষ্টি করতে পারি নে। এ বিষয়ে মানুষ টিক্‌টিকি হতেও অধম, মানুষের এতটা শক্তিবিশিষ্ট জীবন-রস নেই যে কাটা অঙ্গ আবার নূতন করে গড়ে তুলতে পারে। আমি সৃষ্টি করতে পারিনে বটে, কিন্তু আমি নবযৌবন এনে দিতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি এক বৃদ্ধা রমণীর অবগুণ্ঠন উঠাইয়া লইলেন; কালো মার্ব্বেল টেবিলের অনতিদূরে, সেই বৃদ্ধা এক আরাম কেদারায় চৌম্বক নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল; তাহার মুখশ্রী, মনে হয়, এক সময়ে সুন্দর ছিল, এখন শুষ্ক ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার বাহুর, তাঁহার স্কন্ধের, তাঁহার বক্ষের শীর্ণ গঠনের উপর কালের উপদ্রব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ডাক্তার স্বীয় নীল তারার প্রখর স্থির দৃষ্টি খুব আগ্রহের সহিত, কয়েক মিনিট ধরিয়া তাহার উপর নিবদ্ধ করিলেন; ক্ষীণরেখাগুলি আবার পূর্ব্ববৎ সরল হইয়া উঠিল; কুমারী-সুলভ বক্ষের সুগোল-গঠন আবার ফিরিয়া আসিল। কণ্ঠের শীর্ণতা আবার শুভ্রবর্ণ সার্টিন-আভ মাংসে ভরিয়া গেল। গাল বেশ সুগোল হইল, এবং পিচ ফলের স্থায় ঈষৎ গোল ও পেলব হইয়া যৌবনের তাজাভাব ধারণ করিল; উন্মীলিত নেত্রযুগল, একপ্রকার সজীব তরল রসে ভরিয়া গিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। যেন যাদু-মন্ত্রে বার্দ্ধক্যের মুখসটা খসিয়া গেল, এবং বহুকাল-অন্তর্হিতা সেই সুন্দরী যুবতীকে আবার দেখিতে পাওয়া গেল। এই রূপান্তর-দর্শনে কৌণ্ট হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন; ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন :—

"আপনি কি বিশ্বাস করেন, এই স্থলে যৌবনের উৎস হইতে নিঃসৃত অলৌকিক জল-ধারার কতকটা জলে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে? আমি বিশ্বাস করি, কেন না, মানুষ নূতন কিছুই উদ্‌ভাবন করতে পারে না; মানুষের প্রত্যেক স্বপ্নই একটা ভবিষ্যৎ দর্শন কিংবা একটা অতীতের স্মৃতি।—কিন্তু আমার ইচ্ছা-বলে এই মূর্ত্তিটিকে প্রস্তরে পরিণত করেছিলাম, এখন মুহূর্ত্তের জন্য ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক্। আর ঐ কোণে যে মেয়েটি শান্তভাবে নিদ্রা যাচ্ছে, এখন ওর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক্। ঐ মেয়েটির ডল্‌ফির পুরোহিতের চেয়েও দূর-দৃষ্টি। বোহিমিয়া প্রদেশে আপনার যে ৭টি দুর্গ-প্রাসাদ আছে, তারই কোন একটি প্রাসাদে ওকে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন; আপনার দেরাজে সব-চেয়ে গোপনীয় জিনিস কি আছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন—ও বলে দেবে। সেখানে পৌঁছাতে ওর আত্মার এক-সেকেণ্ডেরও বেশি লাগবে না। যাই হোক্, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্য বটে; কেন না, ঐ একই সময়ের মধ্যে তাড়িৎ ৭০ মাইল লীগ্ অতিক্রম করে; আর, রেল-গাড়ীর কাছে ঘোড়ার গাড়ী যে রকম, চিন্তার কাছে তাড়িৎ শক্তিও সেই রকম। আপনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করবার জন্য আপনি ওর হাতে হাত দিন; আপনার প্রশ্নটি সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞাসা

করাও আবশ্যক হবে না। ও আপনার মনোগত প্রশ্ন এম্‌নিই জানতে পারবে।"

কৌণ্ট মনে মনে যে প্রশ্ন করিলেন, ঐ মেয়েটি অতি ক্ষীণ স্বরে তাহার উত্তর দিল :—

"সিডার কাঠের সিন্দুকের ভিতর, অতিসূক্ষ্ম বালির গুঁড়ার মত এক টুকরা মাটি আছে, তার উপর একটা ছোট পায়ের ছাপ্‌ দেখা যায়।"

ডাক্তার তাঁর স্বপ্নদর্শী মেয়েটির অভ্রান্ততায় যেন দৃঢ়নিশ্চয়, এই ভাবে কোন দ্বিধা না করিয়াই বলিলেন :—

—"মেয়েটি ঠিক বলেছে কি না?"

কৌণ্টের গাল লাল হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ তাঁহাদের ভালবাসার প্রথম অবস্থায়, একটা উপবনের বালুময় গলিপথে তরুণী প্রাস্কোভির পায়ের যে ছাপ্‌ পড়িয়াছিল, বালুময় মাটিসমেত সেই ছাপ্‌টি কৌণ্ট উঠাইয়া লইয়া ঝিনুক ও রূপা-খচিত একটা বাক্‌সোর ভিতর, সেই ছাপ-সমেত মৃত্তিকাখণ্ড স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং উহার অতি ক্ষুদ্র চাবিটি একটি খুব সরু চেনে বদ্ধ হইয়া তাঁহার গলায় ঝুলিত।

শিষ্টাচারে অভ্যস্ত ডাক্তার, কৌণ্টের লজ্জা-সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, এবং তাঁহাকে একটা টেবিলের অভিমুখে লইয়া গেলেন। ঐ টেবিলের উপর হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ খানিকটা জল রাখা হইয়াছিল।

"যে ঐন্দ্রজালিক আর্শিতে, মেফিষ্টোফেলিস্‌ ফৌষ্টকে হেলেনের মূর্ত্তি দেখিয়েছিল, সেই আর্শির কথা বোধ হয় আপনি শুনেছেন; আমার রেশমী মোজার মধ্যে ঘোড়ার খুর ও আমার টুপিতে দুইটা কুঁকড়োর পালক না থাক্‌লেও একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়ে আপনাকে নির্দ্দোষ আমোদ দিতে পারি। এই জল-পাত্রের উপর আপনি ঝুঁকে থাকুন, আর যে রমণীকে আপনি এখানে আন্‌তে চান, একাগ্রচিত্তে তাঁকে চিন্তা করুন। জীবিত হোক্‌, বা মৃত হোক্‌, দূরে থাকুক বা নিকটে থাকুক—জগতের শেষ-প্রান্ত থেকে ইতিহাসের গহন রসাতল থেকে সে আপনার ডাকে এখানে এসে উপস্থিত হবে।"

ডাক্তারের কথামত কৌণ্ট জল-পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁহার দৃষ্টির প্রভাবে, পাত্রের জল বিক্ষুব্ধ হইয়া 'ওপ্যাল' মণির বর্ণ ধারণ করিল; জল-পাত্রের কিনারাটা বেলোয়ারি কলমে বিশ্লিষ্ট বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত হইল। ইহা যেন একটা ছবির ফ্রেমের মত হইল। ছবি আগেই আঁকা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু উহা সাদাটে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে কুয়াসাটা মিলাইয়া গেল। অম্‌নি স্বচ্ছ জলের উপর এক তরুণীর ছবি ফুটিয়া উঠিল। পরিধানে আলখাল্লার ন্যায় একটা শিথিল পরিচ্ছদ; নেত্রযুগলের বর্ণ সমুদ্র-হরিৎ, কুঞ্চিত স্বর্ণ-কুণ্ডল, পিয়ানোর পর্দ্দাগুলোর উপর চঞ্চল সুন্দর হাতদুটি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ছবিখানি এমন চমৎকার আঁকা যে, তাহা দেখিলে গুণী চিত্রকরেরাও ঈর্ষায় মরিয়া যাইত।—

ইনিই রাণী প্রাস্কোভি লাবিন্‌স্কা; কৌণ্টের আবেগময় আহ্বান শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ডাক্তার, কৌণ্ট-ওলাফের হস্ত গ্রহণ করিয়া সম্মোহন-জল-পাত্রের একটা পায়ার উপরে উহা স্থাপিত করিলেন। বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তিতে ভরা ঐ ধাতুখণ্ড একটু স্পর্শ করিবামাত্র কৌণ্ট যেন বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

ডাক্তার উঁহাকে বাহুর দ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং হাল্‌কা পালকের মত উঠাইয়া লইয়া একটা পালঙ্কের উপর শুয়াইয়া দিলেন। তার পর ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বলিলেন—

"অক্টেভকে এখানে নিয়ে আয়।"

৬

যে বাড়ীতে অক্টেভ বাস করিত, সেই বাড়ীর নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে ডাক্তারের মন্ত্রপুত জল-পাত্রোত্থিত গুরুগুরু গর্জ্জন-নাদ শোনা গিয়াছিল; শুনিবামাত্র প্রায় তখনই অক্টেভ ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্টেভ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—এমন সময় ডাক্তার, অক্টেভকে দেখাইল—কৌণ্ট ওলাফ একটা পালঙ্কের উপর হাত-পা ছড়াইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। প্রথমে অক্টেভের মনে হইল, বুঝিবা কেহ কৌণ্টকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়াছে,—অক্টেভ কিয়ৎক্ষণের জন্য ভয়স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু আর একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবার পর, লক্ষ্য করিল, ঐ নিদ্রিত যুবকের বক্ষোদেশ প্রায় অননুভব্য

ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাসে একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে। ডাক্তার বলিলেন :—

"এই দেখ, তোমার ছদ্মবেশ প্রায় প্রস্তুত হয়েছে। এ ছদ্মবেশের যোগাড় করা বড় শক্ত। এ ছদ্মবেশ দোকানে ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু রোমিও যখন ভেরোনার বারাণ্ডার উপরে উঠেছিল, তখন তার ঘাড় ভাঙ্গবার সম্ভাবনাটা থাকা সত্বেও রোমিওর চিত্তকে উদ্বিগ্ন করতে পারে নি। সে জানত, জুলিয়েট, নৈশ অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে উপরের কামরায় তার জন্য অপেক্ষা করচে। কৌন্টেস্ প্রাস্কোভির মূল্য ক্যাপুলেট-দুহিতার চেয়ে বড় কম নয়।"

এই আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিয়া অক্টেভের চিত্ত এতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, সে কোন উত্তর করিল না। সে ক্রমাগত কৌন্টকে দেখিতে লাগিল ; দেখিল, কৌন্টের মস্তক পশ্চাতে অল্প হেলিয়া একটা বালিসের উপর ন্যস্ত। গথিক্ মঠের ভিতর সমাধিস্থানের উপরে যে সকল বীরপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাতে ঘাড়ের নীচে ক্ষোদাই-কাজ করা একটা মার্ব্বেলের বালিস থাকে—এ যেন ঠিক সেই রকম। এই সুন্দর ও মহান্ মূর্ত্তির অভ্যন্তরস্থ আত্মাকে অক্টেভ বেদখল করিতে যাইতেছে,—এই চিন্তায় তার মনে একটু অনুতাপ উপস্থিত হইল।

অক্টেভ এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার মনে করিলেন, বুঝি অক্টেভ এখনো ইতস্ততঃ করিতেছে। ডাক্তারের ঠোঁটের ভাঁজের উপর দিয়া একটা অস্পষ্ট অবজ্ঞার হাসি চলিয়া গেল—ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন :—

"তুমি যদি মন স্থির না করে থাক, তা'হলে আমি কৌন্টকে জাগিয়ে দিতে পারি। আমার চৌম্বক-শক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে, যেমন তিনি এসেছিলেন, তেমনি আবার ফিরে চলে যাবেন ; কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ, এ রকম সুযোগ আর কখনো পাওয়া যাবে না।

সে যাই হোক, তোমার প্রেমের সম্বন্ধে আমার বেশ একটু দরদ হয়েছে, একটা পরীক্ষা করতে আমার ইচ্ছে হয়েছে—সে রকম পরীক্ষা য়ুরোপে আমি কখনো চেষ্টা করিনি। আমি তোমার কাছে এ কথা লুকোতে চাইনে যে, এই আত্মার বিনিময় ব্যাপারে একটু বিপদ আছে। তোমার বুকে হাত দিয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার জীবন-পাশার যা সব চেয়ে বড় দান, তা পাবার জন্য কি তুমি মুক্ত হৃদয়ে তোমার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করতে রাজি আছ? শাস্ত্রে আছে প্রেম মৃত্যুরই মত বলবান।"

অক্টেভ শুধু এই উত্তর দিলেন :—

—"আমি প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার তাঁর শ্যামলবর্ণ শুষ্ক দুই হাত খুব তাড়াতাড়ি ঘসাঘসি করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"বেশ, বাবা, বেশ। কোন বাধাতেই পিছপাও হয় না—তোমার এই প্রেমের আবেগ দেখে আমি তুষ্ট হলাম! এ জগতে দুইটি মাত্র জিনিস আছে ; আবেগ আর ইচ্ছাশক্তি। তুমি যদি সুখী না হও, সে নিশ্চয়ই আমার দোষ নয়। গুরুদেব ব্রহ্মলোগম্! অপ্সরাসঙ্গীত-মুখরিত ইন্দ্রলোক হতে তুমি ত সব দেখছ—তোমার মৃত কঙ্কাল পরিত্যাগ করবার সময় আমার কাণে যে মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছেলে, তা কি আমি বিস্মৃত হয়েছি? না সেই মন্ত্র, সেই সব মুদ্রাভঙ্গী আমার বেশ মনে আছে। তবে এমন কার্য্য আরম্ভ হোক! এইবার আমাদের কটাহে এক অপূর্ব্ব রান্না চড়বে—ম্যাকবেথের সেই ডাকিনীদের মত কেবল তাদের সেই নীচ ধরণের ডাকিনী-মন্ত্র থাকবে না। আমার সম্মুখে এই আরাম-কেদারায় তুমি বোসো। আমার শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে' আত্মসমর্পণ কর। বেশ! আমার চোখের উপর চোখ রাখো, আমার হাতে হাত রাখ। এখনি মন্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আকাশ ও কালের ধারণা লুপ্ত হচ্চে, অহং জ্ঞান ও আত্মচৈতন্য অপনীত হচ্চে, চোখের পাতা নেমে এসেছে ; মাংসপেশী মস্তিকের কথা আর শুনচে না,—শিথিল হয়ে গেছে। চিন্তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। যে সকল সূক্ষ্ম বন্ধনে আত্মা শরীরের সহিত আবদ্ধ, সেই সব বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মা স্বর্ণ-অণ্ডের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন, সেই ব্রহ্মা এখন আর বহির্জগৎ হতে পৃথক নন। বাষ্পের দ্বারা তাঁকে পরিষিক্ত করা যাক্, রশ্মির দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে দেওয়া যাক্।"

ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যখন এই সকল কথা বিড় বিড় করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন, তখনও তাঁর হাতের "ঝাড়া দেওয়া" এক মুহূর্ত্তের জন্যও রহিত হয় নাই। তিনি দুই হাত বাড়াইয়া সেই হাত

হইতে প্রদীপ্ত রশ্মি-ছটা নিক্ষেপ করিতেছিলেন—সেই রশ্মিচ্ছটা সম্মোহিত ব্যক্তির কপালে ও বক্ষে গিয়া লাগিতেছিল। ক্রমে তাহার চারিধার রশ্মি-মণ্ডলের ন্যায় একটা দৃশ্যমান ফস্‌ফরস-গর্ভিত বায়ু-মণ্ডল গড়িয়া উঠিল।

আপনার কাজের জন্য আপনাকে আপনি বাহবা দিয়া ডাক্তার শেরবোনো বলিয়া উঠিলেন—বেশ বেশ! খুব ভাল! তারপর একটু থামিয়া যখন দেখিলেন, ব্যক্তিত্বের জ্ঞান একেবারে লোপ পাইবার পূর্ব্বে ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান বজায় রাখিবার জন্য অক্টেভের মাথার ভিতর তখনও খুব একটা চেষ্টা চলচে, তখন তিনি বলিলেন, "দেখা যাক্, দেখা যাক্—কে আমার মন্ত্রের প্রতিরোধ করতে পারে! মস্তিষ্ক-পাকের মধ্যে তাড়িত হয়ে, না জানি কোন্ বিদ্রোহী মনোভাব আদিম পরমাণুর উপর, জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুর উপর জমা হয়ে আমার প্রভাবকে এড়াবার চেষ্টা করচে। আমি নিশ্চয়ই তা'কে পাকড়াও করতে পারব, তা'কে কাবু করতে পারব।"

এই অনিচ্ছাকৃত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ডাক্তার তাঁর দৃষ্টির 'ম্যাগনেটিক্ ব্যাটারি'তে আরও বেশি শক্তি সঞ্চালিত করিলেন এবং সেই বিদ্রোহী চিন্তাটাকে উপমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে লইয়া আসিলেন—যে স্থানটি আত্মার গুপ্ততম পবিত্র স্থান, রহস্যময় দেব-নিকেতন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন।

তখন তিনি মগ্ন গাম্ভীর্য্য সহকারে এক অশ্রুতপূর্ব্ব পরীক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এক শণ-নির্ম্মিত পোষাক পরিধান করিলেন, একটা সুরভিত জলে হস্ত প্রক্ষালন করিলেন; বিভিন্ন বাক্স হইতে কতকগুলা গুঁড়া লইয়া গাল ও কপাল চিত্রিত করিলেন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র বাহুতে জড়াইলেন, গীতার দুই-তিনটা শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, 'এলিফ্যান্টা' গুহার সন্ন্যাসী যে সব খুঁটিনাটি আচার অনুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার একটাও ছাড়িলেন না।

এই সব অনুষ্ঠান শেষ হইলে, তিনি উত্তাপের বড় বড় মুখ খুলিয়া দিলেন, আর তখনি তাঁহার বৈঠকখানা-ঘর আবার প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হইল। থরমমেটারে ১২০ দাগ তাপ উঠিয়াছে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—"এই স্বর্গীয় অগ্নির দুই স্ফুলিঙ্গ, যাহা এখন দেহ-পিঞ্জর থেকে নগ্নাবস্থায় বের হয়ে আসবে, আমাদের তুষার-শীতল হাওয়ায় ঐ স্ফুলিঙ্গ দুটিকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হবে না—বা নির্ব্বাপিত হতে দেওয়া হবে না।"

ডাক্তার সাদা বস্ত্র পরিধান করিয়া জড়পিণ্ডবৎ এই দুই দেহের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেবীর নিকট যাহারা নরবলি দেয়, সেই ভীষণ রক্তপিপাসু পুরোহিতের ন্যায় এই সময় তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের প্রক্রিয়া শান্তিরসাশ্রিত।

নিশ্চেষ্ট নিশ্চল কৌণ্ট ওলাফের নিকট ডাক্তার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁর সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহার পর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন অক্টেভের নিকটে গিয়া সেই মন্ত্রই আবার তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিলেন।

ডাক্তারের যে চেহারা সচরাচর অতি অদ্ভুত দেখিতে, তাহা এই সময় এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। এই রহস্যময় অনুষ্ঠানের সময় তাঁহার মুখের বিশৃঙ্খল রেখাগুলি চলিয়া গিয়া মুখশ্রীতে একটা শান্ত ভাব আসিয়াছিল, পুরোহিতোচিত একটা গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছিল।

এই সময় কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতে লাগিল। একটা যন্ত্রণার তড়কার ন্যায় কৌণ্ট ও অক্টেভ উভয়ের দেহ একই সময়ে নড়িয়া উঠিল। উহাদের মুখ বিকৃত হইল, উহাদের মুখে 'গ্যাঁজ' উঠিতে লাগিল। গাত্র-চর্ম্ম শবের মত বিবর্ণ হইল। তথাপি দুটি ক্ষুদ্র নীলাভ আলোক-স্ফুলিঙ্গ উহাদের মাথার উপর ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল—কম্পিত হইতে লাগিল।

যেন আকাশে একটা রেখাপথ নির্দ্দেশ করিতেছেন, এই ভাবে ডাক্তার স্বকীয় বিদ্যুৎপ্রবাহী হস্তাঙ্গুলির একটা ইঙ্গিত করিবামাত্র ফস্‌ফরেস-গর্ভ বিন্দুদ্বয় চলিতে আরম্ভ করিল, এবং উহাদের পশ্চাতে একটা আলোকের রেখাচিহ্ন রাখিয়া দিয়া, স্বকীয় নূতন আবাসে প্রবেশ করিল:—অক্টেভের আত্মা কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির শরীরকে অধিকার করিল এবং কৌণ্টের আত্মা অক্টেভের শরীরকে অধিকার করিল:—অবতারের কার্য্য সম্পন্ন হইল।

গালের একটু রক্তিম আভায় বুঝা গেল, যে দুই মৃন্ময়-মানব-আবাস কয়েক সেকেণ্ড আত্মাহীন হইয়াছিল এবং ডাক্তারের বিদ্যুৎশক্তির অবিদ্যমানে যমরাজ

যাহাকে আপনার কবলে আনিয়াছিলেন, এইমাত্র সেই দুই মৃত্তিকাখণ্ডের ভিতরে জীবনীশক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

আনন্দ-উল্লাসে ডাক্তার শেরবোনোর চোখের তারায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। তিনি ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন;—"ধন্বন্তরি প্রভৃতি যে সব চিকিৎসকের নাম-ডাক, মানব-দেহের ঘড়ি বিগ্‌ড়াইয়া গেলে, মেরামৎ করিতে পারেন বলিয়া যাঁদের খুব অহঙ্কার,—আমি যা করিলাম, এই কাজ তাঁরা করুন দিকি। যখন আত্মা আমার এক্তিয়ারে আছে, তখন শব-দেহের কি তোয়াক্কা রাখি?"

এই বাক্য-বিন্যাস শেষ করিয়া, ডাক্তার শের-বোনো, যে রঙিন গুঁড়ার রেখায় নিজের মুখ চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, এবং ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া ফেলিয়া, অক্টেভের আত্মার দ্বারা অধিকৃত কৌণ্টের শরীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর, সম্মোহন-নিদ্রার অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মোহন-বিদ্যার উপদেশ অনুসারে হাতের 'ঝাড়া' দিতে লাগিলেন;—সেই এক এক 'ঝাড়ায়' অঙ্গুলাগ্র হইতে বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল।

আর কয়েক মিনিটের পর, অক্টেভ লাবিন্‌স্কি (আমাদের বর্ণনা বিশদ করিবার জন্য এখন হইতে অক্টেভকে অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি বলিব) স্বীয় আসনে উঠিয়া বসিলেন, চোখে হাত রগড়াইতে লাগিলেন এবং চারিদিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—এখনও তাঁহার অহং-চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই। যখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান স্পষ্ট ফিরিয়া আসিল, তখন প্রথমেই দেখিতে পাইলেন, তাঁর আপনার বাহিরে তাঁর আকৃতিটা একটা পালঙ্কের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এ যে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে! আর্শির প্রতিবিম্বরূপে না—প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে! অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

এই চীৎকার-শব্দে তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনি ছিল না—এই শব্দে তাঁর মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল। 'ম্যাগ্‌নেটিক'-নিদ্রার সময় এই আত্মার বিনিময় হওয়ায়, অক্টেভ উহার স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই,—তাই তিনি একটা অভূতপূর্ব্ব অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলেন। এখন অন্য নূতন ইন্দ্রিয় আসিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। একজন শ্রমজীবীর নিকট হইতে তাহার অভ্যস্ত হাতিয়ার সকল উঠাইয়া লইয়া তাহাকে অন্য হাতিয়ার দিলে যেরূপ হয়, ইহা কতকটা সেইরূপ। আত্মা-বিহঙ্গ ঠাঁই-ছাড়া হইয়া একটা অপরিচিত মস্তিষ্ক-খোলের মধ্যে পাখার ঝাপ্‌টা মারিতে মারিতে মস্তিষ্কের জটিল পাকের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে—সেই মস্তিষ্কের মধ্যে অপরিচিত ধারণাদির কতকটা রেখাচিহ্ন এখনো রহিয়া গিয়াছে।

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কির বিস্ময়টা বেশ-একটু উপভোগ করিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"আচ্ছা, এখন তোমার এই নতুন আবাসটা কেমন লাগচে? যার মত সুন্দরী এই ভূমণ্ডলে বিরল, সেই সুন্দরীর পতি বীর-পুরুষ কৌণ্টের দেহ-মন্দিরে তুমি বেশ গট্ হয়ে বসে নিয়েছ ত? তোমার বসৎ-বাটীর সেই বিষাদময় ঘরে আমি যখন তোমাকে প্রথম দেখি, তখন ত তুমি মৃত্যু কামনা করছিলে! এখন কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই তোমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত; রাণী প্রাস্কোভির কাছে তোমার প্রেম জানাতে গিয়ে তখন তুমি তার কাছ থেকে মুখ-থাবড়া পেয়েছিলে, এখন তোমার আর সে ভয় নেই। এখন আর বোধ হয় তুমি মৃত্যু-ইচ্ছা করবে না। এই যে বানর-মুখো বৃদ্ধ বাজখাজার শেরবোনোকে দেখ্‌ছ—এখন তুমি বেশ বুঝতেই পারচ, তার অসাধ্য কিছুই নেই—আবার তোমার আত্মাকে অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে—তার ঝুলিতে এখনো নানা তুক্-তাকের জিনিস আছে।"

অক্টেভ লাবিন্‌স্কি উত্তর করিলেন—"ডাক্তার, আপনার শক্তিসামর্থ্য দেবতার মত— অন্ততঃ দানবের মত। আপনার এই শক্তি, দৈবী কিংবা দানবী শক্তি না হয়ে যায় না।"

—"না বাবা, সে ভয় কোরো না, ওর ভিতরে ভূতুড়ে বা দানবী কাণ্ড কিছুই নেই। তোমার মুক্তির পথে কোন বিঘ্ন হবে না:—তোমার সঙ্গে চুক্তি করে সেই চুক্তি-পত্রে লাল কালিতে তোমাকে সই আমি করতে বল্‌চিনে। এই সব যা ঘটলো, তার চেয়ে সহজ জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। যে শব্দ-ব্রহ্ম আলোকের সৃষ্টি করেছেন, তিনি কোন আত্মাকেও স্থানান্তরিত করতে পারেন। তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

—"আপনার এই অমূল্য উপকারের জন্য কি বলে' আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এর প্রতিদান কি করব? কি দিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করব?"

—"তুমি আমার নিকট একটুও ঋণী নও; তোমার উপর আমার একটা টান্ হয়েছিল। নিদারানলে দগ্ধ, রৌদ্র-দগ্ধ বুড়ার কাছে আবেগ জিনিসটা বড়ই বিরল। তুমি তোমার প্রেমের কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছ। আমাদের মধ্যে কেউ বা একটু রাসায়নিক, কেউ বা একটু ঐন্দ্রজালিক, কেউ বা একটু দার্শনিক—কোন-না কোন আকারে সবাই আমরা স্বপ্নদর্শী; আমরা অল্পবিস্তর সবাই পরিপূর্ণ অসীমের সন্ধান করে থাকি। সে যা হোক্, তুমি এখন ওঠো, চলাফেরা কর, বেড়িয়ে বেড়াও; দেখ, তোমার নূতন গাত্র-চর্ম্মের দরুণ, এই বাহ্য পরিবেষ্টনের মধ্যে একটু বাধো-বাধো ঠেকচে কি না?"

অক্টেভ-লাবিন্স্কি, ডাক্তারের উপদেশমত ঘরের মধ্যে দুই-চারিবার একটু পায়চালি করিলেন। এখন আর তেমন বাধো-বাধো মনে হইতেছে না; কৌণ্টের শরীরের মধ্যে, অন্য আত্মা বাস করিলেও, পূর্ব্ব-অভ্যাসগুলার একটা ঝোঁক, একটা বেগ, কৌণ্টের দেহে তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল; নব আগন্তুক অক্টেভ-লাবিন্স্কিও এই সকল দৈহিক স্মৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল; কারণ, অধিকারচ্যুত পূর্ব্বদেহস্বামীর চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি সমস্তই এক্ষণে নব-আগন্তুককে গ্রহণ করিতে হইবে।

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি যদি তোমাদের আত্মার এই বিনিময়-প্রক্রিয়ায় স্বয়ং লিপ্ত না হতাম, তা হলে আমার বিশ্বাস হত,—আজ রাত্রে যাহা কিছু ঘটেছে, সবই সচরাচর ঘটনা; আর তুমিই প্রকৃত বৈধ ও প্রামাণিক লিথুনিয়ার কৌণ্ট ওলফ্-লাবিন্স্কি। এখন ত আসল কৌণ্টের আত্মা তোমার পরিত্যক্ত দেহের খোলসের মধ্যে ঐখানে নিদ্রায় মগ্ন।

"কিন্তু এখনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজবে। এই বেলা রাণীর কাছে যাও—তাস-পাশা খেলে দেরী করে বাড়ী এলে বলে তাঁর কাছ থেকে ধমক খেতে না হয়। একটা ঝগড়া করে বিবাহ-জীবনের আরম্ভ করাটা ভাল নয়—সে একটা কুলক্ষণ। ততক্ষণ আমি খুব সাবধানে তোমার পুরোনো খোলোসটাকে আবার জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।"

ডাক্তারের কথাগুলা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া অক্টেভ-লাবিন্স্কি তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইল। সিঁড়ির ধাপের নীচে কৌণ্টের জাঁকালো লাল-ঘোড়ার জুড়ী অধীরভাবে খুর দিয়া মাটী খুঁড়িতে-ছিল, মুখের লাগামের লোহাটি কামড়াইতেছিল এবং তাহাদের মুখ-নিঃসৃত ফেন-পুঞ্জে সম্মুখের পাথরে-বাঁধানো স্থানটা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই যুবকের পদশব্দ শুনিবামাত্র একজন জাঁকালো উর্দ্দি-পরা সইস গাড়ীর পা-দানীর কাছে দৌড়িয়া আসিয়া সশব্দে পা-দানীটা নামাইয়া দিল।

অক্টেভ প্রথমে অভ্যাস-বশে যন্ত্রবৎ তার নিজের সামান্য-ধরণের ব্রুহাম গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল,—তারপর এই উচ্চ জাঁকালো 'চেরিয়াট'-গাড়ীতে উঠিয়াই সইসকে গন্তব্যস্থান বলিয়া দিল—সইস কোচম্যানকে বলিল—"হোটেলে চল।" গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে না করিতেই, অশ্বযুগল ঘাড় বাঁকাইয়া সতেজে ছুটিল। পৌছিতে বিলম্ব হইল না। দ্রুতগতি অশ্বের দ্রুত গতি পথের দূরত্বকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রাসাদে পৌছিয়া কোচম্যান খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—ফাটক্!

দরোয়ান আসিয়া ফটকের দুই প্রকাণ্ড কপাট ঠেলিয়া দিয়া গাড়ী-প্রবেশের রাস্তা করিয়া দিল। গাড়ী একটা বালুময় বৃহৎ প্রাঙ্গণে এবং সাদা ও গোলাপী রঙের ডোরা-কাটা একটা চাঁদোয়ার নীচে ঠিক আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ-লাবিন্স্কি এক-নজরে স্থানটা দেখিয়া লইল। প্রাঙ্গণটা বিশাল, সু-সমান কতকগুলি ইমারতে বেষ্টিত, তাঁবার দীপ-দণ্ডের উপর কাচের ফানসের মধ্যস্থিত দীপ হইতে শুভ্র আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। যে ধরণের সেকেলে ফানস, তাহাতে এই বাড়ীটা হোটেল অপেক্ষা প্রাসাদের মতই মনে হয়। 'ভেরসাই'-অলিন্দের যোগ্য কতকগুলি কমলা-লেবুর টব, য়্যাস্ফ্যাণ্টের কিনারার উপর একটু দূরে স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে বালুময় ভূমি—এই য়্যাস্ফ্যাণ্ট কিনারাটা গালিচার কিনারার মত মধ্যস্থিত বালুভূমিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

এই রূপান্তরিত প্রেমিক বেচারা, দরজার চৌকাঠে পদার্পণ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; তার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। তাহার দেহ কৌন্ট-ওলাফ লাবিন্স্কির দেহ হইলেও, সে বাহ্য-দেহ মাত্র; মস্তিষ্কের মধ্যে যে সব সংস্কার ও ধারণা ছিল, তাহা মালিকের আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছিল,—এখন হইতে যে বাড়ীটা অক্টেভ-লাবিন্স্কির হইবার কথা, উহা তাহার নিকট অপরিচিত;—উহার ভিতরকার বন্দোবস্ত সে কিছুই অবগত নহে। তাহার সম্মুখে একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইল, সে কপাল ঠুকিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। ঘসা-মাজা পাথরের ধাপগুলা হইতে শুভ্রচ্ছটা বাহির হইতেছে; এবং সেই ধাপগুলার উপর ঘোর রক্তবর্ণ গালিচার এক বিস্তৃত ফালি তাঁবার আঙটায় আটকানো রহিয়াছে; ধাপে-ধাপে স্থাপিত ফুলদানীতে সুন্দর সুন্দর বিদেশী পুষ্প শোভা পাইতেছে।

ঘর-কাটা-কাটা একটা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ঠান একটা মোটা বেগুনি রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—ঐ দড়ি ঝাপ্পা ঝালোরে বিভূষিত। ঘরের দেওয়াল মার্বেলের মত পালিশ-করা সাদা চূণ-বালির কাজে মণ্ডিত; দেওয়ালের গায়ে কানোভা-রচিত "আত্মার প্রেমের চুম্বন" এই ছবির একটি নকল-চিত্র ঝুলিতেছে—তাহার উপর ল্যাণ্ঠান-নিঃসৃত সমস্ত আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সিঁড়ির মাথাটা মোজেয়িক কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত; সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে চারিজন বিখ্যাত চিত্রগুণীর চারিখানা চিত্র রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—চিত্রগুলি এই জমকালো সিঁড়ির সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে। সিঁড়ির মাথার উপরে, সোনার পেরেক-মারা একটা পশমী কাপড়ের উঁচু দরজা। অক্টেভ-লাবিন্স্কি সেই দরজা ঠেলিবামাত্র একটা বিশাল পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়িল। সেই পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে জমকালো সাজে সজ্জিত কতকগুলি ভৃত্য নিদ্রা যাইতেছিল। অক্টেভ সেখানে আসিবামাত্র, কল-কাটি টিপিলে যেরূপ হয়—তখনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, প্রাচ্যদেশের গোলামের মত দেওয়ালের ধারে উহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ বরাবর চলিতে লাগিল। পার্শ্বপ্রকোষ্ঠের পরেই সাদা ও সোনালি রঙের এক বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানায় কেহ ছিল না। অক্টেভ একটা ঘণ্টায় টান দিবামাত্র এক রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

"গৃহিণী-ঠাকুরাণীর দর্শন কি পাওয়া যেতে পারে?"

—"রাণী এখন কাপড় ছাড়বার উদ্যোগ করচেন; একটু পরেই দেখা দেবেন।"

৭

অক্টেভের শরীরে এখন ওলাফ-লাবিন্স্কির আত্মা বাস করিতেছে। সঙ্গে আছেন একাকী ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো। এখন এই জড়পিণ্ড দেহটাকে ডাক্তার আবার সচেতন করিতে উদ্যত হইলেন। নিশ্চেষ্ট ও আড়ষ্টভাবে অক্টেভ-দেহধারী ওলাফ পালঙ্কের এককোণে আবদ্ধ ছিলেন। কতকগুলা 'ঝাড়া' দিবার পর ওলাফ-অক্টেভ (পরস্পরের শরীরে পরস্পরের আত্মার বিনিময় হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এইরূপ নামকরণ করিতে হইল) নরকস্থ প্রেত-ছায়ার ন্যায় তাঁহার গভীর নিদ্রা হইতে, অথবা মৃগীরোগের মূর্চ্ছা-মোহ হইতে যন্ত্রের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু এখনো ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল না; এখনো 'মাথাঘোরাটা' সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায় নাই। এখনো পা টলিতেছিল। তাঁর চারিদিকে পদার্থ সকলের মধ্যে একটা যেন চাঞ্চল্য উপলব্ধি করিতেছিলেন, বরাবর দেওয়ালের ধারে ধারে বিষ্ণু-অবতারদিগের যেন তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। ডাক্তার শেরবোনো সেই এলিফ্যান্টা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, দুই হাতে পাখীর ডানা-ঝাড়ার মত হাতঝাড়া দিতেছেন। চসমার চক্ররেখার ন্যায় শ্যামল বলি-রেখা-বিশিষ্ট নেত্র-মণ্ডলের মধ্যস্থিত নীলবর্ণ দুই তারা ঘুরিতেছে—ডাক্তারের সম্মোহন-প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ চৈতন্য-লোপের পূর্ব্বে ওলাফ এই যে সব অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ঐ সব দৃশ্য আবার তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কাজ করিতে লাগিল; ক্রমে আস্তে আস্তে বাস্তব পদার্থ সকল তাঁহার উপলব্ধি হইল। বুক-চাপা দুঃস্বপ্ন হইতে স্বপ্নদর্শী হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে যেরূপ হয়, আসবাব-পত্রের উপর ছড়ানো কাপড়-চোপড়কে প্রেতের উপছায়া এবং দীপালোকে উদ্ভাসিত পর্দার তাঁবার আংটা-কড়াগুলাকে দৈত্যের জ্বলন্ত চোখ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইতেছিল।

ক্রমশঃ এই ছায়াবাজির দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। আবার সমস্তই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। ডাক্তার শেরবোনো এখন আর ভারতবর্ষের তাপস সন্ন্যাসী নহেন, এখন তিনি চিকিৎসক ডাক্তার মাত্র; তিনি সাদামাটা ভদ্রতার হাসি মুখে আনিয়া ওলাফকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—"কৌণ্ট-মহাশয়, আমি আপনার সম্মুখে যে পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে ধন্য হয়েছি, সেই পরীক্ষাগুলি দেখে আপনি কি পরিতুষ্ট হয়েছেন?"—এই অতি নম্র কথার মধ্যে যে একটু বিদ্রূপের ভাব ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন :—"ভরসা করি, আমার সান্ধ্য-বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে' আপনি পরিতাপ করবেন না, আর বোধ হয় এখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, দস্তুরমোতাবেক বিজ্ঞান যাকে গাল-গল্প ও বাজিকরের খেলা বলে' উড়িয়ে দেয়, সেই সম্মোহন-প্রক্রিয়ার কথা সমস্তই গাল-গল্প ও বাজিকরের হাতের চালাকি নয়।" ডাক্তারের কথায় সায় দিবার ভাবে, অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্ট ওলাফ মাথা নাড়িয়া ইসারায় উত্তর করিলেন, এবং ডাক্তার শেরবোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; ডাক্তার প্রত্যেক দরজার কাছে আসিয়া খুব মাথা হেঁট করিয়া কৌণ্টকে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

ব্রুহাম গাড়ী অগ্রসর হইয়া একেবারে সোপান ধাপ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কৌণ্টেস্-লাবিন্স্কার পতি, অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্ট ওলাফ, সহিস কোচম্যানের উর্দ্দি পোষাক বা গাড়ীর গঠনের প্রতি বড় একটা লক্ষ্য না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

কোচ্‌ম্যান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবেন?" সবুজ-পোষাক-পরা তাঁর কোচ্‌ম্যান সচরাচর যে স্বরে তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিত, সেই স্বর শুনিতে না পাইয়া তাঁর গোলমাল ঠেকিল, —তিনি বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন :—

"আমার বাড়ী—আবার কোথায়?"

এখন এই ব্রুহাম গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলেন, গাড়ীটা ঘোর নীল রঙের ফুল-কাটা পশমি কাপড়ে মণ্ডিত; সাটিন-মোড়া বোদামে বিভূষিত। এই সব প্রভেদ সত্বেও তিনি উহা নিজের গাড়ী বলিয়া মানিয়া লইলেন। যেরূপ স্বপ্নে সচরাচর দৃষ্ট পদার্থ অন্য আকারে দেখা দিলেও সেই পদার্থ বলিয়াই মনে হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। ইহাও তাঁহার মনে হইল, তিনি আসলে যাহা, তাহা অপেক্ষাও যেন খাটো; তা' ছাড়া তাঁর মনে হইল, তিনি ডাক্তারের বাড়ী কোট পরিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই পরিচ্ছদ তিনি যে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ত তাঁর স্মরণ হয় না—এখন দেখিলেন, একটা পাতলা কাপড়ের আলখাল্লা পরিয়া আছেন; এ পরিচ্ছদ তাঁর কাপড়ের আলমারি হইতে ত কখনই বাহির হয় নাই। তিনি অননুভূতপূর্ব্ব একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রাতঃকালে তাঁর চিন্তা-প্রবাহ এমন স্বচ্ছ ছিল, এখন যেন সমস্তই কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সান্ধ্য বৈঠকের অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৃশ্যগুলার উপর তিনি এই অবস্থাটা আরোপ করিয়া ঐ বিষয়ের চিন্তায় মন দিলেন না; গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া একটা এলোমেলো চিন্তাপ্রবাহে না-নিদ্রা না-জাগরণ এইরূপ একটা তন্দ্রাবস্থার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন।

ঘোড়া এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া পড়ায় এবং কোচ্‌ম্যান উচ্চৈঃস্বরে "ফাটক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠায়, তিনি আপনাতে ফিরিয়া আসিলেন; শার্শি নামাইয়া দিয়া, গাড়ীর জান্‌লা হইতে মাথা বাহির করিলেন, এবং রাস্তার গ্যাসের আলোয় দেখিতে পাইলেন, এ একটা অপরিচিত রাস্তা, বাড়ীটাও তাঁর বাড়ী নয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

"আমাকে কোথায় নিয়ে এলি? এই কি তবে লাবিন্স্কির হোটেল?"

—"হুজুর মাপ করবেন, আমি তা'হলে বুঝতে পারি নি" কোচ্‌ম্যান এই কথা গুন্ গুন্‌স্বরে বলিয়া, কথিত স্থানের অভিমুখে অশ্বযুগলকে আবার চালাইয়া দিল।

যাত্রা-পথে রূপান্তরিত কৌণ্ট, মনে মনে অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। "আমাকে না লইয়া আমার গাড়ী কেন চলিয়া গেল, আমি ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে হুকুম দিয়াছিলাম।" "আর একজনের গাড়ীতে আমি কেন উঠিলাম?" তিনি অনুমান করিলেন, হয় ত একটু জরভাব হওয়ায়, তাঁর জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; হয় ত সেই "মনের" ডাক্তার, তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতা আরও বাড়াইবার জন্য, তাঁর নিদ্রিত অবস্থায় "হাশিশ্‌" কিংবা উহারই মত কোন প্রকার

বিভ্রম-উৎপাদক মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি বিশ্রাম করিলেই এই সব বিভ্রম নিশ্চয় চলিয়া যাইবে।

লাবিন্স্কির হোটেলে গাড়ী আসিয়া পৌছিল।

দরোয়ানকে ফাটক খুলিতে বলায় দরোয়ান ফাটক খুলিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিল, "আজ রাত্রে লোক অভ্যর্থনা হবে না; কেন না, হুজুর দুই এক ঘণ্টার উপর হ'ল বাড়ী এসেছেন—আর রাণী বিশ্রামের জন্য নিজের মহলে চলে গেছেন।"

ভ্রমণকারী অশ্বারোহী পুরুষদিগকে যাদুকরী রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ করিবার জন্য, আরব-দেশের কাহিনীতে প্রকাণ্ড তাম্রমূর্ত্তিসকল যেরূপ দ্বার আগলাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড ভীমকায় যে দরোয়ান খুব জাঁকজমক ভাবে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত ফাটকের সম্মুখে খাড়া হইয়াছিল, তাহাকে অক্টেভ-দেহ-ওলাফ এক ঠেলা দিয়া বলিলেন :—

"আরে বেটা, তুই মাতাল না পাগল?"

এই কথা শুনিয়া দরোয়ানের লাল মুখ রাগে নীল হইয়া উঠিল—সে উত্তর করিল :—

"মশাই, আপনিই মাতাল কিংবা পাগল।"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "হতভাগা, যদি আমার আত্মমর্য্যাদা না থাকত…"

বারোয়ারীর সং ভীমের প্রকাণ্ড এক হাত বাহির করিয়া সেই প্রকাণ্ডকায় দরোয়ান উত্তর করিল :—

"চুপ কর! নৈলে আমার এই হাঁটুর 'তলায় তোর মাথাটা গুঁড়োগুঁড়ো করে', রাস্তার উপর ছুড়ে ফেলব। বাছাধন, আমার সঙ্গে চালাকি না.—দুই-এক বোতল শ্যাম্পেন বেশী মাত্রায় খেয়েছ বলে' এ সব চালাকি আমার কাছে চলবে না।"

এই কথা অক্টেভ-দেহ-ওলাফ আর বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহাকে এমন এক ঠেলা দিলেন যে, সেই ঠেলায় সে গাড়ীবারাণ্ডার তলায় গিয়া পড়িল। যে সব ভৃত্য তখনও শুইতে যায় নাই, তাহারা একটা গোলমাল শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল।

"হতভাগা, পাজি, নচ্ছার! তোকে আমি জবাব দিলাম। আজ এই রাত্তিরটাও তুই এই বাড়ীতে থাকিস্ আমার ইচ্ছা নয়; দূর হ এখান থেকে—নৈলে হনে' কুকুরের মত তোকে এখনি হত্যা করব। একজন নীচ ভৃত্যের রক্তে আমার হাতকে কলঙ্কিত করতে আমাকে বাধ্য করিসনে বল্‌চি।"

তাহার পর স্বদেহ হইতে বেদখল কৌণ্ট ঐ অতিকায় দরোয়ানের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহার চোখ দুইটা ক্রোধে বিস্ফারিত, ঠোঁটের উপর ফেন-পুঞ্জ, হাতের মুঠা কুঞ্চিত। দরোয়ান কৌণ্টের দুই হাত তাহার এক হাতের ভিতর লইয়া মধ্যযুগের যন্ত্রণা দিবার পাক-সাঁড়াশী যন্ত্রের মত তাহার হেড়ো গাঁটওয়ালা খাটো মোটাসোটা আঙ্গুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, পিষিয়া ফেলিবার যোত্র করিয়াছিল। এই অতিকায় পুরুষটা আসলে লোক ভাল—উহার কোন বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল না। আগন্তুককে শুধু একটু শিক্ষা দিবার জন্য দুই-চারিটি মর্ম্মান্তিক টিপুনি দিয়াছিল। তারপর আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

"দেখ, একটু ঠাণ্ডা হও। ভদ্রলোকের মত কাপড়-চোপড়—তোমার এইরকম ব্যবহার করা, রাত্রে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে এই রকম গোলমাল করা কি সুবুদ্ধির কাজ? বেশ দেখছি, এ কাজ নেশার ঝোঁকে করেছ—কে না জানি তোমাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ছেড়েছে! এই জন্যই তোমার উপর. আমি মারপীঠ করব না, তোমাকে শুধু আস্তে আস্তে রাস্তার উপর রেখে দিয়ে আসব, সেখানেও যদি গোলমাল কর,—রোঁদ্ ফেরবার সময় পাহারাওয়ালা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে; এস, একটু তোমাকে বেহালা শোনাই—বেহালার একটা গৎ শুনলে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফ সমবেত ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

—"নির্লজ্জ বেহায়া,—এই একটা নীচ অলীক কথা বলে তোদের মনিবকে—লাবিন্স্কির কৌণ্ট মহোদয়কে অপমান করচে—আর তোরা স্বচক্ষে দেখেও কিছু বল্‌চিস নে!"

এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভৃত্যবর্গের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একটা অট্টহাস্যে, উহাদের জরির ফিতায় বিভূষিত বুকগুলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল :—"দেখ ভাই, এই লোকটা আপনাকে কৌণ্ট লাবিন্স্কি বলে মনে করচে! হা! হা! হি! হি! বেশ যা হোক!"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের ললাট, কণ্ঠ শীতল ঘর্ম্ম-বিন্দুতে আর্দ্র হইল। ছোরার ফলার মত তীক্ষ্ণ

একটা কথা যেন তাঁর মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। "সমারা" দরোয়ানটা সত্যই কি আমার বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল? তখনকার সে জীবনটা কি আমার বাস্তব জীবন? আমার বুদ্ধিটা কি চুম্বক-আকর্ষণের প্রক্রিয়ায় একেবারে ঘুলিয়ে গিয়েছিল? অথবা কেউ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে' আমাকে এই রকম নাকাল করেছে? এই সব ভৃত্য, যারা আমার কাছে থর্ থর্ করে' কাঁপত, আমার পদানত হয়ে থাক্‌ত, তারা কিনা আমাকে চিনতেই পারলে না! আমায় যেমন কাপড় বদ্‌লে দিয়েছে, গাড়ী বদ্‌লে দিয়েছে, সেই রকম কি আমার শরীরও বদ্‌লে দিয়েছে? ঐ ভৃত্যবর্গের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বিনীত, সে বলিল:—

"দেখ, তুমি যে কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি নও, এইবার ঠিক জানতে পারবে। তুমি যে রকম অপমানের কথা বল্‌ছিলে, তাই শুনে স্বয়ং কৌণ্ট ঐ দেখ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।"

দরোয়ানের বন্দী, প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মাটিতে পোঁতা তাঁবুর মত একটা বৃহৎ ছত্রের চাঁদোয়ার তলে একটি যুবক দণ্ডায়মান। শোভন ছিপ্‌ছিপে গঠন, মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, কালো কালো চোখ, শুকসদৃশ নাসা, সরু গোঁফ,—এ ত তিনিই, তিনি ভিন্ন আর কেহ নয়। অথবা সাদৃশ্যে বিভ্রম উৎপাদন করিবার উদ্দেশে সয়তান নিজে বোধ হয় তাঁর প্রেতচ্ছায়ামূর্ত্তি গড়িয়াছেন।

দরোয়ান, কয়েদীকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই মুষ্টি শিথিল করিল। দৃষ্টি অবনত, হস্ত পার্শ্বে লম্বিত, নিস্পন্দ, নিশ্চল ভৃত্যবর্গ, বাদশার আগমনে গোলামদিগের ন্যায় দেয়ালের গায়ে ভক্তিভাবে সারি দিয়া দাঁড়াইল। যে সম্মান তাহারা আসল কৌণ্টকে প্রদর্শন করে নাই, সেই সম্মান তাহারা তাঁহার উপচ্ছায়াকে প্রদর্শন করিল।

রাণী প্রাস্কোভির পতি, খুব সাহসী হইলেও স্বকীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তির আগমনে, তাঁহার মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল।

তাঁহাদের বংশগত একটা প্রাচীন কাহিনী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাতে এই ভয় আরও বর্দ্ধিত হইল। প্রতিবার লাবিন্‌স্কি-বংশের কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয়, ঠিক তাঁহার মত দেখিতে এক উপচ্ছায়া আসিয়া ঐ সংবাদ তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইয়া দেয়। য়ুরোপের উত্তর খণ্ডের লোকের মধ্যে, স্বপ্নেও নিজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখাটা মৃত্যুর পূর্ব্বসূচনা বলিয়া চিরদিন গৃহীত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কাকেশশের এই নির্ভীক যোদ্ধৃপুরুষ, আপনার বাহিরে আপনার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া, একটা অন্ধ-সংস্কারমূলক দুরতিক্রম্য আতঙ্কে আক্রান্ত হইলেন; কামান হইতে গোলা বাহির হইতে যখন উদ্যত, এমন সময়ে যিনি নির্ভয়ে কামানের মুখে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, সেই তিনি এখন কিনা নিজেরই সম্মুখ হইতে ভয়ে পিছু হটিলেন।

কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি-ওলাফ-দেহধারী অক্টেভ, স্বকীয় পুরাতন শরীরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ শরীরের মধ্যে কৌণ্টের আত্মা কখন যুঝাযুঝি করিতেছিল, কখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতেছিল, কখন বা ভয়ে কাঁপিতেছিল। লাবিন্‌স্কি-দেহ অক্টেভ, অক্টেভ-দেহ লাবিন্‌স্কিকে উদ্ধত, ও প্রাণহীন ভদ্রতার স্বরে বলিলেন:—

"মহাশয়, এই ভৃত্যদের সঙ্গে বিবাদ করে' অনর্থক আপনার মান হানি করবেন না। যদি আপনি কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তা'হলে জানবেন, তিনি দুপুর দুটোর পূর্ব্বে আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আর কৌণ্টেস্-মহোদয়ার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎকারের অধিকার আছে, কৌণ্টেস্‌মহোদয়া বৃহস্পতিবারে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।"

এই কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া এবং প্রত্যেক শব্দের গুরুত্ব দেখাইবার জন্য, প্রত্যেক শব্দের উপর সজোরে ঝোঁক্ দিয়া এই অলীক কৌণ্ট ধীরপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন, আর তাঁহার পশ্চাতে দ্বারও রুদ্ধ হইল। অক্টেভ-দেহ ওলাফ-লাবিন্‌স্কি মূর্চ্ছিত হওয়ায় তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি দেখিলেন, এমন একটা শয্যায় তিনি শুইয়া আছেন, যেখানে তিনি পূর্ব্বে কখন শয়ন করেন নাই, এমন একটা ঘরে রহিয়াছেন, যে ঘরে তিনি কখন প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। তাঁহার নিকটে একজন অপরিচিত চাকর দাঁড়াইয়াছিল। সে, তাঁহার মাথাটা উঠাইয়া, নাকের কাছে ঔষধের শিশি ধরিল। চাকর

অক্টেভ-দেহ কৌণ্টকে আপনার মনিব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"এখন আপনার একটু ভালো বোধ হচ্চে ?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন :—

—"হাঁ; ও একটা ক্ষণিক দুর্ব্বলতা মাত্র।"

—"আমি কি এখন যেতে পারি ?—না আপনার কাছে আপনাকে দেখ্‌বার-শোন্‌বার জন্য আমাকে এখানে থাক্‌তে হবে ?"

—"না, আমাকে একলা থাক্‌তে দেও ; কিন্তু চলে যাবার আগে,—বড় আয়নার কাছে যে সব মোহার মশাল-বাতি আছে, সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেও।"

—"কিন্তু এত বেশী আলোতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে' আপনার মনে হচ্চে নাকি ?"

—"কিছুমাত্র না ; তা'ছাড়া আমার ঘুম পায় নি।"

—"আমি শুতে যাব না, যদি আপনার কিছু দরকার হয়, ঘণ্টা বাজালেই ছুটে আসব।"

চাকর, কৌণ্টের পাণ্ডুবর্ণ ও বিশ্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়াছিল।

চাকর বাতিগুলা জ্বালাইয়া প্রস্থান করিলে, কৌণ্ট আয়নার কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং আলোক-উদ্ভাসিত এই পুরু ও বিশুদ্ধ আর্শির ভিতর দিয়া দেখিলেন :—একটি তরুণ মুখ, মৃদু ও বিষণ্ণ, মাথায় প্রচুর কালো চুল, নীলবর্ণ চোখের তারা, রেশমের মত মোলায়েম শ্যামল শ্মশ্রু—তখন বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি ! এ মুখটা ত আমার নয় !" তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেন, হয়তো কোন দুষ্ট তামাসাবাজ লোক তাম্র ও ঝিনুক-খচিত আয়নার তির্য্যক্ কিনারার পিছনে তাঁর একটা মুখস রাখিয়া দিয়াছে। তিনি পিছনে হাত দিয়া দেখিলেন, হাতে কিছুই ঠেকিল না। সেখানে কেহই ছিল না।

আপনার হাত টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন,—তাঁহার হাত অপেক্ষা সরু, লম্বা, ও শিরাসমন্বিত অনামিকা অঙ্গুলিতে একটা বড় সোণার আংটি, আংটির মণির উপর কুলচিহ্ন ক্ষোদিত। কৌণ্ট এই আংটির অধিকারী কখনই ছিলেন না। তাঁহার পকেট হাতড়াইয়া একটা ছোট পত্র-পেটিকা পাইলেন,—তাহার ভিতর কতকগুলি সাক্ষাৎ করিবার তাস-পত্র (card) ছিল—তাস-পত্রের উপর এই নামটি লেখা ছিল ;—"অক্টেভ।"

লাবিন্‌স্কি-প্রাসাদে ভৃত্যদের অট্টহাস্য, তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব, আয়নার ভিতরে নিজের মূর্ত্তির বদলে ভিন্ন লোকের মূর্ত্তির ছায়া দর্শন—এ সব বিকৃত মস্তিষ্কের বিভ্রম হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই সব অঙ্গের পরিচ্ছদ, এই আংটি যাহা তিনি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছেন—এই সব সারালো প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতিবাদ করা, এই সব সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে কিছু বলা অসম্ভব। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হইয়াছে ; নিশ্চয়ই কোন যাদুকর সম্ভবতঃ কোন দানব তাঁহার আকৃতি, তাঁহার আভিজাত্য, তাঁহার নাম, তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট হইতে হরণ করিয়াছে, কেবল তাঁহার আত্মাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া দিয়াছে, অথচ সেই আত্মাকে বাহিরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার কোন উপায় রাখিয়া দেয় নাই।

তাঁহার অবস্থা অন্য প্রকারেও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তিনি যে শরীরের মধ্যে বন্দী হইয়া আছেন, সে শরীর ধারণ করিয়া তিনি লাবিন্‌স্কি কৌণ্টের পদবী কখনই আর দাবী করিতে পারিবেন না। সকলেই তাঁহাকে প্রবঞ্চক,—নিদান পক্ষে,—পাগল বলিয়া ঠাওরাইবে। একটা মিথ্যা আকারে আবৃত তিনি—এখন তাঁর স্ত্রীও তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না—তাঁকে কে সনাক্ত করিবে ? কি করিয়া তিনি তাঁহার তাদাত্ম্য প্রমাণ করিবেন ? অবশ্য অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের ঘটনা আছে, অনেক রহস্যময় খুঁটিনাটি কথা আছে, যা অন্যের অপরিজ্ঞাত হইলেও কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভির মনে পড়িতে পারে এবং সেই সব কথা মনে করিয়া তাঁহার ছদ্মবেশী স্বামীর আত্মাকে খুব সম্ভব চিনিতে পারিবেন। কিন্তু একা তাঁহার বিশ্বাসে কি হইবে ? সমস্ত লোকের মতের বিরুদ্ধে কি তাঁহার বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিবেন ? সত্যই তাঁহার "আমি" সম্পূর্ণরূপে তাঁর বেদখল হইয়া গিয়াছে। তাঁর এই রূপান্তরীকরণ শুধু কি বাহিরের আকার ও মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন মাত্র অথবা বাস্তবিকই তিনি অন্য কাহারো শরীরে বাস করিতে-ছেন। তা যদি হয়, তবে তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল ? কোনও চুলার মধ্যে পড়িয়া কি ছাই হইয়া গিয়াছে, অথবা কোন সাহসী চোরের অধিকারে আসিয়াছে ? লাবিন্‌স্কি-প্রাসাদে তাঁহার অনুরূপ যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা

প্রেতমূর্ত্তি হইতে পারে, কোন অলৌকিক-দর্শন হইতে পারে; কিংবা কোন শরীরী জীবন্ত জীবও হইতে পারে, সেই আমির আকৃতি ডাক্তার হয়ত আমার গাত্রচর্ম্ম খুলিয়া লইয়া তাহার ভিতর দারুণ নিপুণতার সহিত ঐ লোকটাকে স্থাপন করিয়াছে।

বিষাক্ত সর্পের ন্যায় এই চিন্তাটা তাঁর হৃদয়কে দংশন করিতে লাগিল।—কিন্তু এই অলীক কৌণ্ট লাবিন্স্কি, কোন দানব যাহাকে আমার আকারে পরিণত করিয়াছে, সেই রক্তপিপাসু হিংস্র পশু, যে এখন আমার বাড়ীতে বাস করিতেছে, ভৃত্যেরা এখন যাহার আজ্ঞাবহ হইয়াছে, হয় ত সে এই সময়ে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সেই কক্ষ যেখানে প্রথম রাত্রির ন্যায় যখনই আমি প্রবেশ করিতাম, আমার হৃদয় একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগে ভরিয়া উঠিত। হয়ত এখন কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি সেই হতভাগার ঘৃণিত স্কন্ধের উপর আপনার স্বর্গীয় রক্তিম রাগে রঞ্জিত সুন্দর মুখখানি আনত করিয়া রহিয়াছেন এবং এই মিথ্যুককে, প্রবঞ্চককে, নারকীকে আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। এখন যদি ছুটিয়া আমার প্রাসাদে যাই আর উচ্চকণ্ঠে কৌণ্টেস্‌কে বলি:—"তোমাকে ও প্রতারণা করচে ও তোমার হৃদয়েশ্বর ওলাফ নয়! তুমি না জেনে নির্দ্দোষভাবে এমন একটা জঘন্য কর্ম্ম করতে উদ্যত হয়েছ, যা আমার হতাশ আত্মা চিরকাল—অনন্তকাল স্মরণ করবে!"

কৌণ্টের মস্তিষ্ক অগ্নিময় আবেগ-তরঙ্গে আলোড়িত হইতে লাগিল। কখন বা অস্পষ্ট রাগের কথা মুখ দিয়া বাহির হইল, কখন বা মুষ্টিকণ্ডুয়ন অনুভব করিতে লাগিলেন, ঘরের মধ্যে হিংস্র পশুর মত অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্পষ্ট অহংজ্ঞান, যেন উন্মাদে আচ্ছন্ন হইবার মত হইল। তিনি ছুটিয়া অক্টেভের প্রসাধন-কক্ষে গেলেন, জলের বাসনে জল ভরিয়া, তাহার মধ্যে মাথা ডুবাইলেন। যখন মাথা উঠাইলেন, তখন সেই কন্‌কনে তুষার-শীতল জলে সিক্ত মাথা হইতে বাষ্প-ধূম উত্থিত হইতেছিল। তাঁহার রক্ত আবার ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যাদুগিরি ও ডাইনীমন্ত্রতন্ত্রের দিন ত চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যুই কেবল আত্মাকে শরীর হইতে বিযুক্ত করিতে পারে। একজন পোলাণ্ডের কৌণ্ট, যে প্যারিসে বাস করে, রথচাইল্ডের কাছে যাহার লক্ষ লক্ষ টাকা ধার আছে, যে বড় বড় বংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, একজন সৌখীন রূপসী যাকে পতিত্বে বরণ করেছে, প্রথম শ্রেণীর রাজ-সম্মানে যে বিভূষিত, তা'কে কি কোন বাজিকর এই রকম করে চোখে ধূলো দিতে পারে? এ নিশ্চয়ই সেই বালথাজার শোরবোনোর কাজ—আমাকে লইয়া সে একটু মজা করিয়াছে; কিন্তু ইহাতে তার কুরুচিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখন এই সমস্তের ব্যাখ্যা একমাত্র সেই করিতে পারে।

তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া তাড়াতাড়ি অক্টেভের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্র গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চাকর এক সময়ে আসিয়া, তাঁহার চিঠিপত্র ও খবরের কাগজাদি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল।

৮

কৌণ্ট চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহার চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, শয়ন-কক্ষটি বেশ আরামের, কিন্তু খুব সাদাসিদা; চিতাচর্ম্মের অনুকরণে তৈয়ারি একটা গালিচায় ঘরের মেজে আচ্ছাদিত; বুটিদার পরদায় জান্‌লা-দরজা ঢাকা, কাপড়ের মত দেখিতে সমান-চোস্ত সবুজ কাগজে ঘরের দেয়াল মণ্ডিত। কালো মার্ব্বেলে গঠিত একটা ঘড়ি—তাহার উপরে একটা রূপার পুত্তলিকা—তাহার সহিত দুইটা রূপার প্রাচীন পেয়ালা—এই সমস্ত জিনিসে সাদা মার্ব্বেল-গঠিত চিমনী-স্থান বিভূষিত ছিল। একটা পুরাতন ভিনিশিয়ান আর্শি যাহা কৌণ্ট গতরাত্রে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এক বৃদ্ধার চিত্র—সম্ভবতঃ অক্টেভের জননী—ইহাই এই ঘরের একমাত্র অলঙ্কার; ঘরটি বিষণ্ণ ও কঠোর-দর্শন; আসবাবের মধ্যে একটা পালঙ্ক, চিমনীর নিকটে স্থাপিত একটা আরাম-কেদারা, পুস্তক ও কাগজ-পত্রে আচ্ছাদিত একটা দেরাজ-ওয়ালা টেবিল। এই সকল আসবাব আরামপ্রদ হইলেও লাবিন্স্কি-প্রসাদের জমকালো আসবাবের কাছ দিয়াও যায় না।

চাকর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—

"মহাশয়, উঠেছেন কি?" এই কথা বলিয়া, তাহার মনিবের প্রাতঃকালের পরিচ্ছদ,—একটা

রঙ্গিন কামিজ, একটা ফ্লানেলের প্যান্‌টালুন, একটা আলখাল্লা—কৌণ্টকে দিল। পরের কাপড় পরিতে তাঁর নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও,—অগত্যা ঐ কাপড় তাঁকে পরিতে হইল; কেন না, না পরিলে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হয়। শয্যা হইতে নামিবার সময় একটা কালো ভল্লুকের চাম্‌ড়ার পা-পোষের উপর পা রাখিলেন।

তাঁহার সাজসজ্জা শীঘ্রই হইয়া গেল। কৌণ্ট অক্টেভ নহে—এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া চাকর কৌণ্টের বস্ত্র পরিধানে সাহায্য করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ সময় মহাশয় প্রাতর্ভোজন করতে ইচ্ছা করেন?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন—

"নিত্য-নিয়মিত সময়ে"। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় পাছে কোন বাধা ঘটে, এই মনে করিয়া তাঁহার এই দৈহিক পরিবর্ত্তনটা আপাততঃ মানিয়া লইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

চাকর প্রস্থান করিলে, অক্টেভ-দেহ-ওলাফ, সংবাদ-পত্রাদির সহিত যে দুইখানা চিঠি তাঁর জন্য আনা হইয়াছিল, সেই দুইখানা চিঠি খুলিলেন: আশা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার রূপান্তর সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর পাইবেন। প্রথম চিঠিতে কতকগুলি প্রণয়-ভর্ৎসনা আছে—লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন, কেন বিনা কারণে তাঁর বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করা হইল। দ্বিতীয় পত্রে, অক্টেভের উকিল অক্টেভকে পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন, ভাড়ার হিসাবে তিনি যে টাকা পাইবেন, তাহার চতুর্থাংশ যেন কোন লভ্যজনক কাজে খাটান হয়। কৌণ্ট মনে মনে ভাবিলেন:—

"তাই নাকি, তবে ত দেখছি যার শরীরে আমি বাস করছি—সেই অক্টেভ নামে একজন লোক বাস্তবিকই আছে; সে তা হ'লে একটা কাল্পনিক জীব নয়। তার ঘর-বাড়ী আছে, তার বন্ধুবান্ধব আছে, তার উকীল আছে, টাকা খাটাবার মূলধন আছে—একজন ভদ্রলোক গৃহস্থের যা থাকা উচিত, সবই আছে, কিন্তু আমার ত বেশ মনে হচ্চে—আমিই কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্‌স্কি"

কিন্তু আর্শিতে একবার কটাক্ষপাত করিবামাত্র তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাঁহার এই মতের সঙ্গে কাহারও মিল হইবে না—কেহই ইহাতে সায় দিবে না। কি উজ্জ্বল দিবালোকে, কি অস্পষ্ট দীপালোকে, ঐ আর্শিতে ত একই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে!

বাড়ীর কোথায় কি আছে কৌণ্ট দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিলেন। একটা দেরাজের মধ্যে দেখিতে পাইলেন,—ভূসম্পত্তির কতকগুলা দলিল, দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ; আর এক দেরাজের মধ্যে রুষীয় চামড়ার পত্র-পেটিকা—একটা সাঙ্কেতিক তালা দিয়া তাহা বন্ধ রহিয়াছে।

চাকর ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইয়া দিল, ঝ্যাল্‌ফ্রেড সাহেব আসিয়াছেন। চাকরের উত্তর আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই অক্টেভের পুরাতন বন্ধু, ঘনিষ্ঠতার ভাবে ঘরের ভিতর হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল। আগন্তুক যুবাপুরুষ মুখে একটা সরল দিল্‌-খোলা ভাব। যুবক কৌণ্টকে বলিল,—

"এই যে অক্টেভ, আজকাল কি করচ বল দিকি? তোমার হ'ল কি? তুমি বেঁচে আছ না মরেছ? কোথাও তোমাকে ত আর দেখা যায় না; তোমাকে লিখলেও ত উত্তর পাওয়া যায় না। দেখ, আমার অভিমান করাই উচিত। তবে কিনা বন্ধুত্বে আমি মান-অভিমানের বড় একটা ধার ধারিনে, তাই তোমাকে দেখতে এলাম। বল কি হে! এক কালেজের সহপাঠী তুমি, তোমাকে কিনা এই অন্ধকার ঘরে বিষণ্ণ হয়ে মরতে দেব! তুমি পীড়িত —তোমার কিছুই ভাল লাগে না—এ সমস্তই তোমার ভাই কল্পনা। তোমার মন ভাল করবার জন্য, তোমাকে একটু আমোদ দেবার জন্য তোমাকে জোর করে' একটা ভোজের নেমন্তন্নে নিয়ে যাব। সেখানে আজ খুব আমোদ-প্রমোদ হবে। আমাদের বন্ধু "রাবো" ও আসবে।"

অর্দ্ধ দুঃখপ্রকাশ ও অর্দ্ধ পরিহাসের স্বরে অক্টেভের বন্ধু অক্টেভ-দেহ কৌণ্টের নিকট এইরূপ বাক্য-বিন্যাস করিয়া ইংরেজের ধরণে কৌণ্টের হাত ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিল। কৌণ্ট তাঁহার জীবন-নাট্যে এখন যে ভূমিকাটি তাঁর অভিনয় করিতে হইবে, তাহার মর্ম্ম-ভাবটি ঠিক ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন:—

"না ভাই, অন্য দিনের চেয়েও আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে যাবার মত আমার মনের অবস্থা

নয়। আমি গিয়ে তোমাদেরও বিষণ্ণ করে' তুলব,—তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হবে।"

য়্যালফ্রেড দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাস্তবিক তোমাকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, মুখে ভয়ানক একটা ক্লান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্চে। আচ্ছা, তাহলে একটু ভাল হও—আর এক সময়ে দেখা যাবে। আমি তবে পালাই। বড় দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয় ত তিন ডজন কাঁচা 'অয়ষ্টার' ও এক বোতল শোভেবৃন সুরা পরে হয়ে গেছে। 'রাম্বো' তোমাকে না দেখতে পেয়ে খুবই দুঃখিত হবে।"

এই আগন্তুকের আগমনে কৌন্টের বিষণ্ণতা আরও বৃদ্ধি পাইল ;—চাকরটা তাঁকেই মনিব ঠাওরাইয়াছে। য়্যালফ্রেড তাঁকেই বন্ধু ভাবিয়াছে। এখন কেবল একটা প্রমাণ বাকি। এই চূড়ান্ত প্রমাণ। যার উদ্ঘাটিত হইল। একটি মহিলা—মাথায় বাঁধা ফিতায় জরির সুতা মিশ্রিত এবং দেয়ালে যে ছবিখানি ঝুলিতেছে, সেই ছবির সঙ্গে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া কৌন্টকে বলিলেন :—

"কেমন আছিস্ রে অক্টেভ! চাকর বল্‌ছিল, কাল তুই খুব দেরিতে বাড়ী এসেছিস্ ; আর ভয়ানক দুর্ব্বল অবস্থায়। বাছা, তোর শরীরের একটু যত্ন করিস্। কেন তুই এত বিষণ্ণ হয়ে থাকিস্, আমার কাছে ত কিছুই খুলে বলিস্‌নে, তোকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।"

অক্টেভ-দেহ ওলাফ্ উত্তর করিলেন :—

"ভয় নেই মা, ও কিছুই গুরুতর নয় ; আজ আমি অনেকটা ভাল আছি।"

এই কথায় অক্টেভ-জননী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁর পুত্র একাকী থাকিতে ভালবাসে। বেশীক্ষণ কেহ তাহার নিকট থাকিয়া তার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিলে তাহার ভাল লাগে না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রস্থান করিলে, কৌন্ট বলিয়া উঠিলেন, "আমি তবে নিশ্চয়ই অক্টেভ ; অক্টেভের মা আমাকে চিন্‌তে পারলেন। তাঁর পুত্রের শরীরে এক অপরিচিত আত্মা বাস করচে—এটা ত তিনি মনে করলেন না। সম্ভবতঃ চিরদিনের ত আমাকে এই আবরণের মধ্যে বদ্ধ থাকতে হবে, অন্তের শরীরে আত্মা আবদ্ধ—আত্মার এ কি অদ্ভুত কারাগার! তথাপি কৌন্ট-ওলাফ-লাবিন্‌স্কির অস্তিত্বকে, তাঁর কুলচিহ্নকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ঐশ্বর্য্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া, আর সামান্য এক গৃহস্থের অবস্থায় পরিণত হওয়া—এ বড়ই কঠিন। যে চামড়াটা এখন আমার গায়ে লগ্ন হয়ে আছে, সে চামড়াটা ছিঁড়ে একটি একটি করে ওর প্রথম-অধিকারীকে আমি প্রত্যর্পণ করব। যদি আমি প্রাসাদে ফিরে যাই? না! তা'হলে অনর্থক একটা কেলেঙ্কারি হবে, দরোয়ান আমাকে দরজায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। আমি ত এখন রুগ্ন লোকের বস্ত্র পরে আছি। আমার দেহে এখন আর সে বল নাই। দেখা যাক, অনুসন্ধান করা যাক, এই অক্টেভ কি রকম করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত, আমার একটু জানা দরকার।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি সেই পোর্টফোলিওটা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। ছুঁইবামাত্র হঠাৎ স্প্রিংটা খুলিয়া গেল ; কৌন্ট উহার চামড়ার পকেট হইতে প্রথমে কতকগুলা কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, উহা ঘন-নিবদ্ধ ও সূক্ষ্ম লেখায় কালো হইয়া গিয়াছে—তাহার পর একটা চৌকো চর্ম্ম-কাগজের উপর তত নিপুণ হাতের না হইলেও, কৌন্টেস্ প্রাস্কোভি লাবিন্‌স্কার একটা পেন্সিলে আঁকা ছবি রহিয়াছে—ছবিটা অবিকল তাঁর মত—দেখিলেই চেনা যায়।

এই আবিষ্কারে কৌন্ট একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বিস্ময়ের পরেই একটা ভীষণ ঈর্ষার আবেগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

কৌন্টেসের ছবি কেমন করিয়া এই অপরিচিত যুবকের গুপ্ত পত্রপেটিকার মধ্যে আসিল? কোথা হইতে আসিল? কে চিত্র করিল? কে ইহাকে দিল? প্রাস্কোভি—যাঁকে তিনি দেবীর মত পূজা করেন, তিনি কিনা তাঁর স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এই জঘন্য গুপ্ত-প্রেমে লিপ্ত হবেন? যে রমণীকে এতদিন তিনি নিষ্কলঙ্ক ভাবিয়া আসিয়াছেন, সেই রমণীর প্রণয়ীর শরীরের মধ্যে তার স্বামী কি না এখন কয়েদী? না জানি এ কার নিষ্ঠুর পরিহাস! পতি হইয়া শেষে কি আবার তাঁকে প্রণয়ী হইতে হইবে! এ কি ভীষণ দশা-বিপর্য্যয়! এ কি হাস্যজনক ওলটপালট! পতি ও প্রণয়ী একাধারে!

এই সকল কথা তাঁর মাথার ভিতর গুন্ গুন্

রঙ্গিন কামিজ, একটা ফ্লানেলের প্যান্টালুন, একটা আলখাল্লা—কৌণ্টকে দিল। পরের কাপড় পরিতে তাঁর নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও,—অগত্যা ঐ কাপড় তাঁকে পরিতে হইল; কেন না, না পরিলে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হয়। শয্যা হইতে নামিবার সময় একটা কালো ভল্লুকের চামড়ার পা-পোষের উপর পা রাখিলেন।

তাঁহার সাজসজ্জা শীঘ্রই হইয়া গেল। কৌণ্ট অক্টেভ নহে—এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া চাকর কৌণ্টের বস্ত্র পরিধানে সাহায্য করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ সময় মহাশয় প্রাতর্ভোজন করতে ইচ্ছা করেন?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন—

"নিত্য-নিয়মিত সময়ে"। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় পাছে কোন বাধা ঘটে, এই মনে করিয়া তাঁহার এই দৈহিক পরিবর্ত্তনটা আপাততঃ মানিয়া লইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

চাকর প্রস্থান করিলে, অক্টেভ-দেহ-ওলাফ, সংবাদ-পত্রাদির সহিত যে দুইখানা চিঠি তাঁর জন্য আনা হইয়াছিল, সেই দুইখানা চিঠি খুলিলেন: আশা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার রূপান্তর সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর পাইবেন। প্রথম চিঠিতে কতকগুলি প্রণয়-ভর্ৎসনা আছে—লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন, কেন বিনা কারণে তাঁর বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করা হইল। দ্বিতীয় পত্রে, অক্টেভের উকিল অক্টেভকে পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন, ভাড়ার হিসাবে তিনি যে টাকা পাইবেন, তাহার চতুর্থাংশ যেন কোন লভ্যজনক কাজে খাটান হয়। কৌণ্ট মনে মনে ভাবিলেন:—

"তাই নাকি, তবে ত দেখছি যার শরীরে আমি বাস করছি—সেই অক্টেভ নামে একজন লোক বাস্তবিকই আছে; সে তা হ'লে একটা কাল্পনিক জীব নয়। তার ঘর-বাড়ী আছে, তার বন্ধুবান্ধব আছে, তার উকীল আছে, টাকা খাটাবার মূলধন আছে—একজন ভদ্রলোক গৃহস্থের যা থাকা উচিত, সবই আছে, কিন্তু আমার ত বেশ মনে হচ্চে—আমিই কৌণ্ট ওলাফ-লাবিনস্কি"

কিন্তু আর্শিতে একবার কটাক্ষপাত করিবামাত্র তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাঁহার এই মতের সঙ্গে কাহারও মিল হইবে না—কেহই ইহাতে সায় দিবে না। কি উজ্জ্বল দিবালোকে, কি অস্পষ্ট দীপালোকে, ঐ আর্শিতে ত একই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে!

বাড়ীর কোথায় কি আছে কৌণ্ট দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিলেন। একটা দেরাজের মধ্যে দেখিতে পাইলেন,—ভূসম্পত্তির কতকগুলা দলিল, দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ; আর এক দেরাজের মধ্যে রুষীয় চামড়ার পত্র-পেটিকা—একটা সাঙ্কেতিক তালা দিয়া তাহা বন্ধ রহিয়াছে।

চাকর ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইয়া দিল, য়্যাল্‌ফ্রেড সাহেব আসিয়াছেন। চাকরের উত্তর আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই অক্টেভের পুরাতন বন্ধু, ঘনিষ্ঠতার ভাবে ঘরের ভিতর হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল। আগন্তুক যুবাপুরুষ মুখে একটা সরল দিল্‌-খোলা ভাব। যুবক কৌণ্টকে বলিল,—

"এই যে অক্টেভ, আজকাল কি করচ বল দিকি? তোমার হ'ল কি? তুমি বেঁচে আছ না মরেছ? কোথাও তোমাকে ত আর দেখা যায় না; তোমাকে লিখ্‌লেও ত উত্তর পাওয়া যায় না। দেখ, আমার অভিমান করাই উচিত। তবে কিনা বন্ধুত্বে আমি মান-অভিমানের বড় একটা ধার ধারিনে, তাই তোমাকে দেখতে এলাম। বল কি হে! এক কালেজের সহপাঠী তুমি, তোমাকে কিনা এই অন্ধকার ঘরে বিষণ্ণ হয়ে মরতে দেব! তুমি পীড়িত—তোমার কিছুই ভাল লাগে না—এ সমস্তই তোমার ভাই কল্পনা। তোমার মন ভাল করবার জন্য, তোমাকে একটু আমোদ দেবার জন্য তোমাকে জোর করে' একটা ভোজের নেমন্তন্নে নিয়ে যাব। সেখানে আজ খুব আমোদ-প্রমোদ হবে। আমাদের বন্ধু "রাম্বো"ও আসবে।"

অর্দ্ধ দুঃখপ্রকাশ ও অর্দ্ধ পরিহাসের স্বরে অক্টেভের বন্ধু অক্টেভ-দেহ কৌণ্টের নিকট এইরূপ বাক্য-বিন্যাস করিয়া ইংরেজের ধরণে কৌণ্টের হাত ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিল। কৌণ্ট তাঁহার জীবন-নাট্যে এখন যে ভূমিকাটি তাঁর অভিনয় করিতে হইবে, তাহার মর্ম্ম-ভাবটি ঠিক ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন:—

"না ভাই, অন্য দিনের চেয়েও আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে যাবার মত আমার মনের অবস্থা

নয়। আমি গিয়ে তোমাদেরও বিষণ্ণ করে' তুলব,—তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হবে।"

য়্যালফ্রেড দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাস্তবিক তোমাকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্চে, মুখে ভয়ানক একটা ক্লান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্চে। আচ্ছা, তাহ্লে একটু ভাল হও—আর এক সময়ে দেখা যাবে। আমি তবে পালাই। বড় দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয় ত তিন ডজন কাঁচা 'অয়ষ্টার' ও এক বোতল শোত্তেরুন সুরা পরে হয়ে গেছে। 'রাম্বো' তোমাকে না দেখতে পেয়ে খুবই দুঃখিত হবে।"

এই আগন্তুকের আগমনে কৌণ্টের বিষণ্ণতা আরও বৃদ্ধি পাইল ;—চাকরটা তাঁকেই মনিব ঠাওরাইয়াছে। য়্যালফ্রেড তাঁকেই বন্ধু ভাবিয়াছে। এখন কেবল একটা প্রমাণ বাকি। এই চূড়ান্ত প্রমাণ। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটি মহিলা—মাথায় বাঁধা ফিতায় জরির সুতা মিশ্রিত এবং দেয়ালে যে ছবিখানি ঝুলিতেছে, সেই ছবির সঙ্গে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া কৌণ্টকে বলিলেন :—

"কেমন আছিস্ রে অক্টেভ! চাকর বল্ছিল, কাল তুই খুব দেরিতে বাড়ী এসেছিস্ ; আর ভয়ানক দুর্ব্বল অবস্থায়। বাছা, তোর শরীরের একটু যত্ন করিস্। কেন তুই এত বিষণ্ণ হয়ে থাকিস্, আমার কাছে ত কিছুই খুলে বলিস্নে, তোকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।"

অক্টেভ-দেহ ওলাফ্ উত্তর করিলেন :—

"ভয় নেই মা, ও কিছুই গুরুতর নয় ; আজ আমি অনেকটা ভাল আছি।"

এই কথায় অক্টেভ-জননী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁর পুত্র একাকী থাকিতে ভালবাসে। বেশীক্ষণ কেহ তাহার নিকট থাকিয়া তার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিলে তাহার ভাল লাগে না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রস্থান করিলে, কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন, "আমি তবে নিশ্চয়ই অক্টেভ ; অক্টেভের মা আমাকে চিন্তে পারলেন। তাঁর পুত্রের শরীরে এক অপরিচিত আত্মা বাস করচে—এটা ত তিনি মনে করলেন না। সম্ভবতঃ চিরদিনের মত আমাকে এই আবরণের মধ্যে বদ্ধ থাক্তে হবে, অন্যের শরীরে আত্মা আবদ্ধ—আত্মার এ কি অদ্ভুত কারাগার! তথাপি কৌণ্ট-ওলাফ-লাবিন্স্কির অস্তিত্বকে, তাঁর কুলচিহ্নকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ঐশ্বর্য্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া, আর সামান্য এক গৃহস্থের অবস্থায় পরিণত হওয়া—এ বড়ই কঠিন। যে চামড়াটা এখন আমার গায়ে লগ্ন হয়ে আছে, সে চামড়াটা ছিঁড়ে একটি একটি করে' ওর প্রথম-অধিকারীকে আমি প্রত্যর্পণ করব। যদি আমি প্রাসাদে ফিরে যাই? না! তা'হলে অনর্থক একটা কেলেঙ্কারি হবে, দরোয়ান আমাকে দরজায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। আমি ত এখন রুগ্ন লোকের বস্ত্র পরে আছি। আমার দেহে এখন আর সে বল নাই। দেখা যাক, অনুসন্ধান করা যাক, এই অক্টেভ কি রকম করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত, আমার একটু জানা দরকার।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি সেই পোর্টফোলিওটা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। ছুঁইবামাত্র হঠাৎ স্প্রিংটা খুলিয়া গেল ; কৌণ্ট উহার চামড়ার পকেট হইতে প্রথমে কতকগুলা কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, উহা ঘন-নিবদ্ধ ও সূক্ষ্ম লেখায় কালো হইয়া গিয়াছে—তাহার পর একটা চৌকো চর্ম্ম-কাগজের উপর তত নিপুণ হাতের না হইলেও, কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি লাবিন্স্কার একটা পেন্সিলে আঁকা ছবি রহিয়াছে—ছবিটা অবিকল তাঁর মত—দেখিলেই চেনা যায়।

এই আবিষ্কারে কৌণ্ট একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বিস্ময়ের পরেই একটা ভীষণ ঈর্ষার আবেগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

কৌণ্টেসের ছবি কেমন করিয়া এই অপরিচিত যুবকের গুপ্ত পত্রপেটিকার মধ্যে আসিল? কোথা হইতে আসিল? কে চিত্র করিল? কে ইহাকে দিল? প্রাস্কোভি—যাঁকে তিনি দেবীর মত পূজা করেন, তিনি কিনা তাঁর স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এই জঘন্য গুপ্ত-প্রেমে লিপ্ত হবেন? যে রমণীকে এতদিন তিনি নিষ্কলঙ্ক ভাবিয়া আসিয়াছেন, সেই রমণীর প্রণয়ীর শরীরের মধ্যে তার স্বামী কি না এখন কয়েদী? না জানি এ কার নিষ্ঠুর পরিহাস! পতি হইয়া শেষে কি আবার তাঁকে প্রণয়ী হইতে হইবে! এ কি ভীষণ দশা-বিপর্য্যয়! এ কি হাস্যজনক ওলটপালট! পতি ও প্রণয়ী একাধারে!

এই সকল কথা তাঁর মাথার ভিতর গুন্ গুন্

করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁর বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি খুব জোর করিয়া আপনাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চাকর খবর দিল, আহার প্রস্তুত; তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ গুপ্ত পত্র-পেটিকাটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পত্রগুলা একপ্রকার মনস্তত্ত্বঘটিত দৈনিক লিপি বলিলেও হয়—বিভিন্ন কালের লেখা। কখন বা লেখা হইয়াছে—কখন বা লেখা বন্ধ করা হইয়াছে। ইহার কতকগুলি টুক্‌রা নিয়ে দেওয়া যাইতেছে—কৌণ্ট উদ্বেগপূর্ণ কৌতূহলের সহিত এইগুলা যেন গিলিতে লাগিলেন:—

"সে কখনই আমাকে ভালবাসবে না—কখনই না, কখনই না!

তার চোখের দৃষ্টি এমন কোমল, কিন্তু ঐ কোমল দৃষ্টির মধ্যে সেই নিষ্ঠুর কথাটি আমি পাঠ করেছি—যার চেয়ে কঠোর কথা আর নাই—যে কথাটি কবি দান্তে তাঁর বিষাদপুরের তোরণ-দ্বারের উপর লিখে রেখেছেন,—'সব আশা ত্যাগ কর।' আমি কি করেছি যে ভগবান জীবন্ত অবস্থাতেই আমাকে নরক ভোগ করালেন? কাল, পরশু, চিরদিন এই একই ভাবে চল্‌বে! তারকামণ্ডলের মধ্যে পরস্পর পথ কাটাকাটি হ'তে পারে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে যোগ হলে পুঁটলি পাকিয়ে যেতে পারে, তবু আমার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

সেই রমণী আমার স্বপ্ন শূন্যে বিলীন করে দিয়েছে; এক ইঙ্গিতে আমার কল্পনার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে। যত মিথ্যা, অসম্ভব সব একত্র হয়েও আমাকে একটা সুযোগ করে দিচ্চে না; ভাগ্যপাশায় কত লোকের কত ভাল ভাল দান পড়ছে—হায়! আমার অদৃষ্টে একটিও পড়ল না!"

"আমি হতভাগ্য, আমি বেশ জানি, স্বর্গের দ্বারদেশে আমি মূঢ়ের মত বসে আছি, আমি নীরবে অশ্রুপাত করচি—উৎসের সহজ ধারার মত অবিরত চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরচে। আমার সে সাহস নেই যে, এখানে থেকে উঠে গিয়ে কোন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি।"

"কখন কখন রাত্রে যখন নিদ্রা হয় না, আমি প্রাস্কোভিকে ধ্যান করি; যদি নিদ্রা আসে,—প্রাস্কোভিকেই স্বপ্নে দেখি; আহা, ফ্লরেন্স নগরে সেই বাগান-বাড়ীতে তাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! সেই শুভ্র পরিচ্ছদ, সেই সব কালো ফিতা—একাধারে চিত্তবিমোহন ও মরণ-শোক-সূচক! শুভ্রতা তাঁর জন্য, শোকের বর্ণটা আমার জন্য! কখন কখন ফিতাগুলা বাতাসে নড়ে গিয়ে ও একত্র মিলিত হয়ে সেই সাদা জমির উপর 'ক্রস্' আকারে গড়ে উঠ্‌ছিল; কোন অদৃশ্য আত্মা আমার হৃদয়ের মৃত্যু উপলক্ষে যেন খুব আস্তে আস্তে আমার অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করছিলেন।"

"কি অদৃষ্টের ফের! আমি ইস্তাম্বুলে যাব মনে করেছিলাম, যদি যেতাম, তা'হলে তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। আমি ফ্লরেন্সে থেকে গেলাম,—তাঁকে দেখলাম,—আর সেই দেখাই আমার কাল হল।"

"আমার মরণ হলেই ভাল, কিন্তু জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তেই তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার নিঃশ্বাস যদি একটিবার মেশাতে পারি—ওঃ! সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! না, না, তাহলে আমি যে নরকস্থ হব। পরলোকে গিয়ে তাঁর ভালবাসা পাব —সে সম্ভাবনাও তা'হলে আর থাকবে না। তাহলে সেখানে আমাদের পৃথক হয়ে থাক্‌তে হবে। তিনি থাক্‌বেন স্বর্গে—আমি থাকব নরকে। একথা মনে হলে, একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়!"

"যে রমণী আমাকে ভালবাসে না, সেই রমণীকেই আমায় ভালবাসতে হবে, এ কেমন কথা? কত কত রূপসী এর আগে তাদের মধুর মুখের মধুরতম হাসি ঢেলে আমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু তবুও আমার হৃদয় হারাই নি। আর এখন? আহা! সে কি ভাগ্যবান্! যে তার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলে এই নিরুপমা ললনার প্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছে।"

আর বেশী পাঠ করা অনাবশ্যক। প্রাস্কোভির পেন্সিলে আঁকা ছবিখানি প্রথম দেখিয়া কৌণ্টের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, এই গোপনীয় লেখাগুলার প্রথম দুই ছত্র পড়িবামাত্র সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রেমাসক্ত যুবক তাঁর ছবি আঁকিয়া নিরাশ প্রেমের অক্লান্ত ধৈর্য্য-সহকারে আসলের অভাবে এই নকলকেই তার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র গুহ্য দেবালয়টিতে 'ম্যাডোনা'কে স্থাপনা করিয়া, নতজানু

হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারই পূজা-অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

"কিন্তু যদি এই অক্টেভ আমার শরীর অপহরণ করিবার জন্য, এবং আমার শরীর ধারণ করিয়া প্রাস্কোভির প্রেম আকর্ষণ করিবার জন্য সয়তানের সঙ্গে চুক্তি করিয়া থাকে?"

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ অনুমান অসম্ভব মনে করিয়া, এই অনুমানটিকে কৌন্ট শীঘ্রই মন হইতে দূর করিয়া দিলেন।

এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মনে করিয়া তিনি একটু হাসিলেন। তাঁর চাকর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছিল, ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও তাহাই আহার করিলেন। আহারান্তে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তার বালথাজার শেরবেনোর গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সব কক্ষের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন, যেখানে গত রাত্রে কৌন্ট ওলাফ-লাবিন্স্কির নামেই প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে যখন বাহির হইয়া আসেন, তখন সকলেই তাঁকে অক্টেভের নামে অভিবাদন করিয়াছিল। ডাক্তার তাঁর দস্তুরমত পিছন দিকের শেষ কামরার পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। হাতের মধ্যে পা-টা রাখিয়া গভীর চিন্তায় যেন নিমগ্ন।

কৌন্টের পদশব্দ শুনিয়া ডাক্তার মাথা উঠাইলেন।

"আঃ! অক্টেভ, তুমি? আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু রোগী আপনা হতেই ডাক্তারকে দেখতে এল—এটা শুভ লক্ষণ বল্‌তে হবে।"

কৌন্ট বলিলেন—"অক্টেভ, অক্টেভ, অক্টেভ—ক্রমাগতই অক্টেভ! আমার এমন রাগ ধরচে—আমি দেখচি পাগল হয়ে যাব!" তাহার পর বাহুর উপর বাহু রাখিয়া ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভীষণভাবে এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

"বালথাজার শেরেবোনো, আপনি ত বেশ জানেন, আমি অক্টেভ নই, আমি কৌন্ট ওলাফ-লাবিন্স্কি। আপনিই গত রাত্রে এইখানেই যাদুমন্ত্রে আমার শরীর অপহরণ করেছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; হাসিতে হাসিতে বালিসের উপর উল্টিয়া পড়িলেন এবং হাস্যবেগ থামাইতে পারিতেছেন না, এইভাবে দুই হাতে পার্শ্বদেশ ধরিয়া রহিলেন।

"ডাক্তার, তোমার এই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা একটু কমিয়ে আন, নৈলে পরে হয় ত অনুতাপ করতে হবে। আমি সত্য বলচি, পরিহাস করচি নে।"

—"তা'হলে ত আরো খারাপ, আরো খারাপ! ওর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে, আমি যে তোমার চেতনশক্তি-হীনতা ও অকারণ-বিষণ্ণতার চিকিৎসা করছিলাম, সেটা ঠিক নয়। আর কিছু না, এখন কেবল চিকিৎসাটা বদ্‌লাতে হবে, এইমাত্র।"

কৌন্ট, শেরবোনোর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার গলা টিপে কেন যে তোমাকে এখনো মারি নি, আশ্চর্য্য!"

কৌন্টের এই ভয়-প্রদর্শনে ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিলেন; তারপর, একটা ছোট ইস্পাতের ছড়ির প্রান্তভাগ কৌন্টের হাতে ছোঁয়াইলেন; কৌন্টের শরীরে একটা ভয়ানক ঝাঁকানি লাগিল, মনে হইল যেন তাঁর হাতটা ভাঙ্গিয়া গেছে। ডাক্তার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিবার মত একটা ঠাণ্ডা রকমের স্থির দৃষ্টি কৌন্টের উপর নিক্ষেপ করিলেন,—সে দৃষ্টিতে পাগলরা বশীভূত হয়, সে দৃষ্টিতে সিংহ একেবারেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। এইরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার তাঁকে বলিলেন:—

"দেখ, রোগী অবাধ্য হয়ে বেঁকে দাঁড়ালে, তা'কে সিধা করবার উপায়ও আমাদের হাতে আছে। বাড়ী ফিরে যাও, বাড়ী গিয়ে স্নান কর,—অতি উত্তেজনায় মাথা গরম হয়েছে,—ঠাণ্ডা হবে।"

কৌন্ট বৈদ্যুতিক আঘাতে বিহ্বল হইয়া ডাক্তারের গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁর সংশয় ও ভাবনা আরও বাড়িল।

এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য, ডাক্তার B…
…এর বাড়ী গিয়া উপনীত হইলেন, এবং ঐ প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে বলিলেন:—

"আমি এক অদ্ভুত বিভ্রম-বিকারে আক্রান্ত হয়েছি, আমি যখন আয়নায় মুখ দেখি, তখন আমার মুখের স্বাভাবিক অবয়বগুলো তাতে দেখতে পাই না। আমি যে সব পদার্থে বেষ্টিত থাকতাম, সে সব পদার্থ বদলে গেছে। এখন আমার ঘরের দেওয়ালগুলোও আমি চিন্‌তে পারি না, আসবাবগুলোও চিন্‌তে পারি

না! আমার মনে হয়, আমি যেন সে আমি নই—আমি যেন অন্য লোক।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুমি আপনাকে কি রকম দেখ, বল দেখি? ভ্রমটা চোখ থেকেও উৎপন্ন হতে পারে, মস্তিষ্ক থেকেও উৎপন্ন হতে পারে।"

—"আমি দেখতে পাই, আমার চুল কালো, চোখ নীল, মুখ ফ্যাকাশে,— আর দাড়িতে ঘেরা।"

—"ছাড়-পত্রে যে রকম কোন লোকের মুখের বর্ণনা থাকে, তোমার বর্ণনাটা তার চেয়ে সঠিক দেখ্‌চি।

তোমার বুদ্ধি-বিভ্রমও হয় নি, দৃষ্টি-বিভ্রমও হয় নি। তুমি আসলে যা,—ঠিক তাই আছ।"

"কিন্তু না,—তা'নয়! আমার আসলে কটা চুল, চোখ কালো, রং রৌদ্র-দগ্ধ আর আমার গোঁফ হঙ্গারী দেশের লোকের মত সরু করে' ছাঁটা।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—"এইখানেই বুদ্ধি-বৃত্তির একটু বদল দেখ্‌ছি।"

—"যাই হোক্ ডাক্তার, আমি পাগল নই, বেশ জেনো। একটুও না।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—"নিশ্চয়ই। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তারাই কেবল আমার এখানে আসে। একটু দৈহিক শ্রান্তি, একটু অতিরিক্ত পড়া-শুনা, কিংবা অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে এই অসুখটা ঘটেছে। তুমি ভুল করচ,—আসলে তুমি যা চোখে দেখছ তাই বাস্তব, আর যা মনে ভাবচ—সেইটেই কাল্পনিক। ফর্‌সা রঙের দেশে তুমি আপনাকে শামলা দেখছ; কিন্তু তুমি আসলে শামলা, কল্পনা করচ তুমি ফর্‌সা।"

"—সে যাই হোক্, আমি যে লাবিন্‌স্কির কৌণ্ট ওলাফ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—কিন্তু কাল-থেকে সবাই আমাকে সাবিলের অক্টেভ বল্‌ছে।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—

—"আমি ত ঠিক্ তাই বলছিলাম। তুমি আসলে সাবিলের অক্টেভ, কিন্তু মনে করচ তুমি লাবিন্‌স্কির কৌণ্ট। আমার স্মরণ হচ্চে, আমি কৌণ্টকে দেখেছি;—তাঁর রং ত ফর্‌সা। আয়নায় যে তুমি অন্য মুখ দেখ্‌তে পাও, তার করণ ত বেশ বোঝা যাচ্চে। তোমার এই আসল মুখের সঙ্গে, তোমার মনোগত কাল্পনিক মুখের মিল হচ্চে না বলেই তুমি বিস্মিত হয়েছ।—এই কথাটা বিবেচনা করে' দেখ না, সবাই তোমাকে অক্টেভ বল্‌চে; সুতরাং তোমার নিজের বিশ্বাসের কথায় ভুলো না। দিন পনর আমার এইখানে থাক :—স্নান, বিশ্রাম, বড় বড় গাছের তলায় পায়চালি করলেই তোমার এই মনের বিকারটা কেটে যাবে।"

কৌণ্ট মস্তক অবনত করিয়া, অঙ্গীকার করিলেন, আবার তিনি আসিবেন।

ডাক্তারের কথায় অগত্যা বিশ্বাস করিলেন।

কৌণ্ট তাঁর আবাস-গৃহে ফিরিয়া গিয়া হঠাৎ দেখিলেন, টেলিলের উপর, কৌণ্টেস্ লাবিন্‌স্কার নিমন্ত্রণ-পত্র রহিয়াছে—ঐ পত্রখানাই পূর্ব্বে অক্টেভ ডাক্তার শেরবোনোক্কে দেখাইয়াছিল। কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন :—

"এই যাদু-কবচটা সঙ্গে নিলেই, তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারবে!"

৯

যে সময়ে লাবিন্‌স্কি-প্রাসাদের ভৃত্যেরা প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্‌স্কিকে, গাড়ীতে উঠাইয়া দেয় এবং কৌণ্ট নিজের ভূস্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়া অক্টেভের বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হন—সে সময় রূপান্তরিত অক্টেভ ধব্‌ধবে সাদা একটি ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরে গিয়া—কখন্ কৌণ্টেসের ফুর্‌সৎ হয়, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চিমনীর আগ্নেয়স্থানটা ফুলে ভরা; সেই চিমনীর সাদা মার্ব্বেল পাথরে ঠেস্ দিয়া, কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভ আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। আয়নাটা সোনালি পায়া-ওয়ালা দেয়ালে-মারা একটা ব্রাকেটের উপর মানানসই রকমে বসানো। যদিও অক্টেভ দেহ-পরিবর্ত্তনের ভিতরকার গুপ্ত কথাটা জানিত, তথাপি, তাহার নিজের আকৃতি হইতে এই প্রতিবিম্ব এত তফাৎ যে, সে সহসা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, আয়নার এই প্রতি-বিম্ব তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব কি না। অক্টেভ এই অপরিচিত ছায়া-মূর্ত্তিটা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, উহা হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না।

সে দেখিল, উহা আর এক জনের ছায়া-মূর্ত্তি। ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সে একবার খোঁজ করিয়া দেখিল, কৌণ্ট ওলাফ চিমনীর কাছে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন কি না, এবং তাঁহারই ছায়া পড়িয়াছে কি

না। কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইল না। দেখিল—সে একলাই আছে। নিশ্চয়ই এই সমস্ত ডাক্তার শেরবোনোর কাণ্ড।

কয়েক মিনিট পরে, কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ,—প্রাস্কোভির স্বামীর শরীরের মধ্যে তার আত্মা যে প্রবেশ করিয়াছে, এই চিন্তা হইতে বিরত হইয়া তাহার চিন্তার গতিকে বর্ত্তমান অবস্থার কতকটা অনুযায়ী করিয়া তুলিল। সমস্ত সম্ভাবনার বহির্ভূত এই অবিশ্বাস্য ঘটনা, যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবা যায় না, তাই কি না ঘটিল! এখনই সেই বহুদিনের আরাধ্য দেবীর সম্মুখে আমি উপস্থিত হইব, তিনি আর আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না! সেই অকলঙ্ক অনিন্দিতা রূপসীর সংসর্গে আমার চির-অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্ত যতই কাছাকাছি হইতে লাগিল, ততই তাহার মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। প্রকৃত প্রেমের যে সঙ্কোচ ও ভীরুতা, তাই আসিয়া আবার দেখা দিল—যেন ঐ প্রেম এখনো অক্টেভের অনাদৃত, হীন দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে।

রাণীর পরিচারিকার আগমনে, এই সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ অপসারিত হইল। যখন পরিচারিকা নিকটে আসিল, তখন কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডে আসিয়া জমা হইল। পরিচারিকা বলিল:—

"রাণীঠাকুরাণী আপনার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত আছেন।"

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ পরিচারিকার পিছনে পিছনে চলিল, কেন না, সে এই প্রাসাদের অন্ধিসন্ধি কিছুই জানিত না। পদচালনায় ইতস্ততঃ-ভাব দেখিয়া পাছে তার অজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই জন্য সে পরিচারিকার অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। পরিচারিকা তাহাকে একটা ঘরে লইয়া গেল। ঘরটা বেশ একটু বড় রকমের। এটি রাণীর প্রসাধন-কক্ষ। প্রসাধন-টেবিল সমস্ত সুকুমার বিলাস-সামগ্রীতে বিভূষিত। উৎকৃষ্ট ক্ষোদাই কাজ-করা কতকগুলা আলমারী; আলমারীগুলা সাটিন, মখমল, মলমল, জরি প্রভৃতি নানা প্রকার সৌখীন পরিচ্ছদে ঠাসা। ঘরের দেয়াল সবুজ সাটিন দিয়া মোড়া। মেজের তক্তা বিচিত্র মোলায়েম রঙে রঞ্জিত এক পুরু কোমল গালিচায় আচ্ছাদিত। প্রসাধন-টেবিলে সুগন্ধ-নির্য্যাসের স্ফটিক শিশিগুলা বাতির আলোয় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

ঘরের মধ্যস্থলে একটা সবুজ মখমল-পা-দানের উপর অদ্ভুত গঠনের ইস্পাতের কাজ-করা একটা বৃহৎ ভূষণ-পেটিকা—তাহাতে বিবিধ রত্নালঙ্কার সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু এই সব অলঙ্কার পেটিকাতেই প্রায় বদ্ধ থাকিত;—কৌণ্টেস্ কচিৎ কখন তাহা ব্যবহার করিতেন। নারী-সুলভ অশিক্ষিত সুরুচি তাঁকে বলিয়া দিত—রত্ন-অলঙ্কারে রূপসীর প্রয়োজন হয় না। রূপের ছটার কাছে ঐশ্বর্য্যের ঘটা অতীব তুচ্ছ।

জান্‌লা হইতে পর্দ্দা ভাঁজে ভাঁজে নীচে লুটাইয়া পড়িয়াছে—সেই জান্‌লার কাছে, একটা বড় আরনা ও প্রসাধন-টেবিলের দুই-ডেলে বৈঠকী ঝাড়ের ছয় বাতির আলোয় উদ্ভাসিত। তাহারই সম্মুখে কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি লাবিন্‌স্কা রূপলাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ করিয়া উপবিষ্টা। এক লঘু স্বচ্ছ বহিরাচ্ছাদনের নীচে কার্পাসের একটা শিথিল বন্ধনহীন নৈশ পরিচ্ছদ। তুষার-শুভ্র সুশোভন সুভঙ্গিম মরাল-কণ্ঠ বহিরাচ্ছাদনের ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে। দুই দাসীতে মিলিয়া তাঁহার প্রচুর কেশগুচ্ছ ভাগ করিতেছিল, মসৃণ করিতেছিল, কুঞ্চিত করিতেছিল, কাণের ঘর্ষণ না লাগে,—এই ভাবে সাবধানে কেশরাশি কুঞ্চিত-আকারে গুছাইয়া রাখিতেছিল।

যখন এই কেশ-বিন্যাসের কাজ চলিতেছিল, রাণী জরির কাজ-করা সাদা-মখ্‌মলের একটা ছোট চটিজুতার অগ্রভাগ মৃদু মৃদু নাচাইতেছিলেন। কখন কখন বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ একটু সরিয়া গিয়া, তুষার-শুভ্র নিটোল বাহু বাহির হইতেছিল, এবং কোন কেশগুচ্ছ স্থানচ্যুত হইলে অতি শোভন ভঙ্গিতে হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিতেছিলেন।

তাঁহার সমস্ত শরীরে যেরূপ একটা শোভন এলানো ভাবভঙ্গী ছিল, তাহা কেবল প্রাচীন গ্রীক্ পাষাণ-মূর্ত্তিতেই লক্ষিত হয়। এরূপ লঘু ধরণের তরুণ সৌন্দর্য্য, সুন্দর গঠন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ফ্লরেন্সের বাগান-বাড়ীতে অক্টেভ কৌণ্টেসকে যখন দেখিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখন কৌণ্টেস আরও চিত্ত-মোহিনী হইয়াছেন। যদি অক্টেভ পূর্ব্বেই ইহার রূপে মুগ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখন দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু

সৌভাগ্যক্রমে আরও কিছু যোগ করিয়া অসীমের বৃদ্ধি করা যায় না।

কোন একটা ভীষণ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ হয়, কৌণ্টেসকে এইরূপ মূর্ত্তিতে দেখিয়া, কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল, —সে একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল; মুখ শুকাইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন হাত দিয়া তার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। লোহিতবর্ণ অগ্নি-শিখা যেন তাহার চক্ষের চারিধারে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। এই রূপসী তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

এই আত্মহারা ভাব, এই মূঢ়তার ভাব, কোন প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর পক্ষেই সাজে, কিন্তু কোন স্বামীর পক্ষে নিতান্তই হাস্যজনক—এই মনে করিয়া কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ সাহস করিয়া দৃঢ়পদক্ষেপে কৌণ্টেসের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দাসীরা তখন তাঁহার বেণী রচনা করিতেছিল; তাই কৌণ্টেস মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, "আঃ! তুমি ওলাফ! কি দেরী করেই এসেছ আজ!" তারপর, বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ হইতে তাঁর সুন্দর একটি হাত বাহির করিয়া, অক্টেভের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ কুসুম-কোমল এই হাতখানি লইয়া জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত দীর্ঘ টানে চুম্বন করিল —যেন তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার ওষ্ঠাধরে আসিয়া তখন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

আমরা জানি না, কি এক সূক্ষ্ম বোধশক্তি হইতে, কি এক স্বর্গীয় লজ্জাশীলতা হইতে, হৃদয়ের কি এক যুক্তি হইতে, কৌণ্টেস যেন পূর্ব্ব হইতে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন; লোহিতবর্ণ উচ্চ গিরিশিখরস্থ তুষাররাশি উষার প্রথম চুম্বনে যেরূপ হয়, সেইরূপ তাঁহার মুখ, তাঁহার কণ্ঠ, তাঁহার বাহু, সহসা রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইল। অর্দ্ধ-অভিমানের ভাবে, অর্দ্ধ-লজ্জার ভাবে, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার হাতখানি ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেন। অক্টেভের ওষ্ঠাধর স্পর্শে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার হাতের উপর কে যেন অগ্নি-তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিল। তথাপি তিনি চিত্তকে সংযত করিয়া, তাঁর সেই শিশুবৎ মধুর হাসিটি মুখে আনিলেন।

"ওলাফ, তুমি কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন? আমি যে ছয় ঘণ্টার উপরেও তোমাকে আজ দেখ্‌তে পাইনি।" পরে ভর্ৎসনা-স্বরে বলিলেন—"তুমি আমাকে এখন বড়ই অবহেলা কর, পূর্ব্বে ত তুমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে এই রকম করে' একলা ফেলে থাক্‌তে পারতে না। তুমি কি আমাকেই শুধু ভাব্‌ছিলে?"

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ উত্তর করিল:—

—"তোমাকেই। তোমা ভিন্ন আর কাউকে না।"

—"না, না, সব সময় আমাকে ভাবনি; যে সময় তুমি আমার কথা ভাব, আমি দূরে থাক্‌লেও তা জান্‌তে পারি। এই মনে কর, আজ রাত্রে আমি একলা ছিলাম, সময় কাটাবার জন্য পিয়ানোয় বসে একটা সুর বাজাচ্ছিলাম। যখন সুরগুলো খুব জমে উঠেছিল, তোমার আত্মা কয়েক মিনিট ধরে' আমার চারিদিকে একবার ঘুর-পাক দিয়েছিল; তারপর কোথায় যে উড়ে গেল, কিছুই জান্‌তে পারলাম না— তারপর সে আর ফিরে আসেনি। মিথ্যে কথা বোলো না। আমি যা তোমাকে বল্‌চি— সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত।"

বস্তুতঃ প্রাস্কোভির ভুল হয় নাই; এই সেই মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে ডাক্তার শেরবোনোর বাড়ীতে, কৌণ্টওলাফ মন্ত্রপূত জলপাত্রের উপর নত হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁহার আরাধ্য দেবীর মূর্ত্তিকে আহ্বান করেছিলেন—তার পরেই তিনি সম্মোহন-নিদ্রার অতল সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভাব, তাঁর ইচ্ছা—সব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দাসীরা কৌণ্টেসের নৈশ প্রসাধন সমাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ সেইখানে বরাবর সমান দাঁড়াইয়া থাকিয়া কৌণ্টেস প্রাস্কোভির উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। এই লালসা-দীপ্ত দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, কৌণ্টেস তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আলখাল্লায় বেশ করিয়া আচ্ছাদন করিলেন, কেবল মাথাটা খোলা রহিল। ব্রহ্মলোগম্ নামে সেই সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বলে ডাক্তার শেরবোনো দুই আত্মাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন—এ কথা শুধু প্রাস্কোভি কেন— কোন মানুষের অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু প্রাস্কোভি, কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের চোখে, ওলাফের সচরাচর চোখের ভাব, সেই দেবোপম বিশুদ্ধ প্রশান্ত ধ্রুব নিত্য প্রেমের ভাব দেখিতে পাইলেন না। কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের ঐ দৃষ্টিতে একটা পার্থিব লালসার আগুন জ্বলিতেছিল। তাই ঐ দৃষ্টিতে কৌণ্টেস

ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক কি ঘটিয়াছে, বুঝিতে না পারিলেও, তাঁর মনে হইল, একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। নানাপ্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন; তবে আমি কি এখন ওলাফের চোখে শুধু একটা ইতর রমণী, একজন নীচ বারাঙ্গনা মাত্র—যার রূপের লালসায় তিনি উন্মত্ত হয়েছেন। আমাদের আত্মায় আত্মায় কেমন একটি সুন্দর মিল ছিল—দুই হৃদয়-বীণা কেমন মধুর ভাবে এক সুরে বাজ্‌ত, না জানি কিসে এই মিলটি, এই ঐক্যতানটি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ওলাফ কি আর কাউকে ভালবাসত? প্যারিসের পঙ্কিল মলিনতা ঐ অকলঙ্ক হৃদয়কে কি কখন কলঙ্কিত করেছিল? এই প্রশ্নগুলি তাঁর মনের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে চলিয়া গেল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, হয় ত আমি উন্মাদগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে,তাঁর বুদ্ধি লোপ পায় নাই। কি একটা অজ্ঞাত বিপদ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত—এইরূপ ভাবিয়া তাঁর অত্যন্ত ভয় হইল। মনে করিলেন, আত্মার এই "দ্বিতীয় দর্শনের" প্রভাবে যাহা অনুমান হইতেছে, তাহা অগ্রাহ্য করা ঠিক্ নহে।

তিনি বিচলিত ও আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং উঠিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। অলীক কৌণ্টও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কৌণ্টেস দরজার কাছে আসিয়া আবার ফিরিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন। তারপর প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সাদা ও শীতলকায় কৌণ্টেস, ঐ যুবকের প্রতি ভীতি-বিস্ফারিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ঝপ করিয়া, দরজাটা বন্ধ করিয়া, খিল লাগাইয়া দিলেন।

"ও যে অক্টেভের দৃষ্টি!" এই কথা বলিয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইয়া একটা কৌচের উপর শুইয়া পড়িলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে মনে-মনে বলিলেন—"আচ্ছা, এ কেমন করে' হ'ল, সেই দৃষ্টি—যে দৃষ্টির ভাবটা আমি কখনই ভুলব না—সেই দৃষ্টি ওলাফের চোখে কেন আজ রাত্রে দেখতে পেলাম? সেই বিষণ্ণ হতাশ হৃদয়ের অগ্নিশিখা আমার স্বামীর চোখের উপর জ্বলে উঠ্‌ল কি করে'? অক্টেভের কি মৃত্যু হয়েছে? আমার কাছে চিরবিদায় নেবার জন্য তার আত্মা কি মুহূর্ত্তের জন্য আমার সম্মুখে দপ করে' একবার জ্বলে উঠল! ওলাফ! ওলাফ! যদি আমি ভুল করে থাকি, যদি পাগলের মত মিথ্যা ভয়ে আকুল হয়ে থাকি, তবে আমাকে তুমি ক্ষমা কর। কিন্তু দেখ, যদি আমি আজ রাত্রে তোমাকে আলিঙ্গন করতাম, তা'হলে আমার মনে হ'ত আমি আর একজনকে অলিঙ্গন করচি।"

খিলটা ভাল করিয়া লাগানো হইয়াছে কি না,—দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া, মাথার উপর যে লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, সেই লণ্ঠনটা জ্বালাইয়া, কৌণ্টেস ভীত শিশুর মত গুঁড়ি-সুঁড়ি মারিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কি এক অনির্দ্দেশ্য বেদনা তাঁর বুকে চাপিয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কত অসংলগ্ন অদ্ভুত স্বপ্ন আসিয়া তাঁর গভীর নিদ্রায় ব্যাঘাত করিল। আগুনের মত জ্বলন্ত সেই অক্টেভের চোখ—কুয়াসার ভিতর হইতে—তাঁহার উপর একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং তাঁহার উপর আগুনের হল্‌কা নিক্ষেপ করিতেছে। আর সেই সময় তাঁহার খাটের নীচে একটা কালোমূর্ত্তি—মুখ বলি-রেখায় আচ্ছন্ন,—উবু হইয়া বসিয়া আছে, অপরিচিত ভাষায় বিড়বিড় করিয়া কি বলিতেছে; এই অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে ওলাফও আছেন—কিন্তু তাঁর নিজের আকৃতিতে নয়—অন্য আকৃতি ধরিয়া।

অক্টেভ যখন দেখিল, তার সম্মুখেই দরজা বন্ধ হইল, ভিতরকার অর্গলের ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ শুনা গেল, তখন সে কিরূপ হতাশ হইয়া পড়িল, তাহা আমরা আর বর্ণনা করিব না। তাহার সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তের চরম আশা অন্তর্হিত হইল। মনে মনে বলিল:—"আমি কি করিলাম! এক নারীর হৃদয় জয় করবার জন্য, এক যাদুকরের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে আমার ইহ-কাল পরকাল সমস্তই নষ্ট করলাম—ভারতবর্ষের ডাইনীমন্ত্রে সেই নারী অসহায় ভাবে আমার কাছে ধরা দিয়েছিল—কিন্তু আবার পালিয়ে গেল। আমি পূর্ব্বে প্রেমিক হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম, এখন আবার স্বামী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হলাম। প্রাস্কোভি অজেয় সতীত্ব যাদুকরের সমস্ত নারকী কুমন্ত্রণা-জাল ছিন্ন করে দিয়েছে। শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়ে যেন কলুষিত-চিত্ত কোন দুরাত্মাকে দূর করে দিলেন!

অক্টেভ সমস্ত রাত্রি এই অদ্ভুত অবস্থায় আর

তিনি একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করিলেন।

আহারের অবশিষ্ট সময়টা নিস্তব্ধভাবে অতিবাহিত হইল; কৌণ্টেস, যাকে কৌণ্ট মনে করিয়াছিলেন, সেই অক্টেভের উপর অভিমান করিলেন। অক্টেভের মনে এখন একটা বিষম যন্ত্রণা হইতেছিল; তার ভয় হইতেছিল, পাছে তার উত্তর দিতে না পারে।

কৌণ্টেস গাত্রোত্থান করিয়া আপন মহলে চলিয়া গেলেন।

অক্টেভ এখন একলা,—একটা ছুরির বাঁট লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতেছিল; এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দেয়; —তার অবস্থাটা এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন জীবন-ক্ষেত্রে সে প্রবেশ করিবে; কিন্তু এখন দেখিল, এই অজ্ঞাত জীবনের অন্ধিসন্ধি তার জানা নাই; কৌণ্ট ওলাফের শরীর ধারণ করিতে গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধারণা ও সংস্কার, নিজের ভাষা, শৈশবের সমস্ত স্মৃতি, মানুষের 'আমি' জিনিসটা যে সকল অসংখ্য খুঁটিনাটি দিয়া গঠিত, নিজের অস্তিত্ব—যাহা অন্যান্য অস্তিত্বের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ—এই সমস্ত বিসর্জ্জন করা আবশ্যক; এবং এই সমস্তের জন্য ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর বুজ্‌রুগি যথেষ্ট নহে। এ কি বিড়ম্বনা! এই স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম, অথচ উহার দ্বারদেশ দূর হইতেও দেখা আমার পক্ষে এক প্রকার ধৃষ্টতা! কৌণ্টেসের সহিত এক গৃহে বাস করিব, তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সহিত কথা কহিব, অথচ তাঁর সতীত্বের লজ্জা ভাঙ্গিতে পারিব না, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে এক-একটা মূঢ়তার কাজ করিয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলিব! কৌণ্টেস আমাকে কখনই ভালবাসিবে না—ইহা আমার অখণ্ডনীয় অদৃষ্টের লিপি! তথাপি মানব-গর্ব্বকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া আমি যার-পর-নাই ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছি। আমি নিজের 'আমি'কে বিসর্জ্জন দিয়া, অপরের শরীর ধারণ করিয়া অন্যের প্রাপ্য আদর-যত্ন দাবী করিতে সম্মত হইয়াছি।

অক্টেভের মনে মনে এইরূপ স্বগতোক্তি চলিতেছিল। এমন সময় একজন সহিস্ আসিয়া মাথা নোয়াইয়া গভীর ভক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কোন্ ঘোড়াটা হুজুরকে এনে দেখাব?" প্রভু উত্তর করিতেছেন না দেখিয়া,—পাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, ভয়ে-ভয়ে—অতি মৃদুস্বরে গুজ্‌ গুজ্‌ করিয়া সহিস আবার বলিল—'ভুলটুর'কে আনব না 'রোস্তম'কে আনব? আট দিন ওদের সোয়ারি হয় নি।"

এইবার অক্টেভ উত্তর করিলেন—'রোস্তম'কে।

অক্টেভ, স্নায়ুর উত্তেজনা মুক্ত-বায়ু সেবনে প্রশমিত করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া বোয়া-দে-বুলং-এ বেড়াইতে গেলেন।

রোস্তম উচ্চকুলোদ্ভব প্রকাণ্ড ঝাঁকালো ঘোড়া; তাকে কাঁটার আঘাতে উত্তেজিত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। সে সোয়ারের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র তীরের মত ছুটিল। দুইঘণ্টা প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি করিয়া, অশ্ব ও অশ্বারোহী প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। বেড়াইয়া আসিয়া অক্টেভের মস্তিষ্ক একটু ঠাণ্ডা হইল। ঘোড়ার নাসাদেশ রক্তিম হইয়াছে ও গাত্র হইতে বাষ্পধূম উত্থিত হইতেছে।

তথা-কথিত কৌণ্ট কৌণ্টেসের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কৌণ্টেস তাঁর বৈঠকখানায় আছেন। একটা সাদা রেশমের পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়াছেন। আজ কিনা বৃহস্পতিবার; তাই আজ অভ্যাগত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৃহেই আছেন।

একটু মধুর হাসি হাসিয়া—(অমন সুন্দর ওষ্ঠাধরে অভিমানের ভাব বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না) কৌণ্টেস বলিলেন :—"বোয়ার উপবন-পথে ছুটাছুটি করে' তোমার স্মৃতি কি আবার ফিরে পেলে?"

অক্টেভ উত্তর করিল—"না লাবিনস্কি; একটা গোপনীয় কথা তোমার কাছে প্রকাশ করা আবশ্যক।"

—"আমি তোমার গোপনীয় মনের কথা পূর্ব্ব হতেই কি সব জানিনে? আমাদের মধ্যে এখনো কি কিছু ঢাকাঢাকি আছে?"

—"যে ডাক্তারের কথা লোকের মুখে এত শোনা যায়, কাল আমি সেই ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

"হাঁ, সেই ডাক্তার বালথাজার শেরবোনা, যে অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিল। সে নাকি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে খুব আশ্চর্য্য গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছে। তুমি তাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসতেও

চেয়েছিলে। কিন্তু ও বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই ; কেন না, আমি বেশ জানি, তুমি আমাকে ভালবাস। এই বিজ্ঞানই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

—"তিনি আমার সাম্‌নে যে সব ব্যাপার পরীক্ষা প্রয়োগ করে' দেখিয়েছিলেন, আশ্চর্য্য কাণ্ড করেছিলেন, তাতে আমার মন এখনো বিচলিত হয়ে আছে। এই অদ্ভুত ডাক্তার কি একটা অনিবার্য্য শক্তি প্রয়োগ করে' এমন এক গম্ভীর চৌম্বক-নিদ্রায় আমাকে নিমজ্জিত করলেন যে, যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন দেখি আমার সমস্ত মনোবৃত্তি লোপ পেয়েছে। অনেক জিনিসের স্মৃতি আমার নষ্ট হয়েছে। আমার অতীতটা যেন একটা গোলমেলে কোয়াসার ভিতর ভাস্‌চে। কেবল, তোমার উপর আমার যে ভালবাসা—সেইটিই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।"

—"ওলাফ! তোমার ভারী ভুল হয়েছিল,—ঐ ডাক্তারের হাতের মধ্যে কি যেতে আছে? ঈশ্বর যিনি আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন, আত্মাকে স্পর্শ করবার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। মানুষের এই রকম চেষ্টা করা মহাপাপ ; আশা করি, তুমি আর কখনও সেখানে যাবে না। আর, যখন আমি পোলীয় ভাষায় কোন ভালবাসার কথা বল্‌ব, তখন আশা করি, তুমি আবার পূর্ব্বেকার মত তা বুঝতে পারবে।"

অক্টেভ যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছিল, তখনই সে এই মৎলব আঁটিয়াছিল যে, ডাক্তারের চৌম্বক-শক্তির দোহাই দিয়া তাহার এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ-জনিত বিপদ হইতে সে আপনাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু এইখানেই বিপদের শেষ হইল না। একজন ভৃত্য, দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া খবর দিল :—

"সাভিলের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ অক্টেভ।"

কোন-না-কোন দিন এইরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিবে মনে মনে জানিলেও, ঐ সাদাসিধা শব্দগুলি শুনিবামাত্র প্রকৃত অক্টেভের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল, তাহার কাণের কাছে, হঠাৎ যেন "অন্তিম-বিচারের" তুরী-নিনাদ হইল। সাহসের উপর খুব ভর করিয়া, মনে মনে ভাবিল, এখনো এমন অবস্থা দাঁড়ায় নাই, যাহাতে আপনাকে একেবারে নিরুপায় বলিয়া মনে হইতে পারে। অতর্কিতভাবে অক্টেভ একটা কৌচের পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহ্যতঃ মুখে একটা শান্ত ও দৃঢ়তার ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

অক্টেভ-দেহধারী প্রকৃত কৌণ্ট ওলাফ কৌণ্টেসের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে খুব নত হইয়া অভিবাদন করিল।

অক্টেভ-দেহ কৌণ্ট ও কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করিয়া দিয়া, কৌণ্টেস বলিলেন ;—

"ইনি লাবিন্‌স্কির কৌণ্ট—ইনি সাভিলের অক্টেভ।"

এই দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠাণ্ডাভাবে অভিবাদন করিয়া লৌকিক ভদ্রতার মুখসের ভিতর হইতে পরস্পরের প্রতি একটা চোরা কটাক্ষ হানিল।

চির-পরিচিত বন্ধুর ভাবে কৌণ্টেস বলিলেন :—

"দেখ অক্টেভ, আমি যখন ফ্লরেন্সে ছিলাম, তখন হতেই আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব। তোমার সেই বন্ধুত্বের বন্ধন এখনো পর্য্যন্ত একটুও শিথিল হয় নি। তুমি আমার সেই বাগান-বাড়ীতে তখন নিত্য যাতায়াত করতে। তুমি আপনাকে আমার বন্ধুবর্গের একজন বলে' মনে করতে।"

অলীক অক্টেভ ও প্রকৃত কৌণ্ট একটু বাধো-বাধো স্বরে উত্তর করিলেন :—

—"দেখুন, কৌণ্টেস, আমি অনেক ভ্রমণ করেছি, অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, এমন কি, পীড়িতও হয়েছিলাম—আপনার সদয় নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে মনে করলাম, এই সুযোগ ছাড়ব কি না। কিন্তু আমার একটু আশঙ্কাও হ'ল, পাছে স্বার্থপর বলে আমার মত উদাসচিত্ত ব্যক্তি আপনার নিকট গিয়ে আপনার অনুগ্রহের অপব্যবহার করে।"

কৌণ্টেস উত্তর করিলেন :—

—"উদাসচিত্ত? হ'তে পারে। না, না, উদাসচিত্ত নয়। তুমি তখন বিষাদ-রোগগ্রস্ত ছিলে। কিন্তু তোমাদের একজন কবি এই কথা বলেন নি কি ? :—

"আলস্যের পরে ইহাই সব-চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি।"

অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্ট বলিলেন :—

"অন্যের দুঃখকষ্টে পাছে মমতা করতে হয়, এইজন্যই সুখী লোকেরা এই গুজব রটিয়েছে।"

কৌণ্টেস অনিচ্ছাক্রমে তার মনে যে প্রেমের উদ্রেক করিয়াছিলেন, তজ্জন্য যেন ক্ষমা চাহিতেছেন —এইভাবে কৌণ্টেস অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্টের উপর

একটি অতীত মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন :—

"তুমি যে রকম মনে কর, আমি ততটা মমতা-শূন্য লঘুচিত্ত নই। প্রকৃত দুঃখ দেখলে আমার দয়া হয়, আর সে দুঃখকষ্টের লাঘব না করতে পারলেও অন্ততঃ তার জন্য সমবেদনা দেখাতে পারি। দেখ অক্টেভ, তুমি সুখী হও—এই ইচ্ছা আমি করতে পারতাম; কিন্তু কেন বল দেখি, তুমি নিজের বিষণ্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে একগুঁয়ের মত জীবনের সমস্ত সুখ, জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিলে ও আমার বন্ধুত্বই বা কেন তুমি প্রত্যাখ্যান করলে?"

এই সাদাসিধা সরল-ভাবের কথাগুলি দুই শ্রোতা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিল।

—অক্টেভ বুঝিল,—বাগান-বাড়ীতে কৌণ্টেস তার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই দৃঢ় সমর্থন মাত্র। কেন না, ঐ সুন্দর ওষ্ঠাধর মিথ্যাবাদে কখনও কলুষিত হয় নাই।

এ দিকে কৌণ্ট ওলাফ ঐ কথাগুলির মধ্যে কৌণ্টেসের অপরিবর্ত্তনীয় সতীত্বের আর একটা প্রমাণ পাইলেন। ভাবিলেন, কোন সয়তানি চক্রান্ত ব্যতীত সে সতীত্বের কখনই পতন হইতে পারে না। এই কথা মনে হইবামাত্র তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। আর এক আত্মার দ্বারা অধিকৃত নিজের মূর্ত্তিকে দেখিয়া এবং সেই অলীক ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি ছুটিয়া গিয়া ঐ অলীক কৌণ্টের টুটি চাপিয়া ধরিলেন।

"চোর, ডাকাত, পাজি,—ফিরে দে আমার শরীর!"

এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া কৌণ্টেস ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন; কতকগুলি ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া কৌণ্টকে ধরিয়া লইয়া গেল।

কৌণ্টেস বলিলেন :—

"অক্টেভ বেচারা পাগল হয়ে গেছে!"

প্রকৃত অক্টেভ উত্তর করিল :—

"হাঁ, প্রেমে পাগল! কৌণ্টেস, তোমার রূপ-লাবণ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ!"

১১

এই সকল ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে, অলীক কৌণ্ট প্রকৃত কৌণ্টের নিকট হইতে অক্টেভের শিল-মোহরে বন্ধ-করা এক পত্র পাইল।

হতভাগ্য অধিকারচ্যুত ব্যক্তির উহা ছাড়া আর কোন শিল-মোহর ছিল না। ইহার পরিণাম অদ্ভুত হইল। স্বকীয় কুলচিহ্নাঙ্কিত শিল-মোহর ভাঙ্গিয়া, কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভ পত্রখানা পাঠ করিল। বাধো-বাধো হাতের লেখা; মনে হয় নিজের হাতের লেখা নয়, আর কেহ লিখিয়া দিয়াছে। কেন না, অক্টেভের আঙ্গুল দিয়া লেখা, কৌণ্ট ওলাফের অভ্যাস ছিল না। পত্রে এই কথাগুলি লেখা ছিল :—"কতকগুলা অভাবনীয় ঘটনার পাকচক্রে বাধ্য হইয়া আমি এমন একটা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে যখন হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কেহ কখন করে নাই। আমি নিজেকে নিজেই লিখিতেছি, এবং এই পত্রের ঠিকানার উপর যে নাম দিয়াছি, তাহা আমারই নাম,—যে নামটি তুমি আমার ব্যক্তিত্বের সহিত একসঙ্গে চুরি করিয়াছ। আমি কাহার কূট চক্রান্তের কবলে পড়িয়াছি, কাহার প্রসারিত মায়াজালের ফাঁদে পা দিয়াছি, তাহা আমি জানি না—তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি যদি ভীরু কাপুরুষ না হও, তাহা হইলে আমার পিস্তলের গুলি কিম্বা আমার অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তোমাকে এই গুপ্ত কথা সম্বন্ধে এমন এক স্থানে জিজ্ঞাসা করিবে, যেখানে কি সৎ কি অসৎ সকল লোকেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। আগামী কল্য আমাদের মধ্যে একজনকে আকাশের আলোক-দর্শনে চিরকালের মত বঞ্চিত হইতে হইবে। এখন আমাদের দুজনের পক্ষে এই বিশাল জগৎটা অতীব সংকীর্ণ—তোমার প্রতারক আত্মা যে শরীরে বাস করিতেছে, আমার সেই শরীরকে আমি বধ করব, অথবা যে শরীরে আমার ক্রুদ্ধ আত্মা আবদ্ধ রয়েছে, তোমার সেই শরীরকে তুমি বধ করবে।—আমাকে পাগল বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিও না—আমি ন্যায়-সঙ্গত কাজ করিতে ভয় পাইব না; ভদ্রজনোচিত শিষ্টতার সহিত, রাজদূত-সুলভ কৌশলের সহিত, তোমাকে আমি অপমান করিব। কৌণ্ট ওলাফ লাবিন্স্কি অক্টেভের চক্ষুঃশূল হইতে পারে, আর প্রতি-দিনই ত অপেরা হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে গমন করা হয়; আশা করি, আমার এই কথাগুলা অস্পষ্ট হইলেও তোমার নিকট একটুও অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। আর এক কথা,—তোমার

সাক্ষিগণের সহিত আমার সাক্ষিগণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাল, স্থান ও নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া করিয়া লইবে।"

এই চিঠিখানা অক্টেভকে বিষম মুস্কিলে ফেলিল। অক্টেভ কৌণ্টের এই আহ্বান-পত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না; অথচ নিজের সহিত নিজে যুদ্ধ করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না,—কারণ, এখনো তাহার আত্মার পুরাতন আবরণটির প্রতি কতকটা মমতা ছিল। একটা ভয়ানক অপমান অত্যাচারের দরুণ বাধ্য হইয়া এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, মনে করিয়া অক্টেভ এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিল। যদিও ইচ্ছা করিলে অক্টেভ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাগল সাব্যস্ত বরিয়া, তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে যুদ্ধে বিরত করিতে পারিত, কিন্তু অক্টেভের কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইল। যদি মনের অদম্য আবেগ বশতঃ সে একটা নিন্দনীয় কাজও করিয়া থাকে—যে রমণী সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের অতীত, সেই রমণীর সতীত্বের উপর জয়লাভ করিবার জন্য যদি পতির মুখসে প্রণয়ীকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে, তথাপি সে আত্মসম্ভ্রমহীন ভীরু কাপুরুষ নহে; তিন বৎসরকাল যুঝাযুঝির পর, কষ্টভোগের পর, যখন প্রেমানলে দগ্ধ হইয়া তার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনই অগত্যা এই অন্তিম উপায় সে অবলম্বন করিয়াছিল। সে কৌণ্টকে চিনিত না, সে কৌণ্টের বন্ধু ছিল না; সে কৌণ্টের কোন ধার ধারিত না; এবং ডাক্তার বালথাজার তাহাকে যে উপায় বলিয়া দিয়াছিল, সেই দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিয়াই সে সফলতা লাভ করিয়াছে।

এখন সাক্ষীদিগকে কোথায় পাওয়া যায়? অবশ্য, কৌণ্টের বন্ধুবর্গের মধ্য হইতেই সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু অক্টেভ যে দিন হইতে প্রাসাদে বাস করিতেছিল, তখন হইতে সেই সব বন্ধুদের সহিত তাহার ত মিলন ঘটে নাই।

চিমনীর দুই জায়গা গোলাকার হইয়া দুইটা কৌটায় পরিণত হইয়াছে। একটা কৌটায় কতকগুলা আংটি, কতকগুলা আলপিন, কতকগুলা শিল-মোহর এবং অন্যান্য ছোটখাটো অলঙ্কার, এবং আর একটা কৌটায় ডিউক, মার্কুইস, কৌণ্ট প্রভৃতি অভিজাতবর্গের মুকুট-চিহ্ন-সমন্বিত,—পোলীয়, রুষীয়, হঙ্গারীয়, জর্ম্মণ, স্পেনীয় প্রভৃতি অসংখ্য নাম ছোট বড় মাঝারি নানা হরফে সাক্ষাৎকারের কার্ডের উপর ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, কৌণ্ট দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সকল দেশেই তাঁহার কতকগুলি বন্ধু ছিল।

অক্টেভ উহার মধ্য হইতে দুইখানা কার্ড উঠাইয়া লইল:—একখানা কৌণ্ট জামোজ্‌কির, আর একখানা মার্কুইস্ সেপুল্‌ভেদার। তার পর অক্টেভ গাড়ী জুতিতে বলিল, এবং গাড়ী করিয়া উহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। উভয়েরই সঙ্গে দেখা হইল। কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভকে প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি বলিয়া মনে করায়, অক্টেভের অনুরোধে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন না।

সাধারণ গৃহস্থ ধরণের মনোভাব তাঁহাদের কিছু-মাত্র না থাকায়, তাঁহারা এ কথা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটা রফা হইতে পারে কি না, এবং যে কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হইবে, সেই কারণ সম্বন্ধেও সম্ভ্রান্ত-জনসুলভ সুরুচি অনুসারে একেবারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এদিকে প্রকৃত কৌণ্ট অথবা অলীক অক্টেভ,—ইনিও এই একই রকম মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। যাহাদের প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই য়্যাল্‌ফ্রেড ও রাম্বোর নাম তাঁর মনে পড়িল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহাদের বন্ধু অক্টেভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। কেন না, তাঁরা জানিতেন, এক বৎসর হইতে অক্টেভ নিজের কোটর হইতে বাহির হয় নাই; এবং ইহাও জানিতেন, অক্টেভের শান্তিপ্রিয় মেজাজ, লাড়াক্কা মেজাজ আদবে নয়; কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, একটা কোন অপ্রকাশ্য কারণে তুমি মর কি আমি মরি ধরণের যুদ্ধ হইবার কথা হইতেছে, তখন তাঁহারা আর কোন আপত্তি না করিয়া লাবিন্‌স্কি-প্রাসাদে উপস্থিত হইবেন বলিয়া স্বীকার পাইলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মও স্থির হইয়া গেল। একটা মুদ্রা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থির হইল, কোন্ অস্ত্র

ব্যবহৃত হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, অসিই হউক, পিস্তলই হউক, দুয়েতেই তাহাদের সমান সুবিধা হইবে।

প্রভাতে ৬ টার সময় বোয়া-দে-বুলং-এর একটা বীথিকা-পথে একটা বিশেষ কুটীরের সম্মুখে, যেখানে গাছপালা নাই, আর যেখানে বালুময় একটা পরিসর ভূমি আছে, সেইখানে দুই পক্ষের যাইতে হইবে।

যখন সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। অক্টেভ কৌণ্টেসের মহলের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। গত রাত্রির মতই ঘরে খিল দেওয়া ছিল, এবং কৌণ্টেস দরজার ভিতর হইতে, উপহাসের স্বরে এইরূপ টিট্‌কারী দিয়া বলিলেন :—

"যখন পোলোনী ভাষা শিখ্‌বে, তখন আবার এখানে এসো। আমি অত্যন্ত দেশভক্ত, কোন বিদেশীকে আমার বাড়ীতে আমি গ্রহণ করি না।"

অক্টেভ পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়ায়, ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে অস্ত্রচিকিৎসার একটা ব্যাগ আর একটা পটির গাঁঠরী!—উহারা দুজনে একসঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিয়াছিল। আর, কৌণ্টের সাক্ষিদ্বয়ও তাদের আপনাদের গাড়ীতে ছিল। ডাক্তার, অক্টেভকে বলিলেন :—

বাপু হে, এ ব্যাপারটা দেখ্‌ছি শেষে একটা ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়াল? তোমার শরীরের মধ্যে কৌণ্টকে আমার পালঙ্কের উপর হপ্তাখানেক ঘুমাতে দিলেই ঠিক্ হত। আমি সম্মোহন-নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সীমাটা অতিক্রম করে ফেলেছি। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের সম্মোহন-বিদ্যা যতই অনুশীলন করা যাক না কেন, ওর কিছু না কিছু ভুলে যেতে হয়, খুব ভাল আয়োজন করতে পারলেও কিছু না কিছু ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু সে যাক্, কৌণ্টেস প্রাস্কোভি, এইরূপ ছদ্মবেশে তাঁর ক্লরেন্সের প্রেমিককে কিরূপ অভ্যর্থনা করিলেন বল দিকি?

অক্টেভ উত্তর করিল;—আমার মনে হয়, আমার রূপান্তর সত্ত্বেও, আমাকে তিনি চিন্‌তে পেরেছেন, কিম্বা তাঁর রক্ষা-দেবতা আমাকে অবিশ্বাস করতে তাঁর কাণে কাণে কিছু ফুসলে দিয়ে থাক্‌বেন। আমি তাঁকে এখনো সেই রকম মেরু-তুষারের মত শীতল ও শুদ্ধচিত্ত দেখতে পাই। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী আত্মা নিশ্চয়ই জান্‌তে পেরেছে—যে দেহের উপর তাঁর ভালবাসা ছিল, সেই দেহের ভিতরে এক অপরিচিত আত্মা এসে বাস করচে। আমি এই কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, আপনি আমার জন্য কিছুই করতে পারেন নি। আপনি যখন প্রথম আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন আমার যে দুঃখের অবস্থা ছিল, এখন তার চেয়ে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।"

ডাক্তার একটু বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন;—"আত্মার শক্তি-সীমা কে নির্দ্ধারণ করিতে পারে? বিশেষতঃ যে আত্মাকে কোন পার্থিব চিন্তা স্পর্শ করেনি, যে আত্মা কোন মানবীয় কর্দ্দমে কলুষিত হয় নি, স্রষ্টার হাত থেকে যেমনটি বেরিয়েছিল, তেমনিটিই রয়েছে, আলোর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে ঠিক তেমনি বিচরণ করচে, এইরূপ আত্মার শক্তির কি কোন সীমা আছে?—হাঁ, তুমি ঠিক অনুমান করেছ, তিনি তোমাকে চিনতে পেরেছেন, লালসাময় দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর সতী-সুলভ বিশুদ্ধ লজ্জা শিউরে উঠেছিল, এবং সহজ-সংস্কারবশে আপনা হতেই তিনি সতীত্বের রক্ষা-কবচে আপনাকে আবৃত করেছেন। অক্টেভ, তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়! বাস্তবিক, তোমার রোগ অসাধ্য। যদি আমরা মধ্য-যুগের লোক হতাম, তা' হলে তোমাকে বলতাম;—মঠে যাও, কোন মঠে গিয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর।"

অক্টেভ উত্তর করিল;—"আমার অনেক সময় ঐ কথা মনে হয়েছে।"

উহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।—অলীক অক্টেভের গাড়ীও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছে।

এই প্রভাতকালে বোয়া-দে-বুলং ঠিক ছবির মত দেখিতে হইয়াছে। দিনের বেলা, যখন সৌখীন লোকের আমদানী হয়, তখন এ শোভাটি থাকে না। এখন গ্রীষ্ম যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাতে সূর্য্য এখনো পত্রপুষ্পের হরিৎবর্ণকে ম্লান করিয়া তুলিতে অবসর পায় নাই। নিশির শিশিরে ধৌত হইয়া নীরন্ধ্র নিবিড় তরুপুঞ্জের পুষ্প সকল তাজা ও স্বচ্ছ আভা ধারণ করিয়াছে, এবং নবীন উদ্ভিদ্-রাশি হইতে একটা সুগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে। এই স্থানের বৃক্ষগুলি বিশেষরূপে আরও সুন্দর। গাছের গুঁড়ি খুব জোরালো, শৈবালে মণ্ডিত সাটিনের মত মসৃণ

একপ্রকার রূপালি ছালে বিভূষিত ; বৃক্ষকাণ্ড হইতে কিম্ভূতকিমাকার শাখা-স্কন্ধ সকল বহির্গত হইয়াছে,—চিত্রকরের চিত্র করিবার সুন্দর মূল-আদর্শ! যে সকল পাখী দিনের গোলমালে চুপ হইয়া যায়, তাহারা এই সময়ে তরুপল্লবের মধ্য হইতে আনন্দে শিশ্ দিতেছে ; চাকার ঘর্ঘর শব্দে ভীত হইয়া একটা খরগোস তিন লাফে বালুকাময় পথের উপর দিয়া ছুটিয়া, ঘাসের মধ্যে লুকাইল।

বেশ বুঝিতেই পারিতেছ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্বিদ্বয় ও তাহাদের সাক্ষিগণ প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্যের এই সব কবিত্ব লইয়া বড় একটা ব্যাপৃত ছিলেন না।

ডাক্তার শেরবোনোকে দেখিয়া কৌণ্ট ওলাফের খারাপ লাগিল। কিন্তু তিনি এই মনের ভাবটা শীঘ্রই সাম্‌লাইয়া লইলেন।

অসি মাপা হইল, যুদ্ধের স্থান নির্দ্দেশ হইল। যোদ্ধাদ্বয় কোর্ত্তা খুলিয়া নীচে রাখিয়া আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

সাক্ষীরা বলিয়া উঠিল—"এইবার"!

দ্বন্দ্বযুদ্ধমাত্রেই, এক-একবার গম্ভীর নিশ্চলতার মুহূর্ত্ত আসে ; প্রত্যেক যোদ্ধা নিস্তব্ধভাবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে, কোন্ সময় শত্রুকে আক্রমণ করিবে, তাহার মৎলব আঁটে এবং শত্রুর আক্রমণ আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। তার পর অসিতে অসিতে ঘসাঘসি ঠেকাঠেকির চেষ্টা হয়। এইরূপ বিরাম কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী হইলেও, উৎকণ্ঠার দরুণ সাক্ষিগণের মনে হয় যেন কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা!

এই স্থলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মগুলি, সাক্ষীদিগের নিকট সচরাচর ধরণের বলিয়া মনে হইলেও, যোদ্ধৃদ্বয়ের চোখে এরূপ অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল যে, সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে,—তাহা অপেক্ষা বেশীক্ষণ তাহারা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছিল। ফলতঃ প্রত্যেকেই দেখিল, তাহার সম্মুখে তাহার নিজের শরীর বিদ্যমান এবং যে মাংস গত-রাত্রেও তাহারই ছিল, সেই মাংসেরই মধ্যে কি না আপন অসির তীক্ষ্ণ ফলা বসাইয়া দিতে হইবে!

—এ তো যুদ্ধ নয়—এ যে আত্মহত্যা! এ কথা ত পূর্ব্বে মনে হয় নাই। যদিও অক্টেভ ও কৌণ্ট দুজনেই সাহসী পুরুষ, তথাপি নিজ দেহের সম্মুখে আপনাদিগকে দেখিয়া এবং নিজের শরীর নিজের অসিতেই বিদ্ধ করিতে হইবে মনে করিয়া, উভয়েরই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

সাক্ষিগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আর একবার বলিতে যাইতেছিল, "মহাশয়রা, আরম্ভ করুন না" এমন সময় অসির আস্ফালন আরম্ভ হইল।

কয়েক বার উভয়েই উভয়ের আঘাত ঠেকাইল। সামাজিক শিক্ষার ফলে কৌণ্ট সিদ্ধলক্ষ্য ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বড় বড় ওস্তাদের সহিত অসিযুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু অসিযুদ্ধে দক্ষতা অপেক্ষা তাঁর পাণ্ডিত্যই বেশী ছিল। কৌণ্টের দেহ এখন অক্টেভের দেহ, সুতরাং অক্টেভের দুর্ব্বল মুষ্টি কৌণ্টের অসি ধারণ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, অক্টেভ কৌণ্টের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকায়, সে এখন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বল লাভ করিয়াছে, এবং অসিবিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও, বুক দিয়া শত্রুর অসি ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

ওলাফ শত্রুর শরীরে আঘাত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অক্টেভ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ও দৃঢ়ভাবে শত্রুর আঘাত ঠেকাইতে লাগিল।

ক্রমে কৌণ্টের রাগ চড়িয়া উঠিল, তাঁর অসি-চালনায় আকুলতা ও বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি বরং অক্টেভ হইয়াই থাকিবেন, কিন্তু যে দেহ কৌণ্টেস প্রাস্কোভিকে ঠকাইতে পারিয়াছে, সেই দেহটাকে তিনি নিশ্চয়ই বধ করিবেন ;—এই কথা মনে করিয়া তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

শত্রুর অসিতে বিদ্ধ হইবার ঝুঁকি সত্ত্বেও তাঁর নিজের শরীরের ভিতর দিয়া তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মাতে—প্রাণের মর্ম্মস্থানে পৌছিবার জন্য সিধাভাবে অসি চালনা করিলেন, কিন্তু অক্টেভ তাহার অসি দিয়া শত্রুর অসিতে এমন সজোরে আঘাত করিল যে, শত্রুর হস্তচ্যুত অসি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, কয়েক পদ দূরে ভূমিতে নিপতিত হইল।

এখন ওলাফের প্রাণ অক্টেভের মুষ্টির ভিতর। এখন ইচ্ছা করিলেই অক্টেভ ওলাফের শরীর অসির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া এফোড় ওফোড় করিয়া দিতে পারে। কৌণ্টের মুখ কুঞ্চিত হইল—মৃত্যুভয়ে নহে ; তিনি ভাবিলেন, তাঁর পত্নীকে তিনি ঐ দেহ-চোরের হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, আর কিছুতেই তাহার মুখস খসাইতে পারিবেন না।

অক্টেভ, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দূরে

থাক, তাহার অসি দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং সাক্ষীদিগকে তাহার কাজে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিবার ভাবে ইঙ্গিত করিয়া, হতবুদ্ধি কৌণ্টের অভিমুখে অগ্রসর হইল; এবং কৌণ্টের বাহু ধারণ করিয়া নিবিড় বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

কৌণ্ট বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাটা কি? তুমি ত এখন অনায়াসে আমাকে বধ করতে পার, তবে কেন করচ না? যদি তুমি নিরস্ত্র ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চাও, তা' হলে আমায় অস্ত্র দিয়ে, তুমি ত এখনও যুদ্ধ করতে পার। তুমি ত বেশ জান, আমাদের দু'জনের ছায়া একসঙ্গে মাটীর উপর ফেলা সূর্য্যদেবের কখনও উচিত নয়—আমাদের মধ্যে একজনকে পৃথিবীর গ্রাস করা চাই।"

অক্টেভ উত্তর করিল;—"আমার কথাটা একটু ধীরভাবে শোনো। তোমার সুখশান্তি এখন আমার হাতে। যে দেহের মধ্যে এখন আমি বাস করচি, আর যে দেহ তোমারই বৈধ সম্পত্তি, সেই দেহ আমি বরাবর রাখতে পারি। আমি খুসী হয়েছি, এখন কোন সাক্ষী আমাদের কাছে নেই, সাক্ষীর মধ্যে পাখীরাই একমাত্র সাক্ষী, তারাই আমাদের কথা শুনতে পারে, কিন্তু তারা আর কাউকে বলতে যাবে না। যদি আমরা যুদ্ধ আবার আরম্ভ করি, আমি তোমাকে বধ করব। আমি এখন কৌণ্ট ওলাফের স্থানীয়;—কৌণ্ট ওলাফ অসি-চালনায় অক্টেভের চেয়ে বেশী দক্ষ; আর তুমি এখন অক্টেভের শরীর ধারণ করে আছ, ঐ শরীরকে আমার এখন বিনাশ করতে হবে।"

কৌণ্ট উক্ত কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন; এই নীরবতায় তাঁহার গূঢ় সম্মতি সূচিত হইল।

অক্টেভ আরও বলিলেন,—"তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার চেষ্টায় তুমি কখনই সফল হবে না। আমি তাতে বাধা দেব। তুমি ত দেখেছ, দু'বার চেষ্টা করে' কি ফল হ'ল। তুমি আরও যদি চেষ্টা কর, তা'হলে লোকে তোমাকে পাগল বলে ঠাওরাবে, তোমার কথা কেহই বিশ্বাস করবে না। যদি তুমি বল, তুমিই আসল কৌণ্ট-ওলাফ, লোকে তোমার মুখের সামনে হেসে উঠবে,—তার প্রমাণ বোধ হয় আগেই পেয়েছ। তোমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে, আর সেখানে তোমার মাথায় ডাক্তাররা যতই ঠাণ্ডা জল ঢালতে থাকবে—তুমি ততই বলবে, "আমি পাগল নই, আমি বাস্তবিকই কৌণ্টেস প্রাস্কোভির স্বামী"—এমনি করে' তোমার বাকি জীবনটা কেটে যাবে। তোমার কথা শুনে দয়ালু লোকেরা হদ্দ এই কথা বলবে, "আহা, বেচারা অক্টেভ!"

এই কথাগুলা গণিতের মত এতই সত্য যে, কৌণ্ট হতাশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মস্তক বক্ষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"আপাততঃ তুমিই যখন অক্টেভ, তখন অবশ্য তুমি অক্টেভের দেরাজ হাতড়ে' তার কাগজপত্র দেখেছ, তুমি অবশ্য জানতে পেরেছ, অক্টেভ তিন বৎসর ধরে' কৌণ্টেসের প্রেমে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্চে; কৌণ্টেসের হৃদয় পাবার সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়েছে। অক্টেভের সে প্রেমের উৎকট আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই যাবে না—সে প্রেমের আগুন আমরণ প্রজ্বলিত থাকবে।"

ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া কৌণ্ট বলিলেন;—"হাঁ, আমি তা জানি।"

—"তার পর, আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে একটা ভয়ানক উপায়, একটা উৎকট উপায় অবলম্বন করলাম: ডাক্তার শেরবোনো আমার জন্যে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যা কোনও দেশের কোন কালের যাদুকর এ পর্য্যন্ত করতে পারে নি। আমাদের দু'জনকে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত করে' চৌম্বক শক্তির প্রক্রিয়ায় আত্মাকে আমাদের দেহ হতে স্থানান্তরিত করলেন। এই অলৌকিক কাণ্ড কোন কাজে এল না। নিষ্ফল হল। আমি তাই তোমার শরীর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি। প্রাস্কোভি আমাকে ভালবাসেন না। স্বামীর আকৃতির মধ্যে তিনি প্রেমিকের আত্মাকে চিনতে পেরেছেন। সেই বাগান-বাড়ীতে যে দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছিলেন, সেই প্রেমশূন্য উদাসীন দৃষ্টি দম্পতীর শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশেও দেখতে পেলাম।"

অক্টেভের কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রকৃত দুঃখের ভাব ছিল যে, কৌণ্ট তার কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অক্টেভ একটু মৃদু হাসিয়া আরও বলিলেন—"আমি একজন প্রেমিক, আমি চোর নই। এই পৃথিবীতে যে একমাত্র ধন আমি চেয়েছিলাম, তাই যখন আমার হতে পারবে না, তখন তোমার পদবী,

তোমার প্রাসাদ, তোমার ভূসম্পত্তি, তোমার ধন-ঐশ্বর্য্য, তোমার ঘোড়া-গাড়ী, তোমার কুলচিহ্ন—এ সবে আমার কি প্রয়োজন?—এসো, আমার হাতে তোমার হাত দাও—আমাদের বিবাদ সব মিটমাট হয়ে গেল— এখন সাক্ষীদের ধন্যবাদ দেওয়া যাক্। আমাদের সঙ্গে শেরবোনোকে নেওয়া যাক্,—আর তাঁকে নিয়ে যেখান থেকে আমরা রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেই সম্মোহন প্রক্রিয়ার পরীক্ষাগারে আবার যাওয়া যাক্। ঐ বুড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা যা সঙ্ঘটিত হয়েছে, তা আবার তাঁর দ্বারাই অঘটিত হতে পারবে।"

আরও কয়েক মিনিট কৌণ্ট ওলাফের ভূমিকাই বজায় রাখিয়া অক্টেভ বলিল :—"মহাশয়গণ, আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের গোপনীয় কথা প্রকাশ করে' পরস্পরের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছি, এখন যুদ্ধ করা অনাবশ্যক। তবে কিনা শিষ্টসজ্জনের মধ্যে, একটু অসির ঘসাঘসি না হলেও মন সাফাই হয় না।"

জামোজ্‌স্কি ও সেপুলভেদা, এবং য়্যালফ্রেড ও রাম্বো তাঁদের নিজের নিজের গাড়ীতে আবার আরোহণ করিলেন। কৌণ্ট ওলাফ, অক্টেভ ও ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো একটা বড় গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তার দিকে যাত্রা করিলেন।

১২

যাত্রাকালে, অক্টেভ ডাক্তারকে বলিল :—

"দেখুন, ডাক্তার মশায়, আমি আর একবার আপনার বৈজ্ঞানিক শক্তির পরীক্ষা করতে চাই; আমাদের দুজনের আত্মা আবার আমাদের নিজের নিজের শরীরে আপনাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এ কাজটা করা আপনার পক্ষে শক্ত হবে না; আশা করি, কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি তাঁর প্রাসাদের বদলে এই দীনের কুটীরে থাকতে চাবেন না। আর তাঁর বহুগুণালঙ্কৃত আত্মা আমার এই সামান্য দেহের মধ্যে বাস করতেও রাজী হবে না। তা' ছাড়া আপনার যেরূপ শক্তি, তা'তে আপনার কোন প্রকার প্রতিশোধের ভয় নেই।"

এই কথায় সায় দিবার ভাবে একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এইবার প্রক্রিয়াটা গতবারের চেয়ে আরো সহজ হবে। যে সব অদৃশ্য সূত্রে আত্মা শরীরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, সেগুলি তোমার মধ্যে ছিন্ন হয়ে গেছে, আবার যুড়ে যেতে এখনো সময় পায়নি। আর, সম্মোহনের পাত্র সম্মোহনকারীর চেষ্টাকে স্বতই যেরূপ প্রতিরোধ করে, তোমার ইচ্ছাশক্তি সেরূপ বাধা দিতে পারবে না। আমার মত বুড়ো বৈজ্ঞানিক যে এইরূপ পরীক্ষার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে নি, তজ্জন্য কৌণ্ট মহাশয় আমাকে মার্জ্জনা করবেন—কারণ, এইরূপ পরীক্ষার পাত্র খুব কমই জোটে, তা'ছাড়া এইরূপ পরীক্ষা করতে করতে মনের এমন একটা সূক্ষ্ম অবস্থা হয় যে, তখন সেই পরীক্ষাকারী ভবিষ্যৎ ঘটনা বল্‌তে পারে; যেখানে আর সবাই হার মানে, সে সেখানে জয়লাভ করে। আপনি এই ক্ষণিক রূপান্তরের ব্যাপারকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন বলে ভাবতে পারেন; আর কিছুকাল পরে, এই অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি আপনার হয়েছিল বলে আপনি বোধ হয় দুঃখিত হবেন না; কেন না, দুই শরীরে বাস করবার অনুভূতি খুব কম লোকেরই হয়েছে। দেহান্তরগ্রহণ একটা নূতন মতবাদ নয়। কিন্তু দেহান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে আত্মাদের বিস্মৃতি-মোহ-মদিরা পান করতে হয়। তবে, ট্রয়ের যুদ্ধে ছিলেন বলে পিথাগোরসের স্মরণ ছিল,—কিন্তু সেরূপ জাতিস্মর সবাই হতে পারে না।"

কৌণ্ট ভদ্রভাবে উত্তর করিলেন, "আমার ব্যক্তিত্ব আবার ফিরে পেলে আমার যে লাভ হবে, তা'তে অধিকারচ্যুত হওয়া প্রভৃতি সমস্ত অসুবিধারই ক্ষতিপূরণ হবে। অক্টেভ মহাশয় কিছু যেন মনে না করেন, আমি কোন কুমৎলবে এ কথাটা বল্‌চি নে। আমিই ত এখন অক্টেভ,—একটু পরে আর আমি অক্টেভ থাক্‌ব না।"

এই কথায়, কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির ওষ্ঠাধরে অক্টেভের হাসির রেখা দেখা দিল; কেন না, এই বাক্যটা এক ভিন্ন দেহরূপ আবরণের মধ্য দিয়া, অক্টেভের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। এখন এই তিনজনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অসাধারণ অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলা কঠিন হইয়া উঠিল।

বেচারা অক্টেভের সমস্ত আশা অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং তার মন যে গোলাপ ফুলটির মত উৎফুল্ল নয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যাখ্যাত সমস্ত

দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, আমাদের এই বিস্ময়জনক অথচ বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে ইহাও একটা কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে; কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য এখনি উদ্ভাসিত হইবে।

অক্টেভের পরিত্যক্ত দেহে প্রাণের উত্তাপ এখনো ছিল। ডাক্তার অক্টেভের এই দেহ স্পর্শ করিলেন—স্পর্শ করিয়া অতীব ঘৃণার সহিত আয়নায় আপনার মুখ দেখিলেন; দেখিলেন, মুখ বলি-রেখায় আচ্ছন্ন, এবং কষ-লাগানো হাঙ্গর-চামড়ার মত শুষ্ক ও কর্কশ। দর্জি নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিলে পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগের সময় মনের যে ভাব হয়, সেই ভাবে ডাক্তার আপন মুখ দেখিয়া একটা মুখভঙ্গী করিলেন। তাহার পর, সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোগমের মন্ত্রটা আওড়াইলেন

অমনি, ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর শরীর বজ্রাহতের ন্যায় কার্পেটের উপর গড়াইয়া পড়িল; আর অক্টেভের শরীর সবল হইয়া, সজাগ হইয়া, জীবন্ত হইয়া আবার খাড়া হইয়া উঠিল।

অক্টেভ-দেহধারী শেরবোনো তাঁহার নিজের শীর্ণ, অস্থিময় ও নীলাভ পরিত্যক্ত নির্মোকের সম্মুখে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এই পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে শক্তিশালী আত্মা না থাকায় সেই দেহে প্রায় তখনই জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং ঐ দেহ শব-আকার ধারণ করিল।

"বিদায়! ওরে অপদার্থ মাংসখণ্ড! বিদায়; ওরে আমার শতছিদ্র চিরবস্ত্রখানি! এই ৭০ বৎসর তোকে টেনে টেনে পৃথিবীময় নিয়ে বেড়িয়েছি! তুই আমার অনেক সেবা করেছিস, তাই তোকে ছেড়ে যেতে আমার একটু দুঃখ হচ্ছে। কত দিন থেকে একসঙ্গে থাকা অভ্যাস আমাদের! কিন্তু এই যুবার দেহাবরণ ধারণ করে আমি এখন বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে পারব, শাস্ত্রানুশীলন করতে পারব, যথোচিত পরিশ্রম করতে পারব, সেই বৃহৎ পুঁথির আরও কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে পারব; যে জায়গাটা খুব ভাল লাগবে, সেই জায়গাটা পড়বার সময় মৃত্যু এসে সহসা বলতে পারবে না—"আর না, যথেষ্ট হয়েছে, পড়া বন্ধ কর্।"

আপনার কাছে আপনি এই অন্ত্যেষ্টি বক্তৃতা করিয়া, শেরবোনো তাঁহার নূতন অস্তিত্ব অধিকার করিবার জন্য ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন।

এদিকে কোণ্ট ওলাফ তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, কোণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না।

ওলাফ দেখিলেন,—কোণ্টেস উদ্ভিদ্-গৃহে শৈবাল-বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। শৈবাল-গৃহের পার্শ্বদেশের স্ফটিকের চৌকা শার্শিগুলা একটু উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া কবোষ্ণ জ্যোতির্ময় বায়ু প্রবেশ করিতেছে—শৈবাল-গৃহের মধ্যস্থল বিদেশী ও গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিজ্জে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কোণ্টেস, নোভালিসের গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। যে সকল জর্মাণ গ্রন্থকার। প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে অতীব সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নোভালিস একজন। যেসকল গ্রন্থে খুব গাঢ় রং ঢালিয়া বাস্তব জীবন চিত্রিত হইয়াছে, কোণ্টেস সেই সব গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসিতেন না। সৌখীনতা, প্রেম ও কবিতার জগতে চিরদিন বাস করিয়া আমায় জীবনটা তাঁর একটু স্থূল বলিয়া মনে হইত।

তিনি পুস্তকটা ফেলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চোখ তুলিয়া কোণ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কোণ্টেস ভয় পাইতেছিলেন, পাছে এখনো তাঁহার স্বামীর কালো চোখের তারার মধ্যে সেই আগ্রহপূর্ণ, গূঢ়-ভাবে ভরা, ক্ষোড়ো-রকমের দৃষ্টি দেখিতে পান, যাহা দেখিয়া ইতিপূর্বে তাঁর খুবই কষ্ট হইয়াছিল—এমন কি যা দেখিয়া (এটা মনে করা নিতান্ত অদ্ভুত যদিও) আর একজনের দৃষ্টি বলিয়া মনে হইয়াছিল!

ওলাফের নেত্র হইতে একটা প্রশান্ত আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, এবং সেই চোখে একটা বিশুদ্ধ নির্মল প্রেমের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। যে অপরিচিত আত্মা তাঁর মুখের ভাব বদলাইয়া দিয়াছিল, সেই আত্মা এখন চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে; প্রস্কোভি এখন তাঁর হৃদয়ের আরাধ্য প্রিয়তমকে চিনিতে পারিলেন এবং তখনি তাঁহার স্বচ্ছ কপোলে একটা সুখের লালিমা ফুটিয়া উঠিল; যদিও ডাক্তার শেরবোনো-কৃত রূপান্তরের ব্যাপারটা তিনি জানিতেন না, তথাপি একপ্রকার অন্তর্গূঢ় সূক্ষ্ম অনুভূতি হইতে এই সকল পরিবর্তন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন—যদিও তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন নাই। ওলাফ নীল মখমলের

পুস্তকখানি শৈবাল-ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন :—

"তুমি কি বই পড়ছিলে প্রাস্কোভি? আ! এ যে দেখ্‌ছি হেন্‌রি অফ্‌টর ডিঙ্গেনের ইতিহাস—এ যে সেই বইখানা, যা তুমি একদিন দেখে কিন্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে। সেই দিনই ঘোড়া ছুটিয়ে একজনের বাড়ীর টেবিলের উপর দুপুর রাত্রে ঐ বই তোমায় ল্যাম্পের পাশে এনে হাজির করে দিয়েছিলাম ;—ঘোড়াটার দম বেড়িয়ে যাবার যোত্র হয়েছিল।"

"তাই ত তোমাকে বলেছিলাম, আর কখনও আমার মনের কোন সাধ বা খেয়াল তোমার কাছে প্রকাশ করব না। তোমার চরিত্রটা কি রকম জান? স্পেনদেশের সেই বড় লোকের মত, যে তার প্রেয়সীকে বলেছিল,—"আকাশের তারার দিকে তাকিও না—কেন না, তোমাকে তা' এনে দিতে পারব না।"

কৌণ্ট উত্তর করিলেন :—

"তুমি যদি কোন তারার দিকে তাকাও, প্রাস্কোভি, তা'হলে আমি আকাশে উঠ্‌বার চেষ্টা করব, আর ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তারাটা চেয়ে নেব।"

যখন প্রাস্কোভি স্বামীর এই কথাগুলি শুনিতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁর কেশ-বন্ধনের একটা ফিতা বিদ্রোহী হওয়ায়, সেই ফিতাটি ঠিক করিবার জন্য হাত উঠাইলেন,—তাঁহার জামার আস্তিনটা একটু সরিয়া গেল; আর অমনি তাঁর সুন্দর নগ্ন বাহু বাহির হইয়া পড়িল তাঁর হস্ত-প্রকোষ্ঠে নীলা পাথর-বসানো একটা গিরিগিটি কুণ্ডলী পাকাইয়া ছিল। "কেসিনে"তে তাঁহাকে দেখিয়া যেদিন অক্টেভের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই দিন তিনি এই অলঙ্কারটি হাতে পরিয়াছিলেন। কৌণ্ট বলিলেন :—

"তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তুমি যেদিন প্রথমবার বাগানে নেমেছিলে, তখন একটা ছোট গিরিগিটি দেখে তোমার কি ভয়ই হয়েছিল; গিরিগিটটাকে আমার ছড়ির এক ঘায়ে মেরে ফেল্লাম; তারপর, তার থেকে সোনার ছাঁচ তুলে কতকগুলি রত্ন দিয়ে সেই সোনার ছাঁচটাকে ভূষিত করিলাম। কিন্তু গিরিগিটটা অলঙ্কারে পরিণত হলেও, তুমি দেখে ভয় পেতে; কিছুকাল পরে, যখন তোমার ভয় ভেঙ্গে গেল, তখন তুমি অলঙ্কারটা পরতে রাজী হলে।"

—"ওঃ! এখন আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে; সকল গহনার চেয়ে এই গহনাটাই আমি এখন পছন্দ করি; কারণ, এর সঙ্গে আমার একটা সুখের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে।"

কৌণ্ট বলিলেন :—"সেই দিনই আমরা ঠিক করেছিলাম, তুমি তোমার খুড়ীর কাছে আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে রীতিমত প্রস্তাব করবে।"

কৌণ্টেস প্রকৃত ওলাফের পূর্ব্বেকার দৃষ্টি আবার দেখিতে পাইয়া, তাঁহার কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া, তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া, উদ্ভিজ্জ-গৃহে দুই চার বার ঘোর-পাক দিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে,—যে হাতটি মুক্ত ছিল, সেই হাত দিয়া একটি ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া তার পাপ্‌ড়িগুলা দাঁত দিয়া কাটিতে লাগিলেন। মুক্তা-দন্তে যে ফুলটি কাটিতেছিলেন, সেই ফুলটি ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন :—

"আজ তোমার স্মরণশক্তির যে রকম পরিচয় পাচ্চি, তাতে বোধ হয় তোমার মাতৃভাষাও তোমার আবার মনে পড়েছে, মাতৃভাষায় তুমি বোধ হয় এখন আবার কথা কইতে পার—কাল ত তোমার মাতৃভাষা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে।"

কৌণ্ট পোলীয় ভাষায় উত্তর করিলেন :—"ওঃ! যদি প্রেতাত্মারা স্বর্গের জন্য কোন এক মানব-ভাষা স্থির করে থাকেন, তাহলে আমি সেখানে গিয়ে পোলীয় ভাষাতেই তোমাকে বলব—"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

প্রাস্কোভি চলিতে চলিতে, ওলাফের কাঁধের উপর আস্তে আস্তে তাঁহার মাথা নোয়াইলেন এবং গুন্‌ গুন্‌ স্বরে বলিলেন :—

"প্রাণেশ্বর, এই ত সেই তুমি—যাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। কাল আমাকে বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে; অপরিচিত লোক ভেবে তোমার কাছ থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

তার পরদিন, অক্টেভের দেহে বুড়া ডাক্তারের আত্মা প্রবেশ করায় অক্টেভ সজীব হইয়া উঠিল এবং একটু পরে কালো রেখার ঘের-দেওয়া একখানি পত্র পাইল উহাতে বালথাজার শেরবোনো মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার জন্য অক্টেভকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ডাক্তার তাঁহার নূতন দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত পুরাতন দেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-ভূমিতে গমন করিলেন; ঐ দেহ কবরস্থ হইল; গোর দিবার সময় যে বক্তৃতা হইল, তাহা তিনি শোকগ্রস্তের ন্যায় দুঃখের ভাব ধারণ করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইল, সে ক্ষতিপূরণ হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি সেই বক্তৃতায় অনেক কথা ছিল।

ঐ দিনই সায়াহ্ন-সংবাদপত্রের "বিবিধ সংবাদ"-এর কোঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইল:—

"ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো—যিনি দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিবার জন্য, শব্দবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য, রোগ আরোগ্য করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত, গতকল্য নিজ কর্ম্ম-কক্ষে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত দেহ তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে, কোন আততায়িকৃত সাঙ্ঘাতিক অপরাধ অনুমান করিবার কোনও হেতু নাই। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে কিংবা কোন অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে গিয়াই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। শুনা যায়, ডাক্তারের দফ্‌তরখানায় তাঁর অন্তিম-দানপত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার বহুমূল্য পুঁথিগুলি মাজারীণ-পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন এবং সেভিলের অক্টেভ মহাশয়কে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন।"

সমাপ্ত

ফরাসী-প্রসূন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত

নাস্‌পাতির গান

(ফরাসী লেখক পৌল-ফেবাল হইতে)

মোদের সে গাঁয়ের মাঝে
একটি নাস্‌পাতি আছে
তার তলায় আনা-গোনা
তানা নানা তানা নানা।

(প্রাচীন গ্রাম্য-গাথা)

১

গ্রামটির প্রান্তভাগে একটি বড় নাস্‌পাতির গাছ ছিল; বসন্তকালে যখন ফুলে-ফুলে একেবারে ছাইয়া যাইত—তখন মনে হইত, ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড ফুলের ছাতা। রাস্তার অপর পার্শ্বে একজন জোৎদার কৃষকের গৃহ; গৃহের প্রবেশদ্বার প্রস্তরনির্ম্মিত। কৃষকের একটি কন্যা—নাম তার পেরীন্।

সেই পেরীনের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল।

২

তাহার বয়স ষোলো-বৎসর। তাহার টুকটুকে গালটিতে যেন কত গোলাপ-ফুল ফুটিয়া থাকে! তেম্‌নি নাস্‌পাতির গাছটিও ফুলে-ফুলে ভরা। এই নাস্‌পাতির তলায় আমি তাকে ব'লিলাম:—"পেরীন্! পেরীন্!—আমাদের বিবাহ কবে হবে?"

৩

এই কথায় তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্তই যেন হাস্যময় হইয়া উঠিল! তাহার সেই কেশগুচ্ছ—যাহা বাতাসের সহিত খেলা করিতেছিল;—তাহার সেই কাঠের জুতা-পরা পা-দুখানি,—তাহার সেই হাত-দুটি—যে হাতে সে গাছের একটি ডাল নোয়াইয়া পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছিল;—তাহার সেই বিমল শুভ্র ললাটদেশ—তাহার সেই বিম্বাধরবিমুক্ত মুক্তাপ্রভ দন্তরাজি—সবই যেন হাসিতে ভরিয়া গেল।

আমি তাকে বড়ই ভালবাসিতাম। সে বলিল:—"যদি সম্রাট্ তোমাকে সৈন্যদলে গ্রহণ না করেন, তা হ'লে ফসল কাটিবার সময় আমাদের বিবাহ হইবে।"

৪

সম্রাটের সৈন্যসংগ্রহের কাল উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের প্রসন্নতা-লাভের জন্য গির্জ্জায় আমি একটা বাতি পুড়াইলাম। কেন না, পেরীন্‌কে ছাড়িয়া যদি দূরদেশে যাইতে হয়, এই আশঙ্কায় আমার মন বড়ই অধীর হইয়াছিল। ঈশ্বরের জয় হোক! সৈন্য-তালিকায় আমার নাম উঠিল না। জাঁ-নামে একটি যুবক, ধাত্রী-পুত্র-সম্পর্কে আমার ভাই হইত, তাহারই নাম উঠিল। দেখিলাম সে কাঁদিতেছে, আর এই কথা বলিতেছে:—"তা হ'লে আমার অভাগী মায়ের দশা কি হইবে?"

৫

—"শান্ত হও জাঁ, তুমি কেঁদো না; দেখ, আমার মা-বাপ নাই; তোমার হয়ে আমিই যাব!"—এই কথা সহসা সে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। পেরীন্ নাস্‌পাতির তলায় সেই সময় আসিল;—তার চোখ-দুটি জলে ভিজিয়া গিয়াছে। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও তাকে কাঁদিতে দেখি নাই। মুখের হাসিটির চেয়ে তার কান্নাটি যেন আরও সুন্দর!

সে আমাকে বলিল:—"তুমি বেশ কাজ করেছ, তোমার খুব দয়া; পিয়ের! তুমি যাও, যতদিন না তুমি ফিরে এস, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে' থাক্‌ব।"

৬

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—সেনাধ্যক্ষ হুকুম দিতে লাগিলেন:—"ডাইনে, বাঁয়ে,—ডাইনে, বাঁয়ে! এগোও—চল!" ওয়াগ্রাম পর্য্যন্ত আমরা চলিলাম। মনে মনে বলিলাম:—"পিয়ের! বুক বাঁধো, শত্রু সম্মুখে।" একটি প্রসারিত অগ্নি-গোলা

এইবার দেখিতে পাইলাম। পাঁচ-শো কামান এই সময়ে একসঙ্গে গর্জন করিতেছিল; তাহার ধূমে আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং ভূলগ্ন রক্তে আমার পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। আমার ভয় হইল, আমি পিছনে একবার তাকাইয়া দেখিলাম।

৭

পিছনে ফরাসীদেশ এবং সেই গ্রামখানি; আর, সেই নাস্পাতির সমস্ত ফুলগুলি এখন ফলে পরিণত হইয়াছে। আমি চোখ বুজিলাম—চোখ বুজিয়া দেখিলাম যেন পেরীন্ আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। ঈশ্বরের জয় হোক্! আমার এখন সাহস হইয়াছে। "এগোও, এগোও!—ডাইনে, বাঁয়ে!—ছোড়ো বন্দুক!—উচাও সঙিন্!"—"সাবাস্! সাবাস্! নবাগত সৈনিকটি তো বেশ দক্ষতা দেখাইতেছে"—"তোমার নাম কি বৎস?"—"মহারাজ! আমার নাম পিয়ের।"—"পিয়ের! আমি তোমাকে ব্রিগেডিয়ার করিয়া দিলাম।"

৮

পেরীন্ পেরীন্!—আমি এখন ব্রিগেডিয়ার! যুদ্ধের জয় হোক্।—যুদ্ধের দিন তো উৎসবের দিন! যুদ্ধযাত্রায় চলা তো অতি সহজ, পায়ের পর পা ফেলিয়া চলিলেই হইল!—"ডাইনে, বাঁয়ে! পিয়ের! এবারও তুমি সকলের আগে?"—"আচ্ছা, একটা কাপ্তেনের ঝাপ্পা (epaulette) তুমি কুড়াইয়া লও!" ঝাপ্পা-ওয়ালা কত মৃত কাপ্তেন তখন ভূ-লুণ্ঠিত—একটা ঝাপ্পা কুড়াইয়া লইয়া স্কন্ধে পরিলাম।

৯

—"মহারাজ! আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ!" এগোও!—চল মস্কৌ পর্য্যন্ত!" কিন্তু আর বেশি দূর নয়; [illegible] যায়, বরফের মরু ধূ ধূ করিতেছে—যাত্রার পথ মৃতশরীরে বরাবর চিহ্নিত; এদিকে নদী, ওদিকে শত্রুসৈন্য; দুই ধারেই কেবলি মৃত-শরীর! "নৌ-সেতুর প্রথম নৌকাকে ভাসাইতে প্রস্তুত?" "আমি মহারাজ!"—"সব সমরেই তুমি কাপ্তেন?"

এইবার তিনি নাইট্ উপাধির ক্রস্-চিহ্ন আমাকে পরাইয়া দিলেন।

১০

ঈশ্বরের জয় হোক্! পেরীন্ পেরীন্!—এইবার আমার জন্য তুমি অহঙ্কার করিতে পারিবে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আমি ছুটি পাইয়াছি। এইবার আমাদের বিবাহের উদ্‌যোগ কর—গির্জার ঘড়ি-ঘণ্টা সব বাজাইতে বল!—পথ অতি দীর্ঘ, কিন্তু আশা শীঘ্র-গামী। ঐ দেখা যায়—ঐ উচ্চভূমির পিছনেই আমাদের দেশ।

ঐ যে আমাদের গির্জার চূড়া, মনে হয় যেন গির্জায় ঘড়ি বাজিতেছে।

১১

ঘড়ি বাজিতেছে সত্য—কিন্তু সেই নাস্পাতির গাছটি কোথায়? এই তো ফুল ফুটিবার মাস, কিন্তু কৈ, সেই ফুলে ভরা গাছটি তো দেখিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে তো দূর হইতেই দেখা যাইত। কৈ, আর তো সে গাছটি নাই। আমার সেই কৈশোর-সখা গাছটি, কে তাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে! উহার সেই উজ্জ্বল ফুলগুলি ফুটিয়াছিল বোধ হইতেছে; কিন্তু উহার কাটা ডালগুলি এখন ঘাসের উপর ছড়ানো রহিয়াছে।

১২

—"গির্জার ঘণ্টা কেন বাজিতেছে মাথু!"—"একটা বিবাহ হবে কাপ্তেন্-মশাই।" মাথু আমাকে চিনিতে পারে নাই।

একটা বিবাহ!—ঠিক বলিয়াছে। বিবাহের বর-কন্যা গির্জার সিঁড়িতে ঐ যে উঠিতেছে—আহা! আমার পেরীন্ এখনও সেইরকম হাস্যময়ী—লাবণ্যময়ী। পেরীন্ই কনে', আর বর আমার সেই ভাই জাঁ।

১৩

আমার চারিধারে লোকেরা বলিতেছে:—"দুজনই দুজনকে খুব ভালবাসে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:—"এখন পিয়েরের কি হবে?" "পিয়ের?—কোন্ পিয়ের?"—সে উত্তর করিল।

ওরা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

১৪

তখনই আমি গির্জার তলদেশে জানু পাতিয়া বসিলাম। পেরীনের কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম—জাঁর কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম। ঐ দুই জনকেই আমি ভালবাসিতাম। গির্জার উপাসনা শেষ হইয়া গেলে, আমি নাস্পাতির একটি ফুল কুড়াইয়া লইলাম—

সে একটি মৃত শুষ্ক ফুল। তার পর, আবার আমি পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম—পশ্চাতে আর ফিরিয়া দেখিলাম না। ঈশ্বরের জয় হোক্। ওরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে; ওরা সুখী হবে!

১৫

"এই যে, পিয়ের! তুমি ফিরে এসেছ যে!"—"হাঁ মহারাজ!"—"তোমার বয়স ২২ বৎসর, ইহার মধ্যে তুমি সেনাধ্যক্ষ—ইহার মধ্যে তুমি নাইট! যদি ইচ্ছা কর, একজন কৌন্‌টেসের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে পারি।"

পিয়ের নাস্‌পাতির ভাঙ্গাডাল হইতে যে ফুলটি কুড়াইয়া লইয়াছিল, সেই শুষ্ক মৃত ফুলটি বক্ষ হইতে বাহির করিল।

—"মহারাজ! এই ফুলটির মত আমার হৃদয়ের অবস্থা। সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে অগ্রবর্ত্তী রক্ষিদলে নিযুক্ত হয়ে যাতে আমি ধর্ম্মযুদ্ধে বীরের মত মরতে পারি, এখন আমি শুধু তাই চাই।"

১৬

পিয়ের "অগ্রবর্ত্তী রক্ষিদলে" নিয়োজিত হইল।

১৭

গ্রামটির প্রান্তভাগে, বিজয়ের দিনে নিহত, ২২ বৎসর-বয়স্ক একটি কর্ণেলের সমাধি-স্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান। নামের পরিবর্ত্তে, পাথরের উপর শুধু এই কথাটি লেখা আছে:—ঈশ্বরের জয় হোক!

পাদ্রির কঙ্কাল

(ফরাসী লেখক গাব্রিয়েল মার্ক হইতে)

১

অধ্যাপক আল্‌সিবিয়াড্‌-রেণোকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, তিনি একজন বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ। সকলেই এই কথা বলেন বটে, কিন্তু কেন বলেন, জিজ্ঞাসা করিলে কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেন না। আমরা যখন কাহাকে 'ভালমানুষ' বলি, তখন যেমন ঠিক্ তার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না, 'বাতিকগ্রস্ত' শব্দটিও আমরা ঐরূপ অনির্দ্দিষ্টভাবেই প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, ঐ শব্দটির দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত হয়, অন্য কোন শব্দে ঠিক্ সে ভাবটি ব্যক্ত করা যায় না।

সেই সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আল্‌সিবিয়াড্‌-রেণো সংসার হইতে অবসর লইয়া সুদূর বিজনে বাস করিতেন। কৃপণ, শঠ, স্বার্থপর সাংসারিক ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সযত্নে বর্জ্জন করিয়া তিনি উন্মুক্তভাবে অতীন্দ্রিয়, ভৈষজ্য ও দর্শন শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য-আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে তিনি একখানি পুরাতন পুঁথির অক্ষর-বাচন ও অর্থোদ্ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই পুরাতন পুঁথিখানিতে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার কথা বিবৃত ছিল এবং সেই সম্বন্ধে একজন ধর্ম্মিষ্ঠ মঠ-সন্ন্যাসীর টীকাটিপ্পনীও যথেষ্ট ছিল। কতকগুলি মহাপাপীকে ঈশ্বর কিরূপ শারীরিক দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন; পাপের শাস্তিস্বরূপ কাহার বাক্‌-রোধ হইয়াছিল, রূপগর্ব্বের জন্য কাহার সুন্দর দেহ কুৎসিত হইয়াছিল, এই সমস্ত কথাতেই পুঁথিখানি পরিপূর্ণ। সেই পুঁথির অন্তর্গত একটি প্রবন্ধের প্রতি তাঁহার মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। সেই প্রবন্ধটি এই :—"একজন নিরস্থীকৃত ব্যক্তির অত্যাশ্চর্য্য প্রামাণিক ইতিহাস।"

সেই প্রবন্ধে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে;—একজন মঠ-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ করায় সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ, তাহার শরীর হইতে কঙ্কাল বাহির করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ অস্থিশূন্য অবস্থায় সমস্ত উদ্দাম বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে অনেক-বৎসর কাল জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। কেন না, সেই পাণ্ডুলিপির লেখক বলেন, মনুষ্যের চিন্তাবল ও ইচ্ছাশক্তির উপর দেহস্থ অস্থিসমূহের বিলক্ষণ প্রভাব আছে। তিনি আরও বলেন, এইরূপেই মনুষ্য এই পৃথিবীতেই কিয়ৎপরিমাণে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অধ্যাপক অনেকদিন হইতে এই সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, বিরক্ত হইয়া, পুঁথিখানি বন্ধ করিলেন

বিশ্রামের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সেই প্রদেশে কৃষকদিগের একটি সরোবর ছিল, সেই সরোবরের ধারে তিনি নিত্য বেড়াইতে যাইতেন। কুসংস্কারাপন্ন কৃষকেরা সে সরোবরটিকে 'মোহিনীর সরোবর' বলিত। এইখানেই অধ্যাপকমহাশয়, উৎপাটিত 'উইলো' গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া, নিশ্চলভাবে, নিবিষ্টচিত্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাছ ধরিতেন। এইরূপ আত্মবিনোদ অধ্যাপকের পক্ষে অদ্ভুত বটে! একে তো অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত একটি মৎস্যও ধরিতে পারেন নাই; তাতে আবার ঋতুসুলভ শীত ও বিষাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া, ক্রমশঃ তিনি বিষাদময় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

শরৎকালের সায়াহ্ন; বিজন পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে শীতের কাঁপুনি আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টিজলে সরোবরটি ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ন্যায় সরোবরের জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। উচ্চ পাড়ের উপর, শাখা-পল্লব-বিরহিত বৃক্ষগণ স্বীয় গুরুত্ব হারাইয়া যেন সেই স্বচ্ছ কুয়াশায় ভাসিতেছে। তত্রস্থ জনহীন মাঠগুলি

একেবারে নিস্তব্ধ। কখন-কখন দুই-একটি দাঁড়কাক আসিয়া ইতস্ততঃ বসিতেছে।

অধ্যাপক প্রকৃতির এই বিষণ্ণভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিষাদের চিন্তাজাল আসিয়া যেন তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি যেন একপ্রকার বিষাদের বিলাস অনুভব করিতে লাগিলেন; স্বীয় অতীত জীবনের অশ্রুময় দিনগুলির স্মৃতিপ্রবাহে আপনাকে অসংযতভাবে ছাড়িয়া দিলেন। এখন যাহা-কিছু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, সমস্তই যেন তাঁহার যৌবনের স্মৃতির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। শুষ্ক তরুপল্লবের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার যৌবনের সমস্ত নিষ্ফল স্বপ্ন—অতৃপ্ত বাসনা, মেঘের ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে ভাসিতেছে।

মনের ভাব টুকিয়া রাখা অধ্যাপকের অভ্যাস ছিল। বিভিন্ন সময়ের মনোভাব তুলনা করিয়া, তাহা হইতে তিনি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। তিনি এই সময়ে স্মৃতিলিপির বহি বাহির করিয়া, যে কথাগুলি তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি:—

"তেরেসিতা! যে প্রেম এখন অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই প্রেমের তুমিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী! তোমার একটি চাহনীতে আমার জীবনের রহস্য খুলিয়া গিয়াছিল! ঝটিকাভগ্ন শৈলরাশির মধ্য দিয়া—উৎপাটিত বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়া—কত-কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু আমি তোমাকে ভালবাসি......কোথায় তুমি? বোধ হয় লোকান্তরে......আহা! এই 'বোধ হয়' কথাটির মধ্যে কি মোহনমন্ত্রই নিহিত! আর আমি—সংসারের গলগ্রহ বৃদ্ধ—আমি কি না এখানে এই হাস্যজনক তুচ্ছ ক্রীড়ামোদে আত্মবিনোদন করিতেছি! আর তুমি রাফায়েল' স্বপ্নময় রহস্যময় ভাবে ভোর বিশুদ্ধচরিত্র যুবক—তুমি কি চাও?......আমার চক্ষের সম্মুখ দিয়া তোমার সেই মূর্ত্তিখানি যেন চলিয়া যাইতেছে—তোমার মুখে কি এক অদ্ভুত হাসির রেখা যেন আমি অঙ্কিত দেখিতে পাইতেছি। মানবসুলভ দুঃখকষ্ট হইতে পলায়ন না করিয়া তুমি পাদ্রির বেশে সেই সব দুঃখকষ্ট আরও যেন আঁকড়াইয়া ধরিলে; পরে একদিন সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইলে। ওঃ! সে কি ভয়ানক দিন! তেরেসিতা! রাফায়েল! আমি সমস্ত জীবন..."!

এই বাক্যগুলি একটু প্রলাপের মত শুনাইলেও, উহা হইতে বুঝা যায়, সেই বৃদ্ধ অধ্যাপকেরও একদিন ভালবাসার দিন ছিল; আর ইহাও নিশ্চিত, সে সময়ে বিজ্ঞান তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল না।

যাহাই হউক, কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইতে লাগিল; রাত্রিও নিকটবর্ত্তী, এখন গৃহে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। অধ্যাপক লম্বা ছিপ-কাঠির চারিদিকে সূতা গুটাইয়া জড়াইতে লাগিলেন, তাহার ফাত্‌নাটা সুদূর জলে একগুচ্ছ তৃণের মধ্যে ভাসিতেছিল। মনে হইল, সূতায় যেন টান পড়িতেছে, কিসে যেন আটকাইয়াছে। চেষ্টা করিয়াও ছিপ্‌টা উঠাইতে পারিলেন না। মনে করিলেন, বঁড়শীতে একটা বড় মাছ বাধিয়াছে; তাই আস্তে আস্তে মৃদুভাবে সূতোটি টানিতে লাগিলেন। ক্রমে বঁড়শীধৃত বস্তুটা নিকটবর্ত্তী হইলে, সেই বস্তুটি দেখিবামাত্র ভয়মিশ্র বিস্ময় তাঁহার মুখে সহসা প্রকটিত হইল।

নিশ্চয়ই সামান্য একটা মৎস্য হইবে।

মনে হইল, বঁড়শী একটা জড়পিণ্ডে আট্‌কাইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সে সময় দিনের আলো একেবারে তিরোহিত হয় নাই। সেই আলোকে মানুষের মাথার খুলির মত কি যেন একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সেই মাথা একটা শরীরের সহিত স্বাভাবিক বন্ধনে সংযুক্ত, এবং যখন সেই মাংসহীন কঙ্কাল জল হইতে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ের বালির উপর প্রসারিত হইল, তখন তাঁহার মনে যে কিরূপ ত্রাস জন্মিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যদিও অধ্যাপক মৃত্যু ও তাহার ফলাফল-দর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এই মনুষ্য-কঙ্কাল অবলোকন করিয়া তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তবুও তিনি ঐ কঙ্কাল ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না; কি যেন একটা দুর্দ্দমনীয় শক্তি তাঁহাকে কঙ্কালের সম্মুখে ধরিয়া রাখিল। তিনি কম্পিতদেহে সেই কঙ্কালটিকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার কৌতূহল আরও যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি অচিরাৎ জানিতে পারিলেন, উহা মনুষ্য-কঙ্কাল; এবং সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক অনুমান অনুসারে, মনুষ্যটি জরার প্রভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, স্থির করিলেন। দাঁতগুলি সমস্তই বেশ সুরক্ষিত; এবং সেই বীভৎস খেঁটকানো দন্তপাটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির

হইয়া আসিতেছিল ; আর তাহার চক্ষুকোটর ও বিস্তৃত মুখের হাঁ, যেন অতলস্পর্শ গভীর বলিয়া মনে হইতেছিল।

কিন্তু অধ্যাপক কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, কেমন করিয়া সমগ্র কঙ্কালটিকে দেহ হইতে অক্ষুণ্ণভাবে বাহির করা হইয়াছে ; অস্থিতে-অস্থিতে এরূপ জোড় রহিয়াছে যে, মনে হয়, যেন সমস্ত কঙ্কালটি একখণ্ড অস্থিমাত্র। এই নিয়ম-বহির্ভূত ব্যাপারটি ভাল করিয়া নিজ কক্ষের মধ্যে অনুশীলন করিবার নিমিত্ত, অধ্যাপক সন্ধ্যার আবরণে অলক্ষিতভাবে কঙ্কালটিকে নিজগৃহে লইয়া যাইবেন, স্থির করিলেন। মাছ ধরিবার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া এবং ছিপ গাছি কঙ্কালের একটা রন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া এই অদ্ভুত বোঝাটি স্কন্ধে লইলেন এবং এইরূপ প্রেত-তাণ্ডব দৃশ্য বাস্তবিক জীবনে অভিনয় করিতে করিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২

গৃহে প্রবেশ করিয়া অধ্যাপক শয়নকক্ষে নিজশয্যার উপর কঙ্কালটিকে স্থাপন করিলেন ; এই শয়নকক্ষেই তিনি বিজ্ঞান অনুশীলন করিতেন। এই ঘরটি খুব প্রশস্ত, ঘরের মেজে-ভিত খুব উচ্চ এবং ঘরের কড়ি-বরগাগুলি কালপ্রভাবে কালিমাগ্রস্ত। একটা পুরাতন কার্পেট, যাহার রং জ্বলিয়া গিয়াছে, সেইটি ঘরের মেজের উপর পাতা ; দেয়ালের গায়ে রাশি রাশি পুঁথি, বিবিধ ধাতুর নমুনা এবং আত্মীয়জনের কতকগুলি চিত্রপট সংরক্ষিত। ঘরের কোণে সেকেলে-ধরণের একটা পুরাতন 'পিয়ানো' রহিয়াছে—কিন্তু তাহা বহুকাল হইতে নিঃশব্দ ও সর্ব্বজনবিস্মৃত। ঘরের অপর প্রান্তে ছত্‌রিওয়ালা একটা প্রকাণ্ড খাট, খাটের উপর অর্দ্ধজীর্ণ একখানি বুটিদার রেশমের চাদর পাতা। এই শয্যার উপর কঙ্কালটি প্রসারিত, কঙ্কালটির মস্তক একটা বালিশের উপর রক্ষিত। দেখিলে মনে হয়, যেন কঙ্কালটি নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় মগ্ন। একটা প্রকাণ্ড সেজের ভিতর একটি দীপ জ্বলিতেছে ; সেই সেজের আবরণে দীপালোক ম্লানপ্রভ হইয়া, রহস্যময় একপ্রকার "আধো আলো আধো ছায়া" ঘরের মধ্যে বিস্তার করিতেছে। অধ্যাপক একটি টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট ; টেবিলের উপর রাশি রাশি পুস্তক। সেইখানে তিনি বসিয়া, ঐ মৃত ব্যক্তি না-জানি কি অসাধারণ পাপ করিয়াছিল, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, বৈজ্ঞানিক-কৌতূহল তাঁহার মনকে সবলে অধিকার করিল। কি অপূর্ব্ব প্রক্রিয়ায় এই কঙ্কাটিকে দেহ হইতে সমগ্রভাবে বাহির করা হইয়াছে—এমন কি, জলের অবিশ্রান্ত ক্রিয়াতেও তাহার স্বাভাবিক স্নায়ুবন্ধনগুলি ছিন্ন হয় নাই—এই প্রশ্নটি মনে মনে বারম্বার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অস্থিবিদ্যাসম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল ধারণা ছিল, তৎসমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ঐ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি আলোড়ন করিয়াও ইহার কোন সদুত্তর পাইলেন না। তবে কি ইহলোকেই মনুষ্য কখন কখন অজ্ঞাত জগতের সংস্পর্শে আইসে?—কখন-কখন কি মনুষ্য স্পর্শাতীত অধ্যাত্ম-রাজ্যের সীমান্তে নীত হয়? এইরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

তাঁহার কেশহীন ললাটের ভার হস্তের উপর ন্যস্ত করিয়া, কঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি ভাবিতে লাগিলেন। কক্ষরক্ষিত অগ্নিকুণ্ডের শিখাপ্রভা সেই কঙ্কালের উপর পতিত হওয়ায়, মশারির ছায়ায়, সেই কঙ্কাল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। এইরূপ মস্তিষ্ক-বিভ্রমের নিকটবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হইয়া, অধ্যাপকের মনে হইল, যেন ঐ মৃতব্যক্তির মাংসহীন মুণ্ডটি চির-আদৃত পূর্ব্ব-মুখশ্রী ধারণ করিয়াছে ; তিনি যেন সেই করাল কঙ্কালের মুখে একটি হাসির রেখা অঙ্কিত দেখিলেন ; তখন তেরেসিতা ও রাফায়েলের নাম আবার তাঁহার মুখে বারংবার উচ্চারিত হইল।

সহসা কক্ষের দ্বারে একটা শব্দ শুনা গেল ;—সে এক অদ্ভুত-রকমের শব্দ। পিয়ানো হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় যেন একটা গোঁগানি-আর্ত্তনাদ নিঃসৃত হইল।

অধ্যাপক শিহরিয়া উঠিলেন।

ঠিক সেই সময়ে, কঙ্কালটিও সহসা ঝাঁকুনি দিয়া পাশ ফিরিল এবং দ্বারনিঃসৃত শব্দের স্বরে যেন স্বর মিলাইয়া এই কথাটি বলিয়া উঠিল :—"ভিতরে এসো।"

দ্বার খুলিয়া গেল। একজন পাদ্রি, হাতে দুই লাঠির উপর ভার দিয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

মনে হইল, লোকটি জরাগ্রস্ত ও শ্রান্তিভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু এদিকে দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহার সাজসজ্জা একটু অদ্ভুত ধরণের ও নিতান্ত অসঙ্গত। ক্রমে সে অগ্রসর হইল; চলিবার সময়, তাহার শরীর এক একবার দমিয়া নীচু হইয়া যাইতে লাগিল, আবার স্থিতিস্থাপক রবারের ন্যায় উঠিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার চলন এরূপ থপ্‌থপে ও থল্‌থলে যে, সহজেই মনে হয়, তাহার পাদ্রির আলখাল্লার মধ্যে অস্থিহীন মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই নাই।

অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন :—"সর্ব্বনাশ! তবে এ কি সেই ?"

পাদ্রি অধ্যাপকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিল এবং ক্ষীণ ঘর্ঘরকণ্ঠে—দন্তহীন বৃদ্ধের অর্দ্ধস্ফুট তরলস্বরে তাঁহাকে বলিল :—"এখানে এসে যদি আপনার বিজনতার ব্যাঘাত করে' থাকি, তা হ'লে মার্জ্জনা করবেন; আর, আপনার যদি অনুমতি হয়, খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গে আমি মন খুলে বাক্যালাপ করতে ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি জ্ঞান হারাইয়াছি? একি স্বপ্ন দেখিতেছি ?" অবশেষে প্রবল চেষ্টার বলে তিনি উত্তর করিলেন :—"বলুন, আমি শুনচি।"

তখন সেই অদ্ভুত অপরূপ হতভাগ্য পাদ্রি এইরূপ বলিলেন :—"আমি দূরদেশ থেকে আসচি; আমি সেখানে অনেক বৎসর ধরে' আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেম। আমি একজন মহাপাপী; সেই পাপের কথা আপনার নিকটে বলতে আমার সাহস হচ্চে না। তবু না বল্লেও নয়।

"সে কথা বলতে হ'লে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হয়। তখন আমার যৌবনের আরম্ভ। আমার তখন বয়স ২৫ বৎসর। ঐ বয়সে সকল পদার্থের মধ্যেই কেমন-একটা নবীনতা, সরসতা ও দীপ্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু হায়! দুঃখকষ্টে ও পাপের ফলে সে ভাব শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। কতকগুলি ভীষণ প্রতিজ্ঞাপাশে আপনাকে আপনি বদ্ধ করে' আমি চিরজীবনের জন্য ঈশ্বরের সেবায় ব্রতী হলেম। আমার একটি বন্ধু ছিল, তাকে আমি ভায়ের মত ভালবাসতেম। সে বড় সাদাসিধা ও সচ্চরিত্র; সে-ও আমাকে খুব ভালবাসতো। সে তার সমস্ত গোপনীয় কথা আমাকে বলত। বিশুদ্ধ ভালবাসার কল্যাণে, সে অক্ষতশরীরে ও বিনা-অনুতাপে, যৌবনের সমস্ত বিপদ্ বেশ কাটিয়ে উঠেছিল। সে আমাকে তার সমস্ত সুখের অংশভাগী করত। তার সমস্ত সঙ্কল্প, তার সমস্ত প্রাণের আশা আমার নিকট জানাতো। আমার কালো পাদ্রি-পোষাকের মধ্যে, প্রবল-আবেগ পূর্ণ, প্রচণ্ড উদ্দাম বাসনাময় হৃদয় যে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, সে বিষয়ে সে কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি—তাই সে তার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীর সমস্ত রূপ-সৌন্দর্য্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে আমার কাছে বর্ণনা করত। তখন সে জানতে পারেনি, তার সুখের কথা আমাকে বলায় কতটা বিপদ্ আছে।"

অধ্যাপকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। তিনি মনে করিলেন :—"তবে কি যা আমি সন্দেহ করেছিলেম, তাই ঠিক ?"

পাদ্রি যেন তাঁর মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিলেন :—"আমার কথাটা শেষ করতে দিন; কারণ, সে সমস্ত কথা আপনার কাছে আমায় বলতেই হবে।

"বন্ধুর মুখে যার এত রূপবর্ণনা শুনেছিলেম, তাকে যখন সাক্ষাৎ নিকটে দেখলেম, তখন দেখেই বুঝলেম, তার সেই রূপরাশির মধ্যে কতটা মোহিনী শক্তি, কতটা দাহিকা শক্তি নিহিত রয়েছে। সাক্ষাৎ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন আমার সম্মুখে উদয় হয়েছেন বলে' মনে হল।

"আমি হঠাৎ প্রেমাসক্ত, ঈর্ষান্বিত, দুর্ব্বৃত্ত ও দুঃসাহসী হয়ে পড়লেম। সেই অবধি বন্ধু আমার চক্ষুশূল হলেন, আর আমি সেই রমণীকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভালবাসতে লাগলেম। তার কেমন-একটি শিশুসুলভ সরলতা ছিল, আমার সঙ্গে সে বন্ধুর মত ব্যবহার করত। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে একলা দেখা-শুনা করতেম! আমার মনকে জয় করতে অনেক চেষ্টা করলেম—কিন্তু সকলই বৃথা হ'ল। শেষে আমিই হার মানলেম।"

—"সেই রমণীও কি তোমাকে ভালবাসত ?"

—"এখনি সমস্ত জানতে পারবেন, শেষ পর্য্যন্ত আমার কথাটা শুনুন।

"একদিন গ্রীষ্মকালের সায়াহ্নে,—যখন আমার শৈশব-বন্ধু কোন বিষয়কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন—আমি তাঁর বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীকে

বল্লেম—'চল, আমরা দুজনে একটু মাঠে বেড়িয়ে আসি।' কি সুন্দর সন্ধ্যা!—মেঠো পথের দুধারে কেমন সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে! আহা, চারিদিকে কি আনন্দ!—কি সুগন্ধ! সেই রমণীর দোদুল্যমান বেশ—আলুলায়িত কেশ—সাক্ষাৎ রতিদেবী বলে' মনে হতে লাগ্‌ল। আমি তার পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লেম—আমার দৃষ্টি বিষন্ন। মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গ দেখ্‌তে পেয়ে পাপীর মনে যে ভাব হয়, আমার তাই হয়েছিল।

"আমরা একটা সরোবরের ধারে এসে পড়্‌লেম; তার চারিদিকে 'উইলো' গাছের রজতরঞ্জিত শাখা-পল্লব। রমণী সেইখানে দাঁড়াইলেন; দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রকৃতির সেই সরস-নবীন প্রশান্ত শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; সেখানকার বিমল সুগন্ধি বায়ু অনেকবার পূর্ণনিশ্বাসে গ্রহণ কর্‌লেন; আনন্দে তাঁর হৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল; আর, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মৃদু-মধুর গুঞ্জনে তাঁর মুখ হ'তে মধ্যে-মধ্যে নিঃসৃত হ'তে লাগল। আহা! সেই মুহূর্ত্তে তাঁকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল!"

—"উঃ! এ যে অসহ্য যন্ত্রণা।"—অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন।

"একটু ধৈর্য্য ধরে' থাকুন। আমি সমস্তই আনু-পূর্ব্বিক বল্‌চি—একটি কথাও বাদ দেব না তার পর, 'উইলো' গাছের তলা হতে একটি বনফুল কুড়িয়ে নিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তার হাতে দিলেম; রমণী আমার মনের আবেগ লক্ষ্য কর্‌তে পারে নি; সে ফুলটি সহজভাবে নিয়ে মাথায় পর্‌লে, আর বল্লে—'আপনার বড় অনুগ্রহ!'

"ঐ কথাটি মধুর সঙ্গীতের মত আমার কাণে যেন বাজ্‌তে লাগ্‌লো, নিজের উপর আমার আর কোন কর্ত্তৃত্ব রইল না। আমি তাকে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। তারপর সহসা উন্মত্তের ন্যায় অধীর হয়ে তার হাত দুটি ধরে' বল্লেম:—'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

"রমণী অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল।

"তখন, আমি উদ্দাম বাসনার বশীভূত হয়ে, উন্মত্তভাবে, হাঁপাতে-হাঁপাতে, তাকে জলের ধারে টেনে-নিয়ে গেলাম;—ক্রমে গভীর জলে—আরও গভীর জলে গিয়ে পড়লেম।"

অধ্যাপক যেন প্রহার করিতে উদ্যত, এইরূপ ভাবভঙ্গী সহকারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন:—"আরে নির্লজ্জ পাষণ্ড!"

—"আপনি আমাকে ঘোর অপরাধী বলে' মনে কর্‌চেন—কিন্তু আরও কতকগুলি কথা আপনাকে শুন্‌তে হবে।

"পরে সেখানকার চাষারা সরোবরের জল থেকে আমাদের টেনে তুল্‌লে। আমি দেশান্তরে চলে গেলেম। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে,' কঠোর তপশ্চর্য্যা করে' আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব, স্থির কর্‌লেম।

"অনেক—অনেক বৎসর ধরে' কোনো অজ্ঞাত বুনো অসভ্যের দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। যন্ত্রণার একশেষ,—যতদূর শাস্তি ভোগ কর্‌বার, তা কর্‌লেম; মানুষের বল—মানুষের সমস্ত উদ্যম হারিয়ে অতি শোচনীয়ভাবে জীবনধারণ কর্‌তে লাগ্‌লেম। অতি জঘন্য এই মাংসপিণ্ডমাত্র আমার অবশিষ্ট রহিল—অস্থিকঙ্কাল হ'তে আমি একেবারে বঞ্চিত হলেম। তখন মাংসপিণ্ডসুলভ সমস্ত উদ্দাম লালসা আমাকে অবাধে পীড়ন কর্‌তে লাগ্‌ল; অথচ সেই সকল লালসা চরিতার্থ কর্‌বার কিংবা অতিক্রম করবার শক্তি আর আমাতে রইল না। আমার পাপের শাস্তিস্বরূপ, আমার নিজের কঙ্কাল হতে আমি বঞ্চিত হলেম। আমার সেই কঙ্কালটি সেই 'মোহিনীর সরোবরে' এতদিন ছিল, আজ তাকে আপনিই উদ্ধার করে' এনেচেন।

"ঈশ্বর জানেন, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এখন আপনার অনুগ্রহ হলেই আমার দেহের কঠিন অংশটি আমি ফিরে পেতে পারি।"

পাদ্রি যেমনি কথা শেষ করিলেন, অমনি সেই কঙ্কালটি শয্যার উপর পাশমোড়া দিয়া অধীরভাবে নড়িতে লাগিল।

অধ্যাপক একটি কথা উচ্চারণ করিবেন, সে শক্তি তাঁর ছিল না। শুধু ভাবভঙ্গী দ্বারা পাদ্রির প্রার্থনায় সায় দিয়া গেলেন।

তখন, যে দৃশ্যটি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি দেখিলেন, কঙ্কালটি সজীব হইয়া পাদ্রির নিকট যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে! সে উঠিয়া বসিল, পরে শয্যা হইতে নীচে নামিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

পাদ্রি এবং তাহার কঙ্কাল স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে—এমন কি, ভালবাসার দৃষ্টিতে ক্ষণেকের জন্য পরস্পরকে চাহিয়া দেখিল। যে অমানুষ কণ্ঠ ইতিপূর্ব্বে "ভিতরে এসো"—এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই কণ্ঠস্বরই আবার পাদ্রিকে বলিল :—"এসো" ! দুইজনে পরস্পর কাছাকাছি হইল ; পরস্পরকে আবেগভরে জাপটিয়া ধরিল ; কোন এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কঙ্কালটি অদৃশ্য হইয়া পড়িল এবং সেই পাদ্রির নিরস্থীকৃত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কঙ্কালটি আবার নিজস্থান অধিকার করিল ; পাদ্রির শরীর সহসা দৃঢ় ও বর্দ্ধিত হইল। এখন আবার পাদ্রি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়পদে চলিতে লাগিলেন ; তাঁর কণ্ঠস্বর পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইল এবং তিনি অতি কাতর-ভাবে বলিতে লাগিলেন :—"যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক, এখন সেই কথা আপনার নিকট প্রকাশ করব। আমাকে মার্জ্জনা করবেন, যে নির্দ্দোষী রমণী আমাদের এই সব দুর্দ্দশার কারণ,—তিনি তেরেসিতা, আর সেই হতভাগ্য পাদ্রির নাম…"

—"রায়াফেল ?"—অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন ; এবং সেই একই সময়ে সবেগে পাদ্রিকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন।

—"হতভাগা ! তোকে আমি মার্জ্জনা করব, এ কথা মনে করতেও তোর সাহস হয় ? বল্, তুই তেরেসিতার কি করলি ?—এখনও কি সে বেঁচে আছে ?"

—"সেই সরোবরের জল থেকে চাষারা যখন আমাদের দুজনকে তোলে, তখন হতভাগ্য আমিই শুধু জীবিত ছিলেম—তেরেসিতা জলমগ্ন হয়ে"…এই কথা বলিতে বলিতে পাদ্রি পিছু হটিয়া ঘরের অপর প্রান্তের দিকে চলিতে লাগিলেন।

—"তবে তুই তার মৃত্যুর কারণ ?"—এই বলিয়া অধ্যাপক সেই পাদ্রিকে জাপ্‌টিয়া-ধরিয়া শয্যার উপর পাড়িয়া ফেলিলেন। "হতভাগা ! এই তোর প্রতিশোধ !"—এই বলিয়া একটা ছোরা লইয়া পাদ্রির বুকে বসাইয়া দিলেন।

কিন্তু একি কাণ্ড ! সেই ছোরাটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, কি-যেন একটা শক্ত জিনিষে ঠেকিয়া পিছ্‌লাইয়া পার্শ্বের উপর আসিয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই পাদ্রি অন্তর্হিত হইয়াছিল। অধ্যাপক দেখিলেন, ছিপেধরা সেই কঙ্কালটিই তাঁর সম্মুখে প্রসারিত, আর তিনি সেই কঙ্কালের বুকেই ছোরা বসাইয়াছেন।

এই সব ঘটনার কয়েকমাস পরে, অধ্যাপক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পাঠ করিলেন :—

"চীনদেশের উপকূলে লইচেউ-প্রায়দ্বীপে, পাদ্রি-রাফায়েল—যিনি অনেকবৎসর যাবৎ চীনে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তিনি গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে নিজ-শয্যায় ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন।"

অধ্যাপক সেই অদ্ভুত কঙ্কালের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে স্বীয় স্মৃতিলিপিপুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে উহার সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, ঠিক ঐ তারিখেই সেই কঙ্কালটিও অদৃশ্য হয়। ইহা হইতে তিনি যেন জ্ঞানের একটি নূতন রশ্মি দেখিতে পাইলেন। চৌম্বকাকর্ষণের ফলে দূরবর্ত্তী ঘটনার ছায়া কিরূপে চিন্তার মধ্যে আসিয়া পড়ে—কিরূপে দুই সদৃশ ঘটনা এক সময়েই সংঘটিত হয়—এক কথায়, "বুদ্ধির মরীচিকা" কিরূপে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তিনি তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ঐ নামে তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। সে প্রদেশের লোকেরা লক্ষ্য করিল, অধ্যাপক আর যাহাই করুন না কেন, সেই অবধি ছিপ্‌ দিয়া আর মাছ ধরেন না।

সম্রাটের প্রতিশোধ

(ফরাসী লেখক চার্ল্‌-গলেট্‌ হইতে)

সৌম্য পাঠিকা! নিশ্চিন্ত হও; আমি এখন তোমাদের নিকট যাহা বলিতেছি, তাহা নগর অবরোধের কথা নয়, যুদ্ধবিগ্রহের কথা নয়, সম্রাট্‌ নেপোলিয়ান কিরূপ শাস্তি-নীতি অবলম্বন করিয়া একটি রমণীর উপর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন—ইহা তাহারই কথা।

স্ত্রীলোকটি সে-সময়কার একজন প্রখ্যাত সুন্দরী; তাঁহার এতটা রূপগর্ব্ব ছিল যে, তিনি সম্রাট্‌ নেপোলিয়নের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

এই সুন্দরীর নাম শ্রীমতী এতিয়েনেট্‌ বুর্গোয়্যাঁ; তিনি "কমেডি-ফ্রাঁসেজ"-নামক প্রখ্যাত ফরাসী থিয়েটারের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন; এই কারণে, তাঁহার আত্মগরিমা ও গর্ব্বের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে একবার অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। তাহারই ইতিহাস নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

সম্রাট্‌ নেপোলিয়ান এই সুন্দরী অভিনেত্রীকে যে নিতান্ত ঔদাস্যের দৃষ্টিতে দেখিতেন, ঠিক এরূপ বলা যায় না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আকার-ইঙ্গিতেও তাঁহার মনোভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই; কেবল একবার, তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিভাগের সচিব "শ্যাপ্‌তাল"এর সহিত ঐ অভিনেত্রীর যে আসক্তি ছিল, সেই কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মুখ দিয়া যে ঠাট্টা-টিটকারি বাহির হয়, তাহা হইতেই তাঁহার মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, শ্যাপ্‌তালের প্রতি তাঁহার ঈর্ষার ভাব কিছুমাত্র ছিল না, তিনি শুধু এই কথা ভাবিয়া শ্যাপ্‌তালের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, যে স্ত্রীলোকের মান-মর্য্যাদা-প্রতিপত্তির তিনিই একমাত্র কারণ, তাহার নেক্‌নজরে তিনি না পড়িয়া পড়িল কি না শ্যাপ্‌তাল!

একদিন ঐ সচিব, তাঁহার সম্রাটের নিকট রাজকার্য্যঘটিত কি-একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, এমন সময়ে, সম্রাট্‌ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন;—ভাল কথা, শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁ কেমন আছেন? শ্যাপ্‌তাল কিছু থতমত খাওয়ায় তিনি আবার বলিলেন:—"বল না হে, আমার কাছে ভাঁড়াভাঁড়ি কোর না। আচ্ছা, সত্যি কথা বল দিকি, তোমার কি বিশ্বাস—তোমার প্রতি সে যথার্থই অনুরক্ত?"

——"মহারাজ! আমি তো এইরূপ আশা করি, অন্তত এইটুকু নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি, এ ক্ষেত্রে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।"

——"আর বল্‌তে হবে না। যখন বলেছ 'আমি তো এইরূপ আশা করি' তখনই বেশ বুঝা গেছে! দেখ, একনিষ্ঠা সম্বন্ধে সাধারণ স্ত্রীলোকের বড়-একটা মূল্য নাই, আর, থিয়েটারের স্ত্রীলোক,—তাদের তো কোন মূল্যই থাকিতে পারে না!"

——"মহারাজের দেখ্‌ছি স্ত্রীলোক-সাধারণের প্রতি বড়-একটা সদয়-ভাব নাই; কিন্তু আমার বিনীত প্রার্থনা, যদি এই সাধারণ নিয়ম হ'তে একটি স্ত্রীলোককে মহারাজ বর্জ্জিত করেন"—

——"তোমার প্রাণেশ্বরীকে বুঝি? আহা বেচারা শ্যাপ্‌তাল! তোমার জন্য বড় দুঃখ হয়। এ তুমি বেশ জেনো, সে-ও অন্যেরই মত সমান অবিশ্বাসী ও চপলচিত্ত। যদি রাজকার্য্যের বাধা না থাক্‌ত, তা হ'লে আমি নিজেই সে বিষয় সপ্রমাণ করে' দিতে পারতেম। কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কাজের কথা আছে; এখন ও-সব তুচ্ছ কথা থাক্‌। এসো, আবার রাজকার্য্যে মন দেওয়া যাক!"

এক্ষণে সম্রাট আবার চিরাভ্যস্ত অবিচলিত-ভাব ধারণ করিয়া তাঁহার সচিবের কার্য্যবিবরণী শুনিতে লাগিলেন।

সম্রাটের সহিত রাজকার্য্যের কথা শেষ করিয়া, শ্যাপ্‌তাল তাঁহার প্রেয়সী শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁর গৃহে গমন করিলেন; গিয়া দেখিলেন, তিনি কাজে বড়ই ব্যস্ত। পরদিন সম্রাটের নিজস্ব থিয়েটারে অভিনয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাই অবিশ্রান্ত

ভাবে স্বীয় বেশভূষার বিবিধ আয়োজন সংগ্রহে ব্যাপৃত!

যাহাই হউক, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে অবকাশমত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজবাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রীমতীর সম্বন্ধে সম্রাট্ যে-সমস্ত বেয়াদবীর কথা বলিয়াছিলেন, পোনেরো মিনিটের মধ্যে শ্যাপ্‌-তালের নিকট হইতে শ্রীমতী সমস্তই অবগত হইলেন; এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও! কি দেমাক্! আমাদের সঙ্গে এইরূপ ভাবে ব্যবহার করেন যেন আমরা অধমের অধম; আর মনে করেন, তু-করে' ডাক্‌লেই বুঝি আমরা তাঁর দরজায় গিয়ে হাজির হব। সুলতান বাহাদুর কখন যদি এখানে আসেন তো মজাটা দেখিয়ে দি। সম্রাট—সম্রাট, সম্রাটকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তাঁর নিজের থিয়েটারে কাল আমি তো আর যাচ্চি নে।"

শ্যাপতাল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—"শ্রীমতি! তুমি এর ফলাফল ভাবচ না। তুমি যদি না যাও, তা হ'লে যে বিদ্রোহ-অপরাধে অপরাধী হবে। তোমার সঙ্গে পূর্ব্ব হ'তে বন্দোবস্ত হয়ে আছে, আর এখন তুমি সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হবে না! ভেবে দেখ, নিমন্ত্রণই তাঁর হুকুম—দস্তুরমত হুকুমেরই সামিল।"

——"সে তো আরো খারাপ! যা হবার তা' হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যাব না; আমার এক কথা বই দুই কথা নয়।"

সচিব স্বীয় প্রাণেশ্বরীর রোষশান্তির জন্য বিধি-মতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, কি ভয়প্রদর্শন, কি অনুনয়, কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁর একপ্রকার আদুরেপনার একগুঁয়েমি ছিল। আর তিনি মনে করিতেন, সৌন্দর্য্যের রাজদণ্ড যখন তাঁহার হস্তে, অন্য রাজদণ্ড তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।

কিন্তু তাহার পরদিন, বোনাপার্ট ইহার বিপরীত কথাটাই সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। অবাধ্যতা-অপরাধে ধৃত করিয়া পরদিবসই তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। কারাগারে গিয়া শ্রীমতী বুঝিলেন, তিনি যে সমস্ত বিষয়ে অভিমান রাখেন, তাহা নিতান্তই শূন্যগর্ভ।

এই প্রতিশোধ লইবার পর আবার অন্যপ্রকার প্রতিশোধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। কেননা, শ্রীমতীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা সম্রাটের কাণে আসিয়াছিল। তাই সম্রাট একদিকে যেমন অভিনেত্রীর হিসাবে তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে রমণীর হিসাবেও তাঁহাকে আবার শাসিত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

কিন্তু এ কাজটি তেমন সহজ নহে। কেননা, ইহাতে শ্রীমতীর সম্মতি নিতান্তই অনাবশ্যক; এবং ইতিপূর্ব্বে যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে সহজে তাঁহার সম্মতি পাইবেন, তাহারও বড় একটা সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন সেই স্বেচ্ছাচারী সম্রাটকে নিরুৎসাহ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত এই কার্য্যসাধনে তাঁহাকে আরো উত্তেজিত করিল। তিনি প্রতিশোধের একটা ফন্দি মনে মনে ঠাওরাইলেন; এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত, সেই সময়ের সর্ব্বপ্রধান নীতিকৌশলী চতুরচূড়ামণি ট্যালের‍্যার (Talleyrand) উপর ভার দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

একদিন শুভমুহূর্ত্তে, ট্যালের‍্যা সেই মনোমোহিনী অভিনেত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং যেন তাঁহার নিজেরই স্বার্থের জন্য আসিয়াছেন, এই ভাবে চাটুকারের ন্যায় শ্রীমতীর নিকট নানাপ্রকার মন-জোগানো কথা বলিতে লাগিলেন এবং ভক্তের ন্যায় যত্ন দেখাইয়া বিধিমতে তাঁহার মনস্তুষ্টিসাধন করিলেন।

এইরূপে ট্যালের‍্যা যখন দেখিলেন, জমিটি বেশ প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সেই প্রখ্যাত সম্রাট-কঞ্চুকী শ্রীমতীর মন বুঝিবার জন্য, সম্রাটের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন;—তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার যশকীর্ত্তির কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন। পরে থিয়েটারের কথা পাড়িয়া বলিলেন, থিয়েটারের রমণীরা সেই বীরপুরুষের একটি কটাক্ষলাভের জন্য কি উন্মত্ত!

তাঁহার কথার মাঝখানেই শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন:—"হুজুর! মাপ করবেন, আমার সঙ্গিনীরা উন্মত্ত হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই, তাদের এইরূপ ব্যবহার আমি কিছুতেই মার্জ্জনা করতে পারি নে। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি সাহস করে' বলতে পারি, আপনার কর্সিকানিবাসীর—কি দৃষ্টি, কি মূর্ত্তি—কিছুই আমাকে এ-পর্য্যন্ত মুগ্ধ করতে পারেনি।"

—"এখন সমস্ত বুঝ্‌তে পারুলেম। সম্রাট্ যে তোমাকে ভালবাসেন, তোমার এই ঔদাস্যই তার কারণ।"

—"হাঁ, কিন্তু সম্রাট্-বাহাদুরের ভালবাসার ধরণটি ভারি অদ্ভুত রকমের—তিনি যাকে ভালবাসেন, তাকে তিনি সাধারণ অপরাধীর মত কারাগারে পাঠিয়ে দেন।"

—"তার কারণ, বোনাপার্ট ঈর্ষার আগুনে জ্বলুচেন; আর জানই তো, ঈর্ষার বশে লোকে অন্ধ হয়ে কি না করে! তোমার প্রতি আর-একজনের ভালবাসা সন্দেহ করে' তিনি তোমাকে শাসন করেছিলেন।"

—"আর-একজন আবার কে?—কার উপর আমার ভালবাসা? হুজুর! খুলে বলুন—খুলে বলুন!"

—"আবার কে?—সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ, যে তোমার মন হরণ করেছে—সেই শ্যাপ্‌তালের উপর তোমার ভালবাসা—না, ও-সব কথায় আর কাজ নেই—এখন অন্য কথা কওয়া যাক্। আমি একজনের হয়ে কেন মিছে বলুতে যাই, বিশেষ যখন সে আমার উপর বলুবার কোন ভার দেয় নি।" ট্যালের‍ঁা ভাবিলেন, একবারের পক্ষে যথেষ্ট বলা হইয়াছে; শ্রীমতীর চিন্তা-প্রবাহের পথ মুক্ত রাখাই এস্থলে সুপরামর্শ।

ইহার পর, যে-সব কথাবার্ত্তা হইল, তাহার মধ্যে চতুরচূড়ামণি সম্রাটের আর কোন কথা পাড়িলেন না; কেবল কথায় কথায় একবার জানাইয়া দিলেন যে, "রোজিন্"এর ভূমিকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সম্রাট শ্রীমতী মার্সকে নিজের "মালমেজোঁ"-থিয়েটারে আহ্বান করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীমতী বলিলেন:—"বটে! তিনি কি রাজি হয়েছেন?"

——"রাজি হবেন না কেন? রোজিনের সাজে তাঁকে বেশ মানায়; আর তিনি রাজদরবারে অভিনয় করুবেন, এতে দুঃখিত হবার তো কোন কারণ নাই।"

অভিনয়ের পরদিন ট্যালের‍ঁা শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যার নিকটে গিয়া জানাইয়া আসিলেন, "তাঁহার স্থলাভিষিক্তা অভিনেত্রীর অভিনয় খুব উৎরাইয়া গিয়াছে। আর, সম্রাট্ অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া, আবার সেই নাটকের অভিনয় দেখিবেন, এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। রাজদরবারে এখন শ্রীমতী মার্সের যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।—এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী অর্থসূচক একটা মুখভঙ্গী করিলেন।

ইহার পর যখন আবার শুনিলেন, শ্রীমতী মার্স সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীর কতটা প্রিয় হইলেন, তখন শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যার মনের অবস্থা আরো খারাপ হইয়া উঠিল।

একদিন ট্যালের‍ঁা শ্রীমতীর নিকট গিয়া বলিলেন,—"তোমার সখী সম্রাটের নিজস্ব থিয়েটারে খুব বাহবা পাচ্চেন। এখন যদি তাঁর তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হ'লে তিনি ইচ্ছা করলে, কালই সম্রাট্‌কে তাঁর পদানত করুতে পারেন। সম্রাট-বাহাদুর আজকাল ক্রমাগত তাঁর চোখের প্রশংসা করচেন।"

শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যা নাক শিঁটকাইয়া বলিলেন:—"সত্যি নাকি?—'আমার সখী' তবে পাষাণকেও গলিয়েছেন? আমি মনে করুতেম, এরূপ অলৌকিক কাণ্ড অসম্ভব।"

শ্রীমতী মর্ম্মাহত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সেই প্রখ্যাত কৌশলী আবার আরম্ভ করিলেন:—"এটা যে অসম্ভব নয়, সর্ব্বাগ্রে তোমারই তা' বোঝবার কথা।"

——"আমার বোঝবার কথা?—আমি কি করে' বুঝ্‌ব?"

——"তা না তো কি, মাসখানেক আগে সম্রাট্ তোমার জন্যই তো প্রথমে উন্মত্ত হন।"

শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যা মুখ আঁধার করিয়া বলিলেন:—"আমার বোঝবার কথা?—হুজুর! আপনি উপহাস করুচেন। আমি যদি একটু চেষ্টা করুতেম, তা' হলে হয় তো……কিন্তু সে প্রলোভনে কখনই পড়ি নি।"

——"ওগো বলি শোনো, চেষ্টা না করে' বড়ই ভুল করেচ। কেন না, তা হলে এত দিনে বোনাপার্টের হৃদয়ে তুমিই রাজত্ব করুতে; আর, তাঁর আশ্রয়ে থাকুলে, 'কমেডি-ফ্রাঁসেজ'-থিয়েটারে তুমি সর্ব্বে-সর্ব্বা হতে পারতে।"

——"আপনি কি তবে মনে করেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, আজই সে স্থান অধিকার করুতে পারি নে?"

——"আজকাল শ্রীমতী মার্সের ভাগ্য-নক্ষত্র উদয় হয়ে তোমার নক্ষত্রকে সর্ব্বগ্রাস করেছে।"

——"হুজুর! আজ দেখ্‌ছি, আমার সম্বন্ধে আপনি খোষ-মেজাজে নেই।"

—"সুন্দরি! এস্থলে আমার কথা হচ্চে না; আমি তো তোমার একজন ভক্তের মধ্যে গণ্য—এখন নেপোলিয়ানের কথা হচ্চে। বলি, তুমি কি শুনতে চাও, কাল সেই রোজিন্‌কে দেখে সম্রাট্ আমার সাম্‌নে কি বলেচেন?"

—"হাঁ, বলুন না।"

—"তা হ'লে তুমি যে বেয়াদবী মনে করবে।"

—"বরং আপনার অকপট ভাব দেখে আমি আরো খুসী হব।"

—"তবে বল্‌চি শোনো;—সম্রাট্ অতি কোমল স্বরে তাকে বল্লেন:—'যতই তোমার অভিনয় দেখি, ততই আমার মনে হয়, শ্রীমতী বুর্গোয়্যাকে যে এক মুহূর্তের জন্যও আমার ভাল লেগেছিল, সেটা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয়'।"

—"সত্যি?...তাতে 'আমার সখী' কি উত্তর করলেন?"

—"তিনি উত্তর আর কি করবেন, ঐ প্রশংসায় তিনি একেবারে ঢ'লে পড়্‌লেন।"

—"রঙ্গিণী আর কি!...যদি রোজিনের জায়গাটা আমি নিতেম, তা হ'লে কি সে অত জারিজুরি করতে পারতো?—আমি ছেড়ে দিলেম বলেই না সে ঐ জায়গাটা সহজে পেলে।"

—"আমারও তো তাই মনে হয়। 'রোজিন্' সেজে সে যে বাহবা পাচ্চে, সে তার নিজের গুণে নয়। তবে, সে যে বাহবা পাচ্চে, সেটা সত্যি।"

—"আমি ইচ্ছে করলে তার জারিজুরি এখুনি ভেঙে দিতে পারি—যতদিন আমার সে ইচ্ছে না হচ্চে, ততদিন সে বাহবা পাক্!"

—"আমি বলি, সে ইচ্ছেটা তোমার এখনি হোক্ না কেন। বুঝ্‌চ না, এই অপমানে তোমার যে পসার নষ্ট হচ্চে।"

শ্রীমতী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন:—"আচ্ছা, আমি রাজি। দেখা যাক্, শ্রীমতী মার্সের কতটা ক্ষমতা। কিন্তু দেখুন, আপনি এ-সব কথা প্রাপ্‌তাদের কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না। আর, আমার বিষয় সম্রাটের কাছে যদি কিছু বলতে হয়, তাঁর উপরে আমার যে বিদ্বেষভাব আছে, সে কথা যেন তাঁকে কিছুমাত্র বলা না হয়।"

ট্যালের‍্যাঁ তাহার অনুকূলে সমস্ত নীতি-কৌশল প্রয়োগ করিবেন বলিয়া শ্রীমতীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। সপ্তাহ অতীত না হইতে হইতেই তিনি উৎফুল্লমুখে তাঁহার নিকট আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন:—"তোমার নাম করে' একটু আশা-উৎসাহের কথা বল্‌বামাত্রই শ্রীমতী মার্সের পরে নেপোলিয়ানের যে একটু মন ভিজেছিল, সেটা তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে গেল। তাঁর প্রতি তুমি অনুকূল, এই কথা শুনে তিনি এত আনন্দিত হলেন যে, কি বলে' যে তোমাকে ধন্যবাদ দেবেন, সেটা ভেবেই পেলেন না।"

প্রত্যাশিত সুখের আস্বাদ পেলে রমণীর কণ্ঠস্বর যেরূপ হইয়া থাকে, সেই কণ্ঠস্বরে শ্রীমতী বলিলেন:—"সম্রাট্ বাহাদুরের খুব অনুগ্রহ।"

ট্যালের‍্যাঁ আবার আরম্ভ করিলেন:—"সম্রাট্ শেষে এই কথা বল্লেন, 'আমার হয়ে শ্রীমতী বুর্গোয়্যাকে ধন্যবাদ দেবে, আর তাঁকে জানাবে, 'কমেডি-ফ্র্যাঁসেজ'-থিয়েটারে আমি তাঁর পঁচিশ হাজার টাকা বেতন স্থির করে' দেব; তাঁর থাক্‌বার জন্য একটা বাড়ী দেব; আর সেই বাড়ী সাজাবার জন্য আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দেব।"

এত সহজে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে, শ্রীমতী তাহা ভাবেন নাই, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন, দেখি যদি আরো কিছু মোড় দিয়া আদায় করিতে পারি। তাই, ট্যালের‍্যাঁর কথা শেষ না হইতে হইতেই শ্রীমতী বলিলেন,—"আমাকে বিবেচনা করতে একটু সময় দিন: আপনার সম্রাট্ চিরকালই সমান; তিনি মনে করেন, একটু অনুগ্রহ দেখালেই অম্‌নি বুঝি লোকে তাঁর পায়ে এসে গড়িয়ে পড়্‌বে।"

ট্যালের‍্যাঁ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—'আর যদি শ্রীমতী ইতস্তত করেন দেখ, তা হ'লে তাঁকে বলবে, তাঁর জন্য দশলক্ষ টাকার বার্ষিক অবসরবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়ে তাঁকে আমি ডচেশ্ উপাধি দেব।'—অভিনেত্রীর মুখ এইবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল;—সে বলিল:—"ডচেশ্!—আমি ডচেশ্ হব?"

—"যদি আজ সন্ধ্যার সময় অনুগ্রহ করে' সম্রাট্-বাহাদুরের প্রাসাদে যাও, তা হ'লে সম্রাট্ আজ আহ্লাদের সহিত ডচেশ্-উপাধির দানপত্র স্বয়ং এসে তোমার হাতে দেবেন।"

শ্রীমতী রাজকীয় মহিমা ও গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন :—"আচ্ছা, আমি সম্মত হলেম।"

—"আচ্ছা, আজ তবে সন্ধ্যার সময় সম্রাটের গাড়ী হাজির হয়ে শ্রীমতী ডচেশের আদেশ প্রতীক্ষা করবে।" এই কথা বলিয়া ট্যাফেরঁা অভিনেত্রীর হস্ত চুম্বন করিয়া হাস্যোদ্দীপক-গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমতী আজ কি করিয়া বিশ্ববিজয়িনী—বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তিতে সম্রাট্‌কে দেখা দিবেন, এই চিন্তায়, এই উদ্যোগ-আয়োজনে দিবসের অবশিষ্টভাগ উৎসর্গ করিলেন। প্রথমে সুগন্ধি-জলের চৌবাচ্ছায় অবগাহন করিলেন; পরে, পরিধেয় বসনাদি ও 'চিকণ চিকুর' সুবাসিত করিয়া বেশবিন্যাস আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরিচারিকা খোঁপা বাঁধিতে লাগিল। দুই-দুই-বার বদ্‌লাইয়া এক ধাঁচার খোঁপা অবশেষে তাঁহার পছন্দ হইল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া পরে দীর্ঘলম্বিত একজোড়া দুল কাণে দুলাইলেন। দশবার বদ্‌লাইয়া তবে একটি মনোমত সাটিনের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। দেহের গঠন পরিস্ফুট করিয়া, উপরের অর্দ্ধভাগ খোলা রাখিয়া, আঁটা-সাঁটা সেলুকা পরিলেন। তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্র স্কন্ধের উপর দিয়া আজানুলম্বিত একটি কালো রঙের ওড়না ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর, আয়নার সম্মুখে আসিয়া প্রফুল্লনয়নে আপনাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপনার রূপে আপনিই মোহিত হইলেন; আর পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"এখন বল্ দেখি, তোর কি মনে হয়, আমার এই সাজসজ্জায় আমাদের 'ক্ষুদে-সর্দ্দার'-এর * মন ভুলবে?"

ঠিক আট-ঘটিকার সময় শাদা-চার-ঘোড়ার একটা জাঁকাল গাড়ী শ্রীমতীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রী ছুটিয়া-আসিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িলেন; এবং অনাতিবিলম্বেই 'সম্মানে'র সোপান দিয়া প্রাসাদের উপর উঠিতে লাগিলেন; "মার্শা"-নামক সম্রাটের একজন পরিচারক আগে-আগে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

পরিচারক যে ঘরটিতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইল, তাহার সাজসজ্জা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। আসবাবের মধ্যে, একটি ঝাড়, একখানি কৌচ, আর একটি ছোট গোল টেবিল্—এইমাত্র।

কিন্তু সেই ভাবী ডচেশ নিজ পদ-গৌরবের সুখস্বপ্নে এম্‌নি নিমগ্ন ছিলেন যে, এই সব খুটিনাটি তাঁর মনে বড়-একটা স্থান পাইল না। তিনি সেই কৌচখানিতে যথাসম্ভব জুৎ করিয়া বসিয়া কল্পনার দোলায় মনকে দোলাইতে লাগিলেন।

এইভাবে সওয়া-ঘণ্টা-কাল কাটিয়া গেল। তখন তাঁহার মনে হইল, সম্রাট্ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করেন নাই। তথাপি এখনও তাঁহার আশা যায় নাই। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সম্রাট্ এখনি আসিবেন। আরো সওয়া-ঘণ্টা-কাল তাঁহার পথ চাহিয়া রহিলেন। তথাপি সম্রাটের দেখা নাই। সম্রাটের এই 'খাতির-নদারদ্' ভাব দেখিয়া তিনি আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রীমতী অধীর হইয়া হাত-ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। সম্রাটের পরিচারক মার্শা আসিয়া উপস্থিত হইল।

—"শ্রীমতীর কি আদেশ?"—বিনীতভাবে পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল।

—"নিশ্চয়ই সম্রাট্ এখনও জান্‌তে পারেন নি যে, আমি এসেছি?"

—"শ্রীমতী আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, সম্রাট্ দুইজন জাঁদ্রেলের সঙ্গে এখন কথা কচ্চেন।"

—"একবার তাঁকে মনে ক'রিয়ে দেবে কি, আমি তাঁরই আদেশমত এখানে এসেছি। তাঁর দর্শন পাবার আমারও অধিকার আছে।"

—"শ্রীমতি, আমি এখনি তাঁকে গিয়ে বল্‌চি।"

বিশ মিনিট্—সে বিশ মিনিট্ যেন ফুরায় না—এই ভাবে চলিয়া গেল। তথাপি কোন উত্তর নাই। শ্রীমতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; আবার তিনি হাত-ঘণ্টাটা সজোরে ঝাঁকাইয়া দিলেন।

প্রশান্তমুখে পরিচারক আবার আসিয়া দেখা দিল।

—"কে?—সম্রাট্?"—কম্পিতস্বরে অভিনেত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন।

—"শ্রীমতি, সম্রাটের নিকট আমি গিয়াছিলাম।"

—"তিনি কি উত্তর দিলেন?"

—"তিনি আপনাকে একটুখানি অপেক্ষা কর্‌তে বল্লেন।"

---

* নেপোলিয়ানের নিজ সৈন্যমধ্যে 'পেটি কর্পোর‍্যাল্' অর্থাৎ 'ক্ষুদে সর্দ্দার' এই আদুরে নাম প্রচলিত ছিল।

—"একটুখানি ?—আমি যে দু'ঘণ্টা ধরে' এই পচা এঁদো ঘরে হাঁপিয়ে মরুচি! সম্রাট্কে বল, আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুতে চাই।"

এবার পরিচারক অল্পসময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু শ্রীমতী দেখিলেন, তার মুখে নৈরাশ্য প্রকটিত। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল :—"শ্রীমতি, কি আর বলব—"

——"কি খবর ?—বল না গো।"

——"আমার ভয় হচ্চে, পাছে আপনি রাগ করেন।"

——"বল বল, যাই হোক্ না, আমি শোন্‌বার জন্য প্রস্তুত আছি।"

——"আমি তাঁকে যখন জানালেম, আপনি আর সবুর করুতে পারুচেন না, তখন সম্রাট্-বাহাদুর আমাকে বল্লেন :—'দেখ মারুর্শা, শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যাকে আমার অভিবাদন জানিও আর এই কথা বোলো, তিনি যদি আর অপেক্ষা করুতে না পারেন, আমি অনুমতি দিচ্চি, তিনি যেতে পারেন।"

শ্রীমতী ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—"কি অহঙ্কার! দেখ মার্শা, (সম্রাটের স্বর নকল করিয়া) নারী-সম্মানজ্ঞ তোমার প্রভুকে আমার প্রত্যভিবাদন জানিয়ো আর তাঁকে এই কথা বোলো, তাঁর অনুমতিক্রমে আমি যাচ্চি—তিনিও আমার হৃদয় হ'তে জন্মের মত গেলেন জান্‌বে।"

এই ক্রোধরঞ্জিত কথাগুলি বলিয়া—যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতেই আবার আরোহণ করিয়া মর্ম্মাহতা অপমানিতা শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। যে সময়ে শ্রীমতী গাড়ীর পা-দানে পা দিলেন, ঠিক সেই সময়ে ট্যালের্ঁা নষ্টামি করিয়া প্রাসাদের একটা গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন :—"সেলাম পৌঁছে শ্রীমতী ডচেশ্‌ বাহাদুর!—আর ডিউক-বাহাদুর শ্যাপতালকেও আমার বহুৎ-বহুৎ সেলাম!"

বাঁচিবার তৃষা

(ফরাসী লেখক ইউজেন মরে হইতে)

১

রেমো-লুল পণ্ডিতের পুত্র, নিজেও সুপণ্ডিত। মার্গারীট্ নামে একটি বালিকাকে তিনি আশৈশব ভালবাসিতেন। এক্ষণে মার্গারীট্ তাঁহার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী। মার্গারীট্‌ও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং তাঁহার বিদ্যার গৌরবে নিজেকেও গৌরবান্বিতা মনে করিত। মার্গারীট্ যদিও পরমার্থ-বিদ্যার ক-অক্ষরও জানিত না, তথাপি পণ্ডিতবর স্বীয় প্রণয়িনীর অনুপম রূপলাবণ্যের জন্য মনে-মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। বাস্তবিক-পক্ষে, ওরূপ রূপলাবণ্য পারী-নগরীর গলি-ঘুঁজির মধ্যেই কচিৎ-কখন দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে রেমো শুধু পরমার্থবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, তা ছাড়া তিনি উপ-রসায়নবেত্তা ও যাদুকর ছিলেন; এবং মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি অলৌকিক ভৈষজ্যতত্ত্বেও পারদর্শী ছিলেন। বলিতে কি, সমস্ত মহারহস্যের চাবি যেন তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি "তত্ত্বজ্ঞানীর প্রস্তর" আবিষ্কারে ও অমর-জীবনলাভের নিমিত্ত অমৃতরসের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। মার্গারীটের খুল্লতাত ও শিক্ষক জেনেব্রার কোন এক গির্জ্জার পুরোহিত ছিলেন। তিনি রেমোর এই সব অসাধ্যসাধনের চেষ্টাকে পাগলামি বলিয়া উপহাস করিতেন।

একদিন প্রাতঃকালে রেমো এই সব অলৌকিক-রহস্য-ঘটিত একখানি নবপ্রকাশিত গ্রন্থ উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছিলেন, মার্গারীটের খুল্লতাত তাহা শুনিতে পাইয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি ঐ যাদুকরের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন; পরে মার্গারীট্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "আর তুমি রেমোর ভরসায় থাকিও না। এখন হইতে উহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দাও।" মার্গারীট্ বলিল:—"শুধু একবারটি দেখা করব কাকা।"

পাদ্রি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু মার্গারীটের নিতান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। উভয়ের মধ্যে শেষদিনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটিল।

মার্গারীট্ ভাবিয়াছিল, রেমোর হৃদয় তো তাহার হস্তগত, একবার বলিবামাত্রই তিনি তাঁহার শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র তাহার পদতলে বিসর্জ্জন করিবেন। তাই সে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাকে বলিল:—"দেখ, শাস্ত্রালোচনা তোমাকে ছাড়তে হবে, তা নৈলে আমরা সুখী হতে পারব না।" রেমো বলিলেন:— "জ্ঞান-বিনা সুখ কোথায়?"

মার্গারীট্ মাথা হেঁট করিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আবার বলিল:—"সুখী হবার জন্য জ্ঞানের কি দরকার?—জ্ঞানলাভ করে' তুমি করবে কি?" রেমো বলিলেন:—"আমি যে একটা বৃহৎ কাজে হাত দিয়েছি, তা কি তুমি জান না?"

সরলা বলিল:—"আমি এইমাত্র জানি, আমার কাকা ও-সব বিষয়ের কোন খোঁজ রাখেন না, কিছুই জানেন না। না জেনে তিনি ভালই আছেন, সেই ঈশ্বরই তাঁকে দীর্ঘজীবী করবেন।" রেমো বলিলেন:—"হুঁ! দীর্ঘজীবী! একদিন যদি মরতেই হয়, তা হ'লে দীর্ঘজীবনেরই বা সুখ কি?"

—"কিন্তু আমার মনে হয়···"

—"তোমার মনে হয়, তোমার মনে হয়···দেখ, আমি যমের সঙ্গে সংগ্রাম করব, মৃত্যুকে পৃথিবী হ'তে দূর করে' দেব, জীবনকে চিরস্থায়ী করব—এই আমার সঙ্কল্প।"

মার্গারীট্ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া ভাবিতেও প্রবৃত্তি হইল না; কেন না, সে তাঁহাকে ভালবাসিত।

তখন রেমো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, দীপালোকে তিনি কত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে কতদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তৎসমস্ত

তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। মার্গারীট্ বলিল:—"আমাদের বিবাহের কি হবে?"

—"তার জন্য আমরা কি অপেক্ষা করতে পারব না?—আমাদের সম্মুখে তো অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে।" মার্গারীট্ একটু মুচকি হাসিয়া, আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বিশ্বাসভরে বলিল:—"ঐ হোথা!"

রেমোও দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিলেন:—"না, এই পৃথিবীতেই।"

তখন সেই সরলা বালা এইটুকুমাত্র বুঝিল, তাহার জীবনের সুখ জন্মের মত ফুরাইয়াছে, সে কাঁদিতে লাগিল। পরে বলিল:—"আচ্ছা বল, এখন কি কর্‌তে হবে।"

রেমো বলিলেন,:—"শপথ কর, আমা ছাড়া তুমি আর-কারও হবে না।"

—"আচ্ছা, আমি শপথ কর্‌লেম।"

—"আমার জন্য অপেক্ষা করে' থাক্‌বে?"

—"হাঁ।"

—"চিরজীবন?"

—"অন্তত, অনেকদিন পর্য্যন্ত।"

—"আমি এখন বিজনে গিয়ে বাস করব; একটা ঘরে বদ্ধ হয়ে থাক্‌ব—এখন হয় তো কত-কত বৎসর ধরে' হাপরের কাছে আমাকে বসে' থাক্‌তে হ'বে। কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি, একদিন-না-একদিন আমার পরীক্ষা সফল হবেই। তখন আমি তোমার নিকটে এসে উপস্থিত হব, আর তখন আমরা দুজনে অনন্ত সুখের ভাগী হব।"

এই কথায়, মার্গারীটের নেত্র-বিগলিত অশ্রুজলে যেন একটু হাসির ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল।

—"সে দিন কবে আস্‌বে কে জানে, ততদিনে হয় তো আমাদের সুখের যৌবন চলে যাবে।"

—"কি পাগলের মত কথা বল্‌চ! জীবন চির-স্থায়ী হলে, যৌবনও চিরস্থায়ী হবে।"

—"আচ্ছা, যাও তবে। আমি তোমার ও-সব জ্ঞানের কথা বুঝি নে। আমি শুধু এই বুঝেচি, আমার কপাল পুড়েচে। যাই হোক, তুমি শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এসো। আর শীঘ্রই হোক্, বিলম্বই হোক্, এ তুমি বেশ জেনো, আমি তোমারই—চিরকাল আমি তোমারই থাক্‌ব।"

২

সেই অবধি উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইল—আর দেখা-সাক্ষাৎ হইল না···অন্তত অনেকদিন পর্য্যন্ত। সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার নিমিত্ত, এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, রেমো কিছুকাল পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তাহার পর পারী নগরে ফিরিয়া-আসিয়া কোন জনশূন্য গলি-ঘুঁজির মধ্যে একটি পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন; এবং তাহার একটি কক্ষে পরীক্ষাগার প্রস্তুত করিয়া, রাশিরাশি পুরাতন গ্রন্থে—পার্চমেণ্ট-কাগজে—চোয়াইবার পাত্রাদিতে দিবারাত্রি পরিবেষ্টিত থাকিয়া, অবিশ্রান্ত-ভাবে নানাবিধ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার একজন ঝি ছিল, সে আপন-ইচ্ছামত তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা-নিবৃত্তির কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিত। সে শুধু দ্বারে করাঘাত করিয়া অপেক্ষা করিত—ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এইরূপে তিনি অনেক-অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিজন আবাসে কালাতিপাত করিলেন; কত কাল অতিবাহিত হইল, সে বিষয়ে তাঁহার কোন হুঁস ছিল না—তাঁহার বয়সেরও তিনি কোন খবর রাখিতেন না।

এই অদ্ভুত জীবনে, কত যুঝাযুঝি, কত বিভ্রম, কত বিড়ম্বনা, কত আশাভঙ্গ ঘটিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে।

কিন্তু একদিন তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—পরিশ্রম সার্থক হইল;—অমরজীবনের সেই দুর্লভ অমৃতরস অবশেষে তিনি আবিষ্কার করিলেন।

এবার তিনি এতটা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজ শরীরের উপর পরীক্ষা করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল জীবজন্তুর উপরেই পরীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কোনপ্রকার সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। যখনই জীবনকে আহ্বান করিতেন, তখনই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এবার আর কোন সন্দেহ রহিল না। জীবনের কোথায় উৎপত্তি, কোথায় নিবৃত্তি—তাহার রহস্য এবার তিনি উদ্ভেদ করিলেন। এবার মৃত্যুকে জয় করিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইলেন।

সেই আবিষ্কৃত অমৃতরস যেমন তিনি পান করি-লেন, অমনি দেহে নব বল, নব স্ফূর্ত্তি, নব উদ্যম সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। কেন না,

অনেক দিন হইতে শরীর শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এতটা দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মস্তক স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িত। কিন্তু এক্ষণে অভিনব উষ্ণ শোণিত তাঁহার ধমনীতে মহাবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি উল্লাস-ভরে বলিয়া উঠিলেন:—"বিজ্ঞানের জয়!" কিন্তু উল্লাসে তিনি এতটা অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সেই অমৃতের শিশিটা তাঁহার হাত হইতে ফস্‌কাইয়া ভূতলে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় সেই ভগ্নাবশিষ্ট শিশির দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং নিকটস্থ জ্বলন্ত হাপরের নীলাভ প্রভায় দেখিতে পাইলেন, সেই ভগ্নাবশিষ্ট শিশির তলায় সুধু একটি-ফোঁটা রস ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

——"এক ফোঁটা—শুধু একটি ফোঁটা। মার্গারীট্, এই ফোঁটাটি তোমার জন্য রইল। এখন জগৎ মরে মরুক্, তাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের দু'জনের জন্য তো অনন্ত জীবন সঞ্চিত হ'ল।" এই কথা বলিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং বিক্ষিপ্তচিত্তে রাস্তা পার হইয়া সহরের ভিতর দিয়া গিয়া, মার্গারীটের খুল্লতাত—গির্জ্জার সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের ভবন পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন।

তাঁহার খোঁজ করায় সেখানকার লোকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তিনি যে ৩০ বৎসর হইল, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আচ্ছা, কিন্তু মার্গারীট!... তাহার ঠিকানা পাইতেও অনেক বিলম্ব হইল; কেন না, সে অঞ্চলে মার্গারীট্‌কে কেহই জানিত না। কেবল একজন বৃদ্ধা বলিল, মার্গারীট্-নামে একটি যুবতীকে পূর্ব্বে সে জানিত, এক্ষণে অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র তাহার মনে রহিয়াছে। সেই বৃদ্ধা তাহার সন্ধানে তাঁহার সঙ্গে যাইবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই বৃদ্ধার সাহায্য না পাইলে তিনি কখনই মার্গারীটের নিকট পৌঁছিতে পারিতেন না।

বৃদ্ধার কথামত কোন একটা রাস্তা ধরিয়া রেমো একটি ক্ষুদ্র দোতলা-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে সেই বাড়ীতে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। দ্বার খুলিল। মার্গারীটের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করায় কে-একজন উত্তর করিল:—"ওগো, এখানে না।"

রেমো গৃহে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আবার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন:—"মার্গারীট্ জেনেব্রার!—মার্গারীট্ জেনেব্রার!"—

পাণ্ডুবর্ণ বলিতচর্ম্ম অস্থিচর্ম্মসার একজন বৃদ্ধা একটা বড় আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিল, সে স্খলিতপদে অতি কষ্টে উঠিয়া বলিল:—"মার্গারীট্ জেনেব্রার? তা হ'লে আমিই বোধ হয়।"

——"তুমি!...বৃদ্ধা, তুমি কি ক্ষেপেছ? আমি মার্গারীট্‌কে খুঁজ্‌চি;—সে সুন্দরী, সে যুবতী, তার সোনালী রংঙের চুল, লাল টুকটুকে ঠোঁট।"

তাহার পর ঘরের দেয়ালে একটি আয়তলোচনা তরুণীর চিত্র দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন:—"ঐ-ই আমার মার্গারীট্, ওকেই আমি ভালবাসি, আর ঐ-ই আমার জন্যে অপেক্ষা করে' থাক্‌বে বলে' শপথ করেছিল।"

মার্গারীট্ প্রথমে চিত্রের উপর—তাহার পর রেমোর উপর বিষাদময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; পরে তাহার মুখে একটি বিষণ্ণ হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। সে বলিল:—"আমিই সেই; আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করি নি; আমি সেই অবধি তোমার জন্য অপেক্ষা করে' ছিলেম—কিন্তু তুমি ক্রমাগত বিলম্ব কর্‌তে লাগ্‌লে...তোমার আসবার পূর্ব্বেই, দুরন্ত কাল এসে, এই দেখ, আমার সেই সুন্দর মুখে দুরপনেয় চিহ্ন রেখে গেছে।"

——"তুমি মার্গারীট? তোমার এই দশা?"

ঐ রমণীর মুখে তখনও বিষাদের হাসিটি মিলাইয়া যায় নাই।

——"কিন্তু রেমো, তুমি কি মনে কর, তোমাকে পূর্ব্বে যে-রকম দেখেছিলেম, তুমিও সেই-রকম আছ? তোমার মুখটা একবার আয়নায় দেখদিকি সখা"—এই বলিয়া মার্গারীট্ তাঁহার হাত ধরিয়া একটা আয়নার সম্মুখে লইয়া গেল। রেমো আয়নায় মুখ দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন পূর্ণ-যৌবনে নিদ্রা গিয়াছিলেন, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া এখন জাগরণ করিলেন। বলিলেন:—"এ মানসিক ভ্রমের ফল।"

—"না সখা, এ কালের ধর্ম্ম।"

—"আচ্ছা, আমাদের শেষ দেখা-শুনার পর কত বৎসর হ'য়ে গেছে বল দিকি।"

—"অর্দ্ধ-শতাব্দী।"

রেমো মাথায় হাত দিয়া একটা কাঠের টুলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

—"বল কি? অৰ্দ্ধ-শতাব্দী?—এ কি কখন সম্ভব?"

এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গতানুশোচনা উপস্থিত হইল—সমস্ত মনের সুখ চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার চোখে বিদ্যুৎ ছুটিল। তিনি বলিলেন:—"যার অনন্তকাল বাঁচ্‌বার কথা, তার পক্ষে অর্দ্ধ-শতাব্দী কি?" এই কথা বলিয়া অঙ্গুলী হইতে একটা সোনার আংটি টানিয়া বাহির করিলেন,—তাহার মণি-কোষে এক-ফোঁটা অমৃতরস সঞ্চিত ছিল। আংটিটি মার্গারীটের হস্তে অর্পণ করিয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিলেন:—"পান কর, পান কর, তোমাকে আমি অমর করে' দিচ্চি।"

মার্গারীট্ আংটিটা এক পাশে রাখিয়া, বুকের জামা ছিঁড়িয়া নিজ কুৎসিত বিলোল বিকলাঙ্গ দেহ-যষ্টি দেখাইল—রেমো শিহরিয়া উঠিলেন! মার্গারীট্ বলিল:—"ঈশ্বর প্রতি বসন্ত-ঋতুতে প্রকৃতিকে কি করে' নূতন যৌবনের সাজে সাজিয়ে দেন, তা ঈশ্বরই জানেন। তোমার মত আমার শাস্ত্র-জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু আমার কাণ্ডজ্ঞান আছে। এ শরীর তো একটা জড়পিণ্ড মাত্র, এক সময়ে নষ্ট হবেই; আমাদের আত্মাই অমর—ঈশ্বর মানুষের আত্মাতেই দিব্যপ্রাণ সঞ্চার করেছেন! এ বিষয়ে আমার কাকা যা' বল্‌তেন, তাই ঠিক। দেখ সখা, তুমি তোমার সময়ের অপব্যবহার করেছ।"

—"যাক্, তবে চুলোয় যাক্!—পূর্ব্বে যদি তুমি আমাকে এ কথা বল্‌তে"…এই বলিয়া আংটিটা সবলে পদদলিত করিলেন।

সেই অমৃতবিন্দুটি বাষ্পাকারে বায়ুতে মিলাইয়া গেল এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রহস্যময় মূলবীজে প্রাণশক্তি প্রত্যর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্বপদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

৩

একবৎসর পর রেমো শুনিলেন, মার্গারীটের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভক্তিভাবে তাঁহার অন্তিম-নিবাস পর্য্যন্ত গমন করিলেন। পরে সঙ্গিহীন, প্রেমহীন, বন্ধুহীন হইয়া ব্যাধ-ধৃত অরণ্যপশুর ন্যায় স্বল্পায়তনবদ্ধ লৌহপিঞ্জরের মধ্যে যেন ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। জীবনে কোন সুখ নাই, কোন আশা নাই, দূর দিগন্তেও কোন লক্ষ্যস্থল নাই—এই ভাবে তিনি এখন জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

পশ্চাতে, সম্মুখে, সর্ব্বত্রই শূন্য।

তাঁহার জীর্ণশরীর কাল-তুষারে ভারাক্রান্ত; মন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত;—চিন্তায় আর সরসতা নাই—দীপ্তি নাই। হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, জর্জ্জরিত। অন্তরাত্মা নিরুৎসাহ, বিষণ্ণ—কোন আশ্রয়স্থল নাই।

অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত; দিনের পর দিন আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই, অবসান নাই।

কে তাঁহার হৃদয়ে এখন বল-বিধান করিবে?—কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে? কার জন্য তিনি এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করবেন? তাঁহার জীবনের এখন প্রয়োজনই বা কি?

এই তমসাবৃত জীবনের ভীষণ মহাশূন্যের মধ্যে, তিনি মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহার হতাশ-হৃদয়ের আহ্বানে মৃত্যু সাড়া দিল না।

যে মৃত্যু দুর্ব্বলের বিভীষিকা ও সবলের আশ্রয়-স্থল, যে মৃত্যুর সিংহদ্বার একদিন-না-একদিন মনুষ্য-মাত্রেরই নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে, যেখান দিয়া মানবের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা অপসারিত এবং যাহার পরপারে শান্তি ও প্রেমের জ্যোতির্ম্ময় দিগন্ত উন্মুক্ত হয়—সেই মৃত্যু তাঁহার আহ্বানে আসিল না।

তিনি এক্ষণে অশ্রুতপূর্ব্ব এক নূতনতর দুঃখের রহস্য জানিতে পারিলেন, কেন না, তাঁহার দুঃখ সাধারণ-মানব-সুলভ দুঃখ নহে।

কোনরূপ আত্মবিনোদনে ভুলিয়া থাকিবেন, সে উপায়ও নাই। লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শিশুবৎ তুচ্ছ বিষয়েতেই রত। তাঁহার নিকট সকলেই শিশু এবং তিনিও আর-সকলের নিকট বৃদ্ধ বাতুল বই আর কিছুই নন। যখন তিনি বিজ্ঞানের কথা পাড়িতেন, লোকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইত। তাহাদের মনে হইত, তিনি যেন অন্য জগতের জীব। তারা বলিত:—"বৃদ্ধ, তোমার সময় ফুরিয়েছে; এখন অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে মানে-মানে তোমার সরে' পড়াই ভালো।"

একদিন বৃদ্ধ রেমো বিদ্রোহী হইয়া, বিজ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং তাহার সাক্ষাৎ-

প্রমাণস্বরূপ স্বীয় বয়ঃক্রম ও বহুদর্শিতার কথা উল্লেখ করিলেন। সেদিন সহরে মহা আমোদ পড়িয়া গেল। রাজপুরুষেরা তাঁহাকে পাগ্‌লা-গারদে বদ্ধ করিয়া রাখিল। কিছুদিন পরে, নিরীহ পাগল ভাবিয়া তাঁহাকে আবার ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু মুক্তিলাভ করিয়া এখন তিনি করিবেন কি? ...আবার তাঁহার পরীক্ষাগারে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। ১২ বৎসর ধরিয়া—এবার অমৃত নয়—অমৃতের উল্টা বিষের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র প্রকার বিষ প্রস্তুত করিলেন; তাহার মধ্যে কোনটা বা বিলম্বে ফলদায়ী, কোনটা বা বিদ্যুৎবৎ আশুকার্য্যকারী। সেই সকল বিষ আততায়ী ও চিকিৎসকদের বেশ কাজে লাগিল, কিন্তু তাঁহার নিজের উপর কোন ফল ফলিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন:—"আমি এখন দেখ্‌চি, সে বিষ তেমন মারাত্মক নয়, যাতে মানুষ মরে; সেই বিষই মারাত্মক, যাতে মানুষ বাঁচে।"

তিনি নিজের উপর ঐ সকল বিষের পরীক্ষা করিতে গিয়া ভীষণ মর্ম্মভেদী যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কেন না, যদিও তাঁহার শরীর মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া কষ্টযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। যন্ত্রণায় তাঁহার শরীর এক একবার বাঁকিয়া চুরিয়া যাইত; তাঁহার আর্ত্তনাদ দূর হইতেও লোকে শুনিতে পাইত। কিন্তু প্রতিবারেই, সঙ্কট-মুহূর্ত্ত কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাণযন্ত্র আবার যেন সবেগে চলিতে আরম্ভ করিত। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন।

একজন বিজ্ঞানাচার্য্যের কথা তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে নিজে কোন উপায় করিতে না পারিয়া, তাঁহারই নিকটে যাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। সেই বিজ্ঞানাচার্য্য তখন জরাপ্রভাবে মুমূর্ষু—রোগ-শয্যায় শয়ান।

রেমো নিজ-নাম জানাইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুকের মুখশ্রীতে মনুষ্যের স্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গৃহের রমণী ও শিশুগণের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। বিজ্ঞানাচার্য্যকে রেমো বলিলেন:—"আমাকে উদ্ধার করুন।"

——"তুমি কি চাও?"

——"মরতে চাই।"

বিজ্ঞানাচার্য্য উত্তর করিলেন:..."কাল এসো, প্রত্যুষেই এসো; কেন না, তোমাপেক্ষা আমি ভাগ্যবান্; আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে—আমার মৃত্যু আসন্ন।"

——"তার জন্য আপনি কি দুঃখিত নন?"

——"আমার কার্য্য শেষ হয়েচে।"

তাহার পরদিন রেমো গিয়া দেখেন, বৃদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্যের মৃত্যু আসন্ন—তিনি যন্ত্রণায় কাতর; তথাপি শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন:—"রেমো, কাল থেকে আমি অনেক চিন্তা করেছি, অনেক আলোচনা করেছি, কিন্তু তোমার কাছে এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্চি, আমি কিছুই সন্ধান পাই নি। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তোমাকে অনন্ত জীবন ভোগ করতে হবে...কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ো না। আমার কথাগুলি শেষ পর্য্যন্ত শোনো।

"যে কাজ একজনের দ্বারা না হয়, কতকগুলি লোকের দ্বারা তা সম্পন্ন হ'তে পারে। যে কাজ এক-পুরুষে অসাধ্য, ২০ পুরুষে তা সিদ্ধ হতে পারে। বিজ্ঞান একজনেরও নয়, একপুরুষেরও নয়, এক-যুগেরও নয়; বিজ্ঞান সমস্ত মানবমণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি। আমার সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করলে সত্যের একটি খণ্ডাংশমাত্র লাভ করতে পারবে। আমি সাধারণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছিলেম বলে কিয়ৎ-পরিমাণে সফল হয়েছি। তুমি আমার সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসকল পাঠ কর,—আমার মৃত্যুর পর যে-সকল লেখক গ্রন্থ লিখবেন, তাঁহাদেরও গ্রন্থ পাঠ কোরো। আর তুমি নিজেও অবিরাম বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে থাক্; বোধ হয়, তুমিও সৌভাগ্যক্রমে কোন-দিন সাধারণের কাজ এগিয়ে দিতে পারবে। তখন সেইদিন তোমার নিকটে ধ্রুব-সত্য—পরম-সত্য প্রকাশ পাবে—সেইদিন তুমি অনন্ত-শান্তি লাভ করবে।"

রেমো বলিলেন:—"কিন্তু তুমি কি মনে কর, আমি এত দিন হাত গুটিয়ে বসেছিলেম, আমিও এর জন্য অনেক খেটেচি।"

—"হাঁ, তুমি তোমার নিজের জন্য খেটেচ; সে খাটুনি মানব-সাধারণের কোন কাজে আসে নি, তাই নিষ্ফল হয়েচে। অন্যের জন্য যদি তুমি খাট্‌তে, তা হ'লেই তোমার খাটুনির উচিত মূল্য পেতে পারতে।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিজ্ঞানাচার্য্য ইহলীলা সংবরণ করিলেন; তাঁহার

আত্মীয়-স্বজন যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, যাহারা এই অন্তিম সময়ে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ যাহারা তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত—তাহারাও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিল।

এদিকে রেমো কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন বটে, তথাপি উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এখনও দীর্ঘকাল তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে; সেই বিজ্ঞানাচার্য্যের জ্ঞানগর্ভ কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তিনি এক্ষণে তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাসভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের এখনও অনেক বিলম্ব আছে—এখনও দীর্ঘকাল তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। সার্ব্বভৌমিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে এক্ষণে তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করিলেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—"অন্ধকার দূর হয়েচে, আলো দেখা দিয়েচে।" এতদিনের পর, জীবনের পুরস্কারস্বরূপ তিনি মৃত্যুকে লাভ করিলেন।

তাঁহার সমাধি-স্তম্ভের প্রস্তরে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষুদিয়া রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন:—

"আলোক যেমন অন্ধকারকে—বিজ্ঞান সেইরূপ অমঙ্গলকে দূর করিয়া দেয়। রহস্যের দ্বারা নহে, পরন্তু অর্জ্জিত বিজ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন। অবশেষে আত্মা স্বীয় পার্থিব-সম্বন্ধ হইতে—অজ্ঞান হইতে—ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই মহাবিশ্বের মহাসমষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে—যাহার আদি নাই, যাহার অন্ত নাই।"

হাবিলদার কন্দর্প সিংহের ভালবাসা

(ফরাসিস্ গ্রন্থকার ভ্যালোয়ার গ্রন্থ হইতে)

আমার বেশ স্মরণ হয়, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই অদ্ভুত ঘটনাটি কানপুর সহরে ঘটিয়াছিল। সেখানকার বৃদ্ধেরা এখনও গল্প করে, সেই ব্যাপারটি লইয়া সেই সময় কত হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এখনও সেই তরুচ্ছায় পথ দিয়া যাইতে যাইতে লোকে মৃদুস্বরে সেই কথা বলাবলি করে।

সে দিন সন্ধ্যার সময়, কেন জানি না, আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলাম। তামাকু সেবন করিয়া সেই বিষাদের ভাবটা তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম—তামাকুটা অত্যন্ত কটু বোধ হইল; মুখে রুচিল না। ঘরের দরজা-জানলা দিয়া চারিদিক্ হইতেই যেন একটা অবসাদের বায়ু বহিতেছিল। এমন সময়ে দ্বারের নিকট একটা পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। বিরক্তভাবে উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমার বন্ধু কন্দর্প সিং হুড়মুড় করিয়া ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। তাঁর ভাব দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কেন না, তাঁর ওরূপ প্রকৃতি নহে। তিনি স্বভাবতই একটু ঢিমে চালের লোক। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন:—"আঃ বাঁচলুম, তুমি ঘরে আছ!"

আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি?"

—"এমন কিছু না—আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে তুমি বাহিরে গিয়া থাক, এখন তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলেম।"

—"এসো ভাই, বোস! ভাগ্যি তুমি এলে; ঠিক সময়ে এসেছ। আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়েছিল। এখন তোমার সঙ্গে দু দণ্ড কথা কয়ে বাঁচব।"

আমরা দুজনে বসিলাম।

কন্দর্প সিংহ অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন হাবিলদার। যুবা বয়স; লোকটা একটু কল্পনা-প্রিয়। তিনি কল্পনা করিতেন, সহরের তাবৎ রমণী তাঁর জন্য উন্মত্ত; তার উপর আবার যখন এক ছিলিম চরোশ টানিতেন, তখন তো আর কথাই ছিল না। তখন তিনি যার-পর-নাই, গলগল ভাব ধারণ করিতেন। আর মনে করিতেন, কোন্ রমণী তাঁর সেই মনোমুগ্ধকর ভাব দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে!

কন্দর্প সিংহ দেখিতে মন্দ নহে; মুখে বেশ রক্তের আভা আছে; ওষ্ঠাধর রক্তিমাভ; ঘন সন্নিবিষ্ট গুম্ফরাজি; বন্ধুক-নিন্দিত নাসিকা; অল্‌-অল্ নেত্রদ্বয়। যখন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার দেহে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না, মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার মনে কোনও উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে; কেবল মনে হইল, তিনি যেন একটু শ্রান্ত-ক্লান্ত। কিন্তু কন্দর্প সিংহের সেই সদর্প নারী-বিজয়ী ভাবখানাও যেন আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি সংবাদ?"

—"সংবাদ আর কি ভাই—এই দেখো, কানপুর থেকে আস্‌চি।"

—"কানপুর থেকে?"

—"হাঁ, কানপুর থেকে, ঘোড়ায় চড়ে, ২০ ক্রোশ রাস্তা খুব ছুটিয়ে এসেছি।"

—"খুব ছুটিয়ে? তবে কি তুমি পলাতক হয়ে এসেছ?"

—"হাঁ, প্রায় তাই।"

—"ব্যাপারটা কি, তবে বল। শোনা যাক্, কি হয়েছে। তোমার টাকা-কড়ি সম্বন্ধে..."

—"টাকাকড়ির বিষয় হলে তো বাঁচ্‌তুম—ওরকম তুচ্ছ বিষয়ের জন্য নাকি কারও মাথাব্যথা হয়।"

—"দূর কর ছাই! শীঘ্র বলে ফ্যালো না। তবে কি?—তুমি বুঝ্‌তে পারচ না, আমার কতটা কৌতূহল তুমি উদ্রেক করেছ। কোন মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপার?"

—"মারামারি কি জন্য?"

—"তা বটে, মারামারি করে তোমার লাভটা কি, তবে যদি মনে করে থাক ঐ এক আমোদ— তা ছাড়া, কখন্ কি ঘটে তা তো।"—

—"না, মারামারি ব্যাপার কিছুই না।"

—"তবে কি?—মাথামুণ্ডু!—তবে কি?"

—"এখন ভাই তামাসা রেখে দেও।"

—"আমি তামাসা কচ্ছিই বটে!"

—"তা ভাই কে জানে, আজকালের যে-রকম ধরণ—আমার যা হয়েছে, তা আমিই জানি।"

—"তা এসো ভাই, তুই এক ছিলিম টানা যাক— তা হলে তোমার।"—

—"না, ভাই, আজ এক ছিলিমও না।"

—"তবে সত্যই দেখ্‌চি একটা কি গুরুতর ব্যাপার হয়েছে। আমি তোমাকে এমন ভাবিত হতে কখনও দেখি নি।"

—"আমি অতি নির্ব্বোধ, তাই কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে; তাই তোমার কাছে আজ দৌড়ে এলুম। তোমার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তুমি বোধ হয় এই ঘটনার কিছু অর্থ বল্‌তে পারবে। সেই ঘটনাটা আমার মনে রাতদিনই জাগ্‌চে।"

—"বল, আমি শুন্‌চি; আমি খুব মন দিয়ে শুনব, তার জন্য ভেবো না।"

"প্রথমেই তোমাকে একটি কথা বলি; আমার ভাই একটি বান্ধবী আছে"…

—"হুঁ! এই দুর্ব্বলতাটুকু আমার কাছে প্রকাশ করবে কি না, প্রথমে আমার একটু সন্দেহ ছিল।"

—"কিন্তু তুমি যদি এই রকম করে ঠাট্টা কর"…

—"না ভাই, হাবিলদার সাহেব, আর না; এই আমি মুখ বন্ধ করলুম। এখন বল।"

—"তা, আমার এই বান্ধবীটি অতি চমৎকার দেখতে; আর, তার প্রতি আমার যে ভয়ানক আসক্তি জন্মেছে, এ কথাও তোমার কাছে স্বীকার করচি।

তিন দিন হল, আমরা একটু ছুটি পেয়েছিলুম; ছুটির সময়টা কি করে কাটাব কিছুই স্থির করতে না পেরে, আমি, আর আমাদের পল্টনের একজন সুবেদার—আমার বন্ধু, আমরা দুইজনে আমাদের বারিক থেকে বেরিয়ে পড়লুম্। বেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে বরাবর চল্‌তে লাগলুম। চল্‌তে চল্‌তে রাত্তির হয়ে পড়ল। অন্ধকার ক্রমেই বাড়তে লাগল। তাতে আবার এই শীতকালে নদী থেকে কুয়াশা উৎপন্ন হয়ে সে অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় করে তুল্লে। সে এমন নিরেট অন্ধকার যে, তাতে যেন ছুরি বসে।"

—"আমার বন্ধু. তুলা সিং শীতের হাওয়ায় একটু ক্লিষ্ট হয়ে আমাকে বল্লেন, ওহে, তোমার কি এতই গ্রীষ্ম বোধ হচ্চে যে, কন্‌কনে শীতে নদীর ধারে না বেড়াইলেই নয়? আমার তো এ বেড়ানটা বড় ভাল লাগচে না; এসো, এক কাজ করা যাক, ঐ দোকানে গিয়ে এক ছিলিম গাঁজা টানা যাক।"

—"না, তা হবে না, আমার দুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হবে।" আমার সেই বান্ধবীটির নাম দুলিয়া। "তুমি কি আমার সঙ্গে আস্‌বে?"

—তুলা সিং বলিলেন, "আচ্ছা চল। একজন রূপসীর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটাতে কার না ভাল লাগে?"

সহরের প্রান্তদেশে সেই তরুণীর নিবাস। বরাবর সেই দিকে আমরা চলিতে লাগিলাম।

যদিও অনেকটা পথ, কিন্তু সেখানে একবার পৌঁছিতে পারিলে, আগুন পোহাইয়া পথক্লেশ দূর করা যাইবে, এই আশায় ভর করিয়া শীঘ্রই গম্যস্থানে উপনীত হওয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আশা সফল হইল না।

দুলিয়া বাড়ীতে নাই। বাহিরে গিয়াছে।

ভৃত্য বলিল—"ঠাকরুণ সহরে গেছেন—সেখানে তাঁর নিমন্ত্রণ আছে। বোধ হয় রাত্তিরটা সেইখানেই কাটাইবেন।"

—এই কুসংবাদ শ্রবণ করিয়া তুলা-সিং বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ, তা হলে তা দেখছি কোন আশা নাই। চল, তবে সেই গাঁজার দোকানে যাওয়া যাক্।"

—আমি বলিলাম, "অন্য রাস্তা দিয়ে না গিয়ে, চল যে পথের দুই ধারে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে, সেই ছায়াপথ দিয়ে যাওয়া যাক্—ঐটেই সোজা পথ—ঐ পথ দিয়ে গেলে শীঘ্র পৌঁছন যাবে।"

তাই যাওয়া গেল।

ঘোর অন্ধকার। তাতে ঘন কুয়াশা! পঞ্চাশ কদম যাইতে না যাইতেই দেখি, আমার বন্ধু অদৃশ্য হইয়াছেন। তিনি ডাহিনে গেলেন, কি বামে গেলেন, কিছুই দেখিতে পাইলাম না।" তবে এই পর্য্যন্ত

নিশ্চয় জানিলাম, আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মধ্যে একটা কি ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে।

তাঁর নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর নাই।

তাঁর কথা আর না ভাবিয়া আমি সেই দোকানের উদ্দেশে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ কি একটা যেন আমার পায়ে ঠেকিল। জিনিসটা কি, মাথা হেঁট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম; একটা মড়া-খেগো পথের কুকুর?—না, একটা পাথর? না মানুষ? না জানি কি!—কিন্তু এটা যে নড়িতেছে। নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিলাম। এ কি, এ যে একটা স্ত্রীলোক! পথের ভিকারীর ন্যায় বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছে; যেন শীতে ক্লেশ নাই—বিজনতায় ভয় নাই—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই।

—"এখানে কি কচ্চ ঠাকরুণ, কোন অসুখ করেছে?"

—ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল— "না।"

—"খোলা জায়গায় নিদ্রা যাবার এ তো উপযুক্ত কাল নয়।"

—"এখানেই হউক, অন্যত্রই হউক, আমার কি আসিয়া যায়?"

—"এই ঘোর রাত্রি, ঘন অন্ধকার—কঠোর শীত কাল—এই সময়ে এই স্থানে কেন একাকিনী? এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো"......

—"সকল সময়ই আমার পক্ষে সমান।"

"যদি ঠাকরুণ অনুমতি করেন, আমি আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি"—একটু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-সহকারে আমি এই কথা বলিলাম।

—তিনি বলিলেন—"আচ্ছা।"

এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ভূমি হইতে উত্থান করিলেন এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

বলিতে কি, এই অদ্ভুত ঘটনার প্রথম হইতেই আমার মনে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুরন্ত শীতে কোথায় থর থর করিয়া কাঁপিব, না আমার ললাট হইতে ঘর্ম্ম-বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

আমি কি ভাবিব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সকলই অদ্ভুত—স্বপ্নময়। বাহিরে কুয়াশা, এ স্ত্রীলোকটি কে? এখনও তো ইহার মুখ দেখিতে পাই নাই। দেখিলে কি বিস্ময়ানন্দ উপস্থিত হইবে? কণ্ঠস্বর যেরূপ মধুর, মুখশ্রীও কি সেইরূপ সুন্দর হইবে?

এই উপন্যাসোপযোগী ঘটনাটির পরিণাম না জানি কি হইবে?

—না জানি, কোথায় গিয়া ইহার শেষ হইবে! সুখের আশায় হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিল—এক কথায়............ আরে নির্ব্বোধ!

—"হাবিলদার সাহেব, অমন করে আপনাকে ধিক্কার দিচ্চ কেন?"—আমি বলিয়া উঠিলাম। কন্দর্প সিংহ উত্তর করিলেন, "কেন, তা আমিই জানি। কথাগুলো শুনে যাও, একটু পরে তুমিও জান্‌তে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতেছিলেন; আমি অবাক হইয়া অন্যমনস্কভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলাম। অবশেষে একটা অট্টালিকার সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।......কিন্তু মুখ কি করিয়া দেখা যায়?—একে অন্ধকার, তাতে কুয়াশা—আবার মুখ কতকটা কাপড়ে ঢাকা। বুঝ্‌তেই তো পার ভাই, মুখটাই হচ্চে প্রধান জিনিস।

—পাঁচ মিনিট পরে থামিলেন। যদি জিজ্ঞাসা কর সেটা কোন্ রাস্তা, আমি তো তখন কিছুই জানিতে পারি নাই; কিন্তু আমি আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

—"এই আমার বাড়ী, ভিতরে আসবার ইচ্ছা আছে?"

এইরূপ প্রস্তাব হইবে, আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই, আর এমন প্রশান্তভাবে তিনি আমাকে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আমি আগ্রহের সহিত তাহাতে সম্মত হইলাম।

আমার কৌতূহল যার-পর-নাই উদ্রিক্ত হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম, যাহাই অদৃষ্টে থাক্, ইহার শেষ দেখিতে হইবে। উঁহার মুখ না দেখিয়া আমি উঁহাকে ছাড়িতেছি না।

সেই অপরিচিতা স্ত্রীলোক বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। একটা তীব্র শব্দ বাটীর অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হইল, কবাট খুলিয়া গেল। দ্বারদেশের দুই ধারে দুইজন ভৃত্য শোকের উপযোগী শুভ্র বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মশাল হস্তে দণ্ডায়মান।

অপরিচিতা আমার সম্মুখ দিয়া রাজরাণীর ন্যায় সদর্প পদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুসরণ করিতে আমাকে ইঙ্গিত করিলেন।

মসালের আলোকে দেখিলাম, তাঁহার সমস্ত দেহ শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত।

—মুখও শুভ্র অবগুণ্ঠনে প্রচ্ছন্ন।

—"তুমি তো ভাই আমাকে চেনো, স্বয়ং যম এলেও আমি ভয় করি না। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার গা কেমন শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আমি অতি কষ্টে সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যে ঘরে আমাকে লইয়া গেল, সে ঘরটি আস্‌বাবে সুসজ্জিত। পুরু মখ্‌মলের আস্তরণ ভূতলে বিস্তৃত— তাহার উপর লেশমাত্র পদশব্দ শোনা যায় না। একটি ঘড়ির উপর আমার চোখ্‌ পড়িল, দেখিলাম, দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হইয়াছে।

কর্ত্রীর ইঙ্গিতমাত্রে ভৃত্যেরা বড় বড় মোমের বাতি ঘরে জ্বালাইয়া উপছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সেই ক্ষীণপ্রভ, চঞ্চল-শিখা দীপাবলী মৃদু আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

আমি আর সেই অপরিচিতা রমণী! ঘরে আর কেহই নাই!

আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। অপরিচিতা ইঙ্গিত করিয়া একটি সিংহাসনে তাঁহার পার্শ্বে আমাকে বসিতে বলিলেন এবং তাহার পরেই তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন।

তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইলাম, আমার নেত্র যেন ঝলসিয়া গেল। এই প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি দেখিবামাত্র আমার পূর্ব্বানুভূত ভয় কাল্পনিক বলিয়া মনে হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সে সমস্ত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ভাই রে, কি আর বল্‌ব—তাকে দেবী বল্‌তে পার, দানবী বল্‌তে পার—তুমি যা ইচ্ছা তাকে বল্‌তে পার—কিন্তু এমন সুন্দরী রমণী আমি জীবনে কখন দেখি নাই!

এখন জান্‌তে চাও, আমাদের মধ্যে কি হ'ল? তোমার দিব্য, আমি কিছুই জানি না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, তাঁহার হস্ত যখন পীড়ন করিলাম, তখন মনে হইল, যেন মর্ম্মর প্রস্তর চাপিয়া ধরিয়াছি। আরও মনে পড়ে, যে নেত্রের দৃষ্টি অমন মধুর, সে নেত্র যেন স্থির ও অচল ছিল; কিন্তু তিনি এমন একটি কোমল দৃষ্টির সহিত স্বাভাবিক ভাবে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন, যে আমার মনে হইল, তিনি যেন আমাকে ভালবাসিয়াছেন। এইরূপ মনে হওয়ায় আমি তখনই জানু পাতিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। এইরূপভাবে কতক্ষণ ছিলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল, চিরজীবন বুঝি এইরূপ ভাবেই থাকিব। আমি আনন্দে মরিয়া যাইতেছিলাম— এক অজ্ঞাত অপূর্ব্ব উন্মত্ততা আসিয়া এই জগতের সীমা ছাড়াইয়া যেন আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। হঠাৎ ঘড়িতে একটা বাজিয়া উঠিল।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির রুক্ষ নিনাদ শ্মশানের হুঙ্কার বলিয়া মনে হইল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম, কেন তা জানি না। পিছনের দেয়ালের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, যে সকল বড় বড় আয়না ছিল, সমস্ত সাদা কাপড়ে আবৃত হইয়া গিয়াছে —বিচিত্র বর্ণের পর্দাগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে— এবং মোমের বাতিগুলি আস্তে আস্তে নিবিয়া যাইতেছে।

এই ছায়াবাজির খেলা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম, আমার সেই অপরিচিতা রমণীকে খুঁজিতে লাগিলাম—জনপ্রাণী কেহই নাই! ভৃত্যেরা?—তারাও নাই! আমি দ্বারের দিকে ছুটিলাম!...

রাস্তার ধারের দিকের দরজাটা খুলিয়া গেল— আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম—এই ভুতুড়ে বাড়ীর মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করিলাম, কি করিয়াই বা সেখান হইতে বাহির হইলাম, এখন কিছুই বুঝিতে পারি না।

অত্যন্ত ঘাম হইয়াছে; কপালের ঘাম মুছিব মনে করিয়া রুমাল বাহির করিতে গেলাম, দেখি রুমাল নাই।

এই অদ্ভুত ব্যাপরটার রহস্য কি, জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল; মুক্ত বায়ুতে আসিয়া আমার মনেরও চাঞ্চল্য অনেকটা দূর হইল; তখন আমার তলবারটা খাপের মধ্য হইতে বাহির করিলাম এবং সেই রহস্যময় অট্টালিকার দেয়ালের উপর তলবার দিয়া খুব একটা গভীর রেখাপাত করিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম এবং যে রাস্তার উপর বাড়ীটি অবস্থিত, তাহাও মনে করিয়া রাখিলাম।

তুমি তো ভাই বুঝ্‌তেই পারচ, এতটা হাঙ্গামের পর একটু বিশ্রাম—একটু বিজনতার আবশ্যক। তাই আমার গৃহে প্রবেশ করিলাম।

তার পরদিন, তুলারাম সিংহকে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা যখন বলিলাম, সে এক তুড়িতে সব উড়াইয়া দিল। আমি বলিলাম, সেই বাড়ীতে আমি তাকে লইয়া যাইব, সে আমাকে পাগল ঠাওরাইল। যা হোক্‌ অনেক বলায় সে আমার সঙ্গে যাইতে অবশেষে সম্মত হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে একটি দূরপনেয় চিহ্ন দিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং সে বাড়ী চিনিতে এখন আমার আর কোন কষ্ট হইল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম, জান্‌লা খড়খড়ি সমস্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ—কবাটের কব্জায় মরিচা ধরিয়াছে; সমস্ত রকম-সকম দেখিয়া একটা পোড়ো বাড়ী বলিয়া মনে হইল। দরজায় ঘা দিলাম, ভিতর হইতে কোন উত্তর নাই। অবশেষে বিরক্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া খুব সোরসরাবৎ আরম্ভ করিলাম। তাহা শুনিয়া পাশের বাড়ীর একজন লোক আপন বাটীর জান্‌লা খুলিল, এবং আমাকে বলিল;—

—"কাকে খুঁজ্‌চেন?"

—"এই বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক থাকেন"—

—"দুই বৎসর হইল তিনি মারা গিয়াছেন; সেই পর্য্যন্ত এই বাড়ী খালি পড়ে আছে।"

—"অসম্ভব!"

—"যদি বাড়ীটা খরিদ করবার অভিপ্রায়ে এসে থাকেন তো ১২ নম্বরের বাড়ীতে যান; সেখানে একটি ভদ্রলোক থাকেন, তিনি সমস্ত সন্ধান বলে দিতে পারবেন।" এই উপকারটুকু পেয়ে আমি তাঁকে সেলাম করলুম, তিনি আবার জান্‌লা বন্ধ করলেন। আমি তখনই সেই ১২ নম্বরের বাড়ীতে গেলাম। কোন রকম করে এই রহস্যটার উদ্ভেদ করিতেই হইবে।

আমরা দুই বন্ধু সেইখানে উপস্থিত হইলে পর ঐ পোড়ো বাড়ীটা খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহাতে, অমুক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

—"সওদাটা খুব ভাল; আর বাড়ীটার মধ্যে গিয়ে যদি একবার দেখেন"—

—"বাড়ীর মধ্যে গিয়েছি।"

—"কি! ভিতরে গিয়াছেন!" এই কথা বলিয়া সবিস্ময়ে আমার দিকে ফিরিলেন; "আমি নিজেই যে এই ছয় মাস তার চৌকাঠ মাড়াইনি—আর, সে বাড়ীর চাবি আমার কাছে—আমার সিন্দুকে বন্ধ······তবে যদি······মাপ করবেন মহাশয়, আপনি বুঝি গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে গিয়েছিলেন?"

—"কাল রাত্তিরে আমি সেখানে গিয়েছি—কিছু না হবে তো দুই ঘণ্টা ধরে একটি সুন্দরী রমণীর সঙ্গে একত্র ছিলুম।"

অমুক—সহসা আমার বন্ধুর দিকে একবার তাকাইলেন—অর্থাৎ আমি প্রকৃতিস্থ কি না, সে-বিষয় নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন।

তাঁহার ভ্রম আমি বুঝিতে পারিলাম, এবং তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বাড়ীর তন্নতন্ন বিষয় বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলাম।

—"আমি বুঝেছি মশায়, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস কচ্ছেন না, কিন্তু আমি ইহার একটা প্রমাণ দিতে পারি। সেই বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় আমার রুমাল সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। যদি সেইখানে গিয়া সেই রুমালটা আবার পাই—তাহলে আপনি কি বলেন?"

—"কি আর বল্‌ব—তাহলে আপনি যে দাম বল্‌বেন, সেই দামেই বাড়ীটা আপনাকে বিক্রী করব।"

—তুলারাম সিংহকে চুপি চুপি বলিলাম—"অমনি দিলেও লই না।"

অমুক—আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—আমরা একত্র সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অমুক—মাকড়শার জালে ঢাকা দ্বার-লগ্ন তালার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিলেন।

—"এখন ফিরে যাবেন?"

—"না—এখনও না!"

—"কিন্তু এই দরজা ছয় মাস ধরে খোলা হয় নি।"

"আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বল্‌চি, আমি কাল এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি।"

অবশেষে আমরা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

সমস্তই পোড়ো বাড়ীর মত। দেয়াল ছাতা-ধরা; মেঝে ধূলোয় ভরা; ছাদ ফুটো-ফাটা; সিঁড়ি পর্য্যন্ত ঘাসে আক্রান্ত। কিন্তু সেই বড় দালান-ঘরে

প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই আমার রুমালটা নজরে পড়ল। রুমালটা সেই সিংহাসনের উপর ছিল!···

—"যা ঘটেছিল, সমস্তই তো তোমাকে ভাই বল্লুম, এখন তোমার কি মনে হয় বল দেখি ?"

—"হাবিলদার, তোমাকে কি কখন নিশিতে পায় ?"

—"তা তো আমি কখনও টের পাই নি।"

—তুমি কি······কি করে বলূব ?······তোমার বন্ধুর সঙ্গে একত্র যখন বারিক থেকে বেরিয়েছিলে—ছুই এক দম্······?

—"উহুঁ"—তা তো কৈ মনে হচ্ছে না।"

"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে করে দেখ দিকি। তুমি চীৎ হয়ে শুয়েছিলে কি না? চীৎ হয়ে শোয়ার দরুণ তুমি এই রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে থাক্‌বে। সেই স্বপ্নের ভাবটা এখনও তোমার মন থেকে যাচ্চে না।"

ইহার ছয় মাস পরে হাবিলদার কন্দর্প সিংহ ভারতবর্ষের কোনও সীমান্তবর্ত্তী বন্যজাতির সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। আমার প্রশ্নের উত্তর আর পাইলাম না।

অনুতাপিনী সন্ন্যাসিনী

(ফরাসী লেখক ইউজেন্-ডোরিয়াক্ হইতে)

১

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়মাসের আরম্ভভাগে একটি রমণী টুলুজ্-নগরীর রাজপথ দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছিল। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার জন্য, মধ্যে-মধ্যে থামিতেছিল, আবার চলিতেছিল। অবশেষে একটা মঠের নিকট উপনীত হইয়া বলিল :—"মঠধারিণীর সহিত আমি সাক্ষাৎ কর্‌তে চাই।" অমনি লৌহ-গরাদিয়া-বেষ্টনের প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া, একটা কাম্‌রার মধ্যে লইয়া গেল। সেটি স্তবপাঠের স্থান ;—সুন্দর সজ্জায় সুসজ্জিত, কুসুমগন্ধে আমোদিত। সেই অপরিচিতা সন্ন্যাসিনী তাহাকে সেখানে একাকিনী রাখিয়া, একটি কথা না বলিয়া, প্রস্থান করিল। একটু পরেই, আর একজন রমণী গর্ব্বিত পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অভিবাদন করিল। পরে, আগন্তুককে একখানি আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, দুইজনেই উপবেশন করিল।

বিলাসের সামগ্রী যতদূর মূল্যবান্ ও ইন্দ্রিয়াকর্ষক হইতে পারে, সেই সব সামগ্রীতে এই কক্ষটি সুসজ্জিত; এইরূপ সুসজ্জিত ঘরে, এই দুইটি রমণীকে যদি কেহ এই সময়ে দেখিত, সে নিশ্চয়ই মনে মনে কত কি ভাবিত, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না।

এই দুই রমণীর মধ্যে, একজনের দেহের উচ্চতা, সচরাচর স্ত্রীলোকের যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ। যৌবনে ইহারই মধ্যে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। পরিধানে মোটা ফ্ল্যানেলের কাপড় ; গলার নীচের দিকে একটু খোলা ; মিহি-সূতার "শেমিজ," জামার ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে। চোখের তারা কৃষ্ণবর্ণ ও অগ্নিময়। কপোলের দুই দিকে পাকানো সলিতার ন্যায় দুইটি কৃষ্ণাভ অলক-দাম লম্বিত ; তাহাতে তাহার মুখের শুভ্রবর্ণ আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়া রমণীর মুখশ্রী কর্ত্তব্য-কঠোর, মহত্ত্বসূচক, গুরু-গম্ভীর, রাজমহিমাদীপ্ত ; এবং তাঁহার সন্নিকর্ষের এরূপ প্রভাব যে, তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তাঁহার লৌকিক নাম 'গ্যাব্রিয়েল্', কিন্তু মঠের লোকেরা তাঁহাকে 'মাতাজি-অ্যান্-মারী' বলিয়া ডাকিত।

দ্বিতীয়ার অপেক্ষা, প্রথমা বয়সে ২০ বৎসরের ছোটো ; লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, পাত্‌লা ; বাতাহত নতশির কুসুম-কলিকার ন্যায় ইনি যেন সর্ব্বদাই কাঁপিতেছেন ও নত হইয়াই আছেন। ইহার মুখশ্রী বাস্তবপক্ষে সুন্দর হইলেও, চির-যন্ত্রণার ছাপ যেন উহাতে মুদ্রিত। ইহার সুনীল নেত্রের চারিধারে সুদীর্ঘ পক্ষ্মরাজি ; দুই একটি মোটা অশ্রুফোঁটা যেন তাহাতে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। তাঁহার চিক্কণ কেশগুচ্ছ, কক্ষ-প্রবাহিত সুশীতল মৃদুমন্দ অনিলভরে, বক্ষের উপরে ক্রীড়া করিতেছে। মাতাজি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে বলিলেন :—"ভদ্রে, আমি কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি, কি অভিপ্রায়ে তুমি আমার নিকটে এসেছ ?"

তরুণীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে পরিপ্লুত ছিল, এক্ষণে চোখের জল মুছিয়া সে উত্তর করিল :—"মা, আমি আপনার কাছে সান্ত্বনা পাবার জন্য এসেছি। আমি হতভাগিনী, আমি পাপিষ্ঠা ; কিন্তু আমার দুষ্কর্ম্মের জন্য আমি যথেষ্ট কষ্টও পেয়েছি। আমার মা-বাপ আমার কাছে সর্ব্বদাই বল্‌তেন, 'অনুতাপ কর্‌লে ঈশ্বর মার্জ্জনা করেন।' কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনুতাপ যথেষ্ট নয়, আমাদের মহাপ্রভু বলেন :— 'যাদের ধন-ঐশ্বর্য্য আছে, তাদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর।' যাতে আমার দোষের ক্ষালন হয়, যাতে আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়, এইজন্য আমি আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি বিসর্জ্জন করে'

আপনার স্নেহময় কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। মা, দয়া করে' আপনার পবিত্র কন্যাদের মধ্যে আমাকে একটু স্থান দিন।"

মাতাজি বলিলেন:—"প্রভুর শান্তিনিকেতনের দ্বার সকল পাপীর জন্যই উন্মুক্ত। তবু একটা কথা যদি তোমাকে বলি, কিছু মনে কোরো না। আমাদের আশ্রমে যে-সব ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে হয়, যে-সব কঠোর সাধনা কর্‌তে হয়, সে-সব তুমি যে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে, তোমার শারীরিক অবস্থা দেখে তা মনে হয় না। তোমার শরীর দুর্ব্বল, তোমার স্বাস্থ্য..."

তাঁহার কথা শেষ না হইতে-হইতেই আগন্তুক বলিল:—"হা ভগবান্! তা হ'লে পথহারা হয়েই কি এইভাবে আমায় চিরকাল ঘুরে বেড়াতে হবে? মাতাজি, আপনার দয়ার শরীর, আপনি মমতাময়ী; আপনাকে আমি অনুনয় কর্‌চি, আপনার কাছ থেকে আমাকে দূর করে দেবেন না। এ সংসারে আমার আর কেউই নেই। এখন আর আমার স্বামী নেই—আর বোধ হয় পুত্রও নেই।"

বেচারি বাস্তবিকই বড় কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া মাতাজির হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি আগ্রহ-ভরে আরও কাছে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং অতীব মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন:—"বাছা, তোমার চোখের জল মোছো। তোমাকে আমার কাছ থেকে দূর কর্‌বার কোন অভিপ্রায় নেই। তোমার প্রতিজ্ঞা যদি অটল থাকে, অন্য কাজে লিপ্ত হবার যদি তোমার যথেষ্ট মনের বল থাকে, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে তুমি থাকো। আমরা তোমাকে সান্ত্বনা দেব। আর এ কথা ভরসা করে' বল্‌তে পারি, তোমার প্রার্থনার সঙ্গে যদি আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তা হ'লে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।"

বলিতে বলিতে তিনি একবার থামিলেন এবং খুব মনোযোগের সহিত সেই আশ্রয়প্রার্থিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন; তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"কিন্তু আমাদের আশ্রমের নিয়ম-অনুসারে, প্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক, তুমি কোথা হ'তে আসচ। বোধ হচ্ছে তুমি বিদেশিনী। তুমি কে বল দিকি? তোমার কি কোন আত্মীয়স্বজন নেই? তুমি যে সঙ্কল্প করেছ, তার জন্য তাঁদের কাছে কি তোমার জবাবদিহি কর্‌তে হবে না?"

এই প্রশ্নগুলি পর-পর একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায়, আগন্তুক একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পাণ্ডুবর্ণ কপোল ঈষৎ রক্তিমা-রঞ্জিত হইল।

কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সামলাইয়া-লইয়া, অবিচলিত-প্রশান্ত-ভাবে ও সম্পূর্ণ-দৃঢ়তা-সহকারে উত্তর করিল:—"লণ্ডনের পার্শ্ববর্ত্তী কোন-এক পল্লীতে আমার জন্ম! আমার নাম, ক্রশ-বেরীর 'ক্যাথেরাইন্'। আমি ডার্ম্মুথের কৌন্‌টেস্...আমি জন্মাবধি ক্যাথলিক্-ধর্ম্মাবলম্বী।"

এই কথাগুলি বলিয়া, ঐ আগন্তুক রমণী তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে একটি ইস্‌পাৎ-মণ্ডিত বাক্‌সো বাহির করিল। বলিল:—"মা, এই বাক্‌সোটি আপনি রাখুন, এর ভিতরে আমার যৌতুকের ধন-রত্ন আছে। কিন্তু তার চেয়েও যে একটি মূল্যবান্ জিনিস আমার আছে, তার সন্ধান আপনি ওতে পাবেন। অবশ্য আপনার কাছে সেটি মূল্যবান্ নয়; কিন্তু এ সংসারে সেইটিই আমার একমাত্র ধন, সেইটিই আমার একমাত্র বন্ধন। আহা! আবার যে আমি তাকে দেখ্‌তে পাব, সে আশা আর আমার নেই...আমার শিশুটিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে; ফ্রান্‌সে নিয়ে যাবার জন্যে, তাকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে যদি এখনও বেঁচে থাকে, আর যদি কোনোদিন আপনি তার কথা শুন্‌তে পান, তা হ'লে আপনি এই বাক্‌সোটি তাকে দেবেন, আপনার কাছে এটি গচ্ছিত রইল। ওরই মধ্যে, সে তার মায়ের অন্তিম-কালের ইচ্ছে জান্‌তে পার্‌বে।"

২

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহার দুই বৎসর পরে, টুলুজ-নগরে সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, ডার্ম্মুথের কৌন্‌টেস্ মঠে গিয়া সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে, মঠের ভজনালয়টি চিত্রিত পর্দ্দায় ও অতীবদুর্লভ এবং সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমগুচ্ছে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেকালে মঠগুলি যার-পর-নাই জমকালো সাজসজ্জায় ভূষিত হইত। তাহার কারণ, সম্রান্তবংশের ও রাজপরিবারের মহিলারাও সে

সময়ে কখন-কখন মঠের আশ্রয় লইতেন। এইজন্য মঠের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও রাজকীয় আড়ম্বর ও ঘটা পরিলক্ষিত হইত।

প্রথমে ১০ই আষাঢ় দীক্ষার দিন স্থির হয়, কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি পীড়িত হওয়ায়, দশদিন আরও পিছাইয়া যায়। কেন না, শ্রদ্ধাস্পদ মাতাজি ভিন্ন দীক্ষাকার্য্য আর কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না।

আজ সেই দীক্ষার দিন। অনুষ্ঠানের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, শুভ্রবসনা অবগুণ্ঠিতা কুসুম-কিরীটিনী দীক্ষা-প্রার্থিনী, স্বীয় ধর্ম্মমাতার হস্তে সমর্পিতা হইলেন। কারণ, নিজ পরিবারবর্গের অভাবে, সেই ধর্ম্মমাতাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নগরে আনিয়াছিলেন। মঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, মঠধারিণী মাতাজি দীক্ষার্থিনীকে বলিলেন:—"যাও বৎসে, তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্চি; সংসারে গিয়ে যদি সুখী হবার আশা থাকে, তা হ'লে, সেইখানেই থেকো, আর এখানে ফিরে এসো না।"

খুব জমকালো বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ডার্মুথের কৌন্‌টেস্ সমস্ত সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। উৎসবসজ্জার ন্যায় সুসজ্জিত নগর-গির্জাগুলি পরিদর্শন করিলেন। কিন্তু সংসারের এই সমস্ত আড়ম্বর দেখিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—তিনি বিনা-পরিতাপে মঠের ভজনালয়ে আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং সুপবিত্র বেদী-স্থানের প্রবেশ-পথে তাঁহার জন্য যে 'প্রার্থনা-ডেস্‌কো' প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে তাঁহার ধর্ম্মমাতা উপবিষ্ট হইলেন।

তখন কৌন্‌টেস্ দেখিলেন, সঙ্গীতের স্থানে অনেক মঠ-সন্ন্যাসিনী সমবেত হইয়াছেন। আরো দেখিলেন, দুটি 'ক্রুশ্'—যাহার মধ্যে একটি অবগুণ্ঠনে আবৃত; কতকগুলি মোমবাতি—যাহা 'স্মৃতি-ভোজ' (communion) অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত; একটা প্যাটরা—যাহাতে সন্ন্যাসিনার পরিচ্ছদ রক্ষিত; একটি কাঁটার মুকুট; একটি রূপার চিলিমচী; একখানি কাঁচি—যাহা দিয়া পরে তাঁহার সুন্দর কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিতে হইবে;—এই সকল সামগ্রী সেইখানে স্থাপিত হইয়াছে। দীক্ষার্থিনীর সম্মুখে একটি বাতির ঝাড় রক্ষিত, তাহাতে একটি বাতি জলিতেছে। 'খৃষ্টদেহ-স্মৃতিভোজ'-সংক্রান্ত উপাসনা (mass) হইতে আরম্ভ করিয়া, 'নৈবেদ্য-উৎসর্গ-বন্দনা' (offeratory) পর্য্যন্ত এই বাতিটি জলিবার কথা। একটু পরে, দীক্ষার্থিনী একাকিনী উঠিয়া পুরোহিতের হস্তে তাঁহার দেয় নৈবেদ্য অর্পণ করিলেন।

'মাস্'-উপাসনা শেষ হইলে, ক্যাথেরাইন্ স্বীয় ধর্ম্ম-মাতার সহিত বেদী-স্থানের (sanctorium) গরাদিয়ার নিকট ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলেন। মঠধারিণী মাতাজিও স্বীয় সহকারিণীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানে আগমন করিলেন।

কৌন্‌টেস্ নতজানু হইয়া বসিলেন। মঠধারিণী মাতাজি দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন:—"বৎসে, তুমি কি চাও?"

ক্যাথেরাইন্ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন:—"আমি ঈশ্বরের কৃপা চাই; আপনার মঠে দীক্ষিত হ'তে চাই; এবং আপনি যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী, সেই সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান কর্‌বার অনুমতি চাই।" মঠধারিণী আবার বলিলেন:—"যিশুখৃষ্টের যুপ-কাষ্ঠ চিরকাল বহন কর্‌বে বলে' কি তুমি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছ?"

—"হাঁ মাতাজি।"

—"ধর্ম্মজীবনের কঠোর-ব্রতাদি-সাধনের বল কি তোমার আছে?"

"হাঁ মাতাজি, আমি ভরসা করি, ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের প্রার্থনার বলে আমার পক্ষে কিছুই দুষ্কর হবে না।"

—"বৎসে, ঈশ্বরের প্রসাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক্, তুমি যেন অবশেষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে পার, ঈশ্বরের কাছে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।"

কতকগুলি অনুষ্ঠানের পর, দীক্ষার্থিনী মঠের দ্বার দিয়া মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলেন। মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্ব্বে, মঠের প্রথা-অনুসারে, তাঁহার কোন নিকটতম আত্মীয়কে তিনি আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। কেন না, তাঁহার কোন আত্মীয় ছিল না। তিনি পশ্চাতে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

একটু পরেই, তিনি মাতাজির পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মাতাজির সহকারিণীগণ তাঁহার লৌকিক বসন খুলিয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে একটি লম্বা জামা, একটি কালো 'গাউন', বক্ষ-পৃষ্ঠের একটি

আচ্ছাদন-বস্ত্র এবং একটি জপমালা তাঁহাকে প্রদান করিল। তাঁহার দীর্ঘ চিক্কণ কেশগুচ্ছ তখনও তাঁহার স্কন্ধের দুই দিকে বিভক্ত হইয়া বিলম্বিত ছিল; কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি তাহা ছেদন করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না। ছেদন করিয়াই একজন সন্ন্যাসিনীকে উহা পুড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহার পর, একটি শিরোবন্ধনের ফিতা, একটি সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন, একটি কণ্টকময় কুসুম-কিরীট দীক্ষিতাকে প্রদান করিলেন। যে তিনদিন তাঁহাকে বিজনবাসে থাকিতে হইবে, সেই তিনদিন এই কাঁটার মুকুটটি তাঁহার মাথা হইতে খুলিতে পারিবেন না।

এইরূপ সাজে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার ব্রত-প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট-স্পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গম্ভীরভাবে পাঠ করিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার লৌকিক নাম 'ক্যাথেরাইনে'র পরিবর্ত্তে, 'মারী থেরেস্' এই নামে তাঁহার নামকরণ হইল, ঠিক সেই সময়ে একটা বিষম দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়া অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মাইল। একজন বিদেশী ব্যক্তি—যে কিছুকাল হইতে "ইংরেজ" এই নামে নগরবাসীদিগের নিকট পরিচিত ছিল—সে সহসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পার্শ্ববর্ত্তী ভিন্ন-মঠের সন্ন্যাসীর দল, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহাদের মঠে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেল। তাহার সহিত একটি শিশু ছিল, সেও সঙ্গে গেল। সেই অবধি তাহার কিংবা সেই শিশুটির কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

৩

এই ভাবে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন দেখা গেল, একজন সন্ন্যাসিনী পূর্ব্ববর্ণিত মঠের সুরঙ্গ-গহ্বরের মধ্যে একটা প্যাচালো সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে।

মঠধারিণীগণ যেখানে কবরস্থ হইয়া থাকেন, সেই কবর-স্থানের শেষ কবরটির দিকে সেই সন্ন্যাসিনী অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিল, এবং ছোটো-খাটো একটা প্রার্থনা শেষ করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল :—"হে ঈশ্বর, আমি যদি কোন অন্যায় কাজ করে' থাকি, আমাকে ক্ষমা কর। আর তুমি মাতাজি—পবিত্র জননি—আমার উপকারী বন্ধু—তোমাকে আমি কত ভালবাস্‌তেম, তোমার মৃত্যুতে আমার কি কষ্টই হয়েছিল; এখন যে আমি এসে তোমার শান্তিভঙ্গ কর্‌চি, তার জন্য আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বে। কিন্তু সেই গোপনীয় কথাটা আমার বুকের ভিতর বোঝার মত চেপে রয়েছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই আমারও শীতল দেহ এই মাটীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌বে। তুমি বেঁচে থাক্‌তে যে গুপ্তকথা সাহস করে' তোমার কাছে বল্‌তে পারি নি. সেই কথা আজ আমি তোমার কবরের সম্মুখে প্রকাশ কর্‌তে এসেছি। অনেকদিন ধরে' আমার দুঃখ-কষ্ট বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেম; এখন তা' প্রকাশ কর্‌লে আমার বুকের বোঝাটা নেমে যাবে, আর, ঈশ্বরের সম্মুখেও পাপ হ'তে আমি একটু মুক্ত হ'তে পার্‌ব।"

এই মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসিনী কি-যেন একটা শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল। কিন্তু আর কিছু শুনিতে না পাইয়া, আশ্বস্ত হইয়া, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—"আমি শ্রুশ্‌বেরি-ডিউকের কন্যা, আমোদ-প্রমোদেই দিন কাটাতেম। যে বায়ু আমি নিশ্বাসে গ্রহণ কর্‌তেম, যে আকাশ আমি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তেম, তাতেই আমার আনন্দ হত; আমি আর কিছু চাইতেম না।...পরে ডার্ম্বেথের কৌণ্ট আমার প্রার্থী হলেন; অবশেষে আমাকে বিবাহ কর্‌লেন। তাতে আমার সুখের জীবনে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল না; কেন না, আমি তাঁকে ভালবেসেছিলেম। তখন আমার কপালে একটুও ভাবনার রেখা পড়ে নি। লোকে আমাকে সুন্দরী বল্‌ত, রূপবতী বল্‌ত; আমার চিকণ চুল পিঠের উপর দিয়ে যেন ঢেউ খেলিয়ে যেত। এ সব অতি তুচ্ছকথা, সন্দেহ নেই; কিন্তু গত-জীবনের এই ক্ষুদ্র কথাগুলি স্মরণ কর্‌লেও একটু সুখ হয়। এই কথাগুলি স্মরণ করে' আমি ৩০বৎসর কাল যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তার বর্ণনা কর্‌তে একটু বল পাব।

"একসময়, 'বদান্য-মণ্ডলী' নামে একটি সভা লণ্ডন-নগরে স্থাপিত হয়। সেই সভার উদ্দেশ্য দুঃখী-কাঙালদের দুঃখ-মোচন। এই উদ্দেশে ধন উৎসর্গ কর্‌বার জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করা হ'ত। তাই আমিও এই কাজে কিছু সাহায্য কর্‌ব

মনে করলেম। সভায় পাঠিয়ে দেবার জন্য কিছু টাকা আমাদের খাজাঞ্চি জর্জ্জ রবিন্‌সনের হাতে রেখে দিলেম। আর, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য আমাদের ভাণ্ডারীর জিম্মা করে' দিলেম। মনে করেছিলেম, সেইগুলি বিক্রয় করে' যে টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকা দরিদ্রদের বিতরণ কর্‌ব।

"তার কিছুদিন পরে, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে একখানা পত্র পেলেম; তাতে সে লিখেছে, গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি নিতান্ত অবজ্ঞা-ভরে সে পত্রের কোন উত্তর দিলেম না। তার দুইদিন পরে, আর এক পত্র আমার হাতে এল। পত্রখানা উদ্ধত আদেশের ভাবে লেখা; আর, তাতে ভয়প্রদর্শনও আছে। শেষে এই কথা লিখেছে:—'তুমি যদি আমার না হও, তাহা হইলে তোমার স্বামীর মরণ নিশ্চয় জানিবে।' এই পত্রখানা পেয়ে আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল; কিন্তু পাছে আমার স্বামী উদ্বিগ্ন হন, এই-জন্য আমি এই পত্রের কথা তাঁকে কিছুই বল্লেম না।

"সেই দিন রাত্রে আমার জ্বর হ'ল। আমি প্রলাপে গুপ্তহত্যার কথা ক্রমাগত বলতে লাগলেম। তার পরদিন জ্বরের কিছু উপশম হওয়ায়, মনে করলেম, একটু বাড়ীর বাহিরে যাই। এই মনে করে' বার-দর্জার চৌকাঠে যেম্‌নি পা দিয়েছি, অম্‌নি কে-যেন এসে আমায় জোর করে' ধর্‌লে, গুঁজি দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে' আমাকে একটা গাড়ীর মধ্যে উঠিয়ে নিলে···আমি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেম; আমার এই দুর্ব্বল অবস্থাতেই সেই কাপুরুষ জন্‌-টম্‌সন্‌ আমাকে হরণ করে' নিয়ে যায়। তখন থেকেই, আমি তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেম, ও যার-পর-নাই দুর্বাক্য বলে' তাকে ক্রমাগত ভর্ৎসনা করতেম। কিন্তু এ সমস্ত ঘৃণা, অবজ্ঞা, ভর্ৎসনা সত্ত্বেও, পুরো দুইমাস সে আমাকে তার কাছে আট্‌কে রেখে দিলে। এই সময়ে আমার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল। তার নাম রাখলেম 'হাঁরি'।···"

এই কথা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, কে-যেন আবার হাঁরির নাম উচ্চারণ করিল।

—"বোধ হয় আমার কথারই প্রতিধ্বনি।" এই বলিয়া, আবার জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল—"পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পর, আমি যেই স্নেহভরে তার মুখচুম্বন কর্‌ব, অম্‌নি আবার সেই হতভাগা নরাধম এসে আমার কোলের শিশুটিকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। জোর করে' নিয়ে যাবার দরুণ, বাছার ছোটছোট হাত-দুটি থেকে সে সময়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে' রক্ত পড়েছিল।

"হা ভগবান্‌! সেইদিন থেকে আমি কত কষ্টই পেয়েছি। কেঁদে-কেঁদে আমার চোখের জল যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাছাটি যখন বহুদূর চলে গেছে, তখনও আমি সেই প্রসব-শয্যায় শুয়ে-শুয়ে, 'হাঁরি' 'হাঁরি' বলে' ক্রমাগত ডেকেচি"

সেই সময়ে একটা পদশব্দ শুনিতে পাওয়ায় সন্ন্যাসিনী সহসা পিছন ফিরিয়া দেখিল—এক জন পুরুষ-সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

একটি প্রদীপ কবরের উপরে জ্বলিতেছিল; সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে আগন্তুক দেখিল, সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত।

সন্ন্যাসিনী বলিয়া উঠিল:—"কে তুমি? যে গোপনীয় কথা আমি আর কারও নিকটে বলি নি—যা' শুধু এই কবরের কাছে বিশ্বাস করে' বল্‌ছিলেম, তা'ই আমার অজ্ঞাতে শোন্‌বার জন্য তুমি কি এখানে এসেছ?"

—"আমি একজন অযোগ্য সামান্য সন্ন্যাসি-ভ্রাতা। তোমাদের একজন সন্ন্যাসিনী ভগিনী পীড়িত হওয়ায়, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এই সুরঙ্গ-পথ দিয়ে তোমাদের মঠে আমি এসেছিলেম। তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমি এই গহ্বরে এসেছি, তোমার সমস্ত কথাও আমি শুনেছি, আমাকে ক্ষমা করবে। যেমন বল্‌ছিলে বলে' যাও, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোরো না।"

সন্ন্যাসিনী মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্তত করিয়া, পরে আবার কথা আরম্ভ করিল:—

"আমার গুপ্তকথা (confession) শোন্‌বার জন্য নিশ্চয় স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। বোধ হয়, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে, এই কবর-স্থানে, আমার জ্বালা-যন্ত্রণা ও ছলনার কথা তোমার কাছে আমি প্রকাশ করে' বলি। আচ্ছা, শোনো তবে সন্ন্যাসি-ভাই!

"শরীরে একটু বল পেয়েই আমি লণ্ডনে ফিরে গেলেম। যেদিন আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল,

সেই দিনই আমার স্বামী কৌণ্ট ডার্মুথের বিষযোগে মৃত্যু হয়। খাজাঞ্চি জর্জ-রবিন্‌সন্ ও ভাণ্ডারী জন্ টম্‌সন্ পঞ্চাশলক্ষ টাকা নিয়ে পলায়ন করে। পরে জর্জ ধৃত হয়, ও বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। যদিও সে নিজ মুখে স্বীকার করে যে, এই চুরির কাজে ও কৌণ্টের গুপ্ত হত্যায় তাহারও কতকটা হাত ছিল, তবু লোকে বলাবলি কর্‌তে লাগল, আমিই আমার স্বামীকে হত্যা করেছি।

"লণ্ডন তাই আমার পক্ষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল; তা ছাড়া, আমি খবর পেলেম, সেই হতভাগ্য জন্‌টম্‌সন্ য়ুরোপের মহাদেশে পালিয়ে রয়েছে। আমি বিষয়কর্ম্মের একটা বন্দোবস্ত করে' দিয়েই যত শীঘ্র পারি, ইংলণ্ড থেকে চলে যাব স্থির কর্‌লেম। কেন না, ইংলণ্ডে যতদিন থাক্‌ব, আমার সেই কষ্টযন্ত্রণার কথাই ক্রমাগত মনে পড়বে।

"অনেক কাল ধরে, আমি সমস্ত ফ্রান্‌স্‌ময় ঘুরে বেড়ালেম! যে হতভাগ্য, আমার বাছাটিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আমি তার অনেক সন্ধান কর্‌লেম। অবশেষে হতাশ হয়ে, এই টুলুজ-নগরের মঠে এসে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লেম। যদি এখানে থেকেও একটু শান্তি পাই—আমার এখন এই একমাত্র আশা।

"একটা বিষয়ের জন্য আমার অত্যন্ত অনুতাপ হয়—মনে-মনে আপনাকে আপনি ধিক্কার দি। যাঁকে আমি ভালবাস্‌তেম—যিনি আমার স্বামী—কেন আমি তাঁকে সেই জঘন্য পত্রটা দেখাই নি? হায়! যদি দেখাতেম, তা হ'লে হয় তো এই সব দুর্দ্দশা আমার কিছুই ঘট্‌ত না।

"এই বিজন আশ্রমে, এই বাক্‌সোটি এখন আমার একমাত্র সম্বল; যাঁর এই কবর দেখচ, তাঁর হাতেই আমি এই বাক্‌সোটি পূর্ব্বে গচ্ছিত রেখেছিলেম; তার পর, তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে, তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন। কৌণ্ট ডার্মুথের বিষয়সম্পত্তিতে আমার পুত্রের যে স্বত্বাধিকার আছে, তারই দলিল-পত্র এই বাক্‌সোটির মধ্যে রক্ষিত। আর যখন আমার আর কোন আশা-ভরসা ছিল না, আমার পুত্রটি আর বেঁচে নেই বলে যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, তখনি আমি পূজনীয়া মাতাজির কাছে এই বাক্‌সোটি লুকিয়ে রাখি। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, আমাকে সুপরামর্শ দিতেন…এখন এই নাও, তোমাকে আমি সেই বাক্‌সোটি দিচ্চি…কেন না, বেশ বুঝতে পারচি, তোমাকে ঈশ্বরই আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার হাতেই তাই এটি বিশ্বাস করে দিলেম। হয় তো তুমি কৃতকার্য্য হতে পার্‌বে;—যার জন্য আমি কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্চি, হয়তো তুমি তাকে সন্ধান করে বের কর্‌তে পার্‌বে।"

ঠিক এই সময়ে, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, সেই যুবক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী—এই দুইজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে দুইজনই কাঁপিতে লাগিল।

ইনি সন্ন্যাসি-বাবা 'জঁ'। জঁ গভীর কণ্ঠস্বরে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন:—"এখানে কি করচ সন্ন্যাসী ভাই? আর তুমি ভগিনি, এত স্থান থাকতে বেছে বেছে এই সুরঙ্গ-গহ্বরে স্তুতিপাঠের জন্য কেন এসেছ বল দিকি?" এই শেষ কথাগুলি বলিবার সময়, বিদ্রূপের একটু হাসি যেন তাঁর মুখে দেখা দিয়াছিল।

সন্ন্যাসিনী বিনীতভাবে উত্তর করিলেন:—"সন্ন্যাসি-বাবা, আমার কথা না শুনেই আমাকে অপরাধী করবেন না। আমাকে অবশ্য আপনি চেনেন না। কেন না, এই মঠে যখন আমি প্রথম প্রবেশ করি, তখন থেকেই আমি এখানে একলা থাক্‌বার অনুমতি পাই। আমার দৈনিক কর্ত্তব্য শেষ করে, আমার নির্দ্দিষ্ট কোটরটির মধ্যে একলা থাক্‌তে আমার ভাল লাগে। আমার যে-স্বামীকে গুপ্তহত্যা করেছে, আমার যে-পুত্রটিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে, সেই দুজনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই আমার এখন একমাত্র সুখ ও সান্ত্বনা।

"আমাদের সেই মাতাজিকে হারিয়ে অবধি, এত-দিনের পর আজ আমি তাঁর কবরের সম্মুখে আমার দুঃখ নিবেদন কর্‌তে এসেছি—সন্ন্যাসি-বাবা, আমার উপর কোন কু-সন্দেহ কর্‌বেন না! আমি সন্ন্যাসি-ভগিনী 'মারী থেরেশ'।"

সন্ন্যাসি-বাবা বলিয়া উঠিলেন:—"কি! তুমি মারী থেরেশ?"

তাঁহার চোখে বিদ্যুৎ ছুটিল; তাঁহার সমস্ত শরীরে 'খেঁচুনী' রোগের ন্যায় কম্প উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসিনীকে তিনি মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে, সহসা উত্তেজিত হইয়া, তাহার হস্ত সজোরে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন:—"তুমি

'কেটি'? (ক্যাথেরাইন্‌-নামের অপভ্রংশ) সেই তুমি, যাকে আমি এত ভালবাস্‌তেম? তুমি আমাকে কাপুরুষ বলে' হতভাগা বলে' নরাধম বলে' কতই না ঘৃণা করেছ, তবু তোমাকে আমি ভালবেসেছি। তুই বৎসর ধরে তোমাকে আমি সমস্ত দেশময় খুঁজে বেড়িয়েচি; অবশেষে, যে সময়ে তুমি সন্ন্যাসব্রতের প্রতিজ্ঞা পাঠ কর্‌ছিলে, সেই সময়ে তোমাকে আমি দেখতে পেলেম...কিন্তু যে সময়ে তোমাকে পাবার জন্য আসি উন্মত্ত হয়েছিলেম, আমার প্রতি তোমার সেই সময়কার অবজ্ঞা, ঘৃণা, ভর্ৎসনা বই, আমার মনে, তোমার সম্বন্ধে আর কোন স্মৃতি নেই। যে রমণী তার প্রেমোন্মত্ত নায়কের মর্ম্মে এইরূপ আঘাত দেয়, তারও মর্ম্ম-ক্ষত যতক্ষণ না সে দেখতে পায়, ততক্ষণ সে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, তার উন্মত্ততার উপশম হয় না। তাই আমি প্রতিশোধের জন্য তৃষিত। যে শিশুর মুখশ্রীতে তোমারই সৌন্দর্য্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত, সেই শিশুর জন্য তোমার পরিতাপ কর্‌তে হবে, ক্রন্দন কর্‌তে হবে,—এই কথা মনে করে' আমার যে কি সুখ হয়েছিল, তা যদি জান্‌তে! সেই শিশুটির উপর আমার যে একেবারেই ভালবাসা ছিল না, তা নয়,—কিন্তু তবুও তার জন্য কতকগুলি কষ্টের সৃষ্টি কর্‌তে আমার কেমন একটা দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। মঠের সন্ন্যাসব্রতে প্রথমে তার রুচি জন্মিয়ে দিলেম, কিন্তু তাকে কিছুতেই ব্রতের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর্‌তে দিলেম না। কেন না, সে যখন আবার সংসারে ফিরে যাবে—ফিরে গিয়ে যখন তার নিজের পদমর্য্যাদা জান্‌তে পার্‌বে, তার পিতৃহন্তাকে জান্‌তে পার্‌বে, তখন সে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাবে। তাকে যে কষ্ট দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, সে কেবল তোমারই শরীরের অংশ মনে করে'; তোমারই মুখশ্রী তাতে দেখ্‌তে পেতেম বলে'।"

এই কথা বলিয়া বাবা-জাঁ তার হাত ধরিয়া সবেগে একটা ঝাঁকানি দিল। সন্ন্যাসিনী জাঁর কথা শুনিয়া এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। বাবা-জাঁ আবার আরম্ভ করিলেন:—"তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, তুমি যখন সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ করেছিলে, একজন আগন্তুক একটা চীৎকার করে' উঠে' সেই অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত করে?...তুমি বোধ হয় দেখেছিলে, সেই আগন্তুকের সঙ্গে একটি শিশু ছিল; সেই শিশুই তোমার পুত্র। আর, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কতকটা তার উপর দিয়েই আমার প্রতিশোধতৃষ্ণার নিবৃত্তি করেছি। তোমাকে পাবার জন্যই আমি চৌর্য্যবৃত্তি করেছি—গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত করেছি; আর তোমার ঘৃণার প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি পাষাণ-হৃদয় হয়েছি—নিষ্ঠুর পিশাচ হয়েছি।"

পূর্ব্বাগত সন্ন্যাসী যুবকটি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল; বাবা জাঁ সহসা তাহার হাত ধরিয়া সন্ন্যাসিনীর চক্ষের সম্মুখে তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং এই কথা বলিল:—"এর হাতের এই ক্ষত চিহ্নটি একবার দেখ...তুমি অবশ্যই চিনিতে পারবে। কেন না, এই চিহ্নটি যে তোমাকে দেখাইবে, সে আর কেউ না, সে স্বয়ং জন্‌-টম্‌সন্‌।"

তুইটি নাম এক্ষণে সেই সুরঙ্গ-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল—হাঁরি, ও জন্‌-টমসন্‌। ক্যাথেরাইন্‌ নিজ মনের আবেগ দমন করিবার জন্য একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে সে বলিয়া উঠিল:—"জন্‌-টম্‌সন্‌! তুই শিশুর পিতাকে হত্যা করেছিস্‌, তুই শিশুর জননীকে অবমানিত করেছিস্‌, আর ত্রিশ বৎসরেরও অধিক আমার বাছাটিকে কষ্ট দিয়েছিস্‌...তোর সর্ব্বনাশ হোক!—তোর সর্ব্বনাশ হোক।—তোর সর্ব্বনাশ হোক!"

এই কথা বলিয়া, সন্ন্যাসিনী হাঁরির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেখে,—হাঁরি এদিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজ পরিচ্ছদের বন্ধনরজ্জু নিঃশব্দে কোমর হইতে খুলিয়া বাবা-জাঁর গলায় জড়াইয়া সবেগে ও সজোরে টান দিতেছে। একটু পরেই সে ক্ষান্ত হইল। হতভাগ্য জাঁর মৃতদেহ ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

ক্যাথেরাইন্‌ নতজানু হইয়া তার পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল; তার হৃদয়দেশ বিষম বেগে স্পন্দিত হইতেছিল। হাঁরি মাতাকে হাত ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইল: মাতা পুত্রের মুখচুম্বন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; শুধু এই কয়েকটি কথা কোনও প্রকারে বলিতে সমর্থ হইল:—"বিদায়, বাছাটি আমার।" এই কথা বলিয়াই তার

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। হাঁরি আবেগ-ভরে মৃত মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই হত্যাকারী জন্-টম্সনের নিদারুণ কথাগুলি কি কুক্ষণেই ফলিয়া গেল। সে বলিয়াছিল:—"আর তুই তোর পুত্রকে দেখ্‌তে পাবি নে, যদি আবার কখন দেখা হয়, তখন তার মুখচুম্বন করতে তুই কিছুতেই পারবি নে।"

তাহার পরদিন, সন্ন্যাসিনীদিগের সেই কবরস্থানে, একটি সদ্যোনির্ম্মিত সমাধি-স্তম্ভের উপর এই স্মৃতিলিপিটি ক্ষোদিত হইল:—

এইখানে কবরস্থ
ভগিনী মারী-থেরেস্ সন্ন্যাসিনী—
বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর দুই মাস
এবং
সন্ন্যাস-জীবনের কাল, ৩১ বৎসর
৮ দিন।
শান্তিঃ! শান্তিঃ!

এক বাটি দুধের জন্য

(ফরাসী-লেখক "পল য়্যদেল্" হইতে)

১

কাজকর্ম্মের চেষ্টায় কত যে ঘুরিয়াছি, তাহার আর শেষ নাই। সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। যাহারই দ্বারে গিয়াছি, সেখান হইতেই ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছি। মহাশয়, অবশেষে তিক্ত-বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া রাত্রে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন হাতে একটি পয়সা নাই। তিন দিন হইতে আমি একেবারে নিঃসম্বল।

কি করিয়া যে, এই তিন দিন আমরা জীবন ধারণ করিলাম, তাহা বলা কঠিন। যদি মুদির দোকান হইতে ধারে খাদ্যসামগ্রী না পাইতাম, তাহা হইলে আমরা স্ত্রীপুরুষ নিশ্চয়ই ক্ষুধার জ্বালায় মারা পড়িতাম।

আমাদের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া যখন দ্বার ঠেলিলাম, তখন ঘোর রাত্রি। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম; কোন উত্তর পাইলাম না।

একটা ভয়ানক আশঙ্কা মনে উদয় হইল।

মদলীনা মরিয়াছে!.........

আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে হাত্ড়াইয়া হাতড়াইয়া শয্যার নিকট গেলাম—হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, মদলীনা মরে নাই, মূর্চ্ছিত হইয়াছে মাত্র। কোনপ্রকারে কষ্টে স্লষ্টে তাহাকে সচেতন করিলাম।

ক্রমশঃ জ্ঞানের উদয় হইলে সে বলিল, "আ! তুমি? ভাল, কিছু পেলে কি?"

—"কিছুই না, কিছুই না!"

—"নিশ্চয়ই তবে, আমাদের পাবার আর কোন সম্ভাবনা নাই"—এই বলিয়া বেচারা কাঁদিতে লাগিল।

আমি দেখিলাম, আমার স্ত্রীকে এখন আশ্বস্ত করা আবশ্যক। যদিও আমারও হৃদয় নিরাশায় অভিভূত, নিজের কোন আশাভরসা নাই, তথাপি তাহাকে নানা প্রকারে সাহস দিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, আমি একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে কিছুদিন পরে আসিতে বলিয়াছেন। অতএব, আমাদের এখনও কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা চাই। আমাদের এই দুরদৃষ্টের এক দিন-না-এক দিন অবশ্যই অবসান হইবে। তখন সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইব। তখন তুমিও শরীরে বল পাইবে। অনেকগুলি ধার আমরা শুধিয়া ফেলিব,—বাকি ধারগুলি পরিশোধ করিবার একটা বন্দোবস্ত করিব। আমাকে কাজকর্ম্ম করিতে দেখিলে লোকেরাও আবার আমাকে ধার দিবে। এইরূপে একবার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে পারিলে, আমাদের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলে, এই বাসা ছাড়িয়া দিয়া, ইহা অপেক্ষা একটু ভাল বাসায় গিয়া উঠিব। সেখানে কিছু গাছপালা, একটু বাতাস, একটু আলো থাকিবে। আমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করিব—আমাদের পূর্ব্ব-সুখ আবার ফিরিয়া আসিবে।

আমার হাতের মধ্যে তাহার হাতটি সাপটিয়া ধরিয়া এইরূপ অনেকক্ষণ বলিতে লাগিলাম। আমার কথার গুন্‌গুন্ রবে, তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—বেশ প্রশান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রশান্তভাবে? না, তাহা ঠিক নয়; কারণ, একটু পরেই আমি আমার হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিলাম, কোন দুঃস্বপ্ন দেখিলে যেরূপ হয়, তাহার হাত সেইরূপ থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিলে যেরূপ হয়, এক একবার সমস্ত শরীর সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপবাক্য—গোঁ গোঁ শব্দ মধ্যে মধ্যে মুখ হইতে বাহির হইতেছে। তাহার পর, একেবারে নিস্পন্দ অসাড়—সে আরও ভয়ানক। আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার বাহু ও মুখ টিপিয়া দেখিলাম—বুঝিলাম মরে নাই!

সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘর, চারিদিক নিঃশব্দ—কেবল রোগীর মুখ-নিঃসৃত অস্পষ্ট কাতর-ধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতেছে। আ! সে কি ভয়ানক রাত্রি—আ! কি করিয়াই সে রাত্রি কাটাইয়াছি!

২

যাহাই হউক, গোড়ায় আমার জীবন সুখে আরম্ভ হইয়াছিল। আমার শৈশবাবস্থা দেখিলে মনে হইতে পারে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখস্বচ্ছন্দে ও মান-সম্ভ্রমে বুঝি অতিবাহিত হইবে। আমার পিতামাতা যদিও সামান্য অবস্থার লোক—আমার পিতা কোন আফিসে সামান্য চাকুরি করিতেন মাত্র—কিন্তু তিনি চিরজীবন পরিশ্রম সহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। আমাকে তিনি শিক্ষার্থে কালেজে প্রেরণ করেন। আমি কালেজের একজন উজ্জ্বল ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলাম।—বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিব, এরূপ আশা হইয়াছে, এমন সময়ে আমার পিতামাতা একে একে অল্পদিনের ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার জন্য আমি আর এখন আক্ষেপ করি না। কারণ, তাঁহারা এতদিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন।

কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার কোন বন্ধুর পিতার অনুগ্রহ ও সাহায্যে কোন একটি বড় ব্যাঙ্কের আফিসে অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর পদে ভর্ত্তি হইলাম। আমার বার্ষিক বেতন সাতশত টাকা। আমি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলাম…শীঘ্রই কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আদর্শস্থল হইয়া উঠিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইলাম, ক্রমশঃ অবস্থা আরও অনুকূল হইয়া উঠিল—দ্রুতগতি উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম; অবশেষে ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি হঠাৎ মারা পড়ায়, খাজাঞ্চির পদ খালি হইল। আমি সেই কাজ পাইলাম। আমার বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা বেতন হইল; আমার তখন বয়স ২৭ বৎসর। দেখুন মহাশয়, এমনটি সচরাচর সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

এই সময়ে আমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে মদলীনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। সেও আমার ন্যায় পিতৃ-মাতৃহীন—কাহারও অধীন নহে। তার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না, কিন্তু এমন সুশ্রী, মুখে এমন একটি মধুর ভাব, যে, তাহাকে দেখিবামাত্র একটি প্রেমময়ী সঙ্গিনী ও সুনিপুণা গৃহিণীর ভাব সহসা মনে আইসে। তাই আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমি তাহার হস্তের প্রার্থী হইলাম। আমার তখন ১২৫৲ টাকা মাসিক আয়, ভবিষ্যতেও বৃদ্ধির সম্ভাবনা; মনে করিলাম, কোনও প্রকারে খাওয়া-পরা চলিয়া যাইবে।

কাজেও দেখিলাম, মদলীনা বেশ বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমী। এমন নিপুণতার সহিত সে ঘরকন্না করিতে লাগিল, এমন অল্পব্যয়ে ও বিবেচনার সহিত সংসার চালাইতে লাগিল, যে আমি যে বেতন পাইতাম, তাহাতেই বেশ সংকুলান হইতে লাগিল এবং শুধু তাহা নয়, আমাদের বিবাহের দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যেই ভাবী দুঃসময়ের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলাম। আমাদের ছোট ঘরটি বেশ ফিট্‌ফাট্ হইল ও আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল; আমার স্ত্রী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গান গাইত এবং আমি যখন আফিস হইতে বাড়ী আসিতাম, তখন রাস্তার ধার হইতে দেখিতে পাইতাম, আমার বাড়ীর জানলার পর্দ্দার পিছনে আমার স্ত্রী সতৃষ্ণ নয়নে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিত এবং আমি সিঁড়ির চার চার ধাপ ডিঙ্গাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া তাহাকে আমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতাম। হাঁ, তখন আমাদের সুখের আর সীমা ছিল না।

৩

কিন্তু অতিসুখ বেশি দিন থাকিবার নহে। একদিন আফিসে আসিয়া দেখিলাম, আমার আফিসের বাক্‌স হইতে ৪০০০৲ টাকা অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিনে আসিবার পূর্ব্বে ঐ টাকা আমি বেশ গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। আমার সমস্ত চেক্‌গুলি একে একে দেখিলাম, আমার চোতাগুলি ভাল করিয়া মিলাইলাম, আবার ফের তেরিজ কসিয়া দেখিলাম, গণনায় কোন ভুল নাই, চোতার অঙ্কও ঠিক আছে। তবু ৪০০০৲ টাকা বাক্‌সের মধ্যে কমি হইয়াছে। ব্যাঙ্কের বড় সাহেব ও আমি ছাড়া আর কাহারও নিকট বাক্‌সের চাবি থাকে না। যেমন তালা দেওয়া ছিল, তেমনি আছে। তাহার কোন নড়্‌-চড়্ হয় নাই। যাহাতে তালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়, এরূপ জোরজবর্দ্দস্তির চিহ্ন কোথাও নাই। কি করিয়া টাকাটা গেল, কিছুই ত বুঝা যায় না।

প্রথমেই মনে হইল, বড় সাহেবকে এখনি গিয়া জানাই; কিন্তু তাহার পরেই একটা কথা মনে হওয়ায় আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। সে কথাটা এই;—যদি আমার কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস না হয়!

কিন্তু আমার মুরুব্বিরা ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, আমি ঐ টাকা কখনই আত্মসাৎ করিব না। আমার দ্বারা সেরূপ গর্হিত কার্য্য হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত তহবিলের ভার আমার হাতে আসিয়াছে, এক দিনের জন্যও হিসাবের গোল হয় নাই। কিন্তু তহবিলে এত টাকা কেন কমি হইতেছে, যখন তাহার কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না, তখন তিনি কি ভাবিবেন? আর যদি আমি তখন ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া যাই, কিম্বা আম্‌তা আম্‌তা করি, তখন তাহাতেই কি আমি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইব না? এইরূপ সাধারণ সংস্কার আছে যে, দোষী ছাড়া আর কেহই ভয়ে কাঁপে না।

হায়! অনেক সময় তাহার বিপরীতই সত্য বলিয়া মনে হয়।

তা' যাই হোক্, দোষী হই বা নির্দ্দোষী হই, জবাবদিহি ত আমারই—আমার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

সাফাই হইবার একটা উপায় বাহির করিবার জন্য অনেক মাথা খুঁড়িলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। যে সময়ে আমি দুর্ভাবনার জ্বালায় অস্থির, সে সময়েই হয় ত কার্য্যোপলক্ষে আগত লোকদিগের কথার উত্তর দিতে হইতেছে—ভিন্ন দপ্‌তরের কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে হাসি-মুখ দেখাইতে হইতেছে, কিম্বা আমার দফ্‌তরের পেয়াদাদিগকে আদেশ প্রদান করিতে হইতেছে।

এই গোলমালের মধ্যে, একটা চিন্তা আমাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না, তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে আমার চখের সাম্‌নে ক্রমাগত যেন নৃত্য করিতেছে—সে কথাটি এই;—ছয়টার সময় যেরূপ দস্তুরমত বড় সাহেবদিগের ঘরে প্রতিদিন আমাকে যাইতে হয়, আজও সেইরূপ যাইতে হইবে—আর এই ৪০০০৲ টাকার বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইতে হইবে।

কিন্তু এই টাকাটা কোথায় পাইব? কোথা হইতে আসিবে? আমার নিজের গাঁট হইতে ত দিতে পারি না! প্রথমতঃ অত টাকা আমার নাই। খাই-খরচ বাদে যেমন-যেমন একটু টাকা বাঁচিয়াছে, তাহাতে আমি অমনি গবর্ণমেণ্ট-কাগজ খরিদ করিয়াছি। আমার যাহা কিছু আছে, তাহা ১৫০০৲ কিম্বা ২০০০৲ টাকার বেশি হইবে না। বাকিটা অবশ্য ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আমি একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া পড়ি। ঈশ্বর জানেন, এই যে দেড় দুই হাজার টাকা আছে, ইহা আমার কত পরিশ্রম ও কষ্টের ধন! তা সব যাক্! আসল কথা, আজ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ৪০০০৲ টাকাটা দিয়া তহবিল পূরণ করিয়া রাখিতেই হইবে। কিছু দিন পরে এই হিসাবের গোলটা আপনা হইতেই ধরা পড়িবে—তখন আমার টাকাটা ফিরিয়া লইব—এবং আমার ধারটাও শুধিয়া ফেলিব। আর যাই হোক্—আমার কাজটা ত থাকিবে। হাঁ—আর ইতস্ততঃ করিব না—ইহা ভিন্ন আর কিছুই করিবার নাই। আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আমাদের আফিসের একজন উচ্চকর্ম্মচারীকে আমার স্থানে বসাইয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বাহির হই এবং তাহাকে এই কথা বলিয়া যাই, যদি কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, সে যেন বলে আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহির হইয়াছি—এক ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হইবে না।

একটা গাড়ীতে আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক্‌স্‌চেঞ্জ অভিমুখে গমন করিলাম—যে দালাল আমার কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে সেখানে পাইবার সম্ভাবনা মনে করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট-কাগজের রসিদগুলি আমার নিকটেই ছিল। তাহা না থাকিলে এক ঘণ্টা আরও বিলম্ব হইয়া পড়িত—তাহা হইলে হয় ত সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইত। দালালকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া, যে বন্ধুর নিকট বাকি টাকা ধার করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার নিকটে গেলাম। বন্ধু বাড়ীতেই ছিলেন। কোন আপত্তি না করিয়া তিনি আমাকে টাকাটা দিলেন। আমার বুকের ভিতর হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নাবিয়া গেল। কোচ্‌ম্যানকে বলিলাম, যত শীঘ্র পার ব্যাঙ্কে চল!

এক্ষণে, হাতে নগদ টাকা রহিয়াছে—আর কোনও ভয় নাই, কেবল এই মনে হইতেছে, পাছে আমার অনুপস্থিতিকালের মধ্যে এই বিষয় কেহ জানিতে পারিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত বড় সাহেব যদিও কখন আমার নগদ তহবিল দেখিতে চাহেন নাই, তবু কি জানি, যদি কোন ঘটনাক্রমে আজই তাঁহার তহবিল দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে।

…"আমার কথা বড় সাহেব কি কিছু জিজ্ঞাসা

করেন নাই ?" গাড়ী হইতে নামিয়াই আফিসের পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

—"না, মহাশয়!"—পেয়াদা উত্তর করিল। আমার ব্যতিব্যস্ত ভাব দেখিয়া পেয়াদা একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল।

আমি তখন হাঁপ ছাড়িলাম এবং আমার দফ্তরখানায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাক্স খুলিলাম ও তাড়াতাড়ি তাহাতে ৪০০০৲ গুঁজিয়া দিলাম।

৬টার সময় বড়সাহেবের নিকট ক্যাস্‌বাক্স ও খাতাপত্র লইয়া গেলাম—তিনি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ঠিক্ আছে।" আমার উপর দিয়া যে ধাকাটা গিয়াছিল, স্বভাবতই তাহার কিছু-না-কিছু চিহ্ন আমার মুখে প্রকাশ হইবার কথা। বাড়ী আসিবামাত্রই, আমার চেহারার বৈলক্ষণ্য, আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর দেখিয়া আমার স্ত্রী তখনই ধরিলেন।

—"তোমার একটা কি হয়েছে! বল দেখি, ব্যাপারটা কি ?"

আমি একটা মিথ্যা কথা বলিব মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না—আসল কথা সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার ভয় হইতেছিল, পাছে মদলীনা আমাকে তিরস্কার করেন; আমার মনে হইতেছিল, তিনি বলিবেন, তুমি নিজে তহবিল তছরুপ কর নাই, তবে কেন তাড়াতাড়ি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সেই ক্ষতিপূরণ করিতে গেলে? এতদিন কষ্টেসৃষ্টে আমরা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহা জলে ফেলিয়া দিলে। আর, যে বাস্তবিক চোর, সে আপনার কোটরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু সে সুশীলা কিছুমাত্র ইতস্তত: না করিয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল——

—তুমি ভালই করিয়াছ! সৎলোকের মতই ব্যবহার করিয়াছ—তুমি দেখিবে, পরে আসল কথা সমস্তই প্রকাশ পাইবে, আমাদের টাকাও আমরা ফিরিয়া পাইব। তা' ছাড়া, যদিও বা কিছু না হয় —৪০০০ টাকা নয় আমাদের গেল—আমরা ত খোলসা রহিলাম। আবার নয় পূর্ব্বের মত কিছুকাল খাটিতে হইবে, আর, যে সকল আমাদের সুখের কল্পনা আছে, তাহা নয় কিছুকালের মত পিছাইয়া পড়িবে—এই বৈ ত নয়!

৪

তাহার পরদিন হইতে দস্তুরমত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলাম, যেন কিছুই হয় নাই, এইভাবে চলিতে লাগিলাম; আশা করিয়া রহিলাম, দৈবাৎ যদি কোন গতিকে রহস্যটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আর প্রকাশ হইল না—রহস্যটা যেরূপ দুর্ভেদ্য ছিল, সেইরূপই রহিয়া গেল। প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষাও ভীষণতর আর এক বিপদ বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার উপর আসিয়া পড়িল। যাহার পূর্ব্বে কোন সূচনা ছিল না, যাহার বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই, তাহাই হইল,—ব্যাঙ্কের একজন বড় সাহেব দেউলে হওয়ায় ব্যাঙ্ক ফেল হইল।

এইবার আমার ৪০০০ টাকা জলে ডুবিল। ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে শুনিবামাত্র এই কথাটি আমার প্রথমেই মনে হইল। ব্যাঙ্কের পাওনাদারদিগের সহিত একটা রফা নিষ্পত্তি করিয়া যদি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষেরা পাওনাদারদিগকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া টাকা পরিশোধ করেন—আমি একজন পাওনাদার বলিয়া কি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারি? আমার জিম্মায় তহবিল কমি হওয়ায় আমি নিজ হইতে তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়াছি—আমি কি এখন পাওনাদার হিসাবে তাঁহাদের নিকট কিছু দাবি করিতে পারি? এই গোলযোগের সময় একটা দাও মারিবার ফিকিরে আছি, ইহা যদি তাঁহারা নাও বিশ্বাস করেন, অন্তত: আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন।

আমার কর্ম্মটিও ত গেল, কিন্তু প্রথমেই সে কথাটা আমার বড় মনে আইসে নাই। একটা বড় ব্যাঙ্কে আমি তিন বৎসর ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি—আমার খাজাঞ্চিগিরি পদের দরুণ, কত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে—আমি কি এই রকম কাজ আর কোন স্থানে পাইতে পারিব না? তা' ছাড়া, এখন কোন ত্বরা নাই, যতদিন রফা নিষ্পত্তি অনুসারে পরিশোধের কাজ চলিবে, ততদিন আমাকে না রাখিলে চলিবে না—আমি মাসে মাসে বেতন পাইতে থাকিব। কিন্তু এ সকল কথা আমার প্রথমে মনে আসে নাই।

যাহাই হউক, আমার আশামত ঠিক্ হইল না—পরিশোধের কাজ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আমার জবাব হইল। আমি রাস্তায় ভাসিলাম।

আমি আবার কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। কিন্তু কর্ম্ম পাওয়া যতটা সহজ ভাবিয়াছিলাম, ততটা সহজ নহে। ও! কতই আশ্বাসবাক্য—কতই মিষ্টি কথা, তাহাতে কাহারও কার্পণ্য নাই। এই রকম ভাবে অনেকে বলিল, "আর এক দিন আসিয়া দেখা করিও—একটু অপেক্ষা কর, কাজকর্ম্মের আর একটু সুবিধা হোক। তোমার কথা মনে রাখিব, একটু সবুর করিয়া থাকিতে হইবে।"

আমি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম এবং যাহাদিগের সহিত পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল, তাহাদের নিকট প্রথমে যাতায়াত করিতে লাগিলাম; তাহার পর, কাজের জন্য যাহাদিগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট গেলাম। দুই এক সপ্তাহের জন্য কোথাও বা কাজ পাইলাম।—যতই দিন যায়, উচ্চ-পদের অভিমান ততই কমিয়া আসিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল, কাজ যতই সামান্য হোক্, বেতন যতই অল্প হোক্—আপাততঃ একটা কিছু পাইলে হয়। সেই সঙ্গে আমাদের এখন যে সামান্য সংসার-খরচ, তাহাও কমাইলাম। সৌভাগ্যক্রমে, মদলীনা তাহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ বা প্রতিবাদ করিল না, সে পূর্ব্বের ন্যায় চিরপ্রফুল্ল ও চিরবিশ্বস্ত: তাহার অটল সাহসে আমিও সাহস পাইলাম।

তহবিলের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য আমি যে বন্ধুর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, তিনি একদিন সেই টাকা হঠাৎ আমার নিকট চাহিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহারও কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। সেইজন্য, তাঁহার যেখানে যে বাবতে পাওনা আছে, সমস্ত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি কিছু সময় লইবার চেষ্টা করিলাম, আপাততঃ আংশিক কিছু দিতেও স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু আমার পাওনাদার বন্ধু কিছুই শুনিলেন না। এমন কি, তাঁহার কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামে উত্থিত হইল। আমার দুরবস্থার আধিক্য দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল, পাছে তাঁহার টাকা পরিশোধ না করি। কিন্তু আমার স্ত্রী প্রথমেই আমাকে পরামর্শ দেন, যাহাই অদৃষ্টে থাক্, উঁহার টাকা এখনি ফেলিয়া দেওয়া ভাল। এই উদ্দেশ্যে টাকা সংগ্রহ করিতে হইলে, আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে হয়, যে বাসায় এখন আছি, সে বাসা পরিত্যাগ করিতে হয়, ঝি-কে ছাড়াইয়া দিতে হয়, এবং নিতান্ত হীন দরিদ্রকুটীরে গিয়া বাস করিতে হয়।

যা' হো'ক্, অনেক কষ্টে টাকাটা ত একরূপ সংগ্রহ করিলাম—সংগ্রহ করিলাম বটে, কিন্তু কতটা সুখের বিনিময়ে! স্বচ্ছল অবস্থা হইতে, একেবারে রিক্ত-হস্ত হইলাম। এখন হইতে আমরা পথের ভিখারী—মুটে-মজুরের অপেক্ষাও আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

যে সকল কাজ আমার পক্ষে লজ্জাজনক ও ঘৃণিত, তাহাতে বাধ্য হইতে হইল—"বিল্" নকল করিয়া দিই—কিন্তু তাহার টাকা সহজে পাই না, অনেক খ্যাঁচ্‌কাইয়া তবে আমার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হই—কখনও বা ভিক্ষাস্বরূপ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া আদায় করি, কখনও বা অতি জঘন্য ময়লা সিঁড়ি বাহিয়া যত ওঁচা দালালদের ঘরে প্রবেশ করি। যতই কঠোর হউক্ না, যতই নীচ হউক্ না, কোন কাজেই পিছ্-পাও হই না।

ইহা সত্ত্বেও, আমার অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল—দুঃখের যতপ্রকার ধাপ ছিল, সকল ধাপগুলি বাহিয়া আমি দ্রুতগতি নামিতে লাগিলাম। এক-প্রস্তুত ছিন্ন পরিচ্ছদ, একটা অব্যবহার্য্য টুপি—গোড়ালি-দোমড়ানো এক জোড়া জুতা—ইহাই এক্ষণে আমার একমাত্র পরিধেয় হইল।

অবশেষে যাহা ছিল, তাহাও ঘটিল। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না, এখন আরও খারাপ হইয়া উঠিল। সে সুধীরা বালা সমস্ত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছে—কখনও তাহার মুখে একটি হা-হুতাশ এক মুহূর্ত্তের জন্যও শুনা যায় নাই। খাওয়া-পরার কষ্ট, অস্বাস্থ্যকর ঘর, বায়ুর অভাব—ইহাতে শরীরে বল না থাকিলে কি করিয়া সহ্য হয়? পাছে আমি আরও হতাশ হই, পাছে আমার কষ্টের আরও বৃদ্ধি হয়, এই জন্য সে যতটা পারিত, আপনার অবস্থা আমার নিকটে ঢাকিবার চেষ্টা করিত, শরীরকে কোনও প্রকারে টানিয়া আনিয়া আমার নিকট খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এক দিন আর পারিয়া উঠিল না—মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল! আহা! সেই যে পড়িল, শয্যা হইতে আর উঠিল না!

৫

মদলীনাকে ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে আর সাহস হয় না। সাংসারিক কাজের জন্য নিতান্ত আবশ্যক হইলে তবেই বাহির হইতাম এবং তখনই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতাম। ভয় হইত, পাছে আমার অনুপস্থিতিকালের মধ্যে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আমাদের ভাল সময়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ ছিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বিনা ভিজিটে আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিলেন এবং রোগীকে পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলিলেন,—"কিছুই গুরুতর নহে, রক্তহীনতার লক্ষণমাত্র। তোমার স্ত্রীর জন্য এখন কেবল প্রয়োজন, ভাল বাতাস ও ভাল গরুর দুধ। কিয়ৎ সপ্তাহের জন্য, পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। তাহা যদি না পার, তবে প্রতিদিন প্রাতে একবাটি করিয়া ভাল দুধ খাইতে দিবে। আমি যতদূর জানি, সহরেও বেশ ভাল দুধ পাওয়া যাইতে পারে। একজন ভাল গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেই পাইতে পারিবে। আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না।

একজন ভাল গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেই হইবে! কিন্তু তাতেও ত পয়সা চাই। বিশেষতঃ যে অবধি কাজের চেষ্টায় রাস্তায় বাহির হইতে পারি নাই, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহাতেই আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছি। নগরের দাতব্য আলয় হইতে যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, তাহাতে দুই এক সপ্তাহ কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম; তাহার পর আমাদের দুর্দ্দশার শেষ নাই, দোকানদার খাদ্যসামগ্রী আর ধারে দিতে চাহে না। আর আমাদের বাসার লোকের কথা যদি বল, তাহারাও আমার ন্যায় হতভাগ্য দরিদ্র। মোট কথা, যে দিন ডাক্তার আসিয়া একবাটি দুধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, আমার এমন একটি পয়সা নাই যে, তাহাতে আমি দুগ্ধ ক্রয় করি।

দুগ্ধ ক্রয় করিবার জন্য কি উপায়ে দুই তিন আনা সংগ্রহ করিব, অনেক চিন্তা করিলাম—মাথা-মুণ্ডু খুঁড়িয়াও কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। হাত মোচ্‌ড়াইতে মোচ্‌ড়াইতে বলিয়া উঠিলাম, "এই তুচ্ছ দুই এক আনার অভাবে আমার মদলীনা মারা পড়িবে, আর আমি তাহা চক্ষে দেখিব!"

সে রাত্রিতে আর ঘুমাইলাম না—আমাদের এই হীনাবস্থা সম্বন্ধে মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলাম।

ভোরের বেলায়, একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ হঠাৎ আমার কানে পৌঁছিল। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত—সেই সময়ে এই শব্দটা আরও যেন ভয়ানক বলিয়া মনে হইল। দেখিলাম, আমাদের বাসার লাগাও যে একটা দুধের দোকান আছে, সেইখানে যোগান দিবার জন্য একজন গোয়ালা গাড়ি করিয়া দুধ আনিতেছে। তখনই একটা মতলব আমার মনে আসিল। যদি গোয়ালাকে বলা যায়, এখন আমায় একটু দুধ দাও, ইহার মূল্য আমি কিছুদিন পরে দিব। আমি তাকে বুঝাইয়া বলিব, আমার স্ত্রী বেচারা অত্যন্ত পীড়িত, আমি তাহারই জন্য একটু দুধ চাহিতেছি, দুগ্ধই তাহার একমাত্র আহার। এই পল্লীগ্রামের লোকেরা দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা জানে, বোধ হয় আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে না।

আমার টেবিলের উপর একটা পাত্র ছিল, সেই পাত্রটা তাড়াতাড়ি হাতে করিয়া চারি চারি ধাপ এক কালে ডিঙ্গাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম। কিন্তু এত যে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম, নীচে গিয়া দেখি, গাড়িটা চলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে দেখিলাম, গাড়িটা রাস্তায় মোড় ফিরিতেছে। পাত্রহস্তে, হতবুদ্ধি হইয়া আমি সেইভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মদলীনাকে বাঁচাইবার যে একমাত্র উপায় আমার মনে আসিয়াছিল, তাহাও ফস্‌কাইয়া গেল।

এই সময়ে তিনটা বড় বড় টিনের বাক্স আমার নজরে পড়িল; আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ীর প্রবেশ-পথে, আমার দুই এক হাত আগে, সেই বাক্সগুলি রাখিয়া গোয়ালা চলিয়া গিয়াছিল।

আমি একটু ইতস্ততঃ না করিয়া, আমি সেখানে একাকী কিম্বা আর কেউ সেখানে আছে, তাহা পর্য্যন্ত বিবেচনা না করিয়া একটা বাক্সের ঢাক্‌না খুলিলাম, খুলিয়া তাহা হইতে দুগ্ধ লইয়া আমার পাত্রটি পূর্ণ করিলাম, তাহার পর বাক্সের ঢাক্‌না বন্ধ করিয়া, চোরের মত পলায়ন করিলাম।

চোরের মত—হাঁ, চোরই বটে। চুরি, হাঁ, চুরিই করিলাম! কিন্তু এ কথাটা সেই সময়ে মনে হইলেও থামিলাম না, আমি কেবল তখন মনে করিতে লাগিলাম, দুধটুকু পাইলে আমার মদলীনা

কত না জানি খুশী হইবে এবং তাহাতে তাহার কত না উপকার হইবে, তা ছাড়া গোয়ালাটা অত শীঘ্র চলিয়া গেল কেন, এ কেবল ধার লওয়া বৈ ত নয়; আমি চুরি করি নাই, আমি তাহার দুধের দাম দিব!

প্রথমে আমার একটু অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার স্ত্রী আগ্রহের সহিত দুধের বাটিটা লইল এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষে পান করিল এবং তাহার পরেই সস্মিতমুখে শান্তভাবে আবার ঘুমাইয়া পড়িল, তখন আমার সে অনুতাপ কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কেবল এখন এই ভয় হইতেছিল, পাছে এ কথা কেহ জানিতে পায়। দুগ্ধ কতটা কমিয়াছে, তাহা কে অত মনোযোগ করিয়া দেখিবে, আর, প্রতিদিনই যে বাক্সগুলি দুধে ভরপুর থাকে, তাহাও না হইতে পারে। যাহাই হউক, আমাকে কি করিয়া সন্দেহ করিবে? দুধওয়ালা হয় ত আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না।

রাত্রি হইলে, আমি যখন খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মুদির দোকানে গিয়াছিলাম, তখনও আমার মনের আকুলতা যায় নাই, আমি ভয়ে ভয়ে সেই দোকানের পর্দ্দার মধ্য হইতে দুধওয়ালা কি করিতেছে, উঁকি মারিয়া দেখিলাম—বোধ হইল, সে কিছুই টের পায় নাই।

তার পরদিন প্রাতে যখন আবার সেই গোয়ালা গাড়ি করিয়া দুগ্ধ লইয়া যাইতেছিল, আমি আবার তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম—কিন্তু এবারও ঠিক সময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না; এবারও আমি সেই টিনের বাক্স হইতে দুধ লইয়া আমার পাত্র পূর্ণ করিলাম।

ধর্ম্মবুদ্ধির একবার পতন হইলে, কত শীঘ্র দুষ্কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে আমি অতিমাত্র সততা করিতে গিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম, সেই আমি কি না দুই এক আনার তুচ্ছ দুগ্ধ চুরি করিয়া আনিতেছি। ইহা, কিছু দিন পূর্ব্বে, আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমার আচরণ সমর্থন করিবার জন্য অশেষ যুক্তিপরম্পরা আসিয়া উপস্থিত হইত। দুই এক আনার দুগ্ধ আত্মসাৎ করিয়া যদি মদলীনার প্রাণ বাঁচাইতে পারি, তাহাতে এমন কি দোষ হইতে পারে? দোকানদার যদি দুধের কমতি বুঝিতেই না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিশেষ কি ক্ষতি হইয়াছে? আর, যদি কমিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয়, সে খাঁটি জল দিয়া তাহা পূরণ করিয়া রাখিবে। দুধওয়ালারা ত সচরাচর এইরূপ করিয়াই থাকে।

হয় ত দুধওয়ালা জানিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না। খুব লোক ভাল বলিতে হইবে। আমার হাতে যখনই টাকা আসিবে, আমি তাহার দুধের মূল্য একশত গুণ ধরিয়া দিব। ইহা বড় আশ্চর্য্য, এক সপ্তাহ কাল এইরূপ কার্য্য চলিতেছে, অথচ দুধওয়ালা কিছুমাত্র সন্দেহ করিতেছে না।

ক্রমে আমার বিশ্বাস হইল যে, দুধওয়ালা ইচ্ছা করিয়া আমাকে দুধ লইয়া যাইতে দিতেছে। এই বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, দুধ কতটা কমিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে আর ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

পরদিন প্রাতে আবার যখন আমি এইরূপ টিনের বাক্সের ঢাক্‌না বন্ধ করিয়া দুধের পাত্রটি লইয়া বাড়ী ফিরিব, এমন সময়ে একটা হাত হঠাৎ আমার কাঁধের উপর স্থাপিত হইল এবং আমার কানের নিকট একটা মোটা আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কাঁপিয়া উঠিলাম।

—"আ! এবার বাছাধন তোমাকে ধরেছি, আটদিন ধরে' তোমার কাণ্ড সব দেখ্‌ছি; আজ আর ছাড়্‌ব না। চল, থানায় চল, শীঘ্র চল।"

আমি তখন একেবারে বজ্রাহত। কোন কথা না বলিয়া, কোন বাধা না দিয়া, নতশির হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম।

তাহার পর, মহাশয় কি হইল, আপনি ত সব জানেন। আমি যে চুরি করিয়াছি, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করি নাই—আমি যে অপরাধী, তাহা আমি জানি। তবে, কি জন্য ও কাহার জন্য আমি এই চুরি করিয়াছিলাম, সমস্ত আপনার নিকট খুলিয়া বলিলাম—আমি কতটা অপরাধী ও কতটা কৃপাপাত্র, আপনি এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

৬

অশ্রুপূর্ণনেত্রে অপরাধী এই সমস্ত কথা বিবৃত করিল। বিচারক যিনি শুনিতেছিলেন, তিনি সহৃদয়

ব্যক্তি। হতভাগ্য অপরাধীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন এবং যতদূর পারেন, তাহার দিকে টানিয়া অনুকূল ভাবে বিচার করিতে লাগিলেন। তাহার অধিক আর তিনি কি করিতে পারেন? অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিতেছে, অপরাধও গুরুতর, আইনও অকাট্য। সুতরাং, যতদূর কম শাস্তি হইতে পারে—অপরাধীর তিন মাসের ফাটক হইল।

যে দিন এই দণ্ডাজ্ঞা হইল, সেইদিন রাত্রে কারা-রক্ষক অপরাধীর কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, জানলার গরাদে কাপড় লট্‌কাইয়া বেচারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শয্যার পাদ-দেশে পেন্‌সিলে লেখা একটা কাগজ পড়িয়া ছিল, রক্ষক দেখিতে পাইল। এইরূপ লেখা আছে :—

"মানুষের নির্দ্দয় বিচার! আমি হতভাগ্য বৈ আর কিছুই নই, কিন্তু আমার প্রতি চোরের ন্যায় ব্যবহার করিল। ইহা ঠিক্ নহে। আমি গৃহে আর ফিরিতে পারিব না—তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

বেচারা হয় ত মনে করিয়াছিল, এ অপমানের কথা শুনিলে তাহার স্ত্রী আর প্রাণ রাখিবে না—তাই সে আত্মঘাতী হইল।

ফলতঃ বিচারক মনে করিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রীর নিকট তিনি নিজে গিয়া তাহার এই বিপদের কথা অতি সন্তর্পণে ব্যক্ত করিবেন এবং তাহার সাহায্যার্থে কিছু সম্পত্তি বরাদ্দ করিয়া দিবেন—কিন্তু তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া জানিলেন, এক দিন পূর্ব্বে তাহারও মৃত্যু হইয়াছে।

দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে ইহলীলা সম্বরণ করে।

মানুষের বিচার এইরূপ! একটি আঘাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এবং কিসের জন্য?

——একবাটি দুধের জন্য।

ফরাসী-প্রসূন

(কবিতা)

মানী প্রজা

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

"ইস্তভান বেঙ্কো" নামে "হঙ্গারীর" মহা এক ধনী,
অঙ্গুষ্ঠে শোভিত তাঁর সুদুর্লভ বৈদূর্য্য মণি ;
দীনজনে করিতেন অকাতরে ধনরত্ন দান,
এমন সুদাতা, কেহ দেখে নাই তাঁহার সমান।
এক দিন সে ভূপতি নিজোদ্যানে নৃত্যের উৎসবে
আহ্বান করিলেন অনুগত প্রজাদের সবে।
হীরক মাণিক্য আদি নানা রত্নে হইয়া ভূষিত
অতি জমকালো বেশে হইলেন তথা উপস্থিত।
স্বর্ণমুদ্রা রাশি রাশি রাখিলেন বসনের ভাঁজে,
নৃত্যকালে ঝরে যাতে সেই সব প্রজাদের মাঝে।
আরম্ভ হইল নৃত্য ভূপতিও লাগিলা নাচিতে,
খসিতে লাগিল মুদ্রা চারি ধারে বসন হইতে ;
কুড়াতে লাগিল সবে মুদ্রা যাহা হইল স্খলিত,
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব মুদ্রা হল নিঃশেষিত।
যখন হইল শেষ দেখিলেন চাহি, সেই ভূপ
মানী দীন প্রজা এক আছে কোণে দাঁড়াইয়া চুপ্।
আড়াআড়ি বাহু দুটি বক্ষোপরে রাখিয়াছে তুলি,'
শুকচঞ্চু-বক্র নাসা, শুভ্র গুম্ফ পড়িয়াছে ঝুলি' ;
পশমি আলখাল্লা পরা' আস্তিন যাহার সুবিশাল,
—দূর হতে দ্যাখে শুধু, মুদ্রা'পরে নাহিক খেয়াল।
ভূপতি নিকটে গিয়া অভিবাদি' বলিলা তাহায়
তোমারেও দিব কিছু ছিল ইচ্ছা, কিন্তু এবে হায়
আর একটিও মুদ্রা নাহি মোর বসন-অঞ্চলে,
কুড়ালে না কেন তুমি যখন তা' পড়িল ভূতলে ?
উত্তর করিল বৃদ্ধ : "নত হতে হ'ত যে তাহ'লে"!

হারা-ধন

(Victor Hugo হইতে)

শোক-তপ্ত ভগ্নহৃদি বৎস-হারা ওগো মাতৃগণ!
বেশ জেনো, ভগবান তোমাদের শোনেন ক্রন্দন,
হারা-পাখী সব তিনি নিজ হাতে রাখেন ধরিয়া
কখনো কখনো নীড়ে কোনোটিরে দ্যান্ ফিরাইয়া।
শ্মশান ও সূতিকা-স্থান এ দুয়ের মাঝে জেনো
গূঢ়ভাবে আছে গতিবিধি ;
কে জানে গো, কালের সে অনন্ত অতল গর্ভে
কত আছে রহস্যের নিধি ॥
বলিতেছি তোমাদের যে মায়ের কথা
তাঁহার নিবাস-ভূমি পুরী কলিকাতা।
জানিতাম আমি তারে ভাল দশা তাদের যখন ;
তার গৃহ-সংলগন ছিল মোর পিতার ভবন।
ভগবান-দত্ত বৈধ যা কিছু সৌভাগ্য সুখ
পাইল সব সে ;
বিয়া হয় যার সনে বরিয়াছিল গো তারে
নিজে ভালবেসে ;
ক্রমে হল পুত্র তার, মাতৃ-বক্ষ উচ্ছ্বসিল
স্নেহানন্দ-রসে ॥
প্রথম গর্ভের শিশু শুয়ে আছে রেশমের
কোমল শয্যায় ;
মাতা দেয় স্তন তারে কলনাদ করে শিশু
অস্ফুট ভাষায় ;
সমস্ত রজনী সে গো কল্পনার দ্বার দেয় খুলি'
নিশার আঁধার মাঝে নেত্র দুটি উঠে শুধু জ্বলি' ;
টুঁ-শব্দ নাহি মুখে নীরবে ঝুঁকিয়া
শুনিছে কখন্ শিশু পড়ে ঘুমাইয়া ;
পরে যবে দেখা দিল অরুণ পূরবে,
গাইয়া উঠিল মাতা হরষে গরবে ॥
তার পর তাকিয়ায় পিঠ দিয়া পড়িল হেলিয়া,
কাঁচুলি হইতে স্তন দেখা দিল দুধেতে ভরিয়া ;

অধরে মৃদুল হাসি, চাহি' আছে শিশুটির পানে ;
"যাদুমণি"-"ধনমণি" বলি' ডাকে কত শত নামে।
কতই চুম্বন করে তার সেই খুদে খুদে
রাঙা দুটি পায় ;
কত কথা বলে আর ;—নগন সুন্দর শিশু
মৃদু হাসে তায় ;
আহ্লাদে মাতার বাহু ধরি' কর-পুটে
কোল হতে ঠোঁট-ভক্ ভর দিয়া উঠে ॥
পত্র-শব্দ-সচকিত মৃগটির প্রায়
বাড়িতে লাগিল শিশু যত দিন যায় ;
চলিতে লাগিল ক্রমে টলিতে টলিতে,
পরে আধো আধো কথা লাগিল বলিতে।
হইল বছর তিন, মধুর বয়স সেই
যখন গো বাণী
বিহঙ্গ-শিশুর মত অলপ উড়িতে পারে
নাড়ি' ডানাখানি।
মা বলিল ;—"যাদু মোর হইয়াছে কেমন বড়টি !
কেমন শিখিতে পটু, আখর চিনিল চটপটি।
কি দস্যি !—বলে মোরে :—কাপড় পরায়ে দে মা
বড়দের মত,
আমি আর পরিব না খোকার পোষাক, দেখ
বড় আমি কত !
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত অতি খুদে খুদে এ মরদগুলি,
যাহোক বাছাটি মোর এরি মধ্যে পড়ে পুঁথি খুলি"।
ভালবাসে দূরে যেতে তেজে ভরা তার ক্ষুদ্রপ্রাণ,
পড়ায় তাহার মাতা রামায়ণ করিয়া বানান ;
আহা কি স্নেহের দৃষ্টি ভঙ্গুর এ পুত্তলিটি-পরে ;
কত সুখ হয় মনে —দ্যাখে কত গরবের ভরে।
শিশুর হৃদয় যবে করে ধুক্ ধুক্
সেই সঙ্গে কাঁপি' উঠে জননীরো বুক্ ॥
একদিন—কার না গো আসে হেন অশুভ দুর্দ্দিন—
পিশাচী কাঁসের ব্যাধি আক্রমি' শিশুরে করে ক্ষীণ ;
ক্রমে মহাবল করি' ভয়ঙ্করী সে পিশাচী
কণ্ঠ তার ধরিল চাপিয়া ;
ছটফট করে শিশু স্বর্গচ্ছবি নেত্র দুটি
অন্ধকারে ফেলিল ছাইয়া।
শীতল হইল ওষ্ঠ ঘর্ঘর শবদে শ্বাস
ওঠে ঘন ঘন
করাল কৃতান্ত আহা চুপি চুপি শিশুটিরে
করিল হরণ ॥

সেই পিতা, সেই মাতা, সেই শোক, শূন্য সেই খাট,
দেওয়ালে কপাল ঠোকা, ভীষণ সে শ্মশানের ঘাট ;
আ-নাভি দীরঘ শ্বাস ; স্তব্ধ মানবের ভাষা,
ভাষা হায় কি বলিবে আর ?
তখনি ফুরায় কথা বক্ষ ফাটি' উঠে যবে
তীব্রতম মর্ম্ম-হাহাকার ॥
এইভাবে তিন মাস বিষাদের অন্ধকারে
নিস্পন্দ হইয়া মাতা বসে এক স্থানে ;
অর্থহীন স্থিরদৃষ্টি চাহি' আছে অভাগিনী
শুধু সেই দেওয়ালের কোণটির পানে ;
আর সে গো অবিরাম একান্ত আপন মনে
বিড় বিড় করি' বকে কি কথা কে জানে।
আহারে নাহিক রুচি—কিছু নাহি খায়,
জীবন হইল দীর্ঘ জ্বর-ব্যাধি-প্রায় ;
ঘন ঘন কাঁপে অঙ্গ ; ভীষণ বিষাদ-ভরে
বলে যেন কায় ;—
"কোথা মোর যাদুমণি, ফিরে দে, ফিরে দে ওরে
ফিরে দে আমায়"।
অবস্থা বুঝিয়া বৈদ্য বলিলেন শিশুর পিতায়
"দারুণ এ বিষাদের শীঘ্র কোনো করুন উপায় ;
মাতা হবে শান্ত, যদি আর
একটি শিশু কোলে পায়"।
কত দিন, কত মাস এই ভাবে চলি' গেল হায় ॥
একদিন সহসা গো অনুভব করিল আপনি
যেন গো দ্বিতীয়বার হইবে সে শিশুর জননী।
বাছার সে শূন্য খাট্ —বসিয়া গো তাহার সম্মুখে,
শুনিল সে পুন যেন "মা" বলি' কে ডাকে শিশু-মুখে।
ভাবিতে লাগিল মাতা—অবাক্ নিস্তব্ধ—
সেই আধো আধো বাণী—মধুময় শব্দ ;
সেই দিন সহসা গো উদরের পার্শ্বদেশ
উঠিল কাঁপিয়া ;
নব-আগন্তুক কোন আসিবে এ মর্ত্ত্যলোকে
—দেয় জানাইয়া ;
মুখ হল পাণ্ডুবর্ণ ; ভাবে—কে না জানি এই
অজানা পথিক ;
কাঁদিতে লাগিল শেষে, আর নিজ অদৃষ্টেরে
দিল শতধিক্ ;
"না না—এ চাহি না আমি,
ব্যথা যে লাগিবে তোর প্রাণে,
তুই ওরে যাদু মোর শুইয়া যে আছিস শ্মশানে।"

তুই যে বলিবি বাছা :—"মা গেল ভুলিয়া মোরে
মোর স্থান অধিকার করে অন্য জন ;
মা উহারে ভালবাসে, মার মুখে হাসি কত
পেয়ে কোলে সুন্দর মনোমত ধন।
দেখ না, আদর করে ঘনঘন করিয়া চুম্বন,
আর আমি হেথা কিনা পড়ে' আছি শ্মশানে এখন।"
এইরূপে অভাগিনী বিলাপ করিয়া সারা রাত
দেখিল গো পুত্র-মুখ রাত্রি যবে হইল প্রভাত।
স্বামী তার বলি' ওঠে আনন্দে আটখান
ওগো! ওগো! এটিও যে পুত্র-সন্তান!
প্রসূতি বিষণ্ণ অতি পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগে তার মনে ;
নব-শিশু হেলা করি' ভাবে শুধু পূর্ব্ব-বাছাধনে,
বলে "আহা সে বাছাটি একলাটি শ্মশান-বিজনে॥"
কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড! সৌভাগ্য ফিরিল পুন
বিধির কৃপায় ;
শোনে যেন নব-শিশু চির-পরিচিত স্বরে
বলিছে তাহায়
অতি মৃদু মৃদু কণ্ঠে শুইয়া সে জননীর
কোলের ছায়ায়
"সেই আমি—নহি অন্য এ কথা মা দেখো যেন
বোলো না কাহায়॥"

পথিক।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

এক অঙ্কে সমাপ্ত পদ্যময়ী নাটিকা।

১ দৃশ্য।

জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাকৃতিক দৃশ্য—রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রমোদ-ভবন ; ক্রম ঢালু সোপানাবলী ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে ; রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে বারাণসী নগরী অস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান ; আকাশ তারকাকীর্ণ। মালতী শয়নোপযোগী একখানি সাদা শাড়ী পরিয়া, সিঁড়ির গরাদের উপর কনুই রাখিয়া, স্বপ্নময় ভাবে ভোর হইয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্যটি অবলোকন করিতে করিতে চিন্তামগ্না।

মালতী।—

কন্দর্পের মুখে ছাই! অশ্রুবিন্দু নাহি আর
এ পোড়া নয়নে!
সারাটা যৌবন মোর কাটায়েছি আত্মপূজা
শুধু আহরণে।
নিষ্ঠুর রাণীর মত কৃপা-চক্ষে ভক্ত-বৃন্দে
করেছি দর্শন ;
চুম্বিলে এ হস্ত মোর একটি হৃদয়-তন্ত্রী
হয়নি কম্পন ;
—কে করে বিশ্বাস ইহা? এত প্রেম আরাধনা
পাইয়া মালতী
তবুও হৃদয় তার তৃপ্তি-হীন, অবসন্ন,
ম্রিয়মাণ অতি?
প্রতিদিন দেখি সেই সুনীল গগন উর্দ্ধে
রহে প্রসারিত ;
সেই সে সুন্দর নিশি, প্রশান্ত নিদাঘ সেই
রহে বিরাজিত ;
পাইতেছি প্রতিদিন কত ভকতের হাতে
পুষ্প উপহার ;
কত রাজা মহারাজা খুলি দেয় মোর কাছে
রত্নের ভাণ্ডার,
তবু তারা নাহি পারে উৎপাদিতে হৃদে মোর
একটু বিস্ময় ;
তাদের সে শূন্য-গর্ভ উপহার মোর কাছে
তুচ্ছ অতিশয়!
হায় কি বিষম কষ্ট! কাহারে না ভালবাসি'
জীবন ধারণ
—সে তো গো জীবন নয়, সে তো শুধু জীবনের
মিথ্যা বিড়ম্বন।
আমার যে কিছু নাই ; নাহিক একটি ফুল
—আদরে শুকায় যাহা
পুঁথির ভিতরে ;
নাহিক কেশের গুচ্ছ, রক্ষিত হয় গো যাহা
পুরাণো সুখের স্মৃতি
জাগাবার তরে ;
মরমের কোন কথা নাহি গাঁথা এই শূন্য মনে
—যাহার করিয়া ধ্যান হই সুখী শয়নে স্বপনে।
সুখের নাহিক লেশ, শূন্যময় হেরি সব
—সবেতে ঔদাস্য ;

* এই নাটিকাটি ফরাসী থিয়েটারে যখন অভিনীত হয়, তখন প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রী Sarah Bernhradt নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কেমনে কাঁদিতে হয় ভুলিয়া গিয়াছি যেন
তাহারো রহস্য !
(দূরস্থ বারাণসী নগরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)
ওই যে গো বারাণসী, এই যে এমন নিশি
শশাঙ্ক উজ্জ্বল
আমা সম সুখহীন হয় তো প্রেমিক কোন
যুবক সরল,
এ সময়ে কোন গৃহে ছাদের উপরে বসি'
উৰ্দ্ধে চাহি' ঘন ঘন
ফেলিছে নিশ্বাস ;
হয় তো সে কোন দিন আমারেই চক্ষে হেরি'
আমারি প্রেমের লাগি
হয়েছে উদাস ;
সে যদি কখন আসে মোর এই সর্ব্বনাশী
কুলনাশী পথে,
সুখ-আশা সে যেন রে নাহি করে মুহূর্ত্তেক
এ সাপিনী হ'তে ।

(নেপথ্যে মলয়কুমার গাহিতে গাহিতে)

গান ।

এসো প্রিয়ে ! আসে মধু-মাস ;
মধুর ভানুর কর, মধুর আকাশ !
কুঞ্জে পিক গাহে মাতি' প্রস্ফুটিত যুথি জাতি,
মৃদু বহে মলয়-বাতাস ;
এস প্রিয়ে ! আসে মধুমাস ॥

মালতী ।—
কিছুই লাগে না ভাল ; এমন মধুর স্বর
এমন নিশিতে—
কেবলি জ্বালায় মোরে —সূচ-সম পশে যেন
আমার এ চিতে ।
অন্যের প্রমোদ-লীলা কেন বৃথা অনুসরে
মোর পিছে পিছে ;
মনে সুখ নাহি মোর, তবে এ বসন্ত-রাতে
কেন গায় মিছে ?

(মলয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ আরও নিকটতর)

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার গান)

লঘু প্রজাপতি কত সদা ভ্রমে যেই পথ,
আর যত সুতন্বী ললনা
—এসো সেই পথ দিয়া, তোমা তরে প্রতীক্ষিয়া
জান তো গো আছে কোন্ জনা ।
সেই পথে সরোবর আছে এক মনোহর,
পিয়ে যেথা হরিণ হরিণী ;
তারি ধারে আছে কুঞ্জ, ফুটে ফুল পুঞ্জ পুঞ্জ
সেথা হবে মিলন মোহিনি !

মালতী ।—
সুরটি মধুর অতি মর্ম্মস্পৃক্ কণ্ঠস্বর
কিন্তু আমি বুঝিনে যে আর
এই সব প্রণয়ের মিছাকথা জলপনা
বস্তুহীন অলীক ব্যাপার ।
কি হবে হেথায় ?—যাই ঘরের ভিতরে
এ স্থান ছাড়িয়া দেই সুখীজন-তরে ।

(ধীরে ধীরে আবার বারাণ্ডার উপর উঠিয়া, যে দিক হইতে কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল—সেই দিক পানে আকুল ভাবে অবলোকন)

---

২ দৃশ্য ।

(বীণাস্কন্ধে এবং উত্তরীয়ের কিয়দংশ তৃণভূমির উপর লুটাইয়া যাইতেছে—এই ভাবে প্রবেশ)

মলয় —
ধন্য রে বসন্ত-রাতি ! ভ্রমিতেছি কেমন আরামে !
আহার করিনু সাঁঝে—পঁহুছিয়া ক্ষুদ্র এক গ্রামে—
বাগিচা-বেড়ার তলে অস্তমান ভানুর সম্মুখে
হলো হবে চন্দ্রোদয় যাত্রা পুন আরম্ভিনু সুখে ।
গাইতে গাইতে গান চলিয়াছি অবিরত
ভুলি' পথ-শ্রম ।
ধন্য রে বসন্ত-রাতি মুক্তহস্তে শশী কিবা
ঢালিছে কিরণ !
তরু-পুঞ্জ-ফাঁক দিয়া হাসিছে একটি তারা
'একদৃষ্টে চাহি' মুখপানে
ঠিক্ মানুষেরি মত ; ধন্য রে বসন্ত-রাতি !
কত আশা জাগে মোর প্রাণে
এই তো আইনু হেথা ; জানিতে পারিব কল্য,
ভালবাসে কি না
প্রেম-গান বারাণসী —চাহে কি না শুনিবারে
মোর এই বীণা ।

এখনো বিলম্ব আছে হইতে গো রজনীর শেষ,
তাহে যদি দ্যাখে এই চীর-বস্ত্র ভিখারীর বেশ,
আর এই বীণা স্কন্ধে, কে করিবে দ্বার উদ্ঘাটন ?
হেথা তবে করি আজি কোন মতে রজনী যাপন।
শুই তবে এইখানে ; ভূমিটা কঠিন বড়,
কিন্তু নিশি এমন মধুর !
আর, এ শৈবাল-পুঞ্জে রচি' শির-উপাধান
শুয়ে হেথা করি শ্রান্তি দূর।
নিদ্রিত হইলে যদি শীত লাগে গাত্রে মোর
গরম হইব পুন প্রভাত-কিরণে ;

(ভূতলে শয়ন)

তাহে কিবা আসে যায় ? আরামে থাকিব বেশ
এই মোর উত্তরীয় বাস-আচ্ছাদনে।
লইনু আশ্রয় তোর তারকা-শোভন-নিশা
বিমুক্ত আকাশ !
বিশ্বমাতা প্রকৃতির এই তো রে চিরন্তন
পথিক-নিবাস !
(উত্তরীয়-বস্ত্রে গাত্র অর্দ্ধ আচ্ছাদন করিয়া শয়ন, নেত্র নিমীলন)
মালতী। (উপর হইতে অবলোকন করিয়া)
বেচারা বালক যে গো সত্যই করিল কাজে
কহিল যা মুখে প্রকাশিয়া ;
আর কি না আমি এবে করিনু আক্ষেপ কত
রজনীটি সুন্দর বলিয়া !

(নীচে নামিয়া আসিয়া)

আমি কি পাপাত্মা ঘোর আচ্ছা, ওরে করি আহ্বান
আতিথ্য কর্ত্তব্য মোর, আশ্রয় উহারে করি দান।
কিন্তু এ বসন্ত-রাতি আমার যে নাহি ভাল লাগে
সদাই অন্তরে মোর গভীর বিষাদ এক জাগে।
আমি চাহি—এ রজনী ছেয়ে যায় ঘোর অন্ধকারে,
পথ-হারা পান্থ কেহ না পায় আশ্রয় কারো দ্বারে।

(মলয়কুমারকে নিদ্রিত দেখিয়া)

বেচারা বালক কিন্তু এরি মধ্যে কেমন ঘুমায় !
বোধ হয় অভ্যাস আছে, কিন্তু তাহে কিবা আসে যায় ?
এ নীরব বিজনতা ! এই নিশি গন্ধে আমোদিত !
এ সৌম্য মুরতি কিবা ! সবই মোরে করে উত্তেজিত।
মনে হয় বাড়িতেছে হৃদে মোর স্পন্দনের বেগ,
সহসা উদিত হয়ে কোন এক নূতন আবেগ
পাগল করে যে মোরে !
(আরো নিকটে গিয়া দর্শন) এ কি !—সেই স্বপন-পুরুষ ?

(মৃদুভাবে হাতটি ধরিয়া)

এসো পান্থ, ওঠ ওঠ ! নিশি-বায়ু বড়ই পরুষ।
মলয়।—

(জাগিয়া উঠিয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিতে দেখিতে)

অপ্সরী না বিদ্যাধরী ? তোমারেই আমি যে গো
দেখিনু স্বপন !
ও শুভ্র মূরতি তব দেখিয়াছিনু গো, যবে
নিদ্রায় মগন ॥
মালতী।—
না, না, তুমি দেখিয়াছ শাখা-পত্র-ফাঁকে বুঝি
তারকা-কিরণ।
মলয়।—
না না আমি তোমারেই করিয়াছি স্বপ্নে দরশন ;
সেই তব কণ্ঠস্বর করি যেন এখনো শ্রবণ।
মানুষ ঘুমায় যবে এ চক্ষে না দেখিলেও
দ্যাখে দিব্য চোখে ;
আরো, আমি শুনিলাম সঙ্গীত হতেছে যেন
কোন স্বর্গ-লোকে।
মালতী।—
সঙ্গীতের শব্দসম পশিল যা' তোমার শ্রবণে
—পল্লব-মর্ম্মর-ধ্বনি সমুত্থিত পবনতাড়নে !
মলয়।—কে তুমি বল গো তবে ;
মালতী।— আমি তব সাক্ষাৎ বিস্ময়,
বলিতে আইনু হেথা লবে কি না আমার আশ্রয়।
হ'ল কি গো সুখ-নিদ্রা আলিঙ্গিয়া কঠিন বসুধা ?
আহার করিয়া কিছু নিবৃত্তি করিবে কি গো ক্ষুধা ?
মলয়। (একদৃষ্টে মুখের পানে চাহিয়া)—
বড় অনুগ্রহ তব ; কিন্তু গো বিলম্বে আজি
করেছি আহার,
ক্ষুধা নাহি লেশমাত্র ; নিদ্রা যাইতেও মোর
ইচ্ছা নাহি আর।
মালতী।—(স্বগত)
নিষ্ঠুর মালতী ওরে ! হোক্ তোর দয়ার উদয়,
অন্ততঃ আজিকে তুই হ'স্ নে রে দারুণ নির্দ্দয় ;

পাতিসনে প্রেম-ফাঁদ, হ' রে তুই ক্ষান্ত ;
তাহে পুন ও-বেচারি বালক নিতান্ত।
(প্রকাশ্যে)
জানিবার অধিকার নাহি কি গো আমার এখন
—কে মোর গবাক্ষতলে নিদ্রা-ছলে করিল শয়ন ?
মলয়।—
সঙ্গত এ প্রশ্ন তব ; শোনো, নহি ছদ্মবেশ-কামী
মলয় আমার নাম সঙ্গীতের ব্যবসায়ী আমি।
শিশুকাল হ'তে আমি চঞ্চল-স্বভাব "ভব-ঘুরে"
ভ্রমণই জীবন মোর ঘুরিয়া বেড়াই দূরে দূরে।
আমার বিশ্বাস, আমি এক গৃহে তে-রাত্তির
করিনি যাপন ;
করেছি জীবিকা তরে কত কাজ—ভবে যার
নাহি প্রয়োজন।
যদি চাও শুনিতে গো খাঁটি কথা, তবে শোন বলি
অকেজো এ ভবে যাহা বেজো জেনো তাহাই কেবলি।
তরণী বাহিতে পারি ধীরে ধীরে সরসীর নীরে,
দোলনা দোলাতে পারি কউশলে তরুশাখা-শিরে
কবিতা রচিতে পারি রাশি রাশি মুহূর্ত্তমাঝারে,
আরো, পারি বাজাইতে বীণা-যন্ত্র মধুর ঝঙ্কারে।
মালতী।—
এ সব উপায়ে কিন্তু হয় কি গো ক্ষুধার নিবৃত্তি ?
মলয়।—
বিশ্বাস করিতে ইহা কার হয় সহজে প্রবৃত্তি ?
কথাটা তবুও সত্যি ; নাহি মোর বুদ্ধি সাংসারিক,
কখন্ জুটিবে অন্ন, কিছুমাত্র নাহি তার ঠিক্।
অনেক সময় আমি এই সব হর্ম্ম্য হতে
দূরে চলি গিয়া
খাইয়াছি ফল-মূল গাছের তলায় বসি,
অরণ্যে পশিয়া।
তরু-লতা হতে আমি পাইয়াছি আদর-যতন,
মানুষের কাছে যাহা পাই নাই কভু গো তেমন !
স্থূল কথা,—অতি অল্প স্থান আমি করি অধিকার
অল্প কিছু পাইলেই ভাবি—হ'ল যথেষ্ট আমার।
কখন কখন আমি ধনীর ভবনে প্রবেশিয়া
ধনীর আহার স্থলে গাইয়াছি বীণা বাজাইয়া ;
গাইতে গাইতে গান করিয়াছি দৃষ্টি আমি
লুবধ নয়নে—
পলান্ন-পায়স-আদি রাশি-রাশি করে পার
গৃহ-বাসী জনে।

কেহ বা বুঝিতে পারি' দেখি' মোর লোভের চাহনি,
বলে "ভিক্ষু দৃষ্টি দেয়, দ্যাও কিছু উহারে এখুনি।"
মালতী।—
ভাল, শুনিলাম সব ; যাইবে নিশ্চয় কি গো
কাশী, হেথা-হতে ?
মলয়।—
কিছুই নিশ্চয় নাই ; যাব বটে আপাততঃ
বারাণসী-পথে।
যাইতে যাইতে যদি অন্য কোন পথ দেখি
আরো মনোরম,
তবে সেই পথ ধরি, যাব চলি যেথা হবে
মনের মতন।
মনের খেয়াল মোর একমাত্র ভ্রমণের নেতা,
ঝরা-পাতা, মেঘ-সম ভ্রমি আমি হেথা হোথা সেথা।
কোথা হতে আসিয়াছি কোথা যাব, কিছু নাহি জানি,
জানি গো আকাশ শুধু—ক্ষ্যাপা ভোলা মুগ্ধ কবি আমি
মুক্ত বায়ু-তরে শুধু প্রাণ মোর উঠে আকুলিয়া,
আকাশের পাখী সম ভ্রমি যেন উড়িয়া উড়িয়া।
একবার যে শুনেছে আমার গানের ধুয়া
নাহি শুনে আর ;
একবার মাত্র থামি কুড়াইতে বন-ফুল
—সাজাতে সেতার ;
আবার চলিতে থাকি ; কে না দেখিয়াছে রাতে
পথিক বালকে
গলি-ঘুঁজি সুঁড়ি-পথে —যাহা শুধু আলোকিত
জোনাকি-আলোকে।
যখন বরষে মেঘ তরুপত্র-পুঞ্জ-তলে
থাকি দাঁড়াইয়া,
তার পর চলি পুন, টস্ টস্ ঝরে জল
শরীর বাহিয়া ;
উঠে যেথা ইন্দ্র-ধনু সেই দিকে ছুটি গো অচিরে,
লক্ষীরে পেনু না কভু, অযাচিত পাই প্রকৃতিরে।
তীর্থ-যাত্রী-সম চলি সমুদিত শশাঙ্কের তলে,
তৃষ্ণা নিবারণ করি কলনাদী স্রোতস্বিনী-জলে ;
স্বল্প-তোয় খাল-নালা অক্লেশে হাঁটিয়া হই পার ;
চলিয়াছি ক্রমাগত তবু শ্রান্তি না হয় আমার।
মালতী।—
হেন উনমত্ত-ভাবে পথ দিয়া চলিতে চলিতে
থামিবার ইচ্ছা তব কখন কি হয় নাই চিতে ?

ফিরিয়া পথের বাঁক্ তব দৃষ্টি-পথে কি গো
পড়েনি কখন,
তাল-তমালের নীচে কোন এক ক্ষুদ্র গৃহ
—শান্তির সদন ?
ঘুমায় দুয়ারে যেথা ধীর শান্ত পুরাতন
কুক্কুর একটি ;
সে গৃহ-গবাক্ষে, কভু দেখনি কি চাঁদ-মুখ
—কোন ক্ষীণ কটি ?

মলয়।—
ক্বচিৎ কখন ; কিন্তু ঝোপের মাঝারে যথা
ছুড়িলে প্রস্তর
বেরোয় সাপের ঝাঁক্— শুনি মোর প্রেম-গান
আসিত বিস্তর
গুরু ও পিতার দল বাহির হইয়া সবে
ভবন হইতে ;
আমার এ বেশ দেখি, তাদের না হত রুচি
ভিতরে ডাকিতে।
উভয়েরি ভিন্ন রুচি, তাহাদেরো করিতাম
আমি পরিহার,
বিশেষতঃ গৃহ-শান্তি করি ভঙ্গ, এ ইচ্ছা
ছিল না আমার।

মালতী।—
মুচকি মুচকি হাসি করিলে সুন্দরী কোন
পুষ্প বরিষণ
মানস-কমল তব হ'ত নাকি বিচঞ্চল
—আনন্দে মগন ?

মলয়।—
কি আর হইবে তাহে ? উদ্দেশে চুম্বন শুধু
শূন্য-পথে দিতাম ছাড়িয়া,
তার পর আর কিবা ? শোনো বলি, মোর কাছে
স্বাধীনতা সব-চেয়ে প্রিয়া।
হ'ত যদি ভালবাসা, লঘুচিত্তে না হইত
এ মোর ভ্রমণ
কাঁধে লয়ে শুধু কাঁথা, হস্তে শুধু বীণাখানি
করিয়া ধারণ।
হৃদয়ে থাকিলে প্রেম, সে বোঝা বহন করা
বড়ই বিষম !

মালতী।—
তুমি যে পাখীর মত কেহ কি পারে না তোমা
পূরিতে পিঞ্জরে ?

মলয়।—
কাহারো নাহিক সাধ্য !

মালতী। পশিবে না কোনো দিন
বাতাস, ভিতরে ?

মলয়।—
ভালবাসা-বাসি—তাহে বড়ই আশঙ্কা মম
তুমি তো বোঝো না, দেখ, লঘুপক্ষ প্রজাপতি-সম
কভু বসি কভু যাই কভু আসি ফিরিয়া আবার,
ইহাতে কেমন সুখ ! করি আমি যা ইচ্ছা আমার।

মালতী।—
নাহি ওতে কোন সুখ ; এই ভাবে তুমি তবে
যাইতেছ কাশী ?
কোন আশা নাহি জাগে তোমার হৃদয়-মাঝে ?
—নিতান্ত উদাসী ?
"এ পথে যাইতে ভাল ; উড়িয়া যাইছে হোথা
বলাকার পাঁতি,
যাই উহাদেরি পিছে ; কিম্বা থাকি এইখানে,
কি সুন্দর রাতি !"
—এইরূপ ভাবি' বুঝি' যেথায় যখন যায় প্রাণ
অদৃষ্টের হাত ধরি সেখানেই কর গো প্রয়াণ ?

মলয়।—
প্রায় সেইরূপই বটে ;

মালতী।—সম্পূর্ণ নহে কি তাই ?
আছে তবে আর কিছু কল্পনা মনে ?

মলয়।—
সে এমন অনিশ্চিত !

মালতী।— তবু বল দেখি শুনি।

মলয়।— কাল যা' ঘটিবে তা' বলিব কেমনে ?

মালতী।—
আচ্ছা ভাল, আমা হতে—তোমার সে কাজটিতে—
হতে পারে সাহায্য কি লেশ ?

মলয়।—
সাহায্যে নাহিক কাজ ; হয় তো গো হেথা হতে
দূরে না যাইব অবশেষ।
শোনো বলি, আসিয়াছে আমার মাথায় এক
কল্পনা নবীন !
—আমা-সম কত আছে অসহায় নিরাশ্রয়
পিতৃমাতৃহীন—
আমি কে, জানি না আমি—কৃষকের পুত্র কিম্বা
রাজার কুমার,

এইমাত্র জানি আমি শুভক্ষণে হইয়াছে
জনম আমার।
আমার মস্তিষ্ক-মাঝে অবিরত জ্বলে যেই
আনন্দ-আলোক
ভাবিতে দেয় না মোরে আমি কোনো নিরাশ্রয়
অনাথ বালক।
এতদিন হেথা-হোথা করিয়াছি ছুটাছুটী
অনর্গল মৃগ-শিশু-সম;
আপনি আপন প্রভু এ-হতে অধিক কিছু
চাহি নাই সুখের জীবন।
কিন্তু ঠাকুরাণি, আমি লুকাব না তোমা হতে
এই মাত্র সহসা যা' হয় মোর মনে;
তব মিষ্ট কথা শুনি' তোমা প্রতি ধায় মন
কিবা এক মধুময় স্নিগ্ধ আকর্ষণে!
বুঝিনু প্রসাদে তব লোক-দৃষ্টি হতে দূরে
আছে এক শান্তির সদন;
—একটি গো ক্ষুদ্র গৃহ চামেলি-লতায় ঢাকা
যাহার গো প্রাচীর বেষ্টন।
আজি এ প্রথম দিন শ্রান্ত হইয়াছি আমি
আর কভু শ্রান্তি মোর হয় নাই লেশ;
সম্পূর্ণ তোমারি হাতে সঁপিনু গো আপনারে
যাহা ভাল, মোরে তুমি কর উপদেশ।

(স্বগত)

এমন রূপসী যে গো হৃদয়ো দয়ার্দ্র তার
হইবে অবশ্য!

(প্রকাশ্যে)

পরীক্ষা করিবে কি গো বনের বিহঙ্গ কভু
হয় কি না বশ্য?
শোনো বলি, তেয়াগিব মোর এই উচ্ছৃঙ্খল
ভ্রমণ এখনি;
যাপিব জীবন শুধু বসি' ওই পদতলে
দিবস-রজনী
ওই পদতলে বসি' গানে করিব গো তব
চিত্ত-বিনোদন;
অলস কল্পনা কত জাগিয়া উঠিবে নব
প্রাণে অনুক্ষণ।

মালতী।—

নিতান্তই শিশু তুমি!
(স্বগত) কেন এই উদ্বেগ বিষম?
—কেন এই ভয়? ওকে পাব যে গো কাছে অনুক্ষণ!

আদরে যতনে ওকে রাখিব গো সতত ঘিরিয়া
নিত্য নব ফুল-মালা দিব ওর কণ্ঠে পরাইয়া।
প্রেয়সী বলিয়া মোরে করিবে গো সম্বোধন যবে
মিটিবে প্রাণের সাধ, কেন চিন্তা করিস্ রে তবে?

মলয়।—

শুনিলে বলিনু যাহা?—কি ইচ্ছা এবে তব শুনি।

মালতী।—(স্বগত) না না, মোর নাহি ইচ্ছা,
কিন্তু ও যে চাহিছে আপনি।

মলয়।—

জানি ওগো ঠাকুরাণি! তোমাকাছে করিয়াছি
আমি কিছু অধিক প্রার্থনা;
তথাপি জানিতে চাহি—

মালতী।—(স্বগত) কল্যই জানিবে ও যে
সুনিশ্চিত আমি কোন্ জনা।

মলয়।—

পার কি রাখিতে মোরে?—জিজ্ঞাসি গো এই
শেষবার;

মালতী।— শোনো, আমি পারিব না।

মলয়।— পারিবে না?—কি হেতু তাহার?

মালতী।—

ভুল বুঝিয়াছ তুমি, আমি সে মহিলা নই
তুমি যা' ভাবিছ মনে মনে;
রাণীর মতন যে গো —সেই তো রাখিতে পারে
তোমা-হেন কবিগুণি-জনে।
আমি নারী দীন-হীন নাহি মোর ধন-জন-মান;
না আছে বাহন দাস না আছে গো কোন ধূমধাম।

মলয়।—কি!—নাহি একটি দাস?

মালতী।— দাসীও একটি মোর নাই!
ভূতলে শয়ন করি, শুধু কিছু ফল-মূল খাই।

মলয়।—তবু কৃপা করি যদি—

মালতী।— শোন বলি, আমি পারিব না।

মলয়।—যদি মোরে—

মালতী।—শোনো বলি, একা আমি—বিধবা ললনা।

মলয়।—

না চাহি অপর কিছু —থাকিব ও চরণের নীচে।

মালতী।—

অসম্ভব; অসম্ভব; কেন এই অনুরোধ মিছে?

মলয়।—

মিটিল না মন-সাধ নিতান্তই অদৃষ্ট বিমুখ;
মালতীর গৃহে যাই দেখি যদি সেথা মেলে সুখ।

মালতী।—(স্বগত)
কি বলিল ?—কয়ে যে গো মালতীর নাম!
যদি গিয়া করে পুন আমারি সন্ধান ?
মলয়।—
শুনিনু যা' তব মুখে, তাহার বুঝিনু এই সার
—না পাব রাখিতে আমি ও পদে এ জীবনের ভার।
কি আর বলিব বল, সব আশা হ'ল মোর হত ;
ভাল, কিছু নাহি পার পরামর্শ দিবে কি অন্তত ?
আছে এক নারী কোন কাশীধামে—লোক-মুখে শুনি,
এড়ায় কাহার সাধ্য তাহার সে শকতি মোহিনী!
একটি কটাক্ষে তার কি যেন কি মন্ত্রগুণ-বলে
বিহ্বল হইয়া সবে লুটাইয়া পড়ে পদতলে!
তোমারি মতন সে গো গৌরবর্ণ—সুন্দর আকৃতি ;
—যেরূপ বর্ণনা শুনি— আর তার নামটি মালতী।
আরো, লোকে বলে এই—কাটে তার জীবন বিলাসে ;
মিশিতে আমোদে তার
নিশি-দিন কত লোক আসে।
সঙ্গীত-রসজ্ঞ সে যে—লোক-মাঝে আছে গো বিদিত ;
বিশেষ, নিপুণ হস্তে বীণা যদি হয় গো বাদিত।
বলিতেছিলাম তাই যাব আমি তাহার নিকটে,
দেখি যদি সেথা গিয়া ভাগ্যে কিছু সুখ মোর ঘটে।
তাহার প্রাসাদে গিয়া ইচ্ছা মোর,—করি আমি
দাসত্বের বৃত্তি
—দাসত্ব ভাবিলে কিন্তু বিদ্রোহী হইয়া উঠে
সমস্ত প্রবৃত্তি—
আরো, শুনি লোক-মুখে অপূর্ব্ব সে রূপের প্রকাশ ;
থাকিলে তাহার পাশে বিষাক্ত হয় গো নিঃশ্বাস!
তাই মোর ভয় হয় ; —বল তবে, কি করি এখন ?
—তোমারি উপরে আমি করিয়াছি বিশ্বাস স্থাপন।
করিলেও প্রত্যাখ্যান— করিয়াছ মধুর বচনে,
মনে হয়—ইতস্তত: এখনো করিছ মনে মনে।
কি জানি কিসের লাগি এ বিশ্বাস করে মোর প্রাণ
—আমার উপরে যেন আছে তব একটুকু টান।
তাই মনে হয় মোর উপদেশ তব মুখ হতে
সুখ-শান্তি দিবে আনি এই মোর জীবনের পথে।
কি আদেশ বল তবে বল, তাই করিব এখন
যাব কি যাব না আমি সেই সেথা মালতী-ভবন ?
মালতী। (স্বগত)
বুঝিলাম সব ; ও যে ফিরিয়া আসিবে কাল হেথা ;
ওই পান্থ যে গো মোর হৃদয়ের নিভৃত দেবতা ;
অজানা অতিথি ওই যারে হেরি' বিগলিত
হৃদয় আমার,
বিধির বিপাক-বশে আমারি নিকটে ফিরি'
আসিবে আবার ?
মূর্ত্তিমান সুখ মোর আহা চলি' যায় হেথা হতে।
যাই ওর পিছে পিছে ; না না তা' হবে না কোন মতে।
কিন্তু যে পারিনে আর চাপিতে এ গোপন বাসনা ;
ইচ্ছা হয় এখনি গো
মলয়।— কি কারণে নীরব বল না ?
মালতী। (স্বগত) এ যদি গো পাপ হয়
—এ পাপ তো ঘটাইছে বিধি! (প্রকাশ্যে)
ইচ্ছা হইতেছে তব যাইতে সেথায় ? ভাল, যদি—
মলয়।— যাব কি সেথায় তবে ?
মালতী। (কিছুকাল নীরব থাকিয়া, পরে চেষ্টার বলে)
যেও না গো যেও না সেথায় ;
না না না, যেও না সেই পাপিনীর পাপের বাসায়।
তুমি তো বুঝ না কিছু তুমি অতি সরল-হৃদয়,
এটুকুও নাহি জান সেথা কত বিপদের ভয়।
না পারিনু আমি বটে করিবারে কিছুমাত্র
তব উপকার ;
নারিনু আশ্রয় দিতে —কুটীরে পেয়েছ যাহা
তুমি কত বার ;
আর কিছু নাহি পারি আমি ফেলিব না তোমা
বিপদের হাতে ;
তুমি যে বনের শিশু —চলিয়াছ প্রতিধ্বনি
জাগাতে জাগাতে ;
কেমন স্বাধীন ভাবে অরণ্যের বিহঙ্গের মত
—চলন্ত জলদ-সম —যেন কোন নির্ঝরিণী-স্রোত।
পাপিয়া কোকিল-সম গাও তুমি বনের গভীরে,
কপোলটি আর্দ্র তব প্রভাতের বিমল শিশিরে :
সেই তুমি পাপিনীর পাপ-গৃহে করিবে প্রবেশ ?
—জঘন্য উৎসব যেথা নিশীথেও নাহি হয় শেষ!
ও-তব কোমল ওষ্ঠ সুবিমল শিশুর সমান—
ম্লান হবে, পাত্র হতে উচ্ছিষ্ট মদিরা করি পান ?
ও-নেত্র-কমল তব শুষ্ক হবে রাত্রি-জাগরণে ?
তরুণ মুখের বর্ণ ম্লান হবে পাপের কিরণে ?
যাবে মালতীর গৃহে ? —না-না সেথা পাবে না যাইতে
সত্য বটে গায়ি' গান পাবে সেথা খাইতে—থাকিতে।
কিন্তু দেখ ভাবি' মনে সে গৃহটি কাহার ভবন,
কাহার উচ্ছিষ্ট তুমি সেথা গিয়া করিবে ভোজন।

বলিনু কঠোর কথা —করিবে গো আমারে মার্জ্জনা।
বলিনু—কেন না আমি করি তবে মঙ্গল কামনা।
না-না ওগো থাকো তুমি অরণ্যের বিহঙ্গের মত'
ভ্রমর-গুঞ্জন-সম বীণাটি বাজাও অবিরত।
নৈশ গগন যদি ছায় কভু গভীর তিমিরে
আশ্রয় লইও গিয়া কোন এক চাষার কুটীরে।
প্রভাত হইলে পুন আবার ভ্রমণে হয়ো রত;
কোন গ্রামে গিয়া যদি দ্যাখ কোন কন্যা মনোমত
—সুশীলা লাজুক মেয়ে— আর যদি ঘটে গো মিলন,
তাহলেই চিরকাল সুখে তব কাটিবে জীবন।

মলয়।—

পালিব তোমার আজ্ঞা; কিন্তু দেখ, নহে অসম্ভব
মালতীর নামে রটে এই সব মিথ্যা জনরব।
তার ভবনের কথা আমি যাহা করেছি শ্রবণ
তাতে তো না মনে হয়, তার গৃহ ঘৃণিত এমন!
তাও বলি, আমি কভু যেতাম না তাহার ওখানে
যদি আমি জানিতাম—

(মালতীর মুখে কষ্টের ভাব লক্ষ্য করিয়া)

ঘা দিনু কি বেদনার স্থানে?
মার্জ্জনা করিবে মোরে বুঝিয়াছি আমি অনুমানে,
বিচ্ছেদ-অনল কোনো এখনো গো জ্বলে তব প্রাণে।
বুঝি বা মালতী সেই তোমা-হতে করেছে হরণ
ভাই কি বল্লভ কোন যে তোমার ছিল প্রিয়তম!
তাহাই নহে কি সত্য? —এতক্ষণে বুঝিলাম
করিবে মার্জ্জনা—
মোর তরে নহে শুধু —নিজেরো লাগিয়া তব
হতেছে ভাবনা।

মালতী।— (অতীব বিষণ্ণভাবে)

না গো না বুঝেছ ভুল, সত্য নহে তোমার সন্দেহ
ভাই কি বল্লভ কোন এ সংসারে নাহি মোর কেহ।
তবে যে দেখিছ তুমি মুখে মোর কষ্টের লক্ষণ,
—সে শুধু মালতী-তরে ব্যথায় ব্যথিত মোর মন!
জানি আমি মালতীরে সময়-বিশেষে পারে
হ'তে সে উদার,
সরল নির্দ্দোষ-মতি যুব জনে হয় তার
দয়ার সঞ্চার;
কিন্তু এই ভাব তার স্থায়ী নাহি হয় বহুক্ষণ
লালসার বশে পুন নিজ মূর্ত্তি করয়ে ধারণ।
যাও তবে, এ বিশ্বাস থাকে যেন তোমার অন্তরে,
যা দিলাম উপদেশ তোমারি সে মঙ্গলের তরে।
করিনু কর্ত্তব্য মোর নিষেধিয়া আমি গো তোমায়,
এখন—এখন তবে যাও চলি লইয়া বিদায়।

(মনের কষ্ট চাপিয়া)

আমি যে বলিনু তোমা না যাইতে মালতীর স্থানে
জান না গো তুমি পান্থ কি কষ্ট হয় মোর প্রাণে,
তুমি কি বুঝিবে বল? বোঝো তুমি—সে ইচ্ছাও নাই,
এইটুকু জেনো মাত্র তোমারি মঙ্গল শুধু চাই।

(স্বগত)

এই শেষ—আর নয়; আহা যদি বুঝিত গো
আমিই সে জন!

মলয়।—

যাইব না আমি তথা তুমি যবে দুষ্টা বলি,
করিছ বর্ণন।
বিদায় হই গো তবে, ভ্রমণে যে হ'ত সুখ
আর আমি তাহা পাইব না;
বুঝিয়াছি, এখানেই সুখ-শান্তি সব মোর
—কিন্তু তারো নাহি সম্ভাবনা।
লয়ে যাইতেছি সঙ্গে অস্পষ্ট একটু শুধু
সুখের আভাস;
এই প্রত্যাখ্যানে, তব কিছু যেন আর্দ্রভাব
দেখিনু প্রকাশ।
যদিও নিঠুর হয়ে না করিলে পরাণের
বাসনা পূরণ,
একটু কষ্টও যদি হয়ে থাকে মোর-তরে
—দাও নিদর্শন।

মালতী।—

(আবেগ-ভরে একটি অঙ্গুরী প্রদান)

এই লও রাখ তুমি, এই অঙ্গুরীটি দেখি'
হইবে স্মরণ—

মলয়।—

না না ঠাকুরাণি, আমি লইব না ও অঙ্গুরী
মূল্যবান অতি,
দুর্লভ সামগ্রী ও যে, বৃহৎ হীরক-খণ্ড
উদ্গারিছে জ্যোতি।
না না না—ও অঙ্গুরীটি কিছুতেই আমি লইব না;
ওগো! তুমি তবে নাকি দীন হীন বিধবা ললনা!?

মালতী।— (স্বগত)

কে আমি—কিছু কি তার ইহাতেই হইল প্রকাশ?
জানিতে পারিল কি ও কোথা হতে পেনু আমি
এ অমূল্য চারু উপহার?

আছে গো নীরব হয়ে, —ওর ওই চাহনিতে
নত হয় আঁখি যে আমার!

(প্রকাশ্যে)

কি চাহ বল গো তবে—কি তোমারে করিব প্রদান?

মলয়।—

স্মৃতি-চিহ্ন শুধু চাহি—নহে কোন ভিক্ষা সারবান।
একটু সামান্য কিছু —যে সামগ্রী নিতান্তই
নিজস্ব তোমারি—
বিষণ্ণ ফুলটি ওই যাহা তব কেশ-পাশে
আছে যেন মরি'!

মালতী।—(ফুলটি দান করিয়া)

আচ্ছা দিনু লহ তুমি, দেখিবে গো কালিকে প্রভাতে
শুকায়েছে গোলাপটি থাকিয়া তোমার হাতে-হাতে।
আমি চাহি যেন এই ফুলের মরণে
মোর উপদেশ, তব আসে গো স্মরণে।
আর দ্যাখ, শুকাইলে এই ফুল, ভুলিও আমায়।

মলয়।—

(সবেগে মালতীর নিকট গমন, মালতীর পশ্চাতে অপসরণ)

আর একটি কথা আছে—তাহা বলি' হইব বিদায়।
চলিনু অনন্ত পথে —ভয়ে তাই হই কম্পমান;
এ পথে আর তো আমি —না পাইব শান্তির আরাম।
বল কোন্ পথে যাব, তুমিই তো নেতা মোর
—কর উপদেশ।
সেই দিকে যাব আমি যে দিকে করিবে তুমি
অঙ্গুলী নির্দ্দেশ।

মালতী।—(ইতিপূর্ব্বেই সিঁড়ির কতক ধাপ উপরে উঠিয়াছিল—এক্ষণে বারাণসী নগরীর বিপরীত দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া)

যাও তবে পান্থবর —যাও চলি একেবারে
পূর্ব্বদিকপানে।

(মলয় মালতীর দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হওয়ায় মালতী হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে নিবারণ করিয়া, ও নৈরাশ্যের ভাব মুখে ব্যক্ত করিয়া, সহসা প্রস্থান)

---

৩ দৃশ্য।

মালতী।—

(বারান্দায় কিছুক্ষণ থাকিয়া, গরাদের উপর কনুই রাখিয়া, যতক্ষণ দৃষ্টি যায় মলয়কে অবলোকন—পরে মলয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, হতাশ হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ)

কন্দর্পের হোক্ জয়! অশ্রু পুন দেখা দিল
এ পোড়া নয়নে!

দেশোদ্ধারের রত্নালঙ্কার।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

দৃশ্য একটি সুসজ্জিত প্রসাধন-কক্ষ—দীপালোকে উদ্ভাসিত। একজন রমণী নাচের পোষাক পরিয়া, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া আয়নার সম্মুখে আসীনা—তাহার সন্নিকটে অলঙ্কারের শূন্য পেটিকা খোলা রহিয়াছে।

নাচের মজ্‌লিস্! আহা! নাচের মজ্‌লিসে
যাইতেছি কত দিন পরে!
থাকিতে না পারে কভু যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোর
দেশমাঝে চিরকাল তরে।
কে সহিবে চিরকাল দুরভিক্ষ? কে ছুড়িবে
চিরকাল কামান-বন্দুক?
কিন্তু এই কথা, মোর কলা কি উচিত? না, না,
আমি নহি কর্ত্তব্য-বিমুখ।
শত্রু-আক্রমণ-কালে করেছি কর্ত্তব্য মোর
স্বদেশের সুহৃহিতা-সম,
আহতের সেবা-তরে সৈন্য চিকিৎসক-সাথে
গেছি পরি' বর্ম্ম-আবরণ।
এই ক্ষীণ হস্ত, যাহা বীণাবাদ্যে ছিল পটু
বাঁধিয়াছে আহতের পটি,
শীত-কষ্ট করি তুচ্ছ গেছি ঘোর রণ-মাঝে
যোদ্ধা-সম বাঁধি ক্ষীণ কটি।

---

* গত ফরাসী-জার্ম্মাণ-যুদ্ধে জার্ম্মাণ-সৈন্য যখন ফরাসী দেশ অধিকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিল, সেই সময়ের বর্ণনা।

তার পর এত দিনে   হইতেছে কোন গৃহে
ছোটো-খাটো নৃত্য-আয়োজন ;
কি দোষ যাইতে সেথা ?—   ইথে কি হইবে ভঙ্গ
—সুপবিত্র শোকের নিয়ম ?
কেন এ ভাবনা বৃথা ?   আর যা হোক্ না কেন,
মাতৃভূমি তিনিও রমণী ;
তাঁহার উচিত ভাবা   কেমনে কাটাবে লোকে
চির-শোকে জীবন এমনি ?
এ দুই বরষ ধরি'   বসন-ভূষণে আমি
কিছুমাত্র করিনি যতন :
হাসিটি ছিল না মুখে,   ছিনু অলঙ্কার-হীনা
খেল্না-হারা শিশুর মতন।
আহা কি সুন্দর এই   মুক্তামালা কর্ণফুল
কি প্রভা করিছে বিকিরণ !
এই হীরকের হার   জ্বলে যেন বিস্ফুলিঙ্গ ;
অঙ্গুরীটি সুন্দর কেমন !
শুভ্র এ বাহুতে মোর,—   সমুন্নত কণ্ঠোপরে
পরিনু এ অলঙ্কার সব ;
ন'টা বাজিয়াছে এবে,   এখনি প্রস্তুত আমি,
আজি রাতে ভুঞ্জিব উৎসব !

(কিছুকাল নীরব থাকিয়া)

গত বর্ষ শীতকাল—   কিন্তু কেন বৃথা আমি
জাগাই সে অমঙ্গল স্মৃতি ?
ঠিক্ এই সময়েতে,—   ঠিক্ এ মুহূর্ত্ত-মাঝে,
করিয়াছিলাম অবস্থিতি,
সমস্ত রজনী আমি   কোন এক হতভাগ্য
রণাহত সৈনিকের সাথে ;
মূর্ত্তিমান ধৈর্য্য সে গো,   ছাড়ি দেছে যেন হাল
—অকাতরে অদৃষ্টের হাতে !

সহসা বৈদ্যের মুখ   হ'ল যবে অন্ধকার
মুমূর্ষু বুঝিল, শীঘ্র হবে তার শেষ।
আরো কিছুকাল পরে   পুরোহিত এল যবে
জীবনের আশা আর না রহিল লেশ।
পুরোহিতে দেখিয়া সে   করিল অভিবাদন
যথারীতি সৈনিক ধরণে ;
রাখিল ধর্ম্মের মান   সরল সৈনিক সেই
ধর্ম্ম-কথা শুনিয়া শ্রবণে।
সেই রাত্রি, আহা তার   জীবনের শেষ রাত্রি,
ছিল মোর জাগিবার পালা ;
বলিল আমায় কষ্টে—   যে কথা স্মরিয়া তায়
উঠেছিল জ্বলি মনো-জ্বালা ;
"নির্ব্বাচিত হয়ে যবে   সৈন্য-দলভুক্ত হয়ে
এনু এই ভীষণ সংগ্রামে,
পিতা মাতা উভয়েরে   ছাড়িয়া আসিয়াছিনু
শত্রু-সাথে মোদের সে গ্রামে।
শত্রু-সৈন্য সে সময়   ছিল বসি' পূর্ব্ব হ'তে
সে গ্রামটি করি অধিকার ;
না জানি গো কত দিনে   যাইবে সে গ্রাম ছাড়ি'
সেই সব দস্যু দুরাচার !"
এখনো দেখেছি যেন—   মুমূর্ষু সৈনিক সেই
করিতে করিতে বরণনা,
অধর দংশন করে,   ক্ষীণ হস্তে মুঠা ধরে
চোখে ছোটে যেন অগ্নিকণা !
বলিতে লাগিল সে গো   আকুল নিশ্বাস ফেলি'
—বরষিয়া অশ্রুবারি-ধার :—
"গ্রামটি ছাইয়া গেছে   শকট, বাহন, যানে,
স্থানে স্থানে অস্ত্র স্তূপাকার।
সমস্ত করিছে ধ্বংস   সন্ধি হইয়াছে, তবু
শত্রুসম করে ব্যবহার।

কষ্টের নাহিক সীমা,   আরো বাড়ে যত দিন যায়।
ঘোড়-সোয়ারের দল   পথে পথে ছুটিয়া বেড়ায়।
শত্রু-সেনা করে বাস   গৃহস্থের প্রতি ঘরে ঘরে ;
কেহ আসে ঘুমাইতে,   কেহ আসে পানাহার তরে।
কেহ বা আইসে সেথা   ঘোড়ায় করিতে ডলামলা ;
কেহ আসে আক্রমিতে   রূপবতী কোন কুলবালা।
কেহ করে ধূমপান   শোকাকুলা গৃহকর্ত্রী
মাতাদের চোখের সম্মুখে ;
গৃহের দুয়ারে কেহ   মাজে ঘষে তলোয়ার
জয়-গান গায়ি' মন-সুখে !"

সৈনিক বেচারা আহা   বলিতে লাগিল তোড়ে
বাগ্‌মীর মত যেন জ্বরের খেয়ালে ;
দেখে কলপনা-চোখে—   "টাঙান রয়েছে গৃহে
স্বদেশের বীর-চিত্র ঘরের দেয়ালে।
চিত্রের সম্মুখে আসি'   শত্রুদল হয়ে জড়
লঘু চিত্তে করিছে বিদ্রূপ হাসাহাসি ;
পলিত ধবল কেশ   বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর
কেমনে সহিবে এই অপমান-রাশি ?"
সেই সে অপরিচিত   মৃত সৈনিকের কথা
কি জানি সহসা কেন আইল স্মরণে ;

আকুল করিল হৃদি, স্তম্ভিত হইল চিত,
মগন হইনু যেন গভীর স্বপনে !
বলিয়াছে ঠিক্ কথা, স্বদেশের ধনরত্ন
যত দিন না হবে নিঃশেষ,
ঘৃণিত দেশের শত্রু তত দিন রবে বসি,'
কিছুতেই না ছাড়িবে দেশ।
ধনরত্ন ? সত্য বটে বিজয়ী বিদেশী দস্যু
চুক্তি করে মুক্তিপণ দেশ-বুকে বসি' ;
বিপুল সে অর্থরাশি ! কেমনে জুটিবে ইহা ?

(আয়নায় মুখ দেখিয়া)

আহা ! কিন্তু আমা-সম কে আছে রূপসী !
সাজিয়াছি কি সুন্দর ! ভুলিয়া গিয়াছি, ওহো !
যেতে হবে নাচের উৎসবে ;
নাচের উৎসবে যাব ?' আমি তো গো করিতেছি
বেশভূষা অতুল বিভবে ;
রত্ন-অলঙ্কার পরি' গর্ব্বিত উন্নত শিরে
যাব বসি সউখীন যানে ;
বসনের সউরভে আমোদিত করি দিক্,
দীপোজ্জ্বল উৎসবের স্থানে।
ওদিকে দেখ গো চাহি' কাঁপিছে সমস্ত দেশ
সুভীষণ দাসত্ব-আঁধারে :
অরাতির রক্ষিদল রাজপথে সগরবে
—পাহারা দিতেছে চারিধারে।
নিয়ম হয়েছে জারি, নিশীথ-সময়ে দীপ,
নিভাইবে গ্রামবাসী জন।
দেশের সৈনিক কোন হয় তো চলিছে পথে
হৃদে রোষ করিয়া পোষণ ;
বিদেশী দেখিলে কিন্তু সেলাম করিতে বাধ্য,
এমনি গো কঠিন শাসন !
যাব না উৎসবে তবে ; এই কি যথেষ্ট হবে ?
আরো কি কর্ত্তব্য মোর নাহিক বিশেষ ?
মুমূর্ষু সৈনিক সেই জানিতে উৎসুক ছিল
বিদেশীরা কত দিনে ছাড়ি যাবে দেশ।
দেশের দুহিতা কোন নাচের উৎসবে যায়,
তবে কি জনমভূমি হয়েছে উদ্ধার ?
সৈনিকের প্রেত-আত্মা জিজ্ঞাসিলে এই কথা
কি উত্তর দিব আমি তার ?
বুঝেছি কর্ত্তব্য এবে, নাহি আর চিত্তমাঝে
সংশয়ের লেশ ;

(তাড়াতাড়ি রত্নালঙ্কারগুলি আবার পেটিকায় পুরিয়া)

সাধের ভূষণ তোরা ! পুন এই কারাগারে
কর্ রে প্রবেশ !
এবে শুধু অলঙ্কারে রূপ ভারাক্রান্ত হবে,
আর এতে কি কাজ বল না ?
ওরে রে মুকুতারাজি ! তোদের ভগিনী অশ্রু
—কর্ এবে তাদের সান্ত্বনা !
যা রে মরকত-মণি ! নীলকান্ত, পদ্মরাগ !
যা রে তোরা সব যা রে !
যা রে তুই সাধের হীরক !
তুয়া-বিনিময়ে যদি একটি চাষারো গৃহে
স্বাধীন প্রদীপ জ্বলে
তবে মোর জীবন সার্থক !
এখন যাইব আমি ; হাঁ আমি যাইব সেই
নাচের উৎসবে।
শোক-বলে হয়ে বলী সাজিয়া গো সুপবিত্র
শোকের বিভবে।
জননি জনমভূমি ! অতুল রূপসী তুই—
ছিলি আগে রাজরাণী
এবে রে পথের কাঙালিনী !
তোরি মত দীন বেশে যাব আমি সে উৎসবে ;
বিস্ময়ে সুধাবে সবে
—"এই বেশে কেন হেথা ইনি" ?
আমি শুধু বলিব, সে সুবিস্মিত সভাজনে :
দেশ চেয়েছিল অর্থ
অর্থ আমি দিয়াছি তাহারে ;
মণি-মুক্তা অলঙ্কার কিবা তাহে প্রয়োজন ?
মাতৃভূমি থাকে যদি
দাসী হয়ে দাসত্ব-আঁধারে !

কর্ত্তব্য-সাধন করা*

(ফরাসী কবি কপে হইতে)

বন্দর-ভূমির উপর একটি সুসজ্জিত পান্থনিবাসের ছাদ। রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে, সমুদ্রের দিগ্‌বলয় ও

---

* গত ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধের ঘটনা লইয়া এই নাটিকাটি রচিত। এই নাটিকার অভিনয়ে শ্রীমতী সারা-বার্ণাট মাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

জাহাজের মাস্তুলাদি পরিদৃশ্যমান। যবনিকা উত্তোলিত হইবামাত্র শোক-বসনা কোন জননী আসিনা। ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র—সেও শোক-বসন পরিয়া মাতার নিকট দণ্ডায়মান।

---

১ দৃশ্য

মাতা ও পুত্র

পুত্র।

যাবে মা গো দেশান্তরে?

মাতা। হাঁ রে বাছা, ছাড়ি যাব দেশ।

পুত্র।

কি মজা! ভ্রমণে যাব।

মাতা। যথেষ্ট রে সহিয়াছি ক্লেশ।
এ কয়েক মাসে যেন দশ বর্ষ বাড়িল বয়েস!
আছে কিছু সংস্থান —তাহে মোর নাহি চিন্তা-লেশ।
আজি রাতে যাব মোরা "মার্কিনে," চড়িয়া জাহাজ,
মোর আশা নহে মিথ্যা, নিশ্চয় পাইবি সেথা কাজ।
কিন্তু আমি মরিব রে ভয়ে ভয়ে, যদি থাকি হেথা;
চল্ তবে, যাই বাছা,

পুত্র। তা হ'লে কি সুখী হবে মাতা?

মাতা। এমনি আশা তো করি।

(পুত্রের সমুদ্র দেখিতে মাতার নিকট হইতে দূরে গমন, মাতা তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া)

হায়! এ যুদ্ধের মুখে ছাই!
এই যুদ্ধে পিতা তোর —মরিলা জানি না কোন্ ঠাঁই।
আর, তুই প্রাণাধিক! —নিষ্কলঙ্ক সুন্দর এমন—
তোরো হবে সেই দশা হ'ল তোর পিতার যেমন!
জন্মভূমি! কত ভাল বাসিতাম তোরে হায় হায়!
তোর ওই মিষ্ট ভাষা আহা কি মধুর রসনায়:
ওই ভাষা ছিল মোর যৌবনের প্রণয়-ভাষণ,
ও ভাষায় বৎস মোর মা বলিয়া ডাকিল প্রথম!
হায় হায়! কিন্তু এবে বলিতেছি তোরে মা নিষ্ঠুর,
—মনে হয়, তোর নভ অন্ধকার, সমীরণ ক্রূর!
তুই যে করিলি ওরে! গতিহীন বিধবা আমায়
আর, এই সবে-ধন একমাত্র পুত্র মোর তায়।

পুত্র।
সিন্ধু কি সুন্দর আহা! হবে তাহে সুদীর্ঘ ভ্রমণ!
বেশ মজা!—ওই ধোঁয়া দেখা যায় মেঘের মতন!
—বৃহৎ জাহাজ-খানা!

মাতা। ও যে বাছা বাষ্পযন্ত্র-তর
আসিছে ফিরিয়া হেথা।

পুত্র। সিন্ধু কি সুন্দর আহা মরি!
না না মা, বোঝাই হয়, দেখিনু সে জাহাজ হোথায়;
বলিল খালাসী এক —"উঠে বায়ু বা'র-দরিয়ায়।"
কাঁপিছে দেখ না ওই নিশানের যত ফিতাগুলি,
—তা সহ নিশান যত রজ্জু হতে আছে যাহা ঝুলি।
দো-আঁশলা কাফরী কালো ধবল পটের নীচে-দিয়া
গেল চলি; সুচটুল কপি-সম খালাসীর মিঞা।
নামিছে মাস্তুল বাহি' সমস্ত সে বন্দর ব্যাপিয়া
রয়েছে মালের গাঁট, ফল-রাশি, আর কত টিয়া।
—আলকাতরার গন্ধ— কাঁপে পাল ফুরুফুরু করি';
আনন্দে দেখিনু আমি কালো রঙে আঁকা পটোপরি
সুস্পষ্ট অক্ষরগুলি আমেরিক-প্রদেশের নাম
"ব্রেজিল," "লা প্লাটা," "লিমা," "ভাল্ পেরেজো"
আরো কত স্থান।
কি মজা সমুদ্রে যাওয়া! আমি মা বিপদে নাহি ডরি,
খুব বেশি হয় যদি হব মোরা শুধু ভগ্ন-তরী!
হোক্ না তুফান ঘোর —উত্তাল তরঙ্গ-বিস্তার,
সে তো মা আরো গো ভাল—
আমি তোমা করিব উদ্ধার।
"রবিন্‌সন্ ক্রুসো" সম লভি' আমি সাগরের তীর
বানাব মা তোমা-তরে সেই মত পাতার কুটীর;
রব সেথা মোরা দোঁহে অতি সুখে একলা বিজন,
ও গো মা! তেমন সুখ হেথা তুমি পাওনি কখন।
কেন না, দেখি যে হেথা, জনপূর্ণ লোকের সমাজে
কি এক বিষাদ ঘোর রহে সদা তব হৃদি-মাঝে!

মাতা।

বাছা ওরে।

(স্বগত) এ বয়সে ভুলে যাওয়া সহজ কেমন!

(প্রকাশ্যে)

আয় বাছা, করি এবে জাহাজের নিকটে গমন।

পুত্র।

যাই আমি দৌড়িয়া;

মাতা। দে রে আগে একটি চুম্বন!

(মাতাকে চুম্বন দিয়া প্রস্থান)

২য় দৃশ্য।

মাতা।

মাতা।
আমি যদি নাহি হই সুখী গিয়া সুদূর প্রবাসে,
অন্ততঃ বাছাটি মোর হবে সুখী—যাব সেই আশে।
মাতৃভূমি—সে তো শুধু লোকদের অন্ধ-সংস্কার,
তার তরে কেন মিছে স্কন্ধে লই বিপদের ভার।
সেই ভূমি—যে হরিবে বাছারে এ আসন্ন সংগ্রামে,
নিঠুর হইয়া যে গো খাদ্য-রূপে দিবে রে কামানে!
তবু ওরে মাতৃভূমি! তোরি নাম করিয়া গ্রহণ
সেই বীর পতি মোর রণভূমে ত্যজিলা জীবন।
তিনি যদি দেখিতেন যাইতেছি ছা'ড়ি নিজগ্রাম
যেথায় গো এতদিন করিলাম সুখে অবস্থান,
—আর এবে শোক-বেশে সপ্তসিন্ধু করি' অতিক্রম
পুত্র লয়ে যাইতেছি করিবারে ভাগ্য অন্বেষণ,
—সর্ব্বনাশ!—তাহা হলে হয়ে তিনি রক্তে-রক্তময়
—ওঃ! সে ভীষণ স্বপ্ন— ভাবিতেও মনে হয় ভয়।
কিন্তু আমি মাতা যে গো—যা' ভেবেচি উত্তম তাহাই,
পুত্রেরে বাঁচানো ছাড়া কর্ত্তব্য অন্য কিছু নাই।
জিজ্ঞাসি যদ্যপি আমি চুপি চুপি অন্তর-আত্মায়,
এ মাতৃ-হৃদয় ভাবে অন্তর-আত্মাও দিবে সায়।
শুকায়ে গিয়াছে মোর হৃদয়ের ভাব আর সব,
(রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে গুরুমহাশয়কে দেখিয়া)
এসো এসো তুমি মোর পতি-সখা পুরাণ বান্ধব!

৩য় দৃশ্য।

মাতা ও গুরুমহাশয়।

গুরু। যাইতেছ?
মাতা। আজি রাতে।
গুরু। আর পুত্র?—
মাতা। সেও সঙ্গে যাবে।
গুরু।
শোন বলি আছে ক্ষুদ্র পাঠশালা গ্রাম-প্রান্তভাগে;
ক-খ শিক্ষা দেই সেথা যত সব কৃষক-সন্তানে;
সরল-হৃদয় অতি, পরনিন্দা নাহি তারা জানে;
কিন্তু শুনিলে গো যবে —তুমি দূরে করিছ প্রয়াণ,
তাদের সাথীটি লয়ে, যাইতেছ ছাড়ি এই গ্রাম;
প্রত্যাসন্ন বিপদের অন্ধকার করিয়া দর্শন
তাদের খেলার সাথী শত্রু হতে করে পলায়ন;
তখন তাহারা সবে —শুনিবে কি, বলিল যে কথা?—
বলিল—"সে পলাতক" —সৈন্যদলে পলাতক যথা।
মাতা। শোনো বলি—
গুরু। সত্য বটে তব পুত্র বালক এখন;
যা ইচ্ছা করাতে পার; কিন্তু এ কি তোমার ধরম
লয়ে যাওয়া দূরদেশে না লইয়া সম্মতি তাহার?
জানায়েছ কি গো তারে যাহা কিছু আছে জানাবার?
স্নেহের দুলাল তব তোমা কাছে জানিয়াছে কিবা
—কারে বলে মাতৃভূমি,—কারে বলে স্বদেশের সেবা?
জানে কি এ যুদ্ধ-কথা?—শত্রু-পরে মোদের যে দ্বেষ?
জানে সে কি শত্রুগণ লইয়াছে দুইটি প্রদেশ?
জানে সে কি শত্রুগণ দেছে ভাঙি আমাদের অসি
জানে সে কি পিতা তার মরিয়াছে রণভূমে পশি?
মাতা।
হাঁ গো হাঁ; আরো সে জানে,
তার পরে কতভালবাসা;
জীবন-সর্ব্বস্ব সে যে —সে যে মোর একমাত্র আশা।
ছিনিয়া লইলে তারে হবে মোর নিশ্চয় মরণ;
গুরু। ও কি কথা? জননি গো!
মাতা। সেই রাত্রি আছে কি স্মরণ
—কাঁদিনু তোমার কাছে; সেই ঘোর সংগ্রামের শেষে,
দেশের সৈনিক এক —বন্দী হয়ে যায় শত্রু-দেশে—
পাঠাইল মোর কাছে পতির সে সম্মান-ভূষণ,
আর সেই কথাগুলি —তাঁর সেই অন্তিম বচন।
আছে কি স্মরণ তব, সেই রাত্রি আশ্বিনের মাসে
—বাছার শয়ন-কক্ষে, জানু-ভরে সুপ্ত-শিশু পাশে,
প্রার্থনা করিনু আমি দেব-পদে পরাণ ভরিয়া,
বলিলাম "দয়াময়! রাখ ওকে করুণা করিয়া,
আমা-তরে"—
গুরু।
আমি ভেবেছিনু বুঝি —প্রতিশোধ তরে
ওই একমাত্র কথা —জাগে যাহা দেশের অন্তরে।
মাতা।
না গো না,লয়েছে দেশ পতি মোর—আর কিবা চায়,
গুরু। না, তুমি পাবে না যেতে।
মাতা। আজি রাতে হইল বিদায়।
গুরু। ভীরুতা সে!
মাতা। শোন বলি, আমি নহি রোমক ললনা।

গুরু।
দেখো পরে এর লাগি করিতে গো হইবে শোচনা।
মাতা। শোন বলি, আমি মাতা;
গুরু। মাতা কি নহেন জন্মস্থান?
মাতা।
সে মাতা চাহেন যে গো আপনার সন্তানের প্রাণ।
গুরু।
পরাণ না দিলে পুত্র কে শুধিবে মাতৃ-অপমান?
মাতা।
তাই বুঝি কাটাকাটি পরস্পর করিছ সংপ্রতি?
গুরু। পতি তব শুনিছেন বলিছ যা'
মাতা। হাঁ গো, মোর পতি
বলিছেন, "শীঘ্র যা রে! শীঘ্র যা রে!"
মোর কানে কানে;
গুরু।
এ যে তব পতি-নিন্দা!—এ কথা বলিছ কোন্ প্রাণে?

---

৪ দৃশ্য

মাতা, পুত্র ও গুরুমহাশয়।

পুত্র। জাহাজ ছাড়িবে শীঘ্র—পালগুলি কাঁপে দেখ বায়,
গুরুমহাশয় ওগো! চলিলাম—লইনু বিদায়
গুরু। বৎস!—বৎস!
মাতা। শুনিও না ওঁর কথা, বলিবেন উনি
"যেও না জাহাজে এবে কর কাজ মোর কথা শুনি"
"দূর-দেশ" বলি উনি তোরে বাছা দেখাবেন ভয়,
"অজ্ঞাত বিপদ যেথা, সুফলেরো নাহিক নিশ্চয়"
তারপর, উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিয়া স্বদেশের নাম,
মিথ্যা আশা জাগাইতে করিবেন চেষ্টা অবিরাম
বলিবেন,—"সুখ-সূর্য্য পুন হেথা হবে দীপ্যমান;
জয়ধ্বনি হবে পুন —বিকম্পিত হইবে নিশান;
আনন্দে করিবে যাত্রা সৈন্যগণ পুন শত্রুদেশে"
না রে বাছা শুনিস্ না এই সব কথা সর্ব্বশেষে।
উনি চান্, স্বপনের হাতে প্রাণ করিস্ অর্পণ।
বড় বড় কথা বলি' করিবেন তোরে উত্তেজন।
না রে বাছা শুনিস্ না ওই সব স্বপ্নময় ভাষা,
থাকে যদি আমা-পরে কিছুমাত্র তোর ভালবাসা।
গুরু।
জননি, বুঝেছ ভুল, ইথে মোর নাহিক সংশয়
সৌভাগ্য, সুখশান্তি পাবে তুমি সে দেশে নিশ্চয়।
যাও তবে; নভস্তল সুপ্রসন্ন, সাগর সদয়;
সুবায় বহিছে এবে, শান্ত রহে তরঙ্গ-নিচয়!
যাও তবে; স্বর্ণখনি পাবে সেথা—কৃষিযোগ্য ভূমি
ধনধান্যপূর্ণ দেশ সুখস্বর্গ পাবে সেথা তুমি।
সংসারী কাজের লোক —একমাত্র স্বার্থ যার মনে,
তার কাছে দেশ শুধু কৃষিক্ষেত্র—বীজ যেথা বোনে
"পিতৃ-পিতামহদের চরণ-পরশ-পূত দেশ"
—এ কথা তাহারা ভাবে বাতুলতা—মূর্খতার শেষ
তা ছাড়া, ছাড়িছ কারে?—যে স্বদেশ শত্রু-পদাঘাতে
লাঞ্ছিত মরমাহত —শৃঙ্খল পড়ে যার হাতে।
পালাও পালাও তবে! পূর্ণ হেথা দুর্ভিক্ষ মড়কে
এ দেশে থাকিলে তুমি মনে হবে রয়েছ নরকে।

(গভীর বিষাদ-ভরে)

ঘোর কলি উপস্থিত মোদের এ পুণ্যদেশে এবে;
অবনতি পথে সে গো ক্রমশই ধায় মহাবেগে।
এ বেগ থামিবে কভু —ফিরিবে আবার এর গতি
হ'ব মহাজাতি পুন —জ্ঞানধর্ম্মে হইবে উন্নতি,
—এই এ দুরাশা-স্বপ্ন এই ঘোর উন্মাদবিভ্রম
সহসা কে সত্য বলি' হৃদিমাঝে করিবে পোষণ?
গত যুদ্ধে যে ব্যাপার দেখিয়াছি আমি গো প্রত্যক্ষ
তাহাতে কাহার না গো অশ্রুজলে ভাসি যায় বক্ষ
সে-সব কঠোর সত্য প্রকাশিব ছাত্রদের কাছে
—যে বিষম দলাদলি ঢলাঢলি হয় দেশমাঝে!
স্বদেশের গুপ্ত শত্রু স্বদেশেরি লোক নীচপ্রাণ,
বিদেশের পদে তারা স্বদেশেরে করে বলিদান।
রাজধানী অবরোধি' শত্রুগণ যবে হল শ্রান্ত
বলাবলি করে "ওরে! রাক্ষসীটা এখনো যে জ্যান্ত"
অবরোধ ছাড়ি দিয়া যাবে চলি' হেন মনে হয়
—গৃহ-যুদ্ধ * বাধিল গো পুরীমাঝে এমন সময়।
স্বদেশের একদল —উন্মত্ত যতেক বর্ব্বর
না জানে স্বদেশ যারা, আর যারা না মানে ঈশ্বর—
আনিল বিপ্লব ঘোর ছারখার করি' সর্ব্বস্থান,
হত্যা করি' পরস্পরে উঠাইল লোহিত নিশান;
এদিকে শত্রুর দল সন্নিহিত শৈলপরে বসি,
আমোদ আহ্লাদে রত—কাণ্ড দেখি' করে হাসাহাসি।
পুত্র।
থামো থামো গুরুদেব শুনি, মোর বড় লজ্জা হয়।

---

* Red-republican ও Communist দলের সহিত।

গুরু।

না না বৎস, যায় নাই এখনো গো কাজের সময়।
কখন কখন রোগ উঠে যবে চূড়ান্ত সীমায়,
আপনা আপনি তাহা আরোগ্যের অভিমুখে ধায়।
দেখা যায় যুবাদের বৃথা গর্ব্ব—বৃথা আস্ফালন
—সে বিস্ফোটকে আমি করিব গো অস্ত্র-সঞ্চালন।
যখন দেখিব, তারা শুনি' এই কলঙ্কের কথা
লজ্জিত, তখনি আমি শুনাইব সান্ত্বনা-বারতা।
বলিব তাদের আমি :— এ ভীষণ যুদ্ধের সময়
দরিদ্র সৈনিক কত বীরত্বের দিল পরিচয়।
অনশনে মৃত-প্রায় তবু তারা থাকিতে জীবন
শত্রু-পদতলে কভু করে নাই আত্ম-সমর্পণ ;
করেছে কর্ত্তব্য, শুধু মাতৃভূমি মুখপানে চাহি',
বক্ষে অস্ত্র সহিয়াছে —পৃষ্ঠে কারো ক্ষতচিহ্ন নাহি।
তাদের বলিব আমি সেই নব বীরত্বের কথা
মাতায়ে তুলিব সবে শুনাইয়া স্বদেশের ব্যথা ;
উত্তেজিব ঘৃণা মনে, জাগাইব অপমান-বোধ,
প্রস্তুত করিব সবে শেষে যাতে লয় প্রতিশোধ!

পুত্র।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

মাতা। ওগো ওগো! কি করিলে তুমি?
ভাবি দেখ ওই মোর সবে মাত্র একটি বাছুনি।
তুমি তো গো জান সব কি কষ্টে মরিল ওর পিতা,
রক্তাক্ত খড়েতে শুয়ে—ঘোষে যবে চৌদিকে বিজেতা।
মার্জ্জনা করিবে মোরে —মার্জ্জনীয় সংশয় আমার
—গিয়াছে গো অধঃপাতে এ জাতি উঠিবে নাকো আর।
উত্তর দেও গো মোরে, কেন চেষ্টা কর তুমি বৃথা?
কোন আশা নাহি মোর।

গুরু।

জননি গো, শুন মোর কথা।
আমি গো সরল-মতি, ভবিষ্যদ্‌বক্তা আমি নই,
তবু এ বিশ্বাস মোর নিশ্চিত তোমারে আমি কই—
যাহাই হোক্ না কেন, যতই হোক্ না পরাজয়,
স্বদেশ এখনো মোরা উদ্ধারিতে পারিব নিশ্চয়।

মাতা।

কিন্তু এই শিশু মোর

গুরু। শিশুগণ! তোমাদেরি কাজ ;
বলিলাম যেই কথা বটে ইহা অসম্ভব আজ,
এখনো বটে গো দূরে অতি দূরে সেই গম্যস্থান ;
বহুকাল ধৈর্য্য চাই আর চাই স্বার্থ বলিদান।
তোমরাই হয়ে যুবা প্রাণ দিবে স্বদেশের তরে,
মেদিনী কম্পিত হবে তোমাদেরি বীরপদ-ভরে!
তখন আমরা বৃদ্ধ ধবল পলিত কেশ মাথে,
"ধন্য ধন্য" বলি' তোমা আশীষিব বিকম্পিত হাতে।

মাতা।

লঘুচেতা এ জাতিরে তোমারো সন্দেহ হয় তবে?

গুরু।

নব প্রাণ সঞ্চারিব শিশুর শিক্ষক মোরা সবে।
দেও শিশু তোমাদের হয় কি না দেখ বীর তারা ;
উদ্ধার করিব দেশ আমরা গো তাহাদেরি দ্বারা।

মাতা।

দেশোদ্ধার, সে তো শুধু মিছা স্বপ্ন, কল্পনা-কাহিনী,
নিতান্তই অসম্ভব!

পুত্র। শোনো না মা, কি বলেন উনি।

গুরু।

তাই যদি ইচ্ছা করে সত্যই গো এদেশের লোক,
মতিভ্রম বাতুলতা যদি পারে করিতে বিলোপ,
উদ্ধারিতে পারে যদি আপনারে অজ্ঞান হইতে,
ভাল কথা, ভাল গ্রন্থ, শেষে যদি ঠিক্ নির্ব্বাচিতে,
খোঁজে যদি সুসঙ্গত স্বাভাবিক উন্নতির মার্গ,
নিয়ম সংযম মানে, না বাধায় বিপ্লব-উপসর্গ,
প্রকৃত যে স্বাধীনতা সেই পথ যদি তারা ধরে
—নিজের সম্মান রাখি' বিতরিয়া সম্মান অপরে—
করে যদি সযতনে জাতীয় দোষের সংস্কার,
তবেই পারিবে হ'তে তগ্রগণ্য জগতে আবার।
সত্য বটে, ফলবতী শুভ শান্তি করিতে স্থাপন
আবার করিতে হবে ঘোরতর যুদ্ধ আয়োজন।
সে ঘোর বিষম যুদ্ধে বিকম্পিত হবে ইউরোপ,
কেন না, "ফুঁ দিয়া" শুধু নাহি হয় বিঘ্নের বিলোপ।
সাধিতে এ কার্য্য কিন্তু একমাত্র আছে গো উপায়,
—সিপাহি হইতে হবে পুরবাসী প্রত্যেক জনায়।
সমস্ত সমগ্র দেশ হবে এক সৈন্য-পরিবার,
এক-ই কর্ত্তব্য-বোধে কাঁপিবে গো হৃদয় সবার।
জমিদার কর্ম্মকার পরস্পরে হবে গলাগলি,
মহারাজা চাষা-প্রজা করিবেক কথা বলাবলি।
এক-ই তাঁবুতে বাস, পানাহার হবে একত্তরে,
দেখা শুনা বাক্যালাপ সরবদা হবে পরস্পরে।
সেই মহাসৈন্য যবে সু-নেতার হইয়া অধীন,
দৃঢ় নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করি' অনুদিন,
শ্রম-কার্য্যে সুপ্রসন্ন, পরিতুষ্ট বহিয়া বন্দুকে,

পরস্পরে তুষিবারে পরস্পর সদাই উন্মুখ
—দৃঢ়পদে শান্তভাবে নীরবে চলিবে সারি-সারি,
তখনি মা জন্মভূমি! সুনিশ্চিত বিজয় তোমারি।
ছাড়িয়া শোকের বাস জয়নাদ তুলিয়া গগনে,
প্রচণ্ড প্রবাহ-সম প্লাবি' দেশ নিজ সৈন্যগণে,
মহিমা-মণ্ডিত তব সেই সে, "তেরঙা" পতাকায়
আবার স্থাপিবে তুমি তোমার সে প্রাচীন সীমায়!

পুত্র।
ঠিক বলেছেন উনি; দেখ মা, দিও না মনে স্থান
নিরাশার কুমন্ত্রণা

(গুরুমহাশয়ের প্রতি) হেথাই করিব অবস্থান।

মাতা। (গুরুমহাশয়ের প্রতি)
হায় হায়! করিলে কি?

গুরু। করা চাই কর্ত্তব্য-সাধনা।

মাতা। (পুত্রের প্রতি)
নিষ্ঠুর বৎস ওরে! তুইও কি তাহাই চাস্?

পুত্র।
(মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) হাঁ মা!

মাতা।
আচ্ছা ভাল, তাই হোক্ ঈশ্বরে করিনু সমর্পণ,
বাছারে করুন রক্ষা!

গুরু। —দেশটিকে করুন রক্ষণ।

অসির ফসল।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

"লোয়ার"-নদীর ধারে আছে ক্ষুদ্র কোন এক গ্রাম,
সেথা দিয়া যায় চলি' অশ্বারোহী কুমারী "জোয়ান"।*
বলে গ্রামবাসিগণে, "অস্ত্র লয়ে চল্ সবে চল্"!
গ্রামের মোড়োল এক —পিছে যার ভীত বৃদ্ধ দল—
উত্তর করিল, "দেখ, দীন দুঃখী লোক সব এরা,
—ইংরাজ করিল বধ যারা ছিল আমাদের সেরা।
এসেছিল তারা কাল; টাল্‌বটের † তুরঙ্গের খুর
মোদের সন্তান-রক্তে হইয়াছে সিক্ত ভরপুর।
মোরা যারা আছি বেঁচে —অনাথ, বিধবা বৃদ্ধ যত;
মোদের সমাধি-স্থানে পোঁতা গেছে নব "ক্রুশ" কত।"
কিন্তু সে কুমারী বীর চাহি' তীব্র বিজয় গরবে
বলি উঠে, "বালবৃদ্ধ যে আছিস্ আয় তোরা সবে"
মোড়োল বলিল পুন অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন,
"হায় হায়! শক্র যে গো শস্ত্র সব করেছে হরণ
—কুঠার, বল্লম, অসি আর ছিল যত ধনুর্ব্বাণ।
আমাদের খুব ইচ্ছা তব সাথে করি গো প্রয়াণ,
কিন্তু যে গো আমাদের সামান্য ছুরিটিও নাই,
কেমনে বল গো তবে তোমা-সাথে মোরা যুদ্ধে যাই?"
তখন কুমারী বীর বসি তাঁর অশ্বের আসনে,
করযোড়ে ভগবানে প্রার্থনা করিলা একমনে।
পরে বলিলেন পুনঃ "এই মাত্র বলিলে না তুমি
ক্রুশে ক্রুশে পরিপূর্ণ তোমাদের সমাধির ভূমি"
—"হাঁ গো আমি বলিয়াছি";—"আয় তবে সমাধির স্থানে"!
সমস্ত গ্রামের লোক হ'ল জড়ো তাঁর আহ্বানে;
—তার মাঝে অনেকেই অনুতপ্ত অপ্রতিভ লাজে—
তখন কুমারী বীর চালাইয়া শ্বেত অশ্বরাজে
আইলা শ্মশানভূমে; করিলেন আবার প্রার্থনা;
শুনিলেন অন্তর্যামী —বলিল যা' সে বীর ললনা।
কুমারী দেখিলা, পূর্ণ ক্রুশ-কাঠে শ্মশান বিশাল
—প্রতি ক্রুশ বিরচিত তাড়াতাড়ি কাটি' দুই ডাল—
সহসা গো অলৌকিক কাণ্ড এক ঘটে সে শ্মশানে,
—যত ছিল ক্রুশ শাখা পরিণত হইল কৃপাণে।
ঝিকিঝিকি করে অসি লাগি' তাহে সূর্য্যের কিরণ;
কবর যতেক ছিল লভি' যেন সহসা চেতন
বলে, "লও এই অসি —পাইয়াছি ঈশ্বর-আদেশ,
এই সব অসি লয়ে উদ্ধার করহ নিজ দেশ"।
বিস্মিত গ্রামের লোক লুটাইল কুমারীর পায়;
তখন বলেন তিনি, "অস্ত্র ধরি আয় সবে আয়!
আমা-দিয়া ভগবান ঘুচাবেন তোদের যাতনা
জানিস এরাজ্য'পরে আছে তাঁর অশেষ করুণা"।

অশ্রু

(কপ্পে হইতে)

পঞ্চাশ বরষ মোর হইল আসন্ন;
ভাল তাই হোক্, পরমেশ তুমি ধন্য!
কিন্তু এই একমাত্র ভাবনা আমার
—বয়োবৃদ্ধি-সহ পাছে কমে অশ্রুধার।

---

* Joan of Arc.

† ইংরাজ সেনাপতি।

যা হোক্‌, এখনো ব্যথা পায় মোর প্রাণ ;
এখনো নিজের কাছে হারাইনি মান ;
এখনো ব্যথিত হই অপরের দুখে,
—তীব্র শেল সম বাজে এখনো গো বুকে।

কোথা হায়! উচ্ছ্বসিত উৎস করুণার
—বক্ষ হতে উঠিত যা, নয়নে আমার!
আসিল কি বার্দ্ধক্য এহেন সীমায়
যখন সে উৎস মোর হ'ল শুষ্ক প্রায়!

বন্ধুদের দুঃখ দেখি' আর কি এখন
আঁখি মোর করিবে না অশ্রুবরিষণ ?
যে অশ্রু সান্ত্বনামৃত করে প্রশমন
—কি নিজের, কি পরের—সকল বেদন।

এমন কি, গত কল্য আমি গো যখন
করিনু সে দীনজনে ভিক্ষা বিতরণ
—কাঁপিতেছিল সে যবে শীতে নগ্নপ্রায়—
করিনু অভ্যস্ত দান না গলি' দয়ায়!

আবার সে দিন, কোন বিপত্নীক জন
করিল আমায় যবে দুঃখ নিবেদন,
না ঝরিল অশ্রুবিন্দু শুনি তার কথা
তাহার ব্যথায় আমি না পাইনু ব্যথা।

সত্যই কি অসাড়তা আসে হৃদি-পরে
বার্দ্ধক্যে যতই দেহ নুয়াইয়া পড়ে ?
আপনি আপনাতেই হয়ে তন্ময়
চলিব কি নতশিরে বিশুষ্ক হৃদয় ?

না, না, ধিক্‌! সে তো প্রায় আধেক মরণ।
নিঠুর প্রকৃতি! তোর কঠোর নিয়ম
কে পারে খণ্ডাতে!—তবু আছে অভিমান
রাখিতে পারিব আর্দ্র মোর এই প্রাণ।

গলিত পলিত কেশ—বলিত রেখা-পাঁতি
—সে সব অম্লানে আমি ল'ব মাথা পাতি ;
কিন্তু যেন হে বিধাতঃ! বার্দ্ধক্যে আমার
না শুকায় নয়নের অশ্রু বারিধার!
কেন না, এ ভবে কেহ নহে ঘোর কুৎসিত
কিম্বা ঘোর পাপী ;
সেই ভাবে দেখে শুধু আত্মম্ভরীর শুষ্ক
অশ্রুহীন আঁখি।
অশ্রু সে পরশমণি, তারি তো গো বিমল পরশ
বিশ্বেরে করিয়া তোলে রূপান্তর, নবীন, সরস!

রাত্রি-জাগরণ।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

১

প্রিয়তম ভাবী পতি গেল যবে চলিয়া সংগ্রামে
"ইরেন" সুধীর শান্ত —বিন্দু অশ্রু নাহিক নয়ানে,
ইরেন সুশীলা বালা পবিত্র-চরিত সুবিমল,
পরে' কৃষ্ণ শোক-বাস ; রাখে বক্ষে ক্রুশ্‌টি কেবল,
তেয়াগিল অলঙ্কার, বীণাটিরে করিল বর্জ্জন ;
কেবল অঙ্গুলে তার অঙ্গুরীটি করিল ধারণ—
যে অঙ্গুরী স্মৃতিরূপে "রজে তারে" করে সমর্পণ!
কোনো বসন্তের রাতে স্মর-বাণে হয়ে হতজ্ঞান
সেই যুবকের হাতে সঁপে বালা হৃদি-মন-প্রাণ।
সে রাতের স্মৃতি-চিহ্ন এই সেই অঙ্গুরীটি তার ;
—ইহাই রাখিল শুধু ত্যজি আর সব অলঙ্কার।
কে কি করে, নাহি দেখে কে কি বলে নাহি শোনে কাণে
তারি আশে থাকে বসি' চেয়ে থাকে তারি পথ-পানে
যখন শুনিল "রজে" পরাজয় দেশের প্রথম,
উৎসবের মাঝে তার বজ্র যেন বাজিল বিষম ;
একটি ছাড়িল শ্বাস, কিন্তু বীর-পুরুষের ন্যায়
হইয়া তৎপর কাজে প্রিয়া-কাছে লইল বিদায়।
কুঞ্চিত অলক তার এক গুচ্ছ করিয়া ছেদন,
কনক-কৌটায় পুরি' বক্ষ-মাঝে করিল স্থাপন।
কেহ তারে না পারিল গৃহ-মাঝে রাখিতে ধরিয়া,
তখনি সে গেল রণে ক্ষুদ্র এক সৈনিক হইয়া।
সে যুদ্ধের পরিণাম যা' হইল জানে লোক সব,
কিন্তু সে ইরেন-বালা একাকিনী নিস্তব্ধ নীরব।
প্রতিদিন থাকে বসি' নিজ গৃহে-গবাক্ষের ধারে,
কখন্‌ আসিবে ডাক্‌ একদৃষ্টে তাহাই নেহারে।
ডাকের পেয়াদা আসে স্কন্ধে লয়ে চিঠির থলিয়া।
—পত্র আর নাহি দেয়, ধীরে ধীরে যায় সে চলিয়া।
যখন ডাকের লোক ক্রমে হয় দৃষ্টির বাহির,
হতাশ হইয়া বালা ছাড়ে শুধু নিশ্বাস গভীর।
পূর্ব্বে সে পাইত পত্র কিন্তু সে গো বহুদিন আর
রজের নিকট হতে পায় নাই কোন সমাচার।

ফরাসী সৈন্যের সাথে রুদ্ধ সে যে "মেজ্" নগরীতে,
কোন পলাতক-হতে বালা শুধু পারিল জানিতে
—যুদ্ধে মরে নাই রজে ; এই কথা করিয়া শ্রবণ
বিদ্রোহী অশ্রুরে বালা কোন মতে করিল দমন।
সাহসে করিয়া ভর কোনরূপে রহে প্রাণে প্রাণে
ধর্ম্ম-কর্ম্মে দিয়া মন থাকে সদা ঈশ্বরের ধ্যানে।
কাঙ্গাল দরিদ্রগণে দেখিবারে যায় সে নিয়ত,
যুদ্ধে যার পুত্র হত তত্ত্ব লয় তার বিশেষতঃ।
তখন সে প্যারিসের সুভীষণ অবরোধ-কাল,
বিষ-ক্ষত-সম যেন শত্রুদের আক্রমণ-জাল
দেশময় হয়ে ব্যাপ্ত ক্রমে পশে ইরেনের গ্রামে,
শত্রু-অশ্বারোহী করে লুঠপাট্ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে।
গ্রাম-চিকিৎসক, আর তথাকার বৃদ্ধ পুরোহিত
প্রতি সন্ধ্যা ইরেনের গৃহ-কক্ষে হয়ে উপস্থিত
মৃত্যুর কাহিনী বলে —মুখে নাহি আর অন্য কথা
শত্রু-হাতে কে মরিল দেয় শুধু তাহারি বারতা।
কিন্তু তবু ভাবে বালা রজে তার আছে নিরাপদে,
মেজ্-নগরীর মাঝে সৈন্য-সাথে আছে অবরোধে।
শেষ পত্রে সে জেনেছে যুদ্ধে রজে হয় নি আহত,
মনে ভাবে, রজে তার নিরাপদে থাকিবে সতত।
এইরূপ প্রণয়ের আশা-বাণী শুনি' বল পায়
জপ-মালা* হাতে বালা থাকে শুধু তারি প্রতীক্ষায়।

২

একদিন প্রাতে বালা নিদ্রা হতে চমকিয়া জাগে ;
ঘন পল্লবের তলে অদূরে উদ্যানপ্রান্তভাগে
শত্রুদল পশি' করে মুহুর্মুহু বন্দুক আওয়াজ ;
শিহরিয়া উঠে বালা কিন্তু তাহে পায় মনে লাজ ;
তার ইচ্ছা সেও হয় রজে-সম বীর সাহসিক,
তাই এই ভীরুতায় আপনারে দিল শত ধিক্।
পরে চিত্ত করি' শান্ত পরি' নিজ শোকের বসন,
প্রাত্যহিক পূজার্চ্চনা বিধিমতে করি সমাপন
গৃহ হতে অবতরি' পথমাঝে দাঁড়াইল আসি,
মুখে শুধু আছে লাগি মধুময় একটুকু হাসি।
"কি হয়েছে ?"—কিছু নয় একটা সামান্য মারামারি ;
সেনাদলে নহে ভুক্ত কতিপয় হেন শস্ত্রধারী
আচম্বিতে আক্রমিল এক দল গুপ্ত-শত্রু দলে,
—সন্ধান লইতে যারা এসেছিল হেথা তলে-তলে।—

এবে তারা করিয়াছে হেথা হতে দূরে পলায়ন,
আবার এখন সব নিস্তব্ধ পূর্ব্বের মতন।
বলে বালা "করা চাই সংস্থাপন যুদ্ধ-হাসপাতাল,
আহতের সেবা-তরে না করি' বিলম্ব ক্ষণকাল।"
কেন না, দেখিল বালা একজন শত্রু-সৈন্য-নেতা
—গুলি গেছে কাঁধ ফুঁড়ি'— আহত সে পড়ি' আছে সেথা।

উঠায়ে আনিল যবে সেই সে যুবক যোদ্ধৃবরে
—পাণ্ডুর, মুদিত নেত্র— ক্ষত-হতে বেগে রক্ত ঝরে।
ইরেন না শিহরিয়া, না করিয়া মুখে হায় হায়,
যে ঘরে বসিত রজে আসি' তার পাণি-প্রার্থনায়
—সেই ঘরে সযতনে যুবকেরে করায় শয়ন,
বৃদ্ধ ভৃত্যে রুক্ষ দেখি' ধমকিয়া করিল শাসন।
বাঁধি দিল ক্ষতস্থান আসি' যবে চিকিৎসক পটু,
ইরেন সুধীর শান্ত না প্রকাশি উদ্বেগ একটু
সাহায্য করিল তারে যেন চির-অভ্যস্ত সেবায়।
এদিকে আহত যুবা শুয়ে সেই আরাম-শয্যায়
কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ নেত্রে সবিস্ময়ে চাহে তার পানে,
ইরেন শিয়রে তার আছে বসি আনত নয়ানে ;
পরে চাহি' ভৃত্য কাছে একটুকু পুরাণো কাপড়
করিল প্রস্তুত তাহে ক্ষত-পটি হইয়া তৎপর।
সাক্ষাৎ করুণা যেন —এইরূপে করে আর্ত্ত-সেবা,
যে রমণী সেই দেবী দোঁহা-মাঝে ভিন্ন বল' কেবা ?
সেই দিন সন্ধ্যাকালে চিকিৎসক আইল আবার,
রোগীকে দেখিয়া বলে চুপি চুপি, "রক্ষা পাওয়া ভার।"

ইরেনের ওষ্ঠাধর হ'ল এবে ঈষৎ স্ফুরিত
বলে বালা "যুবকের মৃত্যু তবে হবে কি নিশ্চিত ?"
"নিশ্চিত কেমনে কব ? এইমাত্র বলিবারে পারি,
দেখিব করিয়া চেষ্টা যাতে এবে জ্বর যায় ছাড়ি'।
এই ঔষধিতে মোর বহু রোগী করেছি আরাম,
কিন্তু তবু, যদি কেহ রোগী পাশে বসি অবিরাম
শুশ্রূষা করিতে পারে সারা রাত করি' জাগরণ
তবেই হইতে পারে রক্ষা এই রোগীর জীবন।"
"আমিই করিব তাহা"—"তুমি না, তুমি না সুকুমারি,
আছে তব লোকজন" "বৈদ্যরাজ! তারা যে আনাড়ী।
তা ছাড়া রজেও এবে বন্দী হয়ে আছে গো বিদেশে
হয় তো আহত রণে, হয় তো গো কোনো নারী এসে
করে সেথা সেবা তার ; তাই বলি, শোনো বৈদ্যরাজ।
শুধিব আমি সে ধার বিদেশীর সেবা করি' আজ।"

* রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে জপ-মালা ব্যবহার আছে।

"আচ্ছা তাই হোক্ তবে" —বলে সেই বৈদ্য পুরাতন,
"রোগি-পাশে বসি' তুমি করো তবে রাত্রি জাগরণ।
শোনো বলি, যদি আসে পুনর্ব্বার জ্বরের আবেশ
নিশ্চয় তা হ'লে জেনো তখনি হইবে সব শেষ।
এই ঔষধি তুমি পিয়াইবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়,
কাল পুনঃ আসি' আমি দেখিব কি ফল হয় তায়।"
এই কথা বলি' বৈদ্য গেল চলি' আপনার ঘরে,
ইরেন জাগিয়া রাত থাকে বসি' রোগীর শিয়রে।

৩

ক্ষণপরে সেই যুবা ইরেনের পানে ফিরি'
করি' নেত্র অর্দ্ধ-উন্মীলিত
বলে এই কথাগুলি "ভেবেছিল বৈদ্যরাজ
—আমি বুঝি ছিলাম নিদ্রিত;
কিন্তু শুনিয়াছি সব, সর্ব্বান্তঃকরণে তাই
ধন্যবাদ দেই গো তোমায়,
নিজ তরে নহে তত যত সেই বালা-তরে
যে আছে গো মোর প্রতীক্ষায়।"
ইরেন বলিল; "দেখ হয়ো না উদ্বিগ্ন তুমি,
ঘুমাও—বিশ্রাম প্রয়োজন"।
সে বলিল "না গো দেবি, একটি গোপন কথা
আগে তোমা বলিব প্রথম।
এক অঙ্গীকারে আমি আছি বদ্ধ, পালিব তা'
এখনি গো মরিবার আগে"।
"যদি গো সান্ত্বনা পাও —বল সেই কথা তুমি
যে কথাটি হৃদে তব জাগে"।
"সেই যুদ্ধে…পাপ যুদ্ধে… গত মাসে, মোর হাতে
হত হয় এক ফরাশিস্।"
বিবর্ণ হইল মুখ ইরেনের, ঢাকিতে তা'
কমাইল প্রদীপের শিখ্।
পুনঃ আরম্ভিল যুবা "তোমাদের সৈন্যগণ
ছিল কোনো গড়বন্দি স্থানে,
তাহাদের অকস্মাৎ আক্রমিব বলি' মোরা
আইলাম তাদের সন্ধানে।
গভীর আঁধার রাতে নিঃশব্দে পশিনু মোরা
ঝাউ-বৃক্ষ পরদা-আড়ালে,
দেখিনু, প্রবেশ-দ্বারে প্রহরী সৈনিক এক
পাহারা দিতেছে তৎকালে;
পশ্চাৎ হইতে আমি বসাইয়া দিনু তার
পৃষ্ঠদেশে মোর তলোয়ার,
পড়িল সে তৎক্ষণাৎ, ডাক্ দিবে অন্য জনে
সে সময়ো নাহি ছিল তার।
যে কুটীরে ছিল তারা দখল করিনু মোরা
হত্যা করি' সকল জনায়;
কি ভীষণ সেই দৃশ্য, মৃতদেহ স্তূপাকৃতি,
শোণিতের নদী বহে যায়।"
ইরেন ঢাকিল আঁখি; "বাহিরিনু যবে মোরা
রক্তময় সেই স্থান হ'তে,
সহসা উদিল শশী বিদারিয়া মেঘজাল,
সে আলোকে দেখিলাম পথে
করিতেছে একজন যন্ত্রণায় ছট্ফট্,
কণ্ঠশ্বাস বহিতেছে ক্লেশে;
—এ সেই প্রহরী সেনা দিয়াছিনু বসাইয়া
অসি মোর যার পৃষ্ঠদেশে।
দেখি কষ্ট হ'ল মোর জানু পাতি' তার কাছে
চাহিনু করিতে তার সেবা;
সে বলিল, বৃথা এবে… মরিব এখনি আমি
…সেনাধ্যক্ষ ?…বল তুমি কে বা ?
"ঠিক্, আমি তাই বটে; বল' কি করিতে পারি
এ সময়ে তব উপকার ?"
রক্তময় বক্ষ হ'তে বার করি কৌটা এক
বলে "দিও স্মৃতিচিহ্ন তার।"
"ই…ই…ই…ই" কিন্তু আর কথা নাহি হ'ল শেষ
ফুরাইল অন্তিমের শ্বাস।
নিজ প্রেয়সীর নাম আমার নিকটে যুবা
না পারিল করিতে প্রকাশ।
কনক-কৌটার গায়ে দেখিলাম তাহার সে
কুল-চিহ্ন রয়েছে ক্ষোদিত,
তাহার প্রণয়ি-জনে ভাবিনু খুঁজিয়া পাব
কোন উচ্চকুলে সুনিশ্চিত।
"এই লও, রাখো ইহা, কিন্তু আগে এই কথা
মোর কাছে কর অঙ্গীকার
—আমার মৃত্যুর পর আমার হইয়া তুমি
লবে এই কর্ত্তব্যের ভার।"
বিদেশী-যুবক হ'তে ইরেন লভিল যেই
স্বর্ণ-কৌটা রতন-খচিত,
তাহাতে দেখিল সে গো রক্তের কুলের চিহ্ন
সুস্পষ্ট রয়েছে অঙ্কিত।
দেখিয়া ইরেন-বালা মরমে পাইয়া ব্যথা
অকস্মাৎ হ'ল বজ্রাহত;

বলে তবু বিদেশীরে— "ঘুমাও নিশ্চিন্ত হয়ে,
করিব গো তব কথামত।"

৪

আহত যুবক সেই বলি' সে গোপন কথা
নিদ্রা যায় পাইয়া সান্ত্বনা ;
এদিকে গো ইরেনের থর থর কাঁপে বক্ষ,
চক্ষে ছোটে অনলের কণা।
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্ হয়ে শিয়রে দাঁড়ায়ে রয়,
নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুধার ;
হত তার প্রিয়তম ; হোথা সেই পাপ-অসি ;
হেথা সেই কৌটাটি গো তার।
আর সেই কৌটাটিও বিবর্ণ হইয়া গেছে
সিক্ত হয়ে বুকের রকতে ;
নিহত করেনি তারে সম্মুখ-সমরে অরি,
বধিয়াছে তারে পিছু হতে।
এদিকে ঘুমায় সুখে সুকোমল শয্যা-পরে
সেই তার ঘাতক নিষ্ঠুর ;
ইরেন বলিল কি না সেই হত্যাকারী জনে
"নিদ্রা যাও করি' চিন্তা দূর !"
এ কি গো বিধির ফের, যেই জন ইরেনের
পতিঘাতী দারুণ অরাতি,
তাহারি শুশ্রূষা-তরে —পুত্র কাছে যেন মাতা—
ইরেন জাগিছে দিবা-রাতি !
পিয়ায় ঔষধি তারে নিয়মিত যথাকালে
যাতে তার রক্ষা হয় প্রাণ ;
আর ওই হত্যাকারী ঘুমায় বিশ্বস্ত ভাবে
লভি' সুখে আতিথ্যের স্থান।
গুমরিয়া কত রবে, না মানে সংযম আর,
ক্রমে বালা হারাইল বল,
হত্যা-কথা ভাবে যত ক্রমে তার উঠে জ্বলি'
নিদারুণ বিদ্বেষ-অনল।
"যে অসিতে বর্ব্বর বধিয়া পতিরে মোর
সুখশান্তি করিল হরণ,
সেই অসি লয়ে আমি দিব কি বসায়ে বুকে ?
—হরিব কি পাপিষ্ঠ-জীবন ?
কিসের কর্ত্তব্য মোর কেন আমি দেই ওরে
নিদ্রা, শান্তি, আরাম, আরোগ্য ?
ভাঙিয়া ফেলি এ শিশি —কেন যাই বাঁচাইতে
ওর এই পরাণ অযোগ্য ?
একবার যদি আমি ঔষধি করি গো বন্ধ,
বাঁচিবে না উহার পরাণ"
ঘণ্টাখানেকের তরে পড়ি যদি ঘুমাইয়া,
কে পারে করিতে ওরে ত্রাণ ?
"ছি ছি ছি, এ পাপ কথা কেন রে আসিল মনে ?"
এই বলি কাঁদিল ললনা ;
মনোমাঝে বুঝাবুঝি চলিতেছে এইমত
হেনকালে আহত সে জনা—
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন সহসা জাগিয়া উঠি'
বলে "মরি ঘোর পিপাসায়।"
তখন ইরেন-বালা ইষ্টদেব-মূর্ত্তি-পানে
একদৃষ্টে একবার চায় ;
তারপর শিশি-হতে ঔষধি ঢালিয়া পাত্রে
আহতেরে করিল অর্পণ ;
ঔষধি করিয়া পান আবার মুমূর্ষু দেহে
পুন যেন লভিল জীবন।
তখন ইরেন-বালা বলে,—"প্রভু! ধন্য তুমি
ভাগ্যে তুমি দিলে এ সুমতি ;
আর একটু হ'লে যে গো আতিথ্য-ধরম লঙ্ঘি'
রসাতলে হ'ত মোর গতি"।
পরদিন প্রাতঃকালে রোগীরে দেখিতে পুন
এল সেই বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ ;
দেখিল ইরেন-বালা রোগীর শিয়রে বসি
ঠিকমত করে সব কাজ।
দেখিল, কম্পিত-হাতে পিয়ায় ঔষধি তারে,
শুশ্রূষার ত্রুটি নাহি লেশ ;
কিন্তু দেখে সবিস্ময়ে, —মনের উদ্বেগে তার
পলিত হইয়া গেছে কেশ॥

হেথায় ধরণী-মাঝে

(Victor Hugo হইতে)

হেথায় ধরণী-মাঝে যার যে শকতি
প্রতিজন অন্য জনে করে বিতরণ
—কেহ বা সঙ্গীত, কেহ প্রজ্বলন্ত জ্যোতি,
কেহ বা দেয় গো নিজ পরিমল ধন।

বিধাতার সৃষ্ট বস্তু আছে যে সকল
পরস্পরে করে দান তারা প্রতিক্ষণে,

কেহ বা মৃণাল দেয়—কেহ বা কমল
—যে যাহার আপনার ভালবাসা-জনে।

ফাগুন আনিয়া দেয় তমাল-শাখায়
মধুর মর্ম্মর-ধ্বনি সরস বসন্তে,
রজনী করে গো দান ঢালি বেদনায়
বিস্মৃতির শান্তিসুধা কাতর ঘুমন্তে।

আকাশ করে গো দান তরুর শাখায়,
কলকণ্ঠ সুমধুর নিজ পাখীটিরে,
ঊষা আসি' করে দান কুসুমে পাতায়
শীতল শিশিরবিন্দু অতি ধীরে ধীরে।

সাগর-তরঙ্গ যবে ব্যথিত-হৃদয়
আসে গো তটের কাছে লইতে বিরাম
আসিয়া অমনি আর কিছু নাহি কয়,
প্রথমেই করে তারে চুম্বন-দান।

আমি গো দিতেছি তাই তোমারে এখন
নোয়াইয়া দেহ মম শ্রীঅঙ্গে তোমার
সকলের সেরা মোর সেই সার ধন
আছে যা সম্বল এক নিকটে আমার :—

লও তবে লও সেই পরাণের কথা
যে পরাণ অবসন্ন বিষাদের ভারে
—শিশিরের বিন্দুকণা দুর্ব্বাদলে যথা—
আসিয়াছে তব কাছে অশ্রুর আকারে।

লহ মম সুখ-সাধ বাসনা সকল
প্রেমের মুরতি তুমি ওলো প্রিয়তমে!
লহ মোর ছায়া কিংবা লহ গো অনল
আছে যাহা ব্যাপি মম সমস্ত জীবনে।

লহ গো সমস্ত মম মদির-উল্লাস
পরিশুদ্ধ সুবিমল গ্লানি-বিরহিত,
লহ গো সমস্ত মম আদর-উচ্ছ্বাস
গানের ভাষায় যাহা হয় উচ্ছ্বসিত।

লহ এ কল্পনা—মম জীবন-দোলায়
দুলিয়া-দুলিয়া যে গো মগন স্বপনে,
নয়নের জলে সে যে শয়ন ভিজায়,
কাঁদো তুমি যবে, কাঁদে সেও গো লগনে!

লহ মম অন্তরাত্মা—যে গো অনিবার
নিরুদ্দেশে ভ্রমে সদা হেথায় হোথায়,
আর কোন ধ্রুব তারা নাহিক তাহার
—তার ধ্রুবতারা তব আঁখির তারায়।

লহ গো হৃদয় মম—স্বর্গীয় বিভব,
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা ওগো ত্রিলোক-সুন্দরি!
না থাকে এ হৃদে কিছু—শূন্য হয় সব
প্রেম যদি তাহা হ'তে লয় কেহ হরি'।

পত্র

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

তোমারে যে ভালবাসি, নহে সে গো আদর্শের ভাবে
তোমা ভালবাসি প্রিয়ে!—সে শুধু তোমারি অনুরাগে।
তোমারে গড়িলা বিধি যেমনটি তাই আমি চাই;
বাঁকা ভুরু, মাজা সরু— কি তাহে,যদি বা নাহি পাই
সত্য বটে প্রথমেতে রূপ-মোহে হইনু আকৃষ্ট,
কিন্তু এবে তোমারেই —তোমারেই লাগে মোর মিষ্ট
আকাশ-কুসুম-সম নাহি আমি চাহি অসম্ভব;
এই মাত্র চাহি, তুমি বোঝ মোর প্রেমের গৌরব;
অনুভব কর তুমি —মনে মোর এইমাত্র আশা—
কি গভীর, কি পবিত্র, কি অনন্ত মোর ভালবাসা।
এত দিন ছাড়াছাড়ি তবু দেখ প্রণয়েরি জয়;
তোমারে রেখেছি হৃদে অবিকৃত অটুট অক্ষয়;
জানি তব মন ভাল, নাহি তাহে ছলনার স্পর্শ;
তাহাই যথেষ্ট মোর, কে চাহে গো, নিখুঁত আদর্শ;
তোমার ব্যভারে যদি প্রাণে কভু পাই গো বেদনা,
এ হৃদি প্রস্তুত আছে করিবারে সতত মার্জ্জনা।
এ তীব্র প্রণয়ি-প্রেমে আছে সৌম্য সখার বাৎসল্য;
সহিব গো অকাতরে হৃদে যদি বিদ্ধ হয় শল্য।
দুর্ব্বল জানি গো আমি— এ মরতে মানব মানবী,
তাই আমি নাহি ভাবি তোমারে গো আদর্শের ছবি
কিন্তু জানি এইটুকু তব অতি কোমল পরাণ,
নির্দ্দয় নির্ম্মম ভাব তাহে কভু নাহি পাবে স্থান।
এইমাত্র করি আশা—প্রিয়ে, আমি বলি তা' প্রকাশি
একটু বাসিবে ভাল —আমি যে গো এত ভালবাসি।

"ভালবেসো চিরকাল"

(Victor Hugo হইতে)

ভালবেসো চিরকাল, ভালবাসো অনুক্ষণ,
চলে' গেলে ভালবাসা আশা করে পালন।
ভালবাসা সে তো সেই উষার প্রাণের তান,
ভালবাসা যামিনীর বিমল মঙ্গল গান।

তটিনী, তটের কানে, যে গান গাহিয়া বয়,
প্রাচীন গিরির কাছে, যে কথা অনিল কয়,
তারকা মেঘের পানে, যে কথাটি কয় হাসি
—কথাতীত কথা সেই 'এসো দোঁহে ভালবাসি।'

ভালবাসা দেয় প্রাণ—দেয় চিন্তাবল,
ভালবাসা আনে প্রাণে বিশ্বাস অটল।
মধুর কিরণ দিয়া, তোলে হৃদি উত্তেজিয়া,
যশোভাতি হতে তাহা অধিক উজ্জ্বল
—সে শুধু আনন্দচ্ছটা—আনন্দ বিমল।

ভালবাসা স্তুতিনিন্দা না করে খেয়াল,
মহান্-হৃদয় ভালবাসে চিরকাল।
প্রাণের তারুণ্য আর বুদ্ধির যৌবন
—উভয়ে উভয়সহ কর সম্মিলন।

ভালবাসো—সুখে যাতে কাটে এ জীবন,
যাতে দেখা যায় তব এ চারু নয়নে
নিগূঢ়-নিহিত যত বিলাস-বিভ্রম
—গভীর রহস্য যত তব স্মিতাননে।

এসো ভালবাসি দোঁহে আরো বেশি করি'
প্রতিদিন গাঢ়তর হউক মিলন।
পল্লবেতে দিন দিন তরু যায় ভরি'
—তেমনি মোদের প্রেম হউক বর্দ্ধন।

যেন মোরা হই দোঁহে ছায়া দরপণ,
যেন হই দোঁহে মোরা কুসুম-সৌরভ।
এক ছায়াতল-মাঝে যুগল মিলন
—দুই ভিন্ন প্রাণী কিন্তু একই অনুভব।

কবি খোঁজে রূপসীর রূপ চারিদিকে,
নারী যে গো দেবী—চাহে বিশুদ্ধ প্রেমিকে।
—আপন অঞ্চল-ছায়ে করে প্রশমন
তার মহা-ললাটের চিন্তার দহন।

এসো কাছে সুন্দরি লো চিত্ত-পরশিনি!
তুমি নিধি, তুমি বিধি, মম-হৃদিপুরে।
এসো কাছে দেবি! সুখে গাহিব যখনি,
অথবা কাঁদিব দুখে—থেকো না গো দূরে।

আমরাই বুঝি তব প্রাণের উল্লাস,
কবি-প্রাণে নাহি রুচে কভু উপহাস।
কবিরাই রমণীর মঙ্গল-কলস
যাহে ঢালি দেয় নারী হৃদি-প্রেমরস।

আমি যে গো এ জগতে, ধ্রুব চিরসত্য শুধু
করি অন্বেষণ,
আর সব শূন্যগর্ভ, তরল তরঙ্গ জানি'
করি গো বর্জ্জন।

চাহি না চাহি না আমি উন্মাদী বিভব,
সৈনিকের যশ কিম্বা রাজার গৌরব,
আমি চাহি শুধু তব তনু-স্নিগ্ধছায়া
—পুঁথি মোর ঢাকো যাহে নোয়াইয়া কায়া।

যশোমান উচ্চ আশা আঁখির নিমেষে
হুহু করি ওঠে জ্বলি' হৃদয়-প্রদেশে
পরে সব ভস্মপ্রায়, ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়,
তখন বলি গো হায়! কি রহিল শেষে।"

সুখ সে কুসুমসম বসন্তে বিকাশে,
ফুটিয়া অমনি ঝরে নিঠুর বাতাসে,
—কি গোলাপ কি পঙ্কজ, কিবা নারঙ্গেশ—
তখন বলি গো "হায়! সব-হল শেষ"।

প্রীতি শুধু বাকি এবে—নারি! দেবী তুমি,
মলিন জঘন্য অতি এই মর্ত্ত্যভূমি।

যদি চাও ইষ্টদেবে করিতে রক্ষণ,
রক্ষিতে চাহ গো যদি আত্মারে আপন,
যদি চাহ রাখিবারে ধরম অক্ষত,
পবিত্র প্রেমেরে রক্ষা কোরো গো সতত।

হৃদিমাঝে রক্ষা কর—নির্ভীক-পরাণ
—হোক্ না যতই কষ্ট, হৃদয়-বেদন—
সেই হুতাশন যাহা না হয় নির্ব্বাণ,
সেই সে কুসুম যাহা না জানে মরণ॥

আমার কন্যার প্রতি।

(Viotor Hugo হইতে)

শোন বলি বাছা ওরে!
দেখিছ তো নত শিরে
সহিতেছি কত অত্যাচার।
এমনি তুমিও সহ!—
থাকো গিয়া বহুদূরে
লোকালয় করি' পরিহার।
হবে সুখ?—না রে বাছা;
—সিদ্ধি-লাভ?—তা-ও না, তা-ও না।
যা হবার হোক্ বলি'
মন বাঁধো—তবেই সান্ত্বনা।
দয়ার্দ্রা মধুরা হও,
ভক্তি-স্নিগ্ধ ভাল উর্দ্ধে
কর উত্তোলন।
দিবা যথা নভোমাঝে
জ্বলন্ত রবির দীপ
করয়ে রক্ষণ
—ও আঁখি-নীলিমা-মাঝে
আপন আত্মার জ্যোতি
করহ স্থাপন।
কেহ নহে সুখী হেথা,
সিদ্ধিলাভ কারো নাহি হয়,
সকলেরি পক্ষে কাল
অসম্পূর্ণ জানিবে নিশ্চয়।
কাল সে তো শুধু ছায়া,
আর বাছা মোদের জীবন
সে-ও তো রে ছায়াময়,
ছায়াতেই তাহার গঠন।
নিজ-নিজ ভাগ্যে দেখ
সকলেই ক্লান্ত—বীতরাগ
সুখ-লাভ-পক্ষে হায়!
সবাকারি সকলি অভাব
—তাও সে সামান্য কিছু
যাতে যার গাঢ় অনুরাগ।
সেই সে "সামান্য-কিছু"
যাহা সবে খোঁজে হেথা,
যার তরে প্রাণের পিয়াস
—সে একটি কথা শুধু,
একটুকু নাম, অর্থ,
একটি কটাক্ষ, মৃদু-হাস।
রাজা মহারাজা যিনি
আমোদে অভাব তাঁরো
হয় প্রেমাভাবে।
একবিন্দু জল-বিনা
অনন্ত সে মরু-হৃদে
সদা ক্ষোভ জাগে।
মানব বৃহৎ কূপ
যত কেন দেও না ভরিয়া
তাহার শূন্যতা নিত্য
আরম্ভে গো নূতন করিয়া।
চিন্তাশীল মহাজ্ঞানী
দেবসম যাঁহারা পূজিত,
সেই সব মহাবীর
যার বলে আমরা শাসিত,
সেই সব খ্যাত-নামা
যার নামে দিক্ উদ্ভাসিত
—ক্ষণেক, মশাল-সম
জ্বলি উঠি' অগণ্য শিখায়,
কিঞ্চিৎ ছায়ার তরে
শেষে আসি শ্মশানে মিলায়।
প্রকৃতি-জননী জানি'
আমাদের দুখ-কষ্ট-রাশি,
শূন্য এ জীবন-'পরে
অনুকম্পা সতত প্রকাশি,
ঊষায় করেন সিক্ত
প্রতি প্রাতে অশ্রুজলে ভাসি'।
আর, অন্তর্যামী দেব
জানাইয়া দেন জ্ঞানালোকে
—প্রতি পদে আমাদের—
তিনি কেবা—আমরাই বা কে।
এই মর্ত্ত্য অধোলোকে
চরাচর সকলেরি মাঝে

—কিবা জড়, কিবা নর—
মহান্ নিয়ম এক রাজে।
সে বিধি পবিত্র অতি
—করে যেন সবাই পালন,
সকলেরি পক্ষে তাহা
অতিমাত্র সুলভ সুগম।
সেই বিধিটি এই বাছা:—
ঘৃণা-চক্ষে দেখো না কাহারে,
সবারেই ভালবেসো
কিংবা দয়া করো গো সবারে।

নির্ঝরিণী

(Victor Hugo হইতে)

নির্ঝরিণী, শৈল হতে ঝরে
বিন্দু বিন্দু ভীষণ সাগরে।
নাবিকের মহাভীতি সিন্ধু বলে, "অশ্রুমতি!
আমা-কাছে কি চাহিস্ ওরে!

আমি যে প্রলয়-সম, মহাত্রাস মূর্ত্তি মম,
আকাশ আরম্ভে' যাহা, আমি করি শেষ।
তোরে কিবা প্রয়োজন, তুই অতি ক্ষুদ্রজন,
অসীম অনন্ত আমি অপার অশেষ॥"

নির্ঝরিণী বলে ধীরে, লবণাক্ত জলধিরে,
"তোমার যা নাহি, ওগো সাগর অতল!
বিনা রব-আস্ফালন, করি তাহা বিতরণ,
পান করিবার মত একবিন্দু জল॥"

কোন সুন্দরীর প্রতি

(Victor Hugo হইতে)

রমণীয় করিতেই রমণী এ ভবে;
সুন্দর করিয়া তোলে তারাই তো সবে।
প্রকাণ্ড রহস্য এক এ বিশ্ব-ভুবন,
সুবিশদ ভাষ্য তার—নারীর চুম্বন।

প্রেমেরি এ কটিবন্ধ আকাশ-পাথার,
সমস্ত প্রকৃতি তারি দিব্য অলঙ্কার।
আত্মারে সে দেয় নিজ সৌরভ অতুল।
নারী না গড়িলে বিধি গড়িত না ফুল!

নীলকান্ত! কোথা তব থাকিত স্ফুরণ
যদি না থাকিত সেই মধুর নয়ন।
সুন্দরী বিহনে বল হীরা বা কোথায়?
—সে শুধু সামান্য অন্য উপলের প্রায়।

শ্যামল-নিকুঞ্জ-মাঝে সুন্দরী-বিহনে
থাকে সে গোলাপ-কলি নিভৃত বিজনে;
ঘুমায় খুলিয়া তার রাঙা ঠোঁটখানি,
একটিও মুখে তার নাহি সরে বাণী।

যাহা কিছু মোহময় স্বপ্নময় হেথা,
রমণী হইতে তাহা লভে উজ্জ্বলতা।
হে গরবি! মুক্তারাজি তোমা-বিনা ছার!
তোমা ছাড়ি প্রেম মোর পশুর বিকার!

তোমার বিহনে

(Victor Hugo)

যেমন মাধবীলতা বিনা সে তমাল
—যে দেয় আশ্রয় তারে আজনম কাল;
বাহিয়া উঠিবে বলি' যে দেয় তাহায়
সোপান রচনা করি' শাখায় শাখায়;
—আমিও তেমনি নাথ তোমার বিহনে,
কৃপা করি' চিরদিন রেখো ও-চরণে।

বিহঙ্গ উড়িয়া যবে—মত্ত নিজ গানে—
ধায় সে অনন্ত-ধাম আকাশের পানে,
সহসা আহত হয়ে নিদারুণ শরে
ভগ্ন-পক্ষ হয়ে যথা ভূমে আসি' পড়ে;
—আমিও তেমনি নাথ তোমার বিহনে,
কৃপা করি' চিরদিন রেখো ও চরণে।

তরঙ্গের মাঝে যথা ভঙ্গুর তরণী
—ঘিরে যবে চারি-ধারে তিমির-রজনী—
প্রচণ্ড পবনে সিন্ধু হয় তোলপাড়,
চালাবার নাহি হাল—নাহি কর্ণধার;
—আমিও তেমনি নাথ তোমার বিহনে,
কৃপা করি' চিরদিন রেখো ও চরণে।

"চিরদিন"

[ফরাসী কবি কপ্পে হইতে]

মাথাটি রাখিয়া মোর বুকের উপরে
বলিলে—"তোমারি আমি চিরদিনতরে।"
কিন্তু তবু ছাড়াছাড়ি হবে একদিন
—সেই তো বিধির বিধি—দারুণ কঠিন!
কে জানে মোদের মাঝে আসিয়া মরণ
হরিয়া লইয়া যাবে কাহারে প্রথম।
প্রবীণ নাবিকগণ তরীঘাটে মনসুখে
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
দেখিয়াছে শতবার তরীখানি আসিয়াছে
কূলেতে ফিরিয়া।
কিন্তু এক দিন সেই তরীখানি পাড়ি দিল
উত্তরপ্রদেশে;
আর দেখা নাহি তার;—মেরুর বরফে বুঝি
চূর্ণ হ'ল শেষে।
দেখিয়াছি কতবার— বহিত বসন্ত-বায়
যবে ধীরে ধীরে,
ভ্রমন্ত বিহঙ্গগুলি মোর এই গৃহতলে
আসিত গো ফিরে।
এইবার কিন্তু হায়! সেই সে বসন্ত এল
—তারা নাই নীড়ে!
তব ভালবাসা প্রিয়ে রবে চিরদিনতরে
—বলিছ আমায়,
কিন্তু আমি ভাবি মনে,—কত লোক গেল চলি'
না ফিরিল হায়!
তাই বলি "চিরদিন"—এই কথা নাহি সাজে
মর্ত্ত্য-রসনায়!

আসলে জীবিত

(Victor Hugo হইতে)

এই এরা রহে হেথা—ওরা যায় চ'লে,
কি মানব কিবা ধূলা—ঝঞ্ঝা আসি উড়ায় সকলি।
সমস্ত সংসার ব্যাপি' আছে অন্ধকার,
একই প্রলয়-বায়ু মহাবেগে বহে চারিধার;
—যায় বহি মানুষের মাথা' পর দিয়া,
তরুপত্রগুলিকেও যায় গো দলিয়া।
যে যায়—তাহারে ডাকি' বলে যেই থাকে:—
"হতভাগা! পড়েছিস্ কি ঘোর বিপাকে!
আহা! তোরা কোন কথা পাবি না শুনিতে
আকাশ তরুর শোভা পাবি না দেখিতে,
ঘুমাইবি একলাটি শ্মশান-মাঝারে,
ঘিরিবে চৌদিকে আসি' নিশীথ-আঁধারে॥"

যে থাকে—তাহারে ডাকি বলে যেই যায়:—
"তোদের কিছুই নাই—অশ্রু সাক্ষী তায়।
সুখ সে তো বিড়ম্বনা—মোহের আস্পদ,
মৃতেরাই করে লাভ প্রকৃত সম্পদ;
জীবন্ত! তোরা তো সবে অপছায়া—মৃত,
আমরাই জানিবি রে আসলে জীবিত॥"

বুদ্ধদেবের পাখী

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

লভিল সান্ত্বনা যবে বিশ্বজন তাঁর উপদেশে
পশিলেন বুদ্ধদেব মহাঘোর অরণ্য-প্রদেশে।
"নির্ব্বাণ" তাঁহার এবে একমাত্র চিন্তার বিষয়,
বসিলেন তারি ধ্যানে স্বর্গপানে তুলি বাহুদ্বয়।
বহুদিন বসি' এই সুপবিত্র ধ্যানের আসনে
যোগানন্দে মগ্ন তিনি অরণ্যের গভীর বিজনে।
অনন্ত স্বপনে করি' আপনার চিত্ত সমাধান
করিতে লাগিলা তপ লভিবারে স্বর্গীয় নির্ব্বাণ।
কালবশে এইরূপে জীর্ণশীর্ণ, অতি হীন-বল
অস্থিচর্ম্মসার দেহ— তবু ধ্যানে যতীন্দ্র অটল!
আর নাহি পায় তাপ দেহ তাঁর সূর্য্যকরজালে,
অসাড় সে দেহযষ্টি তরুসম ছাইল শৈবালে।
আঁধার আঁখির পাতা, নয়নের তারা দৃষ্টিহীন,
—মনে হয় যেন, উহা হয়ে গেছে প্রস্তর-কঠিন।
অনশনে, বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন মৃতপ্রায়;
শুধু ছোট পাখীগুলি —যারা ভালবাসিত তাঁহায়,
যাহারা করিত গান তরুশাখে বসি মনসুখে,—
—রাখিয়া যাইত ফল তাঁর সেই তৃষাশুষ্ক মুখে;
এইরূপ বহুদিন সেই সব ক্ষুদ্র বিহঙ্গম
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবে কোনমতে করিল পোষণ॥

সহস্রসহস্র বার সহস্রবরষ অগণন
মাথার উপর দিয়া চলি গেল চন্দ্রমা তপন,
তথাপি মুহূর্ত্ততরে সে মহা সমাধি তাঁর
টুটিল না কোনমতে —প্রতি অঙ্গ নিস্পন্দ অসাড় ;
দক্ষিণ বাহুটি, যাহা উত্তোলিত ঊর্দ্ধে নিরন্তর
শুকায়ে ধবলবর্ণ মনে হয় কঠিন প্রস্তর,
সেই হাতটিতে তাঁর —প্রবেশিয়া অরণ্য নিবিড়
ক্ষুদ্র এক পাখী আসি, যতনে রচিল ক্ষুদ্র নীড়।
পাখীটি উড়িয়া গেল রাখি' নীড় বিশ্বস্ত পরাণে,
লঙ্ঘিয়া সাগর-গিরি গেল চলি দূর-দূর স্থানে।
প্রতি শীতকালে, ফিরি' আসিত গো সেই নীড়ে তার,
দেখিত তেমনি ঠিক্ অটুট অক্ষয় প্রতিবার।
এইরূপ আসে যায় অতিক্রমি' কত সিন্ধু-গিরি,
একবার কি হইল আর সে যে না আইল ফিরি।
যে সব ভ্রমস্ত পাখী দূরে যায় নিদাঘে চলিয়া,
আবার আ লে শীতপুন আসে স্বদেশে ফিরিয়া,
ফিরিবার কাল যবে তাহাদের হইল অতীত,
হিমাচল হল যবে সুগভীর তুষারে আবৃত,
যখন সে পাখীগুলি আর নাহি আসে নিজ নীড়ে,
তখন গো বুদ্ধদেব ফিরিয়া দেখেন ধীরে ধীরে
—শূন্য তাঁর করতল ; তখন যে নয়ন মুনির
দেখে নাই এতকাল কোন-কিছু বস্তু পৃথিবীর,
অসীম অনন্ত হেরি' যে নয়ন অন্ধ ঝলসিত,
শূন্য আকাশের ধ্যানে যে আঁখির দৃষ্টি নির্ব্বাপিত,
—নেত্রপক্ষ্মরাজি দগ্ধ রক্ত ছোটে আঁখিপাতা দিয়া·
তপ্ত দুই ফোঁটা জল উঠিল সে নয়ন ভরিয়া।
শূন্য ছিল মন যাঁর বস্তু-হীন শূন্যের ধেয়ানে,
আশা অনুরাগ যাঁর একমাত্র আছিল নির্ব্বাণে,
সংসার হইতে যিনি ঘোর বনে করি' পলায়ন
সংসারের সুখদুঃখ করিয়াছিলেন বিসর্জ্জন
—সেই ভগবান্ বুদ্ধ নিতান্তই শিশুটির মত
পাখীটির তরে আহা বরষিলা অশ্রুজল কত॥

ফরাসী-প্রসূন সমাপ্ত

———

পুরু-বিক্রম নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

পাত্র-পাত্রীগণ

সেকন্দরশা	...	গ্রীশদেশীয় সম্রাট
পুরু-রাজ তক্ষশীল	...	পাঞ্জাবদেশীয় দুই নরপতি
এফেষ্টিয়ন	...	সেকেন্দরশার সেনাপতি

সেকেন্দরশার প্রহরী ও সৈন্যগণ, পুরুর প্রহরী ও সৈন্যগণ। তক্ষশীলের রক্ষকগণ, এক জন গুপ্তচর।
চারি জন ক্ষুদ্র রাজকুমার।

ঐলবিলা	...	কুল্লুপর্ব্বতের রাণী
অম্বালিকা	...	তক্ষশীলের ভগিনী
সুহাসিনী সুশোভনা	...	ঐলবিলার সখীদ্বয়

এক জন উদাসিনী গায়িকা।

পুরু-বিক্রম নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুম্ভু পর্ব্বতপ্রদেশ।

রাণী ঐলবিলার প্রাসাদের সম্মুখীন উদ্যান।

চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বত-দৃশ্য।

সুশোভনা। রাজকুমারি! এই যে সে দিন আপনি সেখানে গেলেন, আবার এর মধ্যেই যাবেন?

ঐলবিলা। সে দিন গিয়ে আমি পঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত রাজকুমারগণকে যবনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে দিয়ে এসেছি। তাঁরা সকলেই বিতস্তা নদীর কূলে শিবির সন্নিবেশিত ক'রে, একত্র সম্মিলিত হবেন, আমার নিকট অঙ্গীকার করেছেন। আমিও আজ সসৈন্যে সেখানে গিয়ে তাঁদের সহিত মিলিত হব। সখি! যত দিন না যবনেরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্ছে, তত দিন আমার আর আরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

সুহাসিনী। রাজকুমারি! আমাদের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কি কিছুমাত্র ঐক্য আছে যে, আপনি তাঁদের একত্র সম্মিলিত করবার জন্য চেষ্টা কচ্চেন? তবে যদি আপনার কথায় তাঁরা সকলে একত্রিত হন, তা বল্‌তে পারিনে। কেন না, তাঁরা নাকি সকলেই আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষী;—বোধ হয়, আপনার কথা কেহই অবহেলা কর্‌তে পারবেন না।

ঐলবিলা। আমি তাঁদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ কর্‌বেন, আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।

সুশোভনা। এরূপ প্রতিজ্ঞা করা আপনার কিন্তু ভাল হয় নি। আমি জানি, আপনি পুরুরাজকে আন্তরিক ভালবাসেন, পুরুরাজও আপনাকে ভালবাসেন; কিন্তু যদি কোন রাজকুমার যুদ্ধে পুরুরাজ অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করেন, তা হলে কি হবে? তা হলে আপনি তাঁকে ভালবাসুন বা না বাসুন, তাঁর পাণিগ্রহণ ত আপনার কত্তেই হবে।

ঐলবিলা। আমি এ বেশ জানি যে, কোন রাজকুমার পুরুরাজকে বীরত্বে অতিক্রম কত্তে পারবেন না। তাঁর মত বীরপুরুষ ভারত-ভূমিতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমার আন্তরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত রাজকুমারগণ উৎসাহিত হয়ে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন। সকল রাজকুমার একত্রিত না হলেও আলেক্‌জ্যাণ্ডারের অসংখ্য সেনার উপর জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সুশোভনা। (সুহাসিনীর প্রতি) যদি এরূপ হয় ভাই, তা হলে আমাদের রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞাতে কোন দোষ হচ্চে না।

সুহাসিনী। (হাস্য করত) ও ভাই, বুঝেছি, আমাদের রাজকুমারী এক বাণে দুই পাখী মার্‌তে চান। আপনার আন্তরিক প্রেমের ব্যাঘাত হবে না, অথচ দেশকে উদ্ধার কত্তে হবে।

ঐলবিলা। আজ ভাই আমার হাসি-খুসি ভাল লাগ্‌চে না, তোমাদের সব ছেড়ে যেতে হচ্চে। না জানি, আবার কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

সুহাসিনী। ও কথা আপনি মুখে বলচেন। পুরুরাজকে পেলে আপনার কি তখন আমাদের মনে থাকবে?

এক জন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক! এক জন গায়িকা দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কত্তে ইচ্ছা করে।

ঐলবিলা। আমার আর অধিক সময় নাই। আচ্ছা, তাকে একবার আস্‌তে বল।

গায়িকার প্রবেশ।

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি শুনেছি, স্বদেশের প্রতি আপনার অত্যন্ত অনুরাগ। আমাদের দেশের এক জন প্রসিদ্ধ কবি ভারত-ভূমির জয়কীর্ত্তন ক'রে

যে একটি নূতন গান রচনা করেছেন, সেই গানটি আপনাকে শোনাতে ইচ্ছা করি। শুনছি, আপনি না কি এখনি যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। মাতৃভূমির জয়-কীর্ত্তন শ্রবণ করে যদি আপনি যাত্রা করেন, তা হলে আপনার যাত্রা শুভ হবে। যাতে যবনগণের উপর জয়লাভ হয়, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা, আমি অন্য কোন পুরস্কার লাভের ইচ্ছা করি না।

ঐলবিলা। (স্বগত) আমি একে একজন সামান্য ভিখারিণী বলে মনে করেছিলেম; কিন্তু এর কি উচ্চভাব! স্বদেশের প্রতি এর কি নিঃস্বার্থ অনুরাগ! (প্রকাশ্যে) গাও দেখি—তোমার গানটি শুনতে আমার বড়ই ইচ্ছা হচ্চে।

গায়িকা। (উৎসাহের সহিত।)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি, রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়,

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা,
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?
আর যত মহাবীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"
ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!

ঐলবিলা। তোমার এ গান শুনলে, কোন্ হৃদয়ে না দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হয়? কে না দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে? ধন্য সেই কবি, যিনি এ গানটি রচনা করেছেন। তুমি কি সকল জায়গায় এই রকম গান গেয়ে গেয়েই বেড়াও? তোমার কি বাপ মা আছে? তোমার তো বয়স খুব অল্প দেখছি, তোমার কি বিবাহ হয়নি? তুমি এত অল্পবয়সে উদাসিনীর বেশ কেন ধারণ করেছ বল দেখি?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমার বাপ মা কেহই নাই, আমার শুদ্ধ পাঁচ ভাই আছেন, তাঁরা আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন। আমার বিবাহ হয়নি এবং আমি বিবাহ করবও না। প্রেম? —প্রেম মানুষের মধ্যে নেই। প্রেম?—প্রেম পৃথিবীতে নেই।

ঐলবিলা। সে কি? প্রেমের উপর তোমার যে এত বিরাগ?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি একজনকে প্রাণের সহিত ভালবাসতেম, কিন্তু সে নির্দ্দয় হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সেই অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, মানুষকে আর আমি ভালবাসবো না। সেই অবধি আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। আমি দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি। আমার আর কোন কাজ নাই, আমি এই গানটি সকল জায়গায় গেয়ে গেয়ে বেড়াই; এই আমার একমাত্র ব্রত হয়েছে। আমার যে পাঁচ ভাই আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এই গানটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাঁদের আমি বলে দিয়েছি যে, এই গানটি গেয়ে যেন তাঁরা সকল সৈন্যগণের মধ্যে দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করে দেন।

ঐলবিলা। আমরা যে স্ত্রীলোক, আমাদেরই

মন যখন এই গানে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তখন যে বীরপুরুষগণের মন উত্তেজিত হবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। যাও, তুমি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে এই গানটি গাও গে। যত দিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি এক উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হয়, তত দিন তোমার কার্য্য শেষ হ'ল, এরূপ মনে ক'র না; ভগবান্ করুন, যেন তোমার এই মহৎ সংকল্পটি সুসিদ্ধ হয়।

গায়িকা। রাজকুমারি! এই কার্য্যে আমি প্রাণ সমর্পণ করেছি, ভগবান্ অবশ্যই আমার সংকল্প সিদ্ধ করবেন। সেই শুভদিনের অভ্যুদয় আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা কচ্চি।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক। আপনার শ্বেতহস্তী প্রস্তুত, সৈন্যগণ সকলেই সজ্জিত হয়েছে।

ঐলবিলা। (রক্ষকের প্রতি) আচ্ছা, তোমরা সকলে প্রস্তুত থাক, আমি যাচ্চি।

[রক্ষকের প্রস্থান।

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি তবে বিদায় হলেম, হয় তো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।

[গায়িকার প্রস্থান।

ঐলবিলা। (সখীগণের প্রতি) আবার ভাই তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে বলতে পারিনে। যদি বেঁচে থাকি তো আবার দেখা হবে।

সুশোভনা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমারি! ও অলক্ষণে কথা মুখে আনবেন না। এখন বলুন দেখি, আমরা কোন্ প্রাণে আপনাকে বিদায় দি। আপনি গেলে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

সুহাসিনী। আপনি কেন যাচ্চেন? আপনার এত সৈন্য আছে, সেনাপতি আছে, তাদের আপনি পাঠিয়ে দিন না কেন? স্ত্রীলোক হয়ে আপনি কি করে যুদ্ধে যেতে সহস কচ্চেন?

ঐলবিলা। আমি স্ত্রীলোক বটে; কিন্তু দেখ সখি! বিধাতা এই ক্ষুদ্র প্রদেশটির রক্ষণের ভার আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। আমার উপরে প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতা স্বাধীনতা, সমস্ত নির্ভর কচ্চে। দেশে এমন বিপদ উপস্থিত, আমি কি এখন এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি? আমি যদি আমার সৈন্যগণের মধ্যে না থাকি, তা হলে কে তাদের উৎসাহ দেবে? আমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি, আর দেশটি স্বাধীনতা হতে বিচ্যুত হয়, তা হলে সকলে বলবে, একজন স্ত্রীলোকের হাতে রাজ্যভার থাকাতে দেশটি এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হল। তোমরা কেঁদ না। ভগবান যদি করেন তো শীঘ্রই আবার তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হব।

রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক! এখনও জ্যোৎস্না আছে, এই ব্যালা এখান হইতে না যাত্রা করলে বিতস্তা নদীর তীরে আজকের রাত্রের মধ্যে পৌছন বড় কঠিন হবে।

ঐলবিলা। আর আমি বিলম্ব করতে পারিনে। তোমাদের নিকট আমি এই শেষ বিদায় নিলেম।

[সখীদ্বয়কে চুম্বন করত প্রস্থান।

সুশো-সুহা। রাজকুমারি! তবে সত্য সত্যই কি আমাদের ফেলে চল্লেন?

[কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিতস্তা নদীর কূলে সন্নিবেশিত রাজা তক্ষশীলের শিবিরের মধ্যস্থিত একটি ঘর।

রাজা তক্ষশীল ও রাজকুমারী অম্বালিকার প্রবেশ

অম্বালিকা। কি!—মহারাজ! দেবতারা যাঁর সহায়, সমস্ত সসাগরা পৃথিবী যাঁর অধীনতা স্বীকার করেছে, সমস্ত নরপতি যাঁর পদানত হয়েছে, সেই প্রবলপ্রতাপ সম্রাট সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনি সাহস কচ্চেন? না মহারাজ! আপনি এখনও তবে তাঁকে চেনেন নি। দেখুন, তাঁর বাহুবলে কত কত রাজ্য ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, কত কত দেশ ছারখার হয়েছে, কত কত রাজা বিনষ্ট হয়েছে;— এই সকল দেখে শুনে মহারাজ! কেন নিরর্থক বিপদকে আহ্বান কচ্চেন?

তক্ষশীল। তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি নীচ ভয়ের বশবর্ত্তী হয়ে সেকন্দর শার পদতলে অবনত হব? আমি কি স্বহস্তে ভারতবাসীদিগের জন্ম

অধীনতা-শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করব ? যে সকল রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষণের জন্য সম্মিলিত হয়েছেন, যাঁদের এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে, হয় তাঁরা তাঁদের রাজ্য রক্ষা করবেন, নয় রণভূমে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন, সেই সকল রাজকুমারগণকে ও বিশেষতঃ মহারাজ পুরুকে কি আমি এখন পরিত্যাগ করব ? তা কখনই হতে পারে না। অম্বালিকে, তুমি বল কি ? সেই সকল রাজকুমারদের মধ্যে তুমি এমন এক জনকে দেখাও দিকি, যিনি সেকন্দর শার নাম মাত্র শুনেই একেবারে কম্পমান হয়েছেন ? তাঁর নামে ভীত হওয়া দূরে থাক্, তিনি যদি এখন আপন সিংহাসনেও উপবিষ্ট থাকেন, সেখান পর্য্যন্ত তাঁকে আক্রমণ করতে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন। তবে কি শুদ্ধ রাজা তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় তাঁর পদতল লেহন করবেন ?

অম্বালিকা। মহারাজ! সেকন্দর শা যখন আমাদের প্রাসাদ হতে আমকে বন্দী করে তাঁর শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর যেরূপ সৈন্যবল আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাতে আমার বেশ বোধ হয়, আপনারা কখনই তাঁর উপর জয়লাভ করুতে পারবেন না। তিনি তো আর কোন রাজার বন্ধুতা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি কেবল আপনার সঙ্গেই বন্ধুতা করুতে ইচ্ছা কচ্চেন। তাঁর বজ্র উদ্যত হয়ে রয়েছে আর একটু পরেই নিপতিত হয়ে ভারতভূমিকে বিদীর্ণ করবে। এখন তাঁর এই ইচ্ছা, যেন ঐ বজ্র আপনার মস্তকের একটি চুলকেও না স্পর্শ করে।

তক্ষশীল। এত রাজা থাকৃতে আমার উপরেই যে তাঁর এত অনুগ্রহ ? তিনি কি বেচে বেচে আমাকেই তাঁর এই নীচ জঘন্য অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করে-চেন ? মহারাজ পুরুর সহিত কি তিনি সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন না ? হাঁ! তিনি এ বেশ জানেন যে, মহারাজ পুরু এরূপ নীচ নন, যে তাঁর এই লজ্জাকর গর্হিত প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতও করবেন। বুঝেছি, তিনি এরূপ একটি কাপুরুষ চান. যে নির্ব্বিবাদে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে ; আর আমাকেই সেই কাপুরুষ ব'লে তিনি স্থির ক্রেচেন।

অম্বালিকা। ও কথা বলবেন ন ; আপনাকে তিনি কাপুরুষ ব'লে ঠাওরান নি। বরং তাঁর সকল শত্রুগণের মধ্যে আপনাকে অধিক সাহসী বীর পুরুষ মনে ক'রে আপনারই সঙ্গে আগে বন্ধুতা করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন। তিনি এই মনে করেছেন, যে যদি আপনি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে আর সকলের উপর জয়লাভ করুতে সমর্থ হবেন। এ সত্য বটে, তিনিসমস্ত পৃথিবীকে পদানত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু এও তেমনি সত্য যে, তিনি যাকে একবার বন্ধু বলে স্বীকার করেন, তার প্রতি তিনি কখন দাসবৎ আচরণ করেন না। তাঁর সহিত সখ্যতা করলে কি মহারাজ! মর্য্যাদার হানি হয় ? তা বোধ হয়, আপনি কখনই মনে করেন না। তা যদি মনে করেন, তা হলে আমাকে এতদিন কেন নিবারণ করেন নি ? দেখুন, সেকেন্দর শা আমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে গোপনে দূত প্রেরণ কচ্চেন। আপনি তা জান্তে পেরেও আমাকে নিবারণ করেন নি, বরং তাতে আপনি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তক্ষশীল। অম্বালিকা! তবে এখন তোমাকে আমার মনের কথা প্রকাশ ক'রে বলি। তুমি যে অবধি সেকেন্দর শার ওখান থেকে পালিয়ে এসেছ, সেই অবধি যে তিনি তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে দূত প্রেরণ কচ্চেন, প্রেম-লিপি তোমার নিকট প্রতি-দিন গুপ্তভাবে পাঠাচ্ছেন, তা আমি সব জানি। এ সমস্ত জেনেও যে আমি তোমাকে নিবারণ করিনি, তার একটি কারণ আছে। আমি এ বেশ জানি যে, প্রেম বীর্য্যবান্ ব্যক্তিকেও নির্ব্বীর্য্য ক'রে ফেলে এবং যে বীরপুরুষ সসাগরা পৃথিবীকে জয় কত্তে পারেন, তিনিও প্রেমের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি প্রেমের সুখকর সঙ্গীতে সেকেন্দর শাকে নিদ্রিত ক'রে রাখ ;—আমরা এ দিক থেকে তাঁকে হঠাৎ গিয়ে আক্রমণ করি। কিন্তু ভগিনি, সাবধান! যেন ঐ যবনরাজের মন হরণ করুতে গিয়ে, উল্টে যেন তোমার নিজের মন অপহৃত না হয়।

অম্বালিকা। (স্বগত) হায়! আমার মন অপহৃত হতে কি এখনও বাকি আছে ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমার কথা শুনুন, কেন বলুন দেখি, এ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন ? পৃথ্বী-বিজয়ী সেকেন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আপনি জয়লাভ করুতে পারবেন, এইটি কি আপনার সত্যই বিশ্বাস হয় ? আপনার প্রাসাদ হতে যখন সেকেন্দর শা আমাকে

বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আপনার সৈন্যগণ কি আমাকে রক্ষা কত্তে পেরেছিল ?

তক্ষশীল। ভগ্নি! তোমার নিকট আর আমি কিছু গোপন করব না। কুল্লুপর্ব্বতের রাণী ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আমি এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে বল্‌তে কি, মহাবীর সেকন্দর শাকে যে আমরা যুদ্ধে পরাস্ত কত্তে পারব, তা আমার বড় বিশ্বাস হয় না; কিন্তু রাণী ঐলবিলার প্রতিজ্ঞা শুনে অবধি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষার্থে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, তিনিই তাঁর পাণিগ্রহণ করবেন। এখন বল দেখি, অম্বালিকে! কি ক'রে আমি রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেকেন্দর শার সঙ্গে সন্ধি করি ?

অম্বালিকা। এইমাত্র আপনি আমাকে বল্‌ছিলেন যে, প্রেম বীর্য্যবান্ ব্যক্তিকে নির্ব্বীর্য্য ক'রে ফেলে, কিন্তু দেখুন, মহারাজ! প্রেম বীর্য্যবান ব্যক্তিকে নির্ব্বীর্য্য করে,—না নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি বরং প্রেমের বলে আরও বীর্য্যবান হয় ? তার সাক্ষী দেখুন, রাজকুমারী ঐলবিলা একমাত্র প্রেমের বলে এই সমস্ত রাজকুমারগণকে একত্রিত করেছেন।

তক্ষশীল। সত্য বলেছ অম্বালিকে, রাণী ঐলবিলা আমাদের সকলকে প্রেমবন্ধনে একত্র বন্ধন করেছেন।

অম্বালিকা। মহারাজ! আপনাকে তো সে প্রেমবন্ধনে বন্ধন করেনি, আপনাকে সে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন করেছে।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য্য হইয়া) কেমন ক'রে ?

অম্বালিকা। তা বৈ কি মহারাজ! সে প্রেমের কুহকে আপনাকে মুগ্ধ ক'রে রেখে, কেবল তার নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ ক'রে নিচ্চে বৈ তো নয়, বাস্তবিক তার হৃদয় সে অন্যের নিকট বিক্রয় করেছে। তার প্রেমের ভাজন তো আপনি নন, তার প্রেমের ভাজন হচ্চে পুরু। যান,—মহারাজ! আপনি পুরুর হয়ে যুদ্ধ ক'রে তার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আপনি যুদ্ধে যতই কেন বীরত্ব প্রকাশ করুন না,—সেই মায়াবিনী ঐলবিলা অবশেষে এই বলবে যে, "মহারাজ পুরুর বাহুবলেই আমরা জয়লাভ করেছি। অতএব আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।"

তক্ষশীল। কি ? রাজকুমারী ঐলবিলা কি তবে পুরুরাজকে——

অম্বালিকা। রাণী ঐলবিলা যে পুরুরাজকে ভালবাসেন, তাতেও কি আপনার এখনও সন্দেহ আছে ? আপনার সম্মুখেই তো সে পুরুরাজের মহা প্রশংসা ক'রে থাকে, তা কি আপনি শোনেন নি? পুরুরাজের নামেতে সে একেবারে গ'লে যায়, তা কি আপনি দেখেন নি ? সে এ কথা কতবার বলেছে যে, পুরুরাজ ব্যতীত ভারত-ভূমির স্বাধীনতা কেহই রক্ষা করতে পারবে না,—পুরুরাজ ভিন্ন ঐ মহাবীর যবনের উপর কেহই জয়লাভ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ সর্ব্বদাই দেবতার স্বরূপ পুরুরাজের স্তুতি গান করে, তার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা কে, তা কি মহারাজ! এখনও আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি ?

তক্ষশীল। পুরুরাজের বীরত্বের প্রশংসা কে না ক'রে থাকে ? তিনি পুরুরাজকে প্রশংসা করেন বলেই যে তিনি তাঁকে ভালবাসেন, তার কোন অর্থ নেই। যাই হোক, আমার আশা কিছুতেই যাচ্ছে না। ভগ্নি! তুমি বড় নিষ্ঠুর, আমি এমন সুখের স্বপ্ন দেখ্‌চি, তুমি কেন আমাকে জাগাচ্চ বল দেখি ? আমাকে একেবারে নিরাশ-সাগরে ডুবিও না।

অম্বালিকা। (ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া) না মহারাজ! আপনি তবে আশাপথ চেয়ে থাকুন, আপনার সুখের স্বপ্নের আর আমি ভঙ্গ দেব না। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) সে যা হোক্, যখন সেকেন্দর শা আপনার সঙ্গে বন্ধুতার প্রস্তাব ক'রে পাঠাচ্চেন, তখন আপনি কেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কত্তে প্রবৃত্ত হচ্চেন ? পরের জন্য কেন আপনি ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলি খোয়াতে যাচ্চেন ? আর যার জন্য আপনি এ সমস্ত কচ্চেন, সেও দেখুন, আপনাকে প্রতারণা কচ্চে। সেকেন্দর শা তো আপনার শত্রু নয়, পুরুরাজই আপনার শত্রু; দেখুন, সে রাজকুমারী ঐলবিলার হৃদয়-দুর্গ অধিকার ক'রে আপনাকে তার ভিতরে প্রবেশ কত্তে দিচ্ছে না। অতএব সেকেন্দর শার সহিত যুদ্ধ না ক'রে আপনার পথের কণ্টক যে পুরুরাজ, তাকেই আপনি আগে অন্তরিত করুন। সেকেন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দেখুন, আপনি কোন গৌরব লাভ কত্তে পারবেন না। যদি যুদ্ধে জয় হয়, তা হলে লোকে বল্‌বে, পুরুরাজের বাহুবলেই

জয়লাভ হয়েছে। আর আপনি কি এ মনে করেন যে, পৃথ্বী-বিজয়ী মহাবীর সেকেন্দর শার সহিত সংগ্রামে, সেই হীনবল ক্ষুদ্র পুরু জয়লাভ করতে পারবে? দেখে নেবেন, পৃথিবীর অন্যান্য রাজা যেরূপ তাঁর বাহুবলে পরাস্ত হয়েছে, পুরুও সেইরূপ অবশেষে পরাভূত হবে। সেকেন্দর শা আপনাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ কত্তে চাচ্চেন না, তিনি আপনাকে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করচেন। তিনি আপনাকে সিংহাসন হতে বিচ্যুত কত্তে চাচ্চেন না, বরং যে সকল রাজকুমারগণ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেচেন, তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেই সকল সিংহাসন তিনি আপনাকে প্রদান করতে চাচ্চেন। (পুরু আসিতেছেন দেখিয়া) এই যে—পুরুরাজ এইখানে আসচেন।

তক্ষশীল। (স্বগত) অম্বালিকা যথার্থ কথাই বলচে। আমার বোধ হয়, রাজকুমারী ঐলবিলা পুরুরাজকেই আন্তরিক ভালবাসেন! পুরুরাজ এখন আমার চক্ষুঃশূল হয়েছেন। উঃ! আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে।

অম্বালিকা। এখন আমি তবে বিদায় হই। কিন্তু মহারাজ! আর সময় নাই। এই দুয়ের মধ্যে একটা স্থির করবেন—হয় পুরুরাজের দাস হয়ে থাকুন, নয় সেকন্দর শার বন্ধুত্ব গ্রহণ করুন, আমি এখন চল্লেম।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

তক্ষশীল। (স্বগত) বাস্তবিক, কেন আমি পরের জন্য আমার রাজত্ব খোয়াতে যাচ্চি? সেকন্দর শার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই ভাল।

পুরুর প্রবেশ।

তক্ষশীল। আসতে আজ্ঞা হউক!

পুরু। মহারাজের কুশল তো?

তক্ষশীল। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন এই যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ বুঝ্‌চেন?

পুরু। এখনও শত্রুগণ বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। আমাদের সৈন্য ও সেনাপতিগণ সমরোৎসাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলে সাহস ও তেজ যেন মূর্তিমান হয়ে স্ফূর্তি পাচ্ছে, সকলেই পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্চে, ক্ষুদ্রতম পদাতিসেনা পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে গৌরবলাভ করবার জন্য উৎসুক হয়েছে, প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে গিয়ে আমি দেখেছি, সকলেই দেশের জন্য প্রাণপণ করেছে। আমি যাবামাত্রেই সকলে—"জয় ভারতের জয়" ব'লে সিংহনাদ ক'রে উঠ্‌লো,—আর আমাকে এইরূপ বলতে লাগলো যে,—"আর কতক্ষণ আমরা এই শিবিরে বসে বসে কাল হরণ করবো? শীঘ্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। যবনরক্ত পান ক'রে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক।" এই বীরপুরুষদের আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায়? যবনরাজ এখন অনুকূল অবসর খুঁজ্‌চেন। এখনও তিনি সমরের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি, এই হেতু তিনি কালবিলম্ব আশয়ে তাঁর দূত এফেষ্টিয়নকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন ও নিরর্থক প্রস্তাবে,—

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ! তার কথা তো একবার আমাদের শোনা উচিত। সেকন্দর শার কি অভিপ্রায়, আমরা তো তা জানিনে। এমন হতে পারে, তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

পুরু। কি বল্লেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবনদস্যুর হস্ত হতে আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভারতভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছিল, সে স্বচ্ছন্দে এসে সেই শান্তি উচ্ছেদ করলে; আমরা তার প্রতি অগ্রে কোন শত্রুতাচরণ করিনি, সে বিনা কারণে, খড়্গহস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ কল্লে, লুঠপাট ক'রে আমাদের কোন কোন প্রদেশ ছার-খার ক'রে ফেল্লে, এখন আমরা কি না তার সঙ্গে সন্ধি করব? আমরা তাকে কি এর সমুচিত শাস্তি দেব না? এখন বুঝি দৈব তার প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

তক্ষশীল। ও কথা বলবেন না মহারাজ! যে, দৈব তাঁর প্রতিকূল হয়েছেন। দেবতাদের কৃপা তাঁকে সর্ব্বদাই রক্ষা কচ্চে। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে এত দেশ বশীভূত করেছেন, তাঁকে কি সামান্য শত্রু বিবেচনা ক'রে অবজ্ঞা করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

পুরু। অবজ্ঞা করা দূরে থাক, আমি তাঁর সাহসকে ধন্য বলচি। কিন্তু আমার এই ইচ্ছা, যেমন আমি তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পাল্লেম না, তেমনি আমিও রণস্থলে তাঁর মুখ থেকে

আমার সম্বন্ধে এইরূপ ধন্যবাদ বার করব। লোকে সেকন্দর শাকে স্বর্গে তুলেছে, আমার ইচ্ছা যে, আমি তাঁকে সেই উচ্চ স্থান হতে নীচে অবতরণ করাব। সেকন্দর শা মনে কচ্চেন যে, যখন তিনি পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর কি? তখন তো তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত করতে পারবেন। কিন্তু কি ভ্রম! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।

তক্ষশীল। বরং বলুন, আমরা এখনও সেকন্দর শাকে চিনিতে পারি নি। শত্রুকে এইরূপ অবজ্ঞা করেই দারায়ুস রাজা বিপদে পড়েছিলেন। আকাশে বজ্র গূঢ় ভাবে ছিল। দারায়ুস রাজা সেকন্দর শাকে নিতান্ত হীনবল মনে ক'রে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন সেই বজ্র তাঁর মস্তকে পতিত হল, তখনই তাঁর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হল।

পুরু। ভাল, তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে কি প্রত্যাশা কচ্চেন? আপনি সহস্র সহস্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন, যে এইরূপ কপট সন্ধি করে, তিনি সেই সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন কি না? তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করাও তা। সেকন্দর শা যেরূপ লোক, তাঁর সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চলতে পারে না। হয় তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, নয় তাঁর প্রকাশ্য শত্রু হতে হবে।

তক্ষশীল। মহারাজ! এক দিকে যেমন কাপুরুষ হওয়া ভাল নয়, তেমনি আবার নিতান্ত দুঃসাহসিক হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। কতকগুলি অসার স্তুতিবাদে যদি আমরা সেকন্দর শাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাতে আমাদের কি ক্ষতি? যে বন্যার প্রবল স্রোত গ্রাম পল্লী চূর্ণ ক'রে অপ্রতিহত বেগে মহা কোলাহলে চলেচে, তার গতি রোধ করা কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য? তিনি শুদ্ধ গৌরব চান, তিনি তো আমাদের সিংহাসন চান না। তাঁর কীর্ত্তিধ্বজা একবার এখানে স্থাপিত হলেই, তিনি অন্যদেশে চলে যাবেন। একবার তাঁকে বিজয়ী বলে স্বীকার কল্লেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তিনি এইরূপ অসার স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হন, তাতে আমাদের কি ক্ষতি আছে?

পুরু। কি ক্ষতি আছে বলছেন মহারাজ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে এ কথা অনায়াসে মুখ দিয়ে বলতে পাল্লেন? হো! এখন বুঝলেম, ক্ষত্রিয়-গণের পূর্ব্ববীর্য্য ক্রমেই লোপ হয়ে আসচে। ক্ষতি কি আছে বলছেন মহারাজ! আমাদের মান সম্ভ্রম যশ পৌরুষ সকলই যাচ্চে; তথাপি এতে কিছু ক্ষতি নাই? যশোমান পৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্য সিংহাসন, আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে ধিক্ সে সিংহাসনকে, ধিক্ সে প্রাণকে, আর ধিক্ সেই কাপুরুষকে, যে এরূপ প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে। আপনি কি মনে করেন, ঐ দুর্দ্দান্ত যবন প্রবল বন্যার ন্যায় মহাবেগে আমাদের দেশ দিয়ে চলে যাবে, অথচ তার চিহ্নমাত্রও পরে থাকবে না? সেই বন্যার প্রবল স্রোত আমাদের রাজ্য সকল কি চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না? আচ্ছা মনে করুন মহারাজ! আপাতত মান, যশ, পৌরুষের বিনিময়ে আপনি আপনার সিংহাসনকে রক্ষা করতে পাল্লেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, তা আপনি চিরকাল রক্ষা কত্তে পারবেন? বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল নির্ভর ক'রে থাকতে হবে, কিছু ত্রুটি—একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। পৌরুষের কথা দূরে থাক, আপনি যদি শুদ্ধ নীচ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হলেও এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। কেবল আপনার জন্যই আমার স্বার্থের কথা বলতে হ'ল, নচেৎ আমি মান মর্য্যাদা ও পৌরুষের অনুরোধ ভিন্ন আর কারও অনুরোধে কর্ণপাতও করিনে।

তক্ষশীল। আমিও মহারাজ! সেই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ বাক্য বলচি: যাতে আমাদের রাজমর্য্যাদা রক্ষা হয়, যাতে আমাদের সিংহাসন হতে বিচ্যুত না হতে হয়; এই জন্যই আপনাকে সতর্ক হতে বলচি।

পুরু। যদি মর্য্যাদা রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, যদি সিংহাসন রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলুন, আর বিলম্ব না,—চলুন, আজই—আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি। ঐ যবনরাজ আপনার ভগ্নীকে বলপূর্ব্বক আপনার প্রাসাদ হতে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, তা কি আপনার স্মরণ নাই? সে

অপমানও কি আপনি সহ্য করবেন ? এইরূপে কি আপনি রাজমর্য্যাদা রক্ষা কত্তে চান্ ?

তক্ষশীল। আমার মতে মহারাজ ! দুঃসাহসিকতা রাজমর্য্যাদা রক্ষণের অমোঘ উপায় নয়।

পুরু। তবে কি কাপুরুষতা তাহার উপায় ? আমার মতে মহারাজ ! কাপুরুষতা ভীরুতা অতি লজ্জাকর, অতি গর্হিত, অতি জঘন্য,—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধ।

তক্ষশীল। মহারাজ ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে যুদ্ধ-বিপদ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হন।

পুরু। মহারাজ ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে বিদেশীয় রাজার আক্রমণ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অতীব পূজ্য হন।

তক্ষশীল। এরূপ বাক্য গর্ব্বিত, উদ্ধত লোকেরই উপযুক্ত।

পুরু। এরূপ বাক্য রাজগণের আদরণীয়, রাজকুমারীগণেরও আদরণীয়।

তক্ষশীল। সকল রাজকুমারী না হউক, রাজকুমারী ঐলবিলা তো আপনার বাক্যে আদর করবেনই।

পুরু। সত্য বটে, তিনি কাপুরুষের বাক্যে আদর করেন না।

তক্ষশীল। মহারাজ ! প্রেমের কি এই রীতি ? আপনি নির্দ্দয় হয়ে তাঁর কোমল অঙ্গকে এই ভীষণ যুদ্ধ-বিপ্লবের মধ্যে কেন নিক্ষেপ কত্তে যাচ্চেন বলুন দেখি ?

পুরু। মহারাজ ! রাজকুমারী ঐলবিলার শরীরে এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত প্রবাহিত হচ্চে। তিনি রণে ভীত নন ; এই বীর্য্যবতী রমণীর সাহস, বীর্য্যহীন পুরুষদিগকে শিক্ষা দিক্।

তক্ষশীল। মহারাজ ! তবে কি আপনি নিতান্তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন ?

পুরু। আপনি যেমন শান্তির জন্য উৎসুক হয়েছেন, আমি তেমনি যুদ্ধের জন্য লালায়িত। সেকেন্দর শাকে আমার বিক্রমের পরিচয় দেবার জন্যই আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। যে দিন অবধি আমি তাঁর কীর্ত্তি-কলাপ শ্রবণ করেচি, সেই দিন থেকেই এই বাসনাটি আমার মনে চিরজাগরূক রয়েছে যে, তিনি যেন একবার ভারতভূমে পদার্পণ করেন। সেই দিন অবধি আমার মন তাঁকে চিরশত্রু বলে বরণ করেছে। এ দেশে আস্‌তে তাঁর যত বিলম্ব হচ্ছিল, আমার মন ততই অধীর হয়ে উঠ্‌ছিল ; তিনি যখন পারস্য দেশ জয় কত্তে এলেন, তখন আমার এই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, যদি আমি পারস্যের রাজা হতেম, তা হলে আমার কি সৌভাগ্য হ'ত। আমি তা হলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার অবসর পেতেম। এত দিনের পর তিনি ভারতভূমে পদার্পণ করেছেন। এখন আমার মনের আশা পূর্ণ হবে। বলেন কি মহারাজ ! আমি কি এমন সুন্দর অবসর পেয়ে ছেড়ে দেব ? তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কি আমার বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ করব না ? দেখি দেখি তিনি কেমন আমাকে যুদ্ধ না দিয়ে, আমাদের দেশ হতে চ'লে যেতে পারেন ?—এই নিষ্কোষিত তরবারিই তাঁর গতি রোধ করবে।

তক্ষ। মহারাজ আমি স্বীকার কচ্চি যে, এরূপ উৎসাহ, এরূপ তেজ, ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বটে ; কিন্তু এ নিশ্চয় যে, আপনি সেকেন্দর শার নিকট পরাভূত হবেন। এই যে রাণী ঐলবিলা এই দিকে আসছেন ; আপনি ওঁর নিকটে এখন মনের সাধে আপনার বিক্রমের শ্লাঘা করুন। আপনি বসুন, আমি চল্লেম, আপনাদের সুখকর ও তেজস্কর বাক্যালাপের সময় আমি আপনাদিগকে বিরক্ত কত্তে ইচ্ছা করিনে। আমার মতন কাপুরুষ এখানে থাক্‌লে আপনারা লজ্জিত হবেন।

[তক্ষশীলের প্রস্থান।

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। কি ! রাজা তক্ষশীল আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন ?—

পুরু। তিনি লজ্জায় আপনার নিকট মুখ দেখাতে পাল্লেন না। তিনি যখন এই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হচ্চেন, তখন কি সাহসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবেন ? রাজকুমারি ! তাঁকে আর কেন ? তাঁকে ছেড়ে দিন, তিনি তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে সেকেন্দর শার পূজা করুন। আসুন, আমরা এই অস্পৃশ্য শিবির হতে নির্গত হই ; এখানে রাজা তক্ষশীল পূজার উপচার হস্তে লয়ে যবনরাজের আরাধনার জন্য প্রতীক্ষা কচ্চেন।

ঐলবিলা। সে কি মহারাজ ?

পুরু। ঐ ক্রীতদাস এর মধ্যেই ওর প্রভুর গুণগান কত্তে আরম্ভ করেছে। আরও ও চায় যে, আমিও ওর ন্যায় যবনের দাসত্ব স্বীকার করি।

ঐলবিলা। সত্য নাকি? তবে কি রাজা তক্ষশীল আমাদিগকে পরিত্যাগ কত্তে উদ্যত হয়েছেন? তিনি কাপুরুষের ন্যায় স্বদেশকে ছেড়ে শত্রুগণের সঙ্গে যোগ দেবেন, এ তো আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ না দেন, তাহলে আমাদের সৈন্যবল যে বিস্তর ক'মে যাবে, তা হলে সেকেন্দর শার অসংখ্য সৈন্যের উপর জয়লাভ করা যে একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি আশ্চর্য্য! ঐ স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষকে এত দিন আমরা চিন্‌তে পারিনি? (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) যাই হোক্, এতে একেবারে অধীর হওয়া আমাদের উচিত হচ্চে না। দেখুন, আমি ওকে আবার ফিরিয়ে আন্‌ছি। ওর সঙ্গে একবার আমার কথা কয়ে দেখ্‌তে হবে। এখন যদি ওর প্রতি আমরা নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তা হলে আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন কত্তে ওকে একপ্রকার বাধ্য করা হবে। মিষ্টবচনে বোধ করি, এখনো ফেরান যেতে পারে।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি কি এখনও ওর অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পারেন নি? আমার বেশ বোধ হচ্চে, ঐ কপট নরাধম মনে মনে এই স্থির করেছে যে, সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে আপনাকে যবনরাজের হস্তে সমর্পণ করবে, ও পরে তার সাহায্যে বলপূর্ব্বক আপনার পাণিগ্রহণ করবে। আপনার ইচ্ছা হয় তো আপনার ফাঁদ আপনি প্রস্তুত করুন। সে নরাধম আপনার প্রেম হ'তে আমাকে বঞ্চিত করলেও কত্তে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা করলেও, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ কত্তে পারবে না।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি কি মনে করেন, তার এই জঘন্য আচরণের পুরস্কারস্বরূপ আমি তাকে আমার হৃদয় প্রদান করব? আর যাই হউক, আপনি এ বেশ জানবেন, আমি কোন কাপুরুষের পাণিগ্রহণ কখনই করব না। (চিন্তা করিয়া) আমার বেশ বোধ হচ্চে, তার ভগিনীর পরামর্শেই তার মন বিচলিত হয়ে গেছে। আমি যদি মধ্যে না থাকি, তা হলে নিশ্চয় সে তার কুমন্ত্রণায় ভুলে যাবে। আমি শুনেছি, তার ভগিনীকে সেকেন্দর শা বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সম্প্রতি সে ফিরে এসেছে ও দূত দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে প্রেমালাপ চলচে।

পুরু। এ সব জেনেও কেন আপনি তবে এত যত্ন করে সেই কাপুরুষকে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা কচ্চেন?

ঐলবিলা। তাকে যে আমি চাচ্চি মহারাজ! সেও কেবল আপনার জন্য। আপনি একাকী সহায়-বিহীন হয়ে কি ক'রে সেই পৃথ্বী-বিজয়ী যবনরাজের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌বেন? তক্ষশীল আপনার সঙ্গে যোগ দিলে আপনার সৈন্যদলের অনেক বৃদ্ধি হবে। সংগ্রামে শুদ্ধ প্রাণ দিলেই তো হয় না, জয়লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই। আমি জানি, আপনি রণভূমে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন কত্তে পারেন। কিন্তু তা হলেই কি যথেষ্ট হ'ল? যুদ্ধে জয়লাভ না হ'লে, আমাদের দেশের কি দুর্গতি হবে, তা কি আপনি ভাব্‌চেন না? যদি মহারাজ রণস্থলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ ক'রে আপনার গৌরব লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বার আবশ্যক নাই, যান আপনি সেই গৌরব অর্জ্জনে এখনি প্রবৃত্ত হউন, আমি বিদায় হই, আর আমি আপনাকে ত্যক্ত করব না। (যাইতে উদ্যত)—

পুরু। (আগ্রহের সহিত) রাজকুমারি! যাবেন না, আমার কথা শুনুন, আমাকে ওরূপ নীচাশয় মনে করবেন না। আমি যদি দেশকেই উদ্ধার কর্‌তে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ ক'রে আমার কি গৌরব হবে? রাজকুমারি, আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা নই। কিন্তু আমি এই কথা বলচি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু যবনেরা এ কথা যেন না বলতে পারে, যে, তারা ভারতবাসিগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।

ঐলবিলা। কি? ভারতবাসিগণ অনায়াসে মেষের ন্যায় যবনের অধীনতা স্বীকার করবে? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই ব'লে কি আমরা যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হব? তা কখনই নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখনও কি এ কথা বল্‌তে পারে? আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য সহায় বল অর্জ্জনে আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। গৌরবের

অনুসরণ হতে আপনাকে বিমুখ করুতে আমার ইচ্ছা নয়, বরং যাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। যান, মহারাজ! আপনার বাহুবলে যবনরাজের দর্প চূর্ণ করে দিন, কিন্তু সহায় বল অর্জ্জনে কিছুতেই বিরত হবেন না। সহায়সম্পন্ন না হলে যুদ্ধ যে নিষ্ফল হবে। এখন মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজা তক্ষশীলের সহিত সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাকে কোন রকম করে ফেরাতে পারি কি না। এ আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, কোন কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনই সমর্পণ করুব না।

পুরু। রাজকুমারি! আমার এতে কোন আপত্তি নেই। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, আমি এখন চল্লেম; যবনদূত আমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তক্ষশীলের শিবির-মধ্যস্থিত একটি ঘর।

অম্বালিকা ও যবনদূত এফেষ্টিয়ন।

এফেষ্টিয়ন। আপনাদের দেশের রাজকুমারগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য দেখ্‌লেম প্রস্তুত হচ্চেন। কিন্তু আমি এক্ষণে কেন যে আপনার সমীপে এলেম, তা রাজকুমারি! শ্রবণ করুন। শেকেন্দর শা তাঁর মনের কথা আমাকে সব খুলে বলেন। আমি তাঁর একজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি আপনার কুশল-সংবাদ জানবার জন্য আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর এই কথা আমাকে বলুতে আদেশ করেছেন যে, যেমন এখন সমস্ত ভারতভুমির শান্তি তাঁর উপর নির্ভর কচ্চে, তেমনি তাঁরও হৃদয়ের শান্তি একমাত্র আপনার উপর নির্ভর কচ্চে। আপনি ভিন্ন সে হৃদয় প্রশমন করে, এমন আর কেহই নাই। আপনার ভ্রাতার বিনা সম্মতিতে আপনি কি কোন বাক্যদান কত্তে পারেন না? আপনার মন থাকলে তিনি কখনই আপনাকে নিবারণ কত্তে পারুবেন না। আপনার চারু চরণে কি সমস্ত পৃথীরাজ্য সমর্পণ কত্তে হবে? পৃথিবী শান্তিসুখ উপভোগ করুবে, না যুদ্ধ-বিপ্লবে প্লাবিত হবে? বলুন, আপনার এক কথার উপর সমস্ত নির্ভর কচ্চে। শেকেন্দর শা আপনার প্রেম-লাভের জন্য সকলেতেই প্রস্তুত আছেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! এই যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে এখনও কি এই অধীনীকে তাঁর স্মরণ আছে? আমার হীন রূপের এমনই কি মোহিনী শক্তি যে, তাঁর মনকে বশীভূত কত্তে পারে? তাঁর হৃদয় গৌরব-স্পৃহাতেই পরিপূর্ণ, আমার জন্য সেখানে কি তিনি তিলার্দ্ধ স্থান রেখেছেন? তাঁর হৃদয়কে কি আমি প্রেমশৃঙ্খলে বন্ধন কত্তে পেরেছি? আমি জানি, তাঁর মতন বন্দিগণ প্রেমশৃঙ্খলে কখনই বহুদিন বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে পারেন না। গৌরব-স্পৃহা ঐ শৃঙ্খল ছিন্ন করে আপনার দিকেই বলপূর্ব্বক নিয়ে যায়। আমি যখন বন্দী হয়ে তাঁর শিবিরে ছিলেম, তখন বোধ হয়, আমার প্রতি তাঁর একটু অনুরাগ হয়েছিল, কিন্তু আমি যখনি তাঁর লৌহ-শৃঙ্খল মোচন করে তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছি, তখনই বোধ হয়, তিনিও আমার প্রেমশৃঙ্খল ভগ্ন করে ফেলেছেন।

এফেষ্টিয়ন। আপনি যদি তাঁর হৃদয়কে দেখ্‌তে পেতেন, তা হলে ও কথা বলুতেন না। যে দিন অবধি আপনি তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছেন, সেই দিন অবধি তিনি বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হচ্চেন। তিনি আপনার জন্যই এত দেশ, এত রাজ্য উচ্ছিন্ন করেছেন, আপনার সমীপবর্ত্তী হবার জন্যই তিনি কোন বাধাকেই বাধা-জ্ঞান করেন নি, অবশেষে কত বিঘ্ন অতিক্রম করে তবে আপনাকে রাজা তক্ষশীলের প্রাসাদ হতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি এখন নির্দ্দয় হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। তাই তিনি ভাব্‌ছেন, তিনি এত কল্লেন, তবু তিনি এখনও আপনার হৃদয়-দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ কত্তে পাল্লেন না। রাজকুমারি! এখনও কেন আপনি তাঁর প্রতি হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ করে রয়েছেন? যদি তাঁর প্রেমের প্রতি আপনার কোন সন্দেহ থাকে,—তাঁর প্রেম কৃত্রিম বলে যদি আপনার মনে হয়,—

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার নিকট আমার মনের কথা তবে খুলে বলি। উপযুক্ত সময় পাইনি বলে আমি এতদিন প্রকাশ করিনি। আর আমি

হৃদয়ের ভাব গোপন করে রাখ্‌তে পাচ্ছি নে। শেকন্দর শাকে তবে এই কথা বল্‌বেন যে, যদিও আমি তাঁর নিকট হতে চলে এসেছি, তথাপি আমার হৃদয় তাঁর নিকট বন্দী রয়েছে। যখন তিনি প্রথম আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করে আমাকে বন্দী করেছিলেন, তখন তাঁর সেই তেজোময় মূর্ত্তি দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেম, কোথায় আমার দাসত্ব-শৃঙ্খলকে আমি অভিশম্পাত কর্‌বো, না—আমি সেই শৃঙ্খলকে মনে মনে বারম্বার চুম্বন করেছিলেম। তিনি এখন বল্‌তে পারেন যে, তবে কেন সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমি এখানে চলে এসেছি; দূতরাজ! তার একটি কারণ আছে;—আমার ভ্রাতা শেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন, তিনি পতঙ্গের ন্যায় সেই পৃথ্বীবিজয়ী বীরপুরুষের কোপানলে আপনাকে নিক্ষেপ কত্তে যাচ্চেন। ভ্রাতৃস্নেহের অনুরোধে, তাঁকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হতে বিরত কর্‌বার জন্যই আমি এখানে এসেছি; কিন্তু শেকন্দর শা কি আবার সসজ্জ হয়ে আমার ভাইকে আক্রমণ কত্তে আস্‌বেন? আমার ভ্রাতার রক্তপাত করে সেই রক্তাক্ত হস্তে কি আমাকে আলিঙ্গন কত্তে তিনি ইচ্ছা করেন?

এফেষ্টিয়ন। না রাজকুমারি! তিনি কখনই তা ইচ্ছা করেন না; আর সেই জন্যই তিনি আপনাদের রাজকুমারগণের সহিত সন্ধি কর্‌বার প্রস্তাব কচ্চেন। পাছে রাজা তক্ষশীলের রক্তবিন্দু-পাতে আপনার চারু নেত্র হতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি শান্তি প্রার্থনা কচ্চেন। আপনাদের রাজকুমারগণকে আপনি যুদ্ধ হতে নিবারণ করুন। বিশেষতঃ যেন রাজা তক্ষশীল যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, কারণ, শেকন্দর শা, রাজা তক্ষশীলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আমার ভায়ের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে, তা আপনাকে কি বল্‌ব, শেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে আমি তাঁকে কত নিষেধ কচ্চি, কিন্তু তিনি আমার কথা কিছুতেই শুন্‌চেন না। সেই মায়াবিনী ঐলবিলা ও পুরুরাজ তাঁর মনের উপর একাধিপত্য কচ্চে। রাণী ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় ও পুরুরাজের উত্তেজনা-বাক্যে তাঁর মন একেবারে বশীভূত হয়েছে। এতে যে আমার কি ভয় হয়েছে, তা আমি কথায় বল্‌তে পারিনে। শুদ্ধ আমার ভায়ের জন্য ভয় হচ্চে না,—শেকন্দর শার জন্যও আমার ভয় হচ্চে। শেকন্দর শার কীর্ত্তি আমি কাণে শুনেছি, তাঁর বিক্রমও আমি স্বচক্ষে দেখেছি,—জানি, তিনি আপনার বাহুবলে পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করেছেন,—জানি, তিনি শত শত রাজাকে পরাজয় করেছেন, কিন্তু—কিন্তু—পুরুরাজকেও আমি জানি। আমার ভয় হচ্চে, পাছে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে শেকন্দর শা——

এফেষ্টিয়ন। রাজকুমারি! ও অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন। পুরু যা কত্তে পারে করুক, ভারতভূমির সমস্ত প্রদেশ কেন তার হয়ে অস্ত্র ধারণ করুক না, তাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। রাজকুমারি! আপনি কেবল এইটি দেখ্‌বেন, যেন রাজা তক্ষশীল এই যুদ্ধে যোগ না দেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করে আসুন। রাজকুমারগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে দেখুন। যদি যুদ্ধ একান্তই ঘটে, তা হলে দেখ্‌বেন, যেন শেকন্দর শার বজ্র, রাজা তক্ষশীলের মস্তকে পতিত না হয়।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

এফেষ্টিয়ন। এই যে রাজকুমারগণ এইখানেই আসচেন।

পুরু, তক্ষশীল ও চারিজন রাজকুমারের প্রবেশ।

পুরু। দূতরাজ! আমাদের আস্‌তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে, তজ্জন্য আমাদের মার্জ্জনা করবেন। এখন আপনার কি প্রস্তাব শোনা যাক্।

এফেষ্টিয়ন। রাজকুমারগণ! প্রণিধান করে শ্রবণ করুন। মহাবীর শেকন্দর শা আপনাদের নিকট এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, এখনও যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তা হলে সন্ধি গ্রহণ করুন, নচেৎ তুমুল যুদ্ধে আপনাদের রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে ও অনতিবিলম্বে আপনাদের প্রাসাদের উপর তাঁর জয়পতাকা উড্ডীন দেখবেন। ম্যাসিডোনীয় মহাবীরের প্রচণ্ড গতি, আপনারা কি মনে কচ্চেন রোধ করতে সমর্থ হবেন? কখনই না। সিন্ধুনদীর তীরে কি তাঁর জয়পতাকা উড্ডীন হয় নি?' তবে কি সাহসে আপনারা তবু

তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন? যখন তিনি আপনাদের রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ কর্‌বেন, যখন আপনাদের সৈন্যগণের রক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন নিশ্চয় আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। তাঁর সৈন্যগণ সংগ্রামের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তিনি কেবল তাদের থামিয়ে রেখেছেন। আপনাদের এই সুন্দর রাজ্য ছারখার কর্‌বার তাঁর ইচ্ছা নাই, আপনাদের রক্তে অসি ধৌত কর্‌বারও তাঁর ইচ্ছা নাই। তবে যদি আপনারা বৃথা গৌরব-স্পৃহার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁর কোপানল উদ্দীপিত করেন, তা হলে নিশ্চয় আপনাদের মহাবিপদ উপস্থিত হবে। এখনও তিনি প্রসন্ন আছেন, এখনও তিনি আপনাদের সঙ্গে সন্ধি কত্তে প্রস্তুত আছেন। বলুন, সংগ্রাম না সন্ধি?—সংগ্রাম না সন্ধি? এই শেষবার বল্‌চি। এখন আপনাদের যথা অভিরুচি, করুন।

তক্ষশীল। যদিও শেকন্দর শা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছেন, তথাপি তাঁর গুণের প্রতি আমরা অন্ধ নই। আমরা তাঁর দাসত্ব স্বীকার কত্তে পারি নে বটে, কিন্তু তাঁর সহিত সন্ধি-স্থাপন কত্তে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

প্রথম রাজকুমার। আমরা যবন দস্যুর সঙ্গে কখনই সন্ধি কর্‌ব না।

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীলের কথা আমরা শুন্‌ব না।

তৃতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীল আমাদের ইচ্ছার বিপরীত কথা বল্‌ছেন।

চতুর্থ রাজকুমার। পুরুরাজ আমাদের হয়ে কথা ক’ন, রাজা তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় কথা বল্‌ছেন।

পুরু। যখন পঞ্চনদ-কূলবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণ যবনরাজের বিরুদ্ধে এই বিতস্তা নদীকূলে প্রথম সমবেত হন, তখন আমি মনে করেছিলেম যে, সকলেই বুঝি একহৃদয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তাঁদের মধ্যে একজন স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা যবনরাজের বন্ধুত্বকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করেন। রাজা তক্ষশীল যখন স্বদেশের স্বার্থ বিসর্জ্জন কত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন স্বদেশের হয়ে কোন কথা বল্‌বার ওঁর কিছুমাত্র অধিকার নাই এবং দূতরাজ! তাহা আপনার শোনাও কর্ত্তব্য নয়। অন্যান্য রাজকুমারগণের কি অভিপ্রায়, তা-তো আপনি এইমাত্র শুন্‌লেন। আমি তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে, দেশের প্রতিনিধি হয়ে, আপনাকে পুনর্ব্বার বল্‌চি, আপনি শ্রবণ করুন। যবনরাজ শেকন্দর শা কি উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন? তিনি কেন আমাদের দেশ আক্রমণ কল্লেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীর শান্তি বিরাজ কর্‌ছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লেন? আমরা কি অগ্রে তাঁর প্রতি কোন শত্রুতাচরণ করেছিলেম যে, তজ্জন্য তাঁর ক্রোধ উদ্দীপিত হয়েছে? তাঁর এতদূর স্পর্দ্ধা যে, তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে সাহসী হলেন? তাঁর প্রগল্‌ভতার সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমরা কি এখন তাঁকে ছেড়ে দেব? তা কখনই হতে পারে না। তিনি কি মনে কচ্চেন যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করে তিনি একাধিপত্য কর্‌বেন? সমস্ত পৃথিবীকে তিনি কি একটি বৃহৎ কারাগার করে তুল্‌তে চান? না, আমি যদি পারি, তাঁকে তা কখনই কত্তে দেব না।

প্রথম রাজকুমার। ধন্য পুরুরাজ!

দ্বিতীয় রাজকুমার। পুরুরাজ বেশ বল্‌চেন।

পুরু। দূতরাজ! লোককে কষ্ট হতে মুক্ত কর্‌বার জন্যই ক্ষত্রিয় নামের সৃষ্টি, সেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত বিন্দুমাত্র বহমান থাক্‌তে কখনই অত্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে পার্‌বে না। সূর্য্য নিস্তেজ হতে পারে, অগ্নিও চন্দনের ন্যায় শীতলস্পর্শ হতে পারে; কিন্তু ক্ষত্রিয়তেজ কিছুতেই নির্বিবার নয়, যতদিন ক্ষত্রিয় নাম জগতে থাক্‌বে, ততদিনই ইহাদের সেই তেজোময় জয়পতাকা ভারতরাজ্যে অত্যাচারীর পাপমস্তকে নিখাত থাক্‌বে। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে যে, এতদিনের পর শেকন্দর শার চিরসঞ্চিত গৌরব নির্ব্বাপিত হবার সময় উপস্থিত, না হ’লে কি নিমিত্ত উনি নানা রাজ্য দেশ অতিক্রম করে, অবশেষে এই ভারতরাজ্যে এসে পদার্পণ কল্লেন?——ক্ষত্রিয়বাহুবলে যবনরাজের দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে, পৃথ্বীবাসিগণ পরে যাহা বল্‌বে, তাহা এখনি যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্চে। তারা আহ্লাদিত-চিত্তে গদ্গদস্বরে এইরূপ বল্‌তে

থাক্‌বে যে, অত্যাচারী শেকেন্দর শা সমস্ত পৃথিবীকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু পৃথিবীর প্রান্ত-ভাগনিবাসী কোন এক জাতি সেই শৃঙ্খল চূর্ণ করে পৃথিবীকে শান্তি প্রদান করেছে।——আর দূতরাজ! আপনি বার বার যে এক সন্ধির কথা উল্লেখ কচ্চেন, কিন্তু এটি আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, ক্ষত্রিয়গণ পদানত শত্রুর সহিতই সন্ধি স্থাপন করেন। অতএব যদি সেরূপ হয়, তা হলে আমরা সন্ধি কর্‌তে বিমুখ নই।

এফেষ্টিয়ন। কি! শেকন্দর শা আপনাদের পদানত হবেন? তা হলে বলুন না কেন, সিংহও শৃগালের পদানত হবে! আপনি অতি দুঃসাহসিকের ন্যায় কথা কচ্চেন দেখ্‌ছি, এখনও বিবেচনা করে দেখুন, এখনও সময় আছে। ঝড় একবার উঠ্‌লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। যদি মেদিনী আপনাদের ন্যায় দুর্ব্বল সহায় অবলম্বন ক'রে শেকন্দর শার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে মুক্ত হতে আশা করে থাকেন, তা হলে সে কি দুরাশা! আপনি দেখ্‌ছি শেকেন্দর শাকে এখনও চিন্‌তে পারেন নি: আর আপনাকে নিবারণ কর্‌ব না। অনলে পতনোন্মুখ নির্ব্বোধ পতঙ্গের মৃত্যু কেহই নিবারণ কর্‌তে পারে না। আপনি দেখ্‌বেন, যখন মহাপরাক্রান্ত দারায়ুস রাজা——

পুরু। আমি আবার দেখ্‌ব কি? আপনি কি এই বলতে যাচ্চেন যে, যখন পারস্য-রাজ শেকেন্দর শার বাহুবলে পরাভূত হয়েছেন, তখন আপনারা কেন বৃথা চেষ্টা কচ্চেন? এই বল্‌তে যাচ্চেন? মহাশয়! বিলাসলালসা যে রাজাকে অগ্র হতেই মৃতপ্রায় নির্ব্বীর্য্য করে ফেলেছিল, সেই বিলাসী রাজাকে পরাভূত করা কি বড় পৌরুষের কার্য্য? নির্ব্বীর্য্য পারসীকেরা যে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে, তাতে আর বিচিত্র কি? কোন কোন জাতি তাঁর নামে ভীত হয়েই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, আবার কোন কোন জাতি তাঁকে দেবতা মনে করে তাঁর পদানত হয়েছে। আমরা তো আর তাঁকে সে চক্ষে দেখি নে। কোন অসভ্য বন্যদেশে তিনি আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, সুসভ্য ভারতবাসিগণ তাঁকে মনুষ্য অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক জ্ঞান করবে না। দূতরাজ! তাঁকে বল্‌বেন যে, এদেশে তিনি তাঁর পথে কখনই কোমল পুষ্প বিকীর্ণ দেখ্‌তে পাবেন না। সহস্র সহস্র শাণিত অসির উপর দিয়ে তাঁর প্রতিপদ অগ্রসর হতে হবে। তার সাক্ষী দেখুন না কেন, সমস্ত পারস্যরাজ্য অধিকার কত্তে তাঁর যত না পরিশ্রম, যত না সৈন্য, যত না কালব্যয় হয়েছিল, এখানে অওর্ণা নামক একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত অধিকার কত্তে তাঁর তদপেক্ষা অধিক আয়াস, অধিক সৈন্য ও অধিক কাল ব্যয় কত্তে হয়েছে। এমন কি, এক সময় তিনি জয়ের আশা পরিত্যাগ করে সৈন্যগণকে পলায়নের আদেশ পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এফিষ্টিয়ন। (দণ্ডায়মান হইয়া) আমি আর আপনাদিগকে নিবারণ কত্তে চাইনে। আপনাদের যথা অভিরুচি করুন, কিন্তু আমি এই আপনাদের বলে যাচ্চি যে, এর জন্য নিশ্চয় পরে আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। মহাবীর শেকন্দর শা আপনাদিগকে শান্তি প্রদান করে যে এক উচ্চতর গৌরবের আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন, অপনি যখন সে গৌরব হতে তাঁকে বঞ্চিত কচ্চেন, তখন দেখ্‌বেন, আপনাদের রাজ্য ছারখার করে, আপনাদের সিংহাসন বিনষ্ট করে, আপনাদের দেশ শোণিতধারায় প্লাবিত করে অন্য প্রকার ভীষণতর গৌরব তিনি অর্জ্জন কর্‌বেন। তিনি সসৈন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে আগতপ্রায়, আর বিলম্ব নাই।

পুরু। আমাদেরও তাই প্রার্থনা। আমরা তাতে ভীত নই। আপনি তাঁকে বলবেন, আমরা সকলে তাঁর প্রতীক্ষা করে আছি। কিম্বা না হয় আমরাই তাঁর সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ করব।

এফেষ্টিয়ন। আমি চল্লেম।

[এফেষ্টিয়নের প্রস্থান।

তক্ষশীল। মহাশয়! দূতরাজকে কি রাগিয়ে দিয়ে ভাল কাজ হল?

প্রথম রাজকুমার। উনি তো উচিত কথাই বলেছেন, এতে যদি ওঁর রাগ হয় তো আমরা কি করব?

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাগ করেই বা উনি আমাদের কি করবেন?

পুরু। (তক্ষশীলের প্রতি) দূতরাজ আমাদের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন; আপনার কোন ভয় নাই। আপনার অনুকূলে তিনি শেকন্দর শার নিকট বল্‌বেন এখন। রাণী ঐলবিলা ও আমরা এই কয়জন ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা করব। আমাদের যুদ্ধ আপনি দূর হতে দেখ্‌বেন, কিম্বা শেকন্দর শার বন্ধুতার অনুরোধে আপনি মাতৃভূমির বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ কত্তে পারেন।

তক্ষশীল। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়।

তৃতীয় রাজকুমার (আর তিন জন রাজকুমারের প্রতি) চলুন এখন যাওয়া যাক্, আমাদের সৈন্যগণকে প্রস্তুত করি গে। (পুরু ও তক্ষশীলের প্রতি) আমরা তবে চল্লেম।

[চারিজন রাজকুমারের প্রস্থান।

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি) রাজকুমার! আপনার সম্বন্ধে একটা কি জনরব শুন্‌তে পাচ্চি, সে কি সত্য? আমাদের শত্রুগণ অহঙ্কার করে বল্‌চে যে, "রাজা তক্ষশীলকে তো আমরা অর্দ্ধেক বশীভূত করে ফেলেছি," রাজা তক্ষশীল বলেচেন নাকি যে, যে রাজাকে তিনি ভক্তি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কখন অস্ত্রধারণ কত্তে পারবেন না,এ কি সত্য?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! শত্রুবাক্য একটু সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত। আর আপনাকে আমি কি বলব? সময়ে আমাকে দেখে নেবেন।

ঐলবিলা। এই অমঙ্গলজনক জনরব যেন মিথ্যা হয়, এই আমার ইচ্ছা। যে গর্ব্বিত শত্রুগণ এই জনরব রটিয়েছে, যা'ন রাজকুমার, আপনি তাদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে আসুন। পুরুরাজের ন্যায় অস্ত্রধারণ করে সেই দুরাত্মা যবনদিগকে আক্রমণ করুন। তাদের ভীষণ শত্রু ব'লে সকলের নিকট আপনাকে প্রকাশ্যরূপে পরিচয় দিন।

তক্ষশীল। (দণ্ডায়মান হইয়া) রাজকুমারি! আমি এখনি আমার সৈন্যগণকে সজ্জিত করতে চল্লেম।

ঐলবিলা, পুরু। (দণ্ডায়মান হইয়া) চলুন আমরাও যাই।

তক্ষশীল। (স্বগত) ঐলবিলা বোধ হয় পুরুরাজকেই আন্তরিক ভালবাসেন, কিন্তু আমারও আশা একেবারে যাচ্চে না, (চিন্তা করিয়া) দুর হোক্, কেন বৃথা আশায় মুগ্ধ হয়ে, আমি আমার ধন প্রাণ রাজ্য সকলি খোয়াতে যাচ্চি? যাই, শেকন্দর শার হস্তে আমার সমস্ত সৈন্য সমর্পণ করে তাঁরই শরণাপন্ন হই গে।

[তক্ষশীলের প্রস্থান।

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ভীরু! তোর কথায় আমি ভুলি নে। সমরোৎসাহী বীরপুরুষের ওরূপ কথার ধারা নয়। (পুরুর প্রতি) রাজকুমার! ঐ কাপুরুষ নিশ্চয় ওর ভগিনীর কথায় আপনার দেশ ও পৌরুষকে বলিদান দিতে সঙ্কল্প করেছে। এখনও মনের ভাব গোপন করে রাখ্‌তে চেষ্টা কচ্চে, কিন্তু যুদ্ধের সময় বোধ করি প্রকাশ করবে।

পুরু। ওরূপ অপদার্থ হীন সহায় আমাদের পক্ষ হ'তে বিচ্ছিন্ন হলে কোন ক্ষতি নাই। বরং তাতে আমাদের মঙ্গলই আছে। কপট বন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রুও ভাল। যদি আমাদের এক বাহুতে কোন দুরারোগ্য সাঙ্ঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হয়, তা হলে বরং সেই বাহু কেটে ফেলা ভাল, তথাপি ঐ ক্ষত পোষণ করে রাখা কর্ত্তব্য নয়।

ঐলবিলা। কিন্তু রাজকুমার! আপনি যে অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হচ্চেন। শেকন্দর শার কত বল, তা কি আপনি গণনা করে দেখেছেন? আপনি একাকী, দুই চারি জন ক্ষুদ্র রাজকুমার মাত্র আপনার সহায়। আপনি কি করে অত অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করবেন?

পুরু। কি!—রাজকুমারি! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, ঐ কাপুরুষ তক্ষশীলের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমিও স্বদেশকে পরিত্যাগ করব? না—আপনি কখনই তা ইচ্ছা করেন না। আমি জানি, আপনার হৃদয়ে স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রজ্বলিত রয়েছে। আপনিই তো সকল রাজকুমারগণকে যবনরাজের বিরুদ্ধে একত্র করেছেন। আপনার চক্ষের সমক্ষে আমরা যে যবনরাজের সহিত যুদ্ধ করে গৌরব লাভ করব, এই আশাতেই আমাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণিত হয়েছে। সমরে গৌরব লাভ করে যাতে আপনার প্রেম লাভ কত্তে পারি, এই আমার মনের একমাত্র আকিঞ্চন।

ঐলবিলা। যা'ন, রাজকুমার! আর বিলম্ব করবেন না। আপনার সৈন্যগণকে সজ্জিত করুন গে, আমি একবার এইখানে চেষ্টা করে দেখি, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিতে পারি কি না। হাজার হউক, তবু তারা ক্ষত্রিয় সৈন্য। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তারা সব কত্তে পারে। এই আমার শেষ চেষ্টা। তার পরেই আপনার সঙ্গে শিবিরে গিয়ে মিলিত হব।

পুরু। রাজকুমারি! আর একটু পরেই আমি

যুদ্ধতরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করব, হয় তো যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ কত্তে হবে। এই বেলা যদি অন্তত জান্‌তে পারি যে, যাকে আমি আমার জীবন মন সকলই সমর্পণ করেছি, সে আমার প্রতি———

ঐলবিলা। যা'ন, রাজকুমার! অগ্রে যুদ্ধে জয় লাভ করুন, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুরুরাজের শিবির-সম্মুখীন ক্ষেত্র।

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে ও ধ্বজবাহক নিশানহস্তে দণ্ডায়মান, অশ্বপৃষ্ঠে বর্ম্মাবৃত পুরুরাজের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। (পুরুরাজকে দেখিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া উৎসাহের সহিত) জয় ভারতের জয়! জয় মহারাজের জয়!

(নেপথ্যে—রণবাদ্য ও "জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়" শুদ্ধ এই চরণটি মাত্র একবার গাহিয়া গান বন্ধ হইল।)

পুরু। ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥

বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তলবার,
জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে॥

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক্ ফলবান।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক্ ফলবান।

পুরু। এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে,
পুরুষ নাহিক এক জন?
"বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত,—দেখুক বিক্রম॥
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক্ মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয়-তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক্ জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক্ শুনি সেই ধ্বনি।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)

ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক্ মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক্ জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক্ শুনি সেই ধ্বনি।

পুরু।—

পিতৃ-পিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে,
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম।
রয়েছেন নেত্র পাতি, দে'খ যেন যশোভাতি
না হয় মলিন,—থাকে ক্ষত্রকুল নাম॥
স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্ তারে,
পচুক্ সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥
যায় যাক্ প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্,
বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।
এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ় পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন-নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর-পতন কিম্বা বিজয়-সাধন॥

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর-পতন কিম্বা বিজয়-সাধন।
(অকস্মাৎ বাত্যার আবির্ভাব)

পুরু। ওঃ!—কি ভয়ানক ঝড়! আকাশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কাহাকেও যে আর দেখা যাচ্চে না।

একজন গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। (ত্রস্তভাবে) মহারাজের জয় হউক!

পুরু। (গুপ্তচরের প্রতি) কি সংবাদ বল দেখি? যবনগণ কি বিতস্তা নদী পার হতে পেরেছে?

গুপ্তচর। মহারাজ! এই কয় দিন হতে শত্রুগণ নদী পার হতে চেষ্টা কচ্চে; কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে নি। কাল শেকন্দর শার দুই জন সাহসী সেনাপতি কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে সাঁতার দিয়ে নদীর একটা দ্বীপে উঠেছিল। সেখানে আমাদের দুই চারি জন সেনা মাত্র ছিল, তারা সকলেই পরাভূত হয়, এমন সময় আমাদের আর কতকগুলি সৈন্য সাঁতার দিয়ে সেখানে গিয়ে পড়াতে, যবন-সৈন্যগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল; তাদের মধ্যে কেহ কেহ ডুবে গেল, কেহ কেহ স্রোতে যে কোথায় ভেসে গেল, তা কেহই দেখ্‌তে পেলে না। এইরূপে শেকন্দর শা বলে যতদূর হয়, তা চেষ্টা কত্তে ক্রটি করেন নি। শেষকালে আর কিছুতেই না পেরে, আজ তিনি শৃগালের ধূর্ত্ততা অবলম্বন করেছেন।

পুরু। কি! শেকেন্দর শা শৃগালের ধূর্ত্ততা অবলম্বন করেছেন?

গুপ্তচর। মহারাজ! আজ যেরূপ ভয়ানক দুর্য্যোগ, ঝড়বৃষ্টি ও অন্ধকার, তা তো আপনি স্বচক্ষে দেখ্‌চেন। শত্রুগণ এই সুযোগ পেয়ে, অন্ধকারের আবরণে অলক্ষিতভাবে এ পারে এসেছে; কিন্তু তারা যে কোথায় আছে, আমরা এই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, এক একবার কেবল তাদের কোলাহলমাত্র শোনা যাচ্চে।

পুরু। আমি শুনেছিলেম, পারসীকদিগের সহিত আরাবেলার যুদ্ধে শেকন্দর শার একজন সেনাপতি রাত্রে অলক্ষিতভাবে শত্রুগণকে আক্রমণ কর্‌বার পরামর্শ তাঁকে দেওয়াতে তিনি সদর্পে এইরূপ বলেছিলেন যে, "শেকন্দর শা কখন চৌরের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে জয়লাভ কত্তে ইচ্ছা করেন না। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকেই যুদ্ধ করেন।" যে শেকন্দর শা পারস্যদেশে এ কথা বলেছিলেন, সেই সেকেন্দর শা কি ভারতভূমিতে ঠিক্ তার বিপরীতাচরণ কল্লেন? সৈন্যগণ! সেই ধূর্ত্ত শৃগালেরা যেখানে থাকুক্ না কেন, তোমরা সিংহের ন্যায় গিয়ে তাদের আক্রমণ কর।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত) জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়!

[পুরু ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে—"জয় শেকন্দর শার জয়,"
"জয় ভারতের জয়," ঘোর যুদ্ধ-কোলাহল)

গুপ্তচর। (ভয়ে কম্পমান) (স্বগত) এইবার বুঝি উভয় সৈন্যের পরস্পর দেখা হয়েছে। উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ! কোলাহল ক্রমেই নিকট হয়ে আস্‌চে দেখ্‌চি। এখন আমি কোথায় পালাই? একে এই ঘোর অন্ধকার, জনপ্রাণী দেখা যাচ্চে না—তাতে আবার মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্চে, এ সময় আমি যাই কোথায়? হে ভগবান্! আমাকে এইবার রক্ষা কর। কেন মর্‌তে আমি এখানে খবর দিতে এসেছিলেম? আ! কি বিপদেই পড়েছি! এই যে একটু আলো হয়েছে দেখ্‌চি, ঝড়টাও থেমেছে, এইবার একটা পালাবার রাস্তা দেখা যাক্, উঃ, কি ভয়ানক কোলাহল! (নেপথ্যে—"সকলে শ্রবণ কর! ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণ, যুদ্ধে ক্ষান্ত হও") (পুনরায় নেপথ্যে—"গ্রীসীয় সৈন্যগণ! তোমরাও ক্ষান্ত হও, রাজা পুরু কি বলেন শোন।") ও কি ও! বোধ হয় আমাদের মহারাজের পরাজয় হয়েছে, আর এখানে থাকা না। [গুপ্তচরের পলায়ন।

সৈন্যগণের সহিত শেকন্দর শার প্রবেশ।

শেকন্দর শা। গ্রীসীয় সৈন্যগণ! রাজা পুরু কি বলেন শোন। ওঁর সমস্ত সৈন্যই তো প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। বোধ হয়, উনি এখন অস্ত্র পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হচ্চেন।

কতিপয় সৈন্যের সহিত পুরুর প্রবেশ।

পুরু। সকলে শ্রবণ কর, আমি শেকন্দর শাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কচ্চি। আমাদের দুইজনে যখন

যুদ্ধ হবে, তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যকে নিরস্ত থাকতে হবে। এ প্রস্তাবে শেকন্দর শা সম্মত আছেন কি না?

শেকন্দর শা। (অগ্রসর হইয়া) শেকন্দর শাকে যেই কেন যুদ্ধে আহ্বান করুক্ না, তিনি যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ নন্। দেখা যাক্, মহারাজ পুরুর কিরূপ অস্ত্রশিক্ষা, কিরূপ বিক্রম, আমি পুরুরাজের প্রস্তাবে সম্মত হলেম।

পুরু। (অগ্রসর হইয়া) তবে আসুন।

(পুরু ও শেকন্দর শার অসিযুদ্ধ—পরে যুদ্ধ করিতে করিতে পুরুর অসির আঘাতে শেকন্দর শার অসি হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া দূরে পতন)।

শেকন্দর শা। ধন্য পুরুরাজের অস্ত্রশিক্ষা!

পুরু। মহারাজ! নিরস্ত্র হয়েছেন, অস্ত্র নিন; ক্ষত্রিয়গণ নিরস্ত্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন না।

শেকন্দর শা। (অসি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া মহারোষে) ক্ষত্রিয়বীর! যোদ্ধামাত্রেরই এই নিয়ম।

(পুনর্ব্বার যুদ্ধ—ও শেকন্দর শার অসির আঘাতে পুরুরাজের অসির অগ্রভাগ ভগ্ন হওন)

পুরু। ধন্য বাহুবল!

শেকন্দর শা। মহারাজ! নূতন অসি গ্রহণ করুন।

(পুরুরাজের একজন সেনা ত্বরিত আসিয়া আপনার অসি পুরুরাজকে প্রদান)

পুরু। (মহারোষে) যবনরাজ! ক্ষত্রিয়রক্ত উত্তপ্ত হলে ত্রিভুবনেরও নিস্তার নাই; সতর্ক হউন।

পুনর্ব্বার যুদ্ধ—যুদ্ধ করিতে করিতে পুরু সবলে শেকন্দর শার গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসি বিদ্ধ করিতে উদ্যত)

শেকন্দরের সৈন্যগণ। (দৌড়িয়া আসিয়া) মহারাজকে রক্ষা কর,—মহারাজকে রক্ষা কর!

একজন সেনা। (দৌড়িয়া আসিয়া পুরুরাজকে অসির দ্বারা আহত করত)—আমরা জীবিত থাক্‌তে,—আমাদের মহারাজের অপমান!—

(পুরু আহত হইয়া ভূমিতে পতন)

শেকন্দর শা। (ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া) নরাধম! আমার নিষেধের অবমাননা! শত্রুকে অন্যায়রূপে আহত ক'রে শেকন্দর শার নির্ম্মল যশে তুই আজ কলঙ্ক দিলি? দেখ্ দিখি তোর এই জঘন্য আচরণে সমস্ত গ্রীসদেশকে আজ হাস্যাস্পদ হতে হ'ল?—এফেষ্টিয়ন! আমি ওর মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা দিলেম, এখনি ওকে শিবিরে নিয়ে যাক।

এফেষ্টিয়ন। (দুই জন রক্ষকের প্রতি) ঐ নরাধমকে অবরুদ্ধ ক'রে এখনি শিবিরে নিয়ে যাও। ওর ব্যবহারে আমাদের সকলকেই লজ্জিত হতে হয়েছে।

[দুই জন রক্ষক কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া উক্ত সেনার প্রস্থান।

পুরুর সৈন্যগণ। (ক্রোধে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) ওরূপ অন্যায় আর সহ্য হয় না। এস, আমরাও যবনরাজকে অসির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেলি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়ের এরূপ নিয়ম নয় যে, কথা দিয়ে আবার তার বিপরীতাচরণ করে। আমি কথা দিয়েছি, আমার সৈন্যগণ আমাকে সাহায্য কর্‌বে না, অতএব তোমরা নিরস্ত হও।

পুরুর সৈন্যগণ। যবনেরা যখন অন্যায় যুদ্ধে আপনাকে আহত কল্লে, তখন আমরাও আমাদের কথা রাখ্‌তে বাধ্য নই।

পুরু। যবনগণ অন্যায়যুদ্ধ করুক্, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যেন কথার ব্যতিক্রম না ঘটে। "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।" ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হলেও সে ত্রিভুবনজয়ী।

শেকন্দর শা। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) হস্তে অস্ত্র ধারণ করেও যে পামরগণ যুদ্ধ-নিয়মের অনভিজ্ঞ, তারা এখনি আমার সৈন্যদল হ'তে দূরীভূত হউক।

এফেষ্টিয়ন। মহারাজ! ওরূপ বর্ব্বরগণকে সৈন্যদল হ'তে দূরীভূত ক'রে, তবে আমার অন্য কাজ।

শেকন্দর শা। (স্বগত) আজ আমাকে বড়ই লজ্জিত হতে হয়েছে। আর আমি এখানে থাক্‌তে পাচ্চিনে। শিবিরে গিয়েই সৈন্যদিগকে উচিতমত শিক্ষা দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোন এফেষ্টিয়ন!

[শেকন্দর সার সহসা প্রস্থান।

এফেষ্টিয়ন। আজ্ঞা মহারাজ! (যাইতে যাইতে সৈন্যগণের প্রতি) তোমরা এখানে থাক, আমি এলেম ব'লে।

[দুই তিন জন রক্ষকের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া এফেষ্টিয়নের প্রস্থান।

পুরুর সৈন্যগণ। মহারাজ যে মূর্চ্ছা হয়েছেন দেখ্‌চি, এস আমরা এখন এঁকে ধরাধরি করে আমাদের শিবিরের মধ্যে নিয়ে যাই।

(মূর্চ্ছাপন্ন পুরুকে তুলিয়া সৈন্যগণের গমনোদ্যোগ)

যবন-সৈন্যগণ। আমাদের বন্দীকে তোরা কোথায় নিয়ে যাস্? রাখ্ এখানে, না হলে দেখ্‌তে পাবি।

পুরুর সৈন্যগণ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি, মহাবীর পুরু যবনের বন্দী! আমরা একজন বেঁচে থাক্‌তেও যবনকে কখনই মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেব না।

যবন-সৈন্যগণ। (অগ্রসর হইয়া ও অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি, এখনও বল-প্রকাশ? রাখ্ এখানে বলচি।

[কলহ করিতে করিতে উভয় সৈন্যের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তক্ষশীলের শিবির-মধ্যস্থিত একটি গৃহ।

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (ব্যগ্রভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত স্বগত) সেই কাপুরুষ তক্ষশীল আমাকে দেখ্‌চি এখানে বন্দী করেছে। তার প্রহরিগণ আমাকে শিবির হতে নির্গত হ'তে দিচ্চে না। কেন আমি মরতে এখানে এসেছিলেম? কেন আমি তখন পুরুরাজের কথা শুনলেম না? হায়, আমি এই যুদ্ধের সময় আমার সৈন্যগণের মধ্যে থাক্‌তে পাল্লেম না? যুদ্ধে না জানি কার জয় হল? পুরুরাজকে আমি বলেছিলেম যে, আমি শীঘ্রই তাঁর শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।—না জানি তিনি কি মনে কচ্চেন,—না জানি তিনি এখন কোথায় আছেন। হয় তো রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করেছেন। হায়! এখন কি করব, এই পিঞ্জর থেকে এখন আমি কি করে বেরুই, কে এখন আমাকে উদ্ধার করে? আমি যে পত্রখানি লিখে রেখেছি, তাই বা এখন কার হাত দিয়ে পুরুরাজের নিকট পাঠাই? কিছুই তো ভেবে পাচ্চিনে।

নেপথ্যে গান।—

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান। ইত্যাদি।—

(কিয়ৎকাল পরেই গান থামিল)

ও কি ও! স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ না? এখানে ভারতের জয় গান কে কচ্চে? তবে কি আমাদের জয় হয়েছে? রোস, এই গবাক্ষ দিয়ে দেখি। ও!—আমাদের দেশের সেই উদাসিনী গায়িকাটি না? হাঁ, সেই তো বটে! এখানে সে কি করে এল? রোস, আমি ওকে এখানে ডাকি। উদাসিনীর বেশ দেখে বোধ হয়, প্রহরিগণ ওকে এখানে আস্‌তে নিবারণ করবে না। (হস্তসঞ্চালন দ্বারা উদাসিনীকে আহ্বান) এইবার আমাকে দেখতে পেয়েছে। এই যে আসচে! এইবার বেশ সুযোগ পেয়েছি, এর দ্বারা পত্রখানি পুরুরাজের নিকট পাঠিয়ে দিলে হয়।

বীণাহস্তে উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ।

ঐলবিলা। তুমি এ দেশে কি জন্য এসেছ? তোমাকে দেখে আমার যে কি আহ্লাদ হয়েছে, তা বলতে পারিনে।

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে,আমি "হোক্ ভারতের জয়" এই গানটি দেশবিদেশে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।

ঐলবিলা। যুদ্ধে কার জয় হল, তা কি তুমি কিছু শুনতে পেয়েছ?

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমি এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি, এখনও যুদ্ধের কোন সংবাদ পাইনি। আপনিও কি কিছু সংবাদ পান্‌নি?

ঐলবিলা। না, আমি কোন সংবাদ পাচ্চিনে। শত্রুদের সঙ্গে যোগ ক'রে আমাকে রাজা তক্ষশীল এখানে বন্দী করে রেখেছে।

উদাসিনী। কি রাজকুমারি! আপনি এখানে বন্দী হয়েছেন? রাজা তক্ষশীল আমাদের দেশের একজন প্রধান রাজা, তিনি স্বদেশকে পরিত্যাগ ক'রে,

শত্রুগণের সহিত যোগ দিয়েছেন? কি আশ্চর্য্য! ভারতভূমি এরূপ নরাধমকেও গর্ভে ধারণ করেন? হা ভারতভূমি! এখন জান্‌লেম, বিধাতা তোমার কপালে অনেক দুঃখ লিখেছেন। রাজকুমারি! আপনাকে আমি এখন কি ক'রে উদ্ধার করি, ভেবে পাচ্চিনে! (চিন্তা করিয়া) রাজা তক্ষশীলের সৈন্যগণ আমার গানে অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দেখি যদি তাদের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার কর্‌তে পারি।

ঐলবিলা। তোমায় আর কিছু কর্‌তে হবে না, যদি এই পত্রখানি তুমি পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আস্‌তে পার, তাহলে আমি এই কারাগার হতে মুক্ত হলেও হতে পারি।

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমাকে দিন্ না। তিনি যদি এখন ভীষণ সমরতরঙ্গের মধ্যেও থাকেন, আমি নির্ভয়ে সেখানে গিয়ে আপনার পত্রখানি দিয়ে আস্‌ব। আপনার জন্য, দেশের জন্য আমি কি না কত্তে পারি?

ঐলবিলা। এই নেও, তুমি আমার বড় উপকার কল্লে। (পত্র প্রদান)

উদাসিনী। ও কথা বল্‌বেন না রাজকুমারি! আমার ব্রতই এই। আমি চল্লেম।

[উদাসিনীর প্রস্থান।

ঐলবিলা। (স্বগত) আঃ! পত্রখানি পাঠিয়ে যেন আমার হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হল।

অম্বালিকার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমাকে রক্ষকগণ শিবিরের বাহিরে যেতে দিচ্চে না কেন? তবে কি আমি এখানে বন্দী হলেম? আপনার ভাই মুখে বলেন যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন। এই কি তাঁর প্রেমের পরিচয়? কোথায় আমি বিশ্বস্ত চিত্তে তাঁর এখানে এলেম, না তিনি কি না বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ কল্লেন?

অম্বালিকা। ও কথা বল্‌বেন না রাজকুমারি! তিনি তো বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কাজ করেন নি, বরং তিনি প্রণয়িজনের ন্যায়ই ব্যবহার করেছেন। এই তুমুল সংগ্রামের সময় আপনাকে যে এখান হতে বেরুতে দিচ্চেন না, এতে তো তাঁর প্রগাঢ় প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এই সময়ে কি কোন স্ত্রীলোকের বাহিরে বেরন উচিত? এ স্থানটি দেখুন দেকি কেমন নিরাপদ—কেমন চারিদিকেই শান্তি—

ঐলবিলা। এমন শান্তিতে আমার কাজ নাই। যখন আমার সৈন্যগণ পুরুরাজের সহিত আমার জন্য রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন কচ্চে, তখন কি না আমি এখানে একাকী নিরাপদে শান্তি উপভোগ কর্‌ব? যখন আমার মুমূর্ষু সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ প্রাচীর ভেদ করে এখানে আস্‌চে, তখন কি না আমাকে শান্তির কথা বল্‌চেন?

অম্বালিকা। রাজকুমারি! মহারাজ তক্ষশীল আপনার ন্যায় অমন সুকোমল পুষ্পকে কি প্রবল যুদ্ধপবনের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন?

ঐলবিলা। আপনি আর তাঁর কথা বল্‌বেন না। কোথায় পুরুরাজ দেশের জন্য প্রাণ দিচ্চেন, আর আপনার কাপুরুষ ভাই কি না মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ কল্লেন ও অবশেষে আমার পর্য্যন্ত স্বাধীনতা হরণ কল্লেন।

অম্বালিকা। পুরুরাজের কি সৌভাগ্য! তাঁর ক্ষণমাত্র অদর্শনে আপনার মন দেখ্‌ছি, একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনি যেরূপ উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাতে বোধ হয়, যেন তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আপনি রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে পারেন।

ঐলবিলা। রণক্ষেত্র কি? তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমি যমপুরী পর্য্যন্ত যেতে পারি। আর বোধ হয়, রাজকুমারী অম্বালিকাও শেকন্দর শার জন্য মাতৃভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে পারেন।

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) আপনি এ বেশ জান্‌বেন, বিজয়ী শেকন্দর শাকে আমার প্রণয়ী বলে স্বীকার কর্‌তে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই। আপনি কি মনে কচ্চেন, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন?

ঐলবিলা। লজ্জাহীন না হলে কি কোন হিন্দু-মহিলা যবনের প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে? সে যা হোক, আপনি যে এর মধ্যেই শেকন্দর শাকে বিজয়ী বলে সম্বোধন কচ্চেন, তার মানে কি? কে জয়ী, কে পরাজয়ী, এখনও তার কিছুই স্থিরতা নেই।

অম্বালিকা। অত কথায় কাজ কি? এই যে আমার ভাই এখানে আসছেন, ওঁর কাছ থেকেই সব শুনতে পাওয়া যাবে এখন। (স্বগত) ঐলবিলা!

তুই আজ আমার মর্ম্মে আঘাত দিয়েছিস্, আজ অবধি তোকে আমার শত্রু বলে জ্ঞান করলেম !

তক্ষশীলের প্রবেশ।

তক্ষশীল। (ঐলবিলার প্রতি) যদি পুরুরাজ তখন আমার কথা শুন্‌তেন, তাহলে একটা অশুভ সংবাদ শুনিয়ে আপনাকে আমার আর কষ্ট দিতে হত না।—

ঐলবিলা। ("অশুভ" এই কথাটিমাত্র শুনিয়া পুরুরাজের নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে, অনুমান করিয়া) কি !—অশুভ—অশুভ সংবাদ !—বুঝেছি—বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার ! এই কথা বল্‌বার জন্যই কি তুই এখানে এসেছিলি ? হা পুরুরাজ !—পুরুরাজ ! পুরুরাজ !—

(মূর্চ্ছা হইয়া পতন)

তক্ষশীল। ও কি হল ? রাজকুমারী মূর্চ্ছা হলেন ? অম্বালিকে ! বাতাস কর, বাতাস কর। পুরুরাজের পরাভব-সংবাদ স্পষ্ট না দিতে দিতেই দেখ্‌ছি উনি আগু থাক্‌তে তা অনুমান ক'রে নিয়েছেন।

(ঐলবিলাকে ব্যজন)

ঐলবিলা। (একটু পরেই চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া স্বগত) আর আমার বেঁচে সুখ নেই। যখন পুরুরাজ গেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও জন্মের মত বিদায় নিয়েছেন, যখন পুরুরাজ গেছেন, তখন ভারতভূমির মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত হয়েছে। যখন পুরুরাজ গেছেন, তখন আমার সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর আশা-ভরসা সকলি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হৃদয় ! এখনও ধৈর্য্য ধর। যদিও আমার প্রেমের প্রস্রবণ জন্মের মত শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনও আশা আছে। আর একবার আমি চেষ্টা করে দেখ্‌ব। তার পরেই এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন ক'রে পুরুরাজের সহিত স্বর্গে সম্মিলিত হব, (প্রকাশ্যে) আমাদের সমস্ত সৈন্যই কি পরাজিত হয়েছে ? আর একজনও কি বীরপুরুষ নেই যে, মাতৃভূমির হয়ে অস্ত্রধারণ করে ? বীরপ্রসূ ভারতভূমি কি এর মধ্যেই বীরশূন্য হলেন ?

তক্ষশীল। শেকন্দর শার সম্পূর্ণ জয় হয়েছে ও পুরুরাজের সৈন্যগণ একেবারে পরাস্ত হয়েছে।

ঐলবিলা। ধিক্ রাজকুমার ! আপনি অম্লান-বদনে ওকথা মুখে বল্‌তে পাচ্ছেন ? দেশের জন্য আপনার কি কিছুমাত্র দুঃখ কি লজ্জা বোধ হচ্চে না ? দেখুন দিকি, আপনার জন্যই তো পুরুরাজ পরাভূত হলেন, দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হল। পুরুরাজ একাকী সহায়বিহীন হয়ে কতকাল অসংখ্য যবন-সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পাবেন ?

তক্ষশীল। রাজকুমারি ! আমি তো তাঁর হিতের জন্যই বলেছিলেম যে, শেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাজ নেই, তা তিনি শুনলেন না তো, আমি কি করব ?

ঐলবিলা। যদি তিনি কাপুরুষ হতেন, তা হলে আপনার কথা শুনতেন। যদিও আমাদের প্রাণ যায়, রাজ্য যায়, তাতেই বা কি ? আমাদের হাতে তো ক্ষত্র-কুল-গৌরব কলঙ্কিত হয়নি ?

তক্ষশীল। রাজকুমারি ! আপনার রাজ্য কেন যাবে ? শেকন্দর শা সেরূপ লোক নন। স্ত্রীলোকের সম্মান কিরূপে রাখ্‌তে হয়, তা তিনি বেশ জানেন, আর আমি যখন আপনার সহায় আছি, তখন কার সাধ্য আপনার সিংহাসন স্পর্শ করে।

ঐলবিলা। আপনার মুখে আর পৌরুষের কথা শোভা পায় না। শেকন্দর শা কি ইচ্ছা কচ্চেন যে, তিনি আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আবার তিনি সেই সিংহাসন আমাকে দান করবেন ? আমি তেমন কুলে জন্মগ্রহণ করি নি যে, শত্রুহস্ত হতে কোন দান গ্রহণ করব ? এইরূপ দান ক'রে তিনি কি মনে কচ্চেন তাঁর বড়ই গৌরব বৃদ্ধি হবে ? দানে গৌরব বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এ কি সেইরূপ দান ? আমার সিংহাসন আমার কাছ থেকে অপহরণ ক'রে কি না তাই আবার তিনি আমাকে দান করবেন ?

তক্ষশীল। রাজকুমারি ! আপনি শেকন্দর শাকে জানেন না। পরাজিত ব্যক্তির প্রতি তিনি এমনি ব্যবহার করেন যে, অবশেষে সেই পরাজিত ব্যক্তিও তাঁর চিরবন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হয়। দেখুন, পরাজিত দারায়ুস রাজার মহিষী, শেকন্দর শাকে এখন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন ও দারায়ুস রাজার মাতা, তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

ঐলবিলা। হীনবল পারসীকেরা ওরূপ পারে, কিন্তু কোন ক্ষত্রিয়কন্যা কখনই স্বরাজ্যাপহারী দস্যুকে বন্ধু বলে স্বীকার কত্তে পারে না ও তার

অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে কখনই রাজত্ব কত্তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নয়? প্রভু আপনার ক্রীতদাসকে যতই কেন বেশ-ভূষাতে ভূষিত করুক্ না, তাতে কেবল প্রভুরই গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাতে কি কখন দাসের দাসত্ব ঘোচে? শেকন্দর শার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে, যদি আমাদের রাজত্ব রাখ্‌তে হয়, তা সে তো রাজত্ব নয়,—সে দাসত্বের আর এক নাম মাত্র;—না, আমাদের অমন রাজত্বে কাজ নেই। ওরূপ রাজত্ব আপনি স্বচ্ছন্দে করুন্ গে, বরং শেকন্দর শা আপনার বন্ধুতার পুরস্কারস্বরূপ, আমার ও পুরুরাজের সিংহাসন অপহরণ ক'রে আপনাকে প্রদান করুন; আমরা তাতে কাতর নই। কিন্তু শেকন্দর শা যদি তেমন লোক হন, তা হলে আপনার মতন অকৃতজ্ঞ, স্বদেশদ্রোহী নরাধমকে তাঁর ক্রীতদাস বলেও লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন।

[সদর্পে বেগে প্রস্থান।

তক্ষশীল। এই ব্যাঘ্রিণীকে এখন কি করে বশীভূত করি, ভেবে পাচ্চিনে।

অম্বালিকা। তার জন্য মহারাজ! চিন্তা করবেন না। শেকন্দর শার সাহায্যে ঐ ব্যাঘ্রিণীকে বন্ধন ক'রে আপনার হস্তে এনে দেব।

তক্ষশীল। বল কি ভগ্নি! বাহুবলে কি কখন প্রেমলাভ হয়?

অম্বালিকা। আচ্ছা, বলে না হয়, ছলে তো হতে পারে! (চিন্তা করিয়া) আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। মহারাজ! পুরুরাজ এখন কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় আছেন?

তক্ষশীল। শুনেছি, তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছেন, কোথায় আছেন, তা বল্‌তে পারিনে।

অম্বালিকা। মহারাজ! তবে লেখ্‌বার উপকরণ আন্‌তে আদেশ করুন।

তক্ষশীল। কে আছিস্ ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। আজ্ঞা মহারাজ!

তক্ষশীল। (রক্ষকের প্রতি) লেখ্‌বার উপকরণ শীঘ্র নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[রক্ষকের প্রস্থান।

তক্ষশীল। তুমি কাকে পত্র লিখ্‌বে?

অম্বালিকা। তা মহারাজ! পরে দেখ্‌তে পাবেন।

[রক্ষকের লিখিবার উপকরণ লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান।

(পত্র লিখিয়া) এই আমার লেখা হয়েছে, শুনুন।

পত্র।

রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেষু।

প্রাণেশ্বর! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আসচেন না দেখে, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীর উদ্বেগ দূর করুন।

আপনারই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী—
ঐলবিলা।

এই পত্রখানি যদি কোন রকম ক'রে পুরুরাজের হাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে বেশ হয়। তা হলে তিনি নিশ্চয় মনে করবেন যে, রাজকুমারী ঐলবিলা আপনাকেই আন্তরিক ভালবাসেন, ও এইরূপ তাঁর একবার সংস্কার হলে, তিনি স্বভাবতই ঐলবিলার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবেন, এবং ঐরূপ উপেক্ষিত হলে, ঐলবিলাও পুরুরাজের প্রতি বীতরাগ হবেন: তখন মহারাজ! আপনি চেষ্টা করে অনায়াসে তার মন পেতে পারবেন।

তক্ষশীল। ঠিক বলেছ, অম্বালিকা! তোমার মতন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আমি আর কোথাও দেখিনি। রোস, আমি এক জন রক্ষককে দিয়ে এই পত্রখানি পাঠিয়ে দি, ওরে! কে আছিস ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!——

তক্ষশীল। মহারাজ পুরু কোথায় আছেন, জানিস্?

রক্ষক। মহারাজ! আমি শুনেছি, তিনি তাঁর শিবিরে আছেন।

তক্ষশীল। আচ্ছা—দেখ্, তুই তোর পোষাক্-টোসাক্ খুলে ফেলে সামান্য বেশে এই পত্রখানি নিয়ে পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আয়। তিনি যদি বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে এই রকম বলবি;—

"আমি রাণী ঐলবিলার একজন প্রজা, সম্প্রতি আমার দেশ থেকে এসেছি। এখানকার কাউকে আমি চিনিনে, রাণীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাকে বল্লেন যে, রাজা তক্ষশীল রণক্ষেত্রে রয়েছেন, তাঁকে এই পত্রখানি গোপনে দিয়ে এস। এই কথা ব'লে তিনি রাজা তক্ষশীলের শিবিরে চলে গেলেন। তাই আমি এখানে এসেছি।" এর মধ্যে যেটি জিজ্ঞাসা করবেন, ঠিক তারি উত্তর দিস্; বেশি কথা বলিস্‌নে,—বুঝেছিস্?

রক্ষক। আমি বুঝেছি মহারাজ!

[পত্র লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।

অম্বালিকা। আচ্ছা মহারাজ! যুদ্ধের পর সেকন্দর শার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল? তিনি কি আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তক্ষশীল। দেখা হয়েছিল বৈ কি! তিনি যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে, গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে, আমাকে এই কথা বল্লেন যে, "তুমি যাও, শীঘ্র রাজকুমারী অম্বালিকাকে এই শুভ সংবাদটি দিয়ে এস। আমি ত্বরায় তাঁকে দর্শন ক'রে আমার নয়ন সার্থক করব।" তিনি এখানে এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নেই। ভগ্নি! তোমার প্রেমে আমি কিছুমাত্র বাধা দেব না, কিন্তু আমিও যাতে রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেম লাভ কত্তে পারি, তার জন্য তোমাকেও চেষ্টা কত্তে হবে।

অম্বালিকা। মহারাজ! বিজয়ী সেকন্দর শা যদি আমাদের সহায় থাকেন, তা হলে আর ভাবনা কি? অবলা রমণী আর কত দিন আপনার হৃদয়-কপাট রুদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে?

তক্ষশীল। এই যে সেকন্দর শা এইখানেই আস্‌ছেন।

সেকন্দর শা, এফেষ্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

সেকন্দর শা। একটা জনরব উঠেছে যে, পুরুরাজ মরেছেন। এফেষ্টিয়ন! তুমি শীঘ্র জেনে এস দেখি, এ কথা সত্য কি না? যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁকে এখানে নিয়ে এস। দেখ যেন উন্মত্ত মূঢ় সৈন্যগণ কিছুতেই তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। ওরূপ বীরপুরুষকে আমি কখনই হনন কর্‌তে ইচ্ছা করি নে।

এফেষ্টিয়ন। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[এফেষ্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রস্থান।

তক্ষশীল। (স্বগত) ভগবান করেন, যেন এই জনরবটি সত্য হয়। এত লোক যখন বল্‌চে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আ!—এত দিনে বুঝি আমার পথের কণ্টক অপসৃত হ'ল।

সেকন্দর শা। মহারাজ তক্ষশীল! এ কথা কি সত্য যে, কুলুপর্ব্বতের রাণী ঐলবিলা আপনার প্রতি অন্ধ হয়ে, সেই দুর্ম্মতি, দুঃসাহসিক পুরুরাজকে তাঁর হৃদয় দান করেছেন? মহারাজ! চিন্তা কর্‌বেন না, আপনার রাজ্য তো আপনারই রইল। এতদ্ব্যতীত পুরুরাজের রাজ্য ও রাণী ঐলবিলার রাজ্যও আমি আপনাকে প্রদান কল্লেম। আপনি এখন তিন রাজ্যের অধীশ্বর হলেন, এই তিন রাজ্যের ঐশ্বর্য্য নিয়ে সেই সুন্দরীর চরণে অর্পণ করুন, তা হলেই নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন হবেন।

তক্ষশীল। মহারাজ! আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ কল্লেন। কি ক'রে যে এখন আমার মনের কৃতজ্ঞতা আপনার নিকট প্রকাশ করি, তা;—

সেকন্দর শা। এখন কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ থাক্, আপনি এখন শীঘ্র রাণী ঐলবিলার নিকট গিয়ে, তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার চেষ্টা করুন।

তক্ষশীল। মহারাজ! এই আমি চল্লেম।

[মহা আহ্লাদিত হইয়া তক্ষশীলের প্রস্থান।

সেকন্দর শা। রাজকুমারি! রাজা তক্ষশীলের যাতে প্রেম-লালসা চরিতার্থ হয়, তজ্জন্য তাঁকে তো আমি সাহায্য কল্লেম, কিন্তু আমার জন্য কি আমি কিছুই কর্‌ব না? আমার জয়ের ফল কি অন্যকে প্রদান করেই সন্তুষ্ট থাক্‌ব? সে যাই হোক্, আমি আপনাকে বলেছিলেম যে, জয়লাভ করেই আমি আপনার নিকট এসে উপস্থিত হব। দেখুন, আমি আমার কথামত এসেছি; আপনিও আমাকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, এইবার সাক্ষাৎ হলে, আপনি আপনার হৃদয় আমার প্রতি উন্মুক্ত করবেন, আপনি এখন আপনার কথা রাখুন।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমার হৃদয়-দ্বার তো আপনার প্রতি সততই উন্মুক্ত রয়েছে, তবে,—আমার এখন শুদ্ধ এই ভয় হচ্ছে, পাছে আমার মন প্রাণ

সকলই আপনার হাতে সমর্পণ ক'রে শেষে না আমায় অকূল পাথারে ভাস্‌তে হয়। যে বস্তু বিনা আয়াসে ও সহজে লাভ হয়, তার প্রতি রাজকুমার! স্বভাবতই উপেক্ষা হয়ে থাকে। আপনাদের ন্যায় বীর-পুরুষের হৃদয় জয়লালসাতেই পরিপূর্ণ, তাতে কি প্রেম কখন স্থান পায়? আর যদিও কখন প্রেমের উদ্রেক হয়, তাও বোধ হয়, ক্ষণস্থায়ী। আমার হৃদয়ের উপর একবার জয়লাভ কত্তে পাল্লেই আপনার জয়লালসা চরিতার্থ হবে ও তা হলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তার পরেই আবার আপনি অন্যান্য নূতন জয়ের অনুসরণে ধাবিত হবেন। এ অধীনীকে তখন আপনার মনেও থাক্‌বে না। রাজকুমার! আপনারা জয় কত্তেই পারেন,—প্রেম কি পদার্থ, তা আপনারা চেনেন না।

সেকন্দর শা। রাজকুমারি! আপনি যদি জান্‌তেন, আপনার জন্য আমার হৃদয় কিরূপ ব্যাকুল হয়েছে, তা হলে ও কথা বল্‌তেন না। সত্য বটে, পূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যশঃস্পৃহা ভিন্ন আর কিছুই স্থান পেত না। পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও রাজাকে জয় করব, এই আমার মনের একমাত্র চিন্তা ছিল। পারস্য রাজ্যে অনেক সুন্দরী রমণী আমার নয়ন-পথে পতিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের রূপলাবণ্য আমার মনকে বিচলিত কর্‌তে পারে নি। যুদ্ধ-গৌরবে উন্মত্ত হয়ে তাদের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করি নি। কিন্তু যে অবধি আপনার ঐ সুকোমল নয়নবাণ আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে, সেই অবধি আমার হৃদয়ে অন্য ভাবের সঞ্চার হয়েছে। বিশ্বজয় কত্তেই আমি ইতিপূর্ব্বে ব্যস্ত ছিলেম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, "বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে।" এখন আমি পৃথিবীর যেখানেই জয় সাধন কত্তে যাই না কেন, আপনাকে না দেখ্‌তে পেলে আমার হৃদয় কিছুতেই তৃপ্তিলাভ কত্তে পারবে না।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনি যেখানে যাবেন, জয়ও বন্দীর ন্যায় আপনার অনুগামী হবে, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, প্রেমও সেইরূপ আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে? বিস্তীর্ণ রাজ্য, অপার সমুদ্র, দুস্তর মরুভূমি সকল যখন আমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করবে, তখন কি এই অধীনী আপনার স্মরণপথে আস্‌বে? যখন সসাগরা ধরা আপনার বাহুবলে কম্পিত হয়ে আপনার পদানত হবে, তখন কি আপনার মনে পড়্‌বে যে, একজন হতভাগিনী রমণী কোন দূরদেশে আপনার জন্য নিশিদিন বিলাপ কচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় সুন্দরীকে এখানে ফেলে কি আমি যেতে পারি? আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করেন না?

অম্বালিকা। রাজকুমার, আপনি তো জানেন, রমণী চিরকালই পরাধীন। আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি কিছুই কত্তে পারিনে। সকলই তাঁর উপর নির্ভর কচ্চে।

সেকন্দর। তিনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ করেন, তা হলে আমি তাঁকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর করে দিয়ে যাব।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার আর কিছুই কত্তে হবে না। রাজকুমারী ঐলবিলা যাতে আমার ভায়ের প্রতি প্রসন্ন হন, এইটি আপনি করে দিন; তা হলে তাঁর সম্মতি গ্রহণ কত্তে আমার কোন কষ্ট হবে না। ঐলবিলাকে যেন পুরুরাজ লাভ কত্তে না পারেন।

সেকন্দর। আচ্ছা রাজকুমারি! যাতে রাণী ঐলবিলা রাজা তক্ষশীলের প্রতি প্রসন্ন হন, তজ্জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। রাজা তক্ষশীলের উপর যখন আমার সমস্ত সুখ-শান্তি নির্ভর কচ্চে, তখন তাঁরও যাতে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি চেষ্টা কত্তে ত্রুটি করব না। ঐলবিলা এখন কোথায়?

অম্বালিকা। মহারাজ! তিনি পার্শ্বের ঘরে আছেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি তবে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে দেখি।

[সেকন্দর শা ও অম্বালিকার প্রস্থান।

—

চতুর্থ অঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির-মধ্যস্থিত একটি ঘর।

ঐলবিলা। (স্বগত) এখন কেবল শত্রুগণের জয়ধ্বনিই চতুর্দ্দিকে শোনা যাচ্চে। এই দুঃখের সময় আমি কি একদণ্ডও একাকী বিরলে বসে বিলাপ করতেও পাব না? আমি যেখানে যাই, তক্ষশীলের লোকজন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আমাকে

ওরা আর কত দিন এখানে ধরে রাখতে পারবে? হায়! পুরুরাজ! তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে এখানে একাকী ফেলে চলে গেলে? যাও, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়্‌ব না। শীঘ্র তোমার সহিত পরলোকে গিয়ে সম্মিলিত হব। না—পুরুরাজ তো নিষ্ঠুর নন্—আমিই নিষ্ঠুর। যুদ্ধে যাবার অগ্রে যখন তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, সেই সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি তাঁকে আমার হৃদয় সমর্পণ করেছি কি না? কিন্তু আমি পাষাণ হৃদয়ের ন্যায় তাঁকে বল্লেম, "যান, যুদ্ধে যান, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।" পুরুরাজ! আমি অমন কথা আর বলব না; এখন বল্‌চি, শ্রবণ করুন,—আমার প্রাণ, হৃদয়, মন, সকলি আপনাকে সমর্পণ করেছি। সে সময়ে আমি তাঁকে বল্লেম না,—এখন আর কাকে বল্‌চি? আমার কথা কে শুন্‌বে? পুরুরাজ! আর একবারটি এসে আমাকে দেখা দিন! আর আপনাকে যুদ্ধে যেতে বলব না। কৈ—পুরুরাজ কৈ? হায়! আমি কেন বৃথা অরণ্যে রোদন কচ্চি? আমার কথা বায়ুতে বিলীন হয়ে যাচ্চে। পুরুরাজ! তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি যবনের অধীনতা স্বীকার করব? তবে কেন তুমি আমাকে উদ্ধার কত্তে আস্‌চ না? আমি শুন্‌চি, আজ যবনরাজ আমাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্য এখানে আস্‌বেন, আসুন। যবনের সাধ্য নেই যে আমাকে ভুলায়। পুরুরাজ! তুমি এ বেশ জান্‌বে, আমি তোমার অযোগ্যা নই। তুমি যেমন বীর-পুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছ—আমিও তেমনি বীরপত্নীর ন্যায় তোমারই অনুগামিনী হব।

সেকন্দর শার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (সেকন্দর শাকে দেখিয়া) এখানে আপনি কেন? পরের ক্রন্দন শুন্‌তে আপনার কি ভাল লাগে? বিরলে বসে ক্রন্দন কর্‌বার আমার যে একটু স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতাটুকু হতেও কি আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন? ক্রন্দনেও কি আমার স্বাধীনতা নাই?

সেকন্দর। রাজকুমারি! ক্রন্দন করুন, আমি আপনাকে নিবারণ কত্তে চাইনে। আপনার ক্রন্দনের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনি যে অশুভ সংবাদ শুনেছেন, তা মিথ্যা হলেও হতে পারে। কারণ, জনরবের কথা কিছুই বলা যায় না। পুরুরাজের ন্যায় সাহসী বীরপুরুষ আমি আর কোথাও দেখিনি। যদিও আমি তাঁর শত্রু, তথাপি এ আপনার কাছে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি। ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার পূর্ব্বেই আমি তাঁর নাম শুনেছিলেম। অন্যান্য রাজাদের অপেক্ষাও তাঁর যশ ও কীর্ত্তি——

ঐলবিলা। পরের যশে পরের গুণে আপনার কি তবে ঈর্ষা হয়? আপনি সেই জন্যই কি এত দেশ অতিক্রম ক'রে তাঁকে নিধন কত্তে এসেছিলেন?

সেকন্দর। রাজকুমারি! তা নয়। তাঁকে বধ কর্‌বার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। আমি শুনেছিলেম যে, পুরুরাজকে কেহই জয় কত্তে পারে না। তাই শুনেই আমার জয়স্পৃহা উত্তেজিত হয়েছিল। আগে আমি মনে কত্তেম, বুঝি আমার কীর্ত্তি-কলাপে বিস্মিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু একমাত্র আমার উপরেই নিপতিত রয়েছে। কিন্তু যখন শুন্‌লেম, পৃথিবীর লোক পুরুরাজেরও জয় ঘোষণা কচ্চে, তখন আমি বুঝ্‌লেম, পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। আমি যত দেশে জয় করবার জন্য গিয়েছি, প্রায় সকল দেশই বিনা যুদ্ধে আমার নামমাত্র শুনেই আমার শরণাপন্ন হয়েছে, কিন্তু ওরূপ সহজ জয়লাভে আমার তৃপ্তি বোধ হ'ত না। যখন পুরুরাজের নাম আমি শুন্‌লেম, তখন ভারতভূমিকে আমার গৌরব অর্জ্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র ব'লে মনে করলেম; পুরুরাজের যেরূপ পৌরুষ ও বিক্রমের কথা পূর্ব্বে শুনেছিলেম, কার্য্যে তার অধিক পরিচয় পেয়েছি। যখন তাঁর সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কল্লেন; আমি তাতে সম্মত হয়েছিলেম, আমাদের দুজনে যুদ্ধ হচ্ছিল, এমন সময়ে আমার মূঢ় সৈন্যগণ আমার আজ্ঞার বিপরীতে পুরুরাজকে আহত কল্লে। সমস্ত সৈন্যের সহিত তিনি যদিও এখন পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু এতে তাঁর গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।

ঐলবিলা। হ্রাস কি, তাঁর গৌরব বরং এতে আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আপনি কি তাঁকে এই-রূপ অন্যায় যুদ্ধে নিহত ক'রে কিছুমাত্র গৌরব অর্জ্জন কত্তে পাল্লেন? আপনি জয়লাভ করেছেন, এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিন। কিন্তু আপনি এ বেশ

জানবেন যে, সেই কাপুরুষ, পুরুষাধম তক্ষশীলও মনে মনে আপনার বিজয়ী নামে সন্দেহ কচ্ছে।

সেকেন্দর। রাজকুমারি! আপনি যেরূপ মনোবেদনা পেয়েছেন, তাতে আমার প্রতি আপনার কোপ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। এ জন্য আপনাকে আমি দোষ দেব না। কিন্তু দেখুন, আমি অগ্রে পুরুরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করবার জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেম, কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান কল্লেন। কিন্তু অবশ্য এ আপনার মানতে হবে—

ঐলবিলা। আমাকে আপনি কি মানতে বলছেন? আচ্ছা, আমি মানলেম যে, আপনি পৃথ্বীবিজয়ী, আপনি অজেয়, আপনার কিছুই অসাধ্য নেই। মনে করুন আমি এ সকলি মানলেম। কিন্তু এত দেশ জয় ক'রে এত রাজা বিনষ্ট করে, এত মনুষ্যের রক্তপাত ক'রেও কি আপনার শোণিত-পিপাসার শান্তি হয় নি? পুরুরাজ আপনার কি অনিষ্ট করেছিলেন? আপনি এখানে না এলে আমরা দুজনে পরম সুখে জীবন যাপন কত্তে পারতেম। আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যে সুকোমল গ্রন্থিটি ছিল, সেটি ছিন্ন করবার জন্যই কি আপনি এত দেশ অতিক্রম ক'রে এখানে এসেছিলেন? অন্য লোকে আপনাকে যাই মনে করুক, আমি আপনাকে পররাজ্যাপহারী নিষ্ঠুর দস্যু বই আর কিছুই জ্ঞান করিনে।

সেকেন্দর। রাজকুমারি! আমার বেশ বোধ হচ্চে, আপনি ইচ্ছা কচ্ছেন যে, আমি আপনার কটূক্তি শ্রবণ ক'রে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে আমিও আপনার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করব। কিন্তু না, তা মনে করবেন না। সেকেন্দর শা পৃথিবীকে নিগ্রহ কত্তে পারেন, কিন্তু তিনি অবলা রমণীর মনে কখনই কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। আপনি হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, আপনার দুঃখের যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু রাজকুমারি! সকল দৈবের অধীন। গত বিষয়ের জন্য বৃথা কেন শোক কচ্চেন? আমি জানি পুরুরাজ আপনার প্রতি যেরূপ অনুরাগী, আর একজন রাজকুমারও আপনার প্রতি তদপেক্ষা অধিক অনুরাগী আছেন, রাজা তক্ষশীল আপনার জন্য—

ঐলবিলা। কি! সেই বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, নরাধম——

সেকেন্দর। আপনি তাঁর উপর কেন এত রুষ্ট হয়েছেন? তিনি আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে দুজনে রাজ্যভোগ করুন। এই যে রাজা তক্ষশীল এইদিকেই আসচেন। তিনি আপনার মনোগত ভাব স্বয়ং আপনার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি চল্লেম।

[সেকেন্দর শার প্রস্থান।

(তক্ষশীলের প্রবেশ)

ঐলবিলা। এই যে ক্ষত্রিয়কুল-প্রদীপ, ভারত-ভূমির গৌরবসূর্য্য, মহাবীর মহারাজ তক্ষশীল!—আপনি এখানে কি মনে ক'রে? আপনি যান, বিজয়ী যবনরাজের জয় ঘোষণা করুন গে, আপনার প্রভুর পদসেবা করুন গে, এখানে কেন বৃথা সময় নষ্ট কত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না। আমার প্রতি অত নির্দ্দয় হবেন না, আমাকে যা আপনি কত্তে বলবেন, তাই আমি কচ্চি। আমি আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস।

ঐলবিলা। আমাকে সন্তুষ্ট করবার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমি যেরূপ যবনরাজকে ঘৃণা করি, আপনিও তেমনি তাঁকে ঘৃণা করুন। যবন-সৈন্যদের বিরুদ্ধে এখনি যাত্রা করুন। যবন-শোণিতে ভারতভূমি প্লাবিত করুন,—মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন,—জয়লাভ করুন,—রণক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করুন।

তক্ষশীল। রাজকুমারি, এত করেও কি আপনার হৃদয়লাভ কত্তে সমর্থ হব?

ঐলবিলা। আমি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, তা হলে আমার নিকট আপনি ঘৃণাস্পদ হবেন না। দেখুন, পুরুরাজ নেই, তবু তাঁর সৈন্যগণের উৎসাহ কমেনি; এমন কি, আপনার সৈন্যগণও যবন-বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত্তে উৎসুক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন,—পুরুরাজের স্থলাভিষিক্ত হউন,—দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন,—ক্ষত্রিয়কুলের নাম রাখুন।—কি!—চুপ ক'রে রয়েছেন যে? আপনার কাছে তবে কি আমি এতক্ষণ বৃথা বাক্যব্যয় কল্লেম? যান—তবে আপনি দাসত্ব করুন গে,—আপনার প্রভুর পদসেবা করুন গে,—এখানে কেন আমাকে ত্যক্ত কত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আপনি জানেন,—আপনি এখন আমার হাতে আছেন?

ঐলবিলা। আমি জানি, আপনি আমার শরীরকে বন্দী করেছেন; কিন্তু আমার হৃদয়কে আপনি কখনই বন্দী কত্তে পারবেন না। আপনি হাজার আমাকে ভয় দেখান, আমি তাতে ভীত নই। আমাকে কেন ত্যক্ত কচ্চেন?

[ঐলবিলার প্রস্থান।

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমাকে মার্জ্জনা করুন, যাবেন না, যাবেন না।

অম্বালিকার প্রবেশ

অম্বালিকা। কেন মহারাজ! আপনি ঐ কুহকিনীর আশায় এখনও রয়েছেন? ওকে আপনার মন থেকে একেবারে দূর করে দিন। ওর জন্যে আমাদের ভারী জ্বালাতন হ'তে হচ্চে।

তক্ষশীল। না,—আমি ওঁকে আমার মন থেকে কিছুতেই দূর কত্তে পারব না। দেখ দেখি ভগ্নি! তোমার জন্যই তো আমার এই দশা হ'ল। তোমার পরামর্শ শুনেছিলাম বলেই তো ওঁর নিকট আমাকে ঘৃণাস্পদ হতে হয়েছে; আর আমার সহ্য হয় না। আমি ওঁর ঘৃণিত হয়ে আর ক্ষণকালও থাকতে পাচ্চিনে। যাই, আমি—ঐ সুন্দরীর পদতলে এখনি গিয়ে পড়ি। আমি তাঁকে বলি গে যে, আমি সেকেন্দর শার বিরুদ্ধে এখনি অস্ত্র ধারণ কত্তে প্রস্তুত আছি,—যুদ্ধে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) যান মহারাজ! এখনি আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আর আমি আপনাকে নিবারণ করব না, শীঘ্র যান, পুরুরাজ আপনার প্রতীক্ষা কচ্চেন।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি, পুরুরাজের এখনও মৃত্যু হয়নি? তবে কি জনরব মিথ্যা হ'ল? পুরুরাজ আবার যমপুরী থেকে ফিরে এলেন না কি? তবে দেখ্‌ছি, আমার সব আশা ফুরিয়ে গেল, হা অদৃষ্ট!

অম্বালিকা। দেখুন গিয়ে মহারাজ! পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন। তিনি খানিক অচেতন অবস্থায় ছিলেন ব'লে, জনরব উঠেছিল, তাঁর মৃত্যু হয়েছে! তিনি এখনি সসৈন্যে এসে বলপূর্ব্বক রাজকুমারী ঐলবিলাকে আপনার নিকট হ'তে নিয়ে যাবেন। যান মহারাজ! আর বিলম্ব করবেন না, পুরুরাজের সাহায্যে এখনি গমন করুন। পুরুরাজের মত হিতৈষী বন্ধু তো আর আপনার দ্বিতীয় নেই! আমি চল্লেম।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

তক্ষশীল। (স্বগত) আমার অদৃষ্ট কি মন্দ! আমি মনে করেছিলেম, পুরুরাজ মরেছেন, আমার পথের কণ্টক অপসৃত হয়েছে। কিন্তু বিধি আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ে আবার তাঁকে জীবিত ক'রে তুলেছেন! যাই রণক্ষেত্রে গিয়ে একবার দেখি, এ কথা সত্য কি না।

[তক্ষশীলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুরুরাজের শিবির।

পুরু আহত হইয়া পালঙ্কোপরি শয়ান, তাঁহার কতিপয় সৈন্য দণ্ডায়মান।

সৈন্যগণ। মহারাজ দেখ্‌ছি সংজ্ঞালাভ করেছেন।

পুরু। সৈন্যগণ! আমি কি সেকন্দর শার বন্দী হয়েছি? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ?

একজন সেনা। মহারাজ সেকন্দর শার সৈন্যগণ আপনাকে বন্দী করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের আমরা বল্লেম যে, আমরা একজন প্রাণী জীবিত থাকতেও যবনকে মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে কখনই দেবো না। এই কথা ব'লে আপনার দেহকে রক্ষা কত্তে কত্তে আমরা শত্রুগণের সঙ্গে সংগ্রাম কত্তে লাগ্‌লেম। এখন মহারাজ! আপনি আপনারই শিবিরে রয়েছেন। শত্রুগণ পলায়ন করেছে, কিন্তু আমাদের প্রায় সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এই কয়েক জন মাত্র অবশিষ্ট আছি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায়ই কার্য্য করেছ। ঘরে ব'সে ব্যাধিতে মরা ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম্ম। রণস্থলে প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ধর্ম্ম।—দেখ, তোমরা যুদ্ধের সময় কি রাজকুমারী ঐলবিলাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে?

সৈন্যগণ। কৈ, না মহারাজ!

পুরু। (স্বগত) তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়েই, শিবিরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। তা কৈ? তিনি কি তবে আমাকে প্রতারণা কল্লেন?—তবে কি তিনি রাজা তক্ষশীলের প্রতিই যথার্থ অনুরাগিণী?—তিনি কি তবে তক্ষশীলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ছল করে তাঁর শিবিরে রইলেন? —না, এমন কখন হতে পারে না। রাজকুমারী ঐলবিলার কখনই এরূপ নীচ অন্তঃকরণ নয়। কিন্তু কিছুই বলা যায় না,—রমণীর মন!

একজন পত্রবাহকের প্রবেশ।

পত্রবাহক। রাণী ঐলবিলা আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন,—

(পুরুকে পত্র প্রদান)

পুরু (মহা আহ্লাদিত হইয়া পত্র গ্রহণ করত স্বগত) রাজকুমারী ঐলবিলা পত্র পাঠিয়েছেন, আ! বাঁচ্‌লেম। এতক্ষণে যেন জীবন এল। (মনের আগ্রহতা বশতঃ শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই পত্র পাঠ)

পত্র।

"প্রাণেশ্বর! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আস্‌চেন না দেখে, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীর উদ্বেগ দূর করুন।

আপনারি প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী——

ঐলবিলা।"

"প্রাণেশ্বর!"—"প্রাণেশ্বর!" আ—কি মধুর সম্বোধন! আমার শরীরের যন্ত্রণা এখন আর যেন যন্ত্রণাই ব'লে বোধ হচ্চে না। এখন যেন আমি আবার নূতন বলে বলী হলেম। আ!—প্রেমের কি আশ্চর্য্য মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি! (পুনরায় পত্র পাঠ) "চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে এখানে রয়েছি" এর অর্থ কি?—তাঁরই তো এখানে আসবার কথা ছিল, আমার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার তো কোন কথা ছিল না, তবে কেন তিনি আমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তবে বোধ হয়, কোন কারণ বশতঃ তিনি এখানে আসতে পারেন নি, কিন্তু তা হ'লেও তো কারণটা তিনি পত্রে উল্লেখ কত্তেন। এর তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। যাই হোক, তাঁর অদর্শনে তাঁর সুধাময় হস্তাক্ষরই এখন আমার জীবন। এই রোগ-শয্যায় তাঁর পত্রই একমাত্র ঔষধি। আর একবার পড়ি। (পত্রপৃষ্ঠ দর্শন)

শিরোনামা।

"রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেষু।"

(বিস্মিতভাবে একটু উঠিয়া বসিয়া) এ কি?—এ তো আমার পত্র না, এ যে রাজা তক্ষশীলের পত্র—রাজকুমারী ঐলবিলা সেই কাপুরুষ নরাধমকে এইরূপ পত্র লিখ্‌বেন? —এ কি কখন সম্ভব?—"প্রাণেশ্বর!"—"প্রাণেশ্বর!"—তক্ষশীল তার "প্রাণেশ্বর!" আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না আমার পড়্‌তে ভ্রম হ'ল? দেখি (পুনর্ব্বার পাঠ) না, আমার তো ভ্রম হয় নি, এ যে স্পষ্টাক্ষরে তার নাম লেখা রয়েছে,——হা! অবশেষে কি এই হ'ল? (হতাশ হওত শয্যায় পুনর্ব্বায় শুইয়া পড়ন) একটু পূর্ব্বে কোথায় আমার মন গগন স্পর্শ কচ্ছিল, এখন কি না তেমনি দারুণ পতন! নিষ্ঠুর প্রেম! মানব-হৃদয়কে নিয়ে তোর কি এইরূপ ক্রীড়া?—আর তোর কুহকে আমি ভুল্‌ব না, আর তোর মায়ায় মুগ্ধ হব না। পৃথিবীর ধন, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর আর সকলি যেরূপ,—আজ জান্‌লেম, পার্থিব প্রেমও সেইরূপ। (পত্রবাহকের হস্তে পত্র প্রদান করত প্রকাশ্যে) এই নেও,—রাজা তক্ষশীলের পত্র তুমি আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছ?

পত্রবাহক। আজ্ঞা,—আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আমি রাণী ঐলবিলার একজন প্রজা। সম্প্রতি আমি দেশ থেকে এসেছি, এখানকার কাহাকেও চিনিনে। রাণী বলেছিলেন যে, রাজা তক্ষশীল সমর-ক্ষেত্রে আছেন, লোকের মুখে সন্ধান পেয়ে রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত আমি চিনে আস্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু সেখানে কাহাকে দেখ্‌তে পেলেম না। তার পর এই সৈন্যগণকে দেখে মনে কল্লেম, বুঝি এই খানেই রাজা তক্ষশীল আছেন। তাই আমি—

পুরু। আমি অত কথা শুন্‌তে চাইনে, আমার ও পত্র নয়, যার পত্র তাকে দেও গে।

[পত্রবাহকের প্রস্থান।

পুরু। (স্বগত) "প্রাণেশ্বর"—"তৃষিতা চাতকিনী"—"প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী" (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত) ওঃ!—আর সহ্য হয় না। আমি যা সন্দেহ কচ্ছিলেম, তাই কি ঘট্‌ল! আমি কেন সেই ভুজঙ্গিনীকে এত দিন আমার হৃদয়মধ্যে পুষে রেখেছিলেম? হা! কেন আমি বেঁচে উঠ্‌লেম? রণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহির্গত হলো না? আমার সৈন্যগণ বিনষ্ট হ'ল—জন্মভূমি স্বাধীনতা হারালেন,—আমি রাজসিংহাসন হ'তে পরিভ্রষ্ট হলেম, অবশেষে আমার প্রেমের প্রস্রবণও কি শুষ্ক হয়ে গেল!—কিন্তু কেন আমি স্ত্রীলোকের মত বৃথা বিলাপ কচ্চি? হৃদয়! বীরপুরুষোচিত ধৈর্য্য অবলম্বন কর, সেই মায়াবিনী, কুহকিনী, ভুজঙ্গিনীকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

(নেপথ্যে—রণবাদ্যের শব্দ ও যবনসৈন্যগণের সিংহনাদ)

পুরুর সৈন্যগণ। সকলে সতর্ক হও! যবন-সৈন্যগণ বুঝি আবার আস্‌চে।

পুরু। তোমরা এই কয়জনে কি অসংখ্য যবন-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারবে?

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমরা একজনও বেঁচে থাক্‌তে আপনাকে কখনই বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে দেব না। এস, আমরা সকলে দুর্গের ন্যায় বেষ্টন ক'রে মহারাজকে রক্ষা করি।

(নিষ্কোষিত অসি-হস্তে সৈন্যগণ পুরুরাজকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান)

এফেষ্টিয়ন ও যবনসৈন্যগণের প্রবেশ।

যবনসৈন্যগণ। জয় সেকন্দর শার জয়!

পুরুর সৈন্যগণ। জয় ভারতের জয়! জয় পুরুরাজের জয়!

এফেষ্টিয়ন। (যবন-সৈন্যের প্রতি) সাবধান! তোমরা ওদের কিছু ব'ল না, (পুরুরাজের প্রতি) মহারাজ! বিজয়ী সেকন্দর শা আপনাকে তাঁর সমীপে উপনীত করবার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব আপনি যুদ্ধ-সজ্জা পরিত্যাগ ক'রে সহজে আত্মসমর্পণ করুন। আপনার সৈন্যগণকে যুদ্ধ হ'তে নিবারণ করুন। বৃথা কেন মনুষ্য-রক্তপাত করেন?

পুরুর সৈন্যগণ। (পুরুর প্রতি) মহারাজ! ওরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা দেবেন না। তা হলে আমাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট হবে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে স্বর্গলোক লাভ কত্তে পারি।

পুরু। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) দেখুন দূতরাজ! আমি তো আহত হয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। আমার তো আর যুদ্ধ করবার কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি যদি এখন সৈন্যগণকে যুদ্ধ হ'তে নিবারণ করি, তা হলে ওদের মনে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। দেখুন দূতরাজ! রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়গণের একমাত্র ধর্ম্ম।

এফেষ্টিয়ন। (যবন-সৈন্যগণের প্রতি) তবে সৈন্যগণ! পুরুরাজকে বলপূর্ব্বক বন্দী করে নিয়ে চল।

পুরুর সৈন্যগণ। আমরা একজন থাকৃতে মহারাজকে বন্দী হতে দেব না।

(উভয় সৈন্যের যুদ্ধ। একে একে পুরুরাজের সকল সৈন্যের পতন)

এফেষ্টিয়ন। সৈন্যগণ! এখন পুরুরাজকে শিবিরের বাহিরে নিয়ে চল।

(সৈন্যগণ পালঙ্ক ধরিয়া পুরুরাজকে রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ পুরোভাগে আনয়ন,—এই সময় পুরুর মৃত সৈন্যগণকে আবরণ করিয়া রঙ্গভূমি বিভাগ করত আর একটী পট নিক্ষেপ)

(দৃশ্য রণক্ষেত্র)

তক্ষশীলের প্রবেশ।

তক্ষশীল। পুরুরাজ মরেছেন না কি? কৈ দেখি? (নিকটে গিয়া স্বগত) এ যে এখনও বেঁচে আছে। তবেই দেখ্‌ছি জনরবের কথাটা মিথ্যা হল। (প্রকাশ্যে এফেষ্টিয়নের প্রতি) আপনি এঁকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্চেন না কি? (পুরুর প্রতি) ভায়া! তোমাকে এত করে বলেছিলেম যে, সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে যেও না, তা তো তুমি শুন্‌লে না। এখন তার ফল ভোগ কর। তখন যে এত আস্ফালন করেছিলে, এখন সে সব কোথায় গেল?

পুরু। (স্বগত) আর সহ্য হয় না। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জলে যাচ্চে, গায়ে যেন এখন একটু বল

গেলেম, নরাধমকে সমুচিত শাস্তি না দিয়ে থাক্‌তে পাচ্ছিনে।

(হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া তক্ষশীলের প্রতি আক্রমণ)

(অসি দ্বারা আঘাত করিয়া) এই নে,—এই তোর পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু আমার অসি আজ কাপুরুষের রক্তে কলঙ্কিত হল।

তক্ষশীল। উঃ! গেলেম!

(তক্ষশীল আহত হইয়া পতন)

যবনসৈন্যগণ। ও কি ও? ও কি ও? ধর ধর ধর!

(সকলে পুরুরাজকে ধরিয়া নিরস্ত্রকরণ ও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ)

তক্ষশীল। (স্বগত) আমি তো মলেম, কিন্তু রাণী ঐলবিলার প্রেম ওকে সুখে কখনই উপভোগ কত্তে দেব না, ওকে এর উচিত প্রতিশোধ দেব। (প্রকাশ্যে) আমাকে যেমন তুই অস্ত্রাঘাতে মারুলি, তুইও তেমনি হৃদয়-জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে আজীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করুবি। তুই কি মনে করেচিস্‌,—ঐলবিলা—তোর প্রতি অনুরাগিণী?—ও! গেলেম!

(তক্ষশীলের মৃত্যু)

পুরু। (স্বগত কাঁপিতে কাঁপিতে) আর কোন সন্দেহ নাই, তবে নিশ্চয় পত্রে যা ছিল, তাই ঠিক,হা! আর আমি দাঁড়াতে পাচ্চিনে,শরীর অবসন্ন হয়ে এল।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা হইয়া পতন)

এফেষ্টিয়ন। পুরুরাজ আবার মূর্চ্ছা গেছেন, এস, আমরা এঁকে নিয়ে যাই। রাজা তক্ষশীলের মৃত দেহও শিবিরে নিয়ে চল।

[সৈন্যগণ পুরুকে ও তক্ষশীলের দেহকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তক্ষশীলের শিবির।

সেকন্দর শা ও অম্বালিকার প্রবেশ।

সেকন্দর শা। কি রাজকুমারি! পরাজিত পুরু-রাজকে আপনি এখনও ভয় কচ্চেন? আপনার কোন চিন্তা নেই। আমার সৈন্যগণ তাঁকে বন্দী করে নিয়ে,আসবার জন্য অনেকক্ষণ গেছে।

অম্বালিকা। রাজকুমার! পুরুরাজ পরাজিত হয়েছেন বলেই আমার এত ভয় হচ্চে। শত্রু পরাজিত হলেই আপনি তাঁকে বন্ধুজ্ঞান করেন ও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেকন্দর। না—পুরুরাজ আমার নিকট হ'তে এখন আর কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা কত্তে পারেন না। আমি তাঁর সঙ্গে প্রথমে সন্ধি করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু তাঁর এত দূর স্পর্দ্ধা যে, আমার বন্ধুত্ব অগ্রাহ্য ক'রে, তিনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কল্লেন! আমি এখন পৃথিবীর যাবতীয় লোককে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই দেখাতে চাই যে, যে সেকন্দর শার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তার অবশেষে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। আর বিশেষতঃ যখন রাজকুমারি! আপনি পুরুরাজের প্রতি প্রসন্ন নন—

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি পুরুরাজের উপর ক্রুদ্ধ নই; তাঁর দুর্দ্দশা দেখে বরং আমার দুঃখ হচ্চে। তিনি আমাদের দেশের একজন বলবান রাজা ছিলেন। আমি কেবল এই আশঙ্কা কচ্চি যে, পুরুরাজ বেঁচে থাক্‌তে আমার ভাই কখনই সুখী হ'তে পারবেন না ও আমিও সুখী হ'তে পারব না। পুরুরাজ বেঁচে থাক্‌তে ঐলবিলা কখনই আমার ভাইকে তার হৃদয় প্রদান করবে না। তিনি ঐলবিলার প্রেমে বঞ্চিত হ'লে আমাকে বলবেন যে, আমার জন্যই তাঁর এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছে। আমার প্রতি তাঁর তখন একেবারে জাতক্রোধ হয়ে উঠ্‌বে! রাজকুমার! আপনি তো গাঙ্গেয় দেশ সকল জয় করবার জন্য শীঘ্রই যাত্রা করবেন। আপনি যখন এখান থেকে চলে যাবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করবে? আর আপনি এখান থেকে চলে গেলে, আমি কিরূপেই বা জীবন ধারণ ক'রব, হৃদয়জ্বালায় তা হ'লে আমাকে দিবানিশি দগ্ধ হ'তে হবে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি চিন্তিত হবেন না আপনার হৃদয় যখন আমি লাভ করেছি, তখন আর আমি কিছুই চাইনে। গঙ্গানদী-কূলবর্ত্তী দেশ-গুলি জয় করেই আপনার নিকট উপস্থিত হব। এত রাজ্য, এত দেশ যে জয় কচ্চি, সে কেবল আপনার চরণে উপহার দেবার জন্যই তো।

অম্বালিকা। না রাজকুমার! আমার অমন রাজ্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আপনি আমার নিকটে

থাকুন, তা হলেই আমার সকল সম্পদ লাভ হবে। রাজকুমার! আপনার কি জয়স্পৃহা এখনও তৃপ্ত হয়নি? যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর কত দেশ জয় করবেন? আর কত যুদ্ধ করবেন? দেখুন, আপনার সৈন্যগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আপনার অর্দ্ধেক সৈন্য প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। আহা! তাদের মুখ দেখ্‌লে আমার দুঃখ হয়। রাজকুমার! আপনি তাদের উপর একটু সদয় হ'ন্‌। আর তারা যুদ্ধ কত্তে পারে না, আপনি দেখ্‌বেন, তাদের মুখে অসন্তোষের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! সে জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি তাদের মধ্যে গিয়ে দেখা দিলেই তাদের মন পুনর্ব্বার নবোৎসাহে, নবোদ্যমে পূর্ণ হবে। তখন তারা আপনারাই যুদ্ধে যাবার জন্য লালায়িত হবে। সে যা হোক্‌, আপনি এ নিশ্চয় জানবেন যে, যাতে তক্ষশীলের বাসনা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা করব। পুরুরাজ কখনই ঐলবিলাকে লাভ কত্তে পারবে না।

অম্বালিকা। এই যে,—রাণী ঐলবিলা এখানে আসছেন।

ঐলবিলার প্রবেশ।

সেকন্দর। (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! দৈব আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন।

ঐলবিলা। (আহ্লাদিত হইয়া) কি বল্লেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন? সত্য বল্‌চেন,—না আমাকে বঞ্চনা কচ্চেন? বলুন, আর একবার বলুন। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি সত্য বলচি, তিনি জীবিত আছেন।

ঐলবিলা। যদিও আপনি আমার শত্রু, তথাপি আপনি যে শুভ সংবাদ দিলেন, এতে আপনাকে আমি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ কল্লেম। (স্বগত) কিন্তু এখনও কিছু বলা যায় না, আবার হয় তো শুনতে হবে, তিনি রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেছেন। যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় আমার উদ্ধার করবার জন্য তিনি এখানে আস্‌বেন; কিন্তু তিনি একাকী এই অসংখ্য সৈন্যগণের মধ্য থেকে কি করে আমাকে নিয়ে যাবেন? যাই হোক্‌, তিনি যখন জীবিত আছেন, তখন স্বাধীনতা-সূর্য্য কখনই একেবারে অস্তগামী হবে না। আহা! তাঁর সেই তেজোময় মূর্ত্তি আবার কবে আমি দেখতে পাব? এখন যদি তাঁর কাছে যেতে পারি, তা হলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হই, তা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু সে বৃথা আশা,—আমি এখন তক্ষশীলের বন্দী।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার মুখ আবার ম্লান হ'ল কেন? আপনি কি আমার কথায় বিশ্বাস যাচ্চেন না? সৈন্যগণকে আমি বিশেষ ক'রে আদেশ ক'রে দিয়েছি যে, কেহই যেন তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। আপনি শীঘ্রই তাঁকে এখানে দেখ্‌তে পাবেন।

ঐলবিলা। তাঁর শত্রু হয়ে আপনি এরূপ আদেশ করেছেন? সেকন্দর শার অন্তঃকরণ কি এতই দয়ালু?

সেকন্দর। তিনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেছেন, অন্যে হ'লে তাঁর অহঙ্কারের সমুচিত শাস্তি দিত; কিন্তু আমি তাঁকে কিছুই বলব না। রাজা তক্ষশীলের হস্তে আমি তাঁকে সমর্পণ করব, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করবেন, তাই হবে। পুরুরাজের জীবন মৃত্যু সকলি রাজা তক্ষশীলের উপর নির্ভর কচ্চে। রাজা তক্ষশীলকে প্রসন্ন ক'রে পুরুরাজের প্রাণ রক্ষা করুন।

ঐলবিলা। কি বল্লেন? রাজা তক্ষশীলের উপর তাঁর জীবন-মৃত্যু নির্ভর কচ্চে? সেই কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী নরাধমের হস্তে তিনি জীবন লাভ করবেন? তাঁর এমন জীবনে কাজ নেই। ধিক্‌ সে জীবনে; বরং আমি তাঁর মৃত্যু সহস্রবার সহ্য করব,—তবু এরূপ নীচ, জঘন্য মূল্যে তাঁর জীবন ক্রয় কত্তে আমি কখনই সম্মত হব না। তাঁর সঙ্গে ইহ-জীবনে যদি আর না দেখা হয়—তো পরলোকে গিয়ে মিলিত হব। আপনি কি তবে তাঁকে দ'গ্ধে মারবার জন্যই এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন? লোকে যে সেকন্দর শার দয়া ও মহত্ত্বের কীর্ত্তন করে, তবে কি, সে এইরূপ দয়া? এইরূপ মহত্ত্ব?—ধিক্‌!—

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি যদি পুরু-রাজকে ভালবাসেন, তা হ'লে তাঁর মরণ ইচ্ছা করবেন না। আমি আপনাকে পূর্ব্বে হ'তেই বলে রাখ্‌লাম যে, এতে আমার কোন হাত নেই। রাজা

তক্ষশীলের উপরেই সমস্ত নির্ভর কচ্চে। যদি পুরু-রাজের প্রাণ যায়, তা হ'লে, সেও আপনার দোষেই যাবে। আমাকে তখন আর আপনি দোষী কত্তে পার্‌বেন না। এই যে,—ওরা পুরুরাজকে এখানে নিয়ে আস্‌চে দেখ্‌ছি।

(পুরুরাজকে লইয়া এফেষ্টিয়ন ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সেকন্দর। ক্ষত্রিয়বীর! তোমার অহঙ্কারের ফল এখন ভোগ কর। কেন তুমি জয়লাভের আশায় বৃথা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে এসেছিলে বল দেখি?

পুরু। শৃগালের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ ক'রে যে জয় লাভ হয়, সেরূপ জয়লাভে কোন বীর-পুরুষ কখনই উল্লসিত হন না।

সেকন্দর। কি পুরু! তুমি এখনও নত হলে না? তোমার দেখছি, ভারি স্পর্দ্ধা হয়েছে।—এর সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমি তোমাকে কখনই ছেড়ে দেব না।—রাজা তক্ষশীল দেখদিকি কেমন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন? তুমি যদি তাঁর দৃষ্টান্তের অনুগামী হ'তে, তা হ'লে তোমার পক্ষে মঙ্গল ছিল,—দেখে নিও, আমি মহারাজ তক্ষশীলকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর ক'রে দিয়ে যাব।

পুরু। কি?—তক্ষশীল?—

সেকন্দর। হাঁ, আমি তাঁরই কথা বলচি।

পুরু। আমি জানি, সে তোমার বিস্তর উপকার করেছে। সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমাদের সকলকে পরিত্যাগ ক'রে, তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছে; সে তার যশোমান পৌরুষ সকলি তোমার নিকট বিক্রয় করেছে; এমন কি, সে আপনার ভগ্নীকে পর্য্যন্ত তোমাকে সমর্পণ করেছে। এরূপ উপকারী বন্ধুর প্রত্যুপকার কর্‌বার জন্য তোমার যে সর্ব্বদাই চেষ্টা হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সেকন্দার শা! সে বিষয় আর কেন বৃথা চিন্তা কর্‌চ? যাও দেখে এস, তোমার সেই পরমবন্ধুর মৃতদেহ এখন আমার শিবিরের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্চে।

সেকন্দর। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি! রাজা তক্ষশীলের মৃত্যু হয়েছে?

অম্বালিকা। কি? আমার ভাই? আমার মাথায় বজ্রাঘাত পোল্লো না কি?—হা! আমার কি হবে— (ক্রন্দন)

এফেষ্টিয়ন। হাঁ মহারাজ! রাজা তক্ষশীলের সত্য সত্যই মৃত্যু হয়েছে। আমরা মহারাজের আদেশমতে পুরুরাজকে বন্দী কত্তে গিয়েছিলেম। পূর্ব্বকার যুদ্ধে পুরুরাজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়ে গিয়ে, যে কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তারা তো প্রথমে কোনমতেই ওঁকে বন্দী কত্তে আমাদের দেবে না, তারা ঐ কয়েকজনে দুর্গের ন্যায় ওঁর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক'রে আমাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ কত্তে লাগল। মহারাজ! তাদের কি বীরত্ব! আমি এমন কখন দেখিনি। বল্‌ব কি, তাদের মধ্যে একজনও বেঁচে থাক্‌তে, আমাদিগকে পুরুরাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেয়নি।

সেকন্দর। ধন্য পুরুরাজের সৈন্যগণ! এমন সৈন্য পেলে আমি সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে জয় কত্তে পারি। তার পর?

এফেষ্টিয়ন। তার পরে মহারাজ! একে একে সেই সমস্ত সেনাগুলিই নিহত হ'লে, ধ্বজবাহক পর্য্যন্ত নিহত হ'লে, তবে আমরা ওঁকে বন্দী কত্তে সমর্থ হলেম। তার পরে ওঁকে আমরা নিয়ে আস্‌চি, এমন সময়ে রাজা তক্ষশীল এসে ওঁকে একটা কি উপহাস কল্লেন, তাতেই পুরুরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে হঠাৎ পালঙ্ক থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে তক্ষশীলকে আক্রমণ কল্লেন ও অসি আঘাতে তাঁর প্রাণ বধ কল্লেন।

অম্বালিকা। (সেকন্দর শার প্রতি) রাজকুমার! আমার কপালে কি এই ছিল? শেষে কি আমাকেই ক্রন্দন কত্তে হ'ল? সমস্ত বজ্র কি অবশেষে আমারই মস্তকে পতিত হ'ল, আপনার আশ্রয়ে থেকে আমার ভায়ের শেষকালে কি এই গতি হ'ল? আমার ভাইকে বধ ক'রে ঐ পাষণ্ড আমার সম্মুখে ও আপনার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে স্পর্দ্ধা কল্লে,—তা শুনেও আপনি সহ্য কল্লেন? হা!

সেকেন্দর। রাজকুমারি! আপনি আর ক্রন্দন কর্‌বেন না। যা ভবিতব্য, তা কেহই নিবারণ কত্তে পারে না। আমি পুরুরাজকে এর জন্য সমুচিত শাস্তি দিচ্চি।

ঐলবিলা। রাজকুমারী অম্বালিকা তক্ষশীলের জন্য তো বিলাপ কত্তেই পারেন। উনিই তো পরামর্শ দিয়ে তক্ষশীলকে ভীরু ও কাপুরুষ ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু উনি যে তাঁকে বিপদ হতে রক্ষা কর্‌বার জন্য এত চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু অবশেষে কি

তাঁর প্রাণ রক্ষা কত্তে সমর্থ হলেন ? কাপুরুষের মৃত্যু এইরূপেই হয়ে থাকে। পুরুরাজ তো আগে ওঁকে কিছু বলেন নি, ওঁকে উপহাস করাতেই উনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রাণ বধ করেছেন; পুরুরাজের এতে কিছুমাত্র দোষ নেই।

পুরু। (ঐলবিলাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) ও! —মায়াবিনীর কি চাতুরী! এখন তক্ষশীল মরে গেছে,—এখন আবার দেখাতে চেষ্টা কচ্চে যে, ও তক্ষশীলকে ভালবাসে না, আমাকেই ভালবাসে। কি শঠতা! (প্রকাশ্যে সেকন্দরের প্রতি) তক্ষশীলকে বধ ক'রে আমি এই সকলকে শিক্ষা দিলেম যে, দুর্ব্বল অবস্থাতেও যেন শত্রুগণ আমাকে ভয় করে। শোন সেকন্দর শা! যদিও এখন আমি নিরস্ত্র,অসহায়,তথাপি আমাকে উপেক্ষা ক'র না। এখনও আমার ইঙ্গিতে শত শত ক্ষত্রিয় যোদ্ধা তোমার বিরুদ্ধে উঠ্‌তে পারে। আমাকে বধ করাই তোমার শ্রেয়। তা হ'লে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ও নির্ব্বিবাদে সমস্ত পৃথিবী জয় কত্তে সমর্থ হবে। তোমার নিকট আমার আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই। কেবল এইমাত্র জান্‌বার ইচ্ছা আছে যে, তুমি জয় ক'রে, জয়ের ব্যবহার জান কি না?

সেকন্দর। কি—পুরু! তোমার দর্প এখনও চূর্ণ হয়নি? এখনও তুমি নত হ'লে না? এখনও তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন কত্তে সাহস কচ্চ? এখন মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন তুমি আমার কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা কত্তে পার?

পুরু। তোমার কাছ থেকে আর আমি অন্য কিছুই প্রত্যাশা করিনে।

সেকন্দর। তোমার এখন শেষ দশা উপস্থিত, এখন তোমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত কর,—কিরূপ মৃত্যু তোমার অভিপ্রেত?—এই অন্তিমকালে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কত্তে হবে বল?

পুরু। ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেইরূপ মৃত্যু ও রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কত্তে হয়, সেইরূপ ব্যবহার।

সেকন্দর। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তোমার প্রতি আমি রাজার ন্যায়ই ব্যবহার কর্‌ব। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) দেখ, এফেষ্টিয়ন! ওঁর অসি ওঁকে প্রত্যর্পণ কর।

এফেষ্টিয়ন। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(অসি প্রত্যর্পণ)

অম্বালিকা। (দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে) ও কি কচ্চেন মহারাজ! ওঁর হাতে অসি দেবেন না, দেবেন না, এখনি আপনার প্রাণবধ কর্‌বেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি অধীর হবেন না, শত্রুর হস্তে অসি দিতে সেকন্দর শা ভয় করেন না। অসি আমার ক্রীড়াসামগ্রী।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দস্যু নই। আমি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কাহাকেও বধ করিনে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত চিত্তে আমার হাতে অসি অর্পণ করে, যুদ্ধে আহূত না হলে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়, আমি তার প্রতি কখনই আক্রমণ করিনে।

ঐলবিলা। (স্বগত) সেকন্দর শার কি অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। উনি আবার পুরুরাজকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান কর্‌বেন না কি? পুরুরাজ এরূপ দুর্ব্বল শরীরে কি ক'রে যুদ্ধ কর্‌বেন? নিশ্চয় দেখছি, যুদ্ধে হত হবেন। যা হ'ক, বন্দী হয়ে জল্লাদের হাতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধে মরাই ভাল।

পুরু। সেকন্দর! আর কত বিলম্ব আছে? আমি মৃত্যুদণ্ড প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা কচ্চি।

সেকন্দর। পুরুরাজ! তোমার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দিচ্চি, শ্রবণ কর,—তুমি যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছ,—শেষ-কাল পর্য্যন্ত বরাবর সমানরূপে তোমার তেজস্বিতা ও বীরত্ব প্রকাশ করে এসেছ,—এত ভয় প্রদর্শনেও যে তুমি আমার নিকট নত হওনি, এতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি ও বাস্তবিক মনে মনে তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি স্বীকার কচ্চি, তোমার উপর আমি যে জয় লাভ করেছিলেম, তাহা বাস্তবিক জয় নয়। তোমার রাজ্য তুমি ফিরে লও, আমি তা চাইনে। লৌহশৃঙ্খল হ'তে তুমি এখন মুক্ত হ'লে—এখন রাজকুমারী ঐলবিলার সহিত প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে দুজনে সুখে রাজত্ব ভোগ কর; এই একমাত্র কঠিন দণ্ড তোমাকে প্রদান কল্লেম। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমার এইরূপ ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য্য হবেন না। সেকন্দর শা এইরূপেই প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আপনারও মহৎ বংশে জন্ম, আপনি পূর্ব্বের কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে, উদার-ভাবে পুরুরাজের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি!

আমিও আপনার নিকটে এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি যে, যে বীরপুরুষকে আপনি হৃদয় দান করেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ বাস্তবিক মহৎ ও উদার বটে।

পুরু। (সেকন্দরের প্রতি) মহারাজ! আপনার গুণে আমি বশীভূত হলেম! আপনি যেমন স্বীকার কল্লেন, আপনি যে জয় লাভ করেছেন, তা বাস্তবিক জয় নয়, আমিও তেমনি আপনার কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি যে, আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা দেখে আমি অতীব চমৎকৃত হয়েছি। আজ হ'তে আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধুগণের মধ্যে গণ্য করুবেন।

সেকন্দর। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আপনার মুখ এখনও যে ম্লান দেখ্‌ছি? পুরুরাজের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার কল্লেম, তা কি আপনার মনঃপূত হয়নি?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি আর কি বলুব, আমার ভায়ের শোকে আমার হৃদয় অভিভূত হয়ে রয়েছে। যেরূপ উদারতা আপনি প্রকাশ কল্লেন, এ আপনারই উপযুক্ত।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

সেকন্দর। (পুরু ও ঐলবিলার প্রতি) অনেক দিনের বিচ্ছেদের 'পর আপনারা একত্র আবার সম্মিলিত হয়েছেন। এক্ষণে দুজনে নির্জ্জনে আলাপ করুন, আমরা চল্লেম।

[সেকন্দর শা ও সকলের প্রস্থান।

ঐলবিলা। (পুরুর নিকট আসিয়া) পুরুরাজ! আজ আমার কি আনন্দ! এত দিনে আমার হৃদয় পূর্ণ হ'ল।—যত দিন আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি, তত দিন সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখ্‌ছিলেম। আজ যে দিকেই চোখ ফেরাচ্চি,—সকলি মধুময় ব'লে বোধ হচ্চে; চন্দ্র মধু বর্ষণ কচ্চে,—সমীরণ মধু বহন কচ্চে, শত্রুর মুখ থেকেও মধুর বাক্য শুনতে পাচ্চি। আমার চেয়ে এখন আর কেহই সুখী নয়; কিন্তু পুরুরাজ! আপনার মুখ ম্লান দেখ্‌ছি কেন? কি হয়েছে আমাকে বলুন? কি ভাবচেন? চুপ ক'রে রয়েছেন যে? কেন পুরুরাজ! কেন ওরকম করে রয়েছেন?

পুরু। কুহকিনীর বাক্যে আর আমি মুগ্ধ হইনে।

(প্রস্থান করিতে উদ্যত

ঐলবিলা। সে কি পুরুরাজ! কোথায় যান?

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও পুরুর হস্ত ধরিতে উদ্যত)

পুরু। (ঐলবিলার হস্ত ঠেলিয়া ফেলিয়া) মায়াবিনি! আমাকে স্পর্শ করিস্‌ নে।

[পুরুর বেগে প্রস্থান।

ঐলবিলা। "মায়াবিনি, আমাকে স্পর্শ করিস্‌ নে!" এই নিদরুণ বাক্য পুরুরাজের মুখ থেকে কেন আমায় শুনতে হ'ল! এর অর্থ কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে, ও কথা আমাকে তিনি কেন বল্লেন? আমি তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছি? তিনি কি উন্মাদ হয়েছেন? না—তিনি তো বেশ জ্ঞানের সহিত সেকন্দর শার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন। তবে কি সত্যই আমি কোন অপরাধ করেছি? আমি যে হৃদয় মন প্রাণ সকলি তাঁকে সমর্পণ করেছি;—যাঁর অদর্শনে আমি ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ কত্তে পারিনে,—যাঁর সুখে আমার সুখ,—যাঁর দুঃখে আমার দুঃখ,—আমি জেনে শুনে কি তাঁর কোন অপরাধ করব? এ কি কখন সম্ভব? না—আমি তাঁর কোন অপরাধ করিনে। তবে আমি যে তাঁকে বলেছিলেম যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে উত্তেজিত করে দিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুব, সেই কথা রাখ্‌তে পারিনি বলেই কি তিনি আমার উপর রাগ করেছেন? উদাসিনীর হাত দিয়ে তাঁকে যে পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তবে কি তা তিনি পান্‌নি? আমি যে তক্ষশীলের বন্দী হয়েছিলাম, তা কি তিনি তবে জান্‌তে পারেন নি? হায়! প্রথমে যেমন আমার আনন্দ হয়েছিল, এখন তেমনি বিষাদ উপস্থিত। যাই,—আর একবার চেষ্টা করে দেখি। (ক্রন্দন) পুরুরাজের চরণ ধ'রে,—একবার জিজ্ঞাসা করুব, তিনি কি অপরাধে আমাকে অপরাধিনী করেছেন; যাই!—

[ঐলবিলার প্রস্থান।

অম্বালিকার প্রবেশ।

অম্বালিকা। (স্বগত) পুরুরাজকে আমি যে বিষতুল্য পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার কার্য্য দেখ্‌ছি এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। আমি আড়াল থেকে ঐলবিলা ও পুরুরাজের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনেছি। পুরুরাজের মন ওঁর প্রতি দেখ্‌ছি একেবারে চটে গেছে। আমার দ্বারাই এই বিষানল প্রজ্বলিত

হয়েছে। আহা। দুইটি প্রেমিকের হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রেম-গ্রন্থিটি ছিল, আমার কঠোর হস্তই তা ছিন্ন করেছে! তাদের চির-জীবনের সুখ-শান্তি আমিই অপহরণ করেছি, আমার ন্যায় পাপীয়সী পিশাচী জগতে আর কে আছে? যে ভায়ের জন্য আমি এই সমস্ত পাপাচরণ কল্লেম, সে ভাইও নির্দ্দয় হ'য়ে আমার নিকট হতে চলে গেল। এখন আর কার জন্য এই দুঃসহ পাপভার বহন করি? আর সহ্য হয় না, আমার হৃদয়ে নরক-জ্বালা দিবানিশি জ্বল্‌ছে।

সেকন্দর শার প্রবেশ।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমাকে বিদায় দিন, আমার সমস্ত সৈন্যগণ সজ্জিত হয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা কচ্চে। গঙ্গানদী-কূলবর্ত্তী প্রদেশগুলি জয় কর্‌বার জন্য আমায় এখনি যাত্রা কত্তে হবে। যুদ্ধ থেকে যদি ফিরে আস্‌তে পারি, তা হলে আবার হয় তো দেখা হবে। আপনি তত দিন এখানে সুখে রাজত্ব করুন, এই আমার মনের একমাত্র বাসনা।

অম্বালিকা। রাজকুমার! এই হতভাগিনীকে ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? আমার আর কেহই নেই, আমি রাজ্য চাইনে, ঐশ্বর্য্য চাইনে, আমি আপনাকেই চাই। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব। পূর্ব্বে যখন আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে বলেছিলেন, তখন আমি সম্মত হইনি, কেন না, আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি তখন কিছুই কত্তে পাত্তেম না। এখন যখন আমার ভাই নেই, তখন আমার আর কেউই নেই! (ক্রন্দন) এখন আপনিই আমার ভাই, বন্ধু, স্বামী, সর্ব্বস্ব।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় কোমল পুষ্প কি পথের ক্লেশ, যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লেশ সহ্য কত্তে পার্‌বে?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার সঙ্গে আমি সকল ক্লেশ, সকল বিপদ সহ্য কত্তে পার্‌ব। অরণ্যে যান,—মরুভূমে যান,—সমুদ্রে যান,—পর্ব্বতে যান,—যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আপনার সঙ্গে আমি কোন স্থানে যেতে ভয় কর্‌ব না।

(নেপথ্যে—একবার বাদ্যোদ্যম ও সৈন্য-কোলাহল)

সেকন্দর। রাজকুমারি! ঐ শোন, সৈন্যগণ প্রস্তুত হয়েছে। আমি আর বিলম্ব কত্তে পারিনে; ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে আপনাকে কেমন করে নিয়ে যাই। আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

অম্বালিকা। (সেকন্দর শার পদতলে পড়িয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে) রাজকুমার! এ অধীনীকে ত্যাগ কর্‌বেন না। এখন আপনিই আমার ভগ্ন হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন,—আপনিই এখন আমার আশা ভরসা সকলি। আমাকে ছেড়ে গেলে, আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ কত্তে পার্‌ব না।

সেকন্দর। ও কি রাজকুমারি! উঠুন,—ক্রন্দন কর্‌বেন না। (স্বগত) আমি যে এমন পাষাণ-হৃদয়, ওঁর ক্রন্দন শুনে আমারও হৃদয় বিগলিত হয়ে যাচ্চে। যাওয়া যাক্‌—আর এখানে থাকা নয়, এখনও অনেক দেশ জয় কত্তে বাকি আছে।

(একজন সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। মহারাজ! সৈন্যগণ সকলি প্রস্তুত, আপনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা কচ্চি, যাত্রার শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

[সেনাপতির প্রস্থান।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

[সেকন্দর শার প্রস্থান।

অম্বালিকা। (দণ্ডায়মান হইয়া সতৃষ্ণ-লোচনে একদৃষ্টে তাঁহার পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া) সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করে গেলেন? আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? আর একবার এসে আমাকে দেখা দিন,—এই শেষ বিদায়, আর আমি আপনাকে ধরে রাখব না। অধীনীর কথা রাখলেন না?—চলে—গেলেন? (সেকন্দর শা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে নিরাশ হইয়া) হা——নিষ্ঠুর!——নিষ্ঠুর!——নিষ্ঠুর——পুরুষজাতি——

[অবসন্ন হইয়া পতন।

(কিয়ৎকাল পরে) হা সেকন্দর শা! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমি শেষ বিদায় নেবার জন্য তোমাকে এত ডাক্‌লেম, তুমি কি না একবার ফিরেও তাকালে না?

(কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া পরে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গান)

রাগিণী জংলা-ঝিঁঝিট,—তাল আড়াঠেকা।

আগে করিয়া যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেমফাঁশি গলে দিয়ে বধিলে জীবন॥

ভাল ভাল ভাল হল, দু-দিনে সব জানা গেল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ ॥——

সেকন্দর শা! তোমার জন্য আমি দেশকে বলিদান দিলেম, বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ কল্লেম, শেষে তুমি কি না আমাকে এখানে ত্যাগ করে গেলে? আমার ভাই গেল, বন্ধু গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, এখন আমি শূন্য সিংহাসন নিয়ে কি করব? দেশ-বিদেশে আমার কলঙ্ক রটে গেছে, এখন আমি কি করে ক্ষত্রিয়গণের নিকট, আমার প্রজাগণের নিকট মুখ দেখাব?—হা! প্রেমই রমণীর জীবন। আমার যখন প্রেম গেছে, তখন আমার সকলি গেছে। এখন আমি সকলই শূন্যময় দেখ্‌ছি। কেন বিধাতা আমাদিগকে এরূপ সৃষ্টি কল্লেন? আমরা ভালবাসি, ভালবেসে প্রাণ যায়, তবু ভালবাস্‌তে ছাড়িনে।—না, আর আমি এখন কিছুই চাইনে, এখন সন্ন্যাসিনী হয়ে দেশবিদেশ পর্য্যটন ক'রে কাল কাটাব। ভালবাসা জন্মের মত ভুলে যাব।

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী,—তাল আড়াঠেকা।

"যাবত জীবন রবে কারে ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হল, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভাল বাসে না॥"

আমি যেমন দুইটি প্রেমিকের সুকোমল প্রেম-বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়েছি, বিধাতাও তেমনি আমার হৃদয়ের প্রেমকুসুম শুষ্ক ক'রে আমার পাপের উচিত প্রতিফল দিলেন। বিধাতঃ! এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট হও নি? এখনও কেন আমার হৃদয়কে নরক-জ্বালায় দগ্ধ কচ্চ? বল, আমি কি ক'রে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব?—উঃ! আর সহ্য হয় না। যাই, পুরুরাজ যেখানেই থাকুন, তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে বলি, তা হলেও হৃদয়ের ভার অনেকটা কমে যাবে। যাই,——

[অম্বালিকার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পুরুরাজের শিবির-পার্শ্বস্থ আম্রবন।

নিশীথসময়—গগনমধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান।

পুরুর প্রবেশ।

পুরু। (গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া সঞ্চরণ করিতে করিতে) হায়! এমন পূর্ণিমার চন্দ্র সমুদিত—কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন তীব্র বিষকিরণ বর্ষণ কচ্চে। সুখ আমার হৃদয় থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়েছে; প্রকৃতির এরূপ স্নিগ্ধ ভাব আর আমার এখন ভাল লাগ্‌চে না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে গগন আচ্ছন্ন হয়ে যাক্,—মেঘের গর্জ্জনে দিগ্বিদিক কম্পমান হোক্—মুহুর্মুহু ভীষণ বজ্রপাত হোক্,—প্রলয় ঝড়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাক, তা হলে প্রকৃতির সঙ্গে আমার মনের কিছু সামঞ্জস্য হবে। এখন আমার মনে হচ্চে, যেন আমার দুঃখে সকলেই হাস্‌ছে—চন্দ্রমা হাস্‌ছেন,—চন্দ্রের হাস্যে সমস্ত প্রকৃতিই হাস্‌ছে। হায়! আমার এখন আর কিছুই ভাল লাগচে না; রণক্ষেত্রে যদি আমার প্রাণ বহির্গত হ'ত, তা হলে আমার এত যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হ'ত না। কিন্তু কি!—এখনও আমি সেই মায়াবিনীকে বিস্মৃত হ'তে পাল্লেম না? এক জন চপলা রমণীর জন্য বীর পুরুষের হৃদয় অধীর হবে?—ধিক্!—

ও কে ও! সেই মায়াবিনীর মূর্ত্তি না?—হাঁ, সেই তো! আমি যতই ভুল্‌তে চেষ্টা কচ্চি, ততই কি বিধাতা আমাকে ওকে ভুল্‌তে দেবেন না? এখানে আবার কি কত্তে আস্‌ছে?

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (স্বগত) পুরুরাজ কোথায় গেলেন? তাঁকে শিবিরে তো দেখ্‌তে পেলেম না; শুন্‌লেম, তিনি আম্রবনে আছেন। তা কৈ?—এখানেও তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে। শশাঙ্ক! তুমি সাক্ষী;—বল, তোমার ন্যায় আমার হৃদয়ে কি কোন কলঙ্কের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চ? তবে কেন পুরুরাজ আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হয়েছেন? কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে একবার আমি জিজ্ঞাসা করব, তিনি কেন "মায়াবিনী" "কুহকিনী" ব'লে আমাকে

ঘৃণা কচ্চেন ?—গাছের আড়ালে ও কে ? পুরুরাজ না ? হাঁ, তিনিই তো। আমি তো কোন দোষ করিনি,—তবু ওঁকে দেখে আজ আমার বুকটা কেন কেঁপে উঠলো ?

(অগ্রসর হইয়া পুরুর নিকট গমন)

(প্রকাশ্যে) পুরুরাজ !—

পুরু। মায়াবিনি, আবার এখানে ?

ঐলবিলা। পুরুরাজ !——

পুরু। ভুজঙ্গিনি ! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।

ঐলবিলা। পুরুরাজ ! বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি ? আমাকে বিনা অপরাধে কেন দোষী কচ্চেন ? (ক্রন্দন) বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি ? (চরণে পতন)

পুরু। তক্ষশীলকে যে পত্র লেখা হয়েছিল, তা কি আমি জান্‌তে পারিনে ?

ঐলবিলা। (চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান) কি ? —আমি তক্ষশীলকে—পত্র !—ঈশ্বর সাক্ষী। আমি আমার আত্মাকে স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, আমি তক্ষশীলকে কোন পত্র লিখিনে, বরং একজন উদাসিনীর হাত দিয়ে আপনার নিকটই একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেম। আমি যে তক্ষশীলের শিবিরে বন্দী হয়েছিলেম, সেই সংবাদটি তাতে ছিল।

পুরু। মিথ্যাবাদিনীর, কলঙ্কিনীর কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

ঐলবিলা। কি !—মিথ্যাবাদিনী ?—কলঙ্কিনী ? —তবে আর না—আর আমি কোন কথা কব না—যা আমার বলবার ছিল, তা আমি বলেছি। আমার কথায় যদি না বিশ্বাস হয়,—যদি কলঙ্কিনী ব'লে আমাকে মনে করে থাকেন, তা হলে আর বিলম্ব কর্‌বেন না, আপনার অসি দিয়ে এখনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করুন। (ক্রন্দন) আপনার কাছে আমার এই শেষ ভিক্ষা। আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না ; বিলম্ব কর্‌বেন না ; পুরুরাজ, আমার দোষের সমুচিত প্রতিফল দিন।

পুরু। (গম্ভীর স্বরে) স্ত্রীলোককে বধ ক'রে আমার অসিকে কলুষিত কত্তে চাইনে।

ঐলবিলা। (করুণস্বরে) আচ্ছা, আপনি না পারেন, আমি স্বয়ং আমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্চি,—হৃদয়ে যদি কোন পাপ লুকায়িত থাকে, তা হলে আপনি স্পষ্ট পাঠ কত্তে পার্‌বেন। (ছুরিকা নির্গত করিয়া) শশাঙ্ক ! তুমিই সাক্ষী, বনদেবি ! তুমিই সাক্ষী, অন্তর্যামী পুরুষ ! তুমিই সাক্ষী। আমি নির্দ্দোষী হয়ে প্রাণত্যাগ কচ্চি। আমি পুরুরাজকে মার্জ্জনা কল্লেম। জগদীশ্বরও যেন তাঁকে মার্জ্জনা করেন।

(হৃদয়ে বসাইবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন)

অম্বালিকা। (আলুলায়িতকেশে সন্ন্যাসিনীবেশে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ঐলবিলার হস্ত ধারণ করত) ক্ষান্ত হোন্ ! ক্ষান্ত হোন্ !

ঐলবিলা। (ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া পশ্চাতে নিরীক্ষণ করত চমকিয়া দণ্ডায়মান ও হস্ত হইতে ছুরিকা পতন) এ কি ! বনদেবী না কি ?—(কিয়ৎকাল পরেই চিনিতে পারিয়া) রাজকুমারী অম্বালিকা ? আপনি এ সময়ে এসে আমাকে কেন ব্যাঘাত দিলেন ?

অম্বালিকা। (পুরুরাজের প্রতি) রাজকুমার ! রাজকুমারী ঐলবিলার কোন দোষ নেই, উনি নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষীর প্রতি কেন মিথ্যা দোষারোপ কচ্চেন ? যে বাস্তবিক দোষী, সে আপনার নিকট উপস্থিত, আমাকে বধ করুন।

পুরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি রাজকুমারি ! আপনি এরূপ প্রলাপবাক্য বল্‌ছেন কেন ? আপনাকে উন্মাদিনীর ন্যায় দেখ্‌ছি কেন ? আপনার এ বেশ কেন ? আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন ?

অম্বালিকা। রাজকুমার ! আমি উন্মাদিনী নই, আমি দুশ্চারিণী, আমি পাপীয়সী, আমি পিশাচিনী। আপনি আমাকে বধ করুন। আমিই একখানি পত্র স্বহস্তে লিখে, মিথ্যা করে রাণী ঐলবিলার নাম স্বাক্ষরিত করে, আমার ভায়ের শিরোনামা দিয়ে, আপনার নিকট পাঠিয়েছিলেম। এই দেখুন আমি সেই পত্র এনেছি।

(পুরুকে পত্র প্রদান)

পুরু। (পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) কি ! রাজকুমারি ! এ লেখা তবে কি আপনার ? (স্বগত) কি ! তবে কি আমি প্রতারিত হয়েছি ?

অম্বালিকা। রাজকুমার ! রাণী ঐলবিলার ন্যায় এক-নিষ্ঠা সতী আমি আর কোথাও দেখিনি। রাজা তক্ষশীল ওর মন আকর্ষণ করবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। অবশেষে অন্য কোন উপায় আমরা না

দেখে, এইরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন কত্তে বাধ্য হয়েছিলেম। আপনাদের নিকট এখন সমস্ত প্রকাশ করে আমার মনের ভার অনেক লাঘব হ'ল। এখন আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন,—আমি তা অনায়াসেই সহ্য করব।

পুরু। (স্বগত) এর কথা কি সত্য? সত্য বলে তো অনেকটা বোধ হচ্চে। কিন্তু এখনও——

উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ।

পুরু। এ আবার কে? এরও যে উদাসিনীর বেশ দেখছি।

উদাসিনী। (ঐলবিলার প্রতি) এই যে, রাজকুমারী দেখ্‌ছি কারাগার হতে মুক্ত হয়ে এসেছেন। তবে এ পত্র পুরুরাজকে দেবার বোধ করি আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি তাঁর শিবিরে গিয়েছিলেম, কিন্তু সেখানে তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না। শুন্‌লেম, তিনি এইখানেই আছেন। কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনিনে।

পুরু। (উদাসিনীর প্রতি) এই যে আমি এখানে আছি, কি পত্র এনেছ, আমাকে দেও।

উদাসিনী। আপনি মহারাজ পুরু? আপনি যবনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?—আশীর্ব্বাদ করি, আপনি চিরজীবী হউন। এই পত্র নিন, (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! এখানকার কার্য্য আমার হয়ে গেল। (পুরুকে পত্র প্রদান) আমি চল্লেম। শুন্‌চি যবনগণ গঙ্গাকূলবর্ত্তী-দেশ-সকল জয় কর্‌বার জন্য যাত্রা কচ্চে। যাই,—আমি তাদের আগে গিয়ে রাজা নন্দকে সতর্ক ক'রে দিয়ে আসি; রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

[“জয় ভারতের জয়”—গান করিতে করিতে উদাসিনীর প্রস্থান।

পুরু। (পত্র পাঠ)

পত্র।

পুরুরাজ! তক্ষশীলের শিবিরে আমি বন্দী হয়েছি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আর কোন উপায় দেখ্‌ছি নে। সেকন্দর শাকে জয় করে আমাকে শীঘ্র এখান থেকে উদ্ধার করুন। চাতকিনীর ন্যায় আপনার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ঐলবিলা।——

পুরু। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) এখন আমার সকল সংশয় দূর হয়ে গেল। আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কি নিষ্ঠুর!—আমি কি মূঢ়!—আমি রাজকুমারী ঐলবিলার নির্ম্মল চরিত্রে সন্দেহ করেছিলাম? (নিকটে আসিয়া ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! আপনার পবিত্র মুখের দিকে আর চাইতে আমার ভরসা হয় না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি,—আমি অত্যন্ত অপরাধী হয়েছি,—আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার যে কি মোহ হয়েছিল, তা আমি বল্‌তে পারিনে। আমি যে কত কটু-বাক্য আপনার প্রতি প্রয়োগ করেছি, কত আপনার মনে দুঃখ দিয়েছি, তা স্মরণ ক'রে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। বলুন, আপনি আমাকে মার্জ্জনা কল্লেন,—মনের সহিত মার্জ্জনা কল্লেন, না হলে এই দণ্ডে আপনার পদতলে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সহজেই আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হ'তে পারে আপনি আর সে বিষয় কিছু মনে কর্‌বেন না। আমি আপনাকে মনের সহিত মার্জ্জনা কল্লেম।

পুরু। আ—এখন আমা অপেক্ষা সুখী আর কেহই নাই। (অম্বালিকার প্রতি) আমিও আপনাকে মার্জ্জনা কল্লেম। আজ আপনারই প্রসাদে সংসারকে আর শ্মশানময় দেখ্‌তে হোলো না।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) আজ হ'তে আমি আপনাকে আমার ভগ্নির ন্যায় জ্ঞান কল্লেম।

পুরু। অনেক রাত্রি হ'য়ে গেছে, এখন আর এ বনে কেন? চলুন, আমরা এখান থেকে সকলেই প্রস্থান করি।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

অশ্রুমতী নাটক

"There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pertap,—some briliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylæ of Mewar; the field of Deweir her Marathon."

Tod's Rajasthan.

পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটক প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত

উৎসর্গ-পত্র

ভাই রবি

তুমি অশ্রুমতীকে দ্যাখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে, তা হ'লে আমি সুখী হব।

৯ই শ্রাবণ
১৮০১ শক

তোমার—
দাদা

পাত্রগণ

প্রতাপসিংহ	মেবারের রাণা।
অমরসিংহ	প্রতাপসিংহের পুত্র।
আক্‌বরশা	মোগল সম্রাট।
সুল্‌তান সেলিম	আক্‌বরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী (ভাবী জেহাঙ্গীর)।
মানসিংহ	অম্বরের (জয়পুর) রাজা ও আক্‌বরের সেনাপতি।
ফরিদখাঁ	একজন সামান্য সেনানায়ক।
ভামশা	প্রতাপসিংহের মন্ত্রী।
ঝালাপতি	প্রতাপসিংহের একজন মিত্র রাজা।
মল্লু	ভীল-পতি।
শক্তসিংহ	প্রতাপসিংহের ভ্রাতা।
পৃথ্বীরাজ সিংহ	বিকানেরের রাজকুমার (আক্‌বরের বন্দী)।
উদয়সিংহ ও অন্যান্য পতিত রাজপুতগণ	উদয়সিংহ মারোয়ারের রাজা।
মহব্বৎখাঁ	আক্‌বরের একজন সেনাপতি।

ভীলগণ, মুসলমান ও রাজপুত রক্ষকগণ, পুরোহিত, বৈদ্য, দূত ইত্যাদি।

পাত্রীগণ

রাজমহিষী	প্রতাপসিংহের স্ত্রী।
অশ্রুমতী	প্রতাপসিংহের দুহিতা।
মলিনা	অশ্রুমতীর সখী।
ছায়া	মল্লুর দুহিতা।

অশ্রুমতী নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়-সাগরের তীরস্থ ভূমি।

(খাদ্যসামগ্রী সজ্জীভূত)

প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ, মন্ত্রী ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! মানসিংহের ভোজনের সমস্ত আয়োজন আছে তো?

মন্ত্রী। ঐ দেখুন মহারাজ! সমস্তই প্রস্তুত—কেবল তাঁর আগমনের অপেক্ষা। পরিবেশনের সময় কি মহারাজ উপস্থিত থাক্‌বেন?

প্রতাপ। কি বল্লে মন্ত্রি? যে ক্ষত্রিয়াধম মুসলমানের হস্তে আপনার ভগিনীকে সম্প্রদান করেছে, তার পরিবেশনে সূর্য্যবংশীয় মেবারের রাণা উপস্থিত থাক্‌বে?

মন্ত্রী। মহারাজ! আতিথ্য-সৎকার মহৎ ধর্ম্ম, ইহার ত্রুটি হলে অপযশের সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ তিনি অনাহূত অতিথি।

প্রতাপ। আথিত্য-সৎকার যে মহৎ ধর্ম্ম, তা আমি জানি—সাধ্যমত আমি তার ত্রুটি কর্‌ব না। আমার পুত্র অমরসিংহ উপস্থিত থাক্‌বেন। এতদূর নীচতা যে স্বীকার কচ্চি—সে-ও কেবল আতিথ্য-ধর্ম্মের অনুরোধে, নচেৎ, যে নরাধম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেছে, তার আমি মুখ-দর্শন কর্ত্তেম না।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজের জয় হোক্‌!—অম্বরের রাজা মানসিংহ এসেছেন :

প্রতাপ। আচ্ছা, তাঁকে নিয়ে এস।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[রক্ষকের প্রস্থান।

প্রতাপ। (মন্ত্রী ও অমরসিংহের প্রতি) আমি একটু অন্তরালে থাকব। তোমরা তাঁর অভ্যর্থনা কোরো। আমি চল্লেম।

মন্ত্রী ও অমরসিংহ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(একদিক্ দিয়া প্রতাপসিংহের প্রস্থান ও অন্য দিক্ দিয়া ২। ৪ জন রক্ষকের সহিত মানসিংহের প্রবেশ)

মন্ত্রী ও অমরসিংহ। আস্‌তে আজ্ঞা হোক মহারাজ! আহার-সামগ্রী প্রস্তুত।

মানসিংহ। আপনাদের আতিথ্যে চরিতার্থ হলেম।

(আহারে উপবেশন।)

সোলাপুর হতে বরাবর আস্‌চি—যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়া গেছে।

মন্ত্রী। তা হবেই তো।—যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়ী হল মহারাজ?

মানসিংহ। যে পক্ষে মানসিংহ, যে পক্ষে মোগল সম্রাট্, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?

(নেপথ্য হইতে গম্ভীর স্বরে—)

"কি!—যে পক্ষে মানসিংহ—যে পক্ষে মোগল সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?"

মানসিংহ। (অন্ন-দেবকে দুই চারিটি অন্ন দিয়া আহারে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময়ে নেপথ্য-নিঃসৃত বাক্যশ্রবণে চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত স্বগত) এ কি! এখানে তো আর কেহই নাই—কে উপহাসচ্ছলে আমার বাক্যের প্রতিধ্বনি কর্‌লে?—উদয়-সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি আমাকে ভর্ৎসনা কল্লেন? আমি ভীষণ ব্যাঘ্রের বাস-গহ্বরে গিয়ে ব্যাঘ্রশাবক হরণ করে এনেছি—বজ্রনাদী কামানের মুখে গিয়া শত্রুসৈন্য ধ্বংস করেছি—কই কখনও তো আমার হৃদয় কাঁপেনি—কিন্তু ঐ

প্রতিধ্বনি শুনে কেন এরূপ হ'ল ?—রাজপুত হয়ে মোগলের দাসত্ব ?—তাতে আমার দোষ কি ?—সে অদৃষ্ট। যখন একবার দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখন ভাল করেই দাসত্বব্রত পালন করব।

(নেপথ্য হ'তে)

"কি! যে পক্ষে মানসিংহ—যে পক্ষে মোগল সম্রাট—সে পক্ষ ভিন্ন কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা ?" (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত) কোথা থেকে এ আওয়াজ আস্চে ?

অমরসিংহ। মহারাজ! আহারে প্রবৃত্ত হোন্।—

মানসিংহ। আমি লোকাচার বিস্মৃত হয়েছিলেম —ভাল কথা, রাণা প্রতাপসিংহ কোথায় ?—তিনি পরিবেশন কর্‌তে আস্‌বেন না ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা—মহারাজের শিরঃপীড়া হওয়ায়—

মান। মন্ত্রিবর, ক্ষান্ত হোন্—রাণাকে বলবেন, আমি তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ বুঝতে পেরেছি—কিন্তু এ ভুল আর সংশোধন হবার নয়—তিনি পরিবেশন না কর্‌লে আমি অন্ন গ্রহণ কর্‌ব না। আমি উঠ্‌লেম।

মন্ত্রী। হাঁ হাঁ মহারাজ! করেন কি!———

প্রতাপসিংহের প্রবেশ।

প্রতাপ। মন্ত্রি! মিথ্যা ছলের প্রয়োজন নাই ———মহারাজ মানসিংহ! মার্জ্জনা কর্‌বেন—যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, যে বোধ হয় এমন কি তুর্কের সহিত একত্র ভোজন করেছে, তার সহিত সূর্য্যবংশীয় রাণা একত্র কখনই আহারস্থানে উপবেশন কর্‌তে পারে না।

মান। মহারাজ প্রতাপসিংহ!—আপনার গৌরব বর্দ্ধন কর্‌বার জন্যই তুর্ককে ভগ্নী, কন্যা, অর্পণ করে আমাদের নিজ গৌরব বিসর্জ্জন করেছি সত্য, কিন্তু চিরকাল বিপদের ক্রোড়ে বাস করাই যদি আপনার মনোগত সঙ্কল্প হয়,তো সে সংকল্প আপনার সিদ্ধ হোক্—আমি এই কথা বলে যাচ্চি—আপনি এ প্রদেশে বহুদিন তিষ্ঠিতে পার্‌বেন না। কে আছিস্—শীঘ্র আমার ঘোড়া——

প্রতাপ। দেখুন মহারাজ মানসিংহ! আমি বরঞ্চ পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে, অনাহারে ভ্রমণ করে বেড়াব, সকল প্রকার বিপদকে অসঙ্কোচে আলিঙ্গন কর্‌ব, অদৃষ্টের সকল অত্যাচারই অনায়াসে অক্লেশে সহ্য কর্‌ব, তথাপি তুর্কের দাসত্ব কখনই স্বীকার কর্‌ব না। আপনিই না বল্‌ছিলেন—"যে পক্ষে মানসিংহ—যে পক্ষে মোগল সম্রাট্—সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা ?"——তুর্কের লবণ-ভোজী দাসের উপযুক্ত কথাই বটে!

মান। হাঁ মহারাজ! আমি তুর্ক-সম্রাটের একজন নিতান্ত অনুগত দাস বলে 'আপনার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র লজ্জিত নই—আর কার্য্যেও শীঘ্রই সে দাসত্বের পরিচয় পাবেন। (বেগে গমন ও রঙ্গভূমির দ্বারদেশে আসিয়া পুনর্ব্বার প্রতাপসিংহের দিকে মুখ ফিরাইয়া)—রাণা প্রতাপসিংহ! তোমার যদি অহঙ্কার চূর্ণ কর্‌তে না পারি, তো আমার নাম মানসিংহ নয়———

প্রতাপ। কি! মানসিংহ তুমি, তুমি আমার অহঙ্কার চূর্ণ কর্‌বে ? বাপ্পারাওর বীর-রক্ত, সর্ব্বলোক-পূজনীয় রামচন্দ্রের অকলঙ্কিত রক্ত, যে ধমনীতে বহমান, তার অহঙ্কার চূর্ণ করা কি দাসব্রতে রত, পতিত, মান-ভ্রষ্ট মানসিংহের কর্ম্ম ?

মানসিংহ। সে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেখা যাবে।

প্রতাপ। বড় সুখী হব যদি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হয়।

[মানসিংহের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (রক্ষকগণের প্রতি) দেখ, এই স্থান কলঙ্কিত হয়েছে—গঙ্গাজলের ছড়া দাও—এস আমরা সকলে স্নান ক'রে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে ফেলি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কমলমেরু-গিরি-দুর্গস্থ প্রাসাদ-শালা

প্রতাপ, মন্ত্রী ও কতিপয় মিত্ররাজ আসীন।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনাকে চিন্তাযুক্ত দেখ্‌ছি কেন ?

প্রতাপ। দেখ মন্ত্রি—পূজনীয় সঙ্গরাণা ও আমি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যদি আর কেহই না থাক্‌ত—যদি উদয়সিংহের অস্তিত্বমাত্র না থাক্‌ত—তা হ'লে কখনই তুর্কেরা রাজস্থানের পবিত্র বক্ষে পদার্পণ কর্ত্তে পার্‌ত না।

মন্ত্রী। তা সত্য মহারাজ!

প্রতাপ। তিনিই চিতোরের বিজয়-লক্ষ্মীকে তুর্কের হস্তে বিসর্জ্জন দিয়েছেন—হা! সে চিতোর এখন বিধবা—স্বাধীনতার জন্মভূমি—বীরের জননী—সেই চিতোর এখন বিধবা! (উত্থান করিয়া ও কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) রাজপুতগণ!—তরবাল হস্তে এস আমরা সকলে শপথ করি—যত দিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি—তত দিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করব না—রজত ও কাঞ্চনপাত্র সকল দূরে নিক্ষেপ ক'রে তার পরিবর্ত্তে বৃক্ষ-পত্র ব্যবহার করব—আমাদের শ্মশ্রুতে আর ক্ষুর-স্পর্শ করব না—আর শুষ্ক তৃণ-শয্যায় আমরা শয়ন করব।

অন্য রাজপুতগণ। এই তরবারি-স্পর্শে আমরা শপথ করলেম—তার অন্যথা হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! মারবারের রাজা, অম্বরের রাজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সকল রাজাই তুর্কের নিকট আপনার কন্যা-ভগিনী বিক্রয় করেছে—কেবল এই দশহাজার রাজপুত পর্ব্বতের ন্যায় অটল আছেন।

প্রতাপ। সে ক্ষত্রিয়াধমদের নাম মুখেও এন না—তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। দেখ মন্ত্রি, এইরূপ ঘোষণা করে দেও যে, আজ থেকে, কি যুদ্ধ-যাত্রায় কি বিবাহ-যাত্রায় বিজয়-দুন্দুভি অগ্রবর্ত্তী না হয়ে যেন পশ্চাতে থাকে। আরও, সমস্ত প্রজাদের নিকট এই ঘোষণা প্রচার কর, যত দিন চিতোর উদ্ধার না হয়, তত দিন যেন তারা অবিলম্বে মেবারের সমভূমি পরিত্যাগ করে এই সকল পর্ব্বত-প্রদেশে এসে বাস করে। বুনাস্ ও বেরিস নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত উর্ব্বর প্রদেশ যেন অরণ্যে পরিণত হয়। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শিবা যেন দিবসেই সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে——রাজপথ সকল তৃণাচ্ছাদিত হয়ে যেন একবারে বিলুপ্ত-চিহ্ন হয়, ও সেখানে যেন ভীষণ বিষাক্ত সর্প-সকল নিরন্তর ফণা বিস্তার করে থাকে। নন্দন-কানন মরুভূমিতে পণিত হোক্, জনপূর্ণ লোকালয় শ্মশানে পরিণত হোক্, দীপমালা-উজ্জ্বলিত নগর উপ-নগর দীপশূন্য হোক, শত্রুর চির-আশা চিরকালের জন্য উন্মূলিত হোক্!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ, আমি এখনি ঘোষণা করে দিচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর প্রাসাদ

আক্‌বর শা—মারোয়ারের রাজা—পৃথ্বীসিংহ প্রভৃতি রাজপুতগণ ও মহব্বৎ খাঁ আসীন।

রক্ষকের প্রবেশ।

আকবর। রাজপুত—বীরগণ! তোমরাই আমার রাজ্যের স্তম্ভ ও অলঙ্কার-স্বরূপ।

মাড়োয়ারের রাজা। সে বাদশার অনুগ্রহ।

রক্ষক। হুজুর—মহারাজ মানসিংহ দ্বারে উপস্থিত।

আকবর। তিনি আসুন।

মানসিংহের প্রবেশ।

আকবর। (অল্প উত্থান করিয়া মানসিংহের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত) এই রাজপুত-বীরের বাহুবলে আমি অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করেছি।

মান। সে বাদশার প্রতাপে—এ দাসের বাহু-বলে নয়।

আকবর। মহারাজ মানসিংহ! সোলাপুরের খবর কি?

মান। শাহেন্-শার শ্রীচরণ-প্রসাদে যুদ্ধে জয়-লাভ হয়েছে:

আকবর। আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম। কিন্তু আশ্চর্য্য হলেম না—কারণ, আমি বিলক্ষণ জানি, যেখানে মাননিংহ, সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী—কিন্তু মহারাজ মানসিংহ, তোমাকে আজ ম্লান দেখছি কেন?—যুদ্ধে জয়লাভ করে কোথায় উৎফুল্ল হবে. না বিষণ্ণ?

মান। শাহেন শা, বিষাদের কারণ আছে। মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ আমাকে অত্যন্ত অপমান করেছে!

আকবর। কি! মানসিংহের অপমান?

মান। শাহেন্ শা! আমি সোলাপুর থেকে আস্‌বার সময় রাণাকে বলে পাঠিয়েছিলেম যে, আমি উদয়-সাগরের তীরে তাঁর আতিথ্য করব, কিন্তু তিনি ভোজনের সময় স্বয়ং না এসে তাঁর পুত্রকে পাঠালেন—আর এতদূর স্পর্দ্ধা, তিনি নিজে এসে

বল্লেন—যে, "যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে,তার সঙ্গে সূর্য্যবংশীয় রাণা কখনই একত্র আহার-স্থানে উপবেশন করতে পারে না।"

আকবর। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা?—মহারাজ মানসিংহের অপমান? এখনি, মহারাজ, সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত ক'রে সেই গর্ব্বিত বর্ব্বরকে সমুচিত শিক্ষা দাও——আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করো না——যাও——

মান। শাহেন শা—আমি তাঁকে এই কথা বলে এসেছি, "আমি যদি তাঁর দর্প চূর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম মানসিংহ নয়।"

আকবর। মানসিংহের উপযুক্ত কথাই হয়েছে।

উদয়। বাদশাহের ঘরে বিবাহ দেওয়া তো পরম সৌভাগ্য প্রতাপ আমাদের চেয়ে বড় কিসে?—কুলে, শীলে, মানে, ঐশ্বর্য্যে, কিসে বড়—যে তাঁর এত অহঙ্কার?——

অন্যান্য পতিত রাজপুত। ওঃ, ভারি অহঙ্কার দেখ্‌চি।

আক্‌বর। দেখো, মহারাজ, শীঘ্রই সে অহঙ্কার চূর্ণ হবে——শীঘ্রই তাঁর রাজ্য ছারখার হবে শীঘ্রই তাঁকে আমার সিংহসন-সমীপে নতশির দেখ্‌বে। মহারাজ মানসিংহ—মহব্বত খাঁ!—এখনি সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত কর। এ ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার যাবার প্রয়োজন নাই—আমার পুত্র সেলিম গেলেই যথেষ্ট হবে।

মানসিংহ ও মহব্বৎ খাঁ। যে আজ্ঞা—আমরা সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত কত্তে চল্লেম।

[মানসিংহের প্রস্থান

আক্‌বর। (স্বগত) রাজপুতদিগের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমাদের সিংহাসন অটল করব মনে করেছিলেম—আমার সে রাজনৈতিক অভিসন্ধি অনেক পরিমাণে সিদ্ধও হয়েছে—কিন্তু প্রতাপসিংহ দেখ্‌ছি সেই সব পুরাতন হিন্দু কুসংস্কার আবার উদ্দীপন করে দিচ্চেন, আবার সেই চিরন্তন জাতি-বৈরিতা উত্তেজিত করে দিচ্চেন। তাঁকে দমন না করলে আমার এই রাজনৈতিক অভিসন্ধি একেবারে বিফল হবে। (প্রকাশ্যে) চল—চল—আমি সৈন্যদের স্বয়ং পরিদর্শন করব।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মেবারের সমভূমি-প্রদেশস্থ একটি গ্রাম।

গ্রাম্যদিগের কুটীর এবং গ্রাম্য পথ।

দুই জন গ্রাম্য ভদ্রলোকের প্রবেশ।

১ গ্রাম্য। শুনেছেন মহাশয়, আমাদের চাস্‌-বাস্ বাড়ী ঘর-দোর ফেলে পাহাড়ে গিয়ে বাস করতে হবে?

২ গ্রাম্য। হাঁ মশায় শুনেছি। মুসলমানেরা যাতে এই সমস্ত উর্ব্বর প্রদেশ মরুভূমি দেখে ব্যর্থ-মনোরথ হয়, তাই শুন্‌চি রাণা এই হুকুম দিয়েছেন।

১ গ্রাম্য।—রাণার হুকুম শিরোধার্য্য!——তিনি যেখানে যেতে বলবেন, আমরা সেই খানেই যাব—তিনি আমাদের পিতৃতুল্য পূজনীয়।

২ গ্রাম্য। মারবারের রাজা প্রভৃতি সকলেই মুসলমানের নিকট নতশির হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাণা অটল। মৃত্যুকালে উদয়সিংহ জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম অতিক্রম ক'রে তাঁর যে প্রিয়পুত্র জগমলকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেছিলেন, তিনি যদি সিংহাসনে উঠতেন, তা হলে এত দিন কি হত বলা যায় না। উদয়সিংহ যেমন কাপুরুষ, তাঁর প্রিয় পুত্রও যে সেইরূপ হ'ত, তা বেশ বোধ হয়।

১ গ্রাম্য। তবে জগমলের স্থানে কি ক'রে প্রতাপসিংহ সিংহাসনে উঠ্‌লেন?

২ গ্রাম্য। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদয়সিংহের মৃত্যু হলে তাঁর অন্যান্য পুত্র ও সম্ভ্রান্ত কুটুম্বেরা তাঁর অগ্নি-সংস্কার করতে যান—এদিকে উদয়পুরের অভিনব রাজধানীতে জগমল সিংহাসন অধিকার করলেন। এ দিকে তূরী-ভেরী-রব হচ্চে—ভাটেরা জগমলের রাজমহিমা ঘোষণা ক'রে "মহারাজ চিরজীবী হোন্" বলে আশীর্ব্বাদ কচ্চে—ওদিকে উদয়সিংহের মৃত দেহের চতুষ্পার্শ্বে, রাজপুতানার প্রধানদিগের মধ্যে একটা পরামর্শ বসে গেছে। উদয়সিংহ যে শনিগড়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তাঁর গর্ভে প্রতাপসিংহের জন্ম—তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। শনিগড়ার রাজকুমারীর ভাই ঝালোররাও—তাঁর ভাগ্‌নে প্রতাপের স্বত্ব সমর্থন করবার জন্য মেবারের পুরাতন প্রধান মন্ত্রী রাবৎকৃষ্ণকে বল্লেন যে, এ অন্যায় কার্য্যে তিনি কিরূপে সম্মতি দিলেন?

১ গ্রাম্য। তাতে রাবৎকৃষ্ণ কি বল্লেন ?

২ গ্রাম্য। রাবৎকৃষ্ণ বল্লেন যে—রোগী যদি অন্তিম দশায় দুগ্ধপান কত্তে চায়—তো, কেন তাকে বারণ করা ? তোমার ভাগিনেয় প্রতাপসিংহই আমার মনোনীত উত্তরাধিকারী—আমি তাঁরই পক্ষ অবলম্বন কর্‌ব।

১ গ্রাম্য।—তার পর ?

২ গ্রাম্য। তার পর—এদিকে জগমল সভা-গৃহে প্রবেশ করেছেন —ওদিকে প্রতাপসিংহের প্রস্থানের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত—এমন সময় রাবৎকৃষ্ণ ও গোয়ালিয়রের পূর্ব্বতন রাজকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন।

১ গ্রাম্য। রাবৎকৃষ্ণ কি কল্লেন ?

২ গ্রাম্য। জগমলের এক হাত রাবৎকৃষ্ণ ও আর এক হাত গোয়ালিয়ারের রাজকুমার ধ'রে তাঁকে গদি থেকে আস্তে আস্তে নাবিয়ে গদির সামনের এক আসনে বসালেন, আর রাবৎকৃষ্ণ তাঁকে এই কথা বল্লেন যে, "আপনার ভ্রম হয়েছিল মহারাজ, ও আপনার ভ্রাতার আসন।" এই কথা বলেই তিনি দস্তুরমত একটা তরবার মাটীতে তিনবার স্পর্শ ক'রে সেই তরবার প্রতাপসিংহের কোমরে বেঁধে দিলেন—বেঁধে দিয়ে বল্লেন, "মহারাজ প্রতাপসিংহ, আপনিই মেবারের অধিপতি, আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।"

১ গ্রাম্য। আচ্ছা মহাশয়—প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহ না কি নির্ব্বাসিত হয়েছেন ?

২ গ্রাম্য। আজ্ঞে হাঁ, তিনি নির্ব্বাসিত হয়েছেন—তাতে প্রতাপসিংহের একটু অন্যায় হয়েছিল।

১ গ্রাম্য। কিরূপ অন্যায় ?

২ গ্রাম্য। প্রতাপসিংহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পরেই বল্লেন যে,—"আজ 'আহিরিয়া' উৎসব-দিন—পুরাতন প্রথা ভোলা উচিত নয়, এস, আমরা সবাই অশ্বারোহী হয়ে শীকারে বহির্গত হই, ভগবতী গৌরীর নিকট বরাহ-বলি দিয়ে আগামী বৎসরের ফলাফল নির্ণয় করি"—এই ব'লে সবাই শীকারে যাত্রা কল্লেন। শক্তসিংহ সেই সঙ্গে গেলেন।

১ গ্রাম্য। তার পর ?

২ গ্রাম্য। তার পর—শীকার কর্‌তে কর্‌তে দুই ভ্রাতায় বিবাদ উপস্থিত হল—বর্শাঘাতে একটা বরাহ বিদ্ধ হওয়ায় একজন বল্লেন, আমার আঘাতেই বরাহ নিহত হয়েছে—আর এক জন বল্লেন,—আমার আঘাতেই প্রাণত্যাগ করে—এই নিয়ে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হল। প্রতাপসিংহ ক্রোধে অন্ধ হয়ে বল্লেন—দেখ শক্তসিংহ, ঐ বৃহৎ বরাহ বিদ্ধ করা তোমার ন্যায় দুর্ব্বলবাহুর কর্ম্ম নয়। শক্তসিংহ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে বল্লেন—আচ্ছা মহারাজ, কে দুর্ব্বল-বাহু দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার পরীক্ষা হোক্। প্রতাপসিংহ বল্লেন, আচ্ছা এস—

১ গ্রাম্য। কি সর্ব্বনাশ !

২ গ্রাম্য। তার পর—যুদ্ধভূমিতে পরিক্রমণ কর্‌তে কর্‌তে যখন উভয়ই উভয়ের প্রতি বর্শা লক্ষ্য কচ্চেন—এমন সময় রাজ-পুরোহিত তাঁদের উভয়ের মধ্যে গিয়ে বল্লেন—মহারাজ! নিরস্ত হোন্—নিরস্ত হোন্—আমি অনুনয় কচ্চি, বংশ-লক্ষ্মীকে উৎসন্ন দেবেন না—কিন্তু সে কথা কে শুনে—কেহই নিরস্ত হবার নয়—

১ গ্রাম্য। কি আশ্চর্য্য! পুরোহিতের কথাতেও নিরস্ত হলেন না ?

২ গ্রাম্য। তার পর—যখন উভয়ের বর্শা উভয়ের শরীরে সাঙ্ঘাতিক আঘাত দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে—পুরোহিত যখন তা নিবারণের আর কোনও উপায় দেখ্‌তে পেলেন না, তখন তিনি তাঁর ছোরা বের করে আপনার বুকে বসিয়ে যোদ্ধৃদ্বয়ের মধ্যে গিয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌লেন।

১ গ্রাম্য। কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!

২ গ্রাম্য। এই ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হওয়াতে—তাঁরা ক্রোধান্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি যে বর্শা লক্ষ্য করেছিলেন, তা হতে উভয়ই নিরস্ত হলেন——

১ গ্রাম্য। তবু রক্ষে! তার পর মশায় ?

২ গ্রাম্য। তার পর প্রতাপ হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করে বল্লেন, "আমার রাজ্য হতে প্রস্থান কর"—শক্তসিংহ "সময়ে প্রতিশোধ" এই কথাটি মাত্র বলে অভিবাদন-ছলে মস্তক ঈষৎ অবনত করে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কল্লেন।

১ গ্রাম্য। প্রস্থান ক'রে কোথায় গেলেন ?

২ গ্রাম্য। শুনূচি তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য আক্‌বরের আশ্রয় নিয়েছেন।

১ গ্রাম্য। তবেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ। ঘর-শত্রু বিষম শত্রু। বিভীষণের দ্বারাই তো লঙ্কা ছার-খার হয়।

২ গ্রাম্য। তার সন্দেহ কি?

১ গ্রাম্য। যাই হোক্, শক্তসিংহকে দুর্ব্বলবাহু বলায় প্রতাপসিংহের অন্যায় হয়েছিল!

২ গ্রাম্য। অন্যায় হয়েছিল বৈ কি—শক্তসিংহ সাহস ও বীর্য্যে প্রতাপসিংহের তো কোন অংশেই ন্যূন নন। আমি গল্প শুনেছি—যখন শক্তসিংহ অতি শিশু ছিলেন, তখন একজন অস্ত্রকার একটা নূতন ছোরা বিক্রয় করবার জন্য উদয়সিংহের নিকট আনে—শিশু শক্ত রাণাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ কি হাড়-মাংস কাট্‌বার জন্য?" এই ব'লে তিনি নিজ হস্তের উপর পরীক্ষা করেন—ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়্‌তে লাগল, কিন্তু শক্তসিংহ আদপে বিচলিত হলেন না।

১ গ্রাম্য। উঃ কি আশ্চর্য্য! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাহসিকতা—এই বীরত্ব, অবশেষে কি না স্বদেশের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল। এখন যাই মহাশয়—পাহাড়ে উঠে যাবার উদ্যোগ করিগে।

২ গ্রাম্য। আমিও মহাশয় চল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কমলমেরুর গিরি-দুর্গস্থ রাজ-ভবন।
প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী।

মহিষী। মহারাজ! শুধু শুধু কেন কষ্টভোগ কচ্ছ? যে চিরকাল সুখের কোলে পালিত হয়েছে—তার কি এ সব সহ্য হয়? তোমাকে যখন খড়ের বিছানায় শুতে দেখি—পাতার পাত্রে আহার কত্তে দেখি, তখন মহারাজ, আমার প্রাণটা যেন ফেটে যায়।

প্রতাপ। দেখ মহিষি! এ সব অভ্যাস করা ভাল—পৃথিবীতে সকলি অস্থির। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ও নিঃসম্বল পথের ভিখারী—এ উভয়ের মধ্যে অল্পই ব্যবধান। সকলেই অদৃষ্টের অধীন। আজ যে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, কাল হয়তো সে পথের ভিখারী—আজ যে পথের ভিখারী, কাল সে রাজ-রাজেশ্বর।—বিশেষতঃ বিলাসই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল—বিলাসেই আমরা উৎসন্ন যাই—বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই উচিত।

মহিষী। কিন্তু মহারাজ! সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যত দিন প্রসন্ন থাকেন, তত দিন কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর প্রসাদ কি ভোগ করা উচিত নয়?

প্রতাপ। কি বল্লে মহিষি! সৌভাগ্য-লক্ষ্মী? সৌভাগ্য-লক্ষ্মী কি আর আছে? সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অনেক দিন যে চিতোর পরিত্যাগ করেছেন, তা কি তুমি জান না?—হা! যে অশুভ দিনে চিতোর মুসলমানের হস্তগত হয়েছে, সেই অবধি লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আর এখন আমাদের কি আছে?—চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে, তখন সকলই গেছে—(উঠিয়া) যে চিতোর পূজনীয় বাপ্পারাওর স্থাপিত—যে চিতোর আমার পূর্ব্ব-পুরুষের বাসস্থান—যে চিতোর স্বাধীনতার লীলা-স্থল—সে চিতোর যখন গেছে, তখন আর আমাদের কি আছে?—মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র, অলঙ্কার, ধন-ধান্যকেই লক্ষ্মী বলে জ্ঞান কর—কিন্তু তোমরা জান না, স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ——স্বাধীনতাই——

মহিষী। মহারাজ—ক্ষান্ত হও—আমি তোমার সঙ্গে যে কথাই কইতে যাই, তারই মধ্যে থেকে তুমি চিতোরের কথা এনে ফেল—মনে এত উদ্বেগ হলে কি কখন শরীর থাকে? রাত্রিতে স্বপনেও "চিতোর—চিতোর" করে ওঠ—শরীর অপারগ হলে কি করে চিতোর উদ্ধার করবে বল দেখি? ও কথা এখন থাক্—অশ্রুমতীর বিবাহের কি কচ্চ মহারাজ?

প্রতাপ। তোমাদের ঐ এক কথা—কেবল বিবাহ—বিবাহ—বিবাহের কথা পেলে আর কিছুই তোমরা চাও না।—বিবাহ! এই কি বিবাহের সময়? এখন চতুর্দ্দিকে বিবাদ-বিসম্বাদ—কখন্ মুসলমানেরা আসে তার ঠিক নেই—এখন ক্রমাগত যুদ্ধের আয়োজন কত্তে হচ্চে—এখন ও-সব চিন্তা কি মনে স্থান পায়?—তাতে এত অল্প বয়স—

মহিষী। এই জন্যই আরও মহারাজ বিবাহের শীঘ্র একটা স্থির করা উচিত। যুদ্ধের সময় কার কি দশা হয় বল্‌তে তো পারা যায় না—মেয়েটির বিবাহ দেখে যেতে পাল্লেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। আমার ইচ্ছে মহারাজ, বিকানিয়ার-রাজকুমার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে এই বেলা সম্বন্ধ করে রাখি। পৃথ্বীরাজ যেমন বীর, তেমনি একজন প্রসিদ্ধ কবি। আর তোমার উপর তার যার-পর-নাই শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে।

প্রতাপ। ও শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর কিছুই বিশ্বাস নেই—কে এখন মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়—কে না দেয়, তার এখন কিছুই স্থিরতা নেই। মুসলমানদের উৎকোচের প্রলোভন অতিক্রম কর্‌তে পারে, দুঃখের বিষয়, এমন বিশুদ্ধ-রক্ত রাজপুত অতি অল্পই আছে। মেবারের রাজার, অম্বরের রাজার বিষবৎ দৃষ্টান্ত রাজপুতদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই সংক্রমিত হচ্চে। এমন কি, সেই কুলাঙ্গার—সেই পাষণ্ড শক্তসিংহও শুনচি না কি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দিক্‌, তাতে ক্ষতি নাই—ভাই বন্ধু সকলি, এমন কি, আমার পুত্র অমরসিংহও যদি মুসলমানদের পদানত হয়—তবু প্রতাপসিংহ এই কমলমেরু গিরির ন্যায় অটল থাক্‌বে। তার মাথার একটি কেশও বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।

মহিষী। কিন্তু মহারাজ, তোমার আদেশেই তো শক্তসিংহ দেশ হ'তে নির্ব্বাসিত হয়েছেন?

প্রতাপ। ভায়ে ভায়ে যতই শত্রুতা হোক্‌ না কেন—দেশ-বৈরির বিরুদ্ধে কি সকল ভ্রাতার তলবার একত্র হবে না?—যাক, তার কথা আর বোলো না। সে প্রতিশোধ নেবে বলে আমাকে শাসিয়ে গেছে—দেখা যাক্‌ কি প্রতিশোধ নেয়।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!—একজন চর এসে এই মাত্র সম্বাদ দিলে, মুসলমানেরা অতি নিকটে এসেছে—আরাবল্লি পর্ব্বতের নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করেছে।

প্রতাপ। এসেছে?—চল চল—সবাইকে প্রস্তুত হতে বল—সেই দেশ-দ্রোহী মানসিংহের রক্তে এই অসি ধৌত কর্‌বার অবসর হয়েছে—চল।

[বেগে প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

আরাবল্লি পর্ব্বতের উপত্যকায়
সেলিমের শিবির।

মানসিংহ ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ।

মান। দেখ ফরিদ, প্রতাপসিংহের কন্যাকে বন্দী করবার জন্য আমি তিন চার দল সৈন্য আরাবল্লি পর্ব্বতের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথে পাঠিয়েছি, তুমিও কতকগুলি সেনার নেতা হয়ে আর এক দিকে যাও। যে দল তাকে হরণ করে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে, তার নেতাই সেই কন্যা-রত্নের অধিকারী হবে। বুঝ্‌লে?—

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ, বুঝেছি—কিন্তু (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)

মান। কিন্তু আবার কি?—তোমার এখন যুবা বয়েস—বিবাহ হয় নি—এখনও কিন্তু?

ফরিদ। আমি তবে পষ্ট কথা বলি মহাশয়—তিনি রাণার মেয়ে, এই মাত্র যদি তাঁর সুপারিস্‌ হয়—তা হলে মহাশয়, আমি এত পরিশ্রমে রাজি নই। তবে এম্নি আমাকে হুকুম দেন—আমি এখনি যাচ্চি। রাণার মেয়েকে বিবাহ ক'রে যে আমার মান বৃদ্ধি কর্‌ব, আমি এমন প্রত্যাশা রাখি নে—গরীব মানুষ, রাজারাজড়ার মেয়েকে ঘাড়ে করে শেষকালে কি মারা যাব?

মান। বুঝিচি—তুমি মনে কচ্চ—রাণার মেয়ে হলে কি হয়—রাণার মেয়ে কি কুৎসিত হতে নেই? কিন্তু ফরিদ, তোমাকে আমি বল্‌চি কি—অমন কন্যা-রত্ন তুমি কখন চক্ষে দেখ নি—আর কোন নেতা যদি তোমার আগে তাকে নিয়ে আস্‌তে পারে, তাহ'লে তখন তোমার নিশ্চয়ই আপ্সোশ হবে—এই ব্যালা যাও, আর বিলম্ব ক'র না।

ফরিদ। অমন সুন্দরীকে আর একজন আমার আগে নিয়ে আস্‌বে? বলেন কি মহাশয়? আমি এখনি যাচ্চি—ওকথা জান্‌লে কি আমি তিলার্দ্ধ দেরি করি? দেখি এখন আমার অদৃষ্টে কি হয়।

[ফরিদের প্রস্থান।

মান। (স্বগত) "যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, সূর্য্যবংশীয় রাণা তার সঙ্গে কখনই একত্র আহার-স্থানে উপবেশন কর্‌তে পারে না"—কি দর্প! কি অহঙ্কার!—প্রতাপের এ দর্প আমার চূর্ণ করতেই হবে।—আমাদের কন্যা ভগিনী তো দিল্লীর সম্রাট্‌কে দিয়েছি—আমি যদি পারি তো ওর কন্যাকে একজন সামান্য মুসলমানের হস্তে দিয়ে রাণার উন্নত মস্তক অবনত কর্‌ব। এখন দেখা যাক্‌ কতদূর সফল হই।

পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ।

মান। মহাশয়! আপনাদের দুজনকে সারা-দিন এত বিষণ্ণ দেখি কেন?—কারও সঙ্গে বড় কথা

কন না, একলা একলা এদিক্ ওদিক্ বেড়ান্—এখন যুদ্ধের সময়—এখন কি বিমর্ষ হলে চলে?—আপনাদের রহস্য-ভেদ করা বড়ই কঠিন দেখ্‌চি।

পৃথ্বী। মহাশয়! এ রহস্য অতি সহজ। দাসত্বে এখনও আমরা ভাল ক'রে অভ্যস্ত হই নি। এখনও আমাদের হীন অবস্থা উপলব্ধি করে কষ্ট পাচ্চি।

মান। আচ্ছা—ভাল—আর কিছুদিন যাক্—তার পরে কিছু মনে হবে না—আমারও এক সময় ও-রকম হয়েছিল। [মানসিংহের প্রস্থান।

পৃথ্বী। আঃ! ওটা গেল—বাঁচা গেল। দেখ শক্তসিংহ—প্রতাপকে ধন্য বল্‌তে হবে—আক্‌বর শা রাণাকে এত প্রলোভন দেখালে—এত ভয় দেখালে—কিছুতেই তাঁকে নত কর্‌তে পারলে না, আর বোধ হয় পারবেও না—আমার রাজ্য গেছে—সব গেছে, আমি আর প্রতাপকে কি করে সাহায্য কর্‌ব—আমার এখন এক কবিতা-মাত্র সম্বল, মাঝে মাঝে আমি গোপনে তাঁকে কবিতা লিখে উৎসাহিত কর্‌বার জন্য চেষ্টা করি এই মাত্র—দেখ শক্তসিংহ, তাঁর সঙ্গে কোন্ কালে তোমার একটু মনান্তর হয়েছিল বলে তুমি কি চিরকাল তা মনে করে রাখ্‌বে? তুমি যাও—এই সময় গিয়ে তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য কর।

শক্তসিংহ। তাঁর রাজ্যে পদার্পণ কর্‌তে আমার নিষেধ—আমি বিদ্রোহী!—আমি দেশ-বৈরী—আমি তাঁর শত্রু———

পৃথ্বী। দেখ শক্তসিংহ, ও-সব কথা এখন ভুলে যাও। ভায়ে ভায়ে কখন কখন একটু-আধটু মনান্তর হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি তা চিরকাল মনে-মনে পোষণ করে রাখা উচিত? প্রতিশোধ-লালসা কি তোমার মনে চির-জাগরূক থাক্‌বে?

শক্ত। পৃথ্বীরাজ, তুমি তো সমস্তই আনুপূর্ব্বিক শুনেছ, আমি কি কোন অপরাধ করেছিলেম? তিনিই কি প্রথমে আমার অপমান করেন নি? যাক্, ও-সব কথা আর তুলে কাজ নেই—আমি চল্লেম।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

পৃথ্বী। এ শত্রুতা দেখ্‌ছি বিষম বদ্ধমূল হয়েছে, কিছুতেই যাবার নয়, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই সময়ে কি না গৃহ-বিচ্ছেদ!

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।

———

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

আরাবল্লি-পর্ব্বতস্থ হলদি-ঘাটের গিরি-পথ, সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে প্রতাপসিংহ দণ্ডায়মান, ছত্রধারী কর্ত্তৃক প্রতাপসিংহের মস্তকের উপর ছত্রধারণ—পর্ব্বতের উপর ভীলসৈন্য।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজের জয়! জয় প্রতাপ-সিংহের জয়! জয় মেবারের জয়!

প্রতাপ। রাজপুতগণ! তোমাদের অধিক আর কি ব'ল্‌ব—দেখ, যেন আজকের যুদ্ধে মাতৃ-দুগ্ধ কলঙ্কিত না হয়।

সৈন্যগণ। আজ আমরা যুদ্ধে প্রাণ দেব—চিতোরের গৌরব রক্ষা কর্‌ব—মুসলমান-রক্তে আমাদের অসির জ্বলন্ত পিপাসা শান্তি কর্‌ব—(রাজপুতদিগের যুদ্ধ-চীৎকার, দূরে মুসলমানদিগের কলরব)

প্রতাপ। ঐ মুসলমানেরা আস্‌চে—এগোও এগোও—

মুসলমান-সৈন্যগণের প্রবেশ।

মুসলমান-সৈন্য। আল্লা হো আক্‌বর—আল্লা হো আক্‌বর—

উভয় সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও রাজপুত-সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝালাপতি ও প্রতাপ-সিংহের অন্য দিক্ দিয়া পুনঃপ্রবেশ।

প্রতাপ। (অসি উদ্যত করিয়া) কৈ সে ক্ষত্রিয়াধম—রাজপুত-কলঙ্ক মানসিংহ কোথায়? কোথাও তো তাকে পাচ্চিনে—আঃ তার মুণ্ড যদি স্বহস্তে ছেদন কর্‌তে পারি, তবেই আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।

ঝালা-পতি। মহারাজ! রাজ-চিহ্ন ছত্র আপনার মস্তকের উপর থাক্‌লে আপনার উপর সকলেই লক্ষ্য কর্‌বার সুবিধা পাবে—মহারাজ, এই ছত্রের জন্য আপনার জীবন তিন-তিনবার সঙ্কটাপন্ন হয়েছে, তা আপনি জানেন?—ছত্রটা নাবিয়ে রাখ্‌তে অনুমতি হোক্।

প্রতাপ। না ঝালা, ছত্র উদ্যত থাক্—আমি চাই যে, এই চিহ্ন দেখে মানসিংহ আমার কাছে আসে—যদি সে কাপুরুষ না হয়, অবশ্যই আস্‌বে—চল চল—যেখানে মানসিংহ, সেইখানে চল।

(প্রতাপসিংহের একদিক্ দিয়া প্রস্থান, ঝালাপতি মান্না ছত্রধারীর নিকট হইতে ছত্র কাড়িয়া লইয়া নিজ মস্তকে ধারণ ও মানসিংহের মুসলমান সৈন্য লইয়া অন্য দিক্ দিয়া প্রবেশ)

মান। ঐ ছত্র—ঐ ছত্র! ঐ প্রতাপ!-ঐ উদ্ধত প্রতাপ—এই নে—এই নে—মানসিংহের অবমাননার এই ফল— (মান্নার প্রতি বর্শাঘাত, ঝালাপতি মান্নার বর্শাঘাতে মৃত্যু)

মান। একি! এ কাকে মাল্লেম! আঃ, আমার লক্ষ্য মিথ্যা হয়ে গেল—আমার প্রতিশোধ-পিপাসা তৃপ্ত হল না—চল সৈন্যগণ—প্রতাপসিংহ যেখানে, সেইখানে চল।

(সসৈন্যে মানসিংহের প্রস্থান এবং পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ)

শক্ত। দেখ পৃথ্বীরাজ, আমি দাদার সঙ্গে মনে করেছিলেম দেখা কর্‌ব—যেখানে তুমুল যুদ্ধ চল্‌চে, সেখান পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছিলেম, কিন্তু তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না। তুমি তাঁর কিছু খবর জান?

পৃথ্বী। আমি সেই দিক্ থেকেই আস্‌চি। আর ও-কথা কেন জিজ্ঞাসা কর—রাজপুতেরা পরাজিত হয়েছে।

শক্ত। রাজপুতেরা পরাজিত?—দাদা কোথায়?

পৃথ্বী। রাজপুতেরা পরাজিত বটে, কিন্তু এমন বীরত্ব কেউ কখন দেখে নি। বিশ হাজার রাজপুত পঞ্চাশ হাজার বিপক্ষ-সৈন্যের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ কর্‌তে পারে বল? এই বিশ হাজারের মধ্যে আট হাজার রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে—আর প্রতাপসিংহের কি বীরত্ব—তিনি মানসিংহকে খুঁজে না পেয়ে তলবারের দ্বারা পথ পরিষ্কার ক'রে যেখানে সেলিম নেতৃত্ব কচ্ছিলেন, অশ্ব-পৃষ্ঠে সেইখানে উপস্থিত হলেন—সেলিমের রক্ষকগণকে স্বহস্তে নিহত ক'রে সেলিমের উপর বর্শা চালনা কল্লেন—কিন্তু সেলিমের হাওদা লোহার পাতে সুরক্ষিত ছিল বলে, সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন, না হলে আক্‌বরের উত্তরাধিকারীর আর একটু হলেই মক্কা-প্রাপ্তি হচ্ছিল। সেলিমের উপর লক্ষ্য ব্যর্থ হলে, তিনি হাতীর মাথার উপর নিজ ঘোড়ার পা চাপিয়ে দিয়ে মাহুতকে নিহত কর্‌লেন—মাহুত নিহত হলে হাতী নিরঙ্কুশ হয়ে সেলিমকে নিয়ে যে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

শক্ত। তার পর?—তার পর?—দাদার কি হল?

পৃথ্বী। তার পর মোগল-সৈন্যের সঙ্গে রাজপুতদের ঘোরতর যুদ্ধ হল। মোগলদের সঙ্গে অসংখ্য কামান—আর রাজপুতদের তলবার ভরসা, সুতরাং সমস্ত রাজপুত-সৈন্যই প্রায় বিনষ্ট হল—প্রতাপসিংহকে তখনও পরাঙ্মুখ না দেখে তাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি বল্লেন যে, মহারাজ এখন আপনার শরীর রক্ষা করুন—এখন আমাদের সমস্ত গেছে, কোন আশা নাই— আপনি এখনি হত হবেন, অথচ হত হয়ে কোন ফল হবে না—আপনি বেঁচে থাকেন তো ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিশোধের আশা থাকে—এইরূপ অনেক ক'রে বলে তাঁর ঘোড়ার মুখ রণক্ষেত্রের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন—ঘোড়া দ্রুতবেগে তাঁকে নিয়ে চলে গেল।

শক্ত। তিনি কি একা গেলেন, না তাঁর সঙ্গে আরও রক্ষক ছিল?

পৃথ্বী। একাকী—তাঁর সঙ্গে আর কেউ নেই।

শক্ত। একাকী?—কেউ সঙ্গে নেই?—একাকী?—এই তো তবে সময়—

পৃথ্বী। কি বল্লে শক্তসিংহ—"এই তো সময়?"! কি! এই সময় তুমি তাঁর প্রতিশোধ নেবে?—ধিক্ তোমাকে—এই অসহায় অবস্থায়——

দুইজন মোগল-সেনার প্রবেশ।

শক্তসিংহ। কোথায়?

সৈনিকদ্বয়। আমরা প্রতাপসিংহের অনুসরণে যাচ্চি—

শক্তসিংহ! দাঁড়াও, আমি যাব।

সৈনিকদ্বয়। আপনার ঘোড়া প্রস্তুত আছে ত?

শক্তসিংহ। হাঁ প্রস্তুত।

সৈনিকদ্বয়। তবে চলুন।

পৃথ্বীরাজ। তাঁর এ অসহায় অবস্থাতে তুমি প্রতিশোধ নিও না, নিও না। এমন অবীরোচিত কাজ করো না। তাতে তোমার কোন পৌরুষ নাই।

শক্তসিংহ। না পৃথ্বীরাজ—প্রতিশোধ অনিবার্য্য!

[সৈনিকদ্বয়ের সহিত শক্তসিংহের প্রস্থান।

পৃথ্বী। শক্তসিংহ একটু দাঁড়াও—আমার কথা শোনো—যদি তুমি ওরূপ গর্হিত কার্য্য কর তো দেশ বিদেশে—রাজস্থানের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ভাটেরা তোমার কলঙ্ক ঘোষণা করবে—তোমার এই ভ্রাতৃ-দ্রোহ, তোমার এই কাপুরুষতা, আমার কবিতায়—আমার জ্বলন্ত কবিতায় দেখো আমি নিশ্চয় তা হলে—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করত প্রস্থান।

—

পট পরিবর্ত্তন

পর্ব্বতস্থ শিলাখণ্ডের উপর নির্ঝরের ধারে প্রতাপসিংহ নিদ্রিত।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্তসিংহ। (নিকটে গিয়া প্রতাপসিংহের শরীরে অস্ত্রাঘাত নিরীক্ষণ করত)—উঃ—অস্ত্রাঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত—বুকে ঐ বর্শার তিনটে—গুলির একটা—আহা, এই আবার বাহুতে তলবারের তিনটে—এই সাতটা অস্ত্রাঘাত—কিন্তু কি গভীর নিদ্রা!—যেন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ প্রাসাদে নিদ্রা যাচ্চেন।—ঐ যে, মোগল-সৈনিক-দুজনও এসে পড়্‌ল—আর্য্য! এই আমার প্রতিশোধের সময়।

মোগল-সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

সৈনিক-দ্বয়। ঐ যে প্রতাপসিংহ নিদ্রিত—এইবার বেশ সুবিধা হয়েছে—

শক্তসিংহ। কি! সুবিধা হয়েছে?—প্রতাপসিংহ নিদ্রিত, কিন্তু প্রতাপসিংহের ভ্রাতা জাগ্রত, তা জানিস? (অসি নিষ্কোষিত করিয়া আক্রমণ)

সৈনিকদ্বয়। বিশ্বাসঘাতককে মার্—মার্—নেমক্‌-হারামকে মার্—

শক্তসিংহ। এই দেখ্—আজ এই যবন-ঘাতক হয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করি। (যুদ্ধ)

দুইজন সৈনিক একে একে নিহত হইয়া পতন ও প্রতাপসিংহের নিদ্রা ভঙ্গ।

প্রতাপ। (তলবারে হস্ত দিয়া ও উঠিয়া বসিয়া স্বগত) কিসের গোল?—দুইজন মোগল-সৈনিকের মৃত দেহ— কে ওদের নিহত করলে?—আমার এই অসহায় অবস্থায় কে বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করলে? ও কে? শক্তসিংহের মত দেখ্‌চি না?—(দণ্ডায়মান ও শক্তসিংহের আগমন) কি! শক্তসিংহ! তুমি?—

শক্তসিংহ। আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই নির্ব্বাসিত শক্তসিংহ।

প্রতাপ। কৈ শক্ত, তোমার প্রতিশোধ কৈ?

শক্ত। প্রতিশোধ? (মৃত-দেহদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখুন মহারাজ, আমার প্রতিশোধ!

প্রতাপ। কি! এই প্রতিশোধ?—আ!—শক্ত—শক্ত—ভাই—কি আর বলব—(কণ্ঠ-রোধ) এস এস যুগযুগান্তের পর আজ———

দুজনে আলিঙ্গন—ও শক্ত কর্ত্তৃক প্রতাপের পদধূলি গ্রহণ।

শক্ত। মহারাজ! আপনার ঘোড়া কৈ?

প্রতাপ। হা! আমার অনেক দিনের বন্ধু, যুদ্ধের সঙ্গী, বিপদের অংশভাগী, আমার প্রিয় অশ্ব "চৈতক" যুদ্ধে আমার ন্যায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে এই মাত্র প্রাণত্যাগ করেছে।

শক্ত। মহারাজ! এখনও বিপদের সম্ভাবনা—আমার ঘোড়া প্রস্তুত—সেই ঘোড়া নিয়ে আপনি প্রস্থান করুন—আমি সুবিধা পেলেই আপনার সঙ্গে আবার পুনরায় সাক্ষাৎ করব—কিন্তু না—একটা কথা আমি বিস্মৃত হয়েছিলেম, আপনার রাজ্যে পদার্পণ করবার যে আমার অনুমতি নাই।

প্রতাপ। শক্ত, আর আমাকে লজ্জা দিও না।

শক্ত। মহারাজ! আমি তবে চল্লেম—প্রণাম করি।

প্রতাপ। তোমার বীর-অসি অজেয় হোক্, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আরাবল্লি-পর্ব্বতের গুহা।

প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী।

প্রতাপ। আমি যে তোমাকে বলেছিলেম—সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, আর নিঃসম্বল পথের ভিখারী—উভয়ের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান—সে কথা কত দূর সত্য, এখন মহিষি, বুঝ্‌তে পাচ্চ?

মহিষী। আমাদের এত দূর দুর্দ্দশা হবে, তা মহারাজ কখন স্বপ্নেও ভাবি নি।

প্রতাপ। আমার আর কি আছে?—কমলমেরু, ধর্ম্মমতী, গগুণ্ডা প্রভৃতি মেবারের প্রধান প্রধান স্থান সমস্তই শত্রুর হস্তগত হয়েছে—রাজকোষ শূন্য—রাজপুত-রক্তে আরাবল্লি প্লাবিত—রাজপুত-রাজ এখন পথের ভিখারী—ভিখারীরও অধম, ভিখারীরা ভিক্ষা ক'রেও তো নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ কত্তে পারে, আমার সে উপায়ও নাই—এখন বন্য পশুর ন্যায় তাড়িত হয়ে পর্ব্বতের গুহায় গুহায় আমাকে বেড়াতে হচ্চে। আমি পুরুষ মানুষ, আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু মহিষি! উপবাসে তোমার মুখ যখন শুষ্ক দেখি, শিলাঘাতে তোমার কোমল পদদুটি যখন ক্ষত-বিক্ষত রক্তময় দেখি, বস্ত্রাভাবে শীতের ক্লেশে তোমাকে যখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে দেখি, দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্য-কিরণে যখন তোমার মুখ-খানি ঝলসিত দেখি, তখন আমার এমন যে কঠোর হৃদয়, তা-ও শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মহিষী। মহারাজ! আমার জন্য কিছু চিন্তা ক'রো না, কষ্টই স্ত্রীলোকের ভূষণ, কষ্টভোগ কর্‌বার জন্যই পৃথিবীতে আমাদের জন্ম—মহারাজ! তোমরা পুরুষ-জাতি, তোমরা ইচ্ছা করে বিপদকে আলিঙ্গন কর, আমরা তা পারি নে সত্য, কিন্তু বিপদে পড়্‌লে কি রকম করে সহ্য কর্‌তে হয়, সে বিষয়ে তোমাদেরও অনেক সময় আমরা শিক্ষা দিতে পারি। বীর্য্যে যদি তোমরা সূর্য্যের মত হও, ধৈর্য্যে আমরা পৃথিবীর সমান। আমার জন্য মহারাজ! কিছু চিন্তা ক'র না। বিশেষতঃ তুমি কাছে থাক্‌লে আমার কিসের অভাব?—তুমি যেখানে, আমার স্বর্গ সেখানে। আমার জন্য আমি কিছু ভাবি নে। তবে যখন ছেলেপিলেদের দেখি, ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হয়ে কাঁদচে, ঘাসের চালে দুই চারিখানি রুটি তৈরি ক'রে তাও যখন তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভাগ করে দিতে হয়, আবার তা-ও যখন কোন কোন দিন তাদের মুখের গ্রাস থেকে বন-বিড়ালে লুফে নিয়ে যায়, তখন মায়ের প্রাণে যে কি হয়, তা মা ভিন্ন আর কেউ অনুভব কত্তে পারে না। মহারাজ, তখন—তখন—

প্রতাপ। মহিষি! তুমি স্ত্রীলোক, তোমার দুঃখ তো হবেই—সে দিন যখন আমার ছোট ছেলেটি রুটির টুক্‌রাটি মুখে দিতে দিতে একটা বন-বিড়াল এসে তার মুখের গ্রাস লুফে নিয়ে গেল—আর যখন তুমি ঘরে একটু খুদও পেলে না, যাতে তার ক্ষুধা-শান্তি হতে পারে, আর সে যখন অধীর হয়ে কাঁদ্‌তে লাগল, তখন—যে নেত্র প্রিয়তম পুত্রদের রণস্থলে হত দেখেও নিরশ্রু ছিল—অস্ত্রাঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হলেও যে নেত্র হতে একবিন্দু অশ্রুবারি বিগলিত কর্‌তে পারি নি—সেই নেত্র,—সেই মরুভূমি-সম শুষ্ক নেত্রও সেই সময় পর্ব্বতনির্ঝরের ন্যায় অজস্র অশ্রুবারি মোচন করেছিল—এমন কি, এক একবার মনে হচ্চিল, দূর হোক্‌গে চিতোর থাক্—আক্‌বরকে বলে পাঠাই——না না, ও পাপচিন্তা মনেও আন্‌তে নাই——(উঠিয়া) কি! আমি—বাপ্পারাওর বংশপ্রসূত—সমরসিংহের বংশ-প্রসূত—সংগ্রামসিংহের বংশপ্রসূত—আমি প্রতাপসিংহ—সূর্য্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ—কোন মর্ত্ত্যমানবের পদানত হব?—বিশেষত স্বাধীনতাপহারী মোগল-দস্যুর দাসত্ব স্বীকার কর্‌ব?——(করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া) ভগবন্ একলিঙ্গ! দেবদেব মহাদেব! মনে বল দাও—বল দাও—বল দাও—ও দুর্ম্মতি যেন না হয়!—ও দুর্দ্দশা যেন আমার কখন না হয়! (সজোরে একটা শিঙ্গা ফুৎকার-করণ)

(দুই চারি জন কারাপ্রদেশস্থ পর্ব্বতবাসী ভীল সমভিব্যাহারে ভীল-পতি বৃদ্ধ মল্লুর লাঠি হস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ।)

প্রতাপ। তোমরাই আমার এখন একমাত্র বিশ্বাসের স্থল—তোমাদের ভরসাতেই আমি স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে এই দুর্গম পর্ব্বত-গহ্বরে বাস কচ্চি—আমার মেয়েটি তো আর একটু হলেই মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, ভাগ্যি তোমরা তাকে জবরার টিন-খনিতে লুকিয়ে রেখেছিলে—কত দিন পরে আবার তাকে তোমাদের প্রসাদেই ফিরে পেলেম—তোমরাই

ওর পিতা-মাতার কাজ করেছ।—একি!—মল্লু যে!—তুমি বুড় মানুষ কেন এলে? তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেই তো হ'ত।

মল্লু। রাজা—মুই আসিছি কেন শুন্‌বি রাজা? মুই তোর মেয়্যাকে একবার গ্যাখ্‌তে আসিছ। দশ বরষ ধরে ওয়ারে হাতে করি মানুষ করেছি—একবার না দেখ্‌লে পরে মোর হিয়াটা কেমন কেমন করে—চার দিন হল তেহারে তোর হাতে সোঁপে গিছি রাজা—চার দিন ধ'রে মোর বাড়ির ম্যাই-য়ারা কছু পেটে ভাত দ্যায় নাই—তেহারে একবার ডাক রাজা——

প্রতাপ। অশ্রুমতি——অশ্রুমতি!——

অশ্রুমতীর প্রবেশ

প্রতাপ। তোমার প্রতিপালক ভীল-রাজ তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

(ভীল-রাজের নিকট গিয়া অশ্রুমতীর প্রণাম-করণ)

মল্লু। ভাল আছিস্ বুড়ি?

অশ্রু। ভাল আছি। হ্যাম্বা ভাল আছে বুঢ়্‌ঢা দাদা?

মল্লু। হ্যাম্বা ভাল আছে, খ্যাম্বা ভাল আছে, তোর পাকে সবার আঁখ্ ঝুরুছে বুড়ি। তুই মোর সাথে যাবি?—উচ্ছেমুতী?—ওহার নাম কি রাজা মোর মনে থাকে না—মোরা ওহারে "চেনি চেনি" করে ডাকি। কি ওহার নাম রাজা?—উচ্ছ্যামুতী?

প্রতাপ। ওর নাম অশ্রুমতী—চিতোর যে দিন মুসলমানের হস্তগত হয়, সেই দুর্দ্দিনে ওর জন্ম—তাই ওর নাম অশ্রুমতী রেখেছিলেম। ওঃ! প্রায় চোদ্দ বৎসর গত হয়ে গেল!

মল্লু। (পরিহাস-চ্ছলে)—রাজা! ও তোর মেইয়া নয়, ও মোদের মেইয়া—মোরে তুই দে—মুই লয়্যা যাই।—যাবি বুড়ি?

অশ্রু। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) যাব বুঢ়্‌ঢা দাদা।

মল্লু। রাজা, ও বলুছে কি—হঃ-হঃ-হঃ—শুনিচিস্ রাজা—ও বলুছে যাব—হঃ—হঃ—হঃ—(হাস্য)

রাজ-মহিষী। (সহাস্যে) তা, ও যাক্ না—ও আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বৈ ত নয়।

মল্লু। (সহাস্য ও বাৎসল্যভাবে) অচ্ছুমতি! তু কি ছে? রাজপুত্তি ছে, না ভীলনি ছে?

অশ্রু। রাজপুত্তী কি বুঢ়্‌ঢা দাদা? মু তো ভিলুনী ছো।

মল্লু। হঃ হঃ হঃ হঃ (হাস্য)—রাজা, ও বলুচে কি—মুই রাজপুত্নী নই—মুই ভিলুনী হঃ—হঃ হঃ হঃ—(সকলের হাস্য)

(অশ্রুমতী লজ্জিত হইয়া মাতার নিকট গমন) মা আমরা কি মা? আমরা কি সবাই ভীলনী নই?

রাজমহিষী। আ অশ্রু—তাও তুই জানিস্‌নে?—আমরা সবাই যে রাজপুত।

প্রতাপ। মহিষি! তুমি ওকে ভাল ক'রে শিখিও, যে সব কবিদের গাথাতে রাজপুত-বীরত্বের গুণ-কীর্ত্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেই সব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।

অশ্রুমতী। মুসলমান কারা বাবা?

প্রতাপ। সে তোমার মার কাছে সমস্ত শুন্‌তে পাবে।

মল্লু। হেথা ওর খেলার সাথী পায় না, তাই বড় দুক্ষে আছে—না রাজা?

প্রতাপ। হ্যাঁ, প্রথম প্রথম বড়ই কেঁদেছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে রাজপুত-বালিকাটি আছে, তার সঙ্গে ভাব হয়ে অবধি আর এখন বড় কাঁদে না—দুজনে খুব ভাব হয়েছে—এস ভীলগণ, আমরা পর্ব্বতের চারি দিক্‌টা একবার অন্বেষণ ক'রে আসি—

ভীলগণ। রাজা, তোর পাকে মোরা সবাই পরাণ দিব—তুই কুচ্ছু ভাবিস্ না, কোথা যাবি রাজা চল্।

প্রতাপ। মহিষি, সকলকে নিয়ে গুহার মধ্যে থেকো, আমরা এলেম বলে।

[ভীলদিগকে লইয়া প্রতাপসিংহের প্রস্থান।

মল্লু। (অশ্রুমতীর প্রতি) বাপ্পা মায়ের কোল পায়্যা মোদের ভুলিস্ না বুড়ি!

[মল্লুর প্রস্থান।

রাজমহিষী। আয় অশ্রুমতি, আমরা গহ্বরের ভিতর ঘুমুই গে যাই।

(রাজমহিষী ও অশ্রুমতীর গুহার মধ্যে প্রস্থান ও কিয়ৎকাল পরে অশ্রুমতীর প্রবেশ)

অশ্রুমতী। (স্বগত) এক এক সময় আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়, কিছুই ভাল লাগে না

—এইখান একটু বেড়াই। আকাশে মেলাই তারা উঠেছে, উঠুক্‌গে, তারা তো রোজই ওঠে—মলিনাকে ডেকে একটু গল্প করব?—না একলা একলাই ভাল—

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। তুমি বুঝি ভাই আমাকে ফেলে উঠে এসেছ? আমি উঠে দেখি, তুমি কাছে নেই, আমিও তাই তাড়াতাড়ি এলেম, বলি দেখি অশ্রু কোথায়, তা ভাই আমাকে কি একলাটি ফেলে আস্‌তে হয়? ছিঃ ভাই!

অশ্রুমতী। না ভাই, আমার এখন কারও সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগ্‌চে না—তাই তোমাকে আর ডাক্‌লেম না।

মলিনা। কেন অশ্রু, তোমার ভাই কি হয়েছে?

অশ্রুমতী। আমার ভাই কিছুই হয় নি—কেমন এক এক বার মন্‌টা শূন্য হয়ে যায়—কিছুই ভাল লাগে না।

মলিনা। সে কি ভাই? এখন বাপ-মাকে পেয়েছ, এখন আর ভাই তোমার অভাব কি?

অশ্রুমতী। তা ভাই বলতে পারি নে—কিন্তু মনটা এক এক সময়ে কি এক রকম হয়, তা ভাই—তা ভাই তোমাকে বোঝাতে পাচ্চিনে—

মলিনা। ওঃ, আমি ভাই তোমার রোগ বুঝেছি—আমি ভাই তোমার চেয়ে বয়সে বড়—তোমার বয়সে আমারও ভাই ঠিক্ ঐ রকম হত।

অশ্রুমতী। কি রোগ ভাই?

মলিনা। সে রোগ কি, তা জান না ভাই, সে ভালবাসার খাঁক্‌তি।

অশ্রুমতী। ভালবাসার খাঁকতি?—সে কি?—কেন ভাই, আমার তো ভালবাসার খাঁক্‌তি নেই। আমি মাকে ভালবাসি, বাবাকে ভালবাসি,—তোমাকে ভালবাসি——সেই বুঢ্‌ঢা দাদাকে ভালবাসি, আমার সেই কাগাতুয়াটিকে ভালবাসি, আমার ভাই কিসের খাঁক্‌তি?

মলিনা। সে ভাই তুমি এখন বুঝতে পাচ্চ না, তোমার মনের ভাব আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝচি। সে বাপ মায়ের ভালবাসা, পাখির ভালবাসা, পুতুলের ভালবাসা নয়, সে ভালবাসা আলাদা। আর যাকেই কেন ভালবাস না, মনের এক কোণে একটু ফাঁক থাকেই, সে ফাঁক্‌টি ভাই মনের মানুষ না পেলে কিছুতেই পূরণ হয় না।

অশ্রুমতী। মনের মানুষ আবার কি ভাই?

মলিনা। মনের মানুষ কাকে বলে জান না? যাকে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে যায়, সেই মনের মানুষ। তুমি যখন ভীলদের সঙ্গে ছিলে, তখন কি তাদের কোন বিয়ে দেখ নি?

অশ্রুমতী। তা দেখিছি বৈ কি—তাকেই তুমি বল মনের মানুষ? তা, আমার তো কোন মনের মানুষ নেই।

মলিনা। তাইতে ভাই তোমার মনটা মাঝে মাঝে ঐ রকম হয়।

অশ্রুমতী। তোমার কি ভাই কোন মনের মানুষ আছে?

মলিনা। আছে ভাই, কিন্তু ভাই সে কথা——

অশ্রুমতী। ও কথা বল্‌তে ভাই লজ্জা কচ্চ কেন?

মলিনা। তোমার কাছে লজ্জা কি ভাই?—এই বল্‌চি—ছেলে ব্যালায় একজন আমার খ্যালার সাথী ছিল—তার পর বড় হলে তার সঙ্গে একবার আমার বিয়ে হবার কথা হয়—তাঁর নাম পৃথ্বীরাজ—যেমন বীর তেমনি কবি—তোমার মত যখন আমার বয়স ছিল, তখন ঐ রকম এক এক সময় মন উড়ু উড়ু কর্‌ত—তার পর বড় হলে, অনেক দিনের পর যখন আবার পৃথ্বীরাজকে দেখলেম, তাঁর মূর্ত্তিটি কেমন মনের মধ্যে বসে গেল। এখন একলা থাক্‌লে সেই মূর্ত্তিকেই ভাবি—সেই মূর্ত্তির সঙ্গে মনে মনে কত কথাবার্ত্তা কই—কখন আদর করি, কখন রঙ্গ করি, কখন অভিমান করি—এই রকম করেই ভাই আমার সময় চলে যায়। তোমার ভাই যদি কখনও সে রকম অবস্থা হয় তো—

অশ্রুমতী। আমার ভাই এখন ঘুম পাচ্চে।

মলিনা। (অপ্রস্তুত ভাবে) তবে চল ভাই শুইগে।

উভয়ের গুহার মধ্যে প্রস্থান ও পরে অশ্রুমতীর পুনঃপ্রবেশ

অশ্রুমতী। গুহার মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরে এই খাটিয়ার উপর ঘুমুই—

(খাটিয়ার উপরে শয়ন ও নিদ্রা।)

পা টিপিয়া টিপিয়া ২। ৪ জন সৈনিক সমভিব্যাহারে ফরিদ খাঁর প্রবেশ

ফরিদ। চুপ চুপ, তোমরা ঐখানে দাঁড়াও—কে একটি স্ত্রীলোক ওখানে শুয়ে আছে না?—রোসো দেখি। (নিকটে গিয়া স্বগত) বোধ হয় এত দিনের পর বিধাতা আমার প্রতি সদয় হলেন। রাজপুত স্ত্রীলোকের বেশ—এ নিশ্চয় প্রতাপসিংহের কন্যা—মানসিংহ যা বলেছিলেন, তা ঠিক্, এমন সুন্দরী তো আমার বয়সে কখন দেখিনি—আহা, ভুরু দুটি যেন তুলি দিয়ে কে এঁকে দিয়েছে—টানা টানা চোখ-দুটি ঘুমের আবেশে একেবারে যেন ঢলে পড়েছে—অধরে কেমন একটি মধুর হাসির ঈষৎ রেখা পড়েছে—খড়ের উপর শুয়ে আছে, যেন শ্যাওলার উপরে পদ্ম ফুলটি ফুটে রয়েছে—ভাগ্যি আমি মানসিংহের কথায় এসেছিলেম—নইলে এ শীকার তো আমার ভাগ্যে ঘটত না। এখন নিয়ে যেতে পারলে হয়। এখন ঘুমিয়ে আছে, এই ঘুমন্ত ব্যালায় খাটিয়া শুদ্ধ নিয়ে যাবারও বেশ সুবিধা হবে। যেই একটু জাগো-জাগো হবে, অমনি পথের এক জায়গায় নাবিয়ে রাখব। আর, আমাদের শিবিরও তো বেশি দূর নয়। (প্রকাশ্যে) দেখ, তোমরা এই খাটিয়া শুদ্ধ উঠিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে এস, খুব সাবধানে উঠিও, যেন না ঘুম ভাঙ্গে—খুব সাবধানে, খুব সাবধানে—

(চারি জন সৈনিক খাটিয়া সমেত ঘুমন্ত অশ্রুমতীকে লইয়া প্রস্থান ও পরে ফরিদের প্রস্থান।

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) কোথায়? অশ্রুমতী গেল কোথায়? এই আমার কাছে শুয়ে ছিল, এর মধ্যে উঠে কোথায় গেল? চারি দিকে খুঁজ্লাম, কোথাও তো পেলাম না। রাজা এলে, রাজমহিষী উঠলে যখন জিজ্ঞাসা করবেন, অশ্রু কোথায়, তখন আমি কি উত্তর দেব—তাঁরা জানেন যে, যখন অশ্রু-মতী আমার কাছেই শোয়, অবিশ্যি আমি তার কথা বল্‌তে পারব। কি হবে? আমি কি করে তাঁদের কাছে মুখ দেখাব? মুসলমানেরা তো আবার আসে নি? ও মা, কি হবে! যাই, যে দিকে চোখ যায় সেই দিকেই তার সন্ধানে যাই, তাকে না পেলে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?

[মলিনার প্রস্থান।

ব্যস্ত ভাবে রাজমহিষীর প্রবেশ

মহিষী। অশ্রুমতী কোথায়?—মলিনা কোথায়? দুজনের একজনকেও তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে। আমার বুক কেমন কচ্চে—মাথা ঘুরে আস্‌চে—মুসলমানরা তো আসে নি? না, তা হলে তো গোল হ'ত—অত গোলেও কি আমার ঘুম ভাঙ্গে নি—এ কখন কি হতে পারে?—তাকে কি বাঘে নিয়ে গেল?—দুজনকেই কি নিয়ে যাবে? তা কি ক'রে হবে?—এত রাত্রি হ'ল, এখনও মহারাজ এলেন না—তিনি বাহিরে পাহারা দিতে গেলেন—এ দিকে ঘরে যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা তিনি দেখ্‌ছেন না—আমি কি করি এখন? কোন্ দিকে যাই?—ঐ কার পায়ের শব্দ শুন্‌চি—কে যেন আসচে—নিশ্চয়ই তারা আস্‌চে—বোধ হয় কোথায়ও বেড়াতে গিয়েছিল, এইবার আস্‌চে—কৈ! শব্দ যে বাতাসে মিলিয়ে গেল—ঐ আবার! ঐ আবার!—শব্দটা ক্রমে কাছে আস্‌চে—ঐ যে কাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না?—ঐ যে মহারাজ আস্‌চেন—বোধ হয় অশ্রুমতীকে পথে দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসচেন—আঃ, নিশ্চয় তাই, না হলে আর কি হতে পারে? মহারাজকে দেখে তবু ভরসা হচ্চে—

প্রতাপসিংহের প্রবেশ

মহিষী। (ব্যগ্রভাবে) মহারাজ! আমার অশ্রুমতী? আমার অশ্রুমতী?——

প্রতাপ। সে কি মহিষি? অশ্রুমতী তো আমার সঙ্গে যায় নি।

মহিষী। মহারাজ, তবে সর্ব্বনাশ হয়েচে—অশ্রুমতীকে কোথাও পাওয়া যাচ্চে না—তুমি আমার অশ্রুমতীকে এনে দেও—না হলে আমি আর বাঁচ্‌ব না—চিতোর উদ্ধার থাক্ মহারাজ, আগে আমার অশ্রুকে এনে দাও!

প্রতাপ। চারি দিকে কি সন্ধান করেছ?

মহিষী। আমি মহারাজ, চারিদিকে খুঁজেচি, কোথাও পেলেম না—

প্রতাপ। বাঘের বাসা থেকে শাবক নিয়ে যায় কার এমন ভরসা? এখনি আমি তার অনুসন্ধানে চল্লেম। মহিষি, অতি অশুভ লগ্নে অশ্রুমতীর জন্ম হয়েছিল, অশ্রুমতীর জন্যে তোমাকে আমি বলে দিচ্চি, আমাদের অনেক অশ্রুপাত করতে হবে—আর এ

স্থানে থেকে কাজ নেই, যদি অশ্রুমতীকে পাই তো ভাল, নচেৎ এ পর্ব্বতময় প্রদেশ ছেড়ে মেবারকে মরুভূমিতে সম্পূর্ণরূপে পরিণত করে সিন্ধুনদী-গর্ভস্থ সঙ্গিদের পুরাতন রাজধানীতে গিয়ে বাস করব—নীরস মরু-ভূমিতে মুসলমানেরা কি রস পায় দেখা যাবে। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির।

ফরিদের ঘরে খাটিয়ার উপর অশ্রুমতী নিদ্রিত।

মানসিংহ ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ

ফরিদ। এই দেখুন মহাশয় আমার শীকার! শীকার ঠিক্ হয়েছে কি না, সে আপনি বলতে পারেন। কিন্তু এর চেয়ে ভালো শীকার যে কারু জালে পড়তে পারে, তা তো আমার বিশ্বাস হয় না।

মান। (নিদ্রিতা অশ্রুমতীর নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করত) হাঁ্যা, ঠিক হয়েছে—এই প্রতাপসিংহের কন্যা বটে। যদিও আমি একে খুব ছেলেব্যালায় দেখেছিলাম, কিন্তু সেই আদল এখনও বেশ উপলব্ধি হচ্চে। তবে ফরিদ, এই কন্যারত্নকে নিয়ে এখন তুমি সুখে ঘর-কন্না কর। তোমার পরিশ্রমের এই পুরস্কার।

ফরিদ। আপনার পুরস্কার শিরোধার্য্য। আমার উপর আপনার যথেষ্ট মেহেরবানি।

মান। কিন্তু দ্যাখ, রীতিমত বিবাহ করতে হবে।

ফরিদ। তা করব বৈ কি মশায়, বিয়ে করব না? এমন মেয়েকে লাখ্‌শ বার বিয়ে করব—এমন কি, আমার শ্বশুর মশায়কেও একটা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেব। তাতে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না।

মান। আমিও তাই চাই। (স্বগত) হুঁ!—"যে আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করে, তার আহারের স্থানে সূর্য্যবংশীয় রাণা উপস্থিত থাকতে পারে না!"—এইবার কি হয় দেখা যাবে।

[সদর্পে প্রস্থান।

ফরিদ। (স্বগত) আর কত ঘুমবে? এই ব্যালা ওঠাই—আর ভোর হতেও তো দেরি নেই—না, তার আগে আমি একটু সেজে গুজে নি না কেন!—যে চেহারা, তাতে যদিও সাজ-গোজের দরকার হয় না, তবু কি জানি মেয়ে মানুষের মন—যোচে একটু আতর লাগাই (একটু আতর লইয়া গুম্ফে প্রদান)—চুলটা ও দাড়িটা একটু আঁচড়ে চুমড়ে নি—আমার দাড়ি দেখে তো ভয় পাবে না?—সেই একটা কথা—আর এই তাজ টুপিটা একটু ট্যাড়া ক'রে পরি—দেখি, আর্শিতে এখন একবার মুখখানা দেখি কেমন দেখাচ্চে (আর্শিতে নানা ভঙ্গি-ক্রমে নিজ মুখ দর্শন) বা! বেড়ে হয়েছে! আপনার রূপেই আপনি মোহিত হয়ে যাচ্চি—এত দিনের পরে তবে আমি সংসারী হলেম! সারা জীবনটা যুদ্ধ করে মরেছি, এইবার একটু আয়েষ করতে হবে—এ তো যে-সে ঘরের মেয়ে নয়, ও বাবা রাণার মেয়ে—একে ভাল ঘরে রাখতে হবে। কিন্তু কোথায় এত টাকা পাই? কেন, শাজাদা সেলিমের দৌলৎ অক্ষয় হোক—তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন আর বিশ্বাস করেন, তাঁরই মস্তকে হাত বুলোনো যাবে—সে যেন হলো, আমার ছেলের নাম রাখব কি?—কে বলতে পারে, তার ভাগ্যেই যদি চিতোরের সিংহাসনটা পড়ে যায়, একটা জমকালো দেখে নাম রাখা তো চাই (চিন্তা করিয়া) কেন--হোঁসেন খাঁ—ছ্যা, ও পুরানো নাম—আচ্ছা—জবরদস্ত খাঁ, হাঁ্যা, এই বেশ গাল-ভরা নাম হয়েছে—এই বার গা মোড়া দিচ্চে—এই বার জাগো-জাগো হয়েছে—আমার বুক যে ধড়াস ধড়াস কচ্চে—রাণার মেয়েকে কি বলে সম্বোধন করব? প্রেয়সি!—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—সুন্দরি—ছি, ও সব ছোটলোকের সম্বোধন—হৃদয়ের মাণিক, মুক্ত-পান্নাজহর এই সব বলেই রাজা-রাজড়ার মেয়েদের ডাকতে হয়—আস্তে আস্তে এগোই—

অশ্রুমতীর নিদ্রাভঙ্গ।

অশ্রুমতী। (ঘুমের ঘোরে) ওঃ! কি একটা ভয়ানক ডাকাতের স্বপ্ন দেখছিলেম—যেন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্চে, আ! ঘুম ভেঙ্গে বাঁচলেম—ভাগ্যিস্ স্বপ্ন! মলিনা কোথায়?—(ভালরূপে চক্ষু মেলিয়া) একি! আমি কোথায়?—এ তো আমাদের পর্ব্বত নয়—মা!—মা!—মলিনা!—মলিনা!——আমি কোথায় এসেছি? একি হ'ল?—আমি কি স্বপ্ন দেখচি?—না, স্বপ্ন তো নয়, মা কোথায়? কৈ—কেউ নেই—কোথায় এলেম? অ্যাঁ? এ কি? (বিছানা হতে উঠিয়া) ও কে? সত্যিকের ডাকাত না কি?—কি ভয়ানক দেখতে! ও মা গো! (দৌড়িয়া ঘরের কোণে পলায়ন)

ফরিদ। ভয় নেই মেরা জানি—তুমি আমার হৃদয়ের মাণিক, মুক্ত, জহর, পান্না সকলি—

অশ্রু। (চীৎকার) মা গো, আমাকে রক্ষা কর। আমাকে রক্ষা কর——

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। একজন স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুন্‌লেম না, কে এমন সময়ে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে? এই যে একজন পরম সুন্দরী বালিকা দেখ্‌চি।

অশ্রুমতী (সেলিমের নিকটে আসিয়া) তুমি কে গো—আমাকে এই ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাও—

সেলিম। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) তোমার আর কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হও—তুমি ফরিদ? তুমি!—তুমি এই অসহায় বালিকার প্রতি অত্যাচার কত্তে প্রবৃত্ত হয়েছ?—কোথা থেকে একে নিয়ে এলে?—বল, কথা কও না যে?——

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর—আমার কোন দোষ নেই—মানসিংহ আমাকে অনুমতি করাতেই—বল্‌তে কি, তাঁরই অনুমতিক্রমেই—

সেলিম। যাও আমার নাম ক'রে তুমি মানসিংহকে এখনি ডেকে নিয়ে এস—যাও———

ফরিদ। যো হুকুম হুজুর—(স্বগত) গরিবের ধনে ধর্ম্মাবতারের নজর পড়েছে—তবেই দেখছি আমার জবরদস্ত খাঁর দফা মাটি।

[ফরিদের প্রস্থান।

সেলিম। (অশ্রুমতীর প্রতি) তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে এইখানে বোসো, আর কোন ভয় নেই।

অশ্রুমতী। তুমি বস্‌বে না?—তুমি কাছে থাক্‌লে ও আমাকে আর কিছু বল্‌তে পারবে না। তোমাকে ও ভয় করে।

সেলিম। আচ্ছা, আমিও বস্‌চি। তোমার আর কোন ভয় নাই।

ফরিদের প্রবেশ।

সেলিম। কৈ?—মানসিংহ কোথায়?

ফরিদ। আজ্ঞে হুজুর, তিনি এখনি আস্‌চেন। (স্বগত) ধর্ম্মাবতার যে আমার জায়গায় বেশ জুত করে বসে নিয়েছেন!—এইবার আমার অন্ন মারা গেল দেখ্‌চি! হুজনের দৃষ্টিও বড় ভাল ঠেক্‌চে না—লক্ষণ ভাল নয়—বড় গতিক খারাপ। আমার গা-টা গস্ গস্ কচ্চে।—আমি এত পরিশ্রম করে নিয়ে এলেম, উনি কি না উড়ে এসে যুড়ে বস্‌লেন—

মানসিংহের প্রবেশ।

সেলিম। (উঠিয়া) মহারাজ মানসিংহ, এ-কি ব্যাপার? এ বালিকাকে কে এখানে আন্‌লে? বীর-পুরুষ হয়ে অবলার প্রতি অত্যাচার? ফরিদ বল্‌চে, তোমার অনুমতিতেই না কি এই সব কাণ্ড হচ্চে?

মানসিংহ। শাজাদা গোস্তাগি মাফ্ করবেন, আপনার অল্প বয়স—তাই একটা বিষয় না জেনে শুনেই হঠাৎ রুষ্ট হয়ে পড়েন, সে বয়সের ধর্ম্ম, আপনার দোষ নেই। আমার মূল্য আপনি কি জান্‌বেন? সম্রাটই আমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারেন। আমি রাজসরকারে যে সব কাজ করেছি, আর কে বলুন দেখি সে রকম কত্তে পারে? সম্রাট আক্‌বর শা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলেন যে, আমার বাহুবলেই তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করেছেন।

সেলিম। মহারাজ মানসিংহ, আমি তোমার অমর্য্যাদা কচ্চিনে, তুমি যে রাজসরকারের একজন পরম হিতকারী বিশ্বাসী মিত্র, তা বিলক্ষণ অবগত আছি, সে কথা হচ্চে না—আমি জান্‌তে চাই, এ সব ব্যাপারের অর্থ কি? এই অবলা কুমারীটিকে বলপূর্ব্বক কে এখানে এনেছে?

মান। শাজাদা, আপনি এ সব ব্যাপারের অর্থ জান্‌তে চান? এই শুনুন, ইনি হচ্চেন মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের দুহিতা। রাণাকে বন্দী কত্তে পারা যায় নি, এঁকেই বন্দী করে আনা হয়েছে।

সেলিম। কি! বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা প্রতাপসিংহের দুহিতা! এখনি সমুচিত সম্ভ্রমের সহিত এঁকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাও, অবলার প্রতি অত্যাচার করে কোন বীরত্ব নাই।

অশ্রু। না, আমি ওদের সঙ্গে যাব না। ওরা ডাকাত।

মান। কি শাজাদা, আপনি সম্রাটের আজ্ঞার বিরুদ্ধে—আপনার পিতৃ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপনার এই হুকুম আমাদিগকে তালিম করুতে বলেন?

সেলিম। কি! বাদশার এই আদেশ?

মান। আজ্ঞে হাঁ শাজাদা।

সেলিম। আচ্ছা, তাঁর যদি এই আদেশ হয় তো, আমি তার বিরুদ্ধাচারী হতে চাইনে। আচ্ছা, এঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি স্বয়ং নিলেম। ইনি যাতে বন্দিভাবে কষ্ট না পান, আমায় তা দেখ্‌তে হবে। এতে তো সম্রাটের কোন আপত্তি হতে পারে না?

মান। এতে আর কি আপত্তি হতে পারে? কেমন ফরিদ?

ফরিদ। তার আর সন্দেহ কি? (স্বগত) বিলক্ষণ আপত্তি আছে, আপত্তি নেই? (প্রকাশ্যে) স্বয়ং শাজাদা যদি বন্দিশালার রক্ষক হন, তার চেয়ে আর সুরক্ষক কে হতে পারে? (স্বগত) যিনিই রক্ষক, তিনিই ভক্ষক না হলে বাঁচি।

সেলিম। এস বালা, তুমি আমার সঙ্গে এস—তোমার কোন ভয় নাই—তোমার কি এখনও ভয় হচ্চে?

অশ্রু। এ কোথায় আমি এসেছি?—আমাকে আমার বাপ-মায়ের কাছে নিয়ে যাও—তোমার সঙ্গে গেলে আমার ভয় হবে না।

সেলিম। (মানসিংহের প্রতি) আমি স্বয়ং গিয়ে এঁর থাক্‌বার বন্দোবস্ত করে দিচ্চি—তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

[অশ্রুমতীকে লইয়া সেলিমের প্রস্থান।

ফরিদ। (স্বগত) মরে যাই আর কি! আমাদের কি নিশ্চিন্ত করেই গেলেন! কৃতার্থ কর্‌লেন আর কি!

মান। তুমি যে ফরিদ, একবারে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লে?—

ফরিদ। আর মশায়, মাথায় হাত দিয়ে বসব না তো কি করব?

মান। তুমি এর মধ্যেই নিরাশ হলে না কি? শেষকালে দেখো, ও রত্ন তোমারই হবে—বুনো পাখিকে যদি কেউ পোষ মানিয়ে দেয়, তাতে তোমার আপত্তি কি?—যখন বেশ পোষা হবে, তখন পেলে আর পোষ মানাবার কষ্ট তোমাকে ভোগ কত্তে হবে না। বুঝ্‌লে ফরিদ?

ফরিদ। (উঠিয়া চটিয়া গমনোদ্যত)—বেশ, বুঝিছি মহাশয়, আর বোল্‌তে হবে না—ঢের বুঝিছি—আচ্ছা বুঝিছি—বিলক্ষণ বুঝিছি—

মান। আরে যাও কোথায়?—কথাটাই শোনো না বলি—চটে চল্লে কোথায়?—

ফরিদ। যান মহাশয়, আপনার কথায় আর ভদ্রলোকের থাকতে নেই—যে আপনার ভরসায় থাকে, তার মত আহাম্মক্‌ দুনিয়ায় নেই।

[বেগে প্রস্থান।

মান। (স্বগত) আমার যে অভিসন্ধি ছিল, ঠিক সেরূপ ঘটে কি না বিলক্ষণ সন্দেহ হচ্চে—ফরিদের সঙ্গে যদি বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পার্‌তেম, তা হলেই চূড়ান্ত হ'ত—কিন্তু তাও যদি না হয়—শাজাদা সেলিমের সঙ্গে বিবাহটা ঘট্‌লেও আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে—শাজাদা আপনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন, সে ভালই হয়েছে—কৃপাই প্রেমের পূর্ব্বসূত্র। যদি আমি এইটে ঘটাতে পারি, তা হলে প্রতাপ! তোর দর্প চূর্ণ হবে—যে তুর্কের হস্তে নিজ ভাগিনী দেয়, তার আহারস্থানে সূর্য্যবংশীয় মেবারের রাণা উপবেশন কত্তে পারে না বটে?—

[মানসিংহের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মেবারের প্রান্তভাগে একটা বন—তন্মধ্যে ভগবতীর একটি ভগ্ন মন্দির।

দূরে চিতোরের জয়স্তম্ভ দৃশ্যমান।

দুইটি বালক লইয়া প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ।

প্রতাপ। (স্বগত) জন্মভূমি চিতোর—তোমাকে জন্মের মত বিদায় দি—তোমার এ অযোগ্য সন্তানের নিকট আর কোন আশা করো না—আর একটু পরেই তোমার ঐ উন্নত জয়স্তম্ভ আমার চক্ষের অন্তরাল হবে—এইবার ভাল করে দেখে নিই—আমি তোমার কুসন্তান—আমা হতে তোমার কোন উপকার হল না। (অবলোকন করিয়া) হায়! এ সব স্থান পূর্ব্বে লোকালয় ছিল—গীত বাদ্য উৎসব

কোলাহলে পূর্ণ ছিল, কত হাস্যময় শস্যক্ষেত্র এখানে প্রসারিত ছিল, এখন এখানে কি ভীষণ অরণ্য—মধ্যাহ্নে যেন দ্বিপ্রহর অমাবস্যা রাত্রি—কি গভীর নিস্তব্ধ—আমার নিষ্ঠুর হস্তই এই হাস্যময় প্রদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে—

মহিষী। মহারাজ!—আর কত দূর যেতে হবে?—আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি, আর পারি নে—সিন্ধুনদী তো এখনও অনেক দূর।

প্রতাপ। এই মন্দিরের সোপানে বসে একটু বিশ্রাম কর।

মহিষী। আয় বাছারা, আমরা এইখানে বসি—

প্রতাপ। হা! দুর্জ্জয় কাল এই মন্দিরটির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য কত অত্যাচারই না কচ্চে—ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ওর মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্চে—অশ্বত্থের মূল-জাল অন্তর বাহির ভেদ করে কি নিষ্ঠুররূপেই ওকে বেষ্টন করেছে—তবু কেমন নিজ ভিত্তির উপর উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান।—আমার প্রতি অদৃষ্টের যতই অত্যাচার হোক না—আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় দুঃখের মূল বিস্তৃত হোক না কেন—তবু আমার উন্নত মস্তক মুসলমান-দের নিকট কখনই নত হবে না।

মহিষী। মহারাজ!—আমরা এ দুর্দ্দশা আর কত দিন ভোগ কর্‌ব?—আকবর সন্ধি করবার জন্যে যে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তার কি হল?—

প্রতাপ। সন্ধি?—মাহষি, ও কথা মুখেও এন না—সন্ধি?—তার অর্থ মুসলমানের বন্দী হওয়া—হে মা ভগবতি, সে দুর্দ্দশা যেন আমাদের না হয়—এস আমরা পিতা পুত্র স্ত্রী সকলে মিলে ভগবতীর চরণে প্রার্থনা করি—যোড়-করে এস আমরা হৃদয়ের সহিত তাঁকে ডাকি—তিনি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী—অবশ্যই আমাদের দুর্গতি মোচন করবেন।

সকলে সমস্বরে ভগবতীর স্তুতিগান।

রাগিণী মূলতান।

অগতির তুমি গতি বিশ্বমাতা ভগবতি!
ডাকি তোমা সকাতরে পিতাপুত্র দারা সতী।
উপায় নাহিক কোন, হারালাম রাজ্যধন
ও পদে দাও শরণ ভকতের এ মিনতি।
তোমার সেবক হয়ে মর্ত্ত্য মানবের ভয়ে
হব কি মা নত-শির?—যেন না হয় ও দুর্ম্মতি।
বরঞ্চ গো বনে বনে, বেড়াইব মরুভূমে,
মরিব মা অন্ন বিনে, সহিব না অবনতি।
যদি কভু দাও দিন (এবে মাতঃ বলহীন)
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি॥

কতকগুলি রাজপুত সৈন্য লইয়া মন্ত্রী ভাম-শার বনমধ্যে প্রবেশ।

ভাম। দেখ রাজপুতগণ, ঐ দিক্ থেকে সঙ্গীতের ধ্বনি আস্‌ছিল না?—এইমাত্র যেন থাম্‌ল।

সৈন্যগণ। হাঁ মন্ত্রিবর—আমরাও শুন্‌তে পেয়েছি।

ভাম। চল আমরা ঐ দিকে যাই। (মন্দিরের অনতিদূরে আগমন।)

প্রতাপ।

যদি কভু দাও দিন (এবে মাতঃ বলহীন)
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি।

সকলে প্রণাম কর। (সাষ্টাঙ্গে সকলের প্রণিপাত)

ভাম-শা। কি! "চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি"—রাজপুতগণ, ঐখানে নিশ্চয় আমাদের মহারাজ আছেন—তোমরা কি শুন্‌তে পাওনি?

সৈন্যগণ। হাঁ মন্ত্রিবর, আমরা শুন্‌তে পেয়েছি——চলুন ঐ দিকে চলুন—শীঘ্র চলুন—মহারাজা প্রতাপসিংহের জয়!—মেবারের জয়!

প্রতাপ। (প্রণাম করিয়া উঠিয়া) কি! এই ভীষণ অরণ্যে রাজপুতদিগের জয়ধ্বনি!—আমার সৈন্যসামন্ত তো আর কেউ নেই—আমি এখন অসহায় নিরাশ্রয় পথের পথিক—আমি তো আর সে মেবারের রাণা নই—কোথা হতে তবে এ জয়ধ্বনি হচ্চে?

সৈন্যগণ। জয় প্রতাপসিংহের জয়!

প্রতাপ। (পশ্চাৎ-দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) এ কি! এ কি! সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মন্ত্রিবর!

সৈন্যগণ। মহারাণার জয়!—

প্রতাপ। মন্ত্রিবর, তুমি এই সৈন্যসামন্ত লয়ে কোথা থেকে এলে?—(উভয়ের আলিঙ্গন)

ভাম-শা। আমরা কোন বিশ্বাসী লোকের প্রমুখাৎ অবগত হলেম যে, মহারাজ নিরাশ হয়ে

সপরিবারে মেবার পরিত্যাগ করে মরুভূমি অঞ্চলে যাত্রা করেছেন—সেইজন্য আমরা মহারাজের সন্ধানে নির্গত হয়েছি—আমাদের প্রাণ থাকতে আপনাকে দেশত্যাগী হতে কখনই দেখ্‌তে পারব না—আমরা এই কয় জন মহারাজের চির-অনুগত সেবক ও দাস আছি—এই অসময়ে যদি আমরা মহারাজের কোন উপকারে আসি, তা হলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়।

প্রতাপ। মন্ত্রিবর, বংশপরম্পরাক্রমে তোমরা যে আমাদের হিতৈষী বন্ধু, তা আমি বিলক্ষণ জানি—তোমার কিছুমাত্র ক্রটি নেই। কিন্তু এই কয়টি সৈন্য নিয়ে তুমি কি মেবার উদ্ধার কর্‌বে?—তুমি তো জান মন্ত্রিবর—আমি এখন নিঃসম্বল পথের ভিখারী—আমার ধনাগার শূন্য; সৈন্য সংগ্রহ কর্‌বার কি আমার কিছুমাত্র সম্বল আছে?

ভাম-শা। মহারাজ! সম্বলের অভাব কি?—এই নিন, আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনার চরণে সমর্পণ করলেম। এতে বার বৎসর কাল পঁচিশ হাজার সৈন্যের ভরণ পোষণ হতে পার্‌বে।

প্রতাপ। কি মন্ত্রিবর, তোমার কষ্টার্জ্জিত ধন অনায়াসে আমার হাতে সমর্পণ কর্‌লে?

ভাম। মহারাজ, এতে কি কষ্ট?—আপনার ধন আপনাকেই দিলেম—দেশের ধন দেশকেই দিলেম।

প্রতাপ। আ!—ভগবতীকে যে স্তব করেছিলেম, তার আশার অতীত ফল পেলেম—মন্ত্রিবর, আমার এ কৃতজ্ঞতা কোথায় রাখ্‌ব—কণ্ঠ রোধ হচ্চে, কি বলে আমার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌ব?—এই শুষ্ক নেত্রের অশ্রু উপহার লও—আর কি দেব?—এস মন্ত্রিবর, হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি।

একজন সৈনিক। বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ আপনার নিকট এই পত্রটি প্রেরণ করেছেন।

প্রতাপ। পড় মন্ত্রিবর।

ভাম। (পাঠ করণ।)

হিন্দুর ভরসা-আশা হিন্দুর উপর।
সে আশারো পরে রাণা ছেড়েছে নির্ভর।
প্রতাপ ছিলোগো ভাগ্যি—নচেৎ আক্‌বার
করেছিল সর্বভূমি—সব একাকার।
ক্ষত্রিয়-বীরের আর কোথা সে বিক্রম?
মহিলারো কোথা এবে সতীত্ব সম্ভ্রম?
যথার্থ যে রাজপুত—"নয় রোজা" দিনে
বিসর্জ্জিতে পারে কি গো আপন সম্ভ্রমে?
কিন্তু বল কয়জন করেনি বিক্রয়,
সেই যে অমূল্য-ধন খেয়ে লজ্জাভয়?
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য-ধন বেচিল ক্ষত্রিয়,
বিকাবে সে রত্ন কি গো চিতোর তুমিও?
কখন না, কখন না—নাহি তাহে ভয়,
চিতোর সম্ভ্রম-রত্ন অটুট অক্ষয়।
খুয়ায়ে প্রতাপ আর সরবস্ব ধন
রেখেছে ঐ রত্নমাত্র করিয়া যতন।
বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে "কোন্ গুপ্ত বলে
এড়ালেন মহারাণা শত্রুর কৌশলে?"
নাহি প্রতাপের—শোনো—অন্য কোন বল,
হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল!
আর্য্যবর! ক্ষত্রবর!—চিতোরের রাজ্যেশ্বর!
চিরজীবী হয়ে থাক মর্ত্ত্য এই ভবে,
যত দিন তব প্রাণ, তত দিন আর্য্য-মান
অক্ষত অক্ষুণ্ণ হয়ে অকলঙ্ক রবে।
যবনের তাড়নায়, ক্ষাত্র-লক্ষ্মী মৃতপ্রায়,
তোমা পানে চেয়ে শুধু এখনো অটল;
হৃদে তাঁর আশা পূর্ণ, যবনের দর্প চূর্ণ
তুমিই করিবে একা—তুমিই কেবল!
হীন ক্ষত্ররাজ দলে, আক্‌বরের পদতলে,
লোটাক্ না নত-শিরে—কি ক্ষতি তাহায়?
কাপুরুষ ভীরু যারা, ভারত-কলঙ্ক তারা,
দিল্লীর পথের ধূলি—তাদের কে চায়?
যবন-বিপ্লব-মাঝ, কিসেরি ভাবনা আজ,
ধ্রুব-তারারূপে যবে প্রতাপ উদয়;
চন্দ্র সূর্য্য থেকো সাক্ষী, আবার বিজয়-লক্ষ্মী
প্রতাপের গুণে শুধু হবেন সদয়।
কিসেরি নিরাশা তবে, কিসেরি বা ভয়,
মুক্ত কণ্ঠে গাও সবে মেবারের জয়!

প্রতাপ। দেবীর প্রসাদ আজ পদে পদে অনুভব কচ্চি—অসহায় ছিলেম, সহায় পেলেম—কোষ শূন্য ছিল, পূর্ণ হল—হৃদয় মুমূর্ষু ছিল, আবার এই কবিতায় জীবন পেলেম।—এখন চল বীরগণ—চল!——

"কিসেরি নিরাশা তবে, কিসেরি বা ভয়?
মুক্ত কণ্ঠে গাও সবে মেবারের জয়!"

সৈন্যগণ। (চীৎকার করিয়া)

"জয় মেবারের জয় !"

"জয় চিতোরের জয় !"

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! প্রথমে কোন্ স্থান আক্রমণ করা যাবে ?

ভীম-শা। দেবৈরে শাবাজ খাঁ শিবির স্থাপন করে আছে—অগ্রে সেইখানেই যাওয়া যাক।

প্রতাপ। চল, তবে সেইখানেই চল—রাজপুতগণ !—আর কিছুই চাই নে।

"হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল !"

সৈন্যগণ।

"হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল !"

(সকলের যাত্রা)

জয় মহারাজার জয়—জয় প্রতাপসিংহের জয়—

প্রতাপ। রাজপুতগণ, আমাদের জয়ঘোষণা কেন কচ্চ ?—ভগবতীর জয়-ঘোষণা কর—এই সমস্ত তাঁরই আশীর্ব্বাদের ফল।

সৈন্যগণ।

জয় ভগবতীর জয় !—গৌরীর জয় !—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির।

অশ্রুমতী ও মলিনা।

মলিনা। ভাগ্যি সুলতান তোমার কাছে আমাকে রেখে দিলেন, না হলে একলা আবার কি করে ফিরে যেতেম—কোথায় থাক্‌তেম ভাবচি। কত পথ হেঁটে হেঁটে, কত কষ্ট করে যে তোমার সন্ধান পেয়েছি, তা ভগবান্ জানেন। আমি তখন ভাই, মনের ঝোঁকে বেরিয়ে পড়েছিলেম বলেই আস্‌তে পেরেছি—এখন আমি আপনিই আশ্চর্য্য হচ্চি যে, অত পথ কি করে একলা একলা এলেম।

অশ্রুমতী। সুলতান সেলিম আমার কোন কথাই ভাই অগ্রাহ্য করেন না—আমি যাতে সুখে থাকি, তাই তাঁর চেষ্টা। আমি তাঁকে বল্‌বামাত্রই দেখ, তিনি আমার কাছে তোমাকে রেখে দিলেন।

মলিনা। তা তো দেখ্‌চি:—কিন্তু তোমার ভাই কথা-বার্ত্তার ভাবে বোধ হয় সুলতানের উপরে তোমারও যেন খুব ভালবাসা হয়েছে, তাঁর কথা বল্‌তে বল্‌তে তুমি যেন একেবারে গলে যাচ্চ।

অশ্রুমতী। তিনি আমাকে ভাই অত যত্ন কচ্চেন—আমি তাঁকে একটু ভালবাস্‌তেও পারব না ?

মলিনা। তিনি যে ভাই আমাদের শত্রু। তিনিই তো তোমাকে বন্দী করে রেখেছেন।

অশ্রুমতী। তিনি শত্রু ? তুমি বল কি ভাই ?—তিনি আমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করলেন—তিনি শত্রু ?—তিনি তাদের কত ধম্‌কালেন—এমন কি, বাবার কাছে ফিরে নিয়ে যেতে পর্য্যন্ত বলে দিলেন—আমিই বরং ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেম না—এই কি ভাই শত্রুতার কাজ ?

মলিনা। তুমি ভাই এত দিন ভীলদের মধ্যে ছিলে—কে মুসলমান, কে রাজপুত, তাই যে তুমি জান না, তুমি মুসলমানদের ছলকৌশল কি বুঝ্‌বে ভাই ?—যাকে তুমি রক্ষাকর্ত্তা বল্‌চ, সে-ই ডাকাতদের সর্দ্দার, তা তুমি জান ?

অশ্রুমতী। ভাই মলিনা—ভাই মলিনা—কেন ভাই আমাকে কষ্ট দাও ?—ওকে যদি শত্রু বল, তো ঐ রকম শত্রু যেন আমার জন্মজন্ম——

মলিনা। ও কি ভাই, তোমার চখে জল এল যে !—না ভাই, আমি আর ও কথা বলব না।

অশ্রুমতী। ভাই মলিনা! আমি কত আশা করেছিলেম যে, তোমার সঙ্গে যদি দেখা হয় তো আমার মনের গোপনীয় কথা তোমাকে বলে কত আরাম পাব—আর তুমিও তা শুনে কত খুসি হবে—বাস্তবিক, সুলতান সেলিমের কথা ভাবতে পর্য্যন্ত আমার এমন একটি আমোদ হয় যে, সে রকম আমোদ আমার আর কখন হয় নি।—হ্যাঁ ভাই মলিনা, তুমি ভাই যে "মনের মানুষের" কথা আমাকে বলেছিলে, আমার বোধ হয় সেই মনের মানুষ এতদিনের পর আমিও পেয়েছি, এই কথা ভাই তোমাকে বলবার জন্য আমি কত ব্যস্তই হয়েছিলেম——তা ভাই শেষকালে কি এই হল ?

মলিনা। (স্বগত) এ যে বড় বিষম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখ্‌চি—(প্রকাশ্যে) না ভাই, আমি তোমাকে পরখ্ করবার জন্যেই ঐ রকম বলছিলেম—আমি দেখ্‌ছিলেম তোমার ভালবাসার কতদূর দৌড়।

অশ্রুমতী। (হাসিয়া) ও !—তাই ?—তাই ?

—আমি ভাই বুঝ্‌তে পারি নি—আমি মনে করছিলেম বুঝি তোমার সত্য সত্যই ও কথা শুনে ভাল লাগে নি। এখন ভাই বাঁচলেম।—(মলিনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) এস ভাই, তোমাকে একটি চুম খাই। (চুম্বন) এখন এস ভাই, আমরা মন খুলে আমাদের মনের কথা বলাবলি করি। যার সঙ্গে তোমার পূর্ব্বে ভাব হয়েছিল, আর যার কথা তুমি একবার বলেছিলে, তার কি ভাই কোন খবর পেয়েছ?—

মলিনা। তোমাকে সে কথা বল্‌তে ভাই ভুলে গিয়েছিলেম, সে দিন আমি ভাই, একটা বাগানে বেড়াচ্ছিলেম, আর বেড়াতে বেড়াতে আপন মনে গান গাচ্ছিলেম, হঠাৎ দেখি পৃথ্বীরাজ—আমার ছেলেব্যালার সঙ্গী পৃথ্বীরাজ সেখানে সরোবরের চাতালে বসে আছেন, আমি ভাই, তাঁকে দেখে যেন স্বর্গ হাতে পেলেম, লজ্জায় আহ্লাদে, আমার গা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল—পৃথ্বীরাজও আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হলেন, কত কি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ভাই, আমার কথা আট্‌কে গেল—আমি কি বলে সম্বোধন করব—কি উত্তর দেব, কিছুই ভেবে পেলেম না।—তার পর তিনি যখন আমাকে তাঁর কাছে বস্‌তে বল্লেন—আর সব আগেকার পুরাণো কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন—তখন ভাই, আমার মুখ ফুটল। তার পর তিনি বল্লেন, মলিনা—তুমি যে গানটি গাচ্ছিলে, সে গানটি গাও না। অনেক অনুরোধের পর আমি ভাই গাইলাম, তার পর তিনি ভাই বল্লেন—আমি রোজ এই স্থানে তোমার গান শুন্‌তে আস্‌ব, তুমি কি আস্‌বে? আমি বল্লেম আস্‌ব—সেই অবধি ভাই আমি রোজ সেখানে গিয়ে তাঁকে গান শোনাই—আর আমাকে দেখ্‌লে তিনি কত সুখী হন। আমি মনে করেছিলেম, কাউকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে মহারাজের কাছে বলে আস্‌ব যে, তোমার এই রকম বিপদ হয়েছে—কিন্তু ভাই, পৃথ্বীরাজকে ছেড়ে আর কোথাও নড়্‌তে ইচ্ছে করে না।

অশ্রুমতী। এমন সুখের কথা তুমি ভাই, আমাকে আগে বল নি?

মলিনা। তোমাকে ভাই বল্‌ব বল্‌ব কোরে আর বলা হয় নি—আমরা ভাই, দুজনে এখানে পড়ে রইলেম, রাজমহিষী কত ভাবচেন, আমার ভাই, এক একবার সেই ভাবনা হয়—তোমার ভাই, বাপ-মার জন্যে কি মন কেমন করে না?

অশ্রুমতী। মধ্যে মধ্যে খুব করে। কিন্তু ভাই, সেলিমকে দেখ্‌লেই সব ভুলে যাই। তিনি একবার ক'রে রোজ আমাকে দেখ্‌তে আসেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমার বাপ-মাকে তিনি খবর পাঠিয়ে দেবেন যে, আমি এখানে নিরাপদে আছি। আর, তাঁরা কেমন আছেন, তার খবরও আমাকে আনিয়ে দেবেন। ঐ যে সেলিম আস্‌চেন—

মলিনা। আমি ভাই তবে এখন যাই—

[মলিনার প্রস্থান।

সেলিমের প্রবেশ।

অশ্রুমতী। আমি মনে করেছিলেম, তুমি আজ বুঝি আর এলে না।

সেলিম। কেন অশ্রু, আমি তো ঠিক্ সময়েই এসেছি। তোমার আর তো কোন কষ্ট নেই?

অশ্রুমতী। তুমি সেলিম, আমার কাছে থাক্‌লে আমার কোন কষ্ট থাকে না। তুমি গেলে আমার বাপ-মায়ের জন্যে এক একবার মন কেমন করে।

সেলিম। তুমি কি তাঁদের কাছে যেতে চাও?

অশ্রুমতী। তুমি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাও তো যাই।

সেলিম। সে অশ্রু অসম্ভব।—তবে তোমার কাকা এখানে আছেন, তাঁকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি—তাঁর কাছে তুমি তোমার বাপ-মায়ের খবর মাঝে মাঝে পেতে পার। দেখ অশ্রু, আমি তোমায় বন্দীর মত এখানে রাখ্‌তে চাইনে—তোমার আত্মীয়-স্বজন যদি কেউ এখানে থাকেন তো যখন ইচ্ছা আমাকে বল্লেই আমি তাঁদের আনিয়ে দিতে পারি।

অশ্রুমতী। সেলিম, আমার কাকা এখানে আছেন? আমি তাঁকে একবার দেখ্‌ব।

সেলিম। আচ্ছা, তাঁকে তুমি দেখ্‌তে পাবে —দেখ অশ্রু, আমি একটা মনের কথা তোমাকে খুলে বলি—আমি যে তোমায় এত যত্ন কচ্চি, তার দরুণ তোমার কৃতজ্ঞতার উদয় হইতে পারে—সে কার না হয়?—কিন্তু আমি তোমাকে যতদূর ভালবাসি, যতদিন না আমি দেখি, তুমি আমাকে ততদূর ভালবাস, তত দিন আমি বিবাহের নাম পর্য্যন্ত

করুব না।—সে বিবাহের পরিণাম কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হবে না।

অশ্রুমতী। (সজলনেত্রে) সেলিম—সেলিম—কি বল্লে সেলিম?—তুমি যতদূর ভালবাস, আমি ততদূর ভালবাসি নে?—তুমি কতক্ষণে এখানে আসবে, কতক্ষণে তোমাকে দেখব, এই আশায় সমস্ত দিন যে আমি তোমার পথ চেয়ে থাকি—রাত্রিতে যখন ঘুমুই, তখন তোমাকেই যে স্বপ্নে দেখি—তোমাকে দেখ্‌লে বাপ-মার কষ্ট পর্য্যন্ত ভুলে যাই—একে কি সেলিম, কৃতজ্ঞতা বলে?—এই যদি কৃতজ্ঞতা হয়, তবে তাই।

সেলিম। না অশ্রু, তুমি কেঁদ না—তোমার অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়ের রক্ত।—আমি এখন বুঝলেম, তুমি আমাকে ভালবাস। আমি যাই, তোমার কাকাকে পাঠিয়ে দিই গে।

[সেলিমের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির-সমীপস্থ একটি উদ্যান—সেই উদ্যানের অভ্যন্তরস্থ সরোবরের ঘাটের প্রস্তর-চাতালে
পৃথ্বীরাজ ও মলিনা উপবিষ্ট।

পৃথ্বীরাজ। দেখ মলিনা—এর উপায় কি বল দেখি?—রাজপুতকুলে রাণা প্রতাপসিংহের নাম অকলঙ্ক ছিল—তিনিই আমাদের এত দিন মান রেখেছিলেন, তাঁর শুভ্র যশও মলিন হতে চল্ল—এ ভারি দুঃখের বিষয়। আমি সেদিনও তাঁকে লিখেছি—

"ক্ষত্রিয়-সর্ব্বস্ব ধন বেচিল ক্ষত্রিয়
বিকাবে সে রত্ন কি গো চিতোর তুমিও?
কখন না কখন না—নাহি তাহে ভয়
চিতোর সম্ভ্রম-রত্ন অটুট অক্ষয়।"

কিন্তু এখন যে বিলক্ষণ ভয় হচ্চে—চিতোরের সম্ভ্রমও যে আর থাকে না।

মলিনা। এতে প্রতাপসিংহের দোষ কি?—তাঁর মেয়েকে যে মুসলমানেরা হরণ করে এনেছে—তা তিনি তো জানেন না। তুমি পৃথ্বীরাজ যদি তাঁকে খবর পাঠিয়ে দিতে পার তো বড় ভাল হয়।

পৃথ্বী। তাঁকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া বড় সহজ নয়—তিনি কোথায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর সন্ধান কে পাবে বল?—তাঁকে খবর পাঠাতে পাঠাতে এ দিকে যদি কলঙ্কের ঢাক বেজে ওঠে, তার উপায় কি? আমি এক জন বিশ্বাসী লোক পেলেই তাঁর কাছে পত্র পাঠাব।

মলিনা। দেখ, একটা কাজ করলে হতে পারে। রাজকুমারী অশ্রুমতীর বাড়ন্ত বয়স—এই সময় ভাল-বাসা লতার মত যাকেই প্রথমে সম্মুখে পায়, তাকেই আশ্রয় করে, আর কখন অন্য সুপুরুষের সংসর্গে আসে নি, সেলিমকে দেখেই একেবারে ভুলে গেছে—এখন যদি একটি ভাল রাজপুত যুবার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বোধ হয় আর কোন মন্দ ঘটনা হতে পায় না। আর রাজকুমারীর কাকাও এখানে আছেন, তিনি উদ্যোগ করুলেও অনায়াসে হতে পারে।

পৃথ্বী। এ একটা নতুন কথা বলেছ—এ কথা আমার মনে আসলে উদয় হয় নি।—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কথা তাঁর কাকাকে বল্‌চি। বেশ বলেছ। মলিনা, তুমি একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী হতে পার দেখচি।

মলিনা। পৃথ্বীরাজ, তুমি আমাকে তোমার রাজ্যের মন্ত্রী কোরো—

পৃথ্বী। কি রকম মন্ত্রণা দেবে বল দেখি?

মলিনা। আমার মন্ত্রণা শুন্‌বে?—আমি বলব, পৃথ্বীরাজ, তুমি রাজ্যের কাজ-টাজ ছেড়ে দিয়ে অষ্টপ্রহর আমার কাছে বসে থাক—যুদ্ধে গিয়ে কি হবে? তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে কত গান শোনাব, কত গল্প করব—এই রকম কত মন্ত্রণা দেব।

পৃথ্বী। (হাসিয়া) বা, এ বেশ মন্ত্রণা—এই রকম মন্ত্রণা দিলেই প্রতুল আর কি—যখন তুমি আমার মন্ত্রী হবে, তখন তো তুমি আমাকে কত গান শোনাবে—এখন আগাম কিছু শোনাও দেখি—তোমার সেই গানটি গাও তো মলিনা!—

মলিনা। সেইটে—সে দিন যেটা গাচ্ছিলেম?

পৃথ্বী। হ্যাঁ, সেইটে।

মলিনা। আচ্ছা গাচ্চি।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

এ সুখ-বসন্তে সই কেন লো এমন আপন-হারা,
বিবশা আহা-মরি!
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোলোপরি।

হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জ্যোছনা-হাসি,
ঢালে মল্লিকা সুরভি-রাশি রে—
বোলে পাপিয়া পিউ পিউ—কুঞ্জে
কোয়েলা কুহু কুহু রবে কুঞ্জে কুঞ্জে।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসি রে,
মলিন কেন হেরি ও মুখ-শশী লো—
যদি গায় পাখী, তবে কেন সখি
নীরবে রহিবি হায়।
আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মালতী তুলি',
গাঁথি' মালিকা দুজনে মিলিয়ে,
গানে গানে পোয়াইব রজনী সজনি রে।

পৃথ্বী। বড় মিষ্ট লাগ্‌ল—আর একটা গাও মলিনা।

মলিনা। কোন্‌টা গাব ?

পৃথ্বী। যেটা তোমার ভাল লাগে—একটা আমোদের গান গাও।

মলিনা। আমোদের গান ?——আচ্ছা গাচ্চি।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট।

গহন কুসুম-কুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোক-লাজে
সজনি! আও আও লো—
পিনহ চারু নীল বাস
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম-রাশ
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জ বনমে যাও লো—
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার,
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যুথি জাতি রে।
দেখ লো সখি শ্যাম রায়
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত-সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনী-বৃন্দ
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।

পৃথ্বী। তোমার গান শুন্‌লে আর কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না—কিন্তু দেখ মলিনা, অশ্রুমতীর বিবাহের বিষয় তুমি যে পরামর্শ দিয়েছ, তা আমার মনের সঙ্গে বড় মিলেছে, সে বিষয় শক্তসিংহের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখ্‌তে হবে—এই ব্যালা যাই, কি বল ?

মলিনা। এর মধ্যেই যাবে পৃথ্বীরাজ ?—আচ্ছা যাও—আমিও চল্লেম—কাল আবার আস্‌বে তো ?

পৃথ্বী। আস্‌ব বৈ কি—এই বিষয়টা স্থির কর্‌তে পারলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হই।

মলিনা। (স্বগত) আ! পৃথ্বীরাজকে পেলে যেন আমি স্বর্গ হাতে পাই—এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি ওঁকে ছাড়তে ইচ্ছে করে ?—কাল এই সময়টা কতক্ষণে আবার আস্‌বে——

[মলিনার প্রস্থান।

পৃথ্বী। গান শুনে আমোদ হল বটে, কিন্তু হৃদয়ের ভার কিছুই কম্‌ল না—বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা—তাঁকে প্রাণ থাক্‌তে আমি কখনই কলঙ্কিত হতে দেব না। তাঁর বীরত্ব নিয়েই আমার কবিতা জীবিত রয়েছে—যাই, এ বিষয়ে শক্তসিংহের সহিত পরামর্শ করি গে। না, আগে একবার সুলতান সেলিমের কাছে যাই—যদি মুক্তিমুদ্রা দিয়ে অশ্রুমতীকে খালাস করা যায়, তারও চেষ্টা দেখা যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির।

সেলিম ও ফরিদ

সেলিম। (পদচারণ করিতে করিতে ফরিদের প্রতি) দেখ ফরিদ, অশ্রুমতীর হৃদয় তো এখন আমারই হয়েছে—আর কোন ভয় নেই—এখন তবে বিবাহের উদ্যোগ করতে আদেশ করা যাক্ না কেন ?

ফরিদ। হুজুরালি!—আর একটু সবুর করুন, মেয়েমানুষের মন, এখনও কিছু বলা যায় না।—এমনি যদি বিবাহ করেন, তা হলে তো আর কোন গোলই থাকে না—কিন্তু হুজুর যে পণ করেছেন, তার হৃদয় হস্তগত করে তবে তার পাণিগ্রহণ করবেন—সে বড় শক্ত পণ—রাজপুত হয়ে মুসলমানকে কি সহজে বিবাহ করতে চাবে?

সেলিম। ফরিদ, আমার আর সে সন্দেহ নেই—আমি সে বিষয় একটু সন্দেহ করেছিলেম বলে সে সরলা বালা কত অশ্রুপাত করলে।

ফরিদ। বেয়াদবি মাপ করবেন—স্ত্রীলোকের অত্যন্ত অশ্রুর কোন কিম্মৎ নেই—ও পথে ঘাটে যেখানে সেখানে ছড়াছড়ি, ডাকিনীরাও অমন অশ্রু যখন তখন ফেল্‌তে পারে।

সেলিম। ফরিদ, তুমি জান না, তাই ও কথা বল্‌ছ, সে বালা মূর্ত্তিমতী সরলতা—আমি তার কথায় কোন সন্দেহ করিনে—সহস্র রাজপুত তার বিবাহের প্রার্থী হোক্ না, আমি তাতে কোন ভয় করিনে—আমি বেশ জানি, সে তাদের মুখদর্শনও করবে না।

ফরিদ। সেরূপ ঘটনা যদি কখন উপস্থিত হয়, তখনই বোঝা যাবে—এখন হুজুরের বিশ্বাসের উপর আমার কথা কওয়া উচিত হয় না।

রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সেলিম। আচ্ছা, তাঁকে আস্‌তে বল।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

সেলিম। কি সংবাদ রাজকুমার?

পৃথ্বীরাজ। সুল্‌তান! আপনি যে মুক্তি-মুদ্রার কথা বলেছিলেন, তা আমি সংগ্রহ করে এনেছি। এতে দশ জন রাজপুত বন্দী মুক্ত হবার কথা। সুলতান! আপনি জান্‌বেন, আমার যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে আমি এই পণ সংগ্রহ করেছি!

সেলিম। তোমার উদারতা প্রশংসনীয়—কিন্তু উদারতায় আমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার পণ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তুমি তো মুক্ত হলেই, আর দশ জন কেন—আরও একশত জন রাজপুত বন্দীকে আমি মুক্তি দিলেম, তুমি এখনি নিয়ে যাও।

পৃথ্বীরাজ। সুলতান! আপনার অসাধারণ উদারতায় আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হলেম। ৯৯ জন রাজপুতের মুক্তি হতে একটু বিলম্ব হলেও ক্ষতি নাই—অগ্রে সেই রাজপুত বালিকা অশ্রুমতী মুক্ত হলেই বড় সুখী হই।

সেলিম। কি! রাজকুমার, অশ্রুমতীর মুক্তির কথা তুমি বলচ?—আমার কথা বুঝতে তোমার ভ্রম হয়েছে দেখছি!—আমি ১০০ জন রাজপুত পুরুষের কথা বলেছিলেম—রাজপুত স্ত্রীর কথা তো আমি বলি নি?—অশ্রুমতীর বিনিময়ে তুমি কি পণ দিতে পার? তোমার ক্ষুদ্র রাজ্য বিক্রয় করলেও তো সে পণ সংগ্রহ হতে পারে না—তোমার রাজ্য কি, সমস্ত মেবারও তার উপযুক্ত মূল্য হতে পারে না—তবে তুমি আর কি পণ দেবে?

পৃথ্বীরাজ। সুলতান! অশ্রুমতীর মুক্তির জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর্‌তে পারি।

সেলিম। কি! প্রাণ পণ?—রাজকুমার, তুমি পাগলের মত কি বকচ? ও সব প্রলাপবাক্য আমার কাছে বোলো না—তুমি যদি আরও ১০০ জন রাজপুত পুরুষের মুক্তি প্রার্থনা কর—তো এখনি আমি অনুমতি দিচ্চি—কিন্তু ও কথা আমার কাছে মুখেও এন না।

[সেলিমের বেগে প্রস্থান।

ফরিদ। আহা, মেয়েটির জন্য আমার বড় কষ্ট হয়—সে কথা ভাবতে গেলে চক্ষে জল আসে—আহা! মেয়েটি হল রাজপুতবংশের—আমাদের সুলতান হলেন মুসলমান, এ মিলনে কোন সুখ নেই—এ বিষয় আমাদের ধর্ম্মেতেও নিষেধ আছে।

পৃথ্বীরাজ। সুলতানের সে দিকে লক্ষ্য আছে না কি? তুমি বল কি ফরিদ?

ফরিদ। মানুষের মন বলা যায় না তো, এর পর কি হয়, কে বলতে পারে—

পৃথ্বীরাজ। কি ভয়ানক! শীঘ্র এর একটা উপায় করতে হবে।

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান ও সেলিমের পুনঃপ্রবেশ)

সেলিম। কি স্পর্দ্ধার কথা!—"অশ্রুমতীকে মুক্ত করতে পারলেই সুখী হই" "অশ্রুমতীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে পারি।"

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর, ও কথা-গুল আমারও বড় ভাল ঠেকল না—

সেলিম। তোমার সবতাতেই সন্দেহ—অশ্রুমতীর প্রতি ওর লক্ষ্য থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমি বেশ বলতে পারি, অশ্রুমতীর হৃদয়ে আমি ছাড়া আর কেউ স্থান পাবে না।

ফরিদ। হুজুর অবিশ্যি আসল অবস্থা আমার চেয়ে ভাল জানেন। তবে, "সুখী" হবার কথা, আর "প্রাণ পণের" কথা শুনেই একটু চম্‌কে গিয়েছিলাম, যেহেতু হুজুর, আমার এই সংস্কার যে, এক হাতে কখন তালি বাজে না!

সেলিম। যাও যাও, তোমার ও সব কথা রেখে দাও—অশ্রুমতীর উপর যে দিন আমার সন্দেহ হবে, সে দিন আমি জান্‌ব, সরলতা ব'লে পৃথিবীতে কোন পদার্থই নেই। [সেলিমের প্রস্থান।

ফরিদ। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে আমার একটু ভাব করতে হবে, দুই দিকেই টোপ ফেলি, দেখি কোন্ দিকে লেগে যায়। ফরিদ যাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া বড় সহজ নয়! [ফরিদের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। (স্বগত) দাদাই রাজপুতকুলের মর্য্যাদা সম্ভ্রম এত দিন বজায় রেখেছিলেন—আর তো প্রায় উচ্চ বংশের সমস্ত রাজপুতই বাদশার নিকট কন্যা ভগিনী বিক্রয় করে পতিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের বংশের সে মর্য্যাদা বোধ হয় আর থাকে না। এখন কি করা যায়? কি ক'রে অশ্রুমতীকে উদ্ধার করা যায়?—যদি বলপূর্ব্বক নিয়ে যাবার চেষ্টা করি, আর যদি তাতে কৃতকার্য্য না হই, তা হলে আরও ভয়ানক হবে। এ অন্য কিছু নয় যে, আবার পুনরুদ্ধার হতে পারে—যদি স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম একবার নষ্ট হয়, তা আর ফেরবার নয়—সে কলঙ্ক আমাদের কুল-পরম্পরায় প্রবাহিত হবে। প্রথমে সহজ উপায়ই অবলম্বন করা যাক্। এই ব্যালা যদি কোন রাজপুতের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ফেলা যায়, তা হলে বোধ হয় ফাঁড়াটা কেটে যেতেও পারে—এখানে তেমন সুপাত্রই বা কোথায়? (চিন্তা করিয়া) কেন পৃথ্বীরাজ!—ঠিক হয়েছে—রূপে গুণে কুলে পৃথ্বীরাজের মত পাত্র পাওয়া বড় সহজ নয়। এই যে পৃথ্বীরাজই এই দিকে আসচেন দেখছি।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

শক্তসিংহ। কোথায় যাওয়া হচ্চে?

পৃথ্বী। তোমার নিকটেই আস্‌ছিলেম। তা এখানে দেখা হল, ভালই হল। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে বল দেখি?—চিতোরের যে সম্ভ্রম এতদিন ছিল—সে সম্ভ্রম আর থাকে না। তুমি তো প্রতাপসিংহের ভ্রাতা, তোমার তো এতে কষ্ট হতেই পারে—তোমার চেয়ে আমার কষ্ট বোধ হয় কিছুমাত্র কম হবে না। ——প্রতাপসিংহ আমার কবিতার একমাত্র নায়ক—আমার হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য-দেবতা—তাঁতে যে কোন কলঙ্ক স্পর্শ হবে, এ তো আমার প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না।

শক্তসিংহ। সত্য, আমাদের বংশমর্য্যাদা বুঝি আর থাকে না—এখন কি করা যায় ভেবে পাচ্চি নে—এই বিপদ হতে কি করে উদ্ধার হওয়া যায় বল দেখি? তুমি কি কিছু ভেবেচ পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বী। আমি কি স্থির করেছি শোন—একটি ভাল রাজপুত পাত্র সন্ধান ক'রে এখনি অশ্রুমতীর বিয়ে দাও—আমি সেলিমের যে রকম ভাব দেখে এলেম, তাতে লক্ষণ বড় ভাল ঠেকল না।

শক্ত। আমাদের দুজনের মতই তবে এক হয়েছে—আমিও তাই ভাবছিলেম। তবে তোমার চেয়েও আর একটু আমি বেশি মাত্রা ভেবে রেখেছি।

পৃথ্বী। কি বল দেখি——

শক্ত। তুমি পাত্র সন্ধানের কথা বল্‌চ—আমি পাত্র পূর্ব্ব হতেই স্থির করে রেখেছি।

পৃথ্বী। তবে আর বিলম্ব কেন?—এখনি তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ফেল। দেখতে শুনতে কি রকম বল দেখি?

শক্ত। পাত্রটি দেখতে শুন্‌তে অবিকল তোমার মত।

পৃথ্বী। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি! তার নাম কি?

শক্ত। তার নাম বিকানিয়ের-রাজকুমার শ্রীমান পৃথ্বীরাজসিংহ।

পৃথ্বী। কি! আমি! আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌চ? সে কি করে হবে? সে হতেই পারে না— আর কোন পাত্র তুমি অনুসন্ধান কর। ও কি কথা শক্তসিংহ?

শক্ত। তোমার তো কোন রাজপুতই এখানে অপরিচিত নেই—বল দেখি পৃথ্বীরাজ, অশ্রুমতীর যোগ্য পাত্র এখানে কোথায় পাওয়া যায়?—আর, তুমিই তো বল্‌ছিলে বিবাহটা যত শীঘ্র হয়,ততই ভাল।

পৃথ্বী। (চিন্তামগ্ন হইয়া) তা তো আমি বল্‌ছিলেম, কিন্তু—কিন্তু—এ একটা নূতন কথা তুমি উপস্থিত করেছ, আমাকে ভাবতে একটু সময় দাও। সে কি ক'রে হয়—কখনই হতে পারে না—দেখ শক্তসিংহ, আমি এর জন্য আদপে প্রস্তুত ছিলেম না। —পাত্রের অভাব কি?—দিনেক আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—আমাকে তুমি আর এক দিনের সময় দাও—দেখ, একটি ভাল পাত্র আমি শীঘ্রই তোমার কাছে এনে উপস্থিত কচ্চি।

শক্ত। আচ্ছা, তুমি এক দিনের সময় নিলে, এর মধ্যে যদি অন্য যোগ্য পাত্র না আন্‌তে পার তো আমার প্রস্তাবই গ্রাহ্য হল বোলে আমি গণ্য করব। কি বল?

পৃথ্বী। তা কোরো—পাত্রের ভাবনা কি—দেখ দেখি আমি তোমাকে এনে দিচ্চি।

শক্ত। এই তো কথা?

পৃথ্বী। হাঁ—তার জন্য তুমি ভেব না।

শক্ত। এই কথার প্রতিভূস্বরূপ—তোমার ডান হাত আমাকে দাও।

পৃথ্বী। এই নেও (উভয়ে উভয়ের হস্তপীড়ন।)

পৃথ্বী। কিন্তু শেষকালে যদি সেলিম এই বিবাহের পক্ষে কোন বাধা দেন, তার উপায় কি?

শক্ত। তা বোধ হয় দেবেন না।—তিনি অন্য মুসলমানের মত নন, তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত উদার। হল্‌দি-ঘাটের যুদ্ধে যখন দুই জন মোগল অশ্বারোহী আমার দাদাকে অনুসরণ করে, তখন আমি তাদের দলের মধ্যে মিশে তাদের বধ করে আমার দাদাকে রক্ষা করেছিলেম, তার পর ফিরে এলে যখন সেলিম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সত্য ঘটনা কি হয়েছিল বল—আমি তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বল্লেম, তাতে তিনি আমার ভ্রাতৃ-অনুরাগ দেখে আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেছিলেন।

পৃথ্বী। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কতদূর উদার হবেন, তাতে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। খানিক ক্ষণ হল আমি মুক্তিমুদ্রা দিয়ে দশ জন রাজপুতের মুক্তির কথা তাঁর নিকটে প্রস্তাব কর্‌তে গিয়েছিলেম —প্রথমে তিনি খুব উদারতা দেখালেন, তোমার মুক্তি-মুদ্রা তুমি ফিরে নিয়ে যাও, দশ জন কেন, এক শ জনকে মুক্তি দিলেম। আমি এই কথায় খুব খুসি হলেম, আমি মনে করলেম, এই এক শ জনের মধ্যে অশ্রুমতীও বুঝি এক জন। কিন্তু আমি যেই অশ্রুমতীর নাম করেছি, অমনি তাঁর সমস্ত উদারতা কোথায় উড়ে গেল। তখন আবার তিনি মুক্তি-মুদ্রার প্রস্তাব কর্‌লেন—আর এমন উচ্চ মূল্য চাই-লেন যে, তা দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

শক্ত। আচ্ছা, তিনি অশ্রুমতীর মুক্তির জন্য যত খুসি উচ্চ মূল্য দাবি কর্‌তে পারেন, সে তাঁর অধিকার আছে—কিন্তু আমি যদি বলি, আমি তার কাকা—আমি এইখান থেকেই তার বিবাহ দেব, তাতে তিনি কি উত্তর দেবেন?—তাতে অসম্মত হতে তাঁর কি চক্ষুলজ্জাও হবে না?

অন্তরাল হইতে ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আপনারা যে এই বিবাহের প্রস্তাব করেছেন, এ উত্তম প্রস্তাব।—এ বিষয়ে অসম্মত হতে সুলতান সেলিমেরও নিশ্চয়ই চক্ষুলজ্জা হবে—আপনি ঠিক বলেছেন, আমি সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকি, আমি তাঁর ভাব বিলক্ষণ জানি।

শক্ত। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) তুমি ফরিদ খাঁ এখানে কেন? আমাদের গুপ্ত কথায় তুমি কি সাহসে যোগ দাও, আমাদের গোপনীয় কথা তোমার শোনবার কি অধিকার আছে?—তোমাকে এর সমুচিত প্রতিফল দিব।

ফরিদ। আপনি রুষ্ট হবেন না—অগ্রে আমার কথা শুনুন। আপনারা এমনি উৎসাহের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা কচ্চেন, আপনাদের হুঁস নেই এটা রাজপথ, ভাগ্যি আমি মাত্র শুন্‌তে পেয়েছি, তাই রক্ষে—আপনি জানবেন, আপনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ মনের মিল আছে—মুসল-মানের সঙ্গে হিন্দুর বিবাহ আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ— সুলতানের বয়স অল্প, যদি তাঁর সে দুর্ম্মতি হয়, কে

বল্‌তে পারে—আমারও ইচ্ছে যে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে আপনাদের রাজকুমারীর শীঘ্র বিবাহ হয়ে যায়—আমার মনের ভাব রাজকুমার পৃথ্বীরাজ বেশ জানেন।

পৃথ্বী। না শক্তসিংহ, ফরিদকে সন্দেহ কোরো না—আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ওঁর বিলক্ষণ মনের মিল আছে বটে—আমি জানি।

শক্ত। ফরিদ খাঁ, তবে আমাকে মার্জ্জনা করবে, আমার অত্যন্ত রূঢ়তা হয়েছে।

ফরিদ। আমাকে আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন, সুলতানের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে দেখ্‌বেন, তাঁর কখনই তাতে অসম্মতি হবে না—এতেই বুঝ্‌তে পারবেন, আমি সত্য বল্‌চি কি মিথ্যে বল্‌চি।

শক্ত। এস আমরা এখন যাই।

[পৃথ্বী ও শক্তের প্রস্থান।

ফরিদ। সুলতানের একবার হাত ছাড়া হলে হয়—তার পর তোমাদের সকলকেই কদলী প্রদর্শন করব।

[ফরিদের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির।

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) "প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে পারি!"—এখন মনে হচ্চে, কেন তার সেই অপদার্থ প্রাণকে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে সেই মুহূর্ত্তেই যমালয়ে প্রেরণ কল্লেম না—"প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে পারি।"—

রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। হুজুর—রাজকুমার শক্তসিংহ উপস্থিত।

সেলিম। আচ্ছা, তাঁকে নিয়ে এস।

রক্ষকের প্রস্থান ও শক্তসিংহের প্রবেশ।

সেলিম। কি মনে করে রাজকুমার?—তুমি তো কোন পণের প্রস্তাব নিয়ে আস নি?

শক্ত। না সুলতান, আমি মুক্তি-পণের কথা বল্‌তে আসি নি। আমার এক প্রস্তাব আছে।

সেলিম। কি বল দেখি।

শক্ত। অশ্রুমতীর মুক্তি-প্রার্থনায় আমি আসি নি—আপনি তাকে পৃথক্ বাড়ীতে যেরূপ যত্নে রেখেছেন, তাতে সে পক্ষে কিছুই বক্তব্য নেই। আমার প্রস্তাব এই—অশ্রুমতী আমার ভ্রাতুষ্কন্যা—সে এখন বিবাহের যোগ্য হয়ে উঠেছে—তার বিবাহের জন্য আমি একটি পাত্রের সন্ধান কচ্চি—যোগ্য পাত্র যদি পাওয়া যায় তো সে বিষয়ে আপনার মত কি, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

সেলিম। এখানে সেরূপ যোগ্যপাত্র কোথায় পাবে?

শক্ত। আমি তার অনুসন্ধানে আছি।

সেলিম। আচ্ছা, পাত্র স্থির করে আমাকে বোলো, যদি যোগ্য হয়—আর যদি তাকে বিবাহ করতে অশ্রুমতীর ইচ্ছা থাকে তো আমার তাতে কি আপত্তি হ'তে পারে?

শক্ত। তা হলেই হল। আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।

সেলিম। কিন্তু দেখ, আমি বলপ্রয়োগের বড়ই বিরোধী—বলপূর্ব্বক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যে কারও সঙ্গে তার বিবাহ দেবে—আমি সে বিষয়ে কখনই অনুমোদন করব না, তুমি তা বেশ জেনো। দেখ, আমি তাকে সেরূপ বন্দিভাবে রাখি নি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অধিকার পর্য্যন্ত তোমাকে দিয়েছি। তুমি মাঝে মাঝে সেখানে যেও—তোমাকে দেখ্‌লেও তার পিতা-মাতার অভাব কতকটা দূর হতে পারে।

শক্ত। আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমি তবে এখন বিদায় হই।

[শক্তের প্রস্থান।

সেলিম। (স্বগত) আমি অশ্রুমতীকে বিলক্ষণ পরীক্ষা করে দেখেছি—তার হৃদয় আর কারও হবে না—সে বিষয়ে আমার কোন ভয় নাই। কিন্তু সেই পৃথ্বীরাজ—পৃথ্বীরাজ—তার বিষয় ফরিদ যে রকম ভাবে বল্‌ছিল, তা যদি সত্যি হয়—না—সে কোন কাজের কথা নয়, তা হলে আমি এত দিনে শুন্‌তে পেতেম। ও রকম সন্দেহ মনে স্থান দিলেও অশ্রুমতীর হৃদয়ের অপমান করা হয়।

[সেলিমের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর প্রাসাদ।

পাত্র মিত্র সভাসদ্ লইয়া সম্রাট্
আক্‌বর আসীন।

আক্‌বর। প্রতাপসিংহ এখনও অবনত হলেন না?—সন্ধির প্রস্তাব ক'রে সে দিন যে আমাকে পত্র লিখেছিলেন, সে কি তবে সমস্তই অলীক?

মোহবত খাঁ। না শাহেন-শা, সে তাঁর পত্র নয়—আমি পৃথ্বীরাজের কাছে শুনেছি, সে জাল-পত্র। শাহেন-শা, সহজেই যে প্রতাপসিংহ অবনতি স্বীকার কর্‌বেন, এ কথা বিশ্বাস্য নয়—এখন সহায়হীন, নিঃসম্বল অবস্থায় পর্ব্বতের গুহায় গুহায় ব্যাঘ্র ভল্লুক বন্য পাহাড়িদের সঙ্গে তাঁকে একত্র বাস কর্‌তে হচ্চে—স্ত্রীপুত্র পরিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত, তথাপি তাঁর অহঙ্কারের এখনও খর্ব্ব হল না—আমরা একজন চরের মুখে সে দিন শুন্‌লেম যে, এই দারিদ্র্য দশাতেও তিনি রাজ-কায়্‌দা ছাড়েন নি। দুই চার খানি ঘাসের বীজের রুটি—এই তো তাঁর রাজ-ভোগ—তা, তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে যখন একত্র আহারে বসেন, তখন তাদের মধ্যে যে কেউ কোন সন্তোষ-জনক কাজ করেছে, এরূপ যোগ্য ব্যক্তি দেখে তাঁর অন্নের প্রসাদ তাকে পুরস্কারস্বরূপ বিতরণ করাটিও আছে।

আক্‌বর। ধন্য প্রতাপ!

রাজপুত সভাসদ্‌গণ। শাহেন-শা—প্রতাপসিংহই আপনার উপযুক্ত শত্রু—তিনি যেন নিরর্থক আর কষ্ট না পান্—এই আমাদের মিনতি।

আক্‌বর। তাঁর দুরবস্থার কথা শুনে আমার হৃদয় আর্দ্র হয়েছে—অমন বীরের প্রতি অত্যাচার করা উচিত নয়।

মোহবত। তাঁর বীরত্ব দেখেও শাহেন-শা, আমরা চমৎকৃত হয়েছি—তাঁর এখন সৈন্য সামন্ত রীতিমত কিছুই নেই, তবু আমাদের সৈন্যেরা তাঁর প্রচ্ছন্ন বাস-গহ্বরের সন্ধান পেয়ে যদি কখন তার অনুসরণে যায়, তিনি অমনি শৃঙ্গধ্বনি করেন, আর সেই ইঙ্গিতে কোথা হতে অসংখ্য পাহাড়ি ভীল চারি দিক থেকে এসে জমা হয়। একবার ফরিদ খাঁ এই-রূপ অনুসরণ কর্‌তে গিয়ে তার সমস্ত সৈন্য একটা সঙ্কীর্ণ পর্ব্বত-পথে বিনষ্ট হয়

এক জন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। শাহেন-শা, রণস্থল হতে একজন আমাদের দূত উপস্থিত।

আক্‌বর। আস্‌তে বল।

দূতের প্রবেশ।

আক্‌বর। কি সংবাদ?

দূত। শাহেন-শা, সে সংবাদ দিতে ভয় হচ্চে।

আক্‌বর। তুমি নির্ভয়ে বল।

দূত। শাহেন-শা, সর্ব্বনাশ হয়েছে—প্রতাপসিংহ নিরাশ হয়ে মরুভূমি অঞ্চলে পলায়ন কচ্ছিলেন—পথিমধ্যে তাঁর মন্ত্রী ভাম-শা এসে তাঁর হস্তে বিস্তর অর্থ সমর্পণ করে—সেই অর্থে সৈন্য সংগ্রহ কোরে আবার প্রায় সমস্ত মেবারই পুনরুদ্ধার করেছেন। চিতোর, আজমীর আর মণ্ডলগড় ছাড়া উদয়পুর কমলমেরু প্রভৃতি সমস্তই আবার তাঁর হস্তগত হয়েছে। তিনি মানসিংহের রাজধানী অম্বর পর্য্যন্ত আক্রমণ কোরে অম্বরের প্রধান বাণিজ্যস্থান মালপুর লুঠ করেছেন।

আক্‌বর। (উঠিয়া) আমি প্রতাপসিংহের বীরত্বে চমৎকৃত হয়েছি—দূত, তুমি প্রতাপসিংহের নিকট যাও—গিয়ে তাঁকে বল যে, আর আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌ব না—তিনি এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করুন।

দূত। শাহেন-শার হুকুম শিরোধার্য্য।

রাজপুত সভাসদ্‌গণ। ধন্য প্রতাপসিংহ—ধন্য আক্‌বর-শা—উভয়ই উভয়ের উপযুক্ত শত্রু।

[আক্‌বর শা পরে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুরের রাজ-কুটীর।

একটা ঘরে প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী।

রাজমহিষী। মহারাজ! নিদ্রার সময়েও কি তোমার একটু আরাম নেই—কেবলই যুদ্ধের কথা?—সমস্ত রাত কাল তুমি মহারাজ—"ঐ চিতোর গেল"—"ঐ মুসলমানেরা আস্‌চে—ধর, মার" এই

রকম ক্রমাগত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চীৎকার করেছ—এই রকম হ'লে শীঘ্রই যে একটা ব্যামো হবে। এখন তো প্রায় সমস্ত মেবারই ফিরে পাওয়া গেছে—তবে এখনও কিসের জন্য এত ভাবনা মহারাজ?

প্রতাপ। মহিষি! এখনও চিতোর উদ্ধার হয় নি—যত দিন না চিতোর উদ্ধার করতে পারব, তত দিন মহিষি, আমার আরাম নাই—বিরাম নাই—শান্তি নাই—নিদ্রা নাই। এই উদয়পুরের শিখর থেকে যখনি চিতোরের দুর্গপ্রাকার আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তখনি আমার হৃদয়ে যে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তা আমিই জানি—আমার মনে হয়, আমি নির্ব্বাসিত চির-প্রবাসী। যে চিতোর আমাদের পিতৃভূমি, যে চিতোরের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কীর্ত্তি-গৌরব জড়িত, যার শৈলদেশ তাঁদের শোণিতধারায় ধৌত, সেই চিতোরের নিকট আমি এখন কি না একজন অপরিচিত বিদেশীমাত্র, তার সঙ্গে যেন আমার কোন সম্বন্ধই নাই, ওঃ মহিষি! এ কল্পনাটি মাত্র আমার অসহ্য! কাল আমি সমস্ত রাত এই চিতোরের স্বপ্ন দেখেছিলেম, কত চিত্রই যে আমার মনের মধ্যে একে একে উদয় হচ্ছিল, তা কি বলব।

রাজমহিষী। তাই মহারাজ, তুমি এক একবার ঘুমুতে ঘুমুতে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছিলে—এখন বুঝতে পাল্লেম।

প্রতাপ। দেখ মহিষি, প্রথমে বৃবা বাপ্পারাও—যাঁর বাহুবলে চিতোরের রাজমুকুট মৌর্য্যবংশ হতে প্রথম অর্জ্জিত হয়—সেই পূজনীয় বাপ্পারাও আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথমে উদয় হলেন, তার পর দেখ্‌লেম, বীর শ্রেষ্ঠ সমর-সিংহ রাজপুত স্বাধীনতার সেই শেষ দিনে কাগার-নদী-তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত একত্র জীবন বিসর্জ্জন করবার জন্য যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হচ্চেন—আবার দেখলেম, রাণা লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র একে একে চিতোরের লোহিত পতাকা হস্তে ধারণ ক'রে চিতোরের দুরারোহ শৈলশিখর হতে শত্রুদের আক্রমণের জন্য বীরদর্পে অবতরণ কচ্চেন আর চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিতোরের প্রাকার হ'তে সেই ভীষণ রক্তময় রণক্ষেত্রের উপর নেত্রপাত ক'রে আছেন—তার পর, বেদনোরের জয়মল ও কাইলবারের পত্তা—এই দুই অদ্বিতীয় বীর আমার মনশ্চক্ষে উপস্থিত হলো—শেষ চিতোর-আক্রমণের সময় যখন আমাদের সমস্ত প্রধান বীর ধ্বংস হয়ে গিয়ে পত্তার উপর নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হল—পত্তার বীর-মাতা সেই চণ্ডাবৎকুলের ললনা তাঁর পুত্রকে বল্‌ছেন, "যাও বৎস—রক্তবস্ত্র পরিধান করে চিতোরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কর"—বোলেই, এই উপদেশের সঙ্গে নিজ দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য তিনি তাঁর নব-বিবাহিতা দুহিতাকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কোরে আর স্বয়ং অসি হস্তে চিতোর-শৈল হ'তে অবতরণ কোরে মাতা ও দুহিতা একত্র রণশয্যায় শয়ন কল্লেন, তার পর জয়মলের উপর নেতৃত্বভার নিপতিত হ'ল—জয়মল বন্দুকের গুলিতে আহত হলেন, যখন তিনি দেখলেন, জয়ের আর কোন আশা নাই—তখনও তিনি শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না ক'রে ভীষণ "জহর" ক্রিয়ার আদেশ করলেন, অমনি আট হাজার রাজপুত শেষ-পানের খিলি একত্র খেয়ে, রক্তবস্ত্র পরিধান কোরে চিতোরের সিংহদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক মহাবেগে শত্রুগণকে আক্রমণ করলেন—তার মধ্যে এক জনও রণক্ষেত্র হতে ফিরে নিজ পরিহিত রক্তবস্ত্রকে কলঙ্কিত হতে দিলেন না। কিন্তু তার পরেই আবার দেখলেম, চিতোরের প্রাকার ঘন মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী "কাংরা রাণী" চিতোর পরিত্যাগ করলেন, দেখলেম, উদয়সিংহ—আমার হতভাগ্য পিতা উদয়সিংহ—যে শৈলভূমি তাঁর পিতৃ-পুরুষের চির-কীর্ত্তির আলয়, সেই চিতোর শৈল হ'তে পলায়ন কচ্চেন—তার পর—তার পর—দেখ্‌লেম অশ্রুমতীকে, আমার সেই হতভাগিনী অশ্রুমতীকে যেন মুসলমানেরা হরণ করে নিয়ে যাচ্চে। হঠাৎ এইখানে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল আর আমার হৃদয়ে কি একটা গভীর যাতনা উপস্থিত হল। মহিষি! অশ্রুমতীর জন্য—

রাজমহিষী। মহারাজ, অশ্রুমতীর কথা আর স্মরণ করিয়ে দিও না—তাকে নিশ্চয়ই বাঘে নিয়ে গেছে—তুমি আর ও-সব কথা আদপে ভেবো না—সে যা অদৃষ্টে ছিল, তা হয়ে গেছে—আমি যে কি করব তা ভেবে পাচ্চি নে—কি করলে যে ও-সব কথা তুমি ভুলে থাক, তা আমি ভেবে পাই নে—আমার কি মোহিনী শক্তি আছে মহারাজ, যে তোমাকে আমি ভুলিয়ে রাখতে পারি?

প্রতাপ। তোমার কি মোহিনী শক্তি আছে বলছ?—তুমি যদি না থাকতে মহিষি, তা হলে আমার যে কি ভয়ানক কষ্ট হত, তা আমিই জানি, তা হলে এত দিন কি আমি জীবিত থাকতে পারতেম?—

তোমার ঐ মুখ দেখেই আমি অনেক সময় আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা সকল ভুলে থাকি।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!—আকবর-শার নিকট হতে একজন দূত এসেছেন—

প্রতাপ। দূত?—সন্ধির প্রস্তাব?—বল গে আমার সঙ্গে দেখা করে কোন ফল নাই।

রাজমহিষী।—মহারাজ—কি প্রস্তাব নিয়ে দূত এসেছে, একবার শোনোই না কেন—তাতে দোষ কি?

প্রতাপ। আচ্ছা, আস্‌তে বল।

মহিষী। আমি এখন ঐ দিকে যাই।

মহিষীর প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ।

প্রতাপ। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ, শাহেন-শা বাদশা আকবর-শার নিকট হতে আমি আস্‌চি। আপনার নিকট যে কথা বল্‌তে তিনি আদেশ করেছেন, তা শ্রবণ করুন।

প্রতাপ। আচ্ছা, বল।

দূত। মহারাজ, আপনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ কষ্ট সহ্য কচ্চেন, তা শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়েছে—তিনি আর আপনার উপর কোন অত্যাচার করবেন না—আপনি এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করুন।

প্রতাপ। দূত—ক্ষান্ত হও, আর আমি শুন্‌তে চাইনে। যথেষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন কথা আছে?

দূত। না মহারাজ!

প্রতাপ। তবে তুমি বিদায় হ'তে পার।—তোমার প্রভু আকবর শাকে বোলো, কবে রণক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তার জন্যই আমি প্রতীক্ষা করে আছি—সূর্য্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ তাঁর কৃপার আকাঙ্ক্ষী নন।

দূত। মহারাজ, তবে আমি বিদায় হই।

[দূতের প্রস্থান।

প্রতাপ। (উঠিয়া) কি! আমার প্রতি আক্‌বরের কৃপা? বরঞ্চ আমি শত্রুর ঘৃণা সইতে পারি—অবজ্ঞা সইতে পারি—অবমাননা সইতে পারি—কিন্তু শত্রুর কৃপা আমার অসহ্য!—শত্রুর কৃপা-পাত্র হওয়া অপেক্ষা পৃথিবীতে অসহ্য যন্ত্রণা আর কিছুই নেই। বরঞ্চ শতবার মৃত্যুযন্ত্রণাও প্রার্থনীয়, তথাপি মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ কোন মর্ত্ত্য মানবের কৃপার ভিখারী কখনই হবে না।

[প্রতাপসিংহের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণ্ডলগড়ে সেলিমের শিবির।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বী। (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) এক দিন তো গত হয়েছে—কাল্‌কের মধ্যে শক্তসিংহের নিকট পাত্র নিয়ে আস্‌বার আমার কথা ছিল—কিন্তু যে সকল পাত্রকে লক্ষ্য করে আমি বলেছিলাম—তাদের সকলের কাছ থেকেই তো নিরাশ হয়ে আসা গেল, এখন কি করি, শক্তসিংহ এলেই তো এখন তাঁর হস্তে বিনা ওজরে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হবে—সে অবলা বালা আমার মুখপানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রয়েছে যে কবে আমি তাকে বিবাহ কর্‌ব—এখন কি তাকে নিরাশ করতে পারি? তার সমস্ত সুখের আশা আমার উপর নির্ভর কচ্চে—সে-সব আমি এখন কি করে কঠোর হস্তে উন্মূলিত কর্‌ব? সে আমাকে সুখী কর্‌বার জন্য কত চেষ্টা করে, তার প্রতিদান কি শেষকালে আমি এই কল্লেম? অশ্রুমতীর বিবাহের কথা সেই তো আগে আমার নিকট প্রস্তাব করে, আর কি না শেষকালে তারই প্রতি এই ব্যবহার? তার ধন যে অন্য কারও আবার হতে পারে, এ সন্দেহ মাত্র তার মনে উদয় হয় নি বলেই বিশ্বস্তচিত্তে সে ঐরূপ প্রস্তাব করেছিল—সে তখন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, তারই শেষকালে সর্ব্বনাশ হবে। কেন আমি শক্তসিংহকে কথা দিতে গিয়েছিলেম? কি ভয়ানক নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছি? এখন কি সে কথার অন্যথা কর্‌তে পারি? না—তাই বা কি করে হয়। আবার এদিকে প্রতাপসিংহের কলঙ্ক আমার প্রাণ থাক্‌তেই বা কি করে দেখি?—ওঃ, এমন দ্বৈধ অবস্থার যন্ত্রণা যেন শত্রুকেও ভোগ কর্‌তে না হয়—আমার কাল সমস্ত রাত্রি মনে হচ্ছিল, যেন

এ রাত্রি আর না পোহায়—কিন্তু তাও পোহাল। অন্তের পক্ষে যে প্রভাত হাস্যময় সুখকর—আমার নিকট তা আজ করাল কালরাত্রির মত ভীষণ বলে মনে হচ্চে। যদি শক্তসিংহ আর কোন পাত্র পেয়ে থাকেন—কিম্বা তাঁর যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে—সেই জন্যই কি তাঁর আস্তে বিলম্ব হচ্চে? ও কে? ঐ যে শক্তসিংহই এই দিকে আসচেন—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। কৈ পৃথ্বীরাজ, পাত্র কৈ?

পৃথ্বী। পাত্র——পাত্র——তা——

শক্ত। সে কি কথা—তুমি সব ভুলে গেছ না কি?

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, তুমি কি সন্ধান করে কোন পাত্র পেলে না?

শক্ত। সে কি পৃথ্বীরাজ—তোমাকে তো আমি পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে, আমার সন্ধানে কোন পাত্র নেই—তুমি তো মহা উৎসাহের সহিত বল্লে যে, পাত্রের অভাব কি—আমি কালকের মধ্যেই এনে দিচ্চি—তা সব ভুলে গেছ না কি?

পৃথ্বী। না, ভুলি নি।

শক্ত। তবে?

পৃথ্বী। তবে আর কি? পাইনি এই মাত্র।

শক্ত। পাইনি এইমাত্র? না পেলে কি অঙ্গীকারে বদ্ধ আছ, তা স্মরণ আছে?

পৃথ্বী। আছে—কিন্তু—

শক্ত। আবার কিন্তু কি?—আছে যখন বলেছ, তখনই যথেষ্ট হয়েছে। পাত্রের জন্য এত ভাবছিলে কেন—পাত্র তো ঠিক হয়েই রয়েছে—আর এমন উপযুক্ত পাত্রই বা আর কোথায় পাওয়া যেত। চুপ করে রইলে যে?—একটা উত্তর দাও।

পৃথ্বী। উত্তর আর কি, অগত্যা তোমার হাতেই আত্মসমর্পণ—

শক্ত। সে কি পৃথ্বীরাজ—তুমি বিবাহ করতে যাচ্চ, না কেউ তোমাকে বলি দিতে নিয়ে যাচ্চে? এতে অগত্যাই বা কেন—"আত্মসমর্পণই" বা কেন? আমি তো তোমার কিছু ভাব বুঝতে পাচ্চি নে।

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, তোমাকে তবে মনের কথা খুলে বলি। আমার মনে হচ্চে, সত্যি সত্যিই যেন আমাকে কেউ বলি দিতে নিয়ে যাচ্চে। এই বিবাহে সত্যই আমার হৃদয়ের বলিদান হবে।

শক্ত। হৃদয়ের বলিদান?—তবে আর কাকেও বিবাহ করবে বোলে বাগ্‌দত্ত হয়ে আছ না কি?

পৃথ্বী। তা ঠিক নয়—তবে, ভাব-ভক্তিতে এক-জনকে যেন আশা দিয়েছি। সে এক রকম কথা দেওয়াই বল্‌তে হবে।

শক্ত। বাগ্‌দত্ত হও নি—তোমার ভাব-ভক্তিতে একজনের আশার উদ্রেক হয়েছে মাত্র—হো হো হো (হাস্য) এতেই তুমি ভেবে আকুল?—হো হো হো—তোমার মত কবির মুখেই এ কথা শোভা পায়! একজনের ব্যবহারে কত লোকে কত না আশা করে—তাই বোলে তার জন্য কেউ কখন দায়ী হতে পারে না।

পৃথ্বী। কি শক্তসিংহ—তুমি হেসেই উড়িয়ে দিচ্চ? একজন সম্পূর্ণরূপে আমার উপর আশা ক'রে আছে, আমি কি করে তার আশা ভঙ্গ করি বল দিকি? আমার সঙ্গে যখন তার দেখা হবে, তখন কি আমি আর তার কাছে মুখ দেখাতে পারব?

শক্ত। ও! চক্ষুলজ্জা হবে এই মাত্র? এখন তবে তোমার হৃদয় বলিদানের মর্ম্ম বুঝতে পাল্লেম, তোমরা কবি মানুষ, তিলকে তাল করতে বড় ভাল-বাসো। তুমি কল্পনা-চক্ষে দেখছ যেন তুমি তাকে হৃদয় সমর্পণ করেছ—কিন্তু তুমি যদি আপনাকে ভাল ক'রে তলিয়ে দেখ তো বুঝতে পারবে যে, তোমার ভালবাসা এখনও চোখের উপর ভাস্‌চে—এখনও হৃদয় পর্য্যন্ত তলায় নি।

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, তুমি উপহাস কোরো না—আমার সে ভালবাসা অতলস্পর্শ। আমার মনের ভাব তুমি কি বুঝবে?

শক্ত। আচ্ছা, কে তোমার প্রেমের পাত্র বল দেখি—তা বল্‌তে কিছু আপত্তি আছে?

পৃথ্বী। মলিনা বলে একটি সম্ভ্রান্ত রাজপুত-ললনা।

শক্ত। ও!—আমাদের মলিনা?—অশ্রুমতীর সখীর কথা কি তুমি বল্‌চ? তার সঙ্গে তো আমার প্রায়ই দেখা, শুনো হয়।

পৃথ্বী। হাঁ, সেই বটে।

শক্ত। হো হো হো হো (হাস্য) অশ্রুমতী,

আমাদের অশ্রুমতীর সঙ্গে তুমি তার তুলনা কচ্চ? তুমি কি অশ্রুমতীকে দেখেচ?

পৃথ্বী। না।

শক্ত। ওঃ! তাই ও কথা বল্‌চ। আগে একবার দেখ, তার পরে সব বুঝতে পারবে।

পৃথ্বী। তুমি এখন যা বল্‌বে, কাজেই আমাকে তাই করতে হবে। প্রথমে কি করতে হবে বল।

শক্ত। প্রথমে অশ্রুমতীর সঙ্গে তোমার দেখা কর্‌তে হবে।

পৃথ্বী। তা কি করে হবে?—চারি দিকে প্রহরী রয়েছে।

শক্ত। আমার সেখানে প্রবেশ করবার অধিকার আছে, আমি যাকে ইচ্ছে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি—তাতে কেউ বাধা দেবে না।

পৃথ্বী। কিন্তু শক্তসিংহ, আমি প্রেমের কথা তাঁর কাছে কিছুই বল্‌তে পারব না—হৃদয়ের কথা তো আর টেনে-বুনে হতে পারে না—হৃদয়ে ঠিক্ সেরূপ অনুভব না করলে কি তার কথা যোগায়?

শক্ত। আচ্ছা, সে সব কথা প্রথমে কাজ নেই—তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের সূত্রপাত আমি আগে থাক্‌তে করে এসেছি, সেখানে গিয়ে দেখ্‌বে, সেরূপ অপ্রস্তুত ভাব আদপে মনে হবে না। অশ্রুমতী পিতা-মাতার সংবাদ পাবার জন্য বড়ই আকুল—সে আমাকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাকে বলেছি যে, "তোমার পিতার একজন পরম বন্ধু এখানে আছেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে পত্র পান, আমি তাঁকেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—তুমি তাঁর কাছ থেকে সব খবর পাবে"—এই রকম কথা হয়ে আছে, এখন তোমার সেখানে যেতে আর বাধো-বাধো ঠেকবে না—কেন না, সাক্ষাতের একটা সূত্রপাত পূর্ব্ব হতেই হয়ে আছে।

পৃথ্বী। আচ্ছা, তবে——

শক্ত। এই তবে কথা রইল, আমি এখন চল্লেম।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

পৃথ্বী। (স্বগত) একবার দেখা কর্‌তে কি ক্ষতি? মলিনাকে আমার হৃদয় হতে তো কেউই অন্তর্হিত কর্‌তে পার্‌বে না।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন।

শক্তসিংহ ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

শক্ত। তুমি এই ঘরে বোসো—আমি অশ্রুমতীকে ডেকে দিচ্চি।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

পৃথ্বী। (স্বগত) মলিনার সঙ্গে দেখা হয় তো আমি কি বল্‌ব?—কেন?—আমি অশ্রুমতীকে তাঁর পিতা-মাতার সম্বাদ দিতে এসেছি বৈ তো আর কিছুই নয়—বাস্তবিকও আমার মনে এখন অন্য ভাব নেই—তবে মলিনা এখানে এলেই বা কি ক্ষতি?—ঐ যে অশ্রুমতী এই দিকে আস্‌চেন—উঃ—কি সৌন্দর্য্য-ছটা—যে দিক দিয়ে আস্‌চেন, সেই দিক্‌টাই যেন একেবারে আলো হয়ে যাচ্চে—আহা!——

"হেথায় হোথায়, মলয়ের বায়ে
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি।
সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে!"

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। কাল আমাকে কাকা বল্লেন যে, তুমি আমার বাপ মায়ের সম্বাদ বল্‌তে পার—তাই তোমার কাছে আমি এসেছি—

পৃথ্বী। হ্যাঁ রাজকুমারি, আমিও সেই জন্যে এসেছি।

অশ্রু। তুমি এইখানে বোসো না—ভাল হয়ে বোসো।

উভয়ের উপবেশন।

অশ্রু। তাঁরা কেমন আছেন?

পৃথ্বী। আমি রাণা প্রতাপসিংহের কাছ থেকে এর মধ্যে কোন পত্র পাই নি—কিন্তু আমার একজন বন্ধুর পত্রে অবগত হলেম যে, তাঁর বড় ব্যারাম হয়েছে—

অশ্রু। ব্যারাম?—(স্বগত) কি হবে?—আমি থাক্‌লে তাঁর কত সেবা করতেম—এখন কি করি?—সেলিমকে বলি—তাঁকে বল্লে তিনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন না? ওঃ! (প্রকাশ্যে) মা কেমন আছেন?

সেলিম ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ।

সেলিম। পৃথ্বীরাজ!—এখানে তুমি কার আদেশে এলে?—এখানে তোমার কি প্রয়োজন?—জান না এখানে যার-তার আস্‌বার অনুমতি নেই।

পৃথ্বী। (উঠিয়া) আমাকে শক্তসিংহ এখানে নিয়ে এসেছেন—আমি স্বয়ং এখানে আসি নি।

সেলিম। এখান থেকে এখনি প্রস্থান কর, নচেৎ (অসি নিষ্কোষিত করিয়া)

অশ্রু। (ত্রস্তভাবে) ও কি সেলিম!—ও কি সেলিম!—

পৃথ্বী। (অসি খুলিয়া) সুলতান! আমি একজন রাজপুত পুরুষ, আপনার যেন স্মরণ থাকে। পাছে রাজকুমারী ভয় পান, এইজন্যই আমি কোন দ্বিরুক্তি না করেই প্রস্থান কল্লেম। শক্তসিংহকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি আপনার ইচ্ছায় এসেছি কি না।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।

অশ্রুমতী। (স্বগত) সেলিম যদি একলা থাক্‌তেন তো আমি তাঁকে বাপ-মার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে অনুরোধ করতেম। ফরিদ কেন আবার এই সময়ে এখানে এল? যদি তাঁর ব্যাম বেড়ে ওঠে—যদি তাঁর সঙ্গে আমার না দেখা হয়—যাই এখন——

[অশ্রুমতীর সজলনয়নে প্রস্থান।

ফরিদ। কি সাহসে ও ব্যাটা এখানে এল?—কি স্পর্দ্ধা! একটা কথা কি শুনতে পেয়েছিলেন হুজুর?—"পাছে রাজকুমারী ভয় পান"। এ সব কথা শুন্‌লে আমারই রাগ হয়, হুজুরের তো হবেই।

সেলিম। আমি সে কথা ভাবিনে—অশ্রুমতী কেন সজলনয়নে চলে গেলেন, তাই ভাবচি।

ফরিদ। আর কিছুই নয়—এই একটা কাটা-কাটি হবার উপক্রম হয়েছিল তাই—স্ত্রীলোকের কোমল মন, ওরকম তো হতেই পারে—কিন্তু এর আগেও যখন আমরা দূর থেকে লুকিয়ে দেখছিলাম, তখন ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছিল, সেই এক কথা—তা হুজুর ও-সব কিছুই ভাব্‌বেন না—ও কিছুই নয়। সে সব হুজুর আমি কিছু ভাবি নে—তবে ঐ ব্যাটার কথায় বড় গা জ্বলে যায়—"অশ্রুমতীর মুক্তি হলে সুখী হব"—"প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে পারি"—"রাজকুমারী পাছে ভয় পান"—এগুলো কি কথা?

সেলিম। ওকে কে এখানে আস্‌তে দিলে? শক্তসিংহকেই আমি এখানে আস্‌বার অধিকার দিয়েছি—তিনি কার হুকুমে ওকে এখানে আসতে দিলেন, আমি এখনি জান্‌তে চাই—যাও ফরিদ, শক্তসিংহকে এখনি আমার কাছে নিয়ে এস।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হুজুর।

সেলিম। ফরিদ, এর আগেও কি তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে দেখেছিলে?

ফরিদ। তা তো সেই সময় হুজুরও লক্ষ্য করেছিলেন।

সেলিম। ওঃ!—ওঃ!—

[সেলিম ও ফরিদের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির-মধ্যে সেলিমের ঘর।

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) প্রেমিকের মনে একটুতেই কত রকম সন্দেহ হয়, এ কেবল আমার কল্পনা। আহা! সে সরলার উপর কি কারও কখনও সন্দেহ হতে পারে? কিন্তু এত লোক থাক্‌তে পৃথ্বীরাজ কেন সেখানে? সে তো তার কোন আত্মীয় নয়। তাকে আমি অনুগ্রহ করে মুক্তি দিলেম—কৃতজ্ঞতা দূরে থাক, তার কিনা এইরূপ ব্যবহার? এবার তাকে সামান্য বন্দীদের ন্যায় কারাগৃহে রুদ্ধ করতে হবে। এইবার কিরূপে "প্রাণ পণ" করে দেখা যাক্। কে আছে ওখানে প্রহরী?

প্রহরীদিগের প্রবেশ।

প্রহরী। কি হুকুম হুজুর সুলতান!

সেলিম। আমি পৃথ্বীরাজের কঠোর কারাদণ্ড আদেশ করলেম, (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) এখনি যেন এই হুকুম তামিল হয়।

প্রহরী। যে আজ্ঞা হুজুর, এখনি তামিল হবে।

[প্রহরীদিগের প্রস্থান।

শক্তসিংহ ও ফরিদের প্রবেশ।

শক্ত। সুলতান! পৃথ্বীরাজের না কি কারাদণ্ড আদেশ হয়েছে? কি অপরাধে এমন গুরু দণ্ড হল?

সেলিম। কি অপরাধে এমন গুরু দণ্ড হল? যেরূপ গুরুতর অপরাধ—তার উপযুক্ত দণ্ড কিছুই হয় নি বল্লেও হয়। একজন অরক্ষিতা বালিকার ভবনে একজন পুরুষের অনধিকার প্রবেশ—এর চেয়ে আর গুরুতর অপরাধ কি হতে পারে? আমি স্বয়ং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছি, ওরূপ সম্রান্তকুলের মহিলাকে অসম্ভ্রম হতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শক্ত। (স্বগত) আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলচে—উনি আমাদের কুলসম্ভ্রম রক্ষা করতে এসেছেন—দি এই তলবার বুকে বসিয়ে—না, রাগলে চলবে না, তা হলে সব কাজ নষ্ট হবে (প্রকাশ্যে) সুলতান! অশ্রুমতীর সম্ভ্রম রক্ষার প্রতি যে আপনার এতদূর দৃষ্টি আছে, এ শুনে কৃতজ্ঞ হলেম। কিন্তু পৃথ্বীরাজের তো কোন অপরাধ নেই, আমিই তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেম।

সেলিম। কি! শক্তসিংহ! তুমি তার পিতৃব্য, তোমার এই কাজ? পৃথ্বীরাজ তো তোমাদের কোন আত্মীয় নয়।

শক্ত। এখন নয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই হবেন।

সেলিম। সে কি?

শক্ত। আপনাকে সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলেম যে, অশ্রুমতীর বিবাহের জন্য একটি পাত্র সন্ধান করতে হবে—আপনিও তাতে সম্মত হয়েছিলেন, পৃথ্বীরাজকেই সেই পাত্র স্থির করেছি, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, অশ্রুমতীর পছন্দ না হলে কারও সঙ্গে তার বলপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া আপনার অভিপ্রেত নয়, সেই জন্যই আমি পরস্পরের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেম।

সেলিম। কিন্তু শক্তসিংহ, তুমি যে পাত্র স্থির করেছ, সে অতি কুপাত্র, তার সঙ্গে কখনই বিবাহ দেওয়া যেতে পারে না—সে এমনি বর্ব্বর যে কার কিরূপ পদমর্য্যাদা, সে বিষয়ে তার একটুও লক্ষ্য নেই, আমার প্রতি সে যেরূপ অশিষ্টাচার করেছে, সে জন্য আরও গুরুতর দণ্ড দেওয়া উচিত। তাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি অন্য কোন পাত্রের সন্ধান কর।

শক্ত। সুলতানের অভিপ্রায়ের বিপরীত কাজ আমি করতে চাই নে—আচ্ছা, তাই হবে।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

সেলিম। কেমন ফরিদ, পৃথ্বীরাজের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে কি না?

ফরিদ। সুলতান! শাস্তি আরও বেশী হলে ক্ষতি ছিল না—তবে কি না পৃথ্বীরাজেরই সুধু অপরাধ নয়—

সেলিম ও সব কথা মনেও এন না, অশ্রুমতীর কোন অপরাধ নেই, তবে পৃথ্বীরাজের যেরূপ স্পর্দ্ধা, তারই উপযুক্ত শাস্তি দিলেম।

[সেলিমের প্রস্থান পরে ফরিদের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শিবিরের নিকটস্থ

একটা পথ।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। (স্বগত) না, সহজ উপায়ে আর কোন ফল হবে না—দুর্ম্মতি সেলিমের অভিসন্ধি এখন স্পষ্টই একরকম বোঝা যাচ্চে, এখন অশ্রুমতীকে এখান থেকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাবার পন্থা দেখি—বিলম্ব হলে বিপদের সম্ভাবনা। মলিনার নিকট যেরূপ শুনলেম যে সেলিমের উপর অশ্রুমতীরও অত্যন্ত অনুরাগ জন্মেছে, তখন তাকে সহজে লওয়ান দুর্ঘট—আচ্ছা, আমি একবার তার কাছে নিজে গিয়েই পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করি, দেখি সে কি বলে—এখন পৃথ্বীরাজকেই বা কি করে উদ্ধার করি?—এই যে ফরিদ আসচে, ওর মনের ভাবটা কিরূপ জানতে হবে। যদি ওর দ্বারা কোন সাহায্য হয় দেখতে হচ্চে।

ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ। কি মহাশয়! এত চিন্তিত দেখ্‌চি যে?

শক্ত। পৃথ্বীরাজ আমার পরম বন্ধু—তিনি কারারুদ্ধ হলেন, তাই বড় কষ্ট হচ্চে।

ফরিদ। মহাশয়, আমার কাছে কিছু লুকোবেন না—আমাকেও আপনাদের এক জন বন্ধু বলে জান্‌বেন—আমি পৃথ্বীরাজের মুক্তির জন্য সুলতানকে অনেক বুঝিয়েছি—আর একটা কল-কাটি কোথায় টিপ্‌তে হবে জানেন? সেটা আপনাকেও বলে যাই, আপনাদের রাজকুমারীকে বল্‌বেন, যেন তিনিও সেলিমকে এই বিষয়ে অনুরোধ করেন, তা হলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হবে—আপনাতে আমাতে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কওয়া ভাল নয়; কি জানি যদি কেউ সন্দেহ করে, আমি চল্লেম।

[ফরিদের প্রস্থান।

শক্ত। (স্বগত) ফরিদ কথাটা বলেছে মন্দ নয়। আর কিছু কত্তে হবে না, পৃথ্বীরাজ যে কারারুদ্ধ হয়েছে, মলিনাকে এই সংবাদ দিলেই যথেষ্ট হবে! সে অবশ্য অশ্রুমতীর কাছে কেঁদে গিয়ে পড়বে, আর অশ্রুমতীও তা হলে নিশ্চয়ই তার মুক্তির জন্য সেলিমকে অনুরোধ করবে। যাই, মলিনার কাছে আগে, এই সংবাদটা দিয়ে আসি।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। (স্বগত) আ! সেলিম না জানি কতক্ষণে আস্‌বেন, তিনি যদি আমাকে সঙ্গে করে বাবার কাছে একবার নিয়ে যান তো কি আহ্লাদই হয়। কতদিন তাঁদের দেখিনি। কিন্তু সেলিম যদি আর কারও সঙ্গে যেতে বলেন, তাই বা আমি কি করে স্বীকার করি, তাঁকে না দেখে আমি তা হলে কি করে থাকব?

সজল নয়নে মলিনার প্রবেশ।

অশ্রু। ও কি ভাই মলিনা, তুমি কাঁদচ কেন?

মলিনা। অশ্রুমতী, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, পৃথ্বীরাজকে—আমার পৃথ্বীরাজকে সুলতান কয়েদ করে রেখেছেন—এখন কি করি? আমি কি গিয়ে সেলিমের পা জড়িয়ে ধরব? আমার কথা তিনি শুন্‌বেনই বা কেন? তিনি ভাই কি অপরাধ করলেন যে তাঁর এই দণ্ড হল?

অশ্রুমতী। তিনি কয়েদ হলেন কেন? তুমি ভাই কেঁদো না—সেলিম এলেই আমি তাঁকে বলব এখন—আমি বল্লে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি দেবেন—তুমি ভাই কিছু ভেব না।

মলিনা। আমি ভাই তবে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেম—(স্বগত) এখন একবার দেখি, যদি দূর থেকেও তাঁর একটু দেখা পাই। (প্রকাশ্যে) আমি তবে ভাই চল্লেম। [মলিনার প্রস্থান।

অশ্রুমতী। (স্বগত) ঐ যে সেলিম আস্‌চেন—আ বাঁচলেম!

সেলিমের প্রবেশ।

অশ্রুমতী। সেলিম, তুমি আজ এত দেরি ক'রে এলে? আমি যে তোমার পথ চেয়ে কতক্ষণ আছি, তা বল্‌তে পারি নে।

সেলিম। অশ্রুমতী, তুমি কি এখন আমার পথ চেয়ে থাক? এখন কি আমার আর সে সৌভাগ্য আছে?

অশ্রুমতী। সে কি সেলিম?

সেলিম। আজ কাল কি আমার চেয়ে পৃথ্বীরাজকেই তোমার বেশি দেখতে ইচ্ছে করে না?

অশ্রুমতী। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজ আমার কে যে তাকে দেখতে ইচ্ছে করে?

সেলিম। পৃথিবীতে এমন কোন্ ললনা আছে যে ভাবী পতিকে না দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

অশ্রুমতী। ভাবী পতি? পৃথ্বীরাজ, ভাবী পতি? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে—কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও সেলিম?—কাকা আমার বাপ-মায়ের সংবাদ দেবার জন্য তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তা ছাড়া তো আমি আর কিছুই জানিনে—সেলিম—সেলিম—আমাকে কেন ও কথা বল্লে?——(ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, এই সরলা বালার উপর কি কারও কখন সন্দেহ হতে পারে?—(প্রকাশ্যে) না অশ্রু, তুমি কেঁদ না—এখন আমি সব বুঝতে পারলেম। আমাদের বিবাহের এই ব্যাপার সব তবে প্রস্তুত করতে বলি, আর বিলম্বে কোন প্রয়োজন নেই। আমি চল্লেম।

অশ্রুমতী। সেলিম! একটি আমার অনুরোধ আছে।

সেলিম। অনুরোধ? আমার প্রাণ পর্য্যন্ত

তোমার হাতে সমর্পণ করেছি, তোমার একটি অনুরোধ রক্ষা করব না? কি তুমি চাও অশ্রু, বল।

অশ্রুমতী। যে পৃথ্বীরাজের কথা এই মাত্র বল্‌ছিলে, তাকে শুনচি তুমি কয়েদ করেছ, তার মুক্তি যাতে হয়, তাই আমি চাই, আর কিছুই না—তার কোন দোষ নেই।

সেলিম। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজের মুক্তি?

অশ্রুমতী। হাঁ্যা সেলিম!

সেলিম। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা, এখনি আমি তাকে মুক্তি দিচ্চি, তোমার অনুরোধ আমি কখনই অগ্রাহ্য করতে পারিনে—ফরিদ!

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আজ্ঞা হজুর!

সেলিম। পৃথ্বীরাজকে এখনি মুক্তি দিতে বল। তিলার্দ্ধ যেন বিলম্ব না হয়।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর।

[ফরিদের প্রস্থান।

অশ্রুমতী। সেলিম, আমি আর একবার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই, আমার বাপ-মায়ের কথা সে দিন ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

সেলিম। আচ্ছা, তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি বিবাহের এখনি সমস্ত উদ্যোগ করতে বলে দিই গে।

[সেলিমের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

পৃথ্বীরাজ গভীর চিন্তায় মগ্ন।

পৃথ্বীরাজ। আহা, কি সৌন্দর্য্য! কি লাবণ্য! কি সরলতা!—কথা আবার কেমন মধুর, সেখান থেকে যেন আমার আর উঠ্‌তে ইচ্ছা কচ্ছিল না—অমন রত্ন যদি আমার ভাগ্যে হয় তো হৃদয়ে অতি সন্তর্পণে তাকে রেখে দি—কি! অমন রত্নকে মুসলমানের স্পর্শে আমি কলঙ্কিত হতে দেব?—আমার প্রাণ থাকতে তা কখনই হবে না। যদি একবার কোন রকম ক'রে এখান থেকে মুক্তি পাই, তা হলে দেখ্‌ব, সেলিম কেমন করে তাকে হস্তগত করে—কি ক'রে এখন এই কারাগার থেকে পালাই ভেবে পাচ্চিনে—তাকে যে রকম বাপ-মায়ের জন্য অধীর দেখলেম, সে কখনই সুখী নয়, আমি সেলিমের হস্ত হতে উদ্ধার কোরে তাকে বাপ-মায়ের কাছে নিয়ে যাব, তা হলে সে কত সুখী হবে। প্রতাপসিংহ যখন শুন্‌বেন—তাঁর দুহিতাকে আমিই উদ্ধার করেছি, তখন কি তিনি কৃতজ্ঞ হয়ে আমারই হস্তে তাঁকে সম্প্রদান করবেন না? আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, অশ্রুমতী সাশ্রুনয়নে কাতর-স্বরে আমাকে বল্‌চেন, "পৃথ্বীরাজ, তুমিই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও,—তুমি আমাকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত কর"—এ বাক্যে কি আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি? আমার সহস্র প্রাণ কি সে বালিকার জন্য অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারি নে?

(নেপথ্য হইতে গীত-ধ্বনি)

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি,
(আমার সাধের পাখি)।
বল্ কে তোরা রাখ্‌লি ধরে,
অবলারে দিস্‌নে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছোলে?
কোথা গেল দে গো বোলে,
হৃৎপিঞ্জরে ধ'রে রাখি।
দেখা পেলে একবার,—
কভু কি ছাড়িব আর?
চোখে চোখে রাখব তারে;
আর কি মুদিব আঁখি॥

পৃথ্বী। (স্বগত) ও কে ও?—আমার এ কল্পনা-স্রোতে কে এ সময় ব্যাঘাত দেয়? মলিনার কণ্ঠস্বর না?—হাঁ্যা, মলিনাই তো, আঃ! এ সময়ে এখানে কেন?—মলিনা! মলিনা! কেন তুমি আজ এমন নির্দ্দয়রূপে আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে? কেন আজ এমন অসময়ে আমার মধুর কল্পনা-সঙ্গীতটি ডুবিয়ে দিলে?——এখনও গাচ্ছে? এইবার বোধ হয় থেমেছে—না, ঐ যে, আবার গাচ্চে——আ! অশ্রুমতী, তোমাকে কল্পনা থেকেও বিদায় দিতে কি মর্ম্মভেদী কষ্ট হয়!——ঐ যে আবার——কি গাচ্চে শুনিই দেখি, কৈ, আর তো শোনা যায় না—ঐ

যে——(নেপথ্যে গান) ঐ আবার থেমে গেল, এবার কথাগুল বুঝতে পেরেচি——

"বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছোলে"—

এ গান কেন গাচ্চে?—মলিনা কি সত্যিই মনে করেছে যে, আমি আর তার নই? হুঁ! কি পাগল!—আমি কি কখন প্রণয়ে অতদূর চপল—অতদূর দোষী হতে পারি?——আর দোষীই বা কেন?—এক বৃন্তে কি দুটি গোলাপ ফোটে না?—কিন্তু অশ্রুমতী যদি গোলাপ হয়, তা হলে মলিনাও কি গোলাপ?—দুয়ে কি কিছুই তফাৎ নেই?—অশ্রুর সহজ কথা কওয়াই কি মলিনার গানের চেয়ে মিষ্টি নয়?—অশ্রুর সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি, সেই কেমন-কেমন ভাব, সেই সকল সুকুমার মাধুরী——মলিনা! আজ দেখচি এক বৃন্তে সমান দুটি গোলাপ কখনই ফোটে না। তা ছাড়া, অশ্রুমতীকে উদ্ধার করা—প্রতাপসিংহের কুল-গৌরব রক্ষা করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়? কর্ত্তব্যের অনুরোধে কি না করা যায়?—(নেপথ্যে গান) ঐ আবার!—আঃ কি উৎপাত!——

"বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছোলে,
কোথা গেল দে গো বোলে,
হৃৎপিঞ্জরে ধরে রাখি"—

আমাকে কে ছলবে, আমার শিক্লি আমি আপনিই কেটেছি—কিন্তু আমি চপল! সে দিন শক্তসিংহের প্রস্তাব শুনে আমার কি ভয়ানক কষ্টই হয়েছিল, আজ কি না মলিনার নামেও যেন আমার ——চপলতাই বা কিসের? আমি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেম, এখনও তেমনি আছি—কেবল আপনাকে আপনি বুঝতে পারি নি—এই মাত্র। শক্তসিংহ, তুমি তো ঠিক্ বলেছিলে, মলিনার প্রতি আমার যে ভালবাসা, সে চোখের ভালবাসা—হৃদয়ে তার মূল নেই। এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমি তার হৃদয়-পিঞ্জরের পাখি হতে পারি—কিন্তু সে কখনই আমার হৃদয়-পিঞ্জরের পাখি ছিল না—কখন হতেও পার্‌বে না। কিন্তু আমি অশ্রুমতীর জন্য যে রকম লালায়িত, আমার প্রতি তার সে রকম ভাব না হতেও তো পারে—আপনার কল্পনাতেই আমি মত্ত হয়ে গিছি, আমি তো তার মনের ভাব কিছুই জানি নে। ওঃ! সে কথা মনে করতেও যেন কষ্ট বোধ হয়—ও কে? এ কি! ফরিদ যে!—

ফরিদ খাঁর প্রবেশ।

পৃথ্বী। কি সংবাদ খাঁ?

ফরিদ। সংবাদ ভাল—বেরিয়ে আসুন, আপনার মুক্তির অনুমতি হয়েছে।

পৃথ্বী। (আহ্লাদিত হইয়া) মুক্তি? কার অনুগ্রহে, কার চেষ্টায় আমি মুক্তি পেলেম ফরিদ?

ফরিদ। ফরিদ আপনার বন্ধু থাক্‌তে আপনার কিসের ভাবনা? সুলতানকে অনেক বোলে-কোয়ে এই আদেশ বার করা গেছে।

পৃথ্বী। ফরিদ, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু—এর জন্য তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হলেম।

ফরিদ। কৃতজ্ঞতার কথা যদি বলেন তো আমার চেয়ে আর এক জন যে আপনার অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র, তা আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌তে হয়।

পৃথ্বী। আর কে হতে পারে?—শক্তসিংহ?—

ফরিদ। আপনার রাজকুমারী অশ্রুমতী সেলিমের কাছে আপনার মুক্তির জন্য অশ্রুনয়নে অনেক কাকুতি-মিনতি করায় তবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন, নইলে আমাদের কথায় কি শুধু হত?

পৃথ্বী। বল কি ফরিদ? অশ্রুমতী আমার জন্য—আমার মত ব্যক্তির জন্য অনুরোধ করেছিলেন? আমার কি এতদূর সৌভাগ্য হবে?

ফরিদ। না মহাশয়, আমাদের সুলতানের চেয়ে আপনার ভাগ্যি ভাল। যে রকম আমরা দাসীদের মুখে শুন্‌তে পাই, তাতে তো বেশ বোধ হয় যে, আপনিই রাজকুমারীর—

পৃথ্বী। কি ফরিদ—কি, ভেঙ্গেই বল না।

ফরিদ। আপনি অধীর হবেন না—আমার একটা এখন পরামর্শ শুনুন—এমন অবসর আর পাবেন না—রাজকুমারী আপনার প্রতিই অনুকূল—ঝোপ বুঝেই কোপ মার্‌তে হয়—এই ব্যালা আপনি প্রেম-পত্র লিখে গোপনে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন্—দেখ্‌বেন যেন আমাদের সুলতান টের না পান।

পৃথ্বী। আমার এত দূর সৌভাগ্য হয়েছে,

আমি তা জানতেম না, এখনি আমি তাঁকে লিখ্‌ছি। তবে কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব ভেবে পাচ্চি নে—তা ফরিদ, তুমি যদি অনুগ্রহ ক'রে—

ফরিদ। অনুগ্রহ আবার কি? তা বেশ—পত্র লিখে আমার কাছেই দেবেন—আমি গোপনে পাঠিয়ে দেব—সে পক্ষে আপনার কোন চিন্তা নাই। আসুন, এখন এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসুন—

পৃথ্বী। চল ফরিদ (দ্বারের নিকট আসিয়া স্বগত) মলিনা এখনও ঐখানে দাঁড়িয়ে? এখন ওকে দেখ্‌লে কেমন এক রকম ভয় হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতীর ভবন।

অশ্রুমতী ও শক্তসিংহ।

শক্ত। দেখ অশ্রু, তুমি বড় হয়েছ, এখানেই তোমার বিবাহ দেবো বোলে আমরা স্থির করেছি—যিনি তোমার পিতামাতার সংবাদ তোমাকে সেদিন দিতে এসেছিলেন, সেই পৃথ্বীরাজই তোমার ভাবী পতি বলে জানবে। রূপে গুণে পদমর্য্যাদায় তাঁর মত লোক অতি দুর্লভ। তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বল—কিছুমাত্র লজ্জা কোরো না।

অশ্রু। কাকা!—কাকা!—

শক্ত। লজ্জা কোরো না, বল। এখানে যেরূপ অবস্থায় আমরা পড়েছি, তাতে এখন লজ্জা করলে চল্‌বে না। আর এখানে এখন অন্যের দ্বারাও এ সব কথা চালাচালি হবার কোন উপায় নেই—আমাদের যা ইচ্ছা তা স্পষ্ট তোমাকে বল্লেম—তোমার মনের কথা এখন স্পষ্ট করে বল।

অশ্রু। কাকা! সেলিম—

শক্ত। সেলিমের কথা মুখেও এন না—সে আমাদের শত্রু—তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

অশ্রু। মলিনাও আমাকে একদিন বলেছিল, তিনি শত্রু—কিন্তু কি করে তিনি শত্রু হলেন কাকা? শত্রু হলে তিনি আমাকে এত যত্ন করবেন কেন?

শক্ত। তুমি যদি না জান অশ্রুমতী, তবে শোনো, তিনি মুসলমান—তিনি বিধর্ম্মী, তিনি রাজপুতকুলের পরম শত্রু—তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

অশ্রু। কাকা, তিনি যদি সত্যই রাজপুতকুলের শত্রু হন, আর শত্রু হয়েও যদি মিত্রের মত ব্যবহার করেন, তা হলে কি তাঁকে ভালবাসা যেতে পারে না?

শক্ত। কি! অশ্রু—ভালবাসা? তুমি রাজপুত-ললনা হয়ে—অমন উচ্চকুলোদ্ভবা হয়ে কি না একজন ঘৃণিত যবনকে হৃদয় দেবে?—তাহলে কি কলঙ্ক রাখবার আর স্থান থাক্‌বে?—তাহলে কি আমরা আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব?—যে এরূপ অপরাধে অপরাধিনী, আমাদের রাজপুত-সমাজে সে কুলকলঙ্কিনীর মার্জ্জনার আশামাত্রও নাই, তা জান অশ্রুমতী? পৃথ্বীরাজ কুলে শীলে গুণে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ—তাঁর সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তো তুমি নিশ্চয় সুখী হবে। এখন আর কোন আপত্তি কোরো না—এই বিবাহে হৃষ্টচিত্তে সম্মতি দাও।

অশ্রু। কাকা!—আমি——

শক্ত। পষ্ট ক'রে বল। তোমার তাতে ইচ্ছা নাই?

অশ্রু। যদি কোন রাজপুত-মহিলা রাজপুত-কুলের শত্রুকে বিবাহ করতে সম্মত হয়, তাহলে রাজপুতদের ব্যবস্থা অনুসারে তার কি শাস্তি হতে পারে কাকা? আমি নয় সেই শাস্তি ভোগ করব——

শক্ত। কি সর্ব্বনাশ!—মুসলমানকে বিবাহ?—কি ভয়ানক কথা শুনলেম, তার শাস্তি কি হতে পারে জিজ্ঞাসা কচ্চিস্? তার শাস্তি আর কি—আশু মৃত্যু—এই অসি খুলে সেই কলঙ্কিনীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ—

(অসি খুলিয়া)

অশ্রু। মার কাকা, হৃদয় পেতে দিচ্চি, মার—আমাকে বধ ক'রে কলঙ্ক হতে মুক্ত হও। আমি সেলিম ভিন্ন আর কাউকে ভালবাস্‌তে পারব না।

শক্ত। কে?—অশ্রুমতী? তুই?—প্রতাপসিংহের দুহিতা!—তোর মুখ থেকে এই কথা শুনচি?

অশ্রু। যদি সেলিমকে ভালবেসে অপরাধী হয়ে থাকি কাকা তো আমার অপরাধ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি—

শক্ত। কি!—সেলিমকে বিবাহ! যা বল্লি, তা কি সত্যি? তুই কি সে অশ্রুমতী, না আর কেউ?—

তুই কি সূর্য্যবংশীয় রাজ-দুহিতা অশ্রুমতী?—তুই ঘৃণিত মুসলমানকে হৃদয় দিয়েছিস্?

অশ্রু। হাঁ কাকা, দিয়েছি—আমাকে বধ কর।

শক্ত। রাজপুতকুলের কলঙ্কিনি!—তুই মৃত্যু ইচ্ছা কচ্চিস্—মৃত্যুই তোর উপযুক্ত দণ্ড সত্যি (মারিতে উদ্যত কিন্তু হঠাৎ ক্ষান্ত হইয়া স্বগত) না—আহা, ওর কি দোষ? মলিনার কাছে ওর যেরূপ ঘটনা শুনেছি, তাতে ও মার্জ্জনীয়—ভীলদের মধ্যেই প্রায় সমস্ত জীবনটা কাটিয়েছে। ও রাজপুতকুলের গৌরব কি বুঝবে? এখন ওকে বলপূর্ব্বক এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, আর উপায় নেই—এখন যে রকম দেখচি, সেলিম শীঘ্রই বিবাহ করবে—যদি কিছু দিনের জন্য বিবাহটা স্থগিত রাখতে পারি, তাহলে খানিকটা সময় পাই। (প্রকাশ্যে) আমি আর তোকে বধ করলেম না—কিন্তু এখনি তোর পিতার নিকট যাচ্চি—তাঁকে গিয়ে বলব যে, তোমার গুণবতী দুহিতা একজন ঘৃণিত মোগলকে বরমাল্য দিতে উদ্যত হয়েছে—তিনি এখন পীড়িত, এ কথা শুনলে যদিও বাঁচতেন তো আর বাঁচবেন না—এই সংবাদ শুনে সেই মৃত্যুশয্যা হতে যখন তিনি তোর উপর জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবেন, নৃশংসে, তখনি কি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে?—আমি চল্লেম।

অশ্রুমতী। না কাকা, যেও না কাকা—একটু দাঁড়াও, কি বল্লে কাকা? ও কথা শুনলে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না?—ও কথা তাঁকে তবে বোলো না কাকা—আমাকে এখনি বধ কর—আমাকে বধ ক'রে কুলের কলঙ্ক এখনি মোচন কর। আমার হৃদয় যদি আর কাউকে দিতে পারতেম তো এই দণ্ডে দিতেম—কিন্তু কাকা, আমার হৃদয় যে আর আমার নেই—কি করে দেব—আর যা বলবে আমি তাই করব—আর যা চাবে আমি তাই দেব। আমি যে বিবাহে সম্মতি দিয়েছি—সে কথা আর কি কোরে ফেরাবো?—না কাকা, আমাকে এখনি বধ কর—আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত কর।

শক্ত। আচ্ছা, আমি আর একটা কথা বলি—তা করতে পারবে?

অশ্রু। আর যা বলবে কাকা তাই পারব।

শক্ত। যদি এর মধ্যে তুমি শুনতে পাও যে সেলিম বিবাহের দিন—এই ঘৃণিত বিবাহের দিন স্থির করেছেন, তা হলে সে বিবাহ তুমি এক সপ্তাহ স্থগিত রাখবার জন্য সেলিমকে অনুরোধ করতে পারবে?—চুপ করে রইলে যে? এটুকুও পারবে না? আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম—তোমার—

অশ্রু। না কাকা, যেও না—আমি বলচি, আচ্ছা, আমি অনুরোধ করব।

শক্ত। শুধু একবার মৌখিক অনুরোধ নয়, যাতে এক সপ্তাহ স্থগিত থাকে, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে, করবে কি না?

অশ্রু। আচ্ছা কাকা, করব।

শক্ত। আর একটা কথা।—আমি যে এই স্থানে এসেছিলেম—আমি যে এই বিষয় তোমাকে কিছু বলেছি, তার বিন্দু-বিসর্গও সেলিমকে বোলো না। বল্লে আমি বিষম বিপদে পড়ব। বল—বলবে না?

অশ্রু। কাকা, তুমি যাতে বিপদে পড়বে, এমন কথা আমি কেন বলব! আমি এ বিষয়ে কোন কথাই বলব না।

শক্ত। আমি চল্লেম, দেখো, তুমি যা অঙ্গীকার কল্লে, তার কিছুমাত্র যেন অন্যথা না হয়।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

অশ্রুমতী। (স্বগত) হা! আমার কি হবে? আমি রাজপুতও জানি নে, মুসলমানও জানি নে—আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি। তিনি যখন এসে বলবেন যে বিবাহের সব স্থির, তখন আমি কি বলব?—এই বিবাহের উপর তাঁর যখন জীবনের সমস্ত সুখ নির্ভর করচে, তখন সাত দিন দূরে থাক্, এক দিনের জন্যও কোন্ প্রাণে তাঁকে সেই সুখ হতে বঞ্চিত করব?——হা! সেলিম! তোমাকে ভালবাসলে কি পাপ হয়? বাবার সঙ্গে যদি কখন দেখা হয়, আর সেলিম আমাকে কি রকম যত্ন কোরে এখানে রেখেছেন, তা যদি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি, তা হলে নিশ্চয় তিনিও সেলিমকে না ভালবেসে থাকতে পারবেন না। এ সময়ে মলিনা কোথায় গেল? হৃদয়ের কথা কার কাছে বোলে হৃদয় খালি করি, কোথায় যাই?—ঐ যে সেলিম আসচেন, ওঁকে কোন কথা বলব না বলে কাকার কাছে অঙ্গীকার করেছি—এখন কি করি?

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। এস অশ্রু, বিবাহের সব প্রস্তুত—হৃদয় আর ধৈর্য্য মানে না। দীপমালা সব জ্বালান হয়েছে,

মসজিদ্ পুণ্য-গন্ধেতে পূর্ণ হয়েছে, যে সকল সুন্দরী মহিলা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—আমার হৃদয় অধিকার কর্‌বার জন্য চেষ্টা কচ্ছিল, তারা সকলেই নিরাশ হয়ে তোমার প্রতি ঈর্ষা-কটাক্ষ করবার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে আছে। অন্তঃপুরের সকল বেগমরা এখন তোমার পদ-সেবা কর্‌বে, আমি পিতৃসিংহাসনে যখন আরোহণ করব, তুমিই তখন রাজমহিষী হবে। বিবাহের উৎসব এখনি আরম্ভ হবে, সকল অনুষ্ঠানই প্রস্তুত, এখন তুমি এলেই আমার জীবনের দুঃখ-নিশা প্রভাত হয়।

অশ্রু। (স্বগত) হা! এখন কি বলি?

সেলিম। এস অশ্রু।

অশ্রু। (স্বগত) কি করি?

সেলিম। চুপ্ করে রইলে যে?

অশ্রু। সেলিম!——

সেলিম। এস, আমার হাত ধর—এস অশ্রু, সঙ্গে এস।

অশ্রু। (স্বগত) হা! আমি এখন কোন্ প্রাণে সে কথা বলি?

সেলিম। (স্বগত) নববধূর লজ্জা চির-প্রসিদ্ধ—এ লজ্জা ভাঙ্গতেও সুখ আছে— এতে আমার প্রেমানল যেন আরও আহুতি পাচ্চে।

অশ্রু। সেলিম!

সেলিম। অশ্রুমতি, লজ্জার রক্তিম রাগে তোমার মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য যেন আরও দ্বিগুণ বেড়েছে—এস অশ্রু, আর আমার বিলম্ব সয় না।

অশ্রু। ওঃ!—

সেলিম। এ আনন্দের দিনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেন অশ্রু? আমার মাথায় যে বজ্র পড়্‌ল!

অশ্রু। আমি তোমার সিংহাসনের প্রত্যাশী নই—আমি তোমার সঙ্গে যদি পর্ণকুটীরেও একত্র থাক্‌তে পাই, তা হলেও আমি আপনাকে চিরসুখী মনে করি, কিন্তু——

সেলিম। তবে আবার কিন্তু কি অশ্রু?

অশ্রু। সেলিম!—সেলিম!—বিবাহ—স্থগিত—

সেলিম। হা অদৃষ্ট! তুমি—তুমি এই কথা বল্‌চ?—অশ্রু!—

অশ্রু। সেলিম!——

সেলিম। বিবাহ স্থগিত!—তুমিই এই কথা বল্‌চ অশ্রু?

অশ্রু। সেলিম! আর দাঁড়াতে পাচ্চি নে—আমি যাই——

[অশ্রুমতীর প্রস্থান

সেলিম। একি! (স্বগত) এ বিবাহে চারিদিকেই বাধা আছে সত্য, কিন্তু এ রকম স্থলে বাধা পাব আমি স্বপ্নেও মনে করি নি—দারুণ নিরাশা—দারুণ নিরাশা—ফরিদ! ফরিদ!

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর!

সেলিম। ফরিদ, আমি অবাক্ হয়েছি!—আমার তো বুঝ্‌তে ভুল হয় নি?—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লেম?—আমার কাছ থেকে সত্যই কি সে পালিয়ে গেল? হা! অদৃষ্ট!—আজ কি দেখ্‌লেম?—ফরিদ, হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি বল দেখি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

ফরিদ। হুজুর! তা আর পরিতাপ কর্‌লে কি হবে?—কার হৃদয়ে কি আছে, কে বল্‌তে পারে? তা, সন্দেহকে মনে স্থান দিয়ে কেন বৃথা কষ্ট পাচ্চেন? সন্দেহের এমন বিশেষ কারণই বা কি আছে?

সেলিম। কিন্তু ফরিদ, এ সুখের সংবাদে কোথায় আহ্লাদ হবে না, উল্‌টো অশ্রুপাত—অবশেষে কি না পলায়ন? এতে কি না সন্দেহ হতে পারে? সে রাজপুত নরাধমের এত দূর স্পর্দ্ধা? ফরিদ, শেষকালে কি না এক জন বন্দীকে আমায় ভয় করে চল্‌তে হবে? না না, তুমি সত্য করে বল দেখি ফরিদ, তুমি তো সেই রাজপুতকে সে দিন দেখেছিলে—তার মুখের ভাবে তোমার কি বোধ হল? তার চোখের চাহনী কি ভাল করে নজর করেছিলে? তার চোখের ভাষা কি পষ্ট বুঝতে পেরেছিলে?—আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না; সত্যি কি সেই আমার প্রেমের হন্তারক? তুমি যে কোন কথা কচ্চ না ফরিদ?

ফরিদ। হুজুর! অশ্রুপাত—দীর্ঘনিশ্বাস—সতৃষ্ণ চাহনী—এ সব লক্ষণ তো সে দিন বড় ভাল ঠেকে নি—তবে এমন আমি কিছু দেখিনি যাতে—

সেলিম। ঐ যথেষ্ট। বিধাতা কি শেষে এই অপমান আমার অদৃষ্টে লিখেছিলেন?—না, যদি

অশ্রুমতীর এতে কোন অপরাধ থাকৃত, তা হলে সে এমন চাতুরী করে চলৃত যে আমার মনে আদপে সন্দেহের উদয় পর্য্যন্ত হতে দিত না। সে যদি ছলনাময়ী হত, তা হলে কি উৎসের মত শতধারায় তার ভাব প্রকাশ হয়? না ফরিদ, অশ্রুমতীকে সন্দেহ কোরো না। তবে, তুমি বলৃছিলে না কি যে সে রাজপুতও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কচ্ছিল, অশ্রুপাত কচ্ছিল—তাতেই বা আমার কি এল গেল? কিন্তু না—কে জানে তার মধ্যেই যদি প্রেম প্রচ্ছন্ন থাকে, প্রচ্ছন্ন কি, তার কথায় বার্ত্তায় তো তা পষ্টই টের পাওয়া যায়, কিন্তু সে রাজপুতকে যদি কালই তাড়িয়ে দি কিম্বা আবার বন্দী করি, তা হলে আর সে আমার কি হানি করতে পারে?

ফরিদ। কিন্তু হুজুর, আপনি তো আর একবার সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দিয়েছেন। পিতার সংবাদ শোন্‌বার জন্য রাজকুমারী উৎসুক আছেন।

সেলিম। কি! আবার তাকে দেখা করৃতে দেব? সে—সে রাজপুত—বিশ্বাসঘাতক রাজপুত আবার এসে দেখা করতে সাহস করৃবে? আচ্ছা, আমি অশ্রুমতীর কাছে সাক্ষাৎ করৃতে তাকে পাঠিয়ে দেব—তার মৃত দেহকে পাঠিয়ে দেব—তা হলে হবে?—শুধু তা নয়, তার সাক্ষাৎকারের পিপাসা পূর্ণ মাত্রাতেই তৃপ্ত করব—নায়ক-নায়িকার উভয়ের হৃদয়ের রক্ত ভূতলে প্রবাহিত হয়ে পরস্পর একত্র আলিঙ্গন করৃবে। এর চেয়ে আর অধিক কি চাও? —কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কি ভয়ানক কথা—কি জঘন্য কথাই আমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হল, অশ্রুর প্রতি ওরূপ কথা ব্যবহার করা আর আমার হৃদয়দেবতার অবমাননা করা কি এক নয়? না—অশ্রুর হৃদয় ছলনার উপকরণে কখনই গঠিত নয়! আর যদিই বা আমি প্রতারিত হয়ে থাকি, তাতেই বা কি? আমি কি এতই দুর্ব্বল যে একজন স্ত্রীলোকের চপলতায় আমি একেবারে অধীর হয়ে পড়ব? না, তা কখনই হবে না ফরিদ। বরঞ্চ আমি অশ্রুমতীর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হব, তবু আমার হৃদয়ে অরাজকতা কখনই হতে দেব না।—চল, কিন্তু দেখ ফরিদ, এই ভবনে কড়াকড় পাহারা বসিয়ে দাও, অবরোধ-শৃঙ্খলকে আর কিছুমাত্র শিথিল হতে দিও না—অন্তঃপুর-দ্বারে কঠোরতা ও বিভীষিকা স্বয়ং এসে প্রহরীর ভার গ্রহণ করুক, আমাদের চিরন্তন অবরোধ-প্রথা নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ভীমদর্পে ও পূর্ণ প্রতাপে এখানে এখন আধিপত্য করুক — চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

শিবির-সমীপস্থ উদ্যান।

মলিনার প্রবেশ।

মলিনা। (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) আ! বাঁচ্‌লেম—পৃথ্বীরাজ মুক্ত হয়েছেন, তিনি কি তখন আমাকে দেখ্‌তে পান নি? দেখ্‌তে পেলে নিশ্চয় দৌড়ে আগে আমার কাছেই আস্‌তেন। না—বোধ হয় দেখ্‌তে পান নি। এখানেও কেন তিনি এ কয়দিন আসচেন না?—তিনি কি আমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হন নি? আ! আমি কত দিনে তাঁকে দেখ্‌তে পাব?—এখনি যদি এসে পড়েন, তা হলে আমার কি আহ্লাদই হয়, কতকগুল ভাল ভাল গান এই ব্যালা মনে করে রাখি, শোনাতে হবে—ও কে? ঐ যে, ঐ যে, বটবৃক্ষের তলায় পৃথ্বীরাজ বসে আছেন, কি মজা!—ওদিকটা এতক্ষণ আমি দেখি নি?—আ! আমার পৃথ্বীরাজ এসেছেন? কে বল্লে আমাকে দেখ্‌বার জন্য তিনি ব্যাকুল হন নি? আ! এতক্ষণে যেন আমি প্রাণ পেলুম, পৃথ্বীরাজ আমাকে এখনও দেখ্‌তে পান নি—উনি আপনার মনে কত কি ভাবচেন, ঘাড় নাড়্‌চেন, মাঝে মাঝে আবার মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসা হচ্চে—বোধ হয় আমার সঙ্গে দেখা হবে মনে কোরে আনন্দ হয়েছে—আমি আস্তে আস্তে ওঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই, হঠাৎ আমাকে দেখ্‌তে পেলে বড় মজাই হবে!

পৃথ্বীরাজের পশ্চাতে আসিয়া মলিনা দণ্ডায়মান।

পৃথ্বীরাজ। (বটবৃক্ষতলায় বসিয়া স্বগত) ফরিদের হাত দিয়ে অশ্রুমতীর কাছে চিঠি তো পাঠিয়েছি—এখন কি উত্তর আসে দেখা যাক্! ফরিদের কাছে যে রকম শুন্‌লেম, তাতে তো অনুকূল উত্তর আস্‌বারই কথা!—অশ্রুমতী যদি আমার হয় তো

আমার কি সৌভাগ্য হবে। (প্রকাশ্যে) হা! অশ্রুমতী!—

মলিনা। (স্বগত) ও কি কথা?—"হা অশ্রুমতী"?—আমার নাম না ক'রে সখীর নাম?—এর মানে কি?—ও বুঝিছি, সেলিমের সঙ্গে সখীর বিবাহ হলে যদি প্রতাপসিংহের নামে কলঙ্ক পড়ে, সেই আশঙ্কায় ওঁর মন উদ্বিগ্ন হয়েছে, বুঝি তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঐ রকম বোলে উঠেছেন—এইবার তবে জানিয়ে দি আমি এসেছি। (করতালি প্রদান)।

পৃথ্বীরাজ। (চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান) কে ও? কি! তুমি!—কোথা থেকে?

মলিনা। ও কি পৃথ্বীরাজ! আমাকে দেখে তোমার মুখ অমন নীল হয়ে গেল কেন?—এতক্ষণ মুখ তোমার কেমন হাসি-হাসি ছিল, হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গেল?

পৃথ্বীরাজ। হঠাৎ চম্‌কে গেলে কি ওরকম হয় না? (স্বগত) কি উৎপাত!

মলিনা। পৃথ্বীরাজ, একটু হাসো না পৃথ্বীরাজ—তোমার হাসি অনেক দিন দেখিনি যে—আমার সখীর জন্য কি ভাবনা হয়েছে?—অশ্রুমতী অশ্রুমতী ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন?

পৃথ্বীরাজ! কে চেঁচিয়ে উঠেছিল?

মলিনা। কেন পৃথ্বীরাজ—তুমি? তার জন্য কি কোন রাজপুত পাত্র সন্ধান কোরে পেলে না?

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) এ কোথা থেকে সব টের পেয়েছে দেখ্‌ছি—তা আর লুকিয়ে কি ফল? (প্রকাশ্যে) সব জেনে শুনে আবার আমাকে কেন বিদ্রূপ কর্‌তে এলে বল দেখি?

মলিনা। বিদ্রূপ?—বিদ্রূপ কি পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বীরাজ। বিদ্রূপ না তো আর কি? তুমি তোমার সখীর কাছে শুনেছ যে, আমিই তাঁর বিবাহার্থী হয়েছি, এ জেনেও ওসব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আর অর্থ কি? আমি তো তোমার কাছে লুকোতে যাচ্চিনে।

মলিনা। কি!—তুমিই পৃথ্বীরাজ তাঁর বিবাহার্থী—তুমি অশ্রুমতীর পৃথ্বীরাজ? তুমি আর আমার নও? ওঃ!—(মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) এ কি বিপদ! তবে তো বলাটা ভাল হয় নি—আমি মনে করেছিলেম, আমাকে বিদ্রূপ কচ্চে বুঝি—মুখে একটু জলের ঝাপ্‌টা দি।

(সরোবর হইতে জল লইয়া মুখে প্রদান।)

মলিনা। (চেতনালাভ করিয়া উঠিয়া বসিয়া পৃথ্বীরাজের মুখপানে চাহিয়া সকাতরে) পৃথ্বীরাজ! সত্যি কি তুমি আমার নও? আমি কি দোষ করেছি পৃথ্বীরাজ, যে তুমি আমাকে ত্যাগ কর্‌লে? আমি যে জাগ্রৎ স্বপনে তোমাকেই ধ্যান করি, এই কি আমার অপরাধ?—পৃথিবীতে আমার যে আর কেউ নেই পৃথ্বীরাজ! আমার জীবনের শেষ হয়ে আসছে, একটিবার কথা কও—এই শেষ বার—আর আমি তোমাকে জ্বালাতন কর্‌তে আস্‌ব না—

পৃথ্বীরাজ। মলিনা, তোমাকে আমার হৃদয়ের ভাব গোপন কর্‌ব না—তুমি আমার আশা ত্যাগ কর—কেন মিথ্যে কষ্ট পাও—

মলিনা। পৃথ্বীরাজ!—তুমি সেই পৃথ্বীরাজ—তোমার মুখ থেকে আজ আমায় এই কথা শুন্‌তে হল?—যদি তুমি ঐ অসি দিয়ে আমায় খণ্ড খণ্ড ক'রে আমার এই হৃদয় বিদীর্ণ কর্‌তে, তা হলেও আমি সুখে মর্‌তে পার্‌তেম। "কেন কষ্ট পাও!"—আমার কষ্ট কি তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ? আমার হৃদয়ে যে কি আঘাত লেগেছে, তা যদি তুমি একটু অনুভব কর্‌তেও পার্‌তে, তা হলেও আমার এত কষ্ট হত না—তা সত্যি পৃথ্বীরাজ, আমার প্রথমে আশা করাই অন্যায় হয়েছিল—আমি তোমার যোগ্য নই, আমার কি গুণ আছে যে তুমি আমাকে ভাল-বাস্‌বে—

পৃথ্বীরাজ। মলিনা—মলিনা—তুমি মিথ্যে কষ্ট পেও না—আমি এখন চল্লেম। (প্রস্থানোদ্যত)

মলিনা। পৃথ্বীরাজ, একটিবার দাঁড়াও—আমার শেষ কথাটি শুনে যাও—আমি হাজার কষ্ট পাই, আমি কখনই তোমার সুখে বাধা দেব না—আমাকে ত্যাগ ক'রেই যদি তুমি সুখী হও তো সেই ভাল। পৃথ্বীরাজ, আমি জন্মের মত বিদায় নিলেম—বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচ্‌ব না—যদি এ কঠিন প্রাণ তত দিন না বের হয়, তা হলে সখীর বিবাহের বরণ-ডালা পারি যদি আমিই মাথায় নেব। তুমি যে আমাকে একজন সখী বোলে জ্ঞান কর্‌বে, আমার আর সে আশাও নেই, কিন্তু পৃথ্বীরাজ—এই আমার মিনতি—আর যদি কিছুই বোলে না ভাবতে পার, নিদেন, তোমার চরণের একজন সামান্য দাসী বোলেও আমাকে কখন কখন মনে কোরো—এই আমার শেষ মিনতি। (ক্রন্দন)

পৃথ্বী। (স্বগত) ওঃ, কি বিপদ!— (প্রকাশ্যে) মলিনা, এখন আমি চল্লেম।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।

মলিনা। (স্বগত) হা! আমার এতদিনকার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল!—এখন আর কি অবলম্বন করে থাক্‌ব?—আমার তো আর কেউ নেই।—যাকে প্রাণ মন হৃদয়, সর্ব্বস্ব সঁপেছিলেম—যাকে আমার বোলে এতদিন ভেবে রেখেছিলেম, সে পৃথ্বীরাজ আর আমার নয়? হা!—

বাগেশ্রী।—আড়াঠেকা।

প্রাণ-পণে প্রাণ সঁপিলাম যারে,
সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদি আর কার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে পূজি হৃদি মাঝে, সেই বজ্র হৃদে হানে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে মলিনার প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু।—(স্বগত) কি করি? কাকা যা বোল্লেন, সেলিমের কাছে কি সব খুলে বল্‌ব? কেমন ক'রেই বা বলি? আমি যে কথা দিয়েছি বল্‌ব না—আর তাহলে তাঁরও বিপদ হতে পারে—শুধু যদি বিবাহ স্থগিদের কথা বলি—যদি তার কারণ বল্‌তে না পাই, তা হলেই বা তিনি কি মনে কর্‌বেন? তিনি কি মনে কর্‌বেন না, বিবাহ কর্‌তে আমারই ইচ্ছে নাই? কেন আমি কাকার কথায় সম্মত হয়েছিলেম?—সেলিম কি আর আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না? হা!—ঐ যে আস্‌চেন।—

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। রাজকুমারি! সে এক সময় ছিল, যখন আমার হৃদয় তোমার প্রেম-মোহে নিদ্রিত থাক্‌তে ভালবাস্‌ত—কিন্তু আর না—আমার সে নিদ্রা ভেঙ্গেছে। ঈর্ষার জ্বালায় অস্থির হয়ে মনে করো না, একজন সামান্য হতাশ প্রেমিকের মত আমি তোমার উপর কতকগুলি কটু-কাটব্য বর্ষণ করতে এসেছি—তা নয়। দারুণ আঘাত পেয়েছি সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় এতদূর দুর্ব্বল মনে কোর না যে, তার জন্য আমি একেবারে কাতর হয়ে পড়ব। রাজকুমারি, আমি আজ স্থিরসঙ্কল্প। যে সিংহাসনে তোমাকে বসাব মনে করেছিলেম, সেই সিংহাসনে আর একজনকে বসাব স্থির করেছি। এর জন্য আমি দারুণ কষ্ট পাব সত্যি, কিন্তু এখন এই আমার প্রতিজ্ঞা। এ তুমি বিলক্ষণ জেনো যে, সেলিম সকলেতেই প্রস্তুত। তোমাকে আমি না পাই, সেও ভাল, বরঞ্চ আমি তোমাতে বঞ্চিত হয়ে নৈরাশ্য-অনলে চিরকাল দগ্ধ হব—তবু তোমাকে এরূপ নিয়মে পেতে কখনই ইচ্ছে করি নে যে, তুমি নামে মাত্র আমার থাক্‌বে, অথচ আমার বোলে আমি তোমাকে মনে করতে পারব না। রাজকুমারি, আমি তোমার মোহমন্ত্রে আর ভুলি নে।

অশ্রু। কি কথা বোল্লে সেলিম! সত্যই কি তুমি আমাকে ভালবাস না?—মোহ-মন্ত্র কি সেলিম?—ধর্ম্ম জানেন, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা ছাড়া আমি তো আর কোন মন্ত্র জানিনে। সত্যই কি সেলিম তুমি আমাকে আর ভালবাস্‌বে না? সত্যই কি—(ক্রন্দন)

সেলিম। তুমি কি আর আমার ভালবাসা চাও যে ও কথা বল্‌চ? তুমিই তো ইচ্ছে ক'রে—— অশ্রুমতি, তুমি কাঁদ্‌চ?

অশ্রু। হা! সেলিম—নিদেন এইটে তুমি কখন বিশ্বাস কোরো না যে, আমি তোমার সিংহাসনের ভিখারী—আমি আর কিছুরই জন্য দুঃখ করি নে—আর কিছুরই প্রত্যাশী নই, আমি কেবল তোমাকেই চাই! পাছে তোমাকে হারাই—তোমার হৃদয়কে হারাই, এই আমার ভাবনা—এই আমার যাতনার একমাত্র কারণ।

সেলিম।—অশ্রু! তুমি আমাকে ভালবাস?

অশ্রু। আমি ভালবাসি কি না? হা——

সেলিম। আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে—আমি অবাক্ হয়েছি!——আমাকে ভালবাস? তবে কেন নৃশংসে, আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে?—হা, আমি আপনাকেই এখনও ভাল করে চিন্‌তে পাল্লেম না তো তোমার হৃদয় কি বুঝব অশ্রুমতি! আমি মনে করেছিলেম যে, নিরাশার বলে আমি এতদূর বলীয়ান হয়েছি যে, আমার হৃদয়কে আমি বশে

রাখতে পারব, আমি আর কারও প্রেমে মুগ্ধ হব না—কিন্তু না, আমি দেখছি—আমার হৃদয়ে সে বল নাই—আর, সে পিশাচের বল আমি প্রার্থনাও করি না—যে বলে হৃদয় অশ্রুর প্রেম বিস্মৃত হয়, এমন বলে বলীয়ান্ হয়ে কাজ নেই—কি! আমার হৃদয়-সিংহাসনে আমি আর কাউকে বোস্‌তে দেব?—না, সে কথা মনেও কোরো না—না অশ্রু, তোমাকে আমি যে এতক্ষণ মিছেমিছি কষ্ট দিলেম, তার জন্য আমাকে মাপ কর—আর আমি তোমাকে কষ্ট দেব না—তোমাকে ভিন্ন কি আমি আর কাউকে ভালবাস্‌তে পারি অশ্রু?——কিন্তু কেন অশ্রুমতি, তুমি আমার জীবনের চিরসুখকে স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ কর্‌ছিলে?—বল অশ্রু!—তুমি কি স্বামীর কঠোর কর্ত্তৃত্বের ভয় কর?—সে ভয়ের তো কোন কারণ নেই—তবে কি সচরাচর স্ত্রীলোকেরা যেরূপ ছল ক'রে প্রেমিকের ভালবাসা বাড়ায়—এ কি সেইরূপ ছল মাত্র?—কিন্তু সেরূপ ছলে তোমার তো কোন প্রয়োজন নাই। তোমার মত সরলার জন্য তো ছলের সৃষ্টি হয় নি!

অশ্রু। সেলিম—আমি কোন ছল জানিনে।—

সেলিম। আমার যে সব প্রহেলিকা বোলে মনে হচ্চে—কেন অশ্রু,আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কচ্চ?

অশ্রু। হা!——

সেলিম। এমন কি গোপনীয় কথা যে আমার কাছে লুকোচ্চ অশ্রু? কোন রাজপুত কি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কচ্চে?

অশ্রু। সেলিম, তোমার বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত কচ্চে, আর আমি তা জেনেও কি কখন চুপ করে থাক্‌তে পারি?—না সেলিম, এ আর কারও বিপদ নয়—এ আমারি বিপদ, আমিই তার ফলভাগী।

সেলিম। সে কি অশ্রু—তোমার বিপদ, তুমিই তার ফলভাগী।

অশ্রু। সেলিম, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

সেলিম। ভিক্ষা কি অশ্রু?—আমার জীবন চাও তো এখনি দিতে পারি।

অশ্রু। সেলিম, আমাদের বিবাহ এক সপ্তাহের জন্য কেন যে স্থগিদ রাখতে হবে, তার কারণ আমাকে আর জিজ্ঞাসা কোরো না, এই ভিক্ষা।

সেলিম। কারণ জান্‌তে পাব না?

অশ্রু। সেলিম, আমার পরে যদি তোমার একটুও ভালবাসা থাকে তো এই অনুরোধটি আমার অগ্রাহ্য কোরো না।

সেলিম। আচ্ছা—তুমি যখন বল্‌চ, তখন আমি আর 'না' বলতে পারি নে। আচ্ছা, সম্মত হলেম। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে।—এটা মনে থাকে যেন অশ্রু, যে, তোমার কথাতেই আমি এতদূর ত্যাগ স্বীকার কল্লেম।

অশ্রু। (স্বগত) হা! সেলিম, আমার জন্য তুমি কত কষ্টই পাচ্চ—আমি কি বিপদেই পড়েছি——কি ক'রে এখন—

[সজলনয়নে প্রস্থান।

সেলিম। তুমি চল্লে অশ্রু?

অশ্রু। (ফিরিয়া) সেলিম!—আর পারি নে—ওঃ—

[প্রস্থান।

সেলিম। (স্বগত) আমি তবে এখন যাই, এ কি ব্যাপার? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে।

[সেলিমের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

সেলিমের ঘর।

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) কেন আমি সহজে তার অনুরোধ গ্রাহ্য কর্‌লেম? যদি সত্যই আমাকে সে ভালবাসে তো আমার কাছে গোপন রাখ্‌বার বিষয় তার কি থাক্‌তে পারে? সাত দিন বিবাহ স্থগিদ, আর তার কারণও আমি জান্‌তে পাব না? এ কি প্রকার অনুরোধ? এ সব কি ছলনার কথা নয়? রাজপুত-রমণীদের ছলনার অন্ত পাওয়া যায় না। কমলাদেবী, পদ্মিনী—উঃ, কি বুদ্ধি—কি প্রতারণা! কিন্তু অশ্রুও কি সেই উপকরণে গঠিত—না, আমার ও সন্দেহ মনে স্থান দেওয়া অন্যায়। আমিই তার প্রতি অন্যায় কচ্চি, সে যখন বল্‌চে আমাকে সে ভালবাসে, তাই যথেষ্ট, তাতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অবশ্য গোপন করবার কোন কারণ আছে, সে কারণ আমার

জানবারই বা প্রয়োজন কি? না, অশ্রুমতীকে আমি কখনই অবিশ্বাস করতে পারি নে—আহা! ছলনা কাকে বলে, সে সরলা জানে না। আমার প্রতি যে তার প্রগাঢ় ভালবাসা, তা মুখের ভাবে, চোখের ভাবে বেশ প্রকাশ পায়।

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। হুজুরকে আজ আবার যে উদ্বিগ্ন দেখ্‌চি।

সেলিম। দেখ ফরিদ, বিবাহ সাতদিনের জন্য স্থগিদ করতে হল।

ফরিদ। সে কি কথা হুজুর? আমরা সেই শুভদিনের জন্য কত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করে রয়েছি—স্থগিদ্ রাখ্‌বার কারণ কি হুজুর?

সেলিম। তার কারণ আমি জানি নে। অশ্রুমতীর অনুরোধ।

ফরিদ। হুজুর, আপনি না জেনে সহজেই অনুরোধ গ্রাহ্য করলেন?

সেলিম। কারণ আমি জিজ্ঞাসা করতে পাব না, সেও তার আর একটি অনুরোধ।

ফরিদ। কারণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পাবেন না? তা বলতে পারি নে—আমরা সামান্য ব্যক্তি, আমাদের মনে এতে নানা রকম সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে আপনারা হচ্চেন উদারচরিত্রের লোক, আপনাদের মনে সন্দেহ না হবারই কথা।

সেলিম। তুমি বল কি ফরিদ? এতে আর কি সন্দেহ হতে পারে? অশ্রুমতীর উপরে আমার কোন সন্দেহ হতে পারে না।

পত্রহস্তে একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। হুজুর সুলতান! রাজকুমারী অশ্রুমতীর নামের চিঠি রক্ষকেরা পথে আট্‌কিয়েছে।

সেলিম। কৈ চিঠি? কৈ? দেখি? পত্রবাহক কে?—দাও—দাও—আমার হাতে দাও।

রক্ষক। হুজুর! একজন রাজপুত ভৃত্য এই চিঠি নিয়ে রাজকুমারীর ভবনে গোপনে প্রবেশ কচ্ছিল, তাই ধরা পড়েছে।

সেলিম। (পত্র লইয়া স্বগত) কি না জানি এতে আছে—আমার হৃদয় কাঁপচে।

[রক্ষকের প্রস্থান।

ফরিদ। এই পত্র পাঠে বোধ হয় আপনার হৃদয়ের উদ্বেগ দূর হবে, আমাদেরও সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

সেলিম। প'ড়ে দেখা যাক্! আমার হাত কাঁপ্‌চে,—কি যে অদৃষ্টে আছে, বলতে পারি নে—কিন্তু এতই কিসের ভয়? সুলতান সেলিম কি আজ একখানি পত্র খুলতেও কম্পিত-দেহ হবে?—হো! (পত্র পাঠ)

পত্র।

"যে অবধি হেরিয়াছি ও চারু বয়ান
পিপাসিত হয়ে আছি চাতক সমান।
প্রকাশিব আর যাহা আছে বলিবার,
দ্বিপ্রহর রাত্রি-যোগে খুলিও দুয়ার॥"
প্রেমাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীরাজ

সেলিম। (পত্র হস্ত হইতে স্খলিত হওন) কি সর্ব্বনাশ!—শুনলে তো? তোমার বক্তব্য কি?

ফরিদ। আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন?—আমি আর কি বলব?

সেলিম। ফরিদ! তুমিই বিবেচনা কর, আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার?

ফরিদ। উঃ! কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! হুজুর, মার্জ্জনা করবেন, আপনার বিশ্বাসকেও ধন্য! —আপনি এতেও অটল আছেন, কি ভয়ানক!

সেলিম। সেই বিশ্বাসঘাতিনীর কাছে যাও, ফরিদ—এখনি যাও!—এই পত্র নিয়ে দেখাও গে! —এ পত্র দেখে তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠুক্— আর, সহস্র তীব্র ছোরা তার ছলনাময় হৃদয়ে এখনি বসিয়ে দাও—যাও ফরিদ, যাও—

ফরিদ। হুজুর, আমি এখনি যাচ্ছি।—(কিয়দ্দূরে গমন)

সেলিম। হা!—না ফরিদ, থাম, থাম, না, এখনও সে সময় হয় নি—সে রাজপুত্রীকে এইখানে আমার সামনে নিয়ে আসুক, ফরিদ, এখনি তাকে আনতে বোলে দাও।

ফরিদ। আজ্ঞে হুজুর।

ফরিদের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ।

সেলিম। আনতে লোক পাঠিয়ে দিলে?

ফরিদ। আজ্ঞে হাঁ!

সেলিম। (স্বগত) না—তা আর ক'রে কাজ নেই—কি করব তবে? উঃ!

ফরিদ। কি ভয়ানক অপমানের কথা!

সেলিম। এতক্ষণে তার গোপনীয় কথা জানতে পারলেম! তাই ভয়ে ও লজ্জায় আমার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে মায়া-কান্না কাঁদতে কাঁদতে তখন আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল? আমাকে বঞ্চনা!—তুই—অশ্রুমতি, তুই!

ফরিদ। হুঁ—আমি ত আগেই বলেছিলেম হজুর যে, স্ত্রীলোকের কুটিলতার অন্ত পাওয়া যায় না—পৃথ্বীরাজের তো আমি তেমন দোষ দেখি নে—এক-জন যদি তাকে ভালবাসে তো কাজেই যে—

সেলিম। পৃথ্বীরাজ! নরাধম কি অকৃতজ্ঞ, তাকে আমি কারাগার হতে মুক্তি দিলেম; আর মুক্তি পাবামাত্রই কি না তার এই কাজ? কিন্তু তার যতই দোষ হোক্ না, তার চেয়ে সে বিশ্বাসঘাতিনী সহস্র গুণে অপরাধী। ফরিদ, তাকে তুমিই তো বন্দী করে এনেছিলে, তার রক্ষণাবেক্ষণ-ভার যদি আমি না নিতেম, তা হলে তাকে সামান্য বন্দীর মত কতদুর কষ্ট ভোগ করতে হত বল দেখি? সে কি জানে না আমি তার জন্য কত দুর করেছি?—হা! হত-ভাগিনি!

ফরিদ। হজুর যে রকম যত্ন কচ্চেন, আর কেউ হলে কি তা করত?—ও ভ্রষ্টা হজুরের উপযুক্ত নয়, ওর যে রকম ব্যবহার, ওকে গলায় হাত দিয়ে রাস্তায় বের ক'রে দেওয়া উচিত; স্ত্রীহত্যাটা ভাল নয়, ওর শাস্তি ঐ।

সেলিম। না ফরিদ, আর একটা পরীক্ষা করে দেখি, তাতে যদি প্রমাণ হয় তো তুমি যা বলবে, তাই করব। ছলনার ঔষধ ছলনা!

ফরিদ। এখনও কি হজুর প্রমাণ হতে বাকি আছে—দু জনের পূর্ব্ব হতে গোলযোগ না থাকলে সে নরাধম রাজপুত কি ওরূপ অসঙ্কোচে, ওরূপ বিশ্বস্তভাবে বলতে পারে;—

"দ্বিপ্রহর রাত্রিযোগে খুলিও দুয়ার।"

কি ভয়ানক কথা!—বলেন কি হজুর!

সেলিম। ভয়ানক নয় ফরিদ? এ রকম স্বচক্ষে দেখলেও আমার হঠাৎ বিশ্বাস হবে না।

ফরিদ। হজুর! বেয়াদপি মাপ করবেন, সে যে কি কুহক জানে, হজুর তাকে একবার দেখলেই সব ভুলে যাবেন দেখছি, সে বিশ্বাসঘাতিনীর মুখে আপনি তখন সরলতার কত ছবিই আবার দেখতে পাবেন। হা আমার অদৃষ্ট!

সেলিম। এ সব অকাট্য প্রমাণ পেয়েও আবার ভুলব? বল কি তুমি?—আমি কি পরীক্ষা করতে যাচ্চি শোন। আমি এ চিঠি আর তাকে দেখাব না। এক জন অপরিচিত লোক দিয়ে এই চিঠিটা তার কাছে পাঠিয়ে দাও, দেখি এর কি উত্তর দেয়, যদি দ্বিপ্রহর রাত্রে সেই রাজপুতকে আসতে বলে, তবেই আর প্রমাণের কিছু বাকি থাকবে না—আমি দেখতে চাই, স্ত্রীলোকের ছলনাময়ী বুদ্ধির কত দুর দৌড়।

ফরিদ। কিন্তু হজুর, আপনি যে তার সঙ্গে দেখা করবেন, সেইটিই অলক্ষণের কথা—হজুরের যেরূপ সরল হৃদয়—

সেলিম। না, সে ভয় কোরো না। তুমি এই চিঠিটা নিয়ে এখনি যাও, একজন বিশ্বাসী দাসকে দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেও—ঠিক যেন তার হাতে পড়ে—যাও, শীঘ্র যাও, আমি আর তার সঙ্গে দেখা কচ্চিনে—তার এখানে এসে কাজ নেই—এ কি, ঐ যে এসে পড়েছে!—কি সর্ব্বনাশ!—(স্বগত) আহা! সত্যি! ফরিদ, তুমি যাই বল না কেন, ঐ সরল মুখচ্ছবিতে ছলনার কি একটু আভাসও পাওয়া যায়? ওকে দেখলে কঠোর কথা কি আর মুখ দিয়ে বেরোতে চায়?

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। কেন সেলিম আমাকে ডেকেছ?

সেলিম। রাজকুমারি! আমার মনের একটা সন্দেহ দূর করবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। ঠিক্ কথা বোলো—না হলে তুমিও চিরজীবন অসুখী হবে, আমিও হব। আমি যে তোমাকেএত দিন প্রাণপণে যত্ন করে আস্‌ছি—তোমার নিকট সমস্ত হৃদয় খুলেছি—তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি—তারই প্রতিদানস্বরূপ তোমার মনে কৃতজ্ঞতার উদয় হতেও পারে—কিন্তু ঠিক্ ক'রে বল—আমাকে বঞ্চনা কোরো না—যদি আর কারও প্রেম তোমার হৃদয়কে এতদূর অধিকার কোরে থাকে যে, সে কৃতজ্ঞতাটুকুও এখন আর সেখানে স্থান পায় না—তা হলে বল—এখনি মুক্তকণ্ঠে বল—আমিও মুক্ত-হৃদয়ে মার্জ্জনা কচ্চি। এই কিন্তু সময়, আর সময় নাই।

অশ্রু। সে কি সেলিম, এ রকম কথা আমাকে বল্‌চ কেন? আমি কি দোষ করেছি যে, মার্জ্জনার কথা বল্‌চ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে। আমার হৃদয়ের কথা তোমাকে কতবার বলেছি—আবার তা জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন?—সেলিম, তোমাকে ভালবাসি কি না, তাও কি এখন শপথ করে বল্‌তে হবে?—(ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) এখনও আমার কাছে ভালবাসা জানাচ্চে?—কি ভয়ানক ছলনা!—আমার হাতে প্রমাণ পর্য্যন্ত রয়েছে—তবু এখনও বঞ্চনা—আরে মিথ্যাবাদিনি! (প্রকাশ্যে) অশ্রুমতি!

অশ্রু। কেন সেলিম? তোমার হৃদয় এত উদ্বিগ্ন হয়েছে, আমাকে বল। আমি তোমার কি করেছি?

সেলিম। না, আমার কোন উদ্বেগ নাই—তুমি আমাকে ভালবাস বল্‌চ?

অশ্রু। অন্য দিনে সেলিম তুমি ভালবাসার কথা ওরকম স্বরে তো বল না—আজ ওরকম স্বরে বল্‌চ কেন?

সেলিম। এখনও বল্‌চ, তুমি আমাকে ভালবাস?

অশ্রু। ওরকম আজ তীব্র দৃষ্টিতে আজ আমাকে দেখ্‌চ কেন? কেন আমাকে সন্দেহ কচ্চ সেলিম? কি হয়েছে, খুলে বল। আমি এখনি তার উত্তর দিচ্চি।

সেলিম। না, আমার আর কোন সন্দেহ নাই। তুমি এখন যেতে পার।

[অশ্রুর প্রস্থান।

ফরিদের প্রবেশ।

সেলিম। দেখ ফরিদ! আমি আশ্চর্য্য হলেম—কথা-বার্ত্তা এখনও এম্‌নি মধুর যে, অন্তরের হলাহল কিছুতেই প্রকাশ হবার নয়, বরাবর শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখলেম না ——এক ভাবেই কথা কইলে—অপরাধ করলে যে ভাব হয়, মুখে তার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ হতে দিলে না। এই অল্পবয়সে চাতুরীতে কি এতই পরিপক হয়েছে? একজন বিশ্বাসী দাসের হাত দিয়ে সে পত্র তো পাঠিয়ে দিয়েছ ফরিদ?

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ, সে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হজুর, যা ভেবেছিলেম তাই। যে কুহকিনীকে দেখ্‌বামাত্রই আবার দেখ্‌ছি সব ভুলে গেছেন।

সেলিম। কে জানে ফরিদ, তাকে অবিশ্বাস কর্‌তে আমার হৃদয় কিছুতেই চায় না—আমাদের বোঝবার যদি কিছু ভ্রম হয়ে থাকে—এখনও সে সন্দেহ ভঞ্জন হতে পারে।—এখনও—

ফরিদ। এখনও?—বলেন কি হজুর, এখনও? এসব স্থলে এক একবার অন্ধ হতেও ইচ্ছা হয় বটে!

সেলিম। না ফরিদ, তা নয়—আমার একটা কথা মনে হয়েছে—এখনও আমার আশা আছে। অশ্রুমতীকে দেখে সেই দুঃসাহসী রাজপুত একেবারে হয়তো মোহিত হয়ে গিয়ে থাক্‌বে—অশ্রুমতী কোন আশা না দিলেও সে দুর্ম্মতি উন্মত্তের ন্যায় তাকে পাবার জন্য হয় তো লালায়িত হয়েছে—তাতে অশ্রুমতীর কি দোষ হতে পারে? দেখ ফরিদ, এক কাজ কর—সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে—যে সময় ভীষণ দুষ্কর্ম্ম সকল সচরাচর আচরিত হয়, সেই সময়—যখন সেই রাজপুত অশ্রুমতীর ভবনের ত্রিসীমায় পদার্পণ করবে, রক্ষকদের বিশেষ করে বোলে দেও, যেন তখনি তাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করে আমার কাছে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসে—কিন্তু দেখো, অশ্রুমতীকে যেন কেউ কিছু না বলে—ফরিদ, তুমি কি আমার দুর্ব্বলতা দেখে মনে মনে হাস্‌চ? না, তা ভেব না—তার প্রেমে অন্ধ হয়ে আমি এ কথা বলচি নে—আমি বুঝে সুঝেই তোমাকে এই আজ্ঞা দিলেম—যাও।——

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর—আমার এতে আর কি বক্তব্য আছে?

[ফরিদের প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে সেলিমের
[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন।

অশ্রুমতী। (স্বগত) হৃদয় গেল—আর পারি নে—কাকা যদি আসেন তো তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরে একবার বলি যে, "কাকা মার্জ্জনা কর—আমি আর গোপন করে রাখতে পারি নে—সেলিমকে সব খুলে বলি—তিনি শুন্‌লে তোমার কোন হানি হবে না—তাঁর হৃদয় অতি উদার—তিনি কিছু বল্‌বেন না।"—

কৈ, তিনিও ত সেই অবধি আর আস্‌চেন না—মলিনাই বা কোথায় গেল?—তাকে খুলে বল্লেও যে আমার হৃদয়টা একটু হাল্কি হয়—তা তাকেও যে দেখতে পাচ্চি নে। হা!—আমি এখন কি করি?—ঐ যে মলিনা আস্‌ছে—এখন হৃদয়ের কথা খুলে তবু বাঁচব।

মলিনার প্রবেশ।

অশ্রু। ভাই মলিনা, তুমি ভাই কোথায় ছিলে? তুমি এলে বাঁচলেম—তোমাকে বোল্লে তবু হৃদয়টা খালি হবে;—ও কি ভাই—তোমার চোখে জল কেন?—আমি জানি আমারই কপাল মন্দ—তোমার তো ভাই দুঃখের কোন কারণই নেই।

মলিনা। তোমার ভাই কপাল মন্দ কিসে?—তোমার ভাই এমনি কপাল যে, তোমার ভালবাসা পাবার জন্য কত লোকে পাগল—

অশ্রু। আমি ভাই আর কারও ভালবাসা চাইনে—সেলিমকে পেলেই বত্তে যাই—

মলিনা। সেলিম তো তোমাকে ভালবাসেনই—তাতে কি তোমার সন্দেহ আছে?

অশ্রু। ভাই মলিনা, আমার কি ভয়ানক অবস্থা হয়েছে শোনো—কতক্ষণে তোমাকে বলব, এই জন্য অপেক্ষা করে আছি।—কাকা একদিন এখানে এসে বল্লেন যে, পৃথ্বীরাজকে—তোমার পৃথ্বীরাজকে আমার বিবাহের পাত্র স্থির করেছেন—

মলিনা। কে ভাই?—আমার পৃথ্বীরাজ?—আমার!—ওঃ!

অশ্রু। হ্যাঁ ভাই, তোমার পৃথ্বীরাজ—তা ভাই সে কথা শুনে আমার ভাই যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল—আমি লজ্জা-শরম ত্যাগ করে তাঁকে পষ্ট বল্লেম যে, সেলিম ছাড়া আমি আর কাকেও ভালবাস্‌তে পারব না—তাতে তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার কোরে শেষ আমার প্রাণ বধ কত্তেও উদ্যত হলেন—তবুও আমি যখন সম্মত হলেম না—তখন কাকা বোল্লেন যে, এখনি তিনি পিতার কাছে এই কথা বোল্‌তে যাবেন—পিতা পীড়ায় শয্যাগত—এ কথা শুন্‌লে তিনি আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচবেন না—আমি এই কথা শুনে বড়ই অধীর হলেম—আমি তাঁকে বল্লেম যে, ও কথা তাঁকে বোলো না—আমি আর কাউকে বিবাহ করতে পারব না—এ ছাড়া আর যা বল্‌বে, আমি তাই করব। তা তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, সেলিম যদি বিবাহের প্রস্তাব করতে আসেন তো তুমি সাত দিনের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে পারবে?" আমি কোর্‌ব বোলে অঙ্গীকার করলেম—আরও তিনি বল্লেন—"আমি যে এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব তোমার কাছে করেছি—কি তোমার এখানে এসেছি, সে বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গও সেলিমকে বল্‌তে পারবে না"—আমি ভাই না ভেবে চিন্তে এতেও সায় দিয়েছিলেম—তারই ভাই ফল এখন ভুগতে হচ্চে—সেলিম যখন বিবাহের সব স্থির হয়েছে বোলে আমাকে নিতে এলেন—আমি সাত দিন বিবাহ স্থগিদ রাখতে, আর তার কারণ আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করতে অনেক কষ্টে তাঁকে অনুরোধ কল্লেম—তা এর দরুণ ভাই আমার ভালবাসার উপরেই তাঁর কখন কখন সন্দেহ হচ্চে—কাকাকে কথা দিয়েছি বোলেই যে আমায় এই রকম অনুরোধ করতে হয়েছে, তা ভাই আমি তো আর বোল্‌তে পাচ্চি নে—এই জন্য ভারি বিপদে পড়েছি! এ কথা আমি সেলিমকে বোল্‌তে পাচ্চি নে বোলে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্চে—এখন কি করি ভাই?

মলিনা। যাকে নিয়ে তোমার ভাই বিপদ—তার জন্যই আমার সর্ব্বনাশ! তুমি ভাই বল্‌ছিলে—আমার পৃথ্বীরাজ? না ভাই, পৃথ্বীরাজ এখন আর আমার নন্‌—এখন তিনি তোমার! (ক্রন্দন)

অশ্রু। কি ভাই মলিনা? তুমিও ঐ কথা বল্‌চ? সেলিম ভিন্ন আমার ব'লে তো ভাই আমি আর কাউকে জানি নে।

মলিনা। কিন্তু ভাই, পৃথ্বীরাজ তোমাকেই ভালবাসেন—তুমি ভাই তাঁকে ভালবাস্‌বে না?—ভালবেসো—(ক্রন্দন)

অশ্রু। ও কি কথা ভাই মলিনা?—আমাকে কেন ভাই কষ্ট দাও?—সেলিম ছাড়া কি ভাই আমি আর কাউকে ভালবাস্‌তে পারি?—পৃথ্বীরাজ, যাঁর কথা তুমি ভাই আমাকে কতদিন বলেছ, তাঁর ভাই এই রকম ব্যবহার?

মলিনা। না ভাই, তাঁকে দোষ দিও না—আমি ভাই তাঁর যোগ্য নই—আমার কি গুণ আছে যে তাঁর মনে ধরবে? তিনি ভাই আমাকে পষ্ট বলেছেন যে, তোমাকেই ভালবাসেন—আমাকে ভালবাসেন না। (ক্রন্দন)

অশ্রু। এ কি ভয়ানক কথা ভাই!—যদি আমার বাপ-মার সংবাদ দিতে আর কখন তিনি আমার কাছে আসেন, তা হলে আমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলতে পারি যে, কাকার প্রস্তাবে তিনি যেন না ভোলেন—যেন তিনি এ বেশ জানেন যে, সেলিম ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কারও স্থান নেই—এ কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে তিনি কি ভাই আবার তোমাকে ভালবাসবেন না?

মলিনা। উঃ, ও কথায় ভাই আর কাজ নেই—তিনি—তিনি—তিনি কি ভাই আর আমার আছেন?—ওঃ! (ক্রন্দন)

অশ্রু। মলিনা, কেঁদ না ভাই—দেখো, পৃথ্বীরাজ আবার ভাই তোমার হবেন।

পত্র লইয়া একজন দাসের প্রবেশ।

দাস। (অশ্রুমতীর প্রতি) রাজকুমারি,—পৃথ্বীরাজ আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

অশ্রু। কে—পৃথ্বীরাজ?—সে কি?

মলিনা। কি পত্র ভাই? পৃথ্বীরাজ তোমায় লিখেছেন। হা!

অশ্রু। (পত্র পাঠ)——

"যে অবধি হেরিয়াছি ও বিধু বয়ান
পিপাসিত হয়ে আছি চাতক সমান।
প্রকাশিব আর যাহা আছে বলিবার।
দ্বিপ্রহর রাত্রিযোগে খুলিও দুয়ার।"
প্রেমাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীরাজ।

(দাসের প্রতি) এ পত্র ফিরে নিয়ে যাও, তাঁকে বোলো, এ রকম পত্র আমি গ্রহণ করি নে—আর যেন না পাঠান।

মলিনা। কেন ভাই অশ্রু তাঁর অপমান কর? তুমি তাঁকে নাই ভালবাস্‌লে, তিনি তো তোমাকে ভালবাসেন—তিনি যদি এখানে আসেন, তাতে তোমার কি ক্ষতি? তুমি যদি তাঁকে দেখতে না চাও, আমি তাঁকে দেখেও তো তৃপ্ত হব।—আমি ভাই একবার দেখব, আমার পৃথ্বীরাজ তোমাকে কি রকম করে আমার সাম্‌নে সাধেন? (ক্রন্দন)

অশ্রু। আচ্ছা ভাই, তিনি আসুন, আমি পষ্ট তাঁকে বোল্‌ব, আমার ভালবাসা তিনি কখনই পাবেন না—তা হলে তোমার সঙ্গে আবার ভাই মিলন হয়ে যাবে। (দাসের প্রতি) আচ্ছা, তাঁকে আস্‌তে বোলো।

দাস। যে আজ্ঞা।

[দাসের প্রস্থান।

মলিনা। আমিও ভাই যাই।

[মলিনার প্রস্থান।

অশ্রু। (স্বগত) হা! সেলিম কেন এখনও আস্‌চেন না? তাঁর তো আস্‌বার সময় হয়েছে।—দেখি গে যাই।

[অশ্রুমতীর প্রস্থান।

——

ত্রয়োদশ গর্ভাঙ্ক

শিবিরের সন্নিকট

একটা পথ।

পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। সে পত্রের কি কোন উত্তর তুমি পেয়েছ?

পৃথ্বী। হাঁ পেয়েছি—দ্বিপ্রহর রাত্রে সেখানে যাবার কথা আছে।

শক্ত। তা হলে বেশ হয়েছে। আমি পাল্কি প্রভৃতি প্রস্তুত করে রেখে একটু দূরে অপেক্ষা করব। তুমি যখন তার হৃদয়কে একটু অধিকার করতে পেরেছ, তখন তুমি তাকে বোলে কোয়ে অনায়াসেই বের করে আন্‌তে পারবে, বল-প্রয়োগের বোধ হয় আর প্রয়োজন হবে না।

পৃথ্বী। কিন্তু এখন শুনতে পাই নাকি বড় কড়াকড় পাহারা। তার উপায় কি বল দেখি?

শক্ত। তার কোন ভাবনা নাই। ফরিদের সঙ্গে সে বিষয় আমার ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে আছে। কিন্তু দেখ পৃথ্বীরাজ, ফরিদকে আমরা যে এত বিশ্বাস কচ্চি, শেষকালে তো সে আমাদের কোন প্যাঁচে ফেল্‌বে না? তার কোন দুরভিসন্ধি নেই তো?

পৃথ্বী। না, সে বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ভয় কোরো না। আমি ফরিদকে বিলক্ষণ জানি। কিন্তু একটা আমার ভয় আছে—সে সময় মলিনার সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তো বড় চক্ষু-লজ্জায় পড়বো।

শক্ত। না, তাকে আমি কোন ছুত ক'রে তফাৎ রাখব, তার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।

পৃথ্বী। তবে আমাদের এই কথা রইল। আমি এখন চল্লেম।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।

শক্ত। আমিও সব ঠিক্‌ঠাক্ করি গে।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ গর্ভাঙ্ক

শিবিরে সেলিমের ঘর।

সেলিম ও ফরিদের প্রবেশ।

সেলিম। আজ সময় আর যাচ্চে না—দ্বিপ্রহর রাত্রি কখন্ আস্‌বে—সেই দুর্ম্মতি রাজপুতের রক্তে হস্ত ধৌত হলে তবু আমার হৃদয় একটু শান্ত হয়। ফরিদ! সে দাস কি এখনও ফিরে আসে নি? কখন্ আস্‌বে?

ফরিদ। হুজুর, আমার বোধ হয় তার আস্‌তে বিলম্ব নাই।—ঐ যে এসেছে।

সেলিম। এসেছে? কৈ?

দাসের প্রবেশ।

সেলিম। এ দিকে আয়।—কি শুন্‌লি, শীঘ্র বল্। কাঁপচিস্ কেন? কোন মন্দ খবর?

দাস। হুজুর, আমি যা দেখলেম, তা বল্‌তে ভয় হচ্চে। সে চিঠি পোড়ে রাজকুমারী টস্ টস্ ক'রে চোখের জল ফেল্‌তে লাগলেন, আর তাঁর হাত থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল—তার পর—তার পর—(মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে)

সেলিম। তার পর কি—শীঘ্র বল—আমার দেরি সইচে না।

ফরিদ। আমার পানে তাকাচ্চিস্ কি? যা দেখ্‌লি শুন্‌লি ঠিক ক'রে বল—হুজুর শোন্‌বার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

দাস। তার পর অনেক দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বোল্লেন যে, আচ্ছা, আজ দুপুর রাত্তিরে খুব গোপনে এখানে তাঁকে আস্‌তে বোলে দিও—কেউ যেন না টের পায়—আর খুব সাবধানে যেন—

সেলিম। (দাসের প্রতি) আর শুন্‌তে চাই নে—যথেষ্ট হয়েছে, আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ—দূর হ—(ফরিদের প্রতি) তুমিও এখান থেকে যাও—আমাকে একলা থাক্‌তে দেও—কাউকে আমি চাইনে—যাও—যাও—আমি কারও পরামর্শ চাই নে, কারও বন্ধুত্ব চাই নে—

[দাসের প্রস্থান।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হুজুর—চল্লেম—

[ফরিদের প্রস্থান।

সেলিম। (স্বগত) কি ভয়ানক! এতদূর বিশ্বাস-ঘাতকতা!—কি কুলগ্নে সে রাজপুত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—এর প্রতিশোধ, এর সমুচিত প্রতি-শোধ কি?—হতভাগিনি, তোর আজ জীবনের শেষ দিন! (প্রকাশ্যে)—ফরিদ, শীঘ্র এস।

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আজ্ঞে হুজুর!

সেলিম। ফরিদ! মাপ কর্‌বে—আমার আজ মনের ঠিক্ নেই। তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু—তোমার কথা এত দিন শুন্‌লে আর এ যন্ত্রণা আমাকে ভোগ কর্‌তে হত না।

ফরিদ হুজুর, কাঙ্গালের কথা বাসি হলেই ফলে। এখন সাত দিন বিবাহ স্থগিদ রাখ্‌বার মৎলব কি টের পেয়েছেন? আমি এই মাত্র একটা গুজোব্ শুন্‌লেম, তাতেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

সেলিম। কি গুজোব ফরিদ? বল, আমাকে শীঘ্র বল।

ফরিদ। কি বিশ্বাসঘাতকতা—মনে কর্‌তেও গা কেঁপে ওঠে! চক্রান্তটা কি হয়েছে শুন্‌বেন? পৃথ্বীরাজ আজ রাত্রে সেই রাজপুত্রীকে বের ক'রে নিয়ে আস্‌বে—আর, শক্তসিংহ একটু দূরে পাল্কি নিয়ে অপেক্ষা কর্‌বে। কি দুঃসাহস! এই সমস্ত যোগাড় কর্‌বার জন্যই ৭ দিন বিবাহ স্থগিদ রাখতে হুজুরকে অনুরোধ করেছিল।

সেলিম। তাই বটে?—এখন সব বুঝতে পারলেম। উঃ, কি ছলনা!—কি অবিশ্বাসের কাজ! কি দুঃসাহস! আমি একেবারে অবাক্ হয়েছি।—চল ফরিদ, এখনি চল, আর না—দ্বিপ্রহর রাত্রের

আর বিলম্ব নাই—চল, একটা তীক্ষ্ণ শাণিত ছোরা আমার সঙ্গে নি—আর কিছুরই আবশ্যক নাই—চল।

[সেলিমের প্রস্থান।

ফরিদ। (স্বগত) এইবার তো চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। আমি অশ্রুমতীকে হস্তগত করবার জন্য যে রকম জাল পেতেছি—মানসিংহকে তা তো সব লিখেছি। যাতে হত্যাটা না হয়, সেলিমকে তারই পরামর্শ এখন দিতে হবে—সেলিমের একবার হাত-ছাড়া হলেই ও শিকার আমার হবে—আর যদি বা নিতান্তই মারা পড়ে, তাতে বা কি?—আমাকে যেমন সে দু চক্ষে দেখতে পারে না—তারই এই সমুচিত প্রতিশোধ হবে—আমার কি এল গেল—আমার শুধু রূপ-লালসা, আমার তো আর ভালবাসা নয়। এখন দেখি, কোথাকার জল কোথায় মরে।

[ফরিদের প্রস্থান।

পঞ্চদশ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবনে

একটা ঘর।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) কৈ, অশ্রুমতী কৈ? তার সঙ্গে দেখা করতে আমার যত দূর আগ্রহ, তার কি ততদূর আগ্রহ নেই?—বোধ হয় এখনি এ ঘরে আসবে। এখন ফরিদের কাছে যে রকম শুনলেম, তাতে তো আমার খুবই আশা হচ্চে—আমি বলবা-মাত্রই বোধ হয় আমার সঙ্গে চ'লে আসবে। আর তো কেউ এখানে নেই? (চতুর্দ্দিক অবলোকন) মলিনা না এলে এখন বাঁচি।—একে দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাতে মেঘের ঘোর ঘটা—আজ তাকে নিয়ে পালাবারও বেশ সুবিধা আছে। কৈ, এখন যে এলে হয়।—ঐ যে আসচে!

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। রাজকুমারি, আমি অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা ক'রে আছি।

অশ্রু। তোমার সঙ্গে দেখা করবার আমার আর কোন অভিপ্রায় নাই। সেলিম ভিন্ন আমার হৃদয় আর কাউকে জানে না—তুমি ও-রকম পত্র আর আমাকে লিখো না—এই কথা পষ্ট তোমাকে বলবার জন্য আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়েছিলেম।

পৃথ্বী। (স্বগত) সে কি? আমি যে ভারি অপ্রতিভ হলেম, কি বিপদ! ফরিদের তবে তো আগা গোড়া মিথ্যে কথা! সে তবে আমাদের প্যাঁচে ফ্যালবার ফিকিরে আছে দেখছি—এখনি শক্তসিংহকে বলি গে—আর এখানে থাকা নয়। হা! আমার সমস্ত সুখের স্বপ্ন কি ভেঙ্গে গেল!—(প্রকাশ্যে) রাজকুমারি, আমার ভ্রম হয়েছিল, মার্জ্জনা করবেন, (স্বগত) কি উৎপাত! আবার মলিনাও যে এসে পড়লো! (প্রকাশ্যে) আমি চল্লেম।

মলিনার প্রবেশ।

[পৃথ্বীরাজের সত্বর প্রস্থান।

মলিনা। (স্বগত) হা!—আমার দিকে এক-বার ফিরেও তাকালেন না—একটা ভদ্রতার কথাও বল্লেন না।—আমি এতই কি অপরাধ করেছি? (প্রকাশ্যে) উনি ভাই এসেই চলে গেলেন কেন?

অশ্রু। এস ভাই, আমার সঙ্গে এস, তোমার সঙ্গে যাতে মিলন হয়, তার একবার চেষ্টা করি—পৃথ্বীরাজ তো বেশি দূরে যান নি—এস, তুমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর।

মলিনা। তিনি ভাই এতক্ষণে চলে গিয়েছেন।

অশ্রু। আচ্ছা, আমি ভাই দেখছি।

[অশ্রুমতীর প্রস্থান।

মলিনা। হা!—

(আপন মনে গান।)

ভৈরবী।

এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন,
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন।
বিরক্তি ভ্রূকুটি-রাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো।
চোখের দেখা দেখতে এলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে সে করে যে পলায়ন।

তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার, সুখে থাক্, নাহি সাধ অন্য কোন।

[মলিনার প্রস্থান।

ষোড়শ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবনের বহির্দ্বার।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ও ঘন ঘন বজ্রনাদ।

সেলিম ও ফরিদের প্রবেশ।

সেলিম। একে ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনী—তাতে আবার আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, একটি তারাও প্রহরী নাই। কি ভীষণ অন্ধকার! এই ঘোর অন্ধকারের আবরণে প্রচ্ছন্ন থেকে সমস্ত প্রকৃতিই যেন কি একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র কচ্চে—যেন কি একটা দারুণ সাঙ্ঘাতিক কাজে প্রবৃত্ত হতে যাচ্চে।—নরহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি ভীষণ নিশাচরের এই তো সময়! ফরিদ! কাউকে কি দেখতে পেয়েছ?

ফরিদ। হজুর—জন প্রাণী না।

সেলিম। (স্বগত) ছদ্মবেশী রাক্ষসী নিশি! কে তোকে বিরাম-দায়িনী শান্তির জননী বলে?—তোর নিষ্ঠুর ক্রোড়ই তো অশান্তির আলয়। পৃথিবীতে যত প্রকার ভীষণ পাপ আছে, তুইই তো সেই সকলকে তোর অন্ধকারময় বক্ষে স্থান দিস্! অশ্রুমতি! বিশ্বাসঘাতিনি! আমার এত ভালবাসার কি শেষে এই প্রতিদান? আমি যদি এই উচ্চ সম্পদ-শিখর হতে হঠাৎ নিরন্ন দারিদ্র্য দশায় পতিত হই—তাতেও আমি অধীর হই নে, যদি ঘোর অন্ধকারময় ভীষণ কারাগারে আমাকে চিরজীবন বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হয়—সে যন্ত্রণাকেও আমি তুচ্ছ করতে পারি—আমি অদৃষ্টের আর সকল অত্যাচারই সহ্য করতে পারি—কিন্তু—কিন্তু—যাকে আমি ভালবাসি—যাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি—যাকে আমার একমাত্র আমারই বোলে জানি—সে আমাকে ছলনা করবে?—উঃ! অসহ্য!——

ফরিদ। হজুর—এখন কি কর্ত্তব্য?

সেলিম। একটা কি শব্দ হল শুন্‌তে পেয়েছ কি?

ফরিদ। কৈ হজুর——

সেলিম। আমি শুন্‌তে পেয়েছি—বোধ হয় পদশব্দ।

ফরিদ। না হজুর—জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই—এখন তো চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ—সকলেই অকাতরে নিদ্রা যাচ্চে—

সেলিম। আর যেই নিদ্রিত হোক্—ফরিদ, এ বেশ জেনো—পাপের চোখে নিদ্রা নাই! বিশ্বাস-ঘাতিনি, তুই যদি জানতিস্ তোকে আমি কতদূর বিশ্বাস কত্তেম—কতদূর ভালবাস্‌তেম—তা হলে কি তুই——হা! ফরিদ, তুমি জান না, আমি কি আঘাত পেয়েছি—যাকে একবার দেখ্‌তে পেলেই স্বর্গ হাতে পেতেম—যার এক চোখের ইঙ্গিতে আমার অদৃষ্ট-চক্র নিয়মিত হত—যার এক বিন্দু অশ্রুপাতে আমার হৃদয়ের রক্ত নিঃসৃত হত—তার এই ব্যবহার?—আ! নৃশংসে!

ফরিদ। এ কি! হজুর—কাঁদ্‌চেন না কি?—অদ্বিতীয় বীর সুলতান সেলিমের চোখে আজ অশ্রু দেখ্‌তে পেলেম? হা! অদৃষ্ট!

সেলিম। কি?—আমি কি সত্যই কাঁদচি?—একজন বিশ্বাসঘাতিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় আমার চক্ষে অশ্রু পোড়লো?——ফরিদ!—তুমি জেনো, এই যে অশ্রুবিন্দু—এ কোমল রমণী-নেত্রের অশ্রুবিন্দু নয়, এ নিষ্ঠুর বীরহৃদয়ের রক্তপাত! বিশ্বাসঘাতিনী অশ্রুমতি!—তুইও কাঁদ—তোরও সময় হয়ে এসেছে—আমার এই নিষ্ঠুর রক্তময় অশ্রু, তোর কলঙ্কিত রক্তপাতের পূর্ব্বসূচনা বই আর কিছুই নয়!

ফরিদ। হজুর—আর যাই হোক—স্ত্রীহত্যাটা ভাল নয়—আমার ভয়ে গা কাঁপচে পাছে আপনার অসি স্ত্রীরক্তে—

সেলিম।—ফরিদ—কাঁপো—কাঁপো—কাঁপ্‌বার অনেক কারণ আছে।—এস এস ফরিদ—আমি এবার পষ্ট পদশব্দ শুন্‌তে পেয়েছি। ঐ দিকে—ঐ দিকে—চল—চল!

অন্ধকারে অদৃশ্য অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। মলিনা—কোথায় তুমি—পৃথ্বীরাজ তো এখনও যান নি।

[অশ্রুমতীর প্রস্থান।

সেলিম। কি শুনি। সেই কণ্ঠস্বর না—যার মোহিনী স্বর-সুধায় এত দিন আমি মোহিত

হয়েছিলেম ?—যে স্বরে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় আমি একেবারে অবশ হয়ে পড়েছিলেম ?—সেই ছলনাময় কণ্ঠ-স্বরই কি শুনতে পেলেম না ?—এইবার প্রতিশোধ—জ্বলন্ত প্রতিশোধ !—অসি !—আর যেই হোক্, তুই যেন এ সময় অবিশ্বাসী হোস্ নে।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) হা! মলিনা আমার কি অপরাধ করেছিল ? কেন তাকে ত্যাগ করলেম ?—সেই বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড ফরিদকে একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, তাকে এই অসির দ্বারা তা হ'লে খণ্ড খণ্ড করি—শক্তসিংহ তো তাকে খুঁজতে গেছেন—তিনি ফিরে এলেই অশ্রুমতীকে বলপূর্ব্বক এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। প্রতাপসিংহের কলঙ্ক আমি প্রাণ থাকতে কখনই দেখতে পারব না।

সেলিম। ঐ যে—ঐ যে ফরিদ ! সেই দুর্ম্মতি রাজপুতের মত বোধ হচ্চে—ওঃ! কি অন্ধকার, কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।—চল চল ঐ দিকে—(পৃথ্বীরাজের নিকটে গিয়া) দুর্ম্মতি পাষণ্ড অকৃতজ্ঞ তস্কর, তোর এতদূর দুঃসাহস ? (দুজনে অসিযুদ্ধ)—

ফরিদ। (স্বগত) আমিও পিছন থেকে এক ঘা বসিয়ে দি।

(অসি আঘাত।)

পৃথ্বীরাজ। ফরিদ ! বিশ্বাসঘাতক ! তুই ?——

(পতন ও মৃত্যু।)

সেলিম। এখন চল—দেখি সেই বিশ্বাসঘাতিনী কোথায়—ঐ বুঝি ?

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। এ কিসের গোলমাল ? অন্ধকারে কিছুই তো দেখা যায় না—এ কে এখানে পোড়ে ?—এ কি ! পৃথ্বীরাজ ?

সেলিম। হাঁ, পৃথ্বীরাজ ! বিশ্বাসঘাতিনি—কলঙ্কিনি—হাঁ, ঐ তোর পৃথ্বীরাজ—তোর প্রাণেশ্বর পৃথ্বীরাজ—এই ব্যালা জন্মশোধ দেখে নে।

অশ্রু। কে ও ? এ কি !—সেলিম !—তুমি ?—এত রাত্রে—ছোরা হাতে—এ কি !

সেলিম। কলঙ্কিনি, তোর মুখ দেখাতে কি এখন লজ্জা হচ্চে না ?

অশ্রু। সেলিম ! তুমি—তুমিও আমাকে কলঙ্কিনী বোল্লে ?—আমি কি অপরাধ করেছি—বল। আমাকে এখনি বল।—তোমাকে ভালবেসেছি বোলে রাজপুতের কাছেই আমি কলঙ্কিনী হয়েছি—তোমার কাছেও আমি কলঙ্কিনী ? তুমি কি কথা বোল্লে সেলিম ? তোমার চোখেও আমি কলঙ্কিনী ?—সেলিম ? (ক্রন্দন)

সেলিম। বিশ্বাসঘাতিনি কলঙ্কিনি !—এখনও ছলনা ?—তোর মায়া-কান্নায় আর আমি ভুলি নে—নৃশংসে! আমার নিষ্ঠুর কথায় তোর আঘাত লেগেছে ? তুই আমাকে কি আঘাত দিয়েছিস্ তা কি তুই জানিস্ নে ?—একটা কথা মাত্রেই কি তার উপযুক্ত প্রতিশোধ হবে ? এই অসির আঘাতে যদি ঐ ছলনাময় হৃদয়—হা ! অশ্রুমতি ! হতভাগিনি, তোর কেন এ দুর্ম্মতি হয়েছিল ?—এখনও দোষ স্বীকার কর, এখনও মার্জ্জনা করি।

অশ্রু। সেলিম ! তুমি যে কথা বলেছ—তাতেই শত ছুরি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে—আর কি কিছু বাকি আছে ?—আমার আর বাঁচতে সাধ নাই—কিন্তু ঐ অসি দ্বারা এ হৃদয় বিদীর্ণ হলে যখন প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে কেবল তোমারই প্রতিমা দেখতে পাবে, তখন—তখন—সেলিম—এই অভাগিনীর জন্যে কি একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলবে না ?—তখন—(ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) হা ! আবার আমি ওর কথায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্চি ? আমার হাত আবার অসাড় হয়ে আস্‌চে—দুর্ব্বলতা এসে আমার হৃদয়কে আবার অধিকার করচে—না—আর বিলম্ব :না। (প্রকাশ্যে) ভুজঙ্গিনি !—তোর মৃত্যুই শ্রেয়—(ছুরি উদ্যত করিয়া) —অন্তিম কালের যদি কোন বাসনা থাকে তো এই ব্যালা বল্।

অশ্রু। সেলিম !—আমার আর কোন বাসনা নাই। আমার এ হৃদয় তোমারই—মারো।

সেলিম। আর তোর ছলনাময় কথা শুনতে চাই নে—তোর ঐ ছলনাময় হৃদয় শৃগাল-কুক্কুরেরই যোগ্য উপহার !—এই তবে— (ছুরির আঘাত) না !—পারলেম না—

হস্ত হইতে ছুরি স্খলিত হওন—
অশ্রুমতীর পতন।

সেলিম। হা !—এইটুকু আঘাতেই ?—ফরিদ ! ফরিদ ! শীঘ্র এস—কি কল্লেম, ফরিদ দেখ—আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি—

ফরিদ। কি হয়েছে? কি হয়েছে?—ওকেও মারলেন? তা আর কি হবে—যেমন কাজ তার উচিত প্রতিফল হয়েছে।

সেলিম। ফরিদ! আমার হাত থেকে ছুরি স্খলিত হয়ে পড়ল, একটু আঘাতেই যে সব শেষ হবে, আমি তা মনে করিনি—হা। অমন কোমল পুষ্পের একটি তৃণের আঘাতও সহ্য হয় না—হা! ফরিদ, অমন সুন্দর ফুলটি নষ্ট হল! আমি পুষ্প-নিহিত সর্পকে মারতে গিয়ে পুষ্পটিকে নষ্ট কল্লেম? না, আমি অন্যায় করিনি—অমন ভুজঙ্গিনীকে পৃথিবীতে রাখলে পৃথিবী ছারখার হয়ে যেত।

মলিনার প্রবেশ।

মলিনা। (স্বগত) অশ্রুমতী কোথায় গেল?—এ কি কাণ্ড?—সুলতান!—ফরিদ!—রক্তময় ছুরি! এ কে দুজন পোড়ে—অশ্রুমতি! পৃথ্বীরাজ! কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—(পৃথ্বীরাজের মৃত শরীরের উপর পড়িয়া) সেলিম! পাষণ্ড—রক্তপিপাসু পিশাচ! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিচিস্?

সেলিম। মলিনা, তুমি? তোমার তো আমি কোন সর্ব্বনাশ করিনি।

মলিনা। আর কারও কিছু হয় নি—আমারই সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমি তোর কি করেছি পাষণ্ড যে আমার পৃথ্বীরাজকে তুই মারলি?

সেলিম। তোমার পৃথ্বীরাজ কি মলিনা—ও তো ঐ বিশ্বাসঘাতিনীর পৃথ্বীরাজ!

মলিনা। হা অদৃষ্ট, পাষণ্ড, তুই কি কাজ করি-চিস্? যে অশ্রুমতী তোকে ভিন্ন আর কাউকে জান্‌তো না—যে তোর জন্যই জগতের কাছে কলঙ্কিনী হয়েছে—যে তোর জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছে—তাকেই তুই মেরেছিস্!—হা! আর কেউ না—আমিই এই সর্ব্বনাশের মূল, পৃথ্বীরাজকে আমি দেখতে পাব বোলে পৃথ্বীরাজের প্রার্থনা গ্রাহ্য করতে সখীকে আমিই অনুরোধ করেছিলেম, হা! তারই এই ফল ফলেছে। (ক্রন্দন)

সেলিম। কি! মলিনা, আমাকে অশ্রুমতী ভালবাস্‌ত?—হা! আমি তবে কি সর্ব্বনাশ করেছি—সত্যি মলিনা, সত্যিই কি আমাকে অশ্রু ভালবাস্‌ত?—অশ্রুমতি! অশ্রুমতি! আর এখন কাকে ডাকচি? আমি অতি নরাধম! আমি অতি পাপিষ্ঠ!—ওঃ! কি কাজ করলেম!—ফরিদ, তুমি আমাকে কেন এমন কাজ করতে দিলে?—এই কি তোমার বন্ধুর মত কাজ হয়েছে?

ফরিদ। হুজুর, আমার অপরাধ কি?—আমি তো সেই সময় বারণ করেছিলেম যে, স্ত্রীহত্যাটা যেন না হয়।

সেলিম। হা!—কি সর্ব্বনাশ করেছি!—সত্যি মলিনা, অশ্রু আমাকে ভালবাস্‌ত?

ফরিদ। হুজুর, ওর কথা কেন বিশ্বাস করেন—ওর সখীর দোষ ঢাকবার জন্য ঐ রকম বলচে।

সেলিম। তাই কি ফরিদ—তাই কি?—

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। কৈ পৃথ্বীরাজ, আমি তো বিশ্বাসঘাতক ফরিদকে কোথাও খুঁজে পেলেম না—কিন্তু একজন পত্রবাহকের পত্র আটকিয়ে আর সমস্ত চক্রান্ত আমি জান্‌তে পেরেছি—কাকে বলচি?—এ তো পৃথ্বীরাজ নয়—কি ভয়ানক অন্ধকার।—এরা কে?—

ফরিদ। (স্বগত)—সর্ব্বনাশ!—আমি এখন তবে তফাৎ থাকি।

[ফরিদের প্রস্থান।

মলিনা। রাজকুমার শক্তসিংহ!—দেখ কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!

শক্ত। এ কি! পৃথ্বীরাজ নিহত! সেলিম—পাষণ্ড, তোর এই কাজ?—অস্ত্র নে—আপনাকে রক্ষা কর—

সেলিমের প্রতি অসি আঘাত করিতে উদ্যত।

সেলিম। শক্তসিংহ—আমি নিরস্ত্র—তুমি আমাকে বধ কর—আমি কি কাজ করেছি, এখনও বুঝতে পাচ্চি নে—

শক্ত। এখনও বুঝ্‌তে পারিস্ নি নরাধম?—না, তোকে আর মারবো না—অনুতাপের নরক-যন্ত্রণা তুই ভোগ কর্।—এখন আমি হতভাগিনীর মৃত শরীর তার পিতার কাছে নিয়ে যাই—কলঙ্কিত জীবনের চেয়ে এ মৃত্যুতেও তিনি সুখী হবেন।

সেলিম। যাও শক্তসিংহ, নিয়ে যাও—আর আমি দেখ্‌তে পারি নে—দেখ, যেন প্রতাপসিংহ তাঁর দুহিতাকে কলঙ্কিত মনে না করেন—আমি শপথ করে বলচি, ও পবিত্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ

হস্তের কখন স্পর্শ পর্য্যন্ত হয় নি।—তোমার রাজপুতদের সমাজে অশ্রুমতীর নামে যেন কলঙ্ক না রটে!—এই আমার প্রার্থনা!

শক্ত। সুলতান সেলিম, তোমার আমি তত দোষ দিই নে—কিন্তু সেই মিত্রদোহী ফরিদ—যাকে তোমার পরম বন্ধু বোলে জান—সে যেমন আমাদের প্রতি, তেমনি তোমার প্রতিও ভয়ানক বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। আমি প্রতিশোধ নিতে পারলেম না—আমার আর সময় নেই—তুমিই এর প্রতিশোধ নিও—এই পত্র পাঠে সমস্ত অবগত হবে। (অশ্রুমতীর নিকটে আসিয়া) হা! হতভাগিনি!

[অশ্রুমতীকে লইয়া শক্তসিংহের প্রস্থান।

মলিনা। সাবধান—পাষণ্ড—তোরা আমার পৃথ্বীরাজকে কেউ স্পর্শ করিস্ নে——

সেলিম। ফরিদ—আমার চির-বিশ্বস্ত ফরিদ—বিশ্বাসঘাতক! এ কখন সম্ভব?—(পত্র লইয়া পাঠ করিতে করিতে) এ কি!—অশ্রুমতীর কথা কি লিখেচে? এ কার পত্র—মানসিংহ ফরিদকে লিখেচে? কি ভয়ানক!—ফরিদের এই ষড়যন্ত্র? মানসিংহ ও ফরিদ দুজনে মিলে এই চক্রান্ত করেছে!—ফরিদ—বিশ্বাসঘাতক ফরিদই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে! —কি বিশ্বাসঘাতকতা!—দেখি সে কোথায় পালাল —পৃথিবীর শেষ সীমায় গেলেও আমার হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না—এই অসিতে তার শরীর খণ্ড খণ্ড ক'রে শৃগাল-কুক্কুরকে দিয়ে ভক্ষণ করাব—ও পাপিষ্ঠের দেহ কবরস্থ হবারও যোগ্য নয়।

উদ্যত অসি হস্তে বেগে প্রস্থান ও ফরিদকে
ধরিয়া আনয়ন।

সেলিম। বিশ্বাসঘাতক—পাপিষ্ঠ—নেমখারাম—পাষণ্ড—

ফরিদ। আমি—কোন অপরাধ—হুজুর—

ফরিদকে ভূমিতলে নিক্ষেপ ও তাহার বুকের
উপর জানু পাতিয়া বসিয়া।

সেলিম। এখনও প্রবঞ্চনা!—পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক—(ফরিদকে বধ)।

ফরিদ। ওঃ! গেলেম!—(মৃত্যু)

সেলিম। (উঠিয়া) কি! শত সহস্র ফরিদকে বধ করলেও কি এখন আমার অশ্রুমতীকে ফিরে পাব?—হা!—তাকে কি শক্তসিংহ নিয়ে চলে গেল! —আর কি তাকে দেখ্তে পাব না?—যাই—দেখি —হা!—কি কুলগ্নেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল —অশ্রুমতীর সঙ্গে আমার হৃদয়ের সুখ জন্মের মত বিদায় হল—ওঃ!—ওঃ!—যাই, দেখি যদি আর একবার সেই মুখখানি দেখ্তে পাই!

[সেলিমের প্রস্থান।

সপ্তদশ গর্ভাঙ্ক।

আরাবল্লী পর্ব্বত।

(পান্থ-শালা)

অশ্রুমতী ও শক্তসিংহ।

অশ্রু। কাকা, আমার সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে!—সত্যি কি সেলিম আমাকে বধ করতে এসেছিলেন?—

শক্ত। ঐ দেখ, এখনও ছুরির দাগ রয়েছে—তবে অন্ধকারে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়ায় ভাগ্যি সাঙ্ঘাতিক জায়গায় আঘাত লাগে নি—কেবলমাত্র মূর্চ্ছা হয়েছিল—দৈবক্রমে প্রাণটা বেঁচে গেছে।—যাকে তুই হৃদয়ের বন্ধু ভেবেছিলি, সেই তোর দারুণ শত্রু কি না, এখন দেখ্—হতভাগিনি—তখন আমার কথায় যে তোর বিশ্বাস হয় নি।

অশ্রু। (স্বগত) কি! সেলিম আমাকে—কেন? —পৃথ্বীরাজ—পৃথ্বীরাজকে কি তিনিই বধ করেছেন?—আঃ মলিনা—হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে —তিনিই আমাকে মেরেছিলেন বটে—কিন্তু তাঁর বা তাতে দোষ কি?—আমি সব কথা তাঁকে খুলে বলতে পারি নি বোলেই তাঁর মনে ঐ রকম সন্দেহ হয়েছিল।—তিনি আমাকে ভালবেসেছিলেন বোলেই তাঁর অত মনে আঘাত লেগেছিল—ভালবাসাই তাঁর নিষ্ঠুরতার কারণ—কিন্তু আমার উপর সন্দেহ!—হা! আমার সমস্ত সুখের আশাই একেবারে নির্ম্মূল হল।—আমি তাঁর জন্য যে বাপ-মাকে পর্য্যন্ত ভুলেছিলেম—শেষ কি না তার এই ফল হল!—বাবা রোগে শয্যাগত শুনেও আমি এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেম!—সেই মহাপাপের জন্যই বিধাতা বুঝি আমাকে এই শাস্তি দিলেন!—এখন না জানি তাঁরা কেমন আছেন!—কতক্ষণে আবার তাঁদের

দেখ্‌ব!—হা! মা-বাপের চেয়ে আর পৃথিবীতে বন্ধু কে আছে?—(প্রকাশ্যে) কাকা! আর কতদূর এখান থেকে?—এই ব্যালা চল না—না জানি বাবা এখন কেমন আছেন—সেখানে না গেলে আর আমার মন নিশ্চিন্ত হচ্চে না।—চল কাকা—শীঘ্র চল।

শক্ত। তুমি কি এখন গায়ে বেশ বল পেয়েছ?—উদয়পুর এখান থেকে বেশি দূর নয়।

অশ্রু। আমি এখন বেশ বল পেয়েছি—চল। এখন আমরা কোন্ জায়গায় এসেছি কাকা?—এ সব জায়গা যেন আমার খুব পরিচিত বোলে মনে হচ্চে—এই সব পর্ব্বত—ঐ গাছপালা—ঐ নির্ঝর—এই সমস্ত যেন আমি স্বপ্নে দেখেছি বোলে মনে হচ্চে।

শক্ত। এ হচ্চে আরাবল্লী পর্ব্বত—ভীলদের দেশ। তুমি এইখানে একটুখানি থাক—আমি পাল্কির বাহক ঠিক্ ক'রে আসি।

[শক্তসিংহের প্রস্থান।

অশ্রু। (স্বগত) ভীলদের দেশ?—আমার বুড়্‌ঢাদাদার দেশ?—আহা! তখন আমি কি সুখেই ছিলেম। হাম্বা খ্যাম্বাদের সঙ্গে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে কেমন খেলিয়ে বেড়াতেম—বরাহদের তাড়া ক'রে কেমন ছুটোছুটি করতেম—হাত ধরাধরি কোরে কেমন সবাই মিলে নাচতেম—লুকোচুরি খেল্‌বার সময় ঐ গুহায় আমি কতবার লুকিয়েছি—আহা! তখন কোন জ্বালাই ছিল না—এ মুসলমান, ও রাজপুত—সে সব কিছুই জান্‌তেম না—কাকে ছলনা বলে, কাকে সন্দেহ বলে, কিছুই জান্‌তেম না—হা! তখন কিছুই গোপন কর্‌বারও দরকার হত না—ঐ বুড়্‌ঢাদাদার বাড়ী না?—ইচ্ছে কচ্চে, একবার বুড়্‌ঢাদাদার সঙ্গে, হাম্বা খ্যাম্বাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—ঐ যে—ঐ যে—লাঠি হাতে বুড়্‌ঢাদাদা এই দিকে আস্‌চেন।

ভীলপতি বৃদ্ধ মন্নুর প্রবেশ।

মন্নু। মোদের 'চেনি' বুড়ি কোথা রে?

অশ্রু। এই যে আমি বুড়্‌ঢাদাদা। (প্রণাম করণ)

মন্নু। এত্তে দিন তু কথা ছিলি রে বুড়ি? তো-মুখানি দেখি রে! (নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ) আহা! একি হয়েচিস্। তোর এ পারা হাল ক্যানে রে? আহা, তোরে হেরি মোর হিয়াটা ফাটি যাচ্চে!

অশ্রু। হাম্বা খ্যাম্বারা কোথায় বুড়্‌ঢাদাদা? তাদের নিয়ে এলে না কেন?

মন্নু। তাদের দেখবি বুড়ি? ঐ হুত্তাকে তারা ভঁয়ীস্ চরাচ্চে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও! হাম্বা রে! ও! খ্যাম্বা রে! হিথাকে আয় রে! তোদের 'চেনি' দিদি আসিছে রে। ঝট্ করি আয়! ঝট্ করি আয়!

খ্যাম্বার ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ।

খ্যাম্বা। ক্যানেরে বাবা, তু ডাকচিস্ ক্যানেরে?

মন্নু। কে আসেছে ত্থাখ দিকি—

খ্যাম্বা। (অশ্রুমতীকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া অশ্রুমতীকে গাঢ় আলিঙ্গন)

অশ্রু। হাম্বা কোথা? সে এল না?

খ্যাম্বা। সে ভঁয়ীস্ চরাচ্চে, সে তো জানে না যে মোদের চেনি দিদি আসেছে। আয় ভাই, আয় ভাই, মোদের ঘর্‌কে চল্, আজ মোদের খুব খেল্ হবে—তুই মুই খ্যাম্বা সিধু নিধু সবাই মিলি মোরা লুকোচুরি খেল্‌ব—

অশ্রু। খ্যাম্বা—এখনও তোমরা লুকোচুরি খ্যালো? আমার সে সব ফুরিয়ে গেছে।

খ্যাম্বা। সে কি চেনি দিদি, তু মোদের সাথে খেল্‌বি না?—সে মোরা ছাড়ব না, চল্, তু চল্, তু মোদের সাথ চল্—

মন্নু। খেল্‌বি না ক্যান্ রে বুড়ি? তোর পাঁচ গণ্ডা বয়স বই নয়, তু খেল্‌বি না? বলিস্ কি বুড়ি? তু ক্যামন্ ক্যামন্ পারা হয়েছিস্, তু কি মোদের সে চেনি নোস্? তোরে যেত্তে দেখচি, তেত্তে মোর বুক চুর্ চুর্ ফাটি যাচ্চে। তু সব ভুলি গেইচিস্ রে! চল্ মোদের ঘর্‌কে চল্, রাজপুতের কাছে থাকি থাকি তোর চাল চোল্ সব বিগড় গেইছে।

অশ্রু। দেখ বুড়্‌ঢাদাদা, কাকা আসুন, তিনি এলে তাঁকে বোলে যাব। ঐ যে কাকা আস্‌চেন। (স্বগত) হা! এখন সে মনের অবস্থা নেই যে ওদের খেলাতে মনের সঙ্গে যোগ দি! কিন্তু আমার ছেলেব্যালাকার সঙ্গীদের সব দেখতে বড় ইচ্ছে কচ্চে।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। এস অশ্রুমতী—পাল্কি প্রস্তুত—এই বৃদ্ধ ভীলরাজই সব ঠিক্ ঠাক ক'রে দিয়েছেন।

অশ্রু। উনিই আমার সেই ছেলে ব্যালাকার প্রতিপালক।

শক্ত। উনিই তোমার প্রতিপালক?

মল্লু। রাজা, মোদের ঘরুকে চল্, বুড়িকে মোরা কেত্তে দিন দেখি নি, মোরা ওহাকে আজ ছাড়্বো না, চল্, রাজা, মোর বুড়ি না খায়ে খায়ে কাটিটি পারা হই গেইছে, তোদের রাজপুত ঘরে কচ্ছু ভাল জিনিস তো খাইতে পারে না, মোর গিন্নিকে আজ সাপের ঝোল, ইঁদুরের তরকারি রাঁধতে বলি দিব, একদিনেই দেখিস্ রাজা, উহার চেহারা-খানি ফিরি যাবে। চল্ রাজা—

শক্ত। সাপের ঝোল? ইন্দুরের তরকারি? না না, আমরা কিছু খাব না। এম্নি তোমাদের বাড়ীতে বেড়িয়ে আস্‌চি চল।

মল্লু। না রাজা, তোদের না খাওয়াইয়ে ছাড়্‌ব না।

শক্ত। (স্বগত) কি বিপদ! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তবে আমাদের জন্যে একটা বরাহ মেরে আনতে বোলে দাও।

মল্লু। বরা খাবি রাজা? আচ্ছা রাজা আচ্ছা, ওরে সিধুরে নিধুরে, সব চলি আয়—খাম্বা তু মা যাতো রে, ঝট করি ছুটো দাঁতালো বরা মারি আন্‌তে বলি দেতো—আর মাদোল খর্ত্তাল বাজা লয়ে সবারে আস্‌তে বলি দে, মোদের রাজার ভাই আসেছে। [খ্যাম্বা ছুটিয়া প্রস্থান।

মল্লু। রাজা, আজ মোদের কি সুখের দিন! কেত্তে দিন পরে মোর বুড়িরে আজ পাইছি।

খ্যাম্বা সমভিব্যাহারে—মাদোল খর্ত্তাল লইয়া—
কতকগুলি ভীলের প্রবেশ।

মল্লু। এইবার মোর সাথ সাথ আয় রাজা। (ভীলদের প্রতি) তোরা সব নাচ, মোদের রাজা আজ মোদের ঘরুকে আসচে, বাজা রে বাজা, খুব বাজা। (মাদোল বাদ্য)

(খ্যাম্বা ও কতিপয় ভীল-যুবা হাত-ধরাধরি
করিয়া চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে গান।
কাহার্ব্বা।

ক্যায়সে কাহারোয়া জাল বিনু রে,
দিনকো মারে মছলি, রাতকো বিনু জাল,
আয় অ্যায়সা দেক্‌দারি কিয়া জিয়া কি জঞ্জাল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুরে পেষলা নদীর তীরে
প্রতাপসিংহের কুটীর।

পীড়িত প্রতাপসিংহ পালঙ্কের উপর খড়ের শয্যায়
শয়ান—একটি মৃন্ময় দীপ ঘরের এক কোণে
মিট্ মিট্ করিয়া জলিতেছে—রাজপুত
প্রধানগণ—মন্ত্রিবর ভাম-শা—
বৈদ্য, কুলপুরোহিত প্রভৃতি
চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। মন্ত্রিবর!—রাজপুতগণ!—আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি বেশ বুঝতে, পাচ্চি, এ-যাত্রা আর রক্ষা পাব না—চিতোর উদ্ধার আমার দ্বারা হল না—

বৈদ্য। মহারাজ!—এখনও নাড়ী বেশ সবল আছে—এখন কোন আশঙ্কার কারণ নাই—আপনি নিরাশ হবেন না—আরোগ্যের এখনও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

প্রতাপ। বৈদ্যরাজ!—কেন আমাকে আর বৃথা আশ্বাস দাও?—আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি—আমার মৃত্যু সন্নিকট।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!—রাজকুমারী অশ্রুমতী আবার কোথা থেকে ফিরে এসেছেন——

প্রতাপ। (উঠিয়া বসিয়া) কি!—অশ্রুমতী—অশ্রুমতী!—কি প্রলাপবাক্য বল্‌চিস্?—অশ্রুমতী?

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, রাজকুমারী অশ্রুমতী—আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছি।

প্রতাপ। তুই বলিস্ কি?—অশ্রুমতীকে কি আবার ফিরে পাব?—তোর চক্ষের ভ্রম হয়েছে—সে আর কেউ হবে—সে কখনই অশ্রুমতী নয়—অনেক দিন হল, সে ব্যাঘ্র-কবলে কবলিত হয়েছে।—আমি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করি নে—কাকে দেখেচিস্, নিয়ে আয়, এখানে শীঘ্র নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

প্রতাপ। (স্বগত) সত্যই কি অশ্রুমতী—মৃত্যুর পূর্ব্বে কি তাকে আবার দেখতে পাব?

মন্ত্রী। আমরা মহারাজ তবে এখন আসি।

প্রতাপ। বৈদ্যরাজ—পুরোহিত, তোমরা থাক।

[মন্ত্রী ও প্রধানগণের প্রস্থান।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

প্রতাপ। (আহ্লাদে বিস্ময়ে কণ্ঠরোধ) আ!—আ!—কে?—আমার—অশ্রুমতী?—সত্যিই কি?—আ!—প্রাণ-প্রতিমা—অশ্রুমতী!—এস মা এস—এই অন্তিম কালে একবারটি——আ!——

(অশ্রুমতীর প্রণাম করণ।)

প্রতাপ। চিরজীবী হও—(স্বগত) আ! আমার রোগ-যন্ত্রণার যেন অনেকটা উপশম হল—আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হবে না (প্রকাশ্যে)—কোথায় ছিলে মা এতদিন?—আবার কি ভীলেরা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিল?

অশ্রুমতী। না বাবা—আমি সেই গুহার বাহিরে পালঙ্কের উপর একদিন ঘুমিয়ে ছিলেম—আর আমাকে সেই পালঙ্ক শুদ্ধ উঠিয়ে মুসলমানেরা তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রতাপ। মুসলমানেরা?—কি ভয়ানক কথা!—এ কি বিষম বজ্রাঘাত!—এত দিন যা ভয় ক'রে আস্‌ছিলেম, তাই কি শেষে ঘট্‌ল!—বল অশ্রুমতি, বল—তোমার প্রতি তো কোন অসদ্ব্যবহার হয় নি?—সমস্ত মুক্তকণ্ঠে বল।

অশ্রুমতী। না বাবা—সেলিম আমাকে খুব যত্ন কত্তেন—তাঁর মত উদার লোক—তাঁর মত এমন ভাল—

প্রতাপ। আর শুন্‌তে চাইনে—কি ভয়ানক কথা!—আরও না জানি কি শুন্‌তে হয়—কি বোল্লে অশ্রুমতি—আমার যে চির-শত্রু—অস্পৃশ্য—ঘৃণিত মুসলমান, তাদের যত্নে তুমি মোহিত হয়ে গেছ?—সেই দুর্ম্মতি সেলিম—যাকে হলদিঘাটের যুদ্ধে আর একটু হলেই যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেম—যে আমার দারুণ শত্রু—তার প্রশংসা আর তোমার মুখে ধরে না?—কি বোল্লে অশ্রুমতি, তোমাকে খুব যত্ন করেছিল?—যত্নের অর্থ কি?—যত্নের মধ্যে আর তো কিছু প্রচ্ছন্ন নেই?—সে যত্নে তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ?—আচ্ছা, তাতে ক্ষতি নাই। আর অধিক তো কিছু নয়?—অশ্রুমতি, আমার ভীষণ সন্দেহ দূর কর—এই উদ্বেগ থেকে আমাকে শীঘ্র মুক্ত কর—তুমি আমার দুহিতা অশ্রুমতী—তুমি?—এ কি!—ভূমির দিকে নেত্রপাত কেন? আমার মুখের পানে তাকাতে সাহস হচ্চে না?—হতভাগিনি! কাঁদচিস্‌?—কোন উত্তর নাই?—বুঝি আমার সন্দেহ তবে সফল হল—কি ভয়ানক!—

অশ্রু। বাবা, আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা কর্‌তে চাইনে—সেলিম আমার—সেলিম—

প্রতাপ। ক্ষান্ত হ—যথেষ্ট হয়েছে!—কেন তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন?—কেন হতভাগিনি, তুই প্রতাপসিংহের দুহিতা হয়ে জন্মেছিলি?—আমি যে কুলসম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য এই পঁচিশ বৎসর কাল অনাহারে অনিদ্রায় ক্রমাগত যোঝাযুঝি করেছি—হা ধর্ম্ম! তার ফল কি এই হল?—জানিস্‌ হতভাগিনি, তুই কে?—জানিস্‌—কোন্‌ রক্ত তোর শিরায় বহমান? বিধাতঃ—যাকে আমি অন্তিম কালের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল মনে কচ্চিলেম—সে প্রাণের দুহিতাকে কি না তুমি শত্রু ক'রে পাঠিয়ে দিলে—আমার সব যন্ত্রণা উপশম হয়েছিল—বৈদ্যরাজ—আবার সেই বেদনা—ওঃ!—

বৈদ্য। মা, তুমি তোমার পিতার একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দেও—তা হলে অনেকটা আরাম বোধ হবে।—(অশ্রুমতী প্রতাপসিংহের পদতলের নিকট অগ্রসর)

প্রতাপ। না হতভাগিনি—ও কলঙ্কিত হস্তে আমাকে স্পর্শ করিস্‌ নে!—

অশ্রু। (চমকিয়া দূরে সরিয়া গিয়া)—বিধাতঃ, কেন আবার আমাকে বাঁচালে?—আর পারি নে। (ক্রন্দন)

রাজমহিষীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ।

রাজমহিষী। কৈ আমার অশ্রুমতী মা কৈ?—এস মা—এস মা—আমার হৃদয়ে এস।

অশ্রু। মা—মা—মা—তোমার কোল কি পাব মা?—

দৌড়িয়া আলিঙ্গন করিতে গমন।

প্রতাপ। ও মুসলমান-প্রেমে কলঙ্কিত—রাজমহিষি, ওকে স্পর্শ কোরো না।

রাজমহিষী। (চমকিতভাবে পশ্চাতে হটিয়া) কি!—মুসলমানকে স্পর্শ!—বাছা, তুই কি আমার

সর্ব্বনাশ করেচিস?—হা!—এত দিনের পর তোকে বুকে ক'রে বুকটা জুড়োতে এলেম—তাও তুই দিলি নে?—মা অশ্রুমতি বল্ মা—মহারাজ যা বল্‌চেন, তা কি সত্যি?—ওঃ আর পারিনে—মহারাজ!—শক্তসিংহ ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন—তিনি তো সব জানেন—তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসি—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

[রাজমহিষীর প্রস্থান।

অশ্রু। (স্বগত) মা, তুমিও—তুমিও আমাকে ঘৃণা কল্লে—তোমার কোলেও আশ্রয় পেলেম না?—হা!—মা ভগবতি ভবানি—তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ কর্‌বে?—তুমিও কি মা আমাকে ঘৃণা কর্‌বে?—মা, শুনেছি, তুমি অগতির গতি—তুমিও কি আমাকে নেবে না—নেও মা—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না—এখন আর কার পানে তাকাব?—পৃথিবীতে আর আমার কেউ নেই মা!—

প্রতাপ। (স্বগত) মানসিংহ যখন এ কথা শুন্‌বে, তখন তার কতই উল্লাস হবে!—এত দিনের পর আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হল—আমার উন্নত মস্তক অবনত হল—এ কলঙ্ক-কাহিনী আমার কুলপরম্পরায় প্রবাহিত হতে চল্ল—(প্রকাশ্যে) আর কিছু নয়—বিষ!—বিষ!—বৈদ্যরাজ!—শীঘ্র প্রস্তুত কর।

বৈদ্য। মহারাজ—মহারাজ—এরূপ আদেশ—

প্রতাপ। কোন দ্বিরুক্তি কোরো না—আমার আদেশ এখনি পালন কর।

বৈদ্য। যে আজ্ঞা মহারাজ! (এক পাত্র জলে বিষ মিশাইয়া) মহারাজ, প্রস্তুত হয়েছে।

প্রতাপ। দাও কলঙ্কিনীর হাতে—বিষ ভিন্ন এ কলঙ্ক আর কিছুতেই অপনীত হবার নয়।

অশ্রু। (পাত্র হস্তে করিয়া) আমি এখনি পান কচ্চি।—আমি তোমার অকৃতজ্ঞ দুহিতা—আমি জানি আমার মার্জ্জনা নেই—কিন্তু বাবা, মর্‌বার আগে তোমার মুখের একটি আশীর্ব্বাদও কি শুন্‌তে পাব না? (ক্রন্দন)

প্রতাপ। ওঃ!—ওঃ!—আশীর্ব্বাদ করি, যেন জন্মান্তরে এমন নিষ্ঠুর কঠোর পিতার ঔরসে তোর জন্ম না হয়—

অশ্রু। বাবা!—এই আশীর্ব্বাদ?—(বিষ পান করিতে উদ্যত)

সহসা শক্তসিংহ আসিয়া বিষ-পাত্র হস্ত হইতে কাড়িয়া লওন।

শক্তসিংহ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!—মহারাজ, আপনার শুভ্র যশ কিছুমাত্র কলঙ্কিত হয় নি।

অশ্রু। কাকা! আবার তুমি এই সময়ে?—

প্রতাপ। কি বোল্লে শক্তসিংহ?—আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি?—

শক্ত। না মহারাজ, হয় নি। সেলিম যে রকম যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিলেন, তাতে কোন্ সরলা বালিকার মন আর্দ্র না হয়?—কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি—আর তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কর্‌তে পারি—সেলিম কর্ত্তৃক অশ্রুমতীর কোন অসম্ভ্রম হয় নি—শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমায় সে কথা স্বীকার কর্‌তে হবে—এ আপনাকে আমি শপথ ক'রে বল্‌চি—কোন প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নি—আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন্।——

প্রতাপ। আ! আ!—শক্তসিংহ! ভাই!—তোমার কথায় তবু আশ্বস্ত হলেম।—অশ্রুমতি—এই দিকে এস। আমি যতদূর আশঙ্কা করেছিলেম, ততদূর বাস্তবিক নয় শুনে তবু নিরুদ্বিগ্ন হলেম। কিন্তু এখন আমার আর একটি কথা বল্‌বার আছে—অশ্রুমতি, সেই কথাটি যদি রক্ষা কর, তা হলে আমি এখন সুখে মর্‌তে পারি।

অশ্রু। বল বাবা—আমি তা রক্ষা কর্‌ব।

প্রতাপ। পুরোহিত!

পুরোহিত। মহারাজ!—

প্রতাপ। অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষিত কর—চির-কুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক—মনেও যদি কোন কলঙ্ক স্পর্শ হয়ে থাকে, তাও অপনীত হবে—যাও, নিয়ে যাও।—

পুরোহিত। মা—এস।—

[পুরোহিতের সঙ্গে অশ্রুমতীর প্রস্থান।

শক্ত। মহারাজ!—মহারাজ!—এ কি ভয়ানক আদেশ!—ঐ কোমলাঙ্গী বালিকা অমন কঠোর যোগিনী-ব্রত পালন কর্‌বে? আর, চিরকাল কুমারী অবস্থায় থাক্‌বে?

প্রতাপ। শক্তসিংহ—ওর মনেও যদি কোনরূপ

কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে—আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও—ওর বিবাহ দিয়ে—কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করুতে চাইনে। ওঃ! আমি অবসন্ন হয়ে পড়ছি—আর বিলম্ব নাই—শক্তসিংহ—মন্ত্রী আর রাজপুত প্রধানদের এই ব্যালা ডাক। আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। ওঃ!—ওঃ!—

শক্তসিংহের প্রস্থান, মন্ত্রী ও প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ ও রাজপুত প্রধানগণের প্রবেশ।

মন্ত্রী। বৈদ্যরাজ! কি রকম বুঝচ?

বৈদ্য। আর কি বুঝব?—বিলম্ব নাই।

প্রতাপ। ওঃ!—ওঃ——

মন্ত্রী। মহারাজ, এখনও কি মনে কোন উদ্বেগ আছে যে, অন্তরাত্মা শান্তভাবে দেহ হতে নির্গত হতে চাচ্চে না?

প্রতাপ। আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনই সমর্পিত হবে না—এই আশ্বাসবাক্য তোমাদের মুখে শোনবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা দেহ হতে এখনও বেরোতে বিলম্ব কচ্চে!—ওঃ—ওঃ—অমরসিংহের উপর আমার বিশ্বাস নাই—সে নিজের সুখসচ্ছন্দতার জন্য দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা বোধ হয় বিস্মৃত হবে—শোন মন্ত্রি শোন—আমার সেই দুরবস্থার সময়, শুধু ঝড়-বৃষ্টি হতে দেহকে রক্ষা করবার জন্য এই পেষোলা নদীর তীরে এই কুটীরগুলি নির্ম্মাণ করেছিলেম, এক দিন অমরসিংহ আমার এই কুটীরের নিম্নতা বিস্মৃত হয়ে যেমন মাথা নীচু না করে বাইরে বেরোবে, অমনি তার পাগড়ির পাক কুটীরের ছাদের বাঁশে বেধে পাগড়িটা খুলে গেল—অমনি অমরসিংহ একটা বিরক্তিব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করে কি একটা কথা বলে উঠল—তাই দেখে অবধি আমার মনে এই দৃঢ় সংস্কার হয়েছে—আমি যে কঠিন ব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে যে সব ভয়ানক কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করা আবশ্যক, অমরসিংহ কখনই তা সহ্য করতে পারবে না।—আমি দেখতে পাচ্চি—এই সকল সামান্য কুটীর ভগ্ন হয়ে তার স্থলে তখন চাকচিক্যময় সমুচ্চ প্রাসাদ সকল উত্থিত হবে—সে প্রাসাদে রাক্ষসী বিলাস-লালসা, আর তার দলবল এসে প্রবেশ করুবে। আর যে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করুবার জন্য আমরা এত দিন আমাদের অজস্র রক্ত দিলেম, সেই স্বাধীনতালক্ষ্মীকে তখন সেই রাক্ষসীর নিকট বলি দেওয়া হবে—আর রাজপুত প্রধানগণ, তোমরাও সেই বিষময় দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে।

রাজপুত প্রধানগণ। না—মহারাজ—আপনি নিরুদ্বিগ্ন হোন্, আমরা সকলে বাপ্পা রাও সিংহাসনের নামে শপথ করে বলুচি যে, যত দিন না মেবারের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয়, তত দিন আমরা এখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করুতে কখনই দেব না।

প্রতাপ। আ!—আ!—নিশ্চিন্ত——

(মৃত্যু)

বৈদ্য। রাজপুতগণ—মহারাজের আত্মা স্বর্গস্থ হয়েছে—জীবনের আর কোন লক্ষণ নাই।

রাজপুতগণ। হা!—চিতোরের সূর্য্য অস্তমিত হল।—রাজপুতগৌরব তিরোহিত হল!——

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণ্ডলগড়ে সেলিমের শিবির-সমীপস্থ মহা-শ্মশান।

গেরুয়াবসন-পরিহিত ত্রিশূল হস্তে যোগিনী-বেশে অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। (স্বগত) আজ অমাবস্যা—এই সেই শ্মশান—এই তো যোগের উপযুক্ত স্থান। এমন ভয়ানক স্থানে পূর্ব্বে আমি কি কখন আস্তে পারুতেম?—এ দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেম, কিন্তু এখন ভয় দূরে থাক্, এই ভয়ানক স্থানে থাক্তেই যেন একটু আরাম বোধ হয়। হৃদয় যখন আমার শ্মশান হয়ে গেছে—তখন এ শ্মশানে আর কি ভয়—এ আমার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বৈ তো নয়! হৃদয় এখন শূন্য—এতে ভয় নাই, স্পৃহা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, আশা নাই, প্রেম নাই, সকলই ভস্ম হয়ে গেছে।—কি বল্লেম, প্রেম নাই?—প্রেমও কি ভস্ম হয়ে গেছে?—একেবারেই ভস্ম হয়ে গেলেই ভাল ছিল—কিন্তু তা তো নয়, তার চিতানল এখনও থেকে থেকে যেন জলে উঠ্ছে—হা, কিছুতেই একেবারে নিবোতে পাচ্চি নে। প্রেম যদি আমার হৃদয়ে নির্ব্বাণ হবে—তবে এত শ্মশান থাকৃতে সেলিমের শিবির-সমীপস্থ শ্মশানে কেন আমি এলেম? হা, এত তপস্যা কচ্চি, হৃদয়কে এখনও সম্পূর্ণ বশ করুতে পারলেম না—

যখন মহাদেবের ধ্যান করি, তখন সেলিমের মূর্ত্তিই যেন সেখানে এসে উপস্থিত হয়। এ কি জ্বালা হল! না—এইবার বিস্মৃত হব—জন্মের মত বিস্মৃত হব—প্রেম আমার মনে আর স্থান পাবে না—যাক্ যাক্, ও কথা আর মনে কর্‌ব না—এইবার যোগ আরম্ভ করি, একটা মৃতদেহ পেলেই তার উপর আসন পাতি—কৈ! চারি-দিকেই তো চিতা-ভস্ম—এই যে একটা মৃত শরীর—এ কি!—ফুল দিয়ে ঢাকা!—এর উপরেই তবে বসি—(মৃত শরীরের উপর ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন)—(নেপথ্য হইতে বিকট উচ্চ হাস্য।)

অশ্রুমতী। (চমকিত হইয়া) এ কি! এই ঘোর শ্মশানে হাসির রব!—আমি এতক্ষণ নির্ভয় ছিলেম—কিন্তু এই বিকট হাসির রবে আমার হৃদয়ের শেষতল পর্য্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে—কোথা থেকে এ শব্দ এল? —ও কে?—একজন স্ত্রীলোক না?—ফুলের মালা গলায়—ফুলের মালা মাথায়—সব ফুলের সাজ—এ কি! এ কি!—মলিনার মত দেখছি যে—

মলিনা উচ্চ হাস্য করিয়া অশ্রুমতীর নিকট দৌড়িয়া গমন।

মলিনা। তুমি এসেছ পুরুতঠাকুর?—এস এস, আমাদের ফুল-শয্যা দেখ সে—(অশ্রুমতীর হাত ধরিয়া সেই মৃত শরীরের নিকট গমন ও মৃত শরীরের মুখ হইতে শুষ্ক ফুলরাশি সরাইয়া তাহাতে টাট্‌কা কতক-গুলি ফুল অর্পণ)

অশ্রুমতী। এ কি!—এ যে পৃথ্বীরাজ!—(স্বগত) আমি পৃথ্বীরাজের মৃত শরীরের উপর বোসে ছিলাম!—

মলিনা। চিন্‌তে পার নি?—হি হি হি হি—তুমি এইখানে থাক, আমি আরও ফুল নিয়ে আস্‌চি—হি হি হি হি—

[মলিনার প্রস্থান।

অশ্রুমতী। (স্বগত) কি ভয়ানক!—মলিনার এই দশা হয়েছে!—না, পাগল হয়ে মলিনা তবু তো সুখী হয়েছে—সে তো বুঝ্‌তে পাচ্চে না, তার বাস্তবিক অবস্থা কি—সে এখনও তো সুখের কল্পনা কচ্চে—কিন্তু আমার কি ভয়ানক অবস্থা—আমি সব দেখ্‌চি, সব শুন্‌চি, সব বুঝ্‌ছি, বুঝে সুঝেই দগ্ধ হচ্চি!—না—হৃদয়! ও সব কথা বিস্মৃত হও!—দেখি আর একবার যোগে বসি—এবার রুদ্র মহাদেব ভিন্ন আর কোন মূর্ত্তিকেই হৃদয়ে আসতে দেব না। (ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন করিয়া ধ্যান)।

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) আর আমার যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্য্য কিছুই ভাল লাগে না—নরকাগ্নি যেন আমার হৃদয়ে দিবানিশি জ্বল্‌চে!—যে আমাকে ভালবাস্‌ত—আমার এই নিষ্ঠুর হস্ত তার রক্তেই কলঙ্কিত!—সেই নির্দ্দোষী অবলাকে আমিই বধ করেছি!—আমার মত পাষণ্ড নরাধম আর কে আছে!—অশ্রুমতী কি সত্যই আমাকে ভালবাস্‌ত? —হা! এই চিতাভস্ম হতে যদি অশ্রুমতীর শরীর কোন মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উত্থিত হয়—তা হলে আমি তাকে একবার জিজ্ঞাসা করি——আমি কি পাগলের মত বক্‌চি—সে দেশে যে একবার যায়, সে কি আর ফেরে?—হা! (চিন্তাযুক্ত হইয়া পরিক্রমণ)

অশ্রুমতী। (স্বগত) আ! এ কি হল, সে মূর্ত্তি কি কিছুতেই ভুল্‌তে পাচ্চি নে, যতবার মহাদেবের ধ্যান কত্তে চেষ্টা কচ্চি, ততবারই কি সেই মূর্ত্তি আমার মনে আস্‌বে? (নেত্র উন্মীলিত করিয়া) এ কি! সত্যই যে সেলিমের মূর্ত্তি দেখতে পাচ্চি—আমার কল্পনা কি মূর্ত্তিমান হল না কি! যা দেখ্‌ছি, এ কি বাস্তবিক, না আমার চোখের ভুল? না, এ তো চোখের ভুল নয়। আর, তাঁর শিবিরও খুব নিকটে, এখানে আসাও তো তাঁর অসম্ভব নয়।—আমার যোগ তপস্যা ধ্যান সব রসাতলে যাক্, যাই, আমি সেলিমের কাছে দৌড়ে যাই—এই ভীষণ শ্মশানেই আমার প্রেমের ফুল ফুটেছে—আবার ভ্রমরের গুঞ্জর যেন শুন্‌তে পাচ্চি, আবার যেন মলয়-সমীরণ মৃদু মৃদু বইচে—এ কি হল!—কিন্তু আমি যে পিতার কাছে কথা দিয়েছি, আমি যে গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই ব্রতে দীক্ষিত হয়েছি, না—তা কি ক'রে হবে? ঐ শোন, ঐ শোন, রুদ্র মহাদেব বল-চেন—"বৎসে! সাবধান, সাবধান—প্রেমের ছলনায় আর ভুলিস্ নে—তুই যে মহাব্রতে ব্রতী হয়েছিস্, তা স্মরণ কর্—আমার ত্রিশূলের অবমাননা করিস্ নে—সাবধান!" না, এখান থেকে পালানোই শ্রেয়, (উঠিয়া) কিন্তু এইবার দেখে নি, জন্মের মত দেখে নি—দেবদেব মহাদেব, অবলার এই দুর্ব্বলতা

একটিবার মার্জ্জনা কর, প্রেমের নিকট এই শেষ বিদায় নিচ্চি, যে প্রেমের চিতানল হৃদয়-শ্মশানে এখনও জ্বলচে—এইবার চিরকালের মত নির্ব্বাণ হবে—তার একটি স্ফুলিঙ্গও আর থাকবে না—(সেলিমকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)।

সেলিম। (অশ্রুমতীকে দেখিতে পাইয়া) এ কি! এ কি! অশ্রুমতীর প্রেত আত্মা! আঁ!—আঁ! আঁ!—(দূরে জানু পাতিয়া যোড়হস্তে) তুমি যদি সত্যই অশ্রুমতীর প্রেত-আত্মা হও, তো আমাকে মার্জ্জনা কোরো—আমি অতি নরাধম, অতি পাপিষ্ঠ, আমার নিষ্ঠুর অত্যাচারেই তুমি এই পৃথিবী ছেড়ে পলায়ন করেছ, আমি কখন মনে করি নি যে, তুমি আমাকে আবার দেখা দেবে, এই নরাধমের উপর তোমার কি এখনও ভালবাসা আছে? অশ্রুমতি, তুমি সত্যই আমাকে ভালবাসতে? বল, একটিবার উত্তর দেও!—

অশ্রু। (সেলিমের দিকে চাহিয়া গান করিতে করিতে ধীরে ধীরে অপসরণ!)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

(ইটালিয়ন ঝিঁঝিটের গৎভাঙ্গা)

প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,
আর বোলো না,
ক্ষম গো সখা,
ছেড়েছি সব বাসনা।
ভাল থাক, সুখে থাক হে,
আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,
নিবানো অনল জ্বেলো না।
হেথা আজ কেন তুমি, এ যে গো শ্মশান-ভূমি,
এ তো নয় সে প্রমোদ-উদ্যান হে।
যাও যাও, সখা যাও, কেন পুন দেখা দেও,
আর নয়—আর নয়—
মায়া-মোহ অবসান,
মনেরে করেছি পাষাণ হে।
ক্ষম গো সখা ক্ষম গো সখা,
যোগ-ব্রতে বাধা দিও না।

সেলিম। হা! সেই সুধাস্বর।—কি স্বর্গীয় সঙ্গীত!—আমি কি স্বপ্ন দেখছি? ঐ পদতলে গিয়ে এখনি এই প্রাণ বিসর্জ্জন করি—কিন্তু আমার এই অপবিত্র দেহ নিয়ে কি ক'রে ঐ স্বর্গ-বাসিনীর সমীপবর্ত্তী হব—(অশ্রুমতীকে অনুসরণ করত সেলিমের ধীরে ধীরে গমন ও অশ্রুমতীর ধীরে ধীরে অপসরণ) কৈ, আর তো দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।—অন্তর্হিত হলেন?——কৈ?—কোথায়?—সকলই কি স্বপ্ন?—হা!—কৈ?—অশ্রুমতি!—অশ্রুমতি!—হা! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)।

যবনিকাপতন।

সরোজিনী নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

"অসাধুযোগা হি জয়ান্তরায়াঃ
প্রমাথিনীনাং বিপদাং পদানি।"

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

উৎসর্গ

উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে
আমার সরোজিনীকে
সাদরে অর্পণ
করিলাম।

পাত্র-পাত্রীগণ

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ··· মেওয়ারের রাজা (Lukmun Sing)

বিজয় সিংহ ··· বাদলাধিপতি—লক্ষ্মণ সিংহের ভাবী জামাতা।

রণধীর সিংহ ··· গারাধিপতি—লক্ষ্মণ সিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ।

রামদাস ··· লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ।

সুরদাস ··· লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত অনুচর।

মহম্মদ আলি (কল্পিত নাম ভৈরবাচার্য্য) ··· ছদ্মবেশী মুসলমান—চতুর্ভুজা-দেবীর মন্দিরের পুরোহিত।

ফতে উল্লা ··· মহম্মদ আলির চ্যালা।

রাজপুত সেনানায়ক, সৈন্য ও প্রহরিগণ।

আল্লা উদ্দিন ··· দিল্লীর বাদ্সা।

উজীর, ওমরাও, মুসলমান প্রহরী ও সৈন্যগণ।

সরোজিনী ··· লক্ষ্মণ সিংহের দুহিতা—বিজয় সিংহের ভাবী পত্নী।

রোষেনারা ··· বিজয় সিংহের বন্দী।

রাজমহিষী ··· লক্ষ্মণ সিংহের মহিষী।

মোনিয়া ··· রোষেনারার সখী।

অমলা ··· রাজমহিষীর সহচরী।

নর্ত্তকীগণ।

সংযোগস্থল—দেবগ্রাম ও চিতোর।

সরোজিনী নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবগ্রাম

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-সম্মুখীন শ্মশান

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণসিংহ। (স্বগত) একে দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাতে আবার অমানিশা—কি ঘোর অন্ধকার! জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই, কেবলমাত্র শিবাগণের অশিব চীৎকার মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্চে, সমস্ত প্রকৃতিই নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময়ে বিকট স্বরে "ময়্ ভুখা হোঁ" এই কথাটি ব'লে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা কে ভঙ্গ কল্লে? ওঃ! সে কি ভয়ানক স্বর!—এখনও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে—আমার যেন বোধ হয়, সেই শব্দটি এই দিক থেকেই এসেছে। শুনেছি, দ্বিপ্রহর রাত্রে যোগিনীগণ এখানে বিচরণ করে, হয় তো তাদেরই কথা হবে। কিন্তু কৈ—কাকেও তো এখানে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। (বজ্রধ্বনি) এ কি?—অকস্মাৎ এরূপ বজ্রনিনাদ কেন? এ কি! এ যে থামে না,—মুহূর্মুহু ধ্বনি হচ্চে—কর্ণ যে বধির হয়ে গেল—আকাশ তো বেশ নির্ম্মল, তবে এইরূপ শব্দ কোথা হ'তে আস্‌চে?—এ আবার কি?—হঠাৎ ওদিক্‌টা আলো হয়ে উঠ্‌লো কেন?

(চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার আবির্ভাব।)

(চকিত ভাবে) এ কি!—এ কি!—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মূর্ত্তি যে! (অগ্রসর হইয়া যোড়করে—প্রকাশ্যে।)

"বিপক্ষপক্ষনাশিনীং মহেশবক্ষবিলাসিনীম্।
নৃমুণ্ডমালমালিকাং নমামি ভদ্রকালিকাম্॥"

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত উত্থান) মাতঃ! যবনদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভার্থে তোমার পূজা দিবার জন্য সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আমি এখানে এসেছিলেম। মাতঃ! তুমি কৃপা ক'রে স্বয়ং এসে এ অধমকে যে দর্শন দিলে, এ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মানবের আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে? মা! যাতে যবনদের উপর জয়লাভ হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

আকাশবাণী

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।—
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুমসম; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজচ্ছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! "ময়্ ভুখা হোঁ" এটি কি তবে তোমারি উক্তি—গত যবন-যুদ্ধে আমার যে অষ্টসহস্র আত্মীয়-কুটুম্বের বলিদান হয়, তাতেও কি তোমার রক্তপিপাসার শান্তি হয় নি?

আকাশবাণী

পুনর্ব্বার বলি তোরে শোন্ মূঢ় নর!
ইতর বলিতে মোর নাহি প্রয়োজন,
রাজবংশ-প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত
যদি দিস্ পিতে মোরে—তবেই মঙ্গল।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! আমি বুঝলেম, আমার দ্বাদশ পুত্র একে একে রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে যবনযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, এই তোমার ইচ্ছা—কিন্তু আমার পরিবারস্থ কোন্ ললনার উত্তপ্ত শোণিত তুমি পান করবার জন্য লালায়িত হয়েছ, তা তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—এইটি মাতঃ, কৃপা করে আমার নিকট ব্যক্ত কর।

[চতুর্ভুজা দেবীর অন্তর্ধান।

(স্বগত) এ কি? দেবী কোথায় চলে গেলেন? হা! আমি যে এখন ঘোর সন্দেহের মধ্যে পড়্‌লেম। "রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে সরোজ-কুসুম-সম" এ কথা কাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হ'য়েছে? "সরোজকুসুমসম" এ কথার অর্থ কি?—অবশ্যই এর কোন নিগূঢ় অর্থ থাক্‌বে! আমাদের মহিলা-গণের মধ্যে পদ্মপুষ্পের নামে যার নাম, তাকে উদ্দেশ ক'রে তো এই দৈববাণী হয়নি? আমার খুল্লতাত ভীমসিংহের পত্নীর নাম তো পদ্মিনী। আর তিনি প্রসিদ্ধ রূপসীও বটেন। তবে কি তাঁকেই মনে ক'রে এ কথা বলা হয়েছে? হ'তেও পারে, কেন না, তিনিই তো আমাদের সকল বিপদের মূল কারণ, তাঁর রূপে মোহিত হয়েই তো পাঠানরাজ আলাউদ্দীন বারংবার চিতোর আক্রমণ কচ্চেন, না হ'লে আর কে হ'তে পারে? কিন্তু সরোজিনীও তো পদ্মের আর এক নাম। না, সরোজিনীকে উদ্দেশ ক'রে কখনই বলা হয়নি। না, তা কখনই সম্ভব নয়। আর—বাপ্পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে একে একে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিলে তবে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে, এও বা কি ভয়ানক কথা? যাই হোক্—আমার দ্বাদশ পুত্র যবনযুদ্ধে যদি প্রাণ দেয়, তাতেও আমার উদ্বেগের কারণ নাই—কেন না, রণে প্রাণত্যাগ করাই তো রাজপুত-পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু দৈববাণীর প্রথম অংশটির অর্থ তো আমি কিছুই মীমাংসা কর্‌তে পাচ্চিনে—আমার পরিবারের মধ্যে কোন্ ললনার শোণিত পান করবার জন্য না জানি দেবী এত উৎসুক হয়েছেন। মাতঃ চতুর্ভুজে! আমায় ঘোর সংশয়-অন্ধকারমধ্যে ফেলে তুমি কোথায় পলালে, আর একবার আবির্ভূত হয়ে আমার সংশয় দূর কর। কই, আর তো কেউ কোথাও নাই!—আমি কি তবে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম—না, সে কখনই স্বপ্ন নয়। যাই—শিবিরে গিয়ে রণধীর সিংহকে এই সমস্ত ঘটনার বিষয় বলি, সে খুব বুদ্ধিমান, দেখি, এ বিষয়ে সে কি পরামর্শ দেয়।

[লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ভৈরবাচার্য্য ও ফতেউল্লার প্রবেশ।

ভৈরব। আল্লাউদ্দীন আর কি বল্লেন বল দেখি?

ফতে। মোল্লাজি! বোধ করি, এইবার তোমার নসিব ফিরেছে, আর বেশি রোজ নৈবিদ্যি খাতি হবে না। এহান হ'তে বার্ হতি পাল্লিই মুই বাঁচি। ক্যান্ মত্তি এহানে তোমার সঙ্গে আয়েছেলাম। চাল কলা খাতি খাতি মোর জান্‌টা গেল। ও আল্লা! সে দিন কবে হবে আল্লা!

মহম্মদ। তুই ব্যাটা আমাকে বিপদে ফেল্‌বি না কি? অমন করে আল্লাজি মোল্লাজি বলে চ্যাচাবি তো দেখ্‌তে পাবি। দেখ, খবরদার আমাকে মোল্লাজি বলিস্‌নে, আমাকে ভৈরবাচার্য্য বলে ডাকিস্।

ফতে। কি বল্‌ব?—"চাচাজি"—

মহম্মদ। আরে মর্ ব্যাটা, চাচাজি কি রে, বল্ ভৈরবাচার্য্য, এ তো ভাল আপদেই পড়্‌লেম দেখ্‌ছি।

ফতে। অত বড় কথাডা মোর মু দিয়ে বারোয় না, মুই কর্‌ব কি?

মহম্মদ। বেরোয় না বটে? দেখি এইবার বেরোয় কি না, ঘা কতো না দিলে তো তুই সোজা হবিনে। বল্ ব্যাটা ভৈরবাচার্য্য, না হলে মেরে এখনি হাড় গুঁড়ো করে ফেল্‌ব। (মারিতে উদ্যত)

ফতে। দোহাই মোল্লাজি, বল্‌চি বল্‌চি,—মলাম, মলাম,—এইবার বল্‌চ, ভরু চাচাজি—ও আল্লা! মোল্লাজি মারি ফেল্লে গো আল্লা!

ভৈরব। চুপ কর্, চুপ কর্, অত চেঁচাস্‌নে।

ফতে। ও আল্লা! মলাম আল্লা!

ভৈরব। (স্বগত) এ ব্যাটা আমায় মজালে দেখ্‌চি, (প্রকাশ্যে) চুপ কর্ বল্‌চি। ফের যদি চ্যাচাবি তো—

ফতে। মুই তো বলি চুপ করি, তোমার গুতার চোটে চুপ করি থাক্‌তি পারি না যে চাচাজি!

মহম্মদ। (স্বগত) একে নিয়ে তো দেখচি আমার অসাধ্য হয়ে উঠলো। (প্রকাশ্যে) দেখ্, তোকে একটা আমি কথা বলি,—যখন আমি একলা থাক্‌ব, তখন তুই যা ইচ্ছে বলিস্, কিন্তু অন্য কোন লোক থাক্‌লে খবরদার কথা কস্‌নে, যদি কেউ কখন তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তো তুই চুপ করে থাকিস্, বুঝ্‌লি তো?

ফতে। আমি সমজেছি মোল্লাজি, সব সমজেছি।

মহম্মদ। আচ্ছা সে যা হোক্, আল্লাউদ্দীন কি বল্লে বল্ দেকি?

ফতে। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ—

মহম্মদ। ও কি ও?

ফতে। মোরে যে কথা ক'তি মানা কল্লে?

মহম্মদ। আরে মোলো, এখন কেউ কোথাও নেই, এখন কথা ক না। অন্য লোকজন থাক্‌লে কথা কস্‌নে। তবে তো তুই আমার কথা বেশ সম্‌জেছিলি দেখছি!

ফতে। এইবার সম্‌জিছি চাচাজি,—আর ক'তি হবে না।

মহম্মদ। আচ্ছা, সে যা হ'ক, বাদ্‌শা আর কি বল্লেন, বল দেখি?

ফতে। আবার কি বল্‌বেন? তিনি ঝা ঝা কয়েছেন, দিল্লী হ'তি আসেই তো মুই তোমায় সব কয়েছি। বাদ্‌শার ভাইঝিরে নিয়ে তুমি ঝে পেলিয়েছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দ্দান লেবার হুকুম হয়। তুমি তো সেই ভয়ে দশ বচ্ছর ধরি পেলিয়ে বেড়ালে, শ্যাষে হ্যাঁদুদের মন ভোলায়ে, এই হ্যাঁদু মস্‌জিদের মোল্লা হয়ে বস্‌লে, তুমি তো চাচাজি স্বচ্ছন্দে চাল কলা নৈবিদ্যি খায়ে রয়েছ, মুই তো আর পারি না। আর তোমায় বলুব কি, এই শ্মশানির মধ্যি ভূতির ভয়ে তো মোর রাতির ব্যালায় নিদ্‌ হয় না।

মহম্মদ। আরে মোলো, আসল কথাটা বল্‌ না। অত আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম বক্‌চিস্‌ কেন?

ফতে। এই যে বলুচি শোন না; তিনি এই কথা কলেন ঝে, যদি হ্যাঁদুদের মধ্যি তুমি ঝগড়া বাদিয়ে দিতি পার, তা হলি তোমার সব কসুর রেয়াৎ করবেন, আরও বক্‌সিস্‌ দিবেন।

মহম্মদ। ও কথা তো তুই আমাকে পূর্ব্বেই বলেচিস্‌; আর কিছু বলেছিলেন কি না, তাই তোকে আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি।

ফতে। আবার কি কবেন?

মহম্মদ। (স্বগত) আমি বক্‌সিস্‌ চাইনে, আল্লা-উদ্দীন যদি আমার দোষ মাপ করেন, তা হ'লে আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখে এখন বাঁচি। আর ছদ্মবেশে থাকতে পারা যায় না। আর, আমার সেই কন্যাটির না জানি কি হ'ল!—সে যাক্‌, (প্রকাশ্যে ফতেউল্লার প্রতি) এই দেখ, ঐ শ্মশান থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে আয় তো।

ফতে। ও বাবা! এই আঁদার রাতি, ওহানে কি অ্যাহন্‌ যাওয়া যায়?

মহম্মদ। ফের ব্যাটা গোল কচ্চিস্‌! সিদে কথা তোকে বল্লে বুঝি হয় না? বাঙ্গালা দেশের এই চাষাটাকে নিয়ে তো দেখ্‌চি ভারি বিপদেই পড়েছি।

ফতে। এই যাচ্চি বাবা! এম্‌নেও মরুব—অম্‌নেও মরুব; এই যাই—মোল্লাজি, থোড়া দৌড়িয়ে যেও বাবা!

(মহম্মদ-আলির মন্দির-মধ্যে প্রবেশ ও অভ্যন্তর হইতে দ্বার রুদ্ধ করণ।)

ফতে। ও মোল্লাজি! মোরে এহানে একা ফেলি কোয়ানে গেলে? মোল্লাজি! মেহেরবাণী ক'রে একবার দরজাটা খোল বাবা! আমার যে বুকটা গুর্‌ গুর্‌ কচ্চে। ও মোল্লাজি! ও মোল্লাজি! ও চাচাজি!

ভৈরব। (মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে) ব্যাটা যেন কচি খোকা আর কি। গাধার মত চীৎকার কচ্চে দেখ না, ফের যদি চেঁচাবি তো দেখ্‌তে পাবি।

ফতে। (স্বগত) ও বাবা! কি মুস্কিলেই পড়্‌লাম গা—(কম্পমান) নসিবে 'যে আজ কি আছে, বলৃতি পারি না। (চমকিত হইয়া) ও বাবা রে! পায়ে কি ঠ্যাক্‌লো। এই আঁদারে অ্যাহন কোয়ানে যাই? মড়ার খুলি না খুঁজি আন্‌তি পাল্লিও তো চাচাজি ছাড়বে না,—অ্যাহন উপই কি?

[ফতেউল্লার প্রস্থান।

(লক্ষ্মণসিংহ ও রণধীরসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এইখানে দেবী আমার নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন। রণধীর! সে আমার চক্ষের ভ্রম নয়, সে সময় আমার বুদ্ধিরও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এখন তোমাকে আমি যেমন স্পষ্ট দেখ্‌ছি, তেমনি স্পষ্ট আমি দেবীমূর্ত্তি দর্শন করেছিলেম, আর আকাশবাণীচ্ছলে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন, তা এখনও যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্চে।

রণধীর। মহারাজ! কিছুই বিচিত্র নয়। কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ করবার জন্য দেবতারা সাধকের নিকট আবির্ভূত হয়ে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত ক'রে থাকেন। আপনার বিলক্ষণ সৌভাগ্য যে, আপনি স্বচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করেছেন। আপনার

পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে পূজনীয় বাপ্পারাও ও সমরসিংহ এইরূপ দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ। রণধীর! বোধ করি তুমিও এখনি দেখ্‌তে পাবে। দেখ,—ঠিক্ এই স্থানে তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, (চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব) ঐ যে,—ঐ যে,—ঐ যে,—দেখ রণধীর! এখনি নৃমুণ্ডমালিনী করাল-বদনা দেবী চতুর্ভুজা, ছায়ার ন্যায় ঐ দিক্ দিয়ে চলে গেলেন, এবার এখানে আর দাঁড়ালেন না।

রণধীর। কৈ মহারাজ! আমি তো কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। বোধ করি তিনি যে সে লোককে দর্শন দেন না। তাঁর অনুগ্রহে আপনি নিশ্চয় দিব্য-চক্ষু লাভ করেছেন।

(চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব)

লক্ষ্মণ। ঐ দেখ, ঐ দেখ আবার—

রণধীর। তাই তো, মহারাজ!—এইবার আমি দেখ্‌তে পেয়েচি। (উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) আমার ভাগ্যে এমন তো কখন হয় নাই—কি আশ্চর্য্য! আমাকেও দেবী দর্শন দিলেন! আ! আজ আমার কি সৌভাগ্য—আমার নয়ন সার্থক হ'ল—জীবন চরিতার্থ হ'ল। মহারাজ! চিতোর-রক্ষার জন্য, দেবী আপনার নিকট যে দৈববাণী করেছেন, তা শীঘ্র পালন করুন—দেবীর অনুগ্রহ থাক্‌লে কার সাধ্য চিতোরপুরী আক্রমণ করে?

লক্ষ্মণ। দেবী তো এবার চকিতের ন্যায় দর্শন দিয়েই চ'লে গেলেন—এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়ালেন না। এখন কে আমাকে সেই দৈববাণীর অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে দেয় বল দেখি? আমি তো মহাসন্দেহের মধ্যে পড়েছি, এখন বল দেখি রণধীর! এই সন্দেহ-ভঞ্জনের উপায় কি?

রণধীর। চলুন মহারাজ! এক কাজ করা যাক্, সম্মুখেই তো চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির, ঐ মন্দিরের সুবিজ্ঞ পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল উত্তমরূপে গণনা কর্ত্তে পারেন। চলুন, তাঁর নিকটে গিয়ে দৈববাণীর ব্যাখ্যা ক'রে লওয়া যাক্।

লক্ষ্মণ। এ বেশ কথা। চল, তাই যাওয়া যাক্।

রণধীর। মহারাজ! দেখেছেন কি ভয়ানক অন্ধকার! এখন পথ চিনে যাওয়া সুকঠিন।

(উভয়ে মন্দিরের দ্বারে আঘাত)

(মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করত
ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ }
রণধীর } ভগবন্! প্রণাম হই।

ভৈরব। মহারাজের জয় হোক্। এত রাত্রে যে এখানে পদার্পণ হ'ল—রাজ্যের সমস্ত কুশল তো?

লক্ষ্মণ। কুশল কি অকুশল, তাই জান্‌বার জন্যই মহাশয়ের নিকট আসা হয়েছে।

ভৈরব। আমার পরম সৌভাগ্য। (ফতের প্রতি) এইখানে তিন খান কুশাসন নিয়ে আয় তো।

(আসন লইয়া ফতের প্রবেশ)

(লক্ষ্মণের প্রতি) মহারাজ! বস্‌তে আজ্ঞা হোক্। মন্দিরের মধ্যে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এই জন্য এই-খানেই বস্‌বার আয়োজন করা গেল।

লক্ষ্মণ। তা বেশ তো, এই স্থানটি মন্দ নয়।

ভৈরব। এখন মহারাজের কি আদেশ, বল্‌তে আজ্ঞা হোক্।

লক্ষ্মণ। এই দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি ঐ শ্মশানে একাকী বিচরণ কচ্ছিলেম, এমন সময়ে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে একটি দৈববাণী ক'ল্লেন; তার প্রকৃত অর্থ কি, তাই জান্‌বার জন্য আপনার নিকট আমাদের আসা হয়েছে।

ভৈরব। কি বলুন দেখি, আমি তার এখনি অর্থ ক'রে দিচ্চি।

লক্ষ্মণ। সে দৈববাণীটি এই;—

"মূঢ়! বৃথা যুদ্ধসজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।—
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজচ্ছত্রধারী,

একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজলক্ষ্মী আর।"

এই দৈববাণীর শেষ অংশটি এক রকম বোঝা গেছে, কিন্তু এর প্রথমাংশটি আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, এইটি অনুগ্রহ ক'রে আমার নিকট ব্যাখ্যা ক'রে দিন।

ভৈরব। (চিন্তা করিতে করিতে) হুঁ—(স্বগত) যা আমি মনে করেছিলেম, তাই ঘটেছে। "রূপসী ললনা" রাজা লক্ষ্মণসিংহের প্রিয় কন্যা সরোজিনীকেই যে বোঝাচ্চে, এইটি ব্যক্ত কর্‌বার বেশ সুযোগ হয়েছে। বিজয়সিংহ সরোজিনীর প্রতি অনুরক্ত; সে কখনই তার বলিদানে সম্মত হবে না। কিন্তু অন্যান্য রাজপুত-সেনাপতিগণের যদি একবার এই বিশ্বাস হয় যে, বলিদান ব্যতীত মুসলমানদিগকে কখনই পরাজয় করা যাবে না, তা হ'লে সরোজিনীর রক্তের জন্য নিশ্চয়ই তারা উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে। আর যদি সমস্ত সৈন্য এই বিষয়ে একমত হয়, তা হ'লে কাজে কাজেই রাজাকেও তাতে মত দিতে হবে। এই সূত্রে বিজয়-সিংহের সঙ্গে বিবাদ ঘট্‌বার খুব সম্ভাবনা আছে। আল্লাউদ্দীনের পূর্ব্ব-আক্রমণে, বিজয়সিংহ ও রণধীর সিংহের বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল। এবার যদি এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘ'টে ওঠে, তা হ'লে চিতোরের নিশ্চয় পতন, আর আমারও তা হ'লে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। (প্রকাশ্যে ফতেউল্লার প্রতি) খড়ি, ফুল ও মড়ার মাথা নিয়ে আয়।

[ফতের প্রস্থান ও খড়ি আদি লইয়া প্রবেশ ও তাহা রাখিয়া পুনঃপ্রস্থান।

ভৈরব। "নমো আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ" (পরে মড়ার মাথায় হাত দিয়া) মহারাজ! একটি ফুলের নাম করুন দেখি?

লক্ষ্মণ। সেফালিকা।

ভৈরব। আচ্ছা।—

তনু ধনু সহোদর,
লগ্ন মগ্ন পরস্পর,
সিংহ কন্যা বিছা তুলা,
বিনা বাতে উড়ে ধূলা,
মেষ বৃষে ডাকে মেঘ,
সূর্য্য সোম ছাড়ে বেগ,
বন্ধু পুত্র রিপু জায়া,
সপ্তমের মাতা ছায়া,
এক তিন পাঁচ ছয়,
একাদশে সর্ব্ব জয়,
চারাক্ষরে প্রশ্ন হয়,
এটা বড় শুভ নয়।"

ভৈরব। মহারাজ! ক্রমে আমি সব বল্‌চি। আর একটা ফুলের নাম করুন দেখি?

লক্ষ্মণ। বকুল।

ভৈরব। আচ্ছা।

"বকুল বকুল বকুল,
বৃন্দাবন গোকুল,
একে চন্দ্র, তিনে নেত্র,
কাশী আর কুরুক্ষেত্র,
চেরে আর তিনে সাত,
জগন্নাথ চন্দ্রনাথ,
তারা তিথি রাশি বার,
জ্বালামুখী হরিদ্বার,
এ সব তীর্থে নাহি বার,
কোথা তবে আছে আর,
যে লগ্নে প্রশ্ন করা,
চিরজীবী হয় মরা,
রন্ধ্রগত আছে শনি,
সরোজিনীর প্রমাদ গণি।"

লক্ষ্মণ। কি বল্লেন?—সরোজিনীর?—

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। বিজ্ঞ লোকে শুভ ঘটনাতে অতিমাত্র উল্লসিত হন না—অশুভ ঘটনাতেও অতিমাত্র ম্রিয়মাণ হন না। সংসার-চক্রে সুখ দুঃখ নিয়তই পরিভ্রমণ করে। গ্রহ-বৈগুণ্যে সকলি ঘটে, যা ভবিতব্য, তা কেহই খণ্ডন কত্তে পারে না।

লক্ষ্মণ। মহাশয়, স্পষ্ট ক'রে বলুন—কোন্ সরোজিনীর কথা আপনি বল্‌চেন? শীঘ্র আমার সন্দেহ দূর করুন।

ভৈরব। মহারাজ, অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুন্‌তে হবে। অগ্রে আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন, মনকে দৃঢ় করুন, আমার আশঙ্কা হচ্চে, পাছে সে কথা শুনে আপনি জ্ঞানশূন্য হন।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! বলুন, আমি প্রস্তুত আছি। শীঘ্র বলুন, আমাকে সংশয়-সঙ্কটে আর রাখ্‌বেন না।

ভৈরব। তবে শ্রবণ করুন।—রাজকুমারী সরোজিনীর রক্তপান ব্যতীত দেবী চতুর্ভুজা আর কিছুতেই পরিতুষ্ট হবেন না।

লক্ষ্মণ। কি বল্লেন?—সরোজিনীর?—রাজকুমারী সরোজিনীর?—আমার প্রাণের দুহিতা সরোজিনীর? (স্তম্ভিত থাকিয়া কিয়ৎ পরে) কি বল্লেন মহাশয়! রাজকুমারী সরোজিনীর?—নিশ্চয় আপনার গণনায় ভুল হয়েছে। আর একবার গণে দেখুন, "সরোজ-কুসুমসম" এর মর্ম্মার্থ গণনায় সরোজিনী না হয়ে পদ্মিনীও তো হ'তে পারে? হয় তো আমার পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবীকেই উদ্দেশ্য ক'রে ঐরূপ দৈববাণী হয়েছে। আর তাই খুব সম্ভব ব'লে আমার বোধ হয়। কেন না, আল্লাউদ্দীন, পদ্মিনী দেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে লাভ করবার জন্যই চিতোরপুরী বারংবার আক্রমণ কচ্চেন। পদ্মিনী দেবী জীবিত থাক্‌তে কখনই চিতোরপুরী নিরাপদ হবে না, এই মনে করেই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা বোধ হয় এইরূপ দৈববাণী করেছেন।

ভৈরব। মহারাজ! যদি আমার গণনায় কিছুমাত্র ভ্রম থাকত, তা হ'লে আমিও আহ্লাদিত হতেম। কিন্তু মহারাজ! আমি যেরূপ সতর্ক হয়ে গণনা করেছি, তাতে কিছুমাত্র ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা নাই।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! সেই নির্দ্দোষী বালিকা কি অপরাধ করেছে যে, দেবী চতুর্ভুজা এই তরুণ বয়সেই তাকে পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগ হ'তে বঞ্চিত কত্তে ইচ্ছা কচ্ছেন? তার পরিবর্ত্তে যদি তিনি আমার জীবন চান, তা হ'লে অনায়াসে এখনি আমি তাঁর চরণে উৎসর্গ কত্তে প্রস্তুত আছি। মহাশয়! বলুন, আর কিসে দেবীর তুষ্টিসাধন হ'তে পারে? যাতে আমি এই ভয়ানক বিপদ হ'তে রক্ষা পাই, তার একটা উপায় স্থির করুন। তা হ'লে আপনি যা পুরস্কার চাবেন, তাই দেব।

ভৈরব। মহারাজ! যদি এর কোন প্রতিবিধান থাক্‌তো, তা হ'লে আমি অগ্রেই আপনাকে বল্‌তেম। পুরস্কারের কথা বলা বাহুল্য, ভগবানের নিকট মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করাই তো আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

রণধীর। মহাশয়, তবে কি আর কোন উপায় নাই?

ভৈরব। না,—আর কোন উপায়ই নাই।

রণধীর। মহারাজ, কি করবেন,—যখন অন্য কোন উপায় নাই, তখন কাজেই স্বদেশ-রক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুর কার্য্যেও অনুমোদন কত্তে হয়।

লক্ষ্মণ। কি বলচ রণধীর?—নিষ্ঠুর কার্য্য?—শুধু নিষ্ঠুর নয়, এ অস্বাভাবিক। দেখ, এমন যে নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রজাতি, তারাও আপন শাবকদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, তবে কি রাণা লক্ষ্মণসিংহ ব্যাঘ্রজাতি অপেক্ষাও অধম?

রণধীর। মহারাজ! পশুগণ প্রবৃত্তিরই অধীন। কিন্তু মনুষ্য প্রবৃত্তিকে বশীভূত কত্তে পারে ব'লেই পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্মণ। আমি জন্ম-জন্মান্তরে পশু হয়ে থাকি, সে-ও ভাল, তথাপি এরূপ শ্রেষ্ঠতা চাইনে।

রণধীর। মহারাজ! প্রবৃত্তিস্রোতে একেবারে ভাসমান হবেন না। একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করে দেখুন; কর্ত্তব্য অতিশয় কঠোর হলেও, তথাপি তা কর্ত্তব্য। যদি অন্য কোন উপায় থাক্‌তো, তা হ'লে মহারাজ, আমি কখনই এই নিষ্ঠুর কার্য্যে অনুমোদন কত্তেম না।

ভৈরব। মহারাজ! যদি চিতোর রক্ষা করতে চান,—যবনের উপর জয়-লাভের আশা থাকে, তা হলে দেবীবাক্য কদাচ অবহেলা করবেন না।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! আমার তো এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন মন্দ গ্রহ উপস্থিত হলে, স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তাহার শান্তি করা যায়।—আমার এ কুগ্রহ কি কিছুতেই শান্তি হবার নয়?

ভৈরব। মহারাজ! আপনার অদৃষ্টে কাল-শনি পড়েছে, এ হ'তে উদ্ধার করা মনুষ্যের সাধ্য নয়।

লক্ষ্মণ। আপনার দ্বারা যখন কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই, তখন আর কেন আমরা এখানে বৃথা সময় নষ্ট কচ্চি? চল রণধীর, এখান থেকে যাওয়া যাক্। (উত্থান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, এরূপ সুবিজ্ঞ, সুবিখ্যাত, অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও একটা সামান্য বিষয়ের প্রতিবিধান কত্তে পাল্লেন না। আমরা চল্লেম—প্রণাম!

ভৈরব। মহারাজ! মনুষ্য যতই কেন বুদ্ধিমান্ হোক্ না, কেহই দৈবের প্রতিকূলাচরণ কত্তে পারে না। এখন আশীর্ব্বাদ করি——

লক্ষ্মণ। ওরূপ শূন্য আশীর্ব্বাদে কোন ফল নাই!

[মন্দিরের মধ্যে ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।

রণধীর। মহারাজ! এখন কর্ত্তব্য কি স্থির কল্লেন?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা, তুমি যে কর্ত্তব্যের কথা বলচ, বল দেখি,—তুমিই বল দেখি, সন্তানের প্রতি পিতার কি কর্ত্তব্য? সন্তানের জীবন-রক্ষা করা কি পিতার কর্ত্তব্য নয়?

রণধীর। মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তরটি যদি কিঞ্চিৎ রূঢ় হয় তো আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আচ্ছা, আমি মান্‌লেম যে, সন্তানের জীবনরক্ষা করা পিতার কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার কি কর্ত্তব্য? শত্রুর আক্রমণ হ'তে প্রজাগণ যাতে রক্ষা পায়, তার উপায়বিধান করা কি রাজার কর্ত্তব্য নয়?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা,—তা অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি তা স্বীকার কল্লেম; কিন্তু যখন উভয়ই কর্ত্তব্য হল, তখন এরূপ সঙ্কটস্থলে তো কিছুই স্থির করা যেতে পারে না। এরূপ স্থলে আমার বিবেচনায় প্রবৃত্তি অনুসারে চলাই কর্ত্তব্য।

রণধীর। না মহারাজ! যখন দুই কর্ত্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়, তখন এই দেখ্‌তে হবে, কোন্ কর্ত্তব্যটি গুরুতর। এরূপ বিরোধ-স্থলে গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে লঘুতর কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন দেওয়াই যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত।

লক্ষ্মণ। কিন্তু রণধীর! কর্ত্তব্যের গুরুলঘুতা স্থির করা বড় সহজ নয়।

রণধীর। কেন মহারাজ! কর্ত্তব্যের গুরুলঘুতা তো অতি সহজেই স্থির হতে পারে। দুইটি কর্ত্তব্যের মধ্যে যেটি পালন না কল্লে অধিক লোকের অনিষ্ট হয়, সেইটিই গুরুতর কর্ত্তব্য। আপনার কন্যার বিনাশে শুধু আপনার ও আপনার পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনেরই ক্লেশ হতে পারে, কিন্তু দেখুন, যদি যবনগণ চিতোরপুরী জয় কত্তে পারে, তা হলে সমস্ত রাজ্যের লোক বংশ-পরম্পরাক্রমে চিরদাসত্ব-দুঃখ ভোগ করবে।

লক্ষ্মণ। হো!—রণধীর! তোমার নৃশংস যুক্তি সঙ্গত হলেও—হলেও—কিন্তু—কিন্তু—

রণধীর। মহারাজ! আবার কিন্তু কি? যুক্তিতে যা ঠিক্ বলে বোধ হচ্চে, এখনি তা কার্য্যে পরিণত করুন। মনে ক'রে দেখুন, মহারাজ! বিধাতা কি গুরুতর ভার আপনার স্কন্ধে অর্পণ করেছেন, লক্ষ লক্ষ রাজপুত-কন্যার জীবনে ধর্ম্ম, সুখ, স্বাধীনতা, আপনার উপর নির্ভর কচ্চে। প্রজাপুঞ্জের জন্য রাজার সকল ত্যাগ, সকল ক্লেশ স্বীকার করা উচিত। দেখুন, আপনার পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র প্রজাগণের জন্য আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পর্য্যন্ত বনে নির্ব্বাসিতা করেছিলেন। আপনি সেই উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তা কি এখন কলঙ্কিত কত্তে ইচ্ছা করেন?

লক্ষ্মণ। রণধীর! যথেষ্ট হয়েছে, আর না। তুমি যা আমাকে বল্‌বে, তাই আমি কত্তে প্রস্তুত আছি। (চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান) দেখ, রণধীর!—দেখ,—দেখ,—ঐ—ঐ—ঐ—আবার—কি ভয়ানক ভ্রূকুটি! ঐ চলে গেলেন!!

রণধীর। তাই তো!

লক্ষ্মণ। তুমি যে শুধু ভর্ৎসনা কচ্চ, তা নয়—দেবী চতুর্ভুজাও ভর্ৎসনার ছলে পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন—রণধীর! বল এখন কি করতে হবে—কি ছল করে এখন সরোজিনীকে চিতোর হতে আনাই? বল, আমি সকলেতেই প্রস্তুত আছি।

রণধীর। মহারাজ! এক কাজ করুন—রাজমহিষীকে এই ভাবে একখানি পত্র লিখুন যে, "যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে কুমার বিজয়সিংহ সরোজিনীকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছেন—অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আস্‌বে।"

লক্ষ্মণ। এখনি শিবিরে গিয়ে ঐরূপ একখানি পত্র লিখে, আমার বিশ্বস্ত অনুচর সুরদাসের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমার অদৃষ্টে যা হবার, তাই হবে। (স্বগত) কে সরোজিনী, আমি তা জানি না। এ সংসারে সকলি মায়াময়, সকলি ভ্রান্তি, সকলি স্বপ্ন। হে মহাকালরূপিণি প্রলয়ঙ্করি মাতঃ চতুর্ভুজে! তোমার সর্ব্বসংহার-কার্য্যে সহায়তা কত্তে এখনি আমি চল্লেম। যাক্,—সৃষ্টি লোপ হয়ে যাক। পৃথিবী রসাতলে যাক্, মহাপ্রলয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন হয়ে যাক্। আমার তাতে কি ক্ষতি?—আমার সঙ্গে কারও কোন সম্বন্ধ নাই।

[লক্ষ্মণসিংহের বেগে প্রস্থান।

[পরে রণধীরসিংহের প্রস্থান।

মন্দিরের মধ্য হইতে ভৈরবাচার্য্যের ও ফতের প্রবেশ)

ভৈরব। (স্বগত) আমার যা মতলব, তা সিদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। আমি এই ব্যালা আল্লা-উদ্দীনের কাছে এই পত্রখানি পাঠিয়ে দি। এখানকার সমস্ত অবস্থা পূর্ব্ব হ'তে তাঁকে জানিয়ে রাখা ভাল, তা হ'লে তিনি ঠিক অবসর বুঝে আক্রমণ করতে পারবেন। (ফতের প্রতি) ওরে! এই পত্রখানি বাদশা আল্লাউদ্দীনের কাছে দিয়ে আয় দিকি।

ফতে। আবার কোয়ানে যাতি বল? একে তো মড়ার মাথার লাগি সমস্ত রাত্তির মোরে শ্মশানি গুরায়ে মারেছ।

ভৈরব। আরে! এ সে সব কিছু না,—এই পত্রখানি বাদশার কাছে নিয়ে গেলে, আমাদের এখান থেকে চ'লে যাবার পন্থা হবে, বুঝলি?—তা হ'লে তুইও বাঁচিস্, আমিও বাঁচি।

ফতে। (আহ্লাদিত হইয়া) এহান হতি তা হলি মোরা যাতি পাব?—আ! দেও চাচাজি, চিটিখান দেও, এহনি মুই লয়ে যাচ্চি। আ! তা হলি তো মুই প্যাট ভরি খায়ে বত্তাই। তা হ'লি এ গেরোর ভোগ আর ভুগতি হয় না। মোর বাঙ্গালা মুলুকে মুই যহন ছ্যালাম, তহন বেশ ছ্যালাম, চাস বাস কত্তাম—দুটা প্যাট ভরি খাতিও পাতাম। তোমার কথা শুনি, মুই কেন মত্তি এহানে আয়ে-ছেলাম, বাদশার ঘরে চাকরিও পালাম না, প্যাটও ভরল না। আর, দেহ দিহি চাচাজি, তুমি মোর কি হাল করেছ?—মোর খোবসুরৎ চেহারাটাই আ্যাকেবারে মাটী করি দ্যাছ?—এখানে ছ্যাল মুসল-মানের সুর, তুমি তা কাটি মাতায় হাঁদুর চৈতন বসায়ে দ্যালে—আর বাকি রাহেলে কি? এহন এহান হতি যাতি পাল্লিই মুই বাঁচি।

ভৈরব। আরে ব্যাটা, বাঙ্গালা দেশে তুই কেবল লাঙ্গল টেনে টেনেই মত্তিস্ বৈ তো নয়; এখন, এই চিঠিটা বাদশার হাতে দিতে পাল্লেই, তোর একটা মস্ত কর্ম্ম হবে, তা জানিস্?

ফতে। (মহা খুসি হইয়া) মস্ত একটা কাম পাব? কি কাম চাচাজি?

ভৈরব। সে পরে টের পাবি—এখন এই চিঠিটা নিয়ে শীগ্‌গির যা দিকি।

(পত্র প্রদান)

ফতে। মুই এহনি চল্লাম চাচাজি—স্যালাম।

[ফতের প্রস্থান।

ভৈরব। (স্বগত) এখন তবে যাওয়া যাক্।

[ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবিরের অভ্যন্তরস্থ গৃহ।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হায় হায়! কি কাজ কল্লেম, সুরদাসকে দিয়ে কেন পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেম? চিতোর তো এখান থেকে বেশি দূর নয়, এতক্ষণে বোধ করি, সুরদাস সেখানে পৌঁছেচে: বোধ হয়, এতক্ষণে তারা সেখান থেকে ছেড়েছে। কেন আমি রণধীর সিংহের কথায় ভুলে গেলেম? রণধীর সিংহ যে কি কুহক জানে, তার কথায় আমি একেবারে বশীভূত হয়ে পড়ি! আহা! আমার সরোজিনীর এখন বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয়েছে, কুমার বিজয়-সিংহকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাঁর সহিত শীঘ্র এখানে বিবাহ হবে, এ সংবাদে তার মন কতই না আনন্দে নৃত্য করবে! কিন্তু সে যখন এখানে এসে দেখবে যে, বিবাহ-সজ্জার পরিবর্ত্তে, তার জন্য হাড়কাঠ প্রস্তুত,—কুমার বিজয়সিংহের পরিবর্ত্তে, তার পাষণ্ড পিতা যমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করেছে, তখন না জানি তার মনে কি হবে? ওঃ!—আর মহিষীই বা কি বলবেন? কি করেই বা আমি তাঁর নিকট মুখ দেখাব?—ওঃ——অসহ্য!——এখন আবার যদি রামদাসকে দিয়ে এই পত্রখানি মহিষীর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি, তা হলে তাদের এখানে আসা বন্ধ হতে পারে। এখানে সে একবার পৌঁছিলে আর রক্ষা থাকবে না। রণধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য্য তাকে কিছুতে ছাড়বে না; কিন্তু এখন রামদাসকেও পাঠান বৃথা; এতক্ষণ তারা সে পত্র পেয়ে চিতোর হ'তে যাত্রা করেছে; রামদাস এখন গেলে কি আর তাদের সঙ্গে দেখা হবে?—এখন কি করা যায়?—রামদাসকে তো ডাকি, সে আমার অতি বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ, দেখি সে কি বলে। রামদাস!—রামদাস!—শোন রামদাস!

রামদাসের প্রবেশ।

রাম। মহারাজ কি ডাক্‌চেন? রাত্রি প্রভাত না হতে হতেই যে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে? যবনগণের কোলাহল কি শুনতে পাওয়া গেছে? সৈন্যগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহারাজের আদেশ হ'লে তাদের এখনি সতর্ক করে দেওয়া যায়।

লক্ষ্মণ। না রামদাস, তা নয়;—হা! সেই সুখী, যে রাজপদের মহান্ ভার হতে মুক্ত, যে সামান্য অবস্থায় মনের সুখে কালযাপন করে।

রাম। আপনার মুখ থেকে আজ এরূপ কথা শুনতে পাচ্চি কেন? দেবতারা প্রসন্ন হয়ে আপনাকে যে এই অতুল রাজসম্পদের অধিকারী করেছেন, তা কি এইরূপে তুচ্ছ কত্তে হয়? আপনার কিসের অভাব? সর্ব্বলোকপূজ্য সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশে জন্ম—সমস্ত মেওয়ার দেশের অধীশ্বর—তেজস্বী সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরিবেষ্টিত—আপনার যশে সমস্ত ভারতভূমি পরিপূর্ণ—আবার বীরশ্রেষ্ঠ বাদলের অধিপতি রাজকুমার বিজয়সিংহ আপনার কন্যা রাজকুমারী সরোজিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী। মহারাজ! এ অপেক্ষা সুখ-সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? তবে কেন মহারাজকে আজ এরূপ বিমর্ষ দেখ্‌ছি? চক্ষু হতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হচ্চে, এর অর্থ কি? আমি রাজসংসারের পুরাতন ভৃত্য—হাতে করে আপনাকে মানুষ করেছি বল্লেও হয়—আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। মহারাজের হস্তে একখানি পত্র রয়েছে দেখছি,—চিতোরের রাজপ্রাসাদ হতে তো কোন কুসংবাদ আসে নি? রাজমহিষী ও রাজকুমারগণ ভাল আছেন তো? রাজকুমারী সরোজিনীর তো কোন বিপদ হয় নি? বলুন মহারাজ! আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না।

লক্ষ্মণ। (অন্যমনস্কভাবে) না—আমি তাতে কখনই অনুমোদন করব না।

রাম। মহারাজ! ও কি কথা! ওরূপ প্রলাপ-বাক্য বল্‌চেন কেন?

লক্ষ্মণ। না রামদাস! প্রলাপ নয়। যে সময় আমরা চিতোর হতে সসৈন্যে চতুর্ভুজা দেবীর পূজা দিতে এখানে এসেছিলেম, যখন সমস্ত সৈন্য পথের ক্লেশে ক্লান্ত হয়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে, আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেম, আর নিকটস্থ শ্মশানের দিক্ থেকে "ময় ভুখা হোঁ" সহসা এই কথাটি আমার কর্ণগোচর হ'ল! সে যে কি বিকট স্বর, তা তোমাকে আমি কথায় বলতে পারিনে। এখনও তা মনে কল্লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেই শুনে অবধি নানা প্রকার কাল্পনিক আশঙ্কা আমার মনে উদয় হতে লাগলো, আর কিছুতেই নিদ্রা হ'ল না। তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি, সকলি নিঃশব্দ, সমস্ত বসুধা নিদ্রায় মগ্ন, সামান্য পথের ভিখারী যে, সেও সে সময় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ কচ্চে; তখন যাকে তুমি পরম সুখী, পরম ভাগ্যবান্ বলছ, যাকে সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব, সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বর বল্‌চ, সেই হতভাগ্য মনুষ্যই একমাত্র জাগ্রত।

রাম। মহারাজ! ও কিরূপ কথা? সমস্ত খুলে ব'লে শীঘ্র আমার উদ্বেগ দূর করুন! আমি যে এখনও কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

লক্ষ্মণ। শোন রামদাস! আমি তার পর সেই বিকট শব্দ লক্ষ্য ক'রে, শ্মশানে উপস্থিত হলেম, খানিক পরেই বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক গম্ভীর স্বরে একটি দৈববাণী কল্লেন। ওঃ!—এখনও তা মনে পড়লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—আর সেই কথাগুলি যেন রক্তাক্ষরে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

রাম। রক্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে?—বলেন কি মহারাজ?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ রামদাস! রক্তাক্ষরেই মুদ্রিত হয়ে রয়েছে! সেই দৈববাণীর তাৎপর্য্য জান্‌বার জন্য, আমি আর রণধীর সিংহ ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়েছিলেম। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা কল্লেন, তা অতি ভয়ানক, তোমার কাছে বলতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। তিনি বল্লেন যে, দৈববাণীর অর্থ এই যে, সরোজিনীকে দেবী চতুর্ভুজার নিকট বলিদান না দিলে চিতোর কিছুতেই রক্ষা পাবে না, আর বাপ্পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে যবন-সংগ্রামে প্রাণ না দিলে, আমার বংশে রাজ-লক্ষ্মী থাকবে না। দেখ রামদাস—পুত্রেরা যুদ্ধে প্রাণ দিক্!—কিন্তু বল দেখি, আমার স্নেহের পুত্তলী সরোজিনীকে আমি কোন্ প্রাণে বলিদান দি!

রামদাস। ওঃ, কি ভয়ানক কথা!—মহারাজ! আপনি এখনও তাতে সম্মতি দেন নি তো?

লক্ষ্মণ। সম্মতি?—ওঃ—সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না। আমার ন্যায় মূঢ়, দুর্ব্বলচিত্ত লোক আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নি। আমি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হই নি, কিন্তু সেই রণধীর সিংহ—বজ্রবৎ কঠিনহৃদয় রণধীর সিংহ—এই বলিদানের পক্ষে এরূপ অকাট্য যুক্তি সকল দেখাতে লাগ্‌লো যে, আমি তার কোন উত্তর দিতে পাল্লেম না,—কাজে কাজেই আমাকে সম্মত হতে হল। তার পর যখন আবার দেবী চতুর্ভুজা ভৎর্সনাচ্ছলে ভীষণ ভ্রূকুটি বিস্তার ক'রে আমার নিকটে আবির্ভূত হলেন, তখন আমার আর কোন উপায় রইল না।

রামদাস। মহারাজ! দেবী আপনার প্রতি এত নির্দ্দয় কেন হয়েছেন, বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—এ কি ভয়ানক আদেশ! প্রাণ থাক্‌তে আপনার দুহিতাকে কি কেউ কখন বলিদান দিতে পারে? মহারাজ! আপনি তো বলিদানে সম্মত হয়েছেন, এখন উপায় কি বলুন দিকি?

লক্ষ্মণ। রামদাস, শুধু সম্মত হওয়া নয়, আমি রণধীরের বাক্যে উত্তেজিত হয়ে তদ্দণ্ডেই সরোজিনীকে এখানে নিয়ে আস্‌বার জন্য মহিষীকে পত্র লিখেছি, তাঁকে এইরূপ ভাবে কৌশলে লেখা হয়েছে যে, "কুমার বিজয়সিংহ যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেই এখানে সরোজিনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছেন, অতএব তাকে সঙ্গে করে শীঘ্র নিয়ে আসবে।"

রামদাস। কিন্তু মহারাজ! রাজকুমার বিজয়সিংহকে কি আপনি ভয় কচ্চেন না? যখন তিনি জান্‌তে পারবেন যে, এইরূপ মিথ্যা বিবাহের ছল ক'রে এই দারুণ হত্যা-কাণ্ডের সংকল্প করা হয়েছে, তখন আপনি কি মনে করেন, তিনি নিশ্চেষ্ট থাক্‌বেন?

লক্ষ্মণ। রামদাস! আমি বিজয়সিংহের অবর্ত্তমানেই ঐ পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেম। তিনি যে এত শীঘ্র এখানে এসে পড়্‌বেন, তা আমি জান্‌তেম না। রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী কোন শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি মনে করেছিলেম, ঐ যুদ্ধ হতে প্রত্যাগমন কর্‌তে তাঁর অনেক বিলম্ব হবে, কিন্তু ঐ বীর পুরুষের অপ্রতিহত-গতি কার সাধ্য রোধ করে? বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবামাত্রই বিজয়-লক্ষ্মী তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তাঁর জয়বার্ত্তা এখানে না পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

রামদাস। মহারাজ! তিনি যদি এসে থাকেন, তা হলে আর কোন চিন্তা নাই! আপনিও যদি বলিদানে সম্মত হন, তা হলে বিজয়সিংহ আপনার পথের প্রতিবন্ধক হবেন।

লক্ষ্মণ। তুমি বল কি রামদাস? বিজয়সিংহের ন্যায় সহস্র বীরপুরুষ একত্র হলেও, রাণা লক্ষ্মণসিংহের পথের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমার প্রতিবন্ধক আর কেহই নয়, স্বভাবই আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক। স্বভাবের দৃঢ়তর বন্ধনই আমার হস্তকে আবদ্ধ করে রেখেছে। দেখ, রামদাস! যার মুখভাব একটু বিমর্ষ, একটু মলিন হ'লে আমার হৃদয়ে যেন শত শত শেল বিদ্ধ হয়, সেই প্রিয়তমা দুহিতা, কোথায় আমার সস্নেহ আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হবার আশায়, মহা হৃষ্টচিত্তে, দ্রুতগতি আসছে—না কোথায় সে এসে দেখ্‌বে যে, তার জন্য ভীষণ হাড়কাট প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এই কল্পনাটি কি ভয়ানক!

রামদাস। ওঃ! কি ভয়ানক! মহারাজ! এরূপ তো আমি স্বপ্নেও মনে করি নি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! এই নিষ্ঠুর বলি যে তোমার অভিপ্রেত, এ আমি কখনই প্রত্যয় কর্‌তে পারি নে, বোধ হয়, তুমি আমাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই এইরূপ আদেশ করেছ। (প্রকাশ্যে) রামদাস! তুমি আমার বিশ্বাসের পাত্র, এই জন্য তোমাকে সমস্ত কথা খুলে বল্লেম। দেখো যেন প্রকাশ না হয়।

রামদাস। আমার দ্বারা মহারাজ কিছুই প্রকাশ হবে না, কিন্তু যাতে রাজকুমারীর জীবনরক্ষা হয়, তার শীঘ্র একটা উপায় করুন।

লক্ষ্মণ। দেখ, রামদাস! আমি ইতিপূর্ব্বেই সুরদাসকে দিয়ে যে পত্রখানি মহিষীর কাছে পাঠিয়েছিলেম, সে পত্রখানি যদি তিনি পেয়ে থাকেন, তা হলে তো সরোজিনীকে নিয়ে এতক্ষণে চিতোর হতে যাত্রা করেছেন,—আর, তাঁরা এখানে একবার পৌঁছিলে আর কোন রক্ষার উপায় থাক্‌বে না। তবে

যদি, তাঁরা এখানে না আস্‌তে আস্‌তেই তুমি গিয়ে পথিমধ্যে রাজমহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই পত্র-খানি তাঁর হস্তে দিতে পার, তা হলে তাঁদের এখানে আসা বন্ধ হ'লেও হ'তে পারে।

রামদাস। মহারাজ! পত্রখানি দিন, এখনি আমি নিয়ে যাচ্চি।

লক্ষ্মণ। এই লও,—(পত্র প্রদান) তুমি শীঘ্র যাও, পথে যেন কোথাও বিশ্রাম ক'র না।

রামদাস। এই আমি চল্লেম মহারাজ!

লক্ষ্মণ। আর শোন রামদাস! দেখো যেন পথভ্রম না হয়, বরং এক জন নিপুণ পথ-প্রদর্শক সঙ্গে করে নিয়ে যাও, কারণ, যদি মহিষীর সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, আর সরোজিনী যদি একবারে এখানে এসে পড়ে, তা হলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। তখন ভৈরবাচার্য্য সৈন্য-মণ্ডলীর নিকট সেই দৈববাণীর অর্থ শুনিয়ে দেবে, সরোজিনীর বলিদানের জন্য সমস্ত সৈন্যই উত্তেজিত হয়ে উঠবে; যারা আমার শত্রুপক্ষ, তারা সেই সময় অবসর পেয়ে একটা বিরোধ ঘটিয়ে দেবে; আমার প্রভুত্ব, আমার রাজত্ব, তখন রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়ে উঠ্‌বে। অন্তরের কথা তোমাকে আমি ব'লে দিলেম, এখন যাও রামদাস—আর বিলম্ব ক'র না।

রামদাস। মহারাজ! পত্রের মর্ম্মটা আমার জানা থাক্‌লে ভাল হয় না? কেন না, যদি আমার কথার সঙ্গে পত্রের কোন অনৈক্য হয়——

লক্ষ্মণ। ঠিক্ বলেছ। পত্রের মর্ম্মটা তোমার শোনা আবশ্যক বটে। আমি রাজমহিষীকে এইরূপ লিখিছি যে, "কুমার বিজয়সিংহের মত-পরিবর্ত্তন হয়েছে, সরোজিনীকে বিবাহ কর্‌বার তাঁর আর আগ্রহ নাই, অতএব এখানে সরোজিনীকে নিয়ে আস্‌বার আবশ্যক করে না।" আরও তুমি এই কথা তাঁকে মুখে বল্‌তে পার যে, চিতোরের প্রথম আক্রমণকালে যবনশিবির হতে তিনি যে যুবতী মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন—লোকে বলে—তারি প্রতি তাঁর এখন অধিক অনুরাগ হয়েছে। আর সেই জন্য তিনি এখন সরোজিনীর প্রতি উপেক্ষা কচ্চেন। এই কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।—কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে না?—এ কি! বিজয়সিংহ যে এদিকে আসছেন, যাও যাও রামদাস, এই ব্যালা যাও—আর বিলম্ব কোরো না। বিজয়সিংহের সঙ্গে রণধীর সিংহও দেখ্‌ছি আস্‌ছেন।

[রামদাসের প্রস্থান।

বিজয়সিংহ ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। এই যে বিজয়সিংহ! এর মধ্যেই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রত্যাগত হয়েছ? ধন্য তোমার বিক্রম—যা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য, তা দেখ্‌ছি, তোমার পক্ষে অলস বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অতি সামান্য ও সহজ।

বিজয়। মহারাজ! এই সামান্য জয়-লাভে বিশেষ কোন গৌরব নাই। ভগবান্ করুন, যেন আরও প্রশস্ততর গৌরব-ক্ষেত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এইবার যবনদের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ করতে পারি—চিতোরপুরী রক্ষা করতে পারি—আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহের অপমানের যদি প্রতিশোধ দিতে পারি—যদি সেই লম্পট আল্লাউদ্দীনের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করতে পারি—তা হলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরে) মহারাজ! একটা জন-রব শুনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি,—শুন্‌তে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে এখানে এনে তাঁর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আমাকে চিরসুখী করবেন?

লক্ষ্মণ। (চমকিত হইয়া) আমার দুহিতা?—সরোজিনী? কে বল্লে তাকে এখানে আনা হবে?

বিজয়। মহারাজ! আপনি যে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেন?—তবে কি এ জনরবের কোন মূল নাই?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! বিজয়সিংহ এর মধ্যেই এ গোপনীয় কথা কি করে জান্‌তে পাল্লে?

রণধীর। (বিজয়সিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ তো আশ্চর্য্য হতেই পারেন! এই কি বিবাহের উপযুক্ত সময়? যে সময় যবনগণ চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ কচ্চে—যে সময় জন্মভূমির স্বাধীনতা নির্ব্বাণ হবার উপক্রম হয়েছে—যে সময় এমন কি—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট কত্তে হবে—স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহ খণ্ডন কত্তে হবে—এই সময় কি না আপনি বিবাহের উল্লেখ কচ্চেন? মহাশয়! এই সময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ভিন্ন কি আর কোন কথা শোভা পায়? এইরূপে কি তবে আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন?

বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কল্লে কোন কার্য্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন—কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন—কিন্তু বিজয়সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীরু ব্রাহ্মণের কার্য্য, পুরোহিত ভৈরবাচার্য্যের কার্য্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয়-বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষ্মণসিংহের প্রতি) মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা কচ্চি—বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মণ। দেখ বিজয়সিংহ, আমার মনের সঙ্কল্প এখনও কিছুই স্থির হয়নি,—জয়লাভের পক্ষে এবার আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হচ্চে।

রণধীর। মহারাজ! উদ্ধত, অহঙ্কারী, অত্যোৎসাহী যুবকেরা যাই বলুন না কেন, শুদ্ধ পৌরুষ দ্বারা জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ আপনি বেশ জানবেন যে, যদি দেবীকে পরিতুষ্ট কত্তে পারি, তা হলে তাঁর প্রসাদে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হব!

বিজয়। মহারাজ! আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হতে হতেই কেন এরূপ বৃথা সন্দেহ কচ্চেন? প্রাণপণে যুদ্ধ কল্লে বিজয়-লক্ষ্মী স্বয়ং এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন করবেন। মহারাজ! আমি দেবদ্বেষী নই,—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, শুভকার্য্যে দেবতারা কখনই বিঘ্ন দেন না।

লক্ষ্মণ। কিন্তু বিজয়সিংহ, ভৈরবাচার্য্যের নিকট দৈববাণীর কথা যেরূপ শোনা গেল,তাতে বোধ হচ্চে, দেবতারা যবনদের সহায় হয়েছেন!

বিজয়। মহারাজ! আমরা কি তবে এখন শূন্য হস্তে ফিরে যাব? আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যে সেই দুর্ম্মতি আল্লাউদ্দীন ছলক্রমে বন্দী করেছিল, আমরা কি তার প্রতিশোধ দেব না?

লক্ষ্মণ। তুমি ইতিপূর্ব্বে যখন যবনদের শিবির হতে একজন যবন-রাজকুমারীকে বন্দী করে এনেছিলে, তখন তার যথেষ্ট প্রতিশোধ দেওয়া হয়েছিল। যবনেরা তাতে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু দেখ, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল হয়েছেন, এখন কি—

বিজয়। মহারাজ! সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাক্‌লে মনুষ্য দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তার পর যা হবার তা হবে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কত্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হতে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য কত্তে বল্‌চেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে, পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্‌চে,—চলুন, আমরা সেইখানেই যাই। আমি যবনদিগের বিরুদ্ধে এখনি যেতে প্রস্তুত আছি। ভৈরবাচার্য্যের দৈববাণী যাই হউক না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।

লক্ষ্মণ। দেখ বিজয়সিংহ! সে দৈববাণী অলীক নয়, আমি স্বয়ং তা শুনেছি; দেবী চতুর্ভুজাকে এখন পরিতুষ্ট কত্তে না পাল্লে আমাদের জয়ের আর কোন আশা নাই

বিজয়। মহারাজ! বলুন, দেবীকে কিরূপে পরিতুষ্ট ক'ত্তে হবে?

লক্ষ্মণ। বিজয়সিংহ! তাঁকে পরিতুষ্ট করা সহজ নয়; তিনি যা চান, তা তাঁকে কে দিতে পারে?

বিজয়। মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাক্‌তে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আমি আর এখানে বিলম্ব কত্তে পারিনে, সৈন্যগণকে সজ্জিত কত্তে চল্লেম। পরামর্শ ক'রে আপনাদের কি মত হয়, আমাকে শীঘ্র বলবেন। যদি আর কেহই যুদ্ধে না যান,—আমি একাকীই যাব। আমার এই অসি যদি লম্পট আল্লাউদ্দীনের মস্তক ছেদন কত্তে পারে, তা হ'লেই আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করব।

[বিজয়সিংহের প্রস্থান।

রণধীর। শুনলেন তো মহারাজ! বিজয়সিংহ বল্লেন,—"পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাক্‌তে পারে?" দেখুন, উনিও স্বদেশের জন্য সব কত্তে প্রস্তুত আছেন।

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হা!

রণধীর। মহারাজ! ওরূপ দীর্ঘ নিশ্বাসের অর্থ কি? ঐ নিশ্বাসে আপনার হৃদয়ের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। আপনার দুহিতার শোণিত-পাত আশঙ্কায় আপনি কি পুনর্ব্বার আকুল হয়েছেন? এত অল্পকালের মধ্যেই আপনার প্রতিজ্ঞা বিচলিত হয়ে গেল? মহারাজ! বিবেচনা করে দেখুন, দেবী চতুর্ভুজা আপনার দুহিতাকে চাচ্চেন,—মাতৃভূমি আপনার দুহিতাকে চাচ্চেন—এখন কি আপনি তাঁদের নিরাশ কর্ব্বেন? আর যখন আপনি একবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন কি ব'লে আবার তা অন্যথা করবেন বলুন দেখি? আপনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করাতেই তো ভৈরবাচার্য্য মহাশয় সমস্ত রাজপুত-দিগকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যবনগণ নিশ্চয়ই আমাদের দেশ হ'তে দূরীভুত হবে। এখন যদি তারা জান্‌তে পারে যে, আপনি দেবীর আদেশ পালনে অসম্মত, তা হ'লে নিশ্চয়ই তারা ক্রোধান্ধ হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, তখন আপনার সিংহাসন পর্য্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হবে! এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হ'ন। আর মহারাজ! আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যবনগণ যে ছলক্রমে বন্দী করেছিল, তারই প্রতিশোধ দেবার জন্যই তো আমরা অস্ত্রধারণ করেছি। একজন স্বজাতীয়ের অবমাননা হয়েছে—আমরা কেবল এই জন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। আর আপনি কি না আপনার অতি আত্মীয় পিতৃতুল্য পিতৃব্য ভীমসিংহের অবমাননা সহ্য করবেন?

লক্ষ্মণ। হা! রণধীর—আমি যে দুঃখে দুঃখী, তা হতে তুমি বহু যোজন দূরে। আমার দুঃখ তুমি এখনও অনুভব কত্তে পাচ্চ না বলেই এরূপ উদারতা, এরূপ দেশানুরাগ প্রকাশ কত্তে সমর্থ হচ্চ। আচ্ছা, তুমিই একবার ভেবে দেখ দেখি—তোমার পুত্র বীরবলকে যদি এরূপ বলিদানের জন্য বন্ধন ক'রে, দেবী চতুর্ভুজার সমক্ষে আনা হয়, আর যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাক, তা হ'লে তোমার মনের ভাব তখন কিরূপ হয়?—এই ভয়ানক দৃশ্য কি তোমাকে একেবারে উন্মত্ত ক'রে তোলে না? তখন কি তোমার মুখ হ'তে এইরূপ উচ্চ উদার বাক্য সকল আর শোনা যায়? তখন তুমি নিশ্চয়ই রমণীর ন্যায় —শিশুর ন্যায়—অধীর হয়ে ক্রন্দন কত্তে থাক;—আর তখনই তুমি বুঝ্‌তে পার, আমার হৃদয়ে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। যা হোক্, তাই ব'লে আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ত্তে চাইনে—যখন একবার কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নাই। আমি তোমাকে আবার বল্‌চি, যদি আমার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তার বলিদানে আমি আর কিছুমাত্র বাধা দেব না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তার এখানে আসা না হয়,—তা হ'লে নিশ্চয় জানবে যে,আর কোন দেবতা আমার দুঃখে কাতর হয়ে তার জীবন রক্ষা কল্লেন। দেখ রণধীর! তোমাকে অনুনয় ক'চ্চি, তুমি এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি ক'র না।

সুরদাসের প্রবেশ।

সুর। মহারাজের জয় হোক্।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি কি সংবাদ!

সুর। মহারাজ! রাজমহিষী এবং রাজকুমারী এই শিবিরের সম্মুখস্থ বন পর্য্যন্ত এসেছেন—তাঁরা এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নাই—আমি এই সংবাদ দেবার জন্য তাঁদের আগে এসেছি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা! যে একটিমাত্র বাঁচ্‌বার পথ ছিল, তাও এখন রুদ্ধ হ'ল।

সুর। মহারাজ! গত চিতোর আক্রমণসময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে, রেযিওনারা বেগম নামে যে যুবতীকে বিজয়সিংহ বন্দী ক'রে এনেছিলেন, সেও তাঁদের সঙ্গে আস্‌ছে। এর মধ্যেই মহারাজ, তাঁদের আগমন-সংবাদ সকল জায়গায় প্রচার হয়ে গেছে। এর মধ্যেই সৈন্যেরা রাজকুমারী সরোজিনীর কল্যাণ কামনায় দেবী চতুর্ভুজার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা ক'চ্চে। আর এই কথা সকলেই বল্‌চে যে, মহারাজের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পৃথিবীতে অনেক থাক্‌তে পারেন, কিন্তু এমন ভাগ্যবান্ পিতা আর দ্বিতীয় নাই।

লক্ষ্মণ। তোমার কার্য্য তো শেষ হয়েছে, এখন তুমি বিদায় হ'তে পার।

সুর। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য——আমি চল্লেম।

[সুরদাসের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) বিধাতঃ!—তোমার নিষ্ঠুর সঙ্কল্প সিদ্ধ করবার জন্যই কি আমার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দিলে? এই সময় যদি আমি অন্তত একবার

স্বাধীনভাবে অশ্রুবর্ষণ কত্তে পারি, তা হ'লেও হৃদয়ের গুরুভারের কিছু লাঘব হয়, কিন্তু রাজাদের কি শোচনীয় অবস্থা!—আমরা ক্রীতদাসেরও অধম —লোকে কি বল্‌বে,এই আশঙ্কায় একবিন্দু অশ্রুপাতও কত্তে পারি নে! জগতে তার মত হতভাগ্য আর কে আছে, যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই! (প্রকাশ্যে) রণধীর! আমাকে মার্জ্জনা করবে—আমি আর অশ্রু সংবরণ কত্তে পাচ্চিনে।—মনে কর না তাই বলে আমার সঙ্কল্পের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়েছে—না, তা নয়,—আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নাই। কিন্তু রণধীর, তুমিও তো একজন পিতা—এই অবস্থায় পিতার মন কিরূপ হয়, তা কি তুমি কিছুমাত্র অনুভব কত্তে পাচ্চ না? এখন কোন্ প্রাণে বল দেখি—

রণধীর। মহারাজ! সত্য, আমারও সন্তান আছে, —পিতার যে হৃদয়ের ভাব, তা আমি বিলক্ষণ অনুভব কত্তে পারি। আপনি হৃদয়ে যে আঘাত পেয়েছেন, তাতে আমার হৃদয়ও যার-পর-নাই ব্যথিত হচ্চে। ক্রন্দনের জন্য আপনাকে দোষ দেওয়া দূরে থাক্, আমারও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মহারাজ, আপনার এখন এইটি বিবেচনা ক'ত্তে হবে,মর্ত্ত্য-স্নেহের উপরোধে দৈববাণীর কি অবমাননা করা উচিত? দেবীর দুরতিক্রম্য বিধানে আপনার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়েছেন—ভৈরবাচার্য্য মহাশয় তা জান্‌তে পেরে বলিদানের জন্য প্রতীক্ষা কচ্চেন—এখন বিলম্ব দেখ্‌লে তিনি স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হবেন। এখন আমরা দুই জন মাত্র এখানে আছি, এই অবসরে মহারাজ অশ্রুবর্ষণ ক'রে হৃদয়ের গুরুভারের লাঘব করুন, আর সময় নাই।

লক্ষণ। (স্বগত) এখন আর কোন উপায় নাই—আমি জানি, আমি তার রক্ষার জন্য যতই কেন চেষ্টা করি না—সকলি ব্যর্থ হবে। দৈবের প্রতিকূলে দুর্ব্বল মানবের চেষ্টা বিফল। দেবি চতুর্ভুজে! একটি নির্দ্দোষী অবলার শোণিত-পান বিনা তোমার তৃষ্ণা কি আর কিছুতেই নিবারণ হবে না? হা!—(কিয়ৎ কাল পরে,—প্রকাশ্যে রণধীরের প্রতি) আচ্ছা, তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাচ্চি। কিন্তু দেখ রণধীর! ভৈরবাচার্য্যকে বিশেষ করে বারণ করে দেবে, যেন বলিদানের বিষয় আর কেহই না জান্‌তে পারে। বিশেষতঃ এ কথা যেন মহিষীর কানে না ওঠে। তিনি এ কথা শুন্‌তে পেলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হবে। রণধীর! আমি কৃতসংকল্প হয়েছি, এখন কেবল মহিষীকে—সরোজিনীর জননীকেই ভয়।

রণধীর। মহারাজ! আপনার ভয় নাই, এ কথা আর কেহই জান্‌তে পারবে না;—আমি চল্লেম।

[রণধীর সিংহের প্রস্থান।

লক্ষণ। (স্বগত) হিমাচল! বিন্ধ্যাচল! তোমাদের কঠিনতম দুর্ভেদ্য পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত কর; কিন্তু না,—তোমরাও তত কঠিন নও,—তোমরাও দুর্ব্বল-হৃদয়, তোমরাও বিগলিত তুষাররূপ অশ্রুবারি বর্ষণ ক'রে ক্ষীণতার পরিচয় দেও। জগতের আরও যদি কিছু কঠিনতর সামগ্রী থাকে,—লৌহ—বজ্র—তোমরা এস,—কিন্তু না—না—পাষাণই হোক্,—লৌহই হোক্,—বজ্রই হোক্, সকলই শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখনি সেই নির্দ্দোষী সরলা বালা একবার করুণ স্বরে পিতা ব'লে সম্বোধন করবে।—হা! আমি কি এখন পিতা নামের যোগ্য?—আমি কি সরোজিনীর পিতা?—না —আমি তার পিতা নই—আমি তার কৃতান্ত——অতি দারুণ নিষ্ঠুর কৃতান্ত।

[লক্ষণসিংহের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর রাজবাটী।

সম্রাট্ আল্লাউদ্দীন এবং উজির ও ওমরাগণ সমাসীন।

আল্লা। দেখ উজির, মহম্মদ আলি যে ছদ্মবেশে হিন্দুমন্দিরের পুরোহিত হয়ে আছে, তার কাছ থেকে তো এখনও কোন খবর এল না। বল দেখি, এখন কি কর্ত্তব্য? তার অপেক্ষা না করে এখনি চিতোর আক্রমণ করা যাক্ না কেন?

উজির। জাহাঁপনা! গোলামের বিবেচনায় একটু অপেক্ষা করা ভাল। আজ তার ওখান থেকে একজন লোক আস্‌বার কথা আছে। হিন্দুদের

মধ্যে মহম্মদআলির যেরূপ মান সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব হয়েছে, আর সে যেরূপ চতুর লোক, তাতে যে সে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারবে, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ওদের মধ্যে যে বিজয়সিংহ আর রণধীরসিংহ নামে দুই জন প্রধান যোদ্ধা আছে, তাদের মধ্যে যদি সে কোন কৌশলে বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারে, তা হলে আমরা অনায়াসে চিতোর জয় কত্তে সমর্থ হব। হুজুরের বোধ হয়, স্মরণ থাকতে পারে যে, আমাদের প্রথমবারের আক্রমণে কেবল ঐ দুই যোদ্ধার বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল।

আল্লা। কি বল্লে উজির, তাদের বাহুবলে চিতোর রক্ষা পেয়েছিল? হিন্দুদের আবার বাহুবল? আমি কি মনে কল্লে সেইবারই চিতোরপুরী ভূমিসাৎ কত্তে পাত্তেম না?

উজির। তার আর সন্দেহ কি? হুজুরের অসাধ্য কি আছে? আপনি মনে কল্লে কি না কত্তে পারেন?

১ম ওমরাও। হুজুর সেবার তো মেহেরবাণি করে হিন্দুদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

২য় ওমরাও। তার সন্দেহ কি?

আল্লা। কিন্তু সেবার সেই চতুরা হিন্দু-বেগম পদ্মিনী বড় ফিকির করে তার স্বামী ভীমসিংহকে এখানকার কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিল। আমি মনে করেছিলেম, তার সঙ্গে যত পাল্কি এসেছিল, তাতে বুঝি তার দাসী ও সহচরীরা আছে—তা না হয়ে, হঠাৎ কি না তার ভিতর থেকে অস্ত্রধারী রাজপুত-সৈন্য সব বেরিয়ে পড়্‌ল——ভাগ্যি আমরা সেদিন খুব হুঁসিয়ার ছিলেম ও আমাদের সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল, তাই রক্ষে—

উজির। জাঁহাপনা! সে দিন আমাদের পক্ষে বড় ভয়ানক দিন গেছে।

আল্লা। দেখ উজির, এবার চিতোরে গিয়ে এর বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিতে হবে। এবার দেখ্‌ব, পদ্মিনী-বেগম কেমন তার সতীত্ব রাখ্‌তে পারে? হিন্দুরাজাকে আমি এত করে বল্লেম যে, পাদ্মনী বেগমকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেই চিতোরপুরী নিরাপদ হবে, তা সে কিছুতেই শুন্‌লে না—আচ্ছা, এবার দেখ্‌ব কে তাকে রাখে?

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! পদ্মিনীর কথা কি, হুজুরের হুকুম হলে আমি স্বর্গের পরীও ধরে এনে দিতে পারি। চিতোর সহরে একবার প্রবেশ কল্লেই হুজুর দেখবেন, আপনার পদতলে শত শত পদ্মিনী গড়াগড়ি যাবে।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা, সে বিষয়ে তোমাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করা গেল। তুমি সে যুদ্ধের উপযুক্ত যোদ্ধা বটে।

১ম ওমরাও। গোলামের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ হল। এমন উচ্চ পদ আর কারও হবে না। আমাকে হুজুর রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দিলেও আমি এত খুসি হতেম না। হুজুর সেখানে আমার বীরত্ব দেখবেন। (যোড়হস্তে) হুজুর! বেয়াদবি মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—— চিতোর আক্রমণের আর কত বিলম্ব আছে?

আল্লা। কি হে, তোমার দেখ্‌ছি আর দেরি সয় না।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, শুভ কার্য্যে বিলম্ব করাটা ভাল নয়।

আল্লা। আচ্ছা, তুমি এই বৃদ্ধবয়সে যুদ্ধে যেতে কিসে এত সাহসী হচ্চ বল দেখি?

১ম ওমরাও। হুজুর! বয়স এমন কি হয়েছে —হদ্দ ষাট্। আর বিশেষ আপনি আমাকে যে পদ দিয়েছেন, তাতে বোধ হচ্চে যেন আমার নব যৌবন ফিরে এল। আর এমন কার্য্যে যদি প্রাণ না দেব, তবে আর দেব কিসে?

আল্লা। সে যা হোক্, দেখ উজির! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। তার চিহ্নমাত্রও যেন পরে কেউ দেখ্‌তে না পায়।

উজির। হুজুর! কাফেরদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য বটে।

সকল ওমরাও। অবশ্য—অবশ্য, তার সন্দেহ কি —তার আর সন্দেহ কি।

২য় ওমরাও। আমাদের বাদ্‌শাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি।

৩য় ওমরাও। আমাদের বাদ্‌শার মত ভক্ত মুসলমান কি আর দুটি আছে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। খোদাবন্দ! হিন্দু-মন্দির থেকে একজন লোক এসেছে, সে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে চায়।

আল্লা। আচ্ছা, তাকে এখানে নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞা হুজুর।

[রক্ষকের প্রস্থান।

(ফতেউল্লার প্রবেশ)

আল্লা। কি খবর?

ফতে। (কম্পমান)

আল্লা। আরে—এত কাঁপচে কেন? কথার উত্তর নাই? উজির! কোন মন্দ সংবাদ নয় তো?

উজির। জাঁহাপনা! ও মূর্খ চাষা লোক, বাদশার কাছে কিরূপ কথা কইতে হয়, তা জানে না, তাইতে বোধ হয় ভয় পাচ্চে।

আল্লা। কি খবর এনেছিস্ বল্, ভয় নেই।

ফতে। চাচাজি তোমায় এ পত্রখানা দেলে। (পত্র প্রদান)

উজির। আরে বেয়াদব! জাঁহাপনা বল্।

আল্লা। উজির! ওকে যা খুসি তাই বল্‌তে দেও, না হলে ভয় পেলে, আর কিছুই বল্‌তে পার্‌বে না। (ফতের প্রতি) পত্র কে পাঠিয়েছে?

ফতে। চাচাজি দেলে।

আল্লা। চাচাজি আবার কে?

ফতে। তোমরা যারে মহম্মদ আলি কও, হ্যাদুরা তেনারে ভরু চাচাজি কন।

আল্লা। উজির! পত্রখানা পাঠ করে দেখ দেখি, কি লিখেছে। (পত্র প্রদান।)

উজির। [পত্র পাঠ]

শাহেনশা বাদশা আল্লাউদ্দিন
প্রবল-প্রতাপেষু—

গোলামের বহুত বহুত সেলাম। আমি হিন্দু-রাজাদের মধ্যে এক রকম বিবাদের সূত্রপাত করেছি। যখন বিবাদ খুব প্রবল হয়ে উঠ্‌বে, তখন এ গোলাম জাঁহাপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবে। সেই সময় চিতোর আক্রমণ কল্লে, নিশ্চয় জয় লাভ হবে। আমার এইমাত্র প্রার্থনা, গোলামকে পায়ে রাখবেন।

নিতান্ত অনুগত আশ্রিত ভৃত্য—
মহম্মদ আলি।

আল্লা। এ সু-খবর বটে। উজির! ওকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়ে বিদায় কর।

উজির। যে আজ্ঞে। আয়, আমার সঙ্গে আয়।

ফতে। (স্বগত) বক্‌সিস্!—ছুট প্যাজির তরকারি প্যাট্‌ভরি খাতি পালিই এখন বত্তাই—নৈবিদ্দির চাল কলা খাতি খাতি মোর জান্‌টা গ্যাছে।

[উজির ও ফতের প্রস্থান।

১ম ওমরাও। (স্বগত) আঃ—উজির বেটা গেল, বাঁচা গেল, ও ব্যাটা থাক্‌লে কাজকর্ম্মের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই হবার যো নেই। (প্রকাশ্যে) হুজুর! বেয়াদবি মাপ করবেন, গোলামের একটি আর্জ্জি আছে, যদি হুকুম হয়—

আল্লা। আচ্ছা, কি বল।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! উজির সাহেব দেখ্‌ছি হুজুরকে একচেটে কর্‌বার উদ্যুগ করেছেন। সময় নাই, অসময় নাই,—যখন তখন উনি উড়ে এসে জুড়ে বসেন। যখন দরবারের সময় হবে, তখনই ওঁর এক্‌তিয়ার, তখন উনি যা খুসি তাই কত্তে পারেন। কিন্তু এ সময় কোথায় হুজুর একটু আরাম কর্‌বেন, আমরা দুট খোসগল্প শোনাব, না—এ সময়েও উনি এসে হুজুরকে পেয়ে বস্‌বেন।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) হাঁ, আমি জানি, উজির গেলেই তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগে!

১ম ওমরাও। (করযোড়ে) আজ্ঞে, আমাদের শুধু নয়—হুজুরেরও।

আল্লা। তোমার সঙ্গে দেখ্‌ছি, কথায় আঁটা ভার। আচ্ছা, বল দেখি, এখন কি করা যায়?

১ম ওমরাও। হুজুর! এমন সু-খবর আজ পাওয়া গেল, এখন একটু নাচ-গান হ'লে হয় না? নর্ত্তকীরাও হাজির আছে, যদি অনুমতি হয়—

আল্লা। আচ্ছা, তাদের ডাক।

১ম ওমরাও। যে আজ্ঞা হুজুর।

(১ম ওমরাওয়ের প্রস্থান ও নর্ত্তকীগণকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

নৃত্য ও গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—তাল কাশ্মীরি খেম্‌টা।

সমরো তেগ অদা কো জরা শুনোতো সহি,
নেহি পয়মাল করো মল্‌কে হাতোমে মেদি,
কিসিকি খুন করেগি হেনা শুনতো সহি।
গজরা হ্যায় তোম্ ফুল পঞ্জ দেখ্ নাম ইয়ারো
অগলি কহুই সরমোইয়া শুনোতো সহি

আল্লা। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত [গাত্রোত্থান] ওদের বক্‌সিস্ দিয়ে বিদায় কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাণা লক্ষ্মণসিংহের শিবির-সন্নিকটবর্ত্তী উদ্যান।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ)

রোষেনারা। এস ভাই! আমরা এখানে একটু ব্যাড়াই—দেখেছ এই বাগানটি কেমন নির্জ্জন! রাজকুমারী সরোজিনী এখন তাঁর বাপের সঙ্গে দেখা করুন—কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা করুন—আমাদের সেখানে গিয়ে কি হবে? আমাদের আর জুড়োবার স্থান কোথায় বল? আমরা এস ততক্ষণ এখানে মন খুলে আমাদের দুঃখের কথা কই। দেখ ভাই, আমার ইচ্ছে হয়, এই ঝাউগাছের তলায় আমি রাত-দিন বসে থাকি—ঝাউগাছে কেমন একটি বেশ শোঁ শোঁ শব্দ হয়, এই শব্দটি আমার বড় ভাল লাগে।

মোনিয়া। তোমার ভাই আজকাল এ রকম ভাব দেখছি কেন? সারাদিনই নিরালা ব'সে ব'সে কাঁদ—কারও সঙ্গে মিশতে ভালবাস না—এর মানে কি? আমার ভাই, সেই অশুভ দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, যে দিন হিন্দুরা আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমাকে জোর করে বন্দী কল্লে—আর সেই বিজয়ী রাজপুত রক্তমাখা হাতে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তখন তো ভাই তোমার এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়েনি। যে সময় কাঁদবার সময়, সে সময় কাঁদলে না, আর এখন কি না সারা দিনই তোমাকে কাঁদতে দেখি; এখন তো বরং যাতে তুমি সুখে থাক, সকলে সেই চেষ্টাই কচ্চে। রাজকুমারী সরোজিনী তোমাকে মনের সঙ্গে ভালবাসেন,—তিনি আপনার বোনের মতন তোমাকে দেখেন, তোমার দুঃখে তিনি কত দুঃখ করেন—তোমার থাক্‌বার জন্য আলাদা একটা বাড়ী করে দিয়েছেন—আর দেখ সখি! রাজকুমারী আমাদের ভালবাসেন ব'লে, কেউ আমাদের মুসলমান বলে ঘৃণা কত্তেও সাহস পায় না—বরং সকলে আমাদের আদর করে। এখন তো ভাই, তোমার দুঃখের কোন কারণই দেখ্‌তে পাইনে।

রোষেনারা। তুমি বল কি?—আমার আবার দুঃখের কারণ নেই? আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে বল দিকি? দেখ, ছেলেব্যালা থেকেই আমি অপরিচিত লোকদের হাতে রয়েছি; পিতা-মাতার স্নেহ যে কিরূপ, তা আমার জীবনের মধ্যে একবারও জানতে পাল্লেম না। আমার পিতা-মাতা যে কে, তাও আমি জানিনে। একজন গণক একবার এইমাত্র গুণে বলেছিল যে, যখনি আমি তাঁদের জানতে পারবো, তখনি আমার মরণ হবে।

মোনিয়া। সখি! অমন অলক্ষণে কথা মুখে এন না। গণকের কথায় প্রায়ই দ্বিভাব থাকে। বোধ করি, ওর আর কোন মানে হবে।

রোষেনারা। না ভাই, এরূপ অবস্থার চেয়ে আমার মরণই ভাল। দেখ সখি! তোমার বাপ আমার জন্ম-বৃত্তান্ত সমস্তই জানতেন,—তিনি একবার আমাকে ব'লেও ছিলেন যে, আমার পিতা-মাতার কথা আমাকে একদিন গোপনে বল্‌বেন—কিন্তু ভাই, আমার এমনি পোড়া অদৃষ্ট যে, তার পরেই তাঁর মৃত্যু হল! কুমার বিজয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি বীর-শয্যায় শয়ন কল্লেন—আমরাও সেই দিন বন্দী হলেম।

মোনিয়া। আমাদের ভাই অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে—তা নিয়ে এখন বৃথা দুঃখ করলে কি হবে? আমি শুনেছি, এখানকার হিন্দু-মন্দিরের একজন পুরুত আছেন—তিনি নাকি যে কোন প্রশ্ন হয়, গুণে বল্‌তে পারেন। তা—তাঁর কাছে এক দিন লুকিয়ে গেলে, তিনি হয়তো তোমার জন্মের কথা সব বলে দিতে পারেন। আর কুমার বিজয়সিংহও আমাকে বল্‌ছিলেন যে, সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেলেই তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন। তা হলেই ভাই আমরা দেশে চলে যাব।

রোষেনারা। কি ব'ল্লে ভাই?—সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়সিংহের বিবাহ?—(স্বগত) হা! কি কথা শুনলেম! (প্রকাশ্যে) বিবাহের কি সব ঠিক্ হয়ে গেছে?—এ কথা ভাই তুমি আমাকে আগে বলনি কেন?

মোনিয়া। আমিও ভাই এ কথা আগে টের পাইনি—সবে এই মাত্র শুনলেম।

রোষেনারা। আমি শুধু এই কথা শুনেছিলেম যে, সরোজিনীকে রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন—কেন যে

ঢেকেছেন, তা ঠিক্ টের পাইনি—কিন্তু এ আমার তখন মনে হয়েছিল যে, সরোজিনীর অবিশ্যি কোন একটা সু-খবর এসেছে।

যোনিয়া। সরোজিনীর বিবাহ হল কি না হল, তাতে ভাই তোমার কি এল গেল? এ কথা শুনে তুমি এত উতলা হলে কেন?

রোষেনারা। হা!—আমার সকল বিপদের চেয়ে, যদি এই কাল-বিবাহকে আমি অধিক বিপদ্ মনে করি, তা হলে তুমি কি ভাই আশ্চর্য্য হও?

যোনিয়া। ও কি কথা ভাই?

রোষেনারা। আমার যে কি দুঃখ, তা তুমি তখন বুঝ্‌তে পাচ্ছিলে না। এখন তবে শোন। তা শুন্‌লে তুমি বরং আরও আশ্চর্য্য হবে যে, কি করে এখনও আমি বেঁচে আছি। আমি যে অনাথা হয়েছি, সে আমার দুঃখের কারণ নয়; আমি যে পরাধীন হয়েছি,—সেও আমার দুঃখের কারণ নয়, —আমি যে বন্দী হয়েছি, তাও আমার দুঃখের কারণ নয়; আমার দুঃখের কারণ আমার নিজেরই হৃদয়। তুমি ভাই, শুন্‌লে অবাক্ হবে যে, সেই মুসলমানদের কাল-স্বরূপ কুমার বিজয়সিংহ, যিনি আমাদের সকল দুঃখের মূল, যিনি নির্দ্দয় হয়ে আমাকে এখানে বন্দী করে এনেছেন, যিনি বিদেশী, যিনি বিধর্ম্মী, যাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই নেই, যাঁর নামমাত্র শুন্‌লেও আমাদের মনে ঘৃণা হওয়া উচিত, ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই—

যোনিয়া। ও কি ভাই?—বল্‌তে বল্‌তেই যে চুপ কল্লে?

রোষেনারা। ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই—আমার—প্রাণের বন্ধু—আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব!

যোনিয়া। বল কি সখি! এর একটু বাষ্পও তো আমি পূর্ব্বে জান্‌তে পারিনি।

রোষেনারা। আমি মনে করেছিলেম, এই কথাটি আমার অন্তরের মধ্যেই চিরকাল রাখ্‌বো, কিন্তু সখি, তোমার কাছে আর আমি গোপন কত্তে পাল্লেম না; যা হ'ক, আর না—হৃদয়ের কথা হৃদয়েই থাক।

যোনিয়া। সখি! আমাকেও বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্চ? এই কি তোমার ভালবাসা? সব কথা খুলে না বল্লে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। এমন শত্রুর উপর তোমার কি করে ভালবাসা হ'ল, আমার জান্‌তে ভারি ইচ্ছে হচ্চে।

রোষেনারা। সে কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? কুমার বিজয়সিংহ কি আমার দুঃখে কিছু-মাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন? তিনি কি আমার কোন উপকার করেছিলেন? তবে কেন আমি তাঁকে ভালবাস্‌লেম?—কেন যে আমি তাঁকে ভাল-বাসলেম, তা ভাই আমি নিজেই জানিনে। আচ্ছা, যে দিন আমি বন্দী হয়েছিলেম, সেই ভয়ানক দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

যোনিয়া। মনে পড়ে না আবার,—বেশ মনে পড়ে।

রোষেনারা। মনে আছে,—কতক্ষণ ধরে আমাকে সেই কারাগারের মধ্যে থাক্‌তে হয়েছিল? —তোমাকে ভাই বল্‌ব কি, সেখানে এমনি অন্ধকার যে, মনে হচ্চিল যেন আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে গেল,—তার পর কতক্ষণ বাদে যখন একটু আলো দেখা গেল, তখন যেন আমি বাঁচলেম, কিন্তু তার পরেই দেখতে পেলেম, দুট রক্ত-মাখা হাত আমার সম্মুখে উপস্থিত,—দেখেই তো আমি একেবারে চম্‌কে উঠলেম। তার পর ভাই, সেই হাত ক্রমে স'রে স'রে এসে আমার শেকল খুলে দিলে। সেই শক্ত, কঠোর হাত স্পর্শমাত্রেই আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁটা দিয়ে উঠল,—আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলেম।—তার পর কে যেন গম্ভীর স্বরে আমাকে এই কথা বল্লে,—"যবন-দুহিতা! ওঠ।" আমি অমনি তাঁর কথায় ভয়ে ভয়ে উঠ্‌লেম; কিন্তু তখনও মুখ ফিরিয়ে ছিলেম,—তখনও তাঁর দিকে তাকাতে আমার সাহস হয়নি।

যোনিয়া। আমি হ'লে ত ভাই একেবারে ভয়ে ম'রে যেতেম—তার পর?

রোষেনারা। তার পর যখন তিনি ভাই আমার সুমুখে এলেন,—হঠাৎ তাঁর দিকে আমার চোখ পড়ল। কি কুক্ষণেই আমি যে তাঁকে সেই দেখে-ছিলেম, সেই দেখাই ভাই, আমার কাল হ'ল। কোথায় আমি মনে করেছিলেম, সয়তানের মত কোন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখব, না, কোথায় ইসক্ প্যায়-গম্বরের মত তেজস্বী পরম সুন্দর একজন যুবা পুরুষের মুখ দেখলেম। আমি কত ভৎর্সনা কর্‌ব মনে করেছিলেম, কিন্তু সে সব যেন আমার মুখে

আট্‌কে গেল। তখন ভাই মনে হ'ল যেন, আমার হৃদয়ই আমার বিপক্ষ হয়েছে। তার পর তিনি এমনি কোমল স্বরে বল্লেন—"সুন্দরি! আমায় দেখে কি ভয় পেয়েছ?—ভয় নাই। আমার সঙ্গে এস। রাজপুত বীর স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা জানে।" এই কথাগুলিতে ভাই আমার হৃদয়ের তার যেন একেবারে বেজে উঠলো। তখন, মন্ত্রে মুগ্ধ হ'লে সাপ যে রকম হয়, আমি ঠিক সেই রকম হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লেম। সেই অবধিই ভাই আমার শরীর শুধু নয়, আমার হৃদয়ও চিরকালের জন্য তাঁর কাছে বন্দী হয়ে রয়েছে। রাজকুমারী সরোজিনী আমাকে সখীর মত ভালবাসেন,—বোনের মত যত্ন করেন সত্যি—কিন্তু জানেন না যে, একটি কালসাপিনীকে তিনি ঘরের মধ্যে পুষছেন। তোমার কাছে ভাই বল্‌তে কি, রাজকুমারী আমাকে হাজার ভালবাসুন, আমি তাঁর ভাল কিছুতেই দেখতে পার্‌ব না—বিশেষ, তিনি যে কুমার বিজয়সিংহের প্রেমে সুখী হবেন, এ তো ভাই আমার প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না!

মোনিয়া। সখি! বিজয়সিংহ হ'ল হিন্দু, তুমি হ'লে মুসলমান, তুমি তাঁর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি করে কর বল দিকি? তার চেয়ে বরং তোমার এখানে না আসাই ভাল ছিল। বিজয়সিংহের সঙ্গে রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখলেই তুমি মনের আগুনে পুড়্‌বে বৈ তো নয়? সখি! কেন বল দিকি, এ বৃথা যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বার জন্যে চিতোর থেকে এলে?

রোষেনারা। আমি মনে করেছিলেম, এখানে আস্‌ব না. কিন্তু কে যেন আমার অন্তরের অন্তর থেকে বল্‌ছে লাগল যে, "যাও,—এই বেলা যাও, সরোজিনীর সুখের দিন উপস্থিত,—তুমি গিয়ে তার পথে কণ্টক দাও, তোমার মত হতভাগিনীর সংসর্গে তার একটা না একটা অমঙ্গল হবেই হবে।" আমি সেইজন্যই ভাই, এখানে এসেছি; আমার জন্ম-বৃত্তান্ত জানবার জন্যে আমি তত উৎসুক নই। যদি সরোজিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়, যদি বিজয়সিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তা হলে ভাই নিশ্চয় জান্‌বে, আমার পৃথিবীর দিন শেষ হয়ে এলো।

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই? তুমি কি করে বিজয়সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ আটক কর্‌বে বল দিকি? সে কখনই সম্ভব নয়; তার চেয়ে ভাই বিজয়সিংহকে একেবারে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

রোষেনারা। হা! এ জন্মে কি ভাই তাঁকে আর ভুল্‌তে পার্‌বো?

(অন্যমনে গীত)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

"তাঁরে ভুলিব কেমনে?
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপনারি জেনে;
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি, করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।"

মোনিয়া। কে ভাই আস্‌চে।

রোষেনারা। এ কি! রাজা আর সরোজিনী যে এই দিকে আস্‌চেন, আমার গান তো শুন্‌তে পান্ নি?—এস ভাই আমরা ঐ গাছের আড়ালে লুকোই।

(বৃক্ষের অন্তরালে উভয়ের অবস্থান)

(লক্ষ্মণসিংহ ও সরোজিনীর প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ!—আমি আর বাছার মুখের দিকে চাইতে পাচ্চিনে।

সরোজিনী। পিতঃ! মুসলমানদের সঙ্গে কবে যুদ্ধ হবে?

লক্ষ্মণ। বৎসে, আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই। আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ পিতা হলে তোমার উপযুক্ত হ'ত।

সরোজিনী। পিতঃ! ও কি কথা? আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আপনার কিসের অভাব? আপনার ন্যায় মান-মর্য্যাদা আর কোন্ রাজার আছে?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আহা! এই সরলা বালা কিছুই জানে না,—পিতা যে তোর কৃতান্ত, তা তুই এখনও টের পাস্‌নি,—

সরোজিনী। আপনি কি ভাবচেন? মধ্যে মধ্যে ওরূপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌চেন কেন? আমি কি কোন অপরাধ করেছি? আপনার বিনা আদেশে আমার কি এখানে আসা হয়েছে? তবে কেন ওরূপভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন?

লক্ষ্মণ। না বৎসে! তোমার কোন অপরাধ হয় নি। এখানে যুদ্ধসজ্জার জন্য নানা ভাবনা না কি

ভাবতে হচ্চে, তাতেই বোধ হয়, তুমি আমায় অমন দেখ্‌ছ।

সরোজিনী। এ তো সে রকম ভাবনা বলে বোধ হয় না। আপনাকে দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন অন্তরের মধ্যে আপনার কি একটা ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। পিতঃ! বলুন কি হয়েছে? এ রকম ভাব তো আপনার কখনই দেখিনি।

লক্ষ্মণ। হা বৎসে!

সরোজিনী। আপনি কেন অমন করে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌চেন? বলুন কি হয়েছে।

লক্ষ্মণ। বৎসে!——আর কি বল্‌ব!——মুসলমানেরা——

সরোজিনী। মা চতুর্ভুজা! যাদের জন্যে পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর।

লক্ষ্মণ। বৎসে! মুসলমানেরা শীঘ্র নিপাত হবার নয়, তার পূর্ব্বে অনেক অশ্রুপাত কর্‌তে হবে—হৃদয়ের রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক কর্‌তে হবে।

সরোজিনী। দেবী চতুর্ভুজা যদি আমাদের উপর প্রসন্না থাকেন, তা হলে আর কিসের ভাবনা?

লক্ষ্মণ। বৎসে! দেবী চতুর্ভুজা এখন আমার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় হয়েছেন।

সরোজিনী। সে কি পিতঃ—এই জন্যই কি তবে ভৈরবাচার্য্য দেবীকে প্রসন্ন কর্‌বার আশায় যজ্ঞের আয়োজন কচ্চেন?

লক্ষ্মণ। হাঁ বৎসে!

সরোজিনী। যজ্ঞ কি শীঘ্রই হবে?

লক্ষ্মণ। এই যজ্ঞ যতই বিলম্বে হয়, ততই ভাল, কিন্তু ভৈরবাচার্য্য শুনুচি তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌বেন না।

সরোজিনী। কেন, বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন কি? যত শীঘ্র অমঙ্গলের শান্তি হয়, ততই তো ভাল। এই যজ্ঞ দেখ্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছে কচ্চে। পিতঃ! আমরা কি সেখানে থাক্‌তে পাব?

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) হা!—

সরোজিনী! পিতঃ! আমরা কি সেখানে থাক্‌তে পাব না?

লক্ষ্মণ। (উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া) পাবে। আমি এখন চল্লেম, হা!——

[লক্ষ্মণসিংহের বেগে প্রস্থান।

[রোষেনারা ও মোনিয়ার অন্তরাল হইতে নির্গমন।

সরোজিনী! এ কি? তোমরা ভাই এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

রোষেনারা। আমরা ভাই এইখানেই বেড়াচ্ছিলেম। তার পর রাজা আস্‌ছেন দেখেই ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম।

সরোজিনী। দেখ ভাই রোষেনারা, আগে পিতা আমাকে দেখ্‌লে কত আদর কত্তেন, আজ তা কিছুই কল্লেন না; খুসি হওয়া দূরে থাক্, আমাকে দেখে আরও যেন তাঁর মুখ ভার হল, আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কইলেন না, এর ভাব কি বল দিকি? আমার ভাই মনে কেমন একটা ভয় হচ্চে! আমার উপর পিতার এরূপ তাচ্ছিল্য-ভাব আমি তো আর কখনই দেখিনি। আমার বোধ হচ্চে, কি যেন একটা বিপদ্ শীঘ্র ঘটবে। মা চতুর্ভুজা! আমার যাই হোক্, আমার পিতার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

রোষেনারা। কি রাজকুমারি! তোমার বাপ আজ তোমার সঙ্গে একটু কম কথা কয়েছেন বলে তুমি এত অধীর হয়েছ? আমি যে আজন্মকাল বাপ-মা-হারা হয়ে অনাথার মত বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্চি—আমার তুলনায় তোমার দুঃখ তো কিছুই নয়। বাপ যদি তোমায় অনাদর করে থাকেন তো তোমার মা আছেন, মায়ের কোলে গিয়ে সান্ত্বনা পেতে পার; আর মা বাপ যদি দুজনেই তোমায় অনাদর করেন, কুমার বিজয়সিংহ তো আছেন—

সরোজিনী। তিনি ভাই কোথায়? আমি এসে অবধি তো তাঁকে এখানে একবারও দেখ্‌তে পেলেম না। (স্বগত) আমি যে মনে করেছিলেম, তিনি আমাকে দেখ্‌বার জন্য না জানি কতই ব্যগ্র হয়েছেন, তার কি অবশেষে এই হ'ল? যুদ্ধের উৎসাহে তিনিও কি আমাকে ভুলে গেলেন?

ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজমহিষীর প্রবেশ।

রাজ-ম। এস বাছা, আমরা এখান থেকে এখনি চলে যাই, এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। এখান থেকে এখনি না গেলে আমাদের আর মান-সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। পূর্ব্বে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলেম যে, মহারাজ আমাদের সঙ্গে দেখা হলে কেন ভাল করে কথা বার্ত্তা কল্লেন না,—এখন তার কারণ আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। যেরূপ অশুভ সংবাদ, তাতে কোন্ বাপ-মায়ের হৃদয় না আকুল হয়? প্রথমে

তো, মহারাজ সুরদাসকে যে পত্র পাঠিয়ে আমাদের এখানে আস্‌তে বলেন, কিন্তু তার পরেই যখন জান্‌তে পাল্লেম যে, বিজয়সিংহের মন ফিরে গেছে, তখন তিনি আবার রামদাসের হাত দিয়ে এই পত্রখানি পাঠিয়ে আমাদের আস্‌তে নিষেধ করেন। আমরা সুরদাসের পত্র পেয়েই তখনি এখানে চলে এসেছিলেম, এই জন্যে রামদাসের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয় নি। আমি সেই পত্র এখন পেলেম। তা এখন এস বাছা, আমরা চিতোরে ফিরে যাই। আর এখানে থেকে কাজ নেই, এখনি হয় তো অপমানিত হতে হবে। বিজয়সিংহের মন ফিরে গেছে, সে আর এখন বাছা তোমাকে বিবাহ কত্তে চায় না।

সরোজিনী। (স্বগত) কি কথা শুনলেম?—তিনি আর আমাকে বিবাহ কত্তে চান্ না?—মা চতুর্ভুজা! এখনি তুমি আমাকে নেও, এ পাপ পৃথিবীতে আর আমি এক দণ্ডও থাক্‌তে চাইনে।

রোষেনারা। (স্বগত) যা শুনলেম, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ত বড় ভালই হয়েচে, আমি যা ইচ্ছে কচ্ছিলেম, তা তো আপনা হতেই ঘট্‌লো! এখন দেখি, আমার কপালে কি আছে।

রাজ-ম। (স্বগত) আহা! এ কথা শুনে বাছার চোক্ ছল্‌ছল্ কচ্চে, মুখখানি যেন একেবারে নীল হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) এতে বাছা তোমার দুঃখ না হয়ে আরও বরং রাগ হওয়া উচিত। আমি এমনি নির্ব্বোধ যে, সেই শঠের কথায় অনায়াসে বিশ্বাস করেছিলেম। আমি কোথায় আশা করেছিলেম, বিজয়সিংহের মহৎ বংশে জন্ম, তার সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হবে—না, শেষে কি না তার এই ফল হ'ল? সে যে এরূপ নীচ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও মনে করিনি। বাছা! তুমি যদি আমার মেয়ে হও, তা হ'লে এ অপমান কখনই সহ্য ক'র না। এস বাছা, আমরা এখনই চলে যাই, তার মুখও যেন আমাদের আর না দেখ্‌তে হয়। আমি যাবার সমস্তই উদ্যোগ করেছি, কেবল একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার অপেক্ষা।

রোষেনারা। রাজমহিষি! আমার এখানে দু-এক দিন থাকতে ইচ্ছে কচ্চে। এ জায়গাটি পূর্ব্বে আমি কখন দেখিনি নাকি?

রাজ-ম। থাক, তুমি থাক—আমাদের সঙ্গে তোমায় আর আস্‌তে হবে না, আমরা চলে গেলেই তো তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—যাও, বিজয়সিংহ তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্চে। তোমার মনের ভাব আমি বেশ টের পেয়েছি। যাই,—আমি এখন মহারাজের সঙ্গে দেখা করি গে। দেখ্ বাছা সরোজিনি! তুইও ততক্ষণ ঠিক্ ঠাক্ হয়ে থাক্।

[রাজমহিষীর প্রস্থান।

সরোজিনী। (স্বগত) এ আবার কি?—রোষেনারাকে মা ও রকম কথা বল্লেন কেন? তবে কি ওরই উপর কুমার বিজয়সিংহের মন পড়েছে? (প্রকাশ্যে) হঁ্যা ভাই! মা তোমাকে ওরকম কথা বল্লেন কেন?

রোষেনারা। রাজকুমারি! আমিও তো ভাই এর ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সরোজিনী। (স্বগত) কি, রোষেনারাও কিছু বুঝ্‌তে পারে নি? তবে মা ও রকম ক'রে বল্লেন কেন?—বিজয়সিংহেরই বা মন হঠাৎ এরূপ হ'ল কেন? আমি তো এমন কোন কাজই করিনি, যাতে তিনি আমার উপর বিমুখ হতে পারেন। এর কারণ এখন কি করে জানা যায়? তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা করব?—না—তায় কাজ নেই, কেন না, বাস্তবিকই যদি অন্যের উপর তাঁর মন পড়ে থাকে, তা হলে, কেবল অপমান হ'তে হবে বৈ ত নয়। তার চেয়ে চিতোরে ফিরে যাওয়াই ভাল। আচ্ছা, রোষেনারা যে বড় এখানে থাক্‌তে চাচ্চে? (প্রকাশ্যে) ভাই রোষেনারা! তুমি একলা এখানে কি করে থাকবে বল দিকি? তুমিও ভাই আমাদের সঙ্গে চল,—চিতোরে তুমি আমা ছাড়া এক দণ্ডও থাক্‌তে পাত্তে না,—আর এখন কি না স্বচ্ছন্দে এখানে একলা থাকবে?

রোষেনারা। আমার ভাই এখানে বেশী দেরি হবে না, আমার একটু কাজ আছে, সেইটে সেরেই আমি যাচ্চি।

সরোজিনী। এখানে আবার তোমার কি কাজ? মা যা বলছিলেন, বিজয়সিংহ তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্চেন, তবে কি তাই সত্যি?

রোষেনারা। বিজয়সিংহ—বিজয়সিংহ—তিনি আবার অপেক্ষা করবেন? এমন সৌ—(স্বগত) এই! কি বলে ফেল্লেম? (প্রকাশ্যে) তিনি—

তিনি—তিনি ভাই আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করবেন?

সরোজিনী। (স্বগত) মা যা সন্দেহ করেছেন, তবে তাই ঠিক্। (প্রকাশ্যে) রোষেনারা! আমার বেশ মনে হচ্চে যে, তোমাকে হাজার সাধ্‌লেও তুমি এখন এখান থেকে নড়্‌বে না। আশ্চর্য্য! যা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি,—তাই কি না আজ দেখ্‌তে পাচ্চি—বুঝেছি, কুমার বিজয়সিংহকে না দেখে তুমি আর কিছুতেই এখান থেকে যেতে পাচ্চ না। রোষেনারা! কেন আর মিছে আমার কাছে লুকাও, মা যা বল্‌ছিলেন, তাই ঠিক্, আমি এখান থেকে গেলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

রোষেনারা। কি?—যে আমার দেশের শত্রু,—যে আমায় বন্দী করেছে,—যে বিধর্ম্মী, যাকে দেখ্‌লে আমার মনে ঘৃণা হয়, তাকে কি না আমি——

সরোজিনী। হ্যাঁ ভাই, তোমার ভাব দেখে আমার বেশ মনে হয়, তাকেই তুমি ভালবাস। যে শত্রুর কথা বল্‌চ, সেই শত্রুকে ঘৃণা করা দূরে থাক্, তাকেই তুমি নিশ্চয় হৃদয়মন্দিরে পূজা কর। আমি কোথা আরো মনে করেছিলেম যে, যাতে তুমি দেশে ফিরে যেতে পার, তার জন্যে খুব চেষ্টা কর্‌ব—কিন্তু আমি তো ভাই তখন জানতেম না যে, এই দাসত্ব-শৃঙ্খলই তোমার এত প্রিয়। যা হোক্, তোমায় আমি দোষ দিইনে, আমারই কপাল মন্দ। তুমি ভাই সুখে থাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক—কিন্তু তুমি তাঁকে ভালবাস, এ কথা আমাকে আগে বলনি কেন?

রোষেনারা। রাজকুমারি! তোমাকে ভাই আবার আমি কি বল্‌ব? এ কি কখন সম্ভব বলে বোধ হয় যে, প্রবল-প্রতাপ মহারাজ লক্ষ্মণসিংহের গুণবতী রূপসী কন্যাকে ছেড়ে, একজন কি না অপরিচিত ঘৃণিত যবনীকে তিনি ভালবাস্‌বেন?

সরোজিনী। রোষেনারা! কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দেও? তোমার তো মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তা হলেই হল, এখন আমাকে আর উপহাস করে তোমার লাভ কি? (স্বগত) পিতা যে কেন তখন বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এখন তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। এ কি রাজকুমারি! তুমি এখানে কখন্ এলে? তুমি যে এখানে এসেছ, সমস্ত সৈন্যদের কথাতেও আমার বিশ্বাস হয়নি। তুমি এখানে এখন কি জন্য এসেছ? তবে যে মহারাজ আমাকে বল্‌ছিলেন, তোমার এখানে আস্‌বার কোন কথা নাই? —এ কথা তিনি কেন বল্লেন?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমি এখানে না থাক্‌লেই তো আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—তা ভয় নেই, আমি আর এখানে অধিক ক্ষণ থাক্‌চিনে। আপনি এখন সুখে থাকুন।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

বিজয়। (স্বগত) রাজকুমারীর আজ এরূপ ভাব কেন? কেন তিনি আমাকে এরূপ কথা বল্লেন?—কেনই বা তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন? (প্রকাশ্যে রোষেনারার প্রতি) ভদ্রে! বিজয়সিংহ তোমার নিকটে এলে তুমি কি বিরক্ত হবে? যদি শত্রুর সঙ্গে কথা কইতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই।

রোষেনারা। বন্দীর আবার কিসের আপত্তি? আপনার হাতেই তো আমার জীবন-মৃত্যু সকলি নির্ভর কচ্চে। রাজকুমার! যথার্থই কি আপনি আমার শত্রু?

বিজয়। তোমার শত্রু না হতে পারি, কিন্তু আমি যে তোমার দেশের শত্রু, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রোষেনারা। আপনি আমার দেশের শত্রু সত্যি, কিন্তু আমি আপনাকে আমার শত্রু ব'লে মনে করিনে।

বিজয়। যে তোমার দেশের শত্রু, তাকে কি তুমি শত্রু বলে জ্ঞান কর না? তোমার দেশের প্রতি কি তবে অনুরাগ নাই?

রোষেনারা। রাজকুমার! এমন কি কেউ থাক্‌তে পারে না, যাকে দেশের চেয়েও অধিক——

বিজয়। সে কি?—তবে কি তোমার পিতা-মাতা এখনও বর্ত্তমান আছেন?

রোষেনারা। না রাজকুমার! আমার বাপ-মা নাই, আমি চির-অনাথা! (স্বগত) এইবার যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে সে ব্যক্তি কে—তা হলে ব'লে ফেল্‌ব—আর গুমরে গুমরে থাক্‌তে পারিনে। আমার

বেশ বোধ হচ্চে, এইবার উনি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করবেন।

বিজয়। সে যা হোক্ ভদ্রে! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম, রাজমহিষী ও রাজকুমারী সারোজিনী এখানে কেন এসেছেন,তা কি তুমি জান?

রোষেনারা। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! ও কথা দেখ্‌ছি আর জিজ্ঞাসা কল্লেন না। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার! আপনি কি তা জানেন না?

বিজয়। সে কি! আমি যে এক মাস কাল এখানে ছিলেম না, আমি তো সবে এই মাত্র এখানে পৌঁছেছি।

রোষেনারা। আপনার সঙ্গে বিবাহ হবে বলেই মহারাজ রাজকুমারীকে এখানে আনিয়েছেন। আপনিও তো তাঁর জন্যে——

বিজয়। (স্বগত) আমিও তো এই জনরব পূর্ব্বে শুনেছিলেম। কিন্তু রাজাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তো তখন একেবারেই অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কি তবে আমাকে প্রতারণা কল্লেন?—তা করবারই বা উদ্দেশ্য কি? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) সে যা হোক্, রাজকুমারী এখন কোথায় চলে গেলেন বল্‌তে পার?

রোষেনারা। রাজকুমার! তিনি বোধ হয় চিতোরে গেলেন।

বিজয় (স্বগত) আমার ইচ্ছে হচ্চে, আমি এখনি গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে চিতোরে সাক্ষাৎ করি। সকলি আমার কাছে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হচ্চে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; মহারাজ আমাকে মুখে বল্লেন এক রকম,কাজে আবার দেখ্‌চি ঠিক্ তার বিপরীত। সকলেই যেন, কি একটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কচ্চে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! রাজকুমারী আমাকে ওরূপ কথা বলে কেন চলে গেলেন বল্‌তে পার?

রোষেনারা। রাজকুমার! আমি যতদূর দেখ্‌ছি, তাতে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আপনার উপর রাজকুমারীর মনের ভাব আর সে রকম নেই।

বিজয়। (স্বগত) হঠাৎ কেন এরূপ হল? না জানি আমার কি ত্রুটি হয়েছে। আজ আমার সকলকেই শত্রু বলে বোধ হচ্চে—কিছু পূর্ব্বে রণধীর সিংহ ও আর আর প্রধান প্রধান সেনাপতিও আমার এই বিবাহের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; সকলেই যেন আমার বিরুদ্ধে কি একটা মন্ত্রণা কচ্চে। যা হোক্, আমাকে এখন এর তথ্য জান্‌তে হল।

[বিজয়সিংহের প্রস্থান।

রোষেনারা। (স্বগত) কৈ?—বিজয়সিংহের মন তো কিছুই ফেরে নি—সরোজিনীর উপর তাঁর ভালবাসা যেমন তেমনই আছে. রাজমহিষী তবে কেন ও কথা বল্লেন? হা! আমি যা আশা করেছিলেম, তা কিছুই সফল হল না। যা হোক্, সরোজিনি! তোর সুখ আমার কখনই সহ্য হবে না,—আর, যে সকল লক্ষণ দেখ্‌ছি, তাতে বোধ হচ্চে,—(চিন্তা)—(পরে প্রকাশ্যে) দেখ্ ভাই মোনিয়া, আমার বেশ বোধ হচ্চে, শীঘ্রই যেন কি একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেধে উঠ্‌বে —আমি অন্ধ নই. চারিদিকের ভাবগতিক দেখে আমার মনে হচ্চে, সরোজিনীর বিপদ আসন্ন, তার সুখের পথে কি একটা কণ্টক পড়েছে—আবার, মহারাজ লক্ষ্মণসিংহকেও সারাদিন বিষণ্ণ দেখ্‌তে পাই; এই সব দেখে শুনে ভাই আমার একটু আশা হচ্চে—আমার বোধ হয়, বিধাতা এখন সরোজিনীর উপর তত প্রসন্ন নেই।

মোনিয়া। তা ভাই কি করে টের পেলে? বিজয়সিংহের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্‌লে তো, সরোজিনীর জন্যেই তিনি ব্যাকুল, তোমার উপর তো তাঁর আদপে মন নেই।

রোষেনারা। তা ভাই যাই হোক্, বিজয়সিংহ আমাকে ভালবাসুন আর নাই বাসুন, আমি তাঁকে —কখনই—হা।——(অন্যমনে গান)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

"সখি! সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ-বাণে॥
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাসরিতে নারি সেই জনে;
দেহে মম আছে প্রাণ, সতত তাহারই ধ্যানে॥"

মোনিয়া। এ ভাই তোমার আশ্চর্য্য কথা—তিনি তোমাকে ভালবাসেন না, আর তুমি কি না তাঁর জন্যে পাগল হয়েছ?

রোষেনারা। তুমি আশ্চর্য্য হ'চ্চ—লোকে শুন্‌লেও আমাকে পাগল বল্‌বে, কিন্তু ভাই তোমাকে

আমি সত্য কথা বল্‌চি ; আমাকে যখন তিনি বন্দী করেন, সেই সময়ে আমি যে তাঁকে কি চোখে দেখেছিলেম, তা বল্‌তে পারিনে ; তাঁর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে যেন আঁকা রয়েছে, তা কখনই যাবার নয়। তিনি যদি এখন আমাকে পায়েও ঠেলেন, তবু আমি তাঁর চরণতলে প'ড়ে থাক্‌ব—কিন্তু তাই ব'লে আর কেউ যে তাঁর প্রেমে সুখী হবে, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না। আমার বল্‌বার অধিকার থাক্‌ বা না থাক্‌, আমি ভাই সরোজিনীকে আমার সপত্নী ব'লে মনে করি। সখি! আমার সপত্নীর ভাল আমি প্রাণ থাক্‌তে কখনই দেখ্‌তে পার্‌ব না।

মোনিয়া। না ভাই, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে—থাক্‌, ও সব কথা এখন থাক্‌, কে আবার শুন্‌তে পাবে—চল ভাই, এখান থেকে এখন যাওয়া যাক্‌।

[সকলের প্রস্থান।

—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিতোরের রাজপথ

ফতেউল্লার প্রবেশ

ফতে। (পথ চলিতে চলিতে স্বগত) এই সহর ছাড়ায়ে আরও এক কোশ রাস্তা চল্লি পর, তবে চাচাজির আস্তানা নজরে আস্‌বে। অ্যাহন মুই আরও বিশ কোশের পাল্লা মাত্তি পারি অ্যামন তাকৎ বি মোর হয়েছে। চাল-কলা খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে চাচাজি মোর দফা-রফা করি ফ্যালেছিল, ভাগ্যি দিল্লী গ্যাছেলাম, তাই খেয়ে বত্তালাম। বাবা! প্যাজ-রসুনির এমন গুণ, মোর বুকের ছাতি হিন্মতে যেন দশ হাত ফুলি উঠেছে।—অ্যাহন আর মুই কোন ব্যাটা হ্যাঁদুর তকা রাহি নে। মোরা বাদশার জাৎ, পরোয়া কি? সব নসিবির কাম। মুই বাদশা হ'লি ত আগে এই হ্যাঁদু ব্যাটাদের কুটি কুটি ক'রে জবাই করি ; আর গদিতে ঠ্যাস্‌ মারি, খুব লম্বা চৌড়া হুকুম করি, বাগুনির কাবাব আর চিংড়ির ছালোন বেনিয়ে খুব প্যাট্‌ ভরি খাই। আ—তা হলি কি মজাই হয়। (হাস্য) আর তা হলি চাচাজিরে মোর উজির করি। অ্যাহন চাচাজি যহন তহন বড় মোরে মাত্তি আসেন, তহন তেনার আর সে যো থাক্‌বে না—তহন তেনার হাত যোড় করি মোর কাছে হরুখড়ি দেঁড়িয়ে থাক্‌তি হবে। হি হি হি হি হি—(সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ) মোর চ্যাহারাটাও অ্যাহন বাদ্‌শার লায়েক হয়েছে—অ্যাহন গা হতি যেন চ্যাক্‌নাই ফাটি পড়্‌ছে—হ্যাঁদুর চৈতন্‌ডা কাটি ফ্যালাইছি, অ্যাখন আবার মুসলমানির সুর বেরতি সুরু কর্‌ছে—আর মুই চাচাজির বাৎ শোন্‌বো না—জান্‌ কবুল, তবু তেনার বাৎ শোন্‌বো না। ত্যানিই তো মোরে হ্যাঁদু বানাবার জো করেছ্যালেন। ত্যাঁনিই তো মোরে ভোগা দে এই রোজপুত্তির দ্যাশে আনি ফ্যালেছেন। তেনারে একবার স্যালাম ঠুকেই মুই দিল্লি পিট্টান দ্যাবো ; চাচাজির নসিবি অ্যাহন যা থাকে তাই হবে।—দিল্লি কি মজার সহর! সেহানে হ'তি আর অ্যাহন মোর বাঙ্গালা মুলুকেও যাতি দেল চায় না।

(তিন জন রাজপুত রক্ষকের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। কে ও যাচ্চে? একজন বিদেশী না?

২য় রক্ষক। আমাদের এখন খুব সাবধান হওয়া উচিত! এ ব্যক্তি মুসলমানদের কোন গুপ্ত চর হ'তে পারে।

ফতে। (স্বগত) অ্যাহন তো মুই হ্যাঁদু ব্যাটাদের ছাত্তির ওপর দে চলেচি, অ্যাহন দেহি, কোন্‌ ব্যাটা হ্যাঁদু মোর সাম্‌নে আগুতি পারে, তা হ'লে এক থাপ্পড়েই চাবালিডা ওড়ায়ে দিই। মোরা হচ্চি বাদ্‌শার জাৎ, মোরা কি হ্যাঁদুদের ডর রাখি? অ্যাহন তো কোন ব্যাটারেই দেখ্‌তে পাচ্চি না (সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া গমন)

৩য় রক্ষক। মুসলমান ব'লে তো আমার বোধ হ'চ্চে। ব্যাটা বুক ফুলিয়ে চলেছে দেখ না—রোস জিজ্ঞাসা করা যাক্‌ (নিকটে যাইয়া) কে তুই?

ফতে। (স্বগত) কেডা ও? তিন জন হেতিয়ার বাঁধা সিপুই—বাপ্‌ পুইরে! এইবার মলাম আল্লা—(কম্পমান)

১ম রক্ষক। কথা কোস্‌ নে যে—বল্‌ কে, না হলে এখনি দেখ্‌তে পাবি।

ফতে। মুই—মুই—মুই কেউ নয় বাবা—

২য় রক্ষক। কেউ নয় তার মানে কি? ব্যাটাকে ঘা-কতক দাও তো হে।

ফতে। বল্‌চি বাবা, বল্‌চি বাবা—মের না বাবা—এই মুই মুসাফের লোক—

৩য় রক্ষক। দেখ্‌চ, এত ঢাক্‌বার চেষ্টা কর্চ্চে, তবু মুসলমানি কথা ওর মুখ দিয়ে আপনি যেন বেরিয়ে পড়্‌ছে—ও ব্যাটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের কোন চর হবে।

ফতে। আল্লার কিরে—মুই মুসলমান নই বাবা—মুই হ্যাঁদু,—মুই হ্যাঁদু,—তোমাদের জাত-ভাই—

১ম রক্ষক। ব্যাটা বল্‌ছে আল্লার কিরে, আবার বলে মুসলমান নই! (উচ্চ হাস্য) বেটা এখনও ঢাক্‌তে চেষ্টা কচ্চিস্?—আচ্ছা, তুই কি জাত বল দিকি?

ফতে। মুই বেরাম্মন ঠাকুর, মুই—মুই—ম—ম ম—ম মস্‌জিদে— মর—মন্দিরে ঘণ্টা নাড়্যে থাকি।

১ম রক্ষক। মস্‌জিদেই বটে, আচ্ছা বল্‌ দিকি বাপের ভাইকে আমাদের ভাষায় কি বলে?

ফতে। (অম্লানবদনে) চাচা।

১ম রক্ষক। হাঁ ঠিক হয়েছে! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্‌ দিকি বাপের বোনের স্বামীকে কি বলে?

ফতে। ক্যান্—ফুপা।

১ম রক্ষক। হাঁ, এও ঠিক্ হয়েছে! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্‌ দিকি আমি হারাম খাই।

ফতে। ও কথা ক্যান্—ও কথা ক্যান্?

১ম রক্ষক। বল্, না হলে এখনি—

ফতে। বল্‌চি—বল্‌চি—মুই হারাম—

১ম রক্ষক। ফের ন্যাকামি কচ্চিস্? বল্, না হলে এখনি মার খেয়ে মরবি!

ফতে। বল্‌চি—বল্‌চি—মুই হারাম—খা—খা খাই—তোবা তোবা—

১ম রক্ষক। হাঃ শালার মুসলমান! তবে নাকি তুই হিন্দু——চল্ ভাই, শালাকে নগর-পালের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া যাক্।

(ফতেকে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া)

ফতে। মুই হ্যাঁদু—মুই হ্যাঁদু—আঃ!—মারিস্ নে বাবা—মলাম বাবা—ও চাচাজি! মলাম চাচাজি!

২য় রক্ষক। চল্ শালা—দেখি তোর চাচা কেমন রক্ষ্যে করে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লক্ষ্মণসিংহের শিবির।

(রাণা লক্ষ্মণসিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ)

রাজ-ম। মহারাজ! আমরা বিজয়সিংহের উপর রাগ করে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছিলেম, খানিক দূরে আমরা গিয়েছি, এমন সময়ে বিজয়-সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, তিনি আমাদের ফিরে আসতে বিস্তর অনুরোধ কল্লেন। তিনি শপথ করে বল্লেন যে, তিনি বিবাহের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর মনের একটুও পরিবর্ত্তন হয়নি। কে এই মিথ্যে জন-রব রটিয়েছে, তাই জান্‌বার জন্যে মহারাজকে তিনি খুঁজচেন, তিনি আরও এই কথা বল্লেন যে, এইরূপ মিথ্যে জনরব যে রটিয়েছে, তাকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন।

লক্ষ্মণ। দেবি! এতক্ষণে তবে আমার ভ্রম দূর হ'ল, সকল সন্দেহ মন হতে অপসৃত হল। এখন তবে আবার বিবাহের উদ্যোগ করা যাক্। পুরো-হিতের কার্য্য ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হবে, তুমি সরোজিনীকে এই ব্যালা মন্দিরে পাঠিয়ে দাও গে; আমি তার প্রতীক্ষায় রইলেম।—দেখ আর একটা কথা বলে যাই,—দেখচ তো কিরূপ স্থানে তুমি এসেছ। এখানে চতুর্দ্দিকেই কেবল যুদ্ধ-সজ্জা হ'চ্চে, সুতরাং এখানে বিবাহ হ'লে, বিবাহস্থলে কেবল বীরগণেরই সমারোহ হবে; সৈন্যদের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীদের বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বই আর কিছুই শুনতে পাবে না, আর চতুর্দ্দিকে বল্লমের অরণ্য ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হবে না। মহিষি! এ বিবাহে শ্রীনেত্র-রঞ্জন কোন দৃশ্যই থাক্‌বার কথা নেই; আমি বেশ বল্‌তে পারি, এরূপ বিবাহ-স্থলে তোমার থাক্‌তে কখনই ভাল লাগবে না—আর তোমার সেখানে থেকেই বা আবশ্যক কি? বিশেষতঃ সে একটি সামান্য মন্দির,

সেখানে উপযুক্ত স্থান নাই, আর তুমি সামান্যভাবে সেখানে থাক্‌লে সৈন্যগণই বা কি মনে করবে? তোমার সখীগণ সরোজিনীকে মন্দিরে লয়ে যাক্‌, আর তুমি এই শিবিরেই থাক। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

রাজ-ম। কি বল্লেন মহারাজ? আমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই? আমার মেয়েকে আমি বিবাহ দেবার জন্যে এখানে আম্‌লেম, আমি কি না তার বিবাহ দেখতে পাব না?

লক্ষ্মণ। মহিষি! তোমার যেন স্মরণ থাকে যে, তুমি এখন চিতোরের রাজপ্রাসাদের মধ্যে নেই, তুমি এখন সৈন্য-শিবিরের মধ্যে রয়েছ।

রাজ-ম। মহারাজ! আমি জানি, এখন আমি সৈন্যশিবিরের মধ্যেই রয়েছি; আর এও আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি আপনার মহিষী বলে আমার জন্য আপনি কোন শিবির-নিয়মের অন্যথা করেন। এখানে একজন সামান্য সৈনিকের যে অধিকার, তার চেয়ে কিছুমাত্র অধিক আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করি নে। কিন্তু যখন প্রধান প্রধান সেনাপতি হ'তে এক জন সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেই বিবাহ-স্থলে উপস্থিত থাক্‌তে পারে, সকলেই এই উৎসবে মত্ত হবে, তখন কি না যার কন্যার বিবাহ, সে সেখানে থাকতে পাবে না? আর মহারাজ যে বল্‌ছিলেন, সে সামান্য মন্দির, সেখানে বস্‌বার উপযুক্ত স্থান নেই,—কিন্তু যেখানে সূর্য্য-বংশাবতংস মেওয়ারের অধীশ্বর থাক্‌তে পারেন, সেখানে কি তাঁর মহিষী থাক্‌তে পারে না?

লক্ষ্মণ। দেবি! তোমায় আমি মিনতি কচ্চি, তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর। আমি যে তোমাকে এইরূপ অনুরোধ কচ্চি, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে।

রাজ-ম। নাথ! যা আমার চিরকালের সাধ, তাতে আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি সেখানে থাক্‌লে আপনাকে কিছুমাত্র লজ্জিত হ'তে হবে না। আমার কন্যার বিবাহ আমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাব না, এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা করবেন না।

লক্ষ্মণ। আমি পূর্ব্বে মনে করেছিলেম, আমি বল্‌বামাত্রই তুমি সম্মত হবে, কিন্তু যখন যুক্তিতেও তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পাল্লেম না,—আমার অনুরোধ-মিনতিও তোমার কাছে ব্যর্থ হ'ল, তখন তোমাকে এখন আদেশ কত্তে বাধ্য হলেম,—তুমি সেখানে কখনই উপস্থিত থাকতে পাবে না। মহিষি! তোমাকে পুনর্ব্বার বল্‌চি, এই আমার ইচ্ছা—এই আমার আদেশ—এই আদেশানুযায়ী এখন কার্য্য কর।

[লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

রাজ-ম। (স্বগত) কেন মহারাজ এরূপ নিষ্ঠুর হয়ে আমাকে বিবাহস্থলে থাকতে নিষেধ কল্লেন? বাস্তবিকই কি আমি সেখানে থাক্‌লে আমার মানের লাঘব হবে? যাই হোক্‌, তিনি যখন আদেশ কল্লেন, তখন কাজেই তা আমাকে পালন কত্তে হবে। এখন এইমাত্র আক্ষেপ, আমার যা মনের সাধ ছিল, তা পূর্ণ হ'ল না। যাই হোক্‌, আমার সরোজিনী তো সুখী হবে—তা হ'লেই হ'ল। আমার এখন অন্য কিছু ভাব্‌বার দরকার নাই, তার সুখেই আমার সুখ।—এই যে বিজয়সিংহ এই দিকে আস্‌চেন।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। দেবি! মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি এই বল্লেন যে, তিনি জনরবের কথায় প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন, এখন তাঁর মন হ'তে সকল সংশয় দূর হয়েছে। তিনি অধিক কথা না কয়েই আমায় গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ কত্তে তখনই আদেশ কল্লেন। রাজমহিষি! আর একটা সুসংবাদ কি শুনেছেন? দেবী চতুর্ভুজাকে প্রসন্ন করবার জন্যে একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্চে, শত-সহস্র ছাগ আজ নাকি তাঁর নিকট বলিদান হবে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই আমাদের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হবে, তার পরেই আমরা সকলে যুদ্ধ-যাত্রা করব।

রাজ-ম। যুদ্ধে যেন জয়ী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ। বাছা! তোমাকে আমি পর বলে ভাবিনে; তোমাকে ছেলেব্যালা থেকেই আমি দেখ্‌ছি, তুমি তখন সর্ব্বদাই আমাদের প্রাসাদে আস্‌তে,—মহারাজ তোমাকে আমার নিকট অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিতেন,—সরোজিনীর সঙ্গে তুমি কত খেলা কত্তে, কত কি গল্প কত্তে—মনে পড়ে বাছা? তখনই আমি মনে কত্তেম যে, আহা! যদি এই দুটি ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়, তা হলে বেশ হয়;

বিজয়। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য কথা, আর কোন বলি তিনি গ্রহণ করুবেন না? (প্রকাশ্যে) এই যে—এইবার রাজমহিষীর চেতন হয়েছে।

সরোজিনী। (স্বগত) আ!—আমি এখন বাঁচলেম।

রাজমহিষী। (চেতন পাইয়া) কৈ?—আমার সরোজিনী কৈ?—তাকে তো নিয়ে যায়নি?

সরোজিনী। এই যে মা! আমি এইখানেই আছি।

রাজমহিষী। রামদাস ঠিক্ ক'রে বল্—তুই যা বল্লি, তা কি সত্য? মহারাজ কি সত্য সত্যই এইরূপ আদেশ করেছেন?

রামদাস। রাজমহিষি! আমি একটুও মিথ্যা কথা বলিনি, কিন্তু এতে অধীর না হয়ে যাতে এখন রাজকুমারীকে রক্ষা কত্তে পারেন, তারই উপায় দেখুন, আর সময় নেই।

রাজমহিষী। (স্বগত) রামদাস তো মিথ্যা বল্‌বার লোক নয়, এখন তবে বাছাকে বাঁচাবার উপায় কি করি?—একলা বিজয়সিংহ কি রক্ষা কত্তে পারবেন?

বিজয় (স্বগত) ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাপ্‌চে। আমাকে এইরূপ প্রতারণা? পিতা হয়ে কন্যার প্রতি এইরূপ ব্যবহার? কোথায় শুভ বিবাহ—না কোথায় এই দারুণ হত্যা? তিনি রাজাই হ'ন্, আর যেই হ'ন, —তাঁকে এর সমুচিত প্রতিশোধ না দিয়ে কখনই ক্ষান্ত হব না।

সরোজিনী। (স্বগত) পিতা আমাকে এত ভাল-বাসেন, তিনি কি এরূপ করুবেন?

রাজমহিষী। রামদাস! মহারাজ কি স্বয়ং এরূপ আদেশ করেছেন?

রামদাস। রাজমহিষি! তিনি না আদেশ কল্লে কি কোন কাজ হ'তে পারে?

রাজমহিষী। তাঁর সৈন্য-সেনাপতিরাও কি এতে মত দিয়েছে?

রামদাস। রাজমহিষি! দুঃখের কথা বলুব কি, তারা সকলেই এর জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

রাজমহিষী। (স্বগত) মহারাজ যে আমাকে মন্দিরে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করেছিলেন, তার অর্থ আমি এখন্ বুঝ্‌তে পাচ্চি। ওঃ!—তিনি যে এমন পাষণ্ড, আমি তো তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না! এখন কি ক'রে বাছাকে রক্ষা করি? যে তার প্রকৃত রক্ষক,—যে তার পিতা, সেই যখন তার হন্তারক, তখন আর কে রক্ষা করুবে? এখন তার আর কে আছে—এখন আর সে কার মুখের পানে চাবে? আমি স্ত্রীলোক,—আমার সাধ্য কি? (প্রকাশ্যে) রামদাস! সৈন্যদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, এই বিপদে রক্ষা করে?

রামদাস। না রাজমহিষি! সেরূপ কেউই নেই।

রাজমহিষী। (দুই জন রক্ষক আসিতেছে দেখিয়া) ঐ আবার বুঝি মহারাজ লোক পাঠিয়েছেন। এইবার বোধ হয়, বাছাকে জোর করে নিয়ে যাবে। (সরোজিনীর প্রতি) আর বাছা, শীঘ্র এই দিকে আয়। (সরোজিনীকে লইয়া বিজয়সিংহের পার্শ্বে সত্বর গমন) এইখানে দাঁড়া, এমন নিরাপদ স্থান আর কোথাও পাবি নে। (বিজয়সিংহের প্রতি) বাছা! এই অসহায়া অনাথা বালিকাকে তোমার হাতে সমর্পণ কল্লেম। এর আর কেউ নেই—পিতা থাক্‌তেও এ পিতৃহীনা—সহায় থাক্‌তেও অসহায়া—এখন তুমিই বাছা, এর একমাত্র ভরসা—তুমিই এর সুহৃৎ, সহায়, সর্ব্বস্ব। তুমি না রক্ষা কল্লে আর উপায় নেই— ঐ আস্‌ছে—বাছা! তুমি রক্ষা কর।

বিজয়। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) রাজ-মহিষি! আপনার কোন ভয় নেই। আমি থাকতে কারও সাধ্য নেই যে, রাজকুমারীকে এখান থেকে বল-পূর্ব্বক নিয়ে যায়। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

(দুই জন রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। মহারাণীর জয় হোক্! মন্দিরে রাজ-কুমারীকে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হচ্চে, তাই জান্‌বার জন্যে মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

রাজমহিষী। (স্বগত) তাঁর কি একটু বিলম্বও সহ্য হচ্চে না? কি ভয়ানক! তিনি কি আর সে মানুষ নেই! তাঁর হৃদয় হ'তে সেই কোমল দয়ার্দ্র ভাব কি একেবারেই চলে গেছে?—তিনি হঠাৎ কি কোন রক্ত-পিপাসু পিশাচের মূর্ত্তি ধারণ করেছেন? আচ্ছা, এখনি আমি তাঁর কাছে যাচ্চি—দেখি, তাঁর কিরূপ ভাব হয়েছে—দেখি, কেমন করে তিনি আমার কাছে মুখ দেখান! (প্রকাশ্যে বিজয়সিংহের প্রতি) বাছা! আমার হৃদয়-রত্ন তোমার কাছে রইল—আমি একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। (রক্ষকদ্বয়ের প্রতি) চল্, আমি তোদের

সঙ্গে যাচ্চি—মন্দিরে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হচ্চে, আমি নিজে গিয়েই তাঁকে বল্‌চি।

[রক্ষকদ্বয়ের সহিত রাজমহিষীর প্রস্থান।

বিজয়। রাজকুমারি! আমি বেঁচে থাক্‌তে কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়? যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ তোমার আর কোন ভয় নেই। রাজকুমারি! এখন শুধু তোমাকে রক্ষা কত্তে পাল্লেই যে আমি যথেষ্ট মনে কর্‌ব, তা নয়—আরও, যে নরাধম আমাকে প্রতারণা করেছে, তাকেও এর সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে আমি কখনই নিরস্ত হব না। দেখ দেখি সে কি পাষণ্ড! বিবাহের নাম ক'রে আপনার ঔরসজাত কন্যাকে কি না সে অম্লানবদনে বলিদান দেবে!—এ অপেক্ষা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম আর কি হতে পারে? আবার তার উপর কি না আমাকে প্রতারণা? রাজকুমারি! আমার আর সহ্য হয় না, এই উলঙ্গ অসিহস্তে এখনি আমি চল্লেম, দেখি, তিনি কেমন—(গমনোদ্যম)

সরোজিনী। (ভীত হইয়া) রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—আমার কথা শুনুন—যাবেন না,—যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। কি! রাজকুমারি—তিনি আমার এইরূপ অবমাননা কর্‌বেন, আর আমি তাঁকে কিছু বল্‌ব না? আমি তাঁর হয়ে কত যুদ্ধ করেছি,তাঁর আমি কত সাহায্য, কত উপকার করেছি, আমার এই সকল উপকারের প্রতিশোধ, আমার সকল পরিশ্রমের পুরস্কার কি অবশেষে এই হ'ল?—আমি তাঁর নিকট পুরস্কার-স্বরূপ তোমা বই আর কিছুই প্রত্যাশা করি নি—তা দূরে থাক্‌, তিনি কি না স্বভাবের বন্ধন, বন্ধুত্বের বন্ধন সকলি ছিন্ন ক'রে শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, যার-পর-নাই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন? আর, তুমিই মনে ক'রে দেখ দেখি, আমি যদি আর একদিন পরে আস্‌তেম, তা হ'লে কি হ'ত? তাহলে তো আর তোমার সঙ্গে এই জন্মে দেখা হত না।

সরোজিনী। (ক্রন্দন) হাঁ রাজকুমার! তা হলে আর আপনাকে এজন্মে দেখ্‌তে পেতেম না।

বিজয়। বিবাহস্থলে আমাকে দেখতে পাবে মনে ক'রে তুমি চারি দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে, কিন্তু কোথাও আমাকে দেখতে পেতে না। তুমি বিশ্বস্তচিত্তে আমার প্রতীক্ষা কত্তে, আর এমন সময় তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হ'ত, তখন নিশ্চয় তুমি এই মনে কত্তে যে, নিষ্ঠুর বিজয়-সিংহই আমাকে প্রতারণা করেছে—সেই আমার হন্তারক। এখন আমি সকল রাজপুতদিগের সম্মুখে সেই নরাধমকে একবার এই কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই, সে কেন আমাকে এরূপ প্রতারণা কল্লে? সেই রক্তপিপাসু পিশাচ জানুক্ যে, আমাকে প্রতারণা কল্লে কি ফল হয়।

সরোজিনী। না রাজকুমার, তাঁকে ওরূপ বল্‌বেন না। তিনি কখনই রক্ত-পিপাসু পিশাচ নন, তিনি আমার স্নেহময় পিতা।

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর স্নেহের কথা বল্‌চ?—এখনও তাঁকে তোমার পিতা বল্‌তে ইচ্ছা হয়? না—এখন আর তিনি তোমার স্নেহ-ময় পিতা নন, এখন তিনি তোমার করাল কৃতান্ত।

সরোজিনী। না—রাজকুমার! এখনও তিনি আমার পিতা, সেই পিতাকে আমি ভালবাসি, তাঁকে আমি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি,—তিনিও আমাকে ভালবাসেন, আমার উপরে তাঁর স্নেহ সমানই আছে। রাজকুমার! তাঁকে কিছু বল্‌-বেন না। তাঁকে কোন রূঢ় কথা বল্লে আমার হৃদয়ে যেন শত শেল বিদ্ধ হয়।

বিজয়। আর, আমি যে এত অবমানিত হলেম, তাতে তোমার হৃদয়ে কি একটি শেলও বিদ্ধ হল না? এই কি তোমার অনুরাগের পরিচয়?

সরোজিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজ-কুমার! আমাকে কেন এরূপ নিষ্ঠুর কথা বল্‌চেন? অনুরাগের পরিচয় কি এখনও পান নি? এখনও কি তার পরিচয় দিতে হবে? হা!—আমার সম্মুখে আমার পিতার কত দুর্নাম কল্লেন, তাঁকে কত তিরস্কার কল্লেন, কত ভর্ৎসনা কল্লেন—অন্যে হলে যা আমি কখনই সহ্য কত্তেম না,—কিন্তু কুমার বিজয়সিংহের মুখ থেকে বেরুচ্চে বলে তা-ও আমি সহ্য কল্লেম,—এতেও কি আমার অনুরাগের পরিচয় পান নি?

বিজয়। না—রাজকুমারি! আমি সে কথা বল্‌চিনে,—তুমি কেঁদ না। আমার বল্‌বার অভি-প্রায় এই—যে ব্যক্তি এরূপ নিষ্ঠুর কাজ কত্তে পারে,

সে কি পিতা নামের যোগ্য ?—যে আমাকে এইরূপ প্রতারণা কল্লে, তাকে কি আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি ভক্তি কত্তে পারি ?

সরোজিনী। রাজকুমার! এ কথা কতদূর সত্যি, তা না জেনেই কি তাঁকে একেবারে দোষী করা উচিত ? একে তো নানা ভাবনা চিন্তায় তাঁর হৃদয় জর্জ্জরিত হচ্চে, তাতে আবার যদি তিনি জানতে পারেন যে, আপনি তাঁকে অকারণে ঘৃণা করেন, তা হলে কি আর তাঁর দুঃখ রাখ্‌বার স্থান থাকবে ? রাজকুমার! আমি বল্‌চি, তিনি কখনই আপনাকে প্রতারণা করেন নি। বরং এ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, লোকের কথায় হঠাৎ কখনই বিশ্বাস করবেন না।

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!—রাজকুমারি! রামদাসের কথাতেও কি তোমার বিশ্বাস হ'ল না ?

(রাজমহিষী ও তাঁহার সহচরী অমলার প্রবেশ)

মহিষী। সর্ব্বনাশ হয়েছে!—সর্ব্বনাশ হয়েছে! —রামদাসের কথা একটুও মিথ্যা নয়; বিজয়সিংহ! বাছা, তুমি এখন না বাঁচালে আর রক্ষে নেই। মহারাজ আমাকে কিছুতেই দেখা দিলেন না—মন্দিরের চার দিকে সব অস্ত্রধারী রক্ষক রেখে দিয়েছেন, তারা আমায় মন্দিরের মধ্যে যেতে দিলে না।

বিজয়। আচ্ছা, দেবি! আমিই মহারাজের সহিত এখনি সাক্ষাৎ কচ্চি—দেখি, তারা আমাকে কেমন করে আট্‌কায়। (অসি খুলিয়া গমনোদ্যত)

সরোজিনী। রাজকুমার! যাবেন না, যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। (ফিরিয়া আসিয়া) রাজকুমারি! আমাকে নিবারণ কর না—এরূপ অন্যায় অনুরোধ করা তোমার অনুচিত।

মহিষী। বাছা, তুই বলিস্ কি ? এখন কি অপেক্ষা করবার আর সময় আছে ? (বিজয়সিংহের প্রতি) না বাছা,তুমি এখনি যাও, ওর কথা শুনো না।

সরোজিনী। রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন —মা! আমার কথা শোন, রাজকুমারকে সেখানে কখনই যেতে দিও না। পিতার উপর ওঁর এখন অত্যন্ত রাগ হয়েছে, এখন সেখানে গেলেই একটা বিপদ ঘটবে; আমার পিতা যেরূপ অভিমানী, তাতে তিনি কঠোর কথা কখনই সহ্য কত্তে পারবেন না। (বিজয়সিংহের প্রতি) রাজকুমার! আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার সেখানে যেতে বিলম্ব হলে আপনা হ'তেই তিনি এখানে আসবেন—— এসে যখন দেখবেন, মা কাঁদ্‌চেন, তখন কি তাঁর মনে একটুও দয়া হবে না ?

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস ক'রে আছ ? (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি! আপনি রাজকুমারীকে সুপরামর্শ দিন, নচেৎ আমাদের কারও মঙ্গল নাই। এখানে বাক্য ব্যয় ক'রে সময় নষ্ট করা বৃথা; আমি চল্লেম; এখন আর কথার সময় নেই, এখন কাজের সময় উপস্থিত।

মহিষী। যাও বাছা, তুমি এখনি যাও—ও ছেলে-মানুষের কথায় কান দিও না।

বিজয়সিংহ। দেবি! আমি রাজকুমারীর জীবন রক্ষার সমস্ত উদ্যোগ করি গে, আপনি নিশ্চিন্ত হন—আপনার কোন ভয় নেই; এ আপনি বেশ জানবেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ দেবতারাও যদি রাজকুমারীর মৃত্যু ইচ্ছা ক'রে থাকেন, তাও ব্যর্থ হবে। আমি চল্লেম।

[বিজয়সিংহের প্রস্থান।

সরোজিনী। মা! তুমি কেন রাজকুমারকে যেতে দিলে ?—পিতাকে যদি তিনি কিছু বলেন, তা হ'লে——

মহিষী। আয় বাছা আয়, (যাইতে যাইতে) সে পাষণ্ডের কথা আর আমার কাছে বলিস্ নে।

সরোজিনী। কি—মা!—তুমিও তাঁকে পাষণ্ড বল্‌চ ?—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সন্নিহিত উদ্যান।

রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ।

মোনিয়া। সখি! তুমি যে তখন বল্‌ছিলে যে, সরোজিনীর শীঘ্রই একটা বিপদ হবে, তা দেখ্‌চি সত্যই ঘটল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই শুনচি তার বলিদান হবে।

রোষেনারা। তুমি কি ভাই মনে কচ্চ, তার মৃত্যু ঘট্‌বে? বলিদানের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু সখি! এখনও বিশ্বাস নেই। যখন রাজ-মহিষী বৎস-হারা গাভীর মত বিহ্বলা হয়ে চীৎকার কত্তে থাক্‌বেন, যখন সরোজিনী আর্ত্তস্বরে কাঁদতে থাক্‌বে,—যখন বিজয়সিংহ ক্রোধে গর্জ্জন কত্তে থাক্‌বেন, তখন কি ভাই লক্ষ্মণসিংহের মন বিচলিত হবে না? না সখি! বিধাতা সরোজিনীর কপালে মৃত্যু লেখেন নি—সে আশা বৃথা। আমার কেবল যন্ত্রণাই সার—আর কারও অদৃষ্ট মন্দ নয়—কেবল বিধাতা আমাকেই হতভাগিনী করেছেন।

মোনিয়া। আচ্ছা ভাই,—সরোজিনী ম'লে তোমার লাভ কি?—তা হ'লে কি বিজয়সিংহের ভালবাসা পাবে মনে কচ্চ?

রোষেনারা। আর আমি এখন কারও ভালবাসা চাইনে—যাকে আমি হৃদয় মন সকলি দিয়েছিলেম, সে আমার পানে একবার ফিরেও চাইলে না। সখি! আর নয়—আমার ঘুমের ঘোর এখন ভেঙ্গেছে। কিন্তু তাই বলে সরোজিনীর সুখ কখনই আমার সহ্য হবে না। আমি তো তোমায় পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে, হয় সে মরবে—নয় আমি মরব,—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। সৈন্যদের মধ্যে যারা এখনও দৈববাণীর কথা শোনে নি, তাদের এখনি ব'লে দিই গে। এ কথা শুন্‌লে, তারা সরোজিনীর রক্তের জন্য নিশ্চয়ই উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে। আমাকে এখানে তো কেউ জানে না, আমার বেশ দেখ্‌লেও মুসলমানী ব'লে কেউ বুঝতে পারবে না।

মোনিয়া। তা ক'রে ভাই কি দরকার?

রোষেনারা। মোনিয়া! তুমি বোঝ না,—এতে আমাদের দেশেরও ভাল হবে। রাজপুত সৈন্যেরা আর মহারাজ যদি বলিদানের পক্ষে হন, আর তাতে যদি বিজয়সিংহের মত না থাকে, তা হ'লে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা ঝগ্‌ড়া বেধে উঠ্‌বে—কোথায় ওরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে,—না হয়ে ওরা আপনা আপনিই কাটাকাটি ক'রে মরবে। হিন্দুরা যে আমাদের এখানে বন্দী ক'রে এনেছে, তখন তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ হবে, আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, অবিশ্বাসী হিন্দুদের নিশ্চয়ই পতন হবে। সখি! এ কথা মনে কল্লে কি তোমার আহ্লাদ হয় না? এ বলিদানে আমারও মঙ্গল, আমাদের দেশেরও মঙ্গল।

(নেপথ্যে—পদশব্দ)—

মোনিয়া। সখি! কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি। বোধ করি, কে আসচে—এই যে রাজ-মহিষী এই দিকে আস্‌চেন। এখানে আর না,—এস ভাই, আমরা ঐ বাঘিনীর সম্মুখ থেকে পালাই।

রোষেনারা। হ্যাঁ, চল এখান থেকে যাওয়া যাক্।

[রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান।

(রাজমহিষী ও অমলার প্রবেশ)

রাজ-ম। আমি তাঁরই অপেক্ষায় এখানে আছি,—দেখি তিনি কত ক্ষণে আসেন। এখনি তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা কত্তে আস্‌বেন যে, সরোজিনীকে এখনও কেন মন্দিরের মধ্যে পাঠান হয় নি? তিনি মনে কচ্চেন, তাঁর মনের ভাব এখনও আমার কাছে গোপন ক'রে রাখ্‌তে পারবেন!—এই যে তিনি আস্‌চেন—আমি যে ওঁর অভিসন্ধি জান্‌তে পেরেছি, এ কথা প্রথম প্রকাশ কর্‌ব না,—দেখি উনি আপনার মনের ভাব কতক্ষণ গোপন ক'রে রাখতে পারেন।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। মহিষি! এখানে কি কচ্চ? সরোজিনী কোথায়? তাকে যে বড় এখানে দেখ্‌তে পাচ্চিনে? আমি যে তাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বার বার লোক পাঠালেম, তা কি তোমার গ্রাহ্য হ'ল না?—আমার আদেশের অবহেলা? তুমি কি এই মনে করেছ,—তুমি সঙ্গে না গেলে তাকে একাকী কখন সেখানে পাঠিয়ে দেবে না—চুপ ক'রে রইলে যে?—উত্তর দাও।

মহিষী।—সরোজিনী যাবার জন্যে তো প্রস্তুতই রয়েছে—একান্তই যদি যেতে হয় তো এখনিই যাবে—তার জন্য চিন্তা কি? কিন্তু মহারাজ, আপনার কি আর তিলার্দ্ধ বিলম্বও সহ্য হচ্চে না?

লক্ষ্মণ। বিলম্ব কিসের?—

মহিষী। বলি, আপনার উদ্যোগ ও যত্নে সকলই কি এর মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে?

লক্ষ্মণ। দেবি! ভৈরবাচার্য্য প্রস্তুত হয়েছেন—

বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে—আমার যা কর্ত্তব্য, তা আমি সকলি করেছি। যজ্ঞেরও সমস্ত আয়োজন—

মহিষী। যজ্ঞে যে বলিদান হবার কথা ছিল, তাও কি সব ঠিক হয়েছে?

লক্ষ্মণ। কি!—বলিদান? ও কথা যে জিজ্ঞাসা কচ্চ?—বলিদান হবে তোমায় কে বল্লে?—ও! বলিদানের কথা জিজ্ঞাসা কচ্চ?—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ শত সহস্র ছাগবলি হবে বটে।

মহিষী। শুধু কি ছাগবলিতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন?

লক্ষ্মণ। সে কি?—ও কি কথা বল্‌চ? আবার কিসের বলিদান?

মহিষী। তবে সরোজিনীকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ? সরোজিনী?—তার বলিদান? —তোমায় কে বল্লে?

মহিষী। আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি, তাকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ?—নিয়ে যাবার প্রয়োজন—প্রয়োজন কি—তাই জিজ্ঞাসা কচ্চ?—ও!—তা—তা—

(সরোজিনীর প্রবেশ)

মহিষী। এস বাছা এস—তোমার জন্যেই মহারাজ প্রতীক্ষা কচ্চেন। তোমার পিতাকে প্রণাম কর—এমন পিতা তো আর কারও হবে না!

লক্ষ্মণ। এ সব কি?—এ কিরূপ কথা? (সরোজিনীর প্রতি) বৎসে! তুমি কাঁদচ কেন? —এ কি, দুজনেই কাঁদতে আরম্ভ কল্লে যে?—হয়েছে কি বল না,—মহিষি!

মহিষী। কি আশ্চর্য্য! এখনও আপনি গোপন কত্তে চেষ্টা কচ্চেন?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) রামদাস!—হতভাগা রামদাস! তুই দেখছি সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছিস্—তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্।

মহিষী। চুপ ক'রে রইলেন যে?

লক্ষ্মণ। হা! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি ব্যাকুল হবেন না, আপনি যা আদেশ করবেন, তাই আমি এখনি পালন করব। আপনা হতেই আমি এ জীবন পেয়েছি, আদেশ করুন, এখনি তা আপনার চরণে উৎসর্গ করি; আপনার ধন, আপনি যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে নিতে পারেন,—আমার তাতে কিছুমাত্র অধিকার নেই। পিতঃ! আপনি একটুও চিন্তা করবেন না, আপনার আদেশ পালনে আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব করব না—আমার শরীরের যে রক্ত, তা আপনারই—এখনি তা ফিরিয়ে নিন।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ! এর প্রত্যেক কথা যেন সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় আমার হৃদয় ভেদ কচ্চে।—আর সহ্য হয় না। না,—দেবী চতুর্ভুজার কথা আমি কখন শুনব না—ভৈরবাচার্য্য, রণধীর—কারু কথা শুনব না —এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। ওঃ!—

সরোজিনী। পিতঃ, আমার যে সকল মনের সাধ ছিল, যে সকল সুখের আশা ছিল, তা এ জীবনে আর পূর্ণ হল না সত্যি, কিন্তু তার জন্যে আমি তত ভাবিনে, আমার অবর্ত্তমানে আমার মা যে কত শোক পাবেন, মাকে যে আর আমি জন্মের মত দেখতে পাব না, এই মনে করেই আমার—(ক্রন্দন)

মহিষী। (সরোজিনীর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক) বাছা! ও কথা আর বলিস্‌নে, আমার আর সহ্য হয় না; বাছা, তুই আমাকে ছেড়ে কখনই যেতে পারবি নে, তোর পাষণ্ড পিতার সাধ্য নেই যে, সে আমার কাছ থেকে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

লক্ষ্মণ। ওঃ!—

সরোজিনী। পিতঃ! আমি জানতেম না যে, বিধাতা এর মধ্যেই আমার জীবন শেষ করবেন; যে অসি যবনদের জন্যে শাণিত হচ্ছিল, আমার উপরেই যে তার প্রথম পরীক্ষা হবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। পিতঃ! আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বল্‌চি নে—আমি ভীরুতা প্রকাশ ক'রে কখনই বাপ্পারাওর বংশে কলঙ্ক দেব না; আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ যদি আপনার কাজে—আমার দেশের কাজে আসে, তা হলে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তু পিতঃ! (সরোদনে) যদি না জেনে শুনে আপনার নিকট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি, আর সেই জন্যেই যদি আমার এই দণ্ড হয়, তা হ'লে মার্জ্জনা চাই—

মহিষী। বাছা! তোকে আমি কখনই ছাড়ব না—আমার প্রাণ বধ না ক'রে তোকে কখনই আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ, কি বিষম সঙ্কট! এক দিকে স্নেহ-মমতা, আর এক দিকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম! এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন কি ক'রে নিরস্ত হই? আর তা হ'লে রণধীরের কাছেই বা কি ক'রে মুখ দেখাব? সৈন্যগণই বা কি বল্‌বে? রাজত্বই বা কি ক'রে রক্ষা কর্‌ব?

সরোজিনী। পিতঃ! আমি কি কোন অপরাধ করেছি?

লক্ষ্মণ। হা—বৎসে!—তোমার কোন অপরাধ নেই। আমিই বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোন গুরুতর পাপ করেছিলেম, তাই দেবী চতুর্ভুজা আমাকে এই কঠোর শাস্তি দিচ্চেন। নচেৎ কেন তিনি এইরূপ বলি প্রার্থনা কর্‌বেন! বৎসে! তিনি দৈববাণী করেছেন যে, তোমাকে তাঁর চরণে উৎসর্গ না কল্লে চিতোরপুরী কখনই রক্ষা হবে না। তোমার জীবন রক্ষার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। এর জন্য, আমার প্রধান সেনাপতি রণধীরসিংহের সঙ্গে কত বিরোধ করেছি! প্রথমে আমি কিছুতেই সম্মত হই নি: এমন কি, আমার পূর্ব্ব আদেশের অন্যথা ক'রেও, সেনাপতিদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, যাতে তোমাদের এখানে আসা না ঘটে, এই জন্য রামদাসকে পাঠিয়েছিলেম। কিন্তু দৈবের নিবন্ধন কে খণ্ডন কত্তে পারে? রামদাসের সঙ্গে তোমাদের দেখা হ'ল না—তোমরাও এসে উপস্থিত হলে। বৎসে! দৈবের সঙ্গে বিরোধ ক'রে কে জয়লাভ কত্তে পারে? তোমার হতভাগ্য পিতা তোমাকে বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা কল্লে, কিন্তু দৈববলে তা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন যদি আমি দৈব-বাণী অবহেলা করি, তা হলে কি আর রক্ষা আছে? রণোন্মত্ত, যবনদ্বেষী রাজপুত-সেনাপতিগণ আমাকে এখনি—

মহিষী। মহারাজ! আপনি পিতা হয়ে এইরূপ কথা বল্‌তে পাল্লেন?—আপনার হৃদয় কি একেবারেই পাষাণ হয়ে গেছে?—আপনার কি দয়া মায়া কিছুই নেই? ওঃ——

সরোজিনী। পিতঃ! আপনার অনিষ্ট প্রাণ থাক্‌তে কখনই আমি দেখ্‌তে পারব না—আমার জীবন রক্ষা ক'রে যে আপনাকে আমি বিপদগ্রস্ত কর্‌ব, তা আপনি কখনই মনে কর্‌বেন না; (মহিষীর প্রতি) মা! তুমি পিতাকে তিরস্কার ক'র না—ওঁর দোষ কি? যখন দেবী চতুর্ভুজা এইরূপ আদেশ করেছেন, তখন আর উনি——

মহিষী। বাছা! তুইও ঐ কথায় মত দিচ্চিস্? দেবী চতুর্ভুজা কি এরূপ আদেশ করেছেন?—কখনই না। ওঁর সেনাপতিরাই ওঁকে এই পরামর্শ দিয়েছে,—আর পাছে ওঁর রাজ্য তারা কেড়ে ন্যায়, এই ভয়েই উনি এখন কাঁপ্‌চেন।

লক্ষ্মণ। দেখ বৎসে! কোন্ বংশে তোমার জন্ম, এই সময়ে তার পরিচয় দেও; যে দেবতারা নির্দ্দয় হয়ে তোমার মৃত্যু আদেশ করেছেন, অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁদের লজ্জা দেও; যে রাজপুত্রগণ তোমার বলিদানের জন্য এত ব্যগ্র হয়েছে, তারাও জানুক্ যে বাপ্পারাওর বীর-রক্ত তোমার শিরে শিরে বহমান আছে।

মহিষী। মহারাজ! আপনি এই নিষ্ঠুর আচরণে সেই পরম পূজনীয় বাপ্পারাও-বংশের উপযুক্ত পরিচয়ই দিচ্চেন বটে! দুহিতাঘাতী পাষণ্ড! তোমার আর কিছুই বাকি নেই—তোমার আর কিছুই অসাধ্য নেই—এখন কেবল আমাকে বধ কল্লেই তোমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নৃশংস! নিষ্ঠুর! এই কি তোমার শুভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান? এই কি সেই বিবাহের উদ্যোগ?—কি! যখন তুমি আমার বাছাকে যমের হাতে সমর্পণ কর্‌বে মনে ক'রে, মিথ্যা বিবাহের কথা আমায় লিখেছিলে, তখন কি তোমার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নি? লেখনী কি একটুও কাঁপেনি? কেমন ক'রে তুমি আমায় এইরূপ মিথ্যা কথা লিখ্‌তে পাল্লে?—আশ্চর্য্য!—এখন আর আমি তোমার কথায় ভুলি নে। এইমাত্র তুমি না ব'ল্লে যে, ওকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছ, অনেকের সহিত বিবাদ করেছ?—বিবাদ তো কেমন? বিবাদ ক'রে, যুদ্ধ ক'রে নাকি রক্ত-ধারায় পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছ!—মৃত শরীরে নাকি রণস্থল একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। আবার কি না বল্‌ছিলে, যদি তুমি দৈববাণী অবহেলা কর, তা হ'লে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবসর পেয়ে তোমার সিংহাসন কেড়ে নেবে—ধিক্ তোমায়! ও কথা বল্‌তে কি তোমার একটুও লজ্জা হ'ল না? তোমার কন্যার জীবন অপেক্ষা তোমার রাজত্ব বড় হ'ল? কি আশ্চর্য্য! পিতা যে আপনার নির্দ্দোষী কন্যাকে বধ করে, এ তো আমি কখনই শুনি নি;

তুমি কোন্ প্রাণে যে এ কাজ করবে, তা তো আমি একবারও মনেও আন্‌তে পাচ্চি নে।—ধিক্! ধিক্! তোমার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়েছি। কি! তোমার চোখের সামনে তোমার নির্দ্দোষী কন্যার বলিদান হবে—আর তুমি কি না তাই অম্লান-বদনে দেখ্‌বে? তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হবে না? আর, আমি কোথায় তার বিবাহ দিতে এসেছিলেম, না এখন কি না তাকে বলি দিয়ে—আমার সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে ঘরে ফিরে যাব? না মহারাজ! সরোজিনীকে আমি তার পিতার হাতেই সমর্পণ করেছিলেম—যমের হাতে দিই নি। যদি তাকে বলি দিতে চান, তবে আগে আমায় বলি দিন। আপনি আমাকে হাজার ভয় দেখান, হাজার যন্ত্রণা দিন, আমি কখনই বাছাকে ছেড়ে দেব না; আমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে না ফেল্লে কখনই ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না।

লক্ষ্মণ। দেখ মহিষি! আমাকে তিরস্কার করা বৃথা। বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করে, এমন কারও সাধ্য নাই। ঘটনা-স্রোত এখন এতদূর প্রবল হয়ে উঠেছে যে, আর আমি তাতে বাধা দিতে পারি নে। বাধা দিলেও কোন ফল হবে না। এখনি হয় তো উন্মত্ত সৈন্যেরা এসে বলপূর্ব্বক——

মহিষী। নিষ্ঠুর স্বামিন্! সরোজিনীর পাষণ্ড পিতা! এস দেখি কেমন তুমি সিংহীর কাছ থেকে শাবককে কেড়ে নিয়ে যেতে পার? তোমার একলার কর্ম্ম নয়, ডাক—তোমার উন্মত্ত সৈন্যদের ডাক—তোমার দিগ্বিজয়ী সেনাপতিদের ডাক—দেখি তাদেরও কত দূর সাধ্য!—যদি তোমার ন্যায় তাদের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা কঠিন না হয়, তা হলে শোক-বিহ্বলা জননীর ক্রন্দনে নিশ্চয় তাদেরও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা, তুই আমার সঙ্গে আয়—দেখি, কে আমার কাছ থেকে তোকে নিয়ে যায়!

সরোজিনী। মা! পিতাকে কেন তিরস্কার কচ্চ? ওঁর কি দোষ?

মহিষী। আয় বাছা আয়; উনি আর এখন তোর পিতা নন। [সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক রাজমহিষীর প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। ঐ সিংহীর তীব্র ভর্ৎসনা ও হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদকেই আমি এতক্ষণ ভয় কচ্ছিলেম। আমি তো একেই উন্মত্তপ্রায় হয়েছি, তাতে আবার মহিষীর গঞ্জনা ও সরোজিনীর অটল ভক্তি,—ওঃ—আর সহ্য হয় না। মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর কঠোর আদেশ প্রদান ক'রে এখনও কেন আমাতে পিতার কোমল হৃদয় রেখেছ? আমা দ্বারা যদি তোমার আদেশ প্রতিপালিত হবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে এরূপ হৃদয় আমার দেহ হ'তে এখনি উৎপাটিত, উন্মূলিত ক'রে ফ্যাল।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। মহারাজ! আজ একটি অদ্ভুত জনশ্রুতি আমার কর্ণগোচর হ'ল। সে কথা এত ভয়ানক যে তা বল্‌তেও আমার আপাদ-মস্তক কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ছে। আপনার অনুমতিক্রমে—আজ নাকি—সরোজিনীর—বলিদান হবে? আপনি নাকি আজ স্নেহ মায়া মনুষ্যত্ব সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়ে বলিদানের জন্য ভৈরবাচার্য্যের হস্তে তাকে সমর্পণ কত্তে যাচ্চেন? আমার সহিত বিবাহ হবে, এই ছল ক'রে না কি আজ তাকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাবেন?—এ কথা কি সত্য?—এ বিষয়ে মহারাজের বক্তব্য কি?

লক্ষ্মণ। বিজয়সিংহ! আমার কি সংকল্প—আমার কি মনোগত অভিপ্রায়, তা আমি সকল সময় সকলের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য নই। আমার আদেশ কি, সরোজিনী এখনও তা জানে না; যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে, তখন আমি তাকে জ্ঞাপন করব; তখন তুমিও জান্‌তে পারবে, সমস্ত সৈন্যগণও জান্‌তে পারবে।

বিজয়। আপনি যা আদেশ করবেন, তা আমার জানতে বড় বাকি নাই।

লক্ষ্মণ। যদি জান্‌তেই পেরেছ, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্চ?

বিজয়। কেন আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি?—আপনি কি মনে করেন, আপনার এই জঘন্য সঙ্কল্পের অনুমোদন ক'রে আমার চক্ষের উপর সরোজিনীকে আমি বলি দিতে দেব? না—তা কখনই মনে করবেন না। আপনি বেশ জানবেন, আমার অনুরাগ—আমার প্রেম, অক্ষয় কবচ হয়ে তাকে চিরদিন রক্ষা করবে।

লক্ষ্মণ। দেখ, বিজয়! তোমার কথার ভাবে

বোধ হচ্চে, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা কচ্চ—জান কার সঙ্গে তুমি কথা কচ্চ?

বিজয়। আপনি জানেন, কার প্রাণ বধ কত্তে আপনি উদ্যত হয়েছেন?

লক্ষ্মণ। আমার পরিবারের মধ্যে কি হচ্চে, না হচ্চে, তাতে তোমার হস্তক্ষেপ কর্‌বার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। আমার কন্যার প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি না কেন, তোমার তাতে কথা কবার অধিকার নাই।

বিজয়। না মহারাজ, এখন আর সরোজিনী আপনার নয়। আপনি যখন তার প্রতি এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার কত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন—সন্তানের উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার—তা হ'তে আপনি বিচ্যুত হয়েছেন। এখন সরোজিনী আমার। যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত থাক্‌বে, ততক্ষণ আমার কাছ থেকে আপনি তাকে কখনই বিচ্ছিন্ন কত্তে পার্‌বেন না। আপনার স্মরণ হয়, আমার সহিত সরোজিনীর বিবাহ দেবেন ব'লে আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—এখন সেই অঙ্গীকারসূত্রেই সরোজিনীর প্রতি আমার ন্যায্য অধিকার। রাজমহিষীও কিছু পূর্ব্বে আমাদের উভয়ের হস্ত একত্র সম্মিলিত ক'রে দিয়েছিলেন—আর আপনিও তো আমার সহিত বিবাহের নাম ক'রে ছল পূর্ব্বক তাকে এখানে আহ্বান করেছেন।

লক্ষ্মণ। যে দেবতা সরোজিনীর প্রার্থী হয়েছেন, তুমি সেই দেবতাকে ভর্ৎসনা কর, ভৈরবাচার্য্যকে ভর্ৎসনা কর, রণধীরসিংহকে ভর্ৎসনা কর—সৈন্যমণ্ডলীকে ভর্ৎসনা কর, অবশেষে তুমি আপনাকে ভর্ৎসনা কর।

বিজয়। কি!—আমি!—আমিও ভর্ৎসনার পাত্র?

লক্ষ্মণ। হাঁ, তুমিও! তুমিও সরোজিনীর মৃত্যুর কারণ। আমি যখন বলেছিলেম যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ নাই, তখন তুমি মহা উৎসাহের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত কল্লে—তা কি তোমার মনে নাই? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে, "মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাক্‌তে পারে?" সরোজিনীর রক্ষার জন্য আমি একটি পথ খুলে দিয়েছিলেম, কিন্তু তুমি সে পথে গেলে না—মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন তুমি আর কিছুতেই সম্মত হ'লে না—সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পথ রোধ কত্তে আমি তখন কত চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু তুমি আমার কথা কিছুতেই শুনলে না,—এখন যাও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর গে—এখন সরোজিনীর মৃত্যু তোমার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে।

বিজয়। ওঃ, কি ভয়ানক কথা। শুদ্ধ অত্যাচার নয়—অত্যাচারের পর আবার মিথ্যা কথা! আমি কি এই বলিদানের কথা শুনেছিলেম? আর শুন্‌লেও কি তাতে আমি অনুমোদন কত্তেম?—কখনই না। আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকে, তাও আমি দেশের জন্য অনায়াসে অকাতরে দিতে পারি, তাই ব'লে এক জন নির্দ্দোষী অবলার প্রাণবধে আমি কখনই সম্মত হ'তে পারিনে। আর, দেবতারা যে এরূপ অন্যায় আদেশ কর্‌বেন, তাও আমি কখন বিশ্বাস কত্তে পারিনে। যে এরূপ কথা বলে, সে দেবতাদের অবমাননা করে,—সেই দেবনিন্দুকের কথা আমি শুনি নে।

লক্ষ্মণ। কি! তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা যে, তুমি আমাকে দেবনিন্দুক বল? তুমি যাও—আমি তোমাকে চাইনে,—যাও—তোমার দেশে তুমি ফিরে যাও—তুমি যে প্রতিজ্ঞা-পাশে আমার কাছে বদ্ধ ছিলে, তা হ'তে তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেম; তোমার মত সহায় আমি অনেক পাব, অনেকেই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হবে; তুমি যে আমাকে অবজ্ঞা কর, তা তোমার কথায় বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। যাও!—আমার সম্মুখ হ'তে এখনি দূর হও। যে সমস্ত বন্ধনে তুমি এতদিন আমার সহিত বদ্ধ ছিলে, আজ হ'তে সে সমস্ত বন্ধন আমি ছিন্ন ক'রে দিলেম—যাও।

বিজয়। যে বন্ধন এখনও আমার ক্রোধকে রোধ ক'রে রেখেছে, আপনি অগ্রে তাকে ধন্যবাদ দিন। সেই বন্ধনের বলেই আপনি এবার রক্ষা পেলেন। আপনি সরোজিনীর পিতা, এই জন্যই আপনার মর্য্যাদা রাখলেম; নচেৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হ'লেও আমার এই অসি হ'তে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন না। আর আমি আপনাকে এই কথা ব'লে যাচ্চি যে,—সরোজিনীর জীবন আমি রক্ষা কর্‌বই—আমার বিন্দুমাত্র শোণিত থাক্‌তে,—আপনি কি আপনার সৈন্যমণ্ডলী একত্র হ'লেও, সরোজিনীর প্রাণ-বিনাশে কখনই সমর্থ হবে না। [বিজয়সিংহের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা!—বিধাতা দেখছি আমার প্রতি নিতান্তই বিমুখ হয়েছেন। সকল ঘটনাই সরোজিনীর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্চে। আমি কোথায় ভাবছিলেম যে, এখনও যদি কোন উপায়ে তাকে বাঁচাতে পারি,—না—আবার কি না একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হ'ল। বিজয়সিংহের গর্ব্বিত স্পর্দ্ধা-বাক্যে সরোজিনীর মৃত্যু অনিবার্য্য হয়ে উঠল। এখন যদি স্নেহ বশতঃ সরোজিনীর বলিদান নিবারণ করি, তা হ'লে বিজয়সিংহ মনে করবে, আমি তার ভয়ে এরূপ কাজ কল্লেম—না,—তা কখনই হবে না! কে আছে ওখানে?—প্রহরী?—

(প্রহরিগণের সহিত সুরদাসের প্রবেশ)

সুরদাস। মহারাজ!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আমি কি ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত হচ্চি! এই নিষ্ঠুর আদেশ এদের এখন কি ক'রে দিই?—বাতুলবৎ আপনার পদে আপনিই যে আমি কুঠারাঘাত কচ্চি!—সে নির্দ্দোষী সরলা বালার কি দোষ? বিজয়সিংহই আমাকে ভয় প্রদর্শন কচ্চে, বিজয়সিংহই আমাকে অবজ্ঞা কচ্চে,সরোজিনীর প্রতি আমি কেমন ক'রে নির্দ্দয় হব?—না—তা আমি কখনই পারব না. দেবীবাক্য আমি কখনই শুনব না, এতে আমার যা হবার তাই হবে।—কিন্তু কি!—আমার মর্য্যাদার প্রতি কি আমি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করব না? বিজয়সিংহের প্রতিজ্ঞাই কি রক্ষা হবে? সে তা হ'লে নিশ্চয় মনে করবে, আমি তার ভয়েই এরূপ কচ্চি, তা হ'লে তার স্পর্দ্ধার আর ইয়ত্তা থাকবে না। আচ্ছা—আর কোন উপায়ে কি তার দর্প চূর্ণ হ'তে পারে না? সে সরোজিনীকে অত্যন্ত ভালবাসে; বিজয়সিংহের সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে সরোজিনীর জন্য যদি আর কোন পাত্র মনোনীত করি, তা হলেই তো তার সমুচিত শাস্তি হতে পারে। হাঁ—সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) সুরদাস! তুমি রাজমহিষী ও সরোজিনীকে এখানে নিয়ে এস; তাঁদের বল যে, আর কোন ভয় নাই।

সুরদাস। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রহরিগণের সহিত সুরদাসের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি কি আমার কন্যার রক্তের জন্য নিতান্তই লালায়িত হয়েছ?—তা যদি হয়ে থাক, তা হ'লে আমার সাধ্য নাই যে, আমি তাকে রক্ষা করি; কোন মানুষের সাধ্য নাই যে তাকে রক্ষা করে। যাই হোক্, আমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।

(রাজমহিষী, সরোজিনী, মোনিয়া, রোষেনারা, রামদাস, সুরদাস ও প্রহরিগণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। (মহিষীর প্রতি) এই লও দেবি! সরোজিনীকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ কল্লেম; ওকে নিয়ে এই দয়াশূন্য কঠোর স্থান হ'তে এখনি পলায়ন কর। কিন্তু দেখ দেবি! এর পরিবর্ত্তে আমার একটি কথা তোমায় শুনতে হবে। সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়সিংহের কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না, সে আজ আমার অবমাননা করেছে। (সরোজিনীর প্রতি) দেখ বৎসে! তুমি যদি আমার কন্যা হও, তা হ'লে বিজয়সিংহকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! আমি যা ভয় কচ্ছিলেম, তাই দেখছি ঘটল।

লক্ষ্মণ। দেখ মহিষি! রামদাস, সুরদাস ও এই প্রহরিগণ তোমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু দেখ, এ কথার বিন্দু-বিসর্গও যেন প্রকাশ না হয়। অতি গোপনে ও অবিলম্বে এখান হ'তে প্রস্থান কর। রণধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য্য যেন এ কথা কিছুমাত্র জানতে না পারে; আর দেখ মহিষি! সরোজিনীকে বেশ ক'রে লুকিয়ে নিয়ে যাও, শিবিরের সমস্ত সৈন্যরা যেন এইরূপ মনে করে যে, সরোজিনীকে এখানে রেখে কেবল তোমরাই ফিরে যাচ্চ—পলাও, পলাও, আর বিলম্ব ক'র না—রক্ষকগণ! মহিষীর অনুগামী হও।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

মহিষী। মহারাজ! আপনার এই আদেশে পুনর্ব্বার আমার দেহে যেন প্রাণ এল! (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা! আমরা এখান থেকে এখনি পলায়ন করি।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! এখন আর আমার বেঁচে থেকে সুখ কি? যাকে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যে বিস্মৃত হ'তে পারিনে, তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হ'তে পিতা আমায় আদেশ কচ্চেন! এখন প্রাণ থাকতে কি ক'রে তাঁকে বিস্মৃত হই? পিতৃ-আজ্ঞাই বা কি ক'রে পালন করি? আবার দেবী চতুর্ভুজা আমার জীবন চাচ্চেন, আমার বলিদানের উপর চিতোরের কল্যাণ নির্ভর কচ্চে, এ জেনে শুনেও বা

কি ক'রে এখান থেকে পলায়ন করি? আমার বলিদান হ'লেই এখন সকল দিক্ রক্ষা হয়,—কিন্তু পিতা সে পথও বন্ধ ক'রে দিচ্চেন। হা!—

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য্য না টের পেতে পেতে তোমরা পলায়ন কর, আমি তাঁর কাছে গিয়ে যাতে আজকের দিন যজ্ঞ বন্ধ থাকে, তার প্রস্তাব করি, তা হ'লে তোমরাও পলাতে বেশ অবসর পাবে।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনিই তো তখন বল্‌ছিলেন যে, আমাকে বলি দেবার জন্যে দেবী চতুর্ভুজা আদেশ করেছেন, এখন তাঁর আদেশ লঙ্ঘন কল্লে কি মঙ্গল হবে?

মহিষী। আয় বাছা আয়, তোর আর সে সব ভাবতে হবে না।

লক্ষ্মণ। বৎসে! তোমার কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল, তা আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি।

মহিষী। আয় বাছা—আয় —আর বিলম্ব করিস্ নে!

[সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক মহিষীর প্রস্থান—রোষেনারা, মোনিয়া ও রক্ষকগণ প্রভৃতির প্রস্থান।

লক্ষ্মণ (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা কচ্চি, তুমি ওদের নিষ্কৃতি দাও —আর ওদের এখানে ফিরিয়ে এন না, আমি অন্য কোন উৎকৃষ্ট বলি দিয়ে তোমার তুষ্টিসাধন করব। তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ক'র না।

[লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দির-সমীপস্থ গ্রাম্য পথ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ।)

রোষেনারা। আমার সঙ্গে আয় মোনিয়া—উদিকে আমাদের পথ নয়।

মোনিয়া। সখি! আমাদের এখানে থেকে আর কি হবে? চল না—আমরাও ওদের সঙ্গে যাই।

রোষেনারা। না ভাই! আমাদের একটু অপেক্ষা কত্তে হবে, আমার এখন এই প্রতিজ্ঞা, হয় আমি মরব, নয় সরোজিনী মরবে। আয় ভাই, ওদের পালাবার কথা ভৈরবাচার্য্যের কাছে প্রকাশ ক'রে দিই গে। এই যে! ভৈরবাচার্য্যই যে এই দিকে আস্‌চেন—তবে বেশ সুবিধে হ'ল।

(ভৈরবাচার্য্য ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।)

ভৈরব। সরোজিনীকে এখনও যে মহারাজ মন্দিরে পাঠিয়ে দিচ্চেন না, তার অর্থ কি?

রণধীর। তাই তো মহাশয়, আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। তবে বুঝি মহারাজের আবার মন ফিরে গেছে। তিনি যেরূপ অস্থির-চিত্ত লোক, তাতে কিছুই বিচিত্র নয়। ভাল, ঐ স্ত্রীলোক দুটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্ দিকি, ওরা বোধ হয় রাজকুমারীর সহচরী হবে। ওগো! তোমরা কি মহারাজের অন্তঃপুরে থাক?

রোষেনারা। হাঁ মহাশয়!—আমরা রাজকুমারীর সহচরী।

রণধীর। তোমরা বাছা বল্‌তে পার, রাজকুমারী এখনও পর্য্যন্ত মন্দিরে আস্‌চেন না কেন?

রোষেনারা। তাঁরা যে এইমাত্র চিতোরে যাত্রা কল্লেন।

রণধীর। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি?

ভৈরব। অ্যাঁ?—তাঁরা চ'লে গেছেন?

রণধীর। তুমি ঠিক্ বল্‌চ বাছা?

রোষেনারা। আমি ঠিক্ বল্‌ছি নে তো কি; এইমাত্র যে তাঁরা রওনা হয়েছেন,ঐ বনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গেছেন, এখনও বোধ হয়, বন ছাড়াতে পারেন নি।

রণধীর। তবে দেখ্‌ছি মহারাজ আমাদের প্রতারণা করেছেন; আর আমি তাঁর কথা শুনিনে; দেশের স্বার্থ আগে আমাদের দেখতে হবে; তিনি যখন সেই স্বার্থের বিপরীত কাজ কচ্চেন, তখন তাঁকে আর রাজা ব'লে মান্‌তে পারিনে।—আসুন, মহাশয়, আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে এখনি ব'লে দিই গে, তারা তাঁদের গতি রোধ করে।

ভৈরব। (রোষেনারার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করত স্বগত) এ স্ত্রীলোকটি কে?

রণধীর। মহাশয়! আপনি ওদিকে কেন তাকিয়ে রয়েছেন?—কি ভাব্‌চেন?—চলুন, এখন অন্য কোন চিন্তার সময় নয়; চলুন—

ভৈরব। এই যে যাই;—আপনি অগ্রসর হোন্ না। (যাইতে যাইতে পশ্চাতে নিরীক্ষণ)

[রণধীর ও ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।

রোষেনারা। সখি! আমার কাজ তো শেষ হ'ল—এখন দেখা যাক্, বিধাতা কি করেন।

মোনিয়া। দেখ্ ভাই রোষেনারা! তোর পানে ঐ পুরুত মিনসে এত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল বল্ দিকি?

রোষেনারা। বোধ করি, আমার কথায় ওর সন্দেহ হয়েছিল। আমি সত্যি রাজকুমারীর সহচরী কি না, তাই বোধ হয় ঠাউরে দেখ্‌ছিল।

মোনিয়া। হ্যাঁ ভাই— তাই হবে। আমরা যে মুসলমানী, তা তো আমাদের গায়ে নেই যে ওরা টের পাবে। এখানে বিজয়সিংহ, আর হদ্দ তার দুই চারজন সেনাই যা আমাদের চেনে, আর তো কেউ চেনে না।

নেপথ্যে।—বলবন্তসিংহ, তুমি দক্ষিণ দিকে যাও—বীরবল, তুমি উত্তরে—আর তোমরা পূর্ব্ব-পশ্চিম রক্ষা কর—দেখ যেন কিছুতেই তারা পালাতে না পারে, আমার অধীনস্থ সৈন্যগণ, সেনানায়কগণ, সকলে সতর্ক হও।

রোষেনারা। ঐ দ্যাখ—সৈন্যেরা চারি দিকে ছুটেছে,—আয় ভাই, আমরা এখন এখান থেকে যাই।

[রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দির-সমীপস্থ বন।

(রাজমহিষী, সুরদাস ও কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ)

মহিষী। সুরদাস! সরোজিনী, রামদাস ওরা কি শীঘ্র বন ছাড়াতে পারবে?

সুরদাস। দেবি, তাঁরা যে পথ দিয়ে গেছেন, তাতে বোধ হয় এতক্ষণ বন ছাড়িয়েচেন। দুই দল পৃথক্ হয়ে যাওয়াতে পালাবার বেশ সুবিধা হয়েছে। আর বিশেষ রাজকুমারী যে গুপ্ত পথ দিয়ে গেছেন, তাতে ধরা পড়্‌বার কোন সম্ভাবনা নাই।

মহিষী। (স্বগত) আহা, বাছা এই কাঁটা বন দিয়ে অত পথ কি ক'রে হেঁটে যাবে? আমাদের অদৃষ্টে কি এই ছিল? আমি হচ্চি সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বরী—আমায় কি না এখন চোরের মতন বন-বাদাড় দিয়ে যেতে হ'চ্চে। যাই হোক, এখন যদি আমার সরোজিনী রক্ষা পায়, তা হ'লেই সকল কষ্ট সার্থক হবে।

(নেপথ্যে—এই দিকে—এই দিকে)—— (প্রকাশ্যে) ঐ কিসের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি—সুরদাস! সতর্ক হও, বোধ করি, সৈন্যগণ আমাদের ধত্তে আস্‌চে;—এ কি! আমাদের চারি দিক্ যে একেবারে ঘিরে ফেলেচে,—কি হবে?

(চারিদিকে বেষ্টন করত উলঙ্গ অসি হস্তে সৈন্যগণের প্রবেশ)

সেনা-নায়ক। রাজমহিষি!—মেওয়ারের অধীশ্বরি!—জননি!—আমাদের সেনাপতি রণধীর-সিংহের আদেশক্রমে আমরা আপনার পথ রোধ কত্তে বাধ্য হলেম।

মহিষী। কি! রণধীরসিংহের আদেশক্রমে?—রণধীরসিংহ যে আমাদের অধীনস্থ করপ্রদ এক জন ক্ষুদ্র রাজা, তার আদেশ-ক্রমে?

সেনা-নায়ক। রাজমহিষি! আমরা এখন তাঁর অব্যবহিত অধীন, তিনি আমাদের সেনাপতি।

মহিষী। আমি মনে করেছিলেম, মহারাজের আদেশ; রণধীরসিংহের আদেশ আজ আমাকে পালন কত্তে হবে?—পথ খুলে দাও, আমি যাব—পথ খুলে দাও, আমি বল্‌চি।

সেনা-নায়ক। দেবি! মার্জ্জনা করবেন, আমাদের আদেশ নাই।

মহিষী। আদেশ নাই?—কার আদেশ নাই? মেওয়ারের অধীশ্বরী আদেশ কচ্চেন, তোমরা পথ খুলে দাও।

সেনা-নায়ক। দেবি! আমাদের মার্জ্জনা করবেন।

মহিষী। কি!—সুরদাস! রক্ষকগণ! তোমরা থাক্‌তে আমার এই অবমাননা?

সুরদাস। মহাশয়! রাজমহিষীর আদেশ শুন্‌চেন না? পথ পরিষ্কার করুন—নচেৎ——

সেনানায়ক। আপনি চুপ করুন না মহাশয়।

মহিষী। সুরদাস! ভীরু!—এখনও তুমি সহ্য ক'রে আছ? তোমার তলবার কি কোষের মধ্যে বদ্ধ থাক্‌বার জন্যই হয়েছে?

সুরদাস। দেবি! শুদ্ধ আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেম। রক্ষকগণ! পথ পরিষ্কার কর।

(নিষ্কোষিত অসি লইয়া আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মন্দিরসমীপস্থ বনের অপর প্রান্ত।

(সরোজিনী ও অমলার প্রবেশ।)

সরো। না অমলা, আমাকে আর তুমি বাধা দিও না—আমার রক্ত না দিলে আর কিছুতেই দেবীর ক্রোধ শান্তি হবে না। দেবতাদের বঞ্চনা কর্‌তে গিয়ে দেখ আমরা কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি। দেখ আমাদের গতিরোধ কর্‌বার জন্য সৈন্যরা এই বনের চারিদিক্‌ ঘিরে ফেলেছে। এখন আর পালাবার কোন উপায় নেই। আমি এখন মন্দিরেই যাই। দেখ অমলা—আমি যে সেখানে যাচ্চি, মা যেন তা কিছুতেই টের না পান। পিতা যে আমাকে আবার মন্দিরে যাবার জন্যে ব'লে পাঠিয়েছেন, এ কথা যেন তিনি শুন্‌তে না পান—তা শুন্‌লে তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন।

অমলা। না রাজকুমারি! তোমার মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই। মহারাজ তো এখন পাগলের মত হয়েছেন, একবার পালাতে বল্‌চেন, আবার ডেকে পাঠাচ্চেন, তাঁর কথা কি এখন শুন্‌তে আছে? এখন এখান থেকে পালাতে পাল্লেই ভাল, তুমি সেখানে যেও না—কেন বল দিকি আমাদের দুঃখ দেও—মত্তে কি তোমার এতই সাধ?

সরোজিনী। পিতা আমাকে আর একটি যে আদেশ করেছেন, তা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয়; দেখ্‌ অমলা, আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নেই।

অমলা। রাজকুমারি! মহারাজ আবার কি আদেশ করেচেন?

সরোজিনী। কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে বোধ হয় পিতার কি একটা মনান্তর উপস্থিত হয়েচে; রাজকুমারের উপর তাঁর এখন বিষ-দৃষ্টি। আর, পিতা আমাকেও এইরূপ আদেশ করেচেন, যেন আমি তাঁকে জন্মের মত বিস্মৃত হই! অমলা, দেখ দিকি এর চাইতে কি আমার মরণ ভাল না? (ক্রন্দন) আমি বেঁচে থাক্‌তে কুমার বিজয়সিংহকে কখনই বিস্মৃত হ'তে পার্‌ব না। আমি রামদাসকে কত বারণ কল্লেম, কিন্তু সে কিছুতেই শুন্‌লে না,—সে আমার বলিদান রহিত কর্‌বার জন্যে আবার পিতার কাছে গেছে;—কিন্তু দেখ অমলা, আমার বাঁচতে আর সাধ নেই, এখন আমার মরণ হ'লেই সকল যন্ত্রণার শেষ হয়।

অমলা। ও মা! কি সর্ব্বনাশের কথা! এত দূর হয়েছে, তা তো আমি জানি নে।

সরোজিনী। দেখ্‌ অমলা! দেবতারা সদয় হয়েই আমার মৃত্যু আদেশ করেছেন—এখন আমি বুঝতে পাচ্চি, আমার উপর তাঁদের কত কৃপা!—ও কে আস্‌চে? এ কি? কুমার বিজয়-সিংহই যে এই দিকে আস্‌চেন!

অমলা। রাজকুমারি! আমি তবে এখন যাই। [অমলার প্রস্থান।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। রাজকুমারি! এস আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস্‌, এই বনের চতুর্দ্দিকে যে সকল লোক একত্র হয়ে উন্মত্তবৎ চীৎকার কচ্চে—তাদের চীৎকারে কিছুমাত্র ভীত হ'য়ো না। আমার এই ভীষণ অসির আঘাতে লোকের জনতা ভঙ্গ হয়ে এখনি পথ পরিষ্কৃত হবে। যে সকল সৈন্য আমার অধীন, তারা এখনি আমার সঙ্গে যোগ দেবে। দেখি, কে তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে? কি, রাজকুমারি! তুমি যে চুপ ক'রে রয়েছ? তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? তোমাকে আমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব, তা কি তোমার এখনও বিশ্বাস হ'চ্চে না? এখন ক্রন্দনে কোন ফল নাই; ক্রন্দনে যদি কোন ফল হবার সম্ভাবনা থাকৃত, তা হ'লে এতক্ষণে তা হ'ত। তোমার পিতার কাছে তো তুমি অনেক কেঁদেছ!

সরোজিনী। না রাজকুমার,—তা নয়, আপনার সঙ্গে যে আজ আমার এই শেষ দেখা, এই মনে ক'রেই আমার—(ক্রন্দন)

বিজয়। কি! শেষ দেখা—তুমি কি তবে মনে কচ্চ, আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার জীবন রক্ষা হ'লে আপনি কখনই সুখী হ'তে পার্‌বেন না।

বিজয়। ও কি কথা রাজকুমারি?—আমি তা হ'লে সুখী হব না?—তুমি বেশ জেনো, যে তোমারি জীবনের উপর বিজয়সিংহের সুখ-শান্তি সমস্তই নির্ভর কচ্চে।

সরোজিনী। না রাজকুমার! এই হতভাগিনীর জীবন-সূত্রে বিধাতা আপনার সুখ-সৌভাগ্য বন্ধন করেন নি। সকলি বিধাতার বিড়ম্বনা!—তাঁর বিধান এই যে, আমার মৃত্যু না হ'লে আপনি কখনই সুখী হ'তে পারবেন না। মনে ক'রে দেখুন দিকি, মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করলে আপনার কত গৌরব বৃদ্ধি হবে। আবার দেবী চতুর্ভুজার এইরূপ দৈববাণী হয়েছে যে, আমার রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত না হ'লে সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র কখনই ফলবান্ হবে না। তা দেখুন, আমার মৃত্যু ভিন্ন দেশ উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নেই। সমস্ত রাজপুত-সৈন্যও এই জন্যে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কচ্চে। তা রাজকুমার! আমাকে আর বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না। মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত রাজস্থানকে আপনি উদ্ধার করবেন ব'লে পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তাই এখন পালন করুন। রাজকুমার! আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি যে, যেই আমার চিতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে—অমনি আল্লাউদ্দীনের বিজয়-লক্ষ্মী ম্লান হবে—তার জয়পতাকা দিল্লির প্রাসাদ-শিখর হ'তে ভূমিতলে স্খলিত হবে—তার সিংহাসন কম্পমান হবে—রাজকুমার! এই আশায় আমার মন উৎ-ফুল্ল হয়েছে—এই আশা-ভরে আমি অনায়াসে প্রাণ-ত্যাগ কত্তে পারব; তাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হব না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। আমি মলেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির সোপান হয়,—দেশ উদ্ধারের উপায় হয়, তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। রাজকুমার! আমাকে এখন জন্মের মত বিদায় দিন—

বিজয়। না, রাজকুমারি, আমি কখনই পারব না। কে তোমায় বল্লে যে চতুর্ভুজা দেবী এইরূপ দৈববাণী করেছেন? এ কথা যে বলে, সে দেবতা-দের অবমাননা করে। দেবতারা কি কখন নির্দ্দোষী অবলার রক্তে পরিতৃপ্ত হন? এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে না। আমরা যদি দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করি, তা হ'লেই দেবতারা পরি-তুষ্ট হবেন; সে জন্য তুমি ভেবো না। এখন, আমার এই বাহু-যুগল যদি তোমার জীবন রক্ষা কত্তে পারে, তা হ'লেই আমি মনে করব, আমার সকল গৌরব লাভ হ'ল—আমার সকল কামনা সিদ্ধ হ'ল। এস রাজকুমারি—আর বিলম্ব ক'র না—আমার অনুবর্ত্তিনী হও।

সরোজিনী। রাজকুমার! আমাকে মার্জ্জনা করবেন, কি ক'রে, আমি পিতার অবাধ্য হব? আমি যে তাঁর নিকট মহা ঋণে বদ্ধ আছি,—তাঁর আজ্ঞা পালন ভিন্ন সে ঋণ হ'তে কি ক'রে মুক্ত হব?

বিজয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ কর্ত্তব্য, তা কি তিনি কচ্চেন যে তুমি তাঁর আদেশ পালনে এত ব্যগ্র হয়েছ?—রাজকুমারি! আর বিলম্ব কর না—আমার অনুরোধ শোন।

সরো। রাজকুমার! পুনর্ব্বার বলচি, আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার জীবন অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম কি আপনার চক্ষে অধিক মূল্যবান্ বোধ হয় না?—এ দুঃখিনীকে আপনি মার্জ্জনা করুন, কেমন ক'রে আমি পিতার কথা লঙ্ঘন করব?

বিজয়। আচ্ছা, এ বিষয়ে তবে আর কোন কথা কবার প্রয়োজন নাই। তোমার পিতারই আদেশ তবে এখন পালন কর। মৃত্যু যদি তোমার এতই প্রার্থনীয় হয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে তুমি তাকে আলিঙ্গন কর। আমি আর তাতে বাধা দেব না। রাজকুমারি! যাও, আর বিলম্ব কর না, আমিও সেখানে এখনই যাচ্চি। যদি চতুর্ভুজা দেবী শোণিতের জন্য বাস্তবিকই লালায়িত হয়ে থাকেন, তা হ'লে শীঘ্রই তাঁর শোণিত-পিপাসা শান্তি হবে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন রক্তপাত আর কেউ কখন দেখে নি। আমার অন্ধপ্রেমের নিকট কিছুই অধর্ম্ম বলে বোধ হবে না। প্রথমেই ত পুরোহিত নরাধমের মুণ্ডপাত করতে হবে—তার পরে, আর যে সকল পাষণ্ড ঘাতক তার সহকারী হয়েছে, তাদেরও রক্তে আমি যজ্ঞবেদি ধৌত করব। এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে যদি দৈবাৎ অসির আঘাতে তোমার পিতারও কোন অনিষ্ট হয়, তা হলেও আমি দায়ী নই—সে-ও জানবে তোমার এই অতি-পিতৃ-ভক্তির ফল।

[বিজয়সিংহের প্রস্থানোদ্যম।

সরোজিনী। রাজকুমার!—একটু অপেক্ষা করুন—আমি যাচ্চি—আমি—

[বিজয়সিংহের প্রস্থান।

(স্বগত) হা! কুমার বিজয়সিংহও আমার উপর বিমুখ হলেন!—প্রাণের উপর আমার যে একটুকু মমতা এখনও পর্য্যন্ত ছিল, এইবার তা একেবারে চলে গেল—এখন আর আমার বাঁচতে একটুকুও সাধ নেই—এখন যে দিকেই দেখি, মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু বলে মনে হচ্চে। মা চতুর্ভুজা! এখনি আমাকে গ্রহণ কর, আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

(রাজমহিষী, সুরদাস ও রক্ষকগণের প্রবেশ)

মহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া সরোজিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) এ কি! আমার বাছাকে একা ফেলে সকলে চলে গেছে? রামদাস কোন কাজের নয়—তোমাকে নিয়ে এখনও পালাতে পারে নি? তারা সব কোথায় গেল? অমলা কোথায়?

সরোজিনী। মা—তারা নিকটেই আছে।

মহিষী। আহা! বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। আহা! ছেলে মানুষ, ওর কি এ সব ক্লেশ সহ্য হয়? (দূরে সৈন্যদের আগমন লক্ষ্য করিয়া) আবার ঐ রক্তপিপাসুরা এখানে কেন আস্‌ছে? (সুরদাসের প্রতি) ভীরু, তোরা কি বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমাদের শত্রু-হস্তে সমর্পণ করবি বলে মনে করেচিস্?

সুরদাস। দেবি! ও কথা মনেও স্থান দেবেন না। যতক্ষণ আমাদের দেহে শেষ রক্ত-বিন্দু থাক্‌বে, ততক্ষণ আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হব না—তার পরেই আপনার চরণতলে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব। কিন্তু আমাদের এই দুই চারি জন দ্বারা আর কত আশা কত্তে পারেন? এক জন নয়, দুই জন নয়, শিবিরের সমস্ত সৈন্যই এই নিষ্ঠুর উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—কোথাও আর দয়ার লেশমাত্র নাই। এখন ভৈরবাচার্য্যই সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে প্রভুত্ব কচ্চেন। তিনি বলিদানের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন। মহারাজও পাছে তাঁর প্রভুত্ব ও রাজত্ব যায়, এই ভয়ে তাহাদের মতেই মত দিয়েছেন। কুমার বিজয়সিংহ, যাঁকে সকলেই ভয় করে, তিনিও যে এর কিছু প্রতিবিধান কত্তে পার্‌বেন, তা আমার বোধ হয় না। তাঁরই বা দোষ কি? যে সৈন্য-তরঙ্গ চারিদিক্ ঘিরে রয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্যে প্রবেশ করে।

রাজমহিষী। ওরা আসুক না; দেখি কেমন ক'রে বাছাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে, আমায় না মেরে ফেল্লে তো আর নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

সরো। মা, এই অভাগিনীকে কি কুক্ষণেই গর্ভে ধারণ করেছিলে! আমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাতে তুমি মা আমাকে কি ক'রে বাঁচাবে? মানুষ ও দৈব সকলেই আমার প্রতিকূল, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা বৃথা—শিবিরের সকল সৈন্যই পিতার বিদ্রোহী হয়েছে—মা! তাঁরও এতে কিছু দোষ নেই।

রাজমহিষী। বাছা! তুমি তো কিছুতেই তাঁর দোষ দেখ্‌তে পাও না; তাঁর এতে মত না থাক্‌লে কি এ সব কিছু হতে পার্‌তো?

সরোজিনী। মা! তিনি আমাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

মহিষী। বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন বৈ কি! —সে কেবল তাঁর প্রবঞ্চনা—চাতুরী।

সরোজিনী। দেবতাদের হ'তেই তাঁর সকল সুখসৌভাগ্য—কেমন ক'রে তাঁদের আদেশ তিনি অগ্রাহ্য কর্‌বেন?—মা! আমার মৃত্যুর জন্যে কেন তুমি এত ভাবচ?—আমি গেলেও তো আমার বার জন ভাই থাক্‌বেন, মা! তাঁদের নিয়ে তুমি সুখী হতে পার্‌বে।

মহিষী। বাছা! তুইও কি নিষ্ঠুর হলি? কোন্ প্রাণে তুই আমায় ছেড়ে যাবি বল্ দেখি? বাছা! আমায় ছেড়ে গেলেই কি তুই সুখী হোস্? হা— এ কি!—ঐ পিশাচেরা যে এই দিকেই আস্‌চে। এইবার দেখচি আমার সর্ব্বনাশ হল।

(সেনানায়কের সহিত কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)

সেনানায়ক। (সরোজিনীর প্রতি) রাজকুমারি! আপনাকে মন্দিরে লয়ে যাবার জন্য মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

সরোজিনী। মা, আমি তবে চল্লেম, এইবার অভাগিনীকে জন্মের মত বিদায় দাও—মা এইবার শেষ দেখা—এ জন্মে বোধ হয় আর দেখা হবে না। (ক্রন্দন)

(সৈন্যগণের সহিত সরোজিনীর গমনোদ্যম)

মহিষী। বাছা, আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? আমি তোকে কখনই ছাড়্‌ব না, আমিও

সঙ্গে যাব। সত্যই যদি চতুর্ভুজা দেবী বলি চেয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি,—মহারাজ আমার বলি দিন।

সরোজিনী। মা, ও কথা বল না, চতুর্ভুজা দেবী আমার রক্ত ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না। মা, আমার জন্যে তুমি কেন ভাবচ? আমার মরুতে একটুও দুঃখ হবে না। আমি সুখে মরতে পারুব। কেবল তোমাকে যে আর এ জন্মে দেখতে পাব না, এই জন্যেই আমার—(ক্রন্দন)

সেনানায়ক। রাজকুমারি, আর বিলম্ব করে কাজ নেই। মহারাজ আপনার কাছে এই কথা বলুতে ব'লে দিয়েছেন যে, যদি পিতার অবাধ্য হ'তে আপনার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করুবেন না।

সরোজিনী। মা, আমি তবে চল্লেম। আর কি বলুব!—আমার এখন একটি কথা রেখো, আমার মৃত্যুর জন্যে যেন পিতাকে তিরস্কার ক'র না। এই আমার শেষ অনুরোধ। এখন আমি জন্মের মত বিদায় হলেম। আর একটি অনুরোধ, যত দিন রোষেনারা এখানে থাকবে, সে যেন কোন কষ্ট না পায়।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজিনীর প্রস্থান ও রাজমহিষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

সেনানায়ক। (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি, আপনাকে সঙ্গে যেতে মহারাজ নিষেধ করেছেন।

রাজমহিষী। কি! আমার যেতে নিষেধ?—আমি নিষেধ মানিনে; বাছা আমার যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে যাব—দেখি আমায় কে আট্‌কায়? ছাড় পথ বলুচি। আমার কথা শুনুচিস্ নে—রাজমহিষীর কথা শুনুচিস্ নে? সুরদাস,—তোমরা এখানে কি কত্তে আছ?

সুরদাস। দেবি! এবার মহারাজের আদেশ, এবার কি ক'রে—

রাজমহিষী। ভীরু, দে তোর তলবার—(সুরদাসের নিকট হইতে তলবার কাড়িয়া সেনানায়কের প্রতি) পথ ছেড়ে দে—না হ'লে এখনি তোর—

সেনানায়ক। (স্বগত) রাজমহিষীর গাত্র কি ক'রে স্পর্শ করি? পথ ছাড়তে হল।

[সেনাগণের পথ ছাড়িয়া দেওন—ও রাজমহিষীর বেগে প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দিরের নিকটস্থ একটি বিজন স্থান।

(ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ)

ভৈরব। (চংক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) এখনই তো হিন্দুদের মধ্যে বেশ ঝগড়া বেধে উঠেছে, বলিদানের সময়ে দেখছি আরও তুমুল হয়ে উঠবে। চিতোরপুরী তো এখন এক প্রকার অরক্ষিত বল্লেও হয়; সেখান থেকে প্রায় সমস্ত সৈন্যই এখানে পূজা দেবার জন্যে চলে এসেছে; এই ঠিক আক্রমণের সময়! এ দিকে হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে কলহ ক'রে সময় অতিবাহিত করুবে—ওদিকে আল্লাউদ্দীন চিতোর পুরী আক্রমণের বেশ অবসর পাবেন। যদিও চিতোর এখান থেকে দূর নয়, তবুও হিন্দুদের প্রস্তুত হয়ে যথাকালে সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হবার সম্ভাবনা, আর, এই যুদ্ধবিগ্রহের সম্বন্ধে দুই এক দিনের অগ্র-পশ্চাৎই সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। এবার আমাদের নিশ্চয়ই জয় হবে; আর, শুদ্ধ জয় নয়, আমি যে ফন্দী করেছি, তাতে চিতোরের সিংহাসন চিরকালের জন্য আমাদের অধিকৃত হবে। লক্ষ্মণ-সিংহের তেজস্বী পুত্রগণ বেঁচে থাকৃতে আমাদের সে আশা কখনই পূর্ণ হবার নয়, কিন্তু তারও এক উপায় করেছি। আমি যে মিথ্যা দৈববাণী করেছিলেম যে,—

"—— ———বাপ্পা-বংশ জাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজছত্র-ধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজলক্ষ্মী আর।"

এই কথা সেই নির্ব্বোধ ধর্ম্মান্ধ লক্ষ্মণসিংহ দৈববাণী ব'লে বিশ্বাস করেছে, আর সে যে এই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই; আর, তা হলেই আমার যা মৎলব তা সিদ্ধ হবে; লক্ষ্মণসিংহ একেবারে নির্ব্বংশ হবে, তার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে, আর তার পুত্রগণ মলেই আমরা নিষ্কণ্টকে ও নির্ব্বিবাদে চিতোর রাজ্য ভোগ কত্তে পারুব ——এখন কিন্তু আমাদের বাদশাকে কি ক'রে সংবাদ দি? সেই ফতেউল্লা ব্যাটা ছিল—বোকাই হোক্ আর যাই হোক, অনেক সময় আমার কাজে আস্‌ত; সে ব্যাটা যে—সেই গ্যাছে—আর ফিরে আস্‌বার নামও করে না। এখন কি করি?

ব্যাটা এখন এলে যে বাঁচি ; ও কে ?—এই যে ! সেই ব্যাটাই আস্‌ছে দেখ্‌ছি—নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই এসে উপস্থিত।

(ফতেউল্লার প্রবেশ)

ফতে। চাচাজি ! মুই আয়েছি, স্যালাম।

ভৈরব। তুমি এসেছ—আমাকে কৃতার্থ করেছ আর কি ? হারামজাদা, আমি তোকে এত ক'রে শিখিয়ে দিলেম—এর মধ্যেই সব জলপান ক'রে ব'সে আছিস্ ?

ফতে। (মহম্মদের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া) কি মোরে শেখায়েছ ?

ভৈরব। আমি যে তোকে ব'লে দিয়েছিলেম যে, আমাকে কখন এখানে সেলাম কর্‌বি নে—আমাকে হিন্দুদের মতন প্রণাম কর্‌বি, তা এই বুঝি ?

ফতে। চাচাজি ! ওডা মোর ভুল হয়েছে—এই আবার প্যান্নাম করি—(প্রণাম করণ) এই স্যালামও যা, প্যান্নামও তা ; কথাডা অ্যাহি, তবে কি না এডা হ্যাঁদুর কায়্‌দা—ওডা মোসলমানির কায়দা।

ভৈরব। আর তোমার ব্যাখ্যায় কাজ নেই—ঢের হয়েছে।

ফতে। চাচাজি ! ওডা যে ভুল হয়েছে, তাতো মুই কবুল কচ্চি—আবার ধম্‌কাও ক্যান্ ?

ভৈরব। আবার ব্যাটা আমাকে চাচাজি ব'লে ডাক্‌চিস্ ? তোকে আমি হাজার বার ব'লে দিয়েছি, আমাকে ভৈরবাচার্য্য মশায় ব'লে ডাক্‌বি, তবু তোর চাচাজি কথা এখনও ঘুচ্‌লো না ? কোন্ দিন দেখ্‌ছি তোর জন্যে আমাকে মুসলমান ব'লে ধরা পড়্‌তে হবে।

ফতে। মুই কি বল্‌চি ?—মুইতো ঐ বল্‌চি—তবে কি না অত বড় বাৎটা মোর মুয়ে আসে না—তাই ছোট করে লয়েছি—

ভৈরব। ভাল, না হয়, আচার্য্যিই বল্—চাচাজি কি রে ব্যাটা ?

ফতে। এই দ্যাহ !—মুই আর বল্‌চি কি ? মুইও তো তাই বল্‌ছি।

ভৈরব। তুই কি বল্‌চিস্ ? আচ্ছা বল দিকি আচার্য্যি।

ফতে। চাচাজি ;—তুমি যা বল্‌চ মুইওতো তাই বল্‌চি।

ভৈরব। হাঁ তা ঠিকই বলিচিস্ (স্বগত) দূর কর—ব্যাটার সঙ্গে আর বোক্‌তে পারা যায় না—(প্রকাশ্যে) ভাল সে কথা যাক্, তুই আস্‌তে এত দেরি কল্লি কেন বল্ দিকি ?

ফতে। দের্ কল্লাম ক্যান্ ?—মোর যে কি হাল্ হয়ছ্যাল, তা তো তুমি একবারও পুছ্ কর্‌বা না চাচাজি ?—খালি দের্ কল্লি ক্যান্ ?—দের্ কল্লি ক্যান্ ! (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন) মুই যে কি নাকাল হয়ছি—তা খোদাই জানে—আর কি কব।

ভৈরব। চুপ্ চুপ্ চুপ্ !—অমন করে চ্যাঁচাস্ নে—(স্বগত) এ ব্যাঁটা আমাকে মজালে দেখ্‌চি, ভাগ্যে এ স্থানটি নির্জ্জন ছিল, তাই রক্ষে।—আঃ—এ ব্যাটাকে নিয়ে পারাও যায় না—আবার এ না হ'লেও আমার চলে না। ভাল মুস্কিলেই পড়েছি। (প্রকাশ্যে) তোর কি হয়েছিল বল্ দিকি ;—আস্তে আস্তে বল্, অত চেঁচাস্ নে।

ফতে। (মৃদুস্বরে) আর দুঃখের কথা কব কি চাচাজি ; মুই এহানে আস্‌ছেলাম—পথের মদ্দি হ্যাঁদু ব্যাটারা মোরে চোর বলি ধর পাকড় করি কয়েদ কল্লে, আর কত যে বেইজ্জৎ কল্লে, তা তোমার সাক্ষাতি আর কব কি—শ্যাসে যহন টাহা কড়ি কিছু পালে না, তহন মোর কাপড় চোপড় কাড়ি লয়ে এক গালে চুণ আর এক গালে কালি দে হাঁকায়ে দেলে। মোর অবস্থার কথা তোমার কাছে আর কি কব চাচাজি।

ভৈরব। আর কোন কথা তো তুই প্রকাশ করিস্ নি ?—তা হলেই সর্ব্বনাশ।

ফতে। মোর প্যাটের কথা কেউ জান্‌তে পার্‌বে ?—এমন বোকা মোরে পাউনি। মোর জান্ যাবে, তবু প্যাটের কথা কেউ জান্‌তি পার্‌বে না।

ভৈরব। ভাল, তোর প্যাটের কথাই যেন কেউ না জান্‌তে পাল্লে, কিন্তু তোর কাছে আমার যে চিটির নকলগুল ছিল, সে সব তো ফেলে আসিস্ নি ?

ফতে। ঐ যাঃ !—চাচাজি ! সেগুল মোর বুচ্‌কির মধ্যে ছ্যাল চাচাজি !

ভৈরব। (সচকিত ভাবে) অ্যাঁ !—ব্যাটা করিচিস্ কি ! সর্ব্বনাশ করিচিস্ ?

ফতে। মোর কাপড় চোপড় কাড়ি ন্যালে তো মুই কর্‌ব কি ? মুই যে জান্ লয়ে পেলিয়ে এস্‌তে পারেছি, এই মোর বাপ্পার ভাগ্যি।

ভৈরব। (স্বগত) তবেই তো সর্ব্বনাশ! এখন কি করা যায়?—তবে কি না চিটিগুলা ফার্সিতে লেখা, তাই রক্ষে। হিন্দু ব্যাটাদের সাধ্যি নেই যে, সে লেখা বোঝে! না, সে বিষয়ে কোন ভয় নেই। (প্রকাশ্যে) দেখ্, তোকে ফের দিল্লি যেতে হচ্চে। এই চিটিটা বাদশার কাছে নিয়ে যা—পারুবি তো?

ফতে। পারুব না ক্যান্? মুই এহনি নিয়ে যাচ্চি। এহান হ'তি মুইতো যাতি পাল্লিই বাঁচি।

ভৈরব। তবে এই নে (পত্র প্রদান) দেখিস্, এবার খুব সাবধানে নিয়ে যাস্।

ফতে। মোরে আর বল্‌তি হবে না—মুই চল্লাম—স্যালাম চাচাজি।

[ফতেউল্লার প্রস্থান।

ভৈরব। যাই—দেখিগে, মন্দির-প্রাঙ্গণে বলিদানের কিরূপ উদ্যোগ হ'চ্চে। বোধ হয় এতক্ষণে সব প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে।

[ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ।

(ধূপধুনা প্রভৃতি বলিদানের সজ্জা—সরোজিনী যজ্ঞবেদির সম্মুখে উপবিষ্টা—লক্ষ্মণসিংহ ম্লানভাবে দণ্ডায়মান—পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য আসনে উপবিষ্ট—লক্ষ্মণসিংহের নিকট রণধীর দণ্ডায়মান—চতুষ্পার্শ্বে সৈন্যগণ।)

ভৈরবাচার্য্য। মহারাজ! আর বিলম্ব নাই, বলিদানের সময় হয়ে এসেছে, এইবার অনুমতি দিন।

লক্ষ্মণ। আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করা যা,—আর ঐ প্রাচীরকে জিজ্ঞাসা করাও তা—আমার অনুমতিতে তোমাদের এখন কি কাজ হবে?——এখন ঐ রক্তপিপাসু রণধীর-সিংহকে জিজ্ঞাসা কর—এই উন্মত্ত রাজপুত সৈন্যদের জিজ্ঞাসা কর—আমার কথা এখন কে শুন্‌বে?—আমার কর্ত্তৃত্ব এখন কে মানবে?

রণধীর। মহারাজ! দৈবের প্রতিকূলে সংগ্রাম করা নিষ্ফল।

ভৈরব। মহারাজ! শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর বিলম্ব করা যায় না।—জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়!

সৈন্যগণ। (কলরব করত) জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়! মহারাজ শীঘ্র আদেশ দিন—আর বিলম্ব কর্‌বেন না—

সরোজিনী। পিতঃ! অনুমতি দিন, আর বিলম্বে ফল কি? দেখুন, আমার রক্তের জন্য সকলেই লালায়িত হয়েছে, আপনার এই হতভাগিনী দুহিতাকে জন্মের মত বিদায় দিন।

লক্ষ্মণ। (ক্রন্দন) না না, আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারুব না। বৎসে! তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যদিও আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই, তবুও বৎসে, মনে ক'র না আমার হৃদয় একেবারেই পাষাণে নির্ম্মিত। রণধীর! তুই তো আমার সর্ব্বনাশের মূল, কি কুক্ষণেই আমি তোর পরামর্শ শুনেছিলেম!—কতবার আমি মন পরিবর্ত্তন করেছি—আর কতবার তুই আমাকে ফিরিয়ে এনেছিস্। না। আমি এ কাজে কখনই অনুমোদন করব না, রণধীর,—না, আমার এতে মত নেই—আমার রাজত্বই লোপ হোক্, আর মুসলমানদেরই জয় হোক্, বা দেশই উৎসন্ন হয়ে যাক্, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

সৈন্যগণ। অমন কথা বল্‌বেন না মহারাজ—অমন কথা বল্‌বেন না। বাপ্পারাওর বংশে ওরূপ কথা শোভা পায় না।

সরো। পিতঃ, আমার জন্যে আপনি কেন তিরস্কারের ভাগী হচ্চেন? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শতশত কুলবধূ অস্পৃশ্য অপবিত্র যবনহস্ত হ'তে নিস্তার পায়, তা হ'লেই আমার এই জীবন সার্থক হবে। পিতঃ, রাজপুত-কন্যা মৃত্যুকে ভয় করে না। সে জন্য আপনি কেন চিন্তিত হচ্চেন?

সৈন্যগণ। ধন্য বীরাঙ্গনা!—ধন্য বীরাঙ্গনা!—আচার্য্য মহাশয়, তবে আর বিলম্ব কেন? জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়!

লক্ষ্মণ। না মা, তোমার কথা আমি শুনবো না—ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, আপনি এখান থেকে উঠুন—উঠুন বল্‌চি—এ সব সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করুন—আমি থাকতে এ কাজ কখনই হবে না।—যাও রণধীর! তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এখনি প্রস্থান কর, আমি থাকতে তোমার কর্ত্তৃত্ব কিসের?—আমি রাজা, তা কি তুমি জান না?

রণধীর। মহারাজ! যতক্ষণ রাজা দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ততক্ষণই তিনি রাজা নামের যোগ্য।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হচ্চেন? আমার জন্যে আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। এ কথা যেন কেউ না বল্‌তে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'ল; বাপ্পারাওর বিশুদ্ধ বংশ কলঙ্কিত হ'ল; বরং এর চেয়ে আমার মৃত্যুও শতগুণে প্রার্থনীয়।

লক্ষ্মণ। না মা, লোকে আমায় যাই বলুক, আমি কখনই তোমাকে মৃত্যুমুখে যেতে দেব না। তোমার ও সুকুমার দেহে পুষ্পের আঘাতও সহ্য হয় না—তুমি এখন বাছা কি ক'রে—কি ক'রে—ওঃ—ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! যান্—আপনাকে আর প্রয়োজন নাই,—যান্ বল্‌চি। এখনি এখান থেকে প্রস্থান করুন।

ভৈরব। (রণধীরসিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ কি আদেশ কচ্চেন শুনচেন তো? এখন কি কর্ত্তব্য বলুন।

রণধীর। মহারাজ! এই কি আপনার ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা? এই কি আপনার দেশানুরাগ? এই কি আপনার দেব-ভক্তি? এইরূপে কি আপনি সূর্য্য-বংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের বংশ ব'লে পরিচয় দেবেন? আর, চতুর্ভুজা দেবীর এই পবিত্র মন্দিরে দণ্ডায়মান হয়ে, তাঁর সমক্ষেও আপনি তাঁর অবমাননা কত্তে সাহসী হচ্চেন?

লক্ষ্মণ। কি, দেবীর অবমাননা? না রণধীর, আমা হ'তে তা কখনই হবে না। তোমাদের যা কর্ত্তব্য তা কর, আমি চল্লেম।

(গমনোদ্যম)

ভৈরব। ও কি মহারাজ! কোথায় যান? আপনি গেলে উৎসর্গ করবে কে? তা কখনই হ'তে পারে না।

লক্ষ্মণ। (ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর, এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর আমি দেখতে পারি নে।

রণধীর। না মহারাজ, আপনাকে এ দৃশ্য আর দেখতে হবে না; আমি তার উপায় কচ্চি। মহারাজ! আপনি এখন শিশুর ন্যায় হয়েছেন, শিশুকে যেরূপে ঔষধ খাওয়াতে হয়, আমাদের এখন সেইরূপ উপায় অবলম্বন কত্তে হবে। আসুন, এই বস্ত্র দিয়ে আপনার চক্ষু বন্ধন ক'রে দি, তা হ'লে আর আপনার কষ্ট হবে না।

লক্ষ্মণ। তোমাদের যা অভিরুচি কর। আমার নিজের উপর এখন কোন কর্ত্তৃত্ব নেই। তোমরা এখন যা বল্‌বে, তাই করব; দাও আমার চক্ষু বন্ধন ক'রে দাও।

(রণধীর কর্ত্তৃক বস্ত্র দ্বারা রাজার চক্ষু বন্ধন)

লক্ষ্মণ। রণধীর! আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসচে।

রণধীর। আমি আপনার হাত ধর্‌চি,—আমার স্কন্ধের উপর আপনি শরীরের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করুন। (ঐরূপ ভাবে দণ্ডায়মান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! অনুষ্ঠান সংক্ষেপে সার্‌তে হবে—মহারাজ অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়চেন।

ভৈরব। সে জন্য চিন্তা নাই, মুহূর্ত্তমধ্যেই আমি সমস্ত শেষ কচ্চি (পুষ্পাঞ্জলি লইয়া) শ্মশানালয়-বাসিন্যৈ চতুর্ভুজাদেব্যৈ নমঃ। (খড়্গ লইয়া)

"খড়্গায় খরধারায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপর।
বলিশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তু তে॥"

অদ্য কৃষ্ণে পক্ষে, অমাবস্যায়াং তিথৌ, সূর্য্যবংশীয়স্য শ্রীলক্ষ্মণসিংহস্য বিজয়কামনয়া, ইমাং বলিরূপিণীং কুমারীং সরোজিনীমহং ঘাতয়িষ্যামি।

(সরোজিনীর প্রতি) মা! অধীর হয়ো না।

সরোজিনী! (স্বগত) চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, তোমাদের সবার নিকট এইবার আমি জন্মের মত বিদায় নিলেম, একটু পরে আর এ চক্ষু তোমাদের শোভা দেখতে পাবে না। কিন্তু তাতেও আমি তত কাতর নই। তোমাদের আমি অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারি; কিন্তু পিতাকে, মাকে, বিজয়সিংহকে ছেড়ে কেমন ক'রে আমি—ওঃ!—(ক্রন্দন) মা, তুমি কোথায়?—তোমার সঙ্গে কি আর এ জন্মে দেখা হবে না?—আমার এই দশা দেখেও কি তুমি নিশ্চিন্ত আছ? কুমার বিজয়সিংহ! তুমিও কি জন্মের মত আমায় বিস্মৃত হ'লে? যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তো মার্জ্জনা কর, এই সময়ে আমাকে একটিবার দেখা দাও—আর আমি কিছু চাইনে। (ক্রন্দন)

ভৈরব। চতুর্ভুজার উদ্দেশে এইখানে প্রণাম কর। আর ক্রন্দন ক'র না। (সরোজিনীর প্রণত হওন) (ভৈরব খড়্গ হস্তে উত্থান করিয়া) জয় মা চতুর্ভুজে!——

লক্ষ্মণ। (ব্যাকুলভাবে) এমন কাজ করিস্ নে —করিস্ নে—পাষণ্ড! ক্ষান্ত হ!—ছেড়ে দে আমাকে —রণধীর! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে, তোমাকে মিনতি কচ্চি ছেড়ে দাও——

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। (পুনর্ব্বার খড়্গ উঠাইয়া)—

"জয় দেবি ভয়ঙ্করী! নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী!
ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা! দিগম্বর-বুকে স্থ পা!
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!
জল-স্থল-রসাতল, পদ-ভরে টল-মল!
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে!
শোণিত বরষা-কাল, বিদ্যুতয়ে তরবাল,
সিংহনাদ পলকে পলকে!
রক্তে-রক্ত মহা-মহী! রক্ত ঝরে অসি বহি
রক্তময় খাঁড়া লক্-লকে!
লোল-জিহ্বা রক্তভুখে, ক্ষত-অঙ্গ শত মুখে,
রক্ত বমে ঝলকে-ঝলকে!
উর' কালি কপালিনী! উর' দেবি করালিনী
নর-বলি ধর উপহার!
উর' জলধর-নিভা! উর' লক-লক-জিভা!
পূর' বাঞ্ছা সাধক-জনার।"

জয় মা চতুর্ভুজে!—(আঘাত করিবার উদ্যম)

(সসৈন্য বিজয়সিংহের দ্রুতবেগে ঘোর কোলাহলে প্রবেশ ও ভৈরবাচার্য্যের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লওন।)

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! অমন নিষ্ঠুর কাজ করবেন না— করবেন না—আমার কথা শুনুন——

বিজয়। কি ভয়ানক!—মহারাজের আজ্ঞার বিপরীতে এই দারুণ হত্যাকাণ্ড হ'তে যাচ্চিস্? (ভৈরবাচার্য্যের প্রতি)! নিষ্ঠুর! পাষণ্ড! তোর এই কাজ?

লক্ষ্মণ। না জানি কোন্ দেবতা এসে আমার সহায় হয়েছো—তুমি যেই হও, আমার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দাও—আমি একবার দেখি, আমার সরোজিনী বেঁচে আছে কি না।

বিজয়। মহারাজ, আপনার আর কোন ভয় নাই, আমি থাকতে আর কারও সাধ্য নাই যে, রাজকুমারীর গাত্র স্পর্শ করে। আমি এখনি আপনার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। কে?—বিজয়সিংহের কণ্ঠস্বর না?—আঃ বাঁচলেম! এইবার জানলেম, আমার সরোজিনী নিরাপদ হ'ল।

বিজয়। (স্বীয় সৈন্যের প্রতি) সৈন্যগণ!—মহারাজের চক্ষের বন্ধন শীঘ্র মোচন ক'রে দাও। (সৈন্যগণ কর্তৃক মহারাজের চক্ষের বন্ধন মোচন)

রণধীর। দেখ বিজয়সিংহ! তুমি একপদ অগ্রসর হয়েছ কি, এই অসি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করবে।

বিজয়। (ভৈরবাচার্য্যকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ! দেখ, দেখ ঐ পাষণ্ড পুরোহিত পলাবার উদ্যোগ কচ্চে—তোমরা ওকে ঐখানে ধ'রে রাখ—আগে রণধীরের রণ-সাধ মেটাই, তার পর ওরও মুণ্ডপাত কচ্চি। (সৈন্যগণের ভৈরবকে ধৃত করণ)

ভৈরব। (সকম্পে স্বগত) তবেই তো, দেখ্ছি সর্ব্বনাশ! হা! অবশেষে আমার কপালে কি এই ছিল? এত দিনের পর দেখচি আমার পাপের শাস্তি পেতে হ'ল! এখন বাঁচবার উপায় কি? (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আমার এতে কোন দোষ নাই—দেবতার আজ্ঞা, কি ক'রে বলুন দেখি—

বিজয়। আমি ওসব কিছুই শুনতে চাই নে।

ভৈরব। মহাশয়! তবে স্পষ্ট কথা বলি, আমার বড়ই সন্দেহ হচ্চে। যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়চে, তখন বোধ হয়, এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয়, আমার গণনায় হয় তো কোন ভুল হয়ে থাকবে। মহাশয়! কিছুই বিচিত্র নয়, মুনিরও মতিভ্রম হ'তে পারে। যদি অনুমতি হয় তো আর একবার আমি গণনা ক'রে দেখি।

লক্ষ্মণ। গণনায় ভুল? গণনায় ভুল?—আ!—

বিজয়। আচ্ছা, আমি আপনাকে গণনার সময় দিলেম। সৈন্যগণ! এখন ওঁকে ছেড়ে দাও। (ভৈরবাচার্য্যের গণনার ভানে মাটিতে আঁক পাড়া) (পরে বিজয়সিংহ রণধীরের নিকটে আসিয়া)

এখন রণধীরসিংহ! এস দিকি, দেখা যাক্, কে কারে শমন-সদনে পাঠায়।

রণধীর। এস—স্বচ্ছন্দে—

(উভয়ের কিয়ৎকাল অসিযুদ্ধ)

ভৈরব। মহাশয়েরা একটু ক্ষান্ত হোন্, বাস্তবিকই দেখচি আমার গণনায় ভুল হয়েছিল।

রণধীর। কি! গণনায় ভুল? (যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া) মহাশয়! আমি অস্ত্র পরিত্যাগ কল্লেম।

বিজয়। কি!—এর মধ্যেই!—

রণধীর। আর আপনার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই।

বিজয়। সে কি মহাশয়?

রণধীর। আমি যে গণনায় ধ্রুব বিশ্বাস ক'রে কেবল স্বদেশের মঙ্গল-কামনায় ও কর্ত্তব্য-বোধে এত-দূর পর্য্যন্ত করেছিলেম, একটি অবলা বালাকে নিরপরাধে বলি দিয়ে, আর একটু হ'লেই সমস্ত পরিবারকে শোক-সাগরে নিমগ্ন কচ্ছিলেম, এমন কি, রাজদ্রোহী হয়ে আমাদের মহারাজের প্রতি কত অত্যাচার, কত অন্যায় ব্যবহারই করেছি,—সেই গণনায় বিশ্বাস ক'রেই আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম। সেই গণনায় যখন ভুল হ'ল, তখন তো আমার সকলই ভুল। কি আশ্চর্য্য!—দেখুন দিকি আচার্য্য মহাশয়! আপনার এক ভুলে কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হয়েছে; আপনারা দেখছি সকলই কত্তে পারেন! আপনাকে আর কি বলব—আপনি ব্রাহ্মণ—নচেৎ—

ভৈরব। মহাশয়! শাস্ত্রে আছে—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" যখন মহারাজ বলিদানের বিরোধী হয়ে দাঁড়ালেন, আমার তখনই মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল যে, যখন এতে একটা বাধা পড়ল, তখন অবশ্য এ বলি দেবতার অভিপ্রেত নয়; আমার গণনার কোন ব্যতিক্রম হয়ে থাক্‌বে। সেইজন্য আমিও একটু ইতস্ততঃ কচ্ছিলেম। তা যদি আমার মনে না হ'ত, তা হ'লে তো আমি কোন্ কালে কার্য্য শেষ ক'রে ফেলতেম। তার পর যখন আবার কুমার বিজয়সিংহ এসে প্রতিবন্ধকতাচরণ কল্লেন, তখন আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল—তখন মহাশয়, গণে দেখি যে, যা আমি সন্দেহ করেছিলাম, তাই ঠিক্!

রণধীর। কি আশ্চর্য্য! শত্রুরা আমাদের গৃহদ্বারে; কোথায় আমরা সকলে একপ্রাণ হয়ে তাদের দূর কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব, না,—কোথায় আমাদেরই মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়েছে! মহারাজ! আপনার চরণে আমার এই অসি রাখলেম, আপনি এখন বিচার ক'রে আমার প্রতি যে দণ্ড আদেশ কর্‌বেন, আমি তাই শিরোধার্য্য কর্‌ব। মহারাজ! আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। প্রাণ-দণ্ড অপেক্ষাও যদি কিছু অধিক শাস্তি থাকে, আমি তারও উপযুক্ত!

লক্ষ্মণ। সেনাপতি রণধীর, তোমার অসি তুমি পুনর্গ্রহণ কর। তোমার লক্ষ্য যেরূপ উচ্চ ছিল, তাতে তোমার সকল দোষই মার্জ্জনীয়। আমার সরোজিনী রক্ষা পেয়েছে, এই আমি যথেষ্ট মনে করি! বৎস বিজয়সিংহ! তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হলেম।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! এখন গণনায় কিরূপ দেখলেন? কি প্রকার বলি এখন আয়োজন কর্‌তে হবে বলুন। কেন না, যতই আমরা সময় নষ্ট কর্‌ব, ততই মুসলমানেরা সুযোগ পাবে।

লক্ষ্মণ। রণধীরসিংহ ঠিকই বলেছেন, এই ব্যাপার কার্য্য শেষ ক'রে ফেলুন। বৎস বিজয়সিংহ! এই লও, সরোজিনীকে তোমার হস্তে সমর্পণ কল্লেম, তুমি এখন ওকে মহিষীর নিকট লয়ে যাও। তিনি দেখবার জন্য বোধ হয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য—রাজ-কুমারি! আমার অনুগামী হও।

[বিজয়সিংহ ও সরোজিনীর প্রস্থান।

ভৈরব। (স্বগত) আমার মৎলব সম্পূর্ণ না হোক্, কতকটা হাসিল হ'তে পারে। এরা যখন বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত ছিল, তখনই আমি বাদশাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। বোধ হয়, মুসলমানেরা এত-ক্ষণে চিতোরের দিকে রওনা হয়েছে। এখন বলি দানের বিষয় কি বলা যায়?—যা হয় তো একটা বলে দিই—(প্রকাশ্যে মহা গম্ভীরভাবে) রাজপুত্‌গণ! কিরূপ বলি চতুর্ভুজা দেবীর অভিপ্রেত, তা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দৈববাণীতে যে উক্ত হয়েছে—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে;
রূপবতী ললনা কোন আছে তব ঘরে,

সরোজ-কুসুম-সম ; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর-পুরী——

এ স্থলে "তব ঘরে" এই বাক্যের অর্থ—তব রাজ্যে, আর "সরোজকুসুম সম"—এর অর্থ হচ্চে—পদ্মপুষ্পসদৃশ লাবণ্যবতী ; এই দুই একটি কথার অর্থ-বৈপরীত্য হেতু সমস্ত গণনাই ভুল হয়ে গিয়েছিল, আর, এখন আমি বুঝতে পাচ্চি, কেন ভুল হয়েছিল। গণনাটা শনিবার রজনীর শেষ যামার্দ্ধে হয়েছিল, এই হেতু গণনায় কালরাত্রি দোষ বর্ত্তেছে। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রেই আছে যে,——

"রবৌ রসাব্ধী সিতগৌ হয়াব্ধী
যুগং মহীজে বিধুজে শরাশ্বৌ।
গুরৌ শরাষ্টৌ ভৃগুজে তৃতীয়া
শনৌ রসান্ত্যমিতি ক্ষপায়াম্॥"

মহাশয়! আপনারা জান্‌বেন যে, এই দোষ গণনার পক্ষে বড় বিঘ্নকারী, গণনা যদি ঠিকও হয়, তবু এই কাল-বেলা দোষে অর্থ বিপরীত হয়ে পড়ে। এখন গণনায় যেরূপ সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা আপনাদের বলি, সেইরূপ আপনারা এখন কার্য্য করুন্!

সৈন্যগণ। বলুন মহাশয়, শীঘ্র বলুন—এখনি আমরা সেইরূপ কচ্চি।

ভৈরব। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে এক জন এখনি যাত্রা কর, এই মন্দির-প্রাঙ্গণ-সীমার অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে সুকোমল পদ্মপুষ্পসম লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা যে কোন রূপসী তোমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পতিত হবে, সেই জান্‌বে, বলিদানের যথার্থ পাত্র।

এক জন সৈনিক। আচার্য্য মহাশয়! আমি তার অন্বেষণে এখনি চল্লেম।

রণধীর। যাও—শীঘ্র যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি, আবার কোন্ অভাগিনীর কপালে বিধাতা মৃত্যু লিখেছেন।

(রোষেনারাকে লইয়া সৈনিকের পুনঃপ্রবেশ।)

সৈনিক। মহাশয়! আমি এই মন্দিরের বাহিরে বেরিয়েই এই যুবতীকে দেখতে পেলেম।

ভৈরব। (স্বগত) এ কি! এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গেই না আমাদের সে দিন পথে দেখা হয়েছিল? আহা! ওর মুখখানি দেখলে বড় মায়া হয়। আমার কল্পনাই হোক্, আর যাই হোক্, এর মুখে যেন আমার সেই কন্যার একটু একটু আদল আসে। কিন্তু এ কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না, কারণ, তার এখানে আসবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

রোষেনারা। (স্বগত) হায়! অবশেষে আমাকে কি মরতে হ'ল?—হাঁ্যা, আমার পক্ষে মরণই ভাল। আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বিজয়সিংহ তো আমার কখনই হবে না। (ভৈরবাচার্য্যের প্রতি) পুরোহিত মহাশয়! আর কেন বিলম্ব কচ্চেন, এখনি আমার প্রাণবধ করুন। কেবল আপনার নিকট একটি আমার প্রার্থনা আছে। এই অন্তিম কালের প্রার্থনাটি অগ্রাহ্য করবেন না। পুরোহিত মহাশয়! আমি চির-দুঃখিনী, আমি অনাথা, জন্মাবধি আমি জানিনে যে, আমার মা বাপ কে; সূতিকা-গৃহেই আমার মার মৃত্যু হয়; আমার বাপ সেই অবধি নিরুদ্দেশ হয়েছেন! শুনতে পাই, আপনি গণনায় সুনিপুণ, যদি গণনা ক'রে ব'লে দিতে পারেন, আমার মা বাপ কে, তা হ'লে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ম'রতে পারি।

ভৈরব। (স্বগত) আমার কন্যার অবস্থার সঙ্গে তো খানিকটা মিলচে—কিন্তু এ কি অসম্ভব কথা;—আমি পাগল হয়েছি না কি? কেন বৃথা সন্দেহ কচ্চি,——তা যদি হ'ত তো সেই অর্দ্ধচন্দ্রের মত জড়ুল চিহ্নটি তো ওর গ্রীবাদেশে থাক্‌ত——বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আর সব বদ্‌লাতে পারে, কিন্তু সে চিহ্নটি তো আর যাবার নয়।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এ স্ত্রীলোকটিকে যেন আমি কোথায় দেখেছি মনে হচ্চে। একবার মনে আস্‌চে, আবার আসচে না।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে ওরূপ চিন্তিত দেখ্‌ছি কেন? কার্য্য শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলুন। আর দেখুন, হৃদয়ের রক্তে দেবীর অধিক পরিতোষ হ'তে পারে—অতএব তার প্রতি দৃষ্টি রেখে যেন কার্য্য করা হয়।

ভৈরব। (স্বগত) না—কেন মিথ্যা আর সন্দেহ কচ্চি। (প্রকাশ্যে) আর বিলম্ব নাই—এই-বার শেষ কচ্চি—আপনি হৃদয়ের রক্তের কথা

বল্‌ছিলেম—আচ্ছা, তাই হবে। মা! এইখানেই স্থির হয়ে ব'স। জয় মা চতুর্ভুজে!

(ছুরিকার দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করণ—ও রোষেনারার ভূমিতলে পতন।)

লক্ষ্মণ। কি কল্লেন মহাশয়? কি কল্লেন মহাশয়? আমার এবার মনে হয়েছে—যে মুসলমান কন্যাকে বিজয়সিংহ বন্দী ক'রে এনেছিল, এ যে সেই দেখ্‌ছি।

সৈন্যগণ। কি! মুসলমান?

রণধীর। কি! মুসলমান?

ভৈরব। (স্বগত) কি! মুসলমান? তবেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ!—কৈ?—সেই চিহ্নটা তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে; (গ্রীবাদেশ নিরীক্ষণ ও সেই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া) এই যে সেই চিহ্ন—তবে আর কোন সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) হায়! কি সর্ব্বনাশ করেছি!——হায়! আমি কাকে মাল্লেম, আমার কপালে কি শেষে এই ছিল?

সৈন্যগণ। আচার্য্য মহাশয়! অমন কচ্চেন কেন? এত দুঃখ কেন? এ কি রকম?

লক্ষ্মণ। তাই তো, এ কি?

রণধীর। আপনি ওরূপ প্রলাপ বাক্য বল্‌চেন কেন?—বোধ করি, বলিদান দেওয়ার অভ্যাস নাই—তাই হত্যা ক'রে পাগলের মতন হয়েছেন।

ভৈরব। মা! তুই কোথায় গেলি মা? একবার কথা ক মা——আমিই তোর হতভাগ্য পিতা মা——

রোষেনারা। অ্যাঁ!—কে?—আপনি—পিতা কি————অপরাধে?————(মৃত্যু)

ভৈরব। অ্যাঁ! কি ব'ল্লে মা? অপরাধ! অপরাধ! কি অপরাধ! ওঃ! ওঃ! ওঃ! (মুহূর্ত্ত কাল একদৃষ্টে শবের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে? কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—তোদেরই এই কাজ, তোরাই আমার সর্ব্বনাশ করেচিস্। মার মার, সব ভেঙ্গে ফ্যাল্, দূর হ দূর হ দূর হ, তোরা সব দূর হ।

(ছুরিকা আস্ফালন করত বলিদানের নিমিত্ত সজ্জিত উপাদান সমস্ত পদাঘাত দ্বারা নিক্ষেপ)

রণধীর। সৈন্যগণ! আচার্য্য মহাশয় পাগল হয়ে গেছেন, ওঁকে ধ'রে ওঁর ছুরিকা শীঘ্র হাত থেকে কেড়ে লও।

(ভৈরবের হস্ত হইতে সৈন্যগণের ছুরিকা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

ভৈরব। ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমাকে—সব গেল, সব গেল, সব গেল—ছাড় আমাকে বল্‌চি, (হস্ত ছাড়াইয়া বেগে প্রস্থান।)

রণধীর। এ কি ব্যাপার? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। সকলি ভোজবাজির মত বোধ হচ্চে। ও হ'ল যবন-কন্যা, ভৈরবাচার্য্য ওর পিতা হ'ল কি ক'রে?

লক্ষ্মণ। তাই তো, আমারো বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে। বোধ হয়, হত্যা ক'রে পাগল হয়েছেন, না হ'লে তো আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

রণধীর। আর, অবশেষে এই অস্পৃশ্যা যবন-কন্যার রক্তই কি দেবীর প্রার্থনীয় হল?

লক্ষ্মণ। যবনদের উপর যে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা এই বলিদানেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে।

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমাদেরও তাই মনে হচ্চে।

রণধীর। সৈন্যগণ! চল,—এখন এই বলির রক্ত লয়ে দেবীকে উপহার দেওয়া যাক্।

(শিবিরের পটক্ষেপণ—সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লক্ষ্মণসিংহের শিবির।

অমলা ও রাজমহিষীর প্রবেশ।

অমলা। জানেন দেবি, এই বিপদের মূল কে? জানেন, আমাদের রাজকুমারী কোন্ কালসাপিনীকে হৃদয়ের মধ্যে পুষেছিলেন? সেই বিশ্বাসঘাতিনী রোষেনারা, যাকে রাজকুমারী এত আদর ক'রে তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন, সেইই আমাদের পালাবার সমস্ত কথা রাজপুত সৈন্যদের বলে দিয়েছিল।

রাজমহিষী। সেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে! বিধাতা কি তার পাপের শাস্তি দেবেন-

না ?—(কিয়ৎক্ষণ পরে) হা ! না জানি এতক্ষণে আমার বাছার অদৃষ্টে কি হয়েছে। অমলা ! আমি আর একবার যাই, দেখি এবার আমি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি কি না ; আমাকে তুমি আর বাধা দিও না।

অমলা। দেবি, এখনও আপনি ঐ কথা বলচেন ? গেলে যদি কোন কাজ হ'ত, তা হলে আপনাকে আমি কখনই বারণ কত্তেম না। আপনি তিন তিন বার মন্দিরের মধ্যে যেতে চেষ্টা কল্লেন—তিনবারই দেখুন আপনার চেষ্টা ব্যর্থ হল। একে আহার নেই, নিদ্রা নেই, শরীরে বল নেই,তাতে আবার যখন তখন মূর্চ্ছা যাচ্চেন, এই অবস্থায় কি এখন যাওয়া ভাল ? আর, সেজন্যে আপনি ভাবছেন কেন ?—সেখানে যখন মহারাজ আছেন, তখন আর কোন ভয় নেই—বাপ কি কখন আপনার চখের সাম্‌নে আপনার মেয়েকে মারতে দেখ্‌তে পারে ?

রাজমহিষী। অমলা, তুই তবে এখনও তাঁকে চিনিস্‌নি ; তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই ; না অমলা, আমার প্রাণ কেমন কচ্চে—আমি আর এখানে থাকতে পাচ্চিনে। যাই, মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিগে—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। দেবী চতুর্ভুজা তো আমার প্রতি একেবারে নির্দ্দয়া হয়েছেন ; এখন দেখি, যদি আর কোন দেবতা আমার উপরে সদয় হন। (গমনোদ্যম)

(রামদাসের প্রবেশ)

রামদাস। দেবি ! আর একজন দেবতা যে আপনার উপরে সদয় হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজকুমার বিজয়সিংহ আপনার প্রার্থনা পূর্ণ কত্তে উদ্যত হয়েছেন। তিনি সৈন্যব্যূহ ভেদ করে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আমি দেখে এসেছি—চতুর্দ্দিকে মার্ মার্ শব্দ উঠেছে—কেউ পালাচ্চে—কেউ দৌড়চ্চে—রাজকুমারের অসি হতে মুহুর্মুহু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুচ্চে—আর, মহা হুলস্থুল বেধে গেছে। তিনি আমাকে দেখে কেবল এই কথা বলে দিলেন যে, "যাও রামদাস, রাজমহিষীকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এস—আমি এখনি সরোজিনীকে উদ্ধার করে তাঁর হস্তে সমর্পণ কচ্চি।" আমি তাই দেবি, আপনাকে নিতে এসেছি—আপনি আর কিছু ভয় করবেন না—মহারাজের সৈন্যেরা সব পালিয়ে গেছে।

রাজমহিষী। চল রামদাস, চল—তুমি যে সংবাদ দিলে, তাতে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। রামদাস, তুমি বেশ জান্‌বে, এখন আর কোন বিপদই আমাকে ভয় দেখাতে পারে না। যেখানে তুমি যেতে বল্‌বে, আমি সেইখানেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ কি ?—বিজয়সিংহ না এইখানে আসচেন ? হাঁ, তিনিই তো ; তবে দেখ্‌ছি আমার বাছা আর নেই—রামদাস ! বোধ হচ্চে, সব শেষ হয়ে গেছে।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। না দেবি ! আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, শান্ত হোন্, আপনার কন্যা বেঁচে আছেন। এখনি তাঁকে দেখ্‌তে পাবেন।

রাজমহিষী। কি বল্লে বাছা—আমার সরোজিনী বেঁচে আছে ? কোন্ দেবতা তাকে উদ্ধার কল্লেন ? কার কৃপায় আবার আমি দেহে প্রাণ পেলেম ? বল বাছা বল, শীঘ্র বল।

বিজয়। দেবি ! স্থির হয়ে শ্রবণ করুন,রাজপুতানা এমন ভয়ানক দিন আর কখনও দ্যাখে নি। সমস্ত শিবিরের মধ্যেই অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা, উন্মত্ততা, সকল রাজপুতেরাই রাজকুমারীর বলিদানের জন্য ভয়ানক ব্যগ্র, মন্দিরের চারিদিকে অসংখ্য সৈন্য উলঙ্গ অসি হস্তে দণ্ডায়মান, কাহাকেও প্রবেশ করতে দিচ্চে না, এমন সময় আমি কতিপয় সৈন্য লয়ে তাদের মধ্য দিয়ে পথ উন্মুক্ত কল্লেম। তখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হল, রক্তের নদী বইতে লাগ্‌ল, মৃতে ও আহতে রণস্থল একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এইরূপ যুদ্ধ হতে হতে, শত্রুদিগের মধ্যে হঠাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল। তখন তারা প্রাণভয়ে যে কে কোথায় পালাতে লাগ্‌ল, আর কিছুই ঠিকানা রইল না। এইরূপে আমি বলপূর্ব্বক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কল্লেম। প্রবেশ করে দেখি,—মহারাজ মের না মের না বলে চীৎকার কচ্চেন—আর ভৈরবাচার্য্য অসি উঠিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে—ঐ যেমন আঘাত করবে, অমনি আমি তার হাতটা ধরে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, তার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হলেম ; এমন সময় সে বল্লে যে, যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়ছে, তখন বোধ হয় গণনার কোন ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে। এই বলে পুনর্ব্বার গণনায় প্রবৃত্ত হল ; তার পর গণনা করে বল্লে যে, তার পূর্ব্ব

গণনায় বাস্তবিকই ভুল হয়েছিল,—এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয়। তখন সকলেই সন্তুষ্ট হলেন, ও মহারাজ আহ্লাদিত হয়ে রাজকুমারীকে আমার হস্তে সমর্পণ কল্লেন। পরে রাজকুমারীকে লয়ে আমি মন্দির হতে চলে এলেম। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন বলে আমি শিবিরের অপর প্রান্তে তাঁকে রেখে, এই সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি। তাঁকে এখনি আমি নিয়ে আস্‌চি, আপনার আর কোন চিন্তা নাই।

রাজমহিষী। আঃ বাচলেম! বাছা তুমি চির-জীবী হও। আর তাকে নিয়ে আস্‌তে হবে না—আমিই সেখানে যাচ্চি। বাছা, তোমাকে আমি এখন কি দেব?—কি মূল্য দিয়ে—কি উপহার দিয়ে এখন যে তোমার উপকারের প্রতিশোধ করব—তা ভেবে পাচ্চিনে——

বিজয়। আমি আর কিছুই চাইনে, আপনার আশীর্ব্বাদই আমার যথেষ্ট। দেবি, আর যেতে হবে না, রাজকুমারী স্বয়ংই এইখানে আস্‌চেন। এই যে, মহারাজও যে এই দিকে আস্‌চেন।

রাজমহিষী। কৈ?—কৈ?—আমার সরোজিনী কোথায়?

(লক্ষ্মণসিংহ ও রাজকুমারীর প্রবেশ)

রাজকুমারী। কৈ?—মা কোথা?

রাজমহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন) এস বাছা, আমার হৃদয়রত্ন এস! (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে ও বাষ্পাকুললোচনে অবস্থান।)

লক্ষ্মণসিংহ। এস, বৎস বিজয়সিংহ! (আলিঙ্গন) তোমারি প্রসাদে পুনর্ব্বার আমরা সুখী হলেম।

রাজমহিষী। (রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ! এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন; আমি আপনাকে অনেক কটুবাক্য বলেছি—অনেক তিরস্কার করেছি, আমার গুরুতর পাপ হয়েছে।

লক্ষ্মণ। না দেবি, তাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি যেরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, তাতে আমি তিরস্কারেরই যোগ্য। মহিষি! যেমন পতঙ্গ অনলে আপনা হতেই পতিত হয়, তেমনি আমি আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান করেছিলেম।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া রণধীরসিংহের প্রবেশ)

রণধীর। মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

লক্ষ্মণ। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বিজয়। মুসলমানদের কিছু সংবাদ পেয়েছেন না কি?

রণধীর। এ যে-সে সংবাদ নয়, তারা চিতোর-পুরীর অতি নিকটবর্ত্তী হয়েছে— এমন কি, আর একটু পরেই চিতোর পুরীতে প্রবেশ করবে।

লক্ষ্মণ। কি সর্ব্বনাশ! চিতোরপুরী তো এখন একপ্রকার অরক্ষিত, আমার দ্বাদশ পুত্র মাত্র সেখানে আছে—আর তো প্রায় সকল সৈন্যই এখানে চলে এসেছে। এখন সরোজিনী ও মহিষীকে কি করে প্রাসাদে নির্ব্বিঘ্নে লয়ে যাওয়া যায়?

বিজয়। মহারাজ! আমি সে ভার নিলেম। আমি সসৈন্যে অগ্রে এঁদের প্রাসাদে পৌঁছে দেব, তার পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।

রণধীর। চলুন তবে, আর বিলম্ব নয়, আমাদের সৈন্যেরা সকলেই প্রস্তুত।

রাজমহিষী। (স্বগত) এ আবার কি বিপদ্!

লক্ষ্মণ। এস! সকলে আমার অনুগামী হও।

সৈন্যগণ। জয়! রাজা লক্ষ্মণসিংহের জয়——জয় মহারাজের জয়!

[লক্ষ্মণসিংহ ও সকলের প্রস্থান।

——

ষষ্ঠ অঙ্ক

চিতোর পুরী

চিতোর-প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত—ধূপ-ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সজ্জিত।

(গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিতা সরোজিনী ও রাজমহিষীর প্রবেশ)

রাজমহিষী। বাছা!—তোর কপালে বিধাতা সুখ লেখেনি। এক বিপদ হতে উত্তীর্ণ না হতে হতেই আর এক বিপদ উপস্থিত,—এ বিপদ আরও

ভয়ানক! যদি মুসলমানেরা জয়ী হয়ে এখানে প্রবেশ করে, তা হলে আমাদের সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হবে। তখন এই অগ্নি-দেবের শরণ ভিন্ন রাজপুত-মহিলার আর অন্য উপায় নেই।

সরোজিনী। মা! যখন কুমার বিজয়সিংহ আমাদের সহায় আছেন, তখন কি মুসলমানেরা জয়ী হতে পারবে?

রাজমহিষী। বাছা, যুদ্ধের কথা কিছুই বলা যায় না। সকলই দেবতার ইচ্ছা! যা হোক্, আমরা যে দেবগ্রাম হতে নিরাপদে এখানে পৌঁছিতে পেরেছি, এই আমাদের সৌভাগ্য।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল ও জয়ধ্বনি)

ঐ শোন্ কিসের শব্দ হচ্চে। আমার বোধ হয়, শত্রুরা নগর-তোরণের মধ্যে প্রবেশ করেছে। না জানি, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে। আয় বাছা, এই ব্যালা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের এখানে আর কেহই সহায় নাই, এখন সকলেই যুদ্ধে মত্ত।

সরোজিনী। মা! একটু অপেক্ষা কর, আমার বোধ হচ্চে, কুমার বিজয়সিংহ এখনি জয়ের সংবাদ আমাদের নিকট আন্‌বেন।

(পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কোলাহল)

রাজমহিষী। বাছা! ঐ শোন্—ঐ শোন্, ক্রমেই যেন শব্দটা নিকট হয়ে আসচে। আয় বাছা! আর বিলম্ব না, দুরাত্মা যবনেরা এখনি হয়তো এসে পড়্‌বে। ঐ দেখ্, কে আস্‌চে, এইবার বুঝি আমাদের সর্ব্বনাশ হল!

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। মহিষি! আর রক্ষা নেই। মুসলমানেরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ, আপনি?—আমি মনে করেছিলেম, আর কে; আ! আপনাকে দেখে যেন আবার দেহে প্রাণ পেলেম, আপনি আমাদের কাছে থাকুন, তা হলে আমাদের আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

লক্ষ্মণ। মহিষি, আমি তোমাদের কাছে কি করে থাকব? আমার দ্বাদশ পুত্র সংগ্রামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তারা এতক্ষণে জীবিত আছে কি না, তাও আমি জানি নে। পূর্ব্বে এইরূপ দৈববাণী হয়েছিল যে, বাপ্পা-বংশোদ্ভব দ্বাদশ কুমার একে একে রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ না দিলে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাক্‌বে না। আমি মন্ত্রীকে বলে এসেছি, যেন এই দৈববাণীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করা হয়।

রাজমহিষী। মহারাজ! আমাকে কি তবে একেবারেই পুত্রহীন কর্‌বেন?

লক্ষ্মণ। মহিষি, তুমি রাজপুত-মহিলা হয়ে ওরূপ কথা কেন বল্‌চ? যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তো রাজপুতের প্রধান ধর্ম্ম।

রাজমহিষী। আচ্ছা, মহারাজ! আপনার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিলে আপনার ঘরে রাজ-লক্ষ্মীই বা কি করে থাক্‌বে? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। তা হলে তো আপনার বংশ একেবারে লোপ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ। মহিষি, দেবতাদের কার্য্য মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। যখন এইরূপ দৈববাণী হয়েছে, তখন আর তাতে আমাদের কোন সন্দেহ করা উচিত নয়।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ)

রামদাস। মহারাজ! আপনার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এগার জন রীতিমত অভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এখন কেবল আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অজয়-সিংহ অবশিষ্ট।

লক্ষ্মণ। কি! এখন কেবল একমাত্র অজয়সিংহ অবশিষ্ট?—হা!—

রাজমহিষী। মহারাজ, আমার অজয়কে আর যুদ্ধে পাঠাবেন না। আমি ওকে আপনার নিকট ভিক্ষা চাচ্চি। মহারাজ! এই অনুরোধটি আমার রক্ষা করুন।

লক্ষ্মণ। মহিষি, তা কি কখন হতে পারে? দৈববাণীর বিপরীত কার্য্য কল্লে আমাদের কখনই মঙ্গল হবে না।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সুরদাসের প্রবেশ)

সুরদাস। মহারাজ! মুসলমানদের ষড়যন্ত্র সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এরূপ ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র কেউ কখন স্বপ্নেও মনে কত্তে পারে না। কুমার বিজয়-সিংহ এই সংবাদ আপনাকে দেবার জন্যে আমাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে পাঠিয়ে দিলেন। এই ষড়যন্ত্র আর একটু আগে প্রকাশ হলেই সকল দিক্ রক্ষা হত।

লক্ষ্মণ। সে কি সুরদাস?—মুসলমানদের ষড়্‌যন্ত্র?

রামদাস। সে কি?

সুরদাস। মহারাজ, ভৈরবাচার্য্য, যাকে আপনারা এতদিন ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এসেছি, সে এক জন ছদ্মবেশী মুসলমান।

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ!—সে মুসলমান?—সে কি সুরদাস?

সুরদাস। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, সে মুসলমান।

রামদাস। সে কি কথা?

লক্ষ্মণ। সে মুসলমান!—তবে কি সেই যবনকুমারী বাস্তবিক তারই কন্যা?—ওঃ, এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তা সম্ভব বটে। কি আশ্চর্য্য! এত দিন সে ধূর্ত্ত যবন আমাদের প্রতারণা করে এসেছে! আমরা কি সকলে অন্ধ হয়ে ছিলেম।

সুরদাস। মহারাজ! তার মত ধূর্ত্ত আর জগতে নাই। সকলেই তার কাছে প্রতারিত হয়েছে। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পূর্ব্ব পুরোহিত রামাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সে ব্রাহ্মণের পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে, তাঁর ছাত্র হয়েছিল। পরে তাঁর এমন প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ওকেই আপন পদে নিযুক্ত করে যান। মহারাজ, দৈববাণী প্রভৃতি সকলি মিথ্যা, সমস্তই তারই কৌশল। বলিদানের সময় যখন আপনাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় চিতোর আক্রমণ কর্‌বার জন্যে সে যবন-রাজকে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়! মহারাজ! কুমার অজয়সিংহের আর যুদ্ধে গিয়ে কাজ নাই, তিনি চিতোর হতে প্রস্থান করুন, তিনি যুদ্ধে প্রাণ দিলেই আপনি নির্ব্বংশ হবেন আর তা হলেই ধূর্ত্ত যবনদের সকল মনস্কামনাই পূর্ণ হবে।

লক্ষ্মণ। কি আশ্চর্য্য! আমরা কি নির্ব্বোধ, এত দিন আমরা এক বিন্দু-বিসর্গও টের পাই নি! সুরদাস, এ সমস্ত এখন কি করে প্রকাশ হল?

সুরদাস। মহারাজ! ফতেউল্লা ব'লে তার এক জন চ্যালা ছিল, সেও ছদ্মবেশে মন্দিরে থাক্‌ত; সে এক দিন এই নগর দিয়ে যাচ্ছিল, এখানকার প্রহরীরা তাকে চোর মনে করে ধরে, তার পর তাকে ছেড়ে দেয়; সেই একটা কাপড়ের বুচ্‌কি ফেলে যায়,—সেই বুচ্‌কির মধ্যে কতকগুলি পত্র ছিল, সেই পত্রের সূত্র ধরে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মণ। ওঃ—কি শঠতা! কি ধূর্ত্ততা! চল, আর না—ঐ ধূর্ত্ত যবনদের এখনি সমুচিত শাস্তি দিতে হবে—অজয়সিংহকে নগর হতে এখনি প্রস্থান কর্‌তে বল—সেই আমার বংশ রক্ষা কর্‌বে। আমি এখন যুদ্ধে চল্লেম। এই হস্তে যদি শত সহস্র যবনের মুণ্ডপাত কত্তে পারি, তা হলেও এখন কতকটা আমার ক্রোধের শান্তি হয়। ওঃ!—কি চাতুরী! কি প্রতারণা!—কি শঠতা! মহিষি, আমি বিদায় হলেম; যদি যুদ্ধে জয় লাভ কত্তে পারি,—চিতোরের গৌরব রক্ষা কত্তে পারি, তা হলেই পুনর্ব্বার দেখা হবে, নচেৎ এই শেষ দেখা।

রাজমহিষী। (গদ্‌গদস্বরে) যান্ মহারাজ, বিজয়-লক্ষ্মী যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চতুর্ভুজা দেবী যেন আপনাকে রক্ষা করেন, আর আমি কি বল্‌ব।

লক্ষ্মণ। বৎসে সরোজিনি, আশীর্ব্বাদ করি, এখনও তুমি সুখী হও। সৈন্যগণ! চল, আর না।

[রামদাস ও সুরদাসের সহিত সসৈন্যে লক্ষ্মণ-সিংহের প্রস্থান।

নেপথ্যে। রে পাপিষ্ঠ যবনগণ! প্রাণ থাক্‌তে বিজয়সিংহ তোদের কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে দেবে না।

নেপথ্যে। নির্ব্বোধ রাজপুত! এখনও তুই জয়ের আশা করিস্?

(দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। বাছা, ঐ শোন, এইবার সর্ব্বনাশ! আর রক্ষা নেই—(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া) আয়, এই ব্যালা আমরা অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করি, আয়।

সরোজিনী। মা, যাচ্চি, একটু অপেক্ষা কর—আমি কুমার বিজয়সিংহের স্বর শুন্‌তে পেয়েছি—আমি একটিবার তাঁকে দেখ্‌ব।

(পুনর্ব্বার কোলাহল ও দ্বারদেশে আঘাত)

রাজমহিষী। বাছা! আর এখন দেখ্‌বার সময় নাই—আমার কথা শোন্—তোর সোণার দেহ পুড়ে যদি ছাই হয়, তাও আমি দেখ্‌তে পারব, কিন্তু তোর সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আমি কখনই সহ্য কত্তে পার্‌ব না। আয় বাছা—আমার বোধ হচ্চে, মুসলমানেরা একেবারে দ্বারের নিকট এসেছে—আর বিলম্ব করিস্ নে,—আয়, আমি বল্‌চি, এই ব্যালা আয়—

সরোজিনী। মা! কুমার বিজয়সিংহ নিকটে এসেছেন, তাঁর স্বর আমি শুন্‌তে পেয়েছি, তিনি বোধ হয় এখনি আস্‌বেন।

রাজমহিষী। (অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়া যোড়-হস্তে স্বগত) হে অগ্নিদেব! তোমার নাম পাবক, তুমি যেখানে থাক, সেখানে কলঙ্ক কখন স্পর্শ কত্তে পারে না, তোমার হস্তে আমার সরোজিনীকে সমর্পণ কল্লেম, তুমিই তার সহায় হয়ো।

নেপথ্যে। হা! এইবার আমাদের সর্ব্বনাশ হল! মহারাজ ধরাশায়ী হলেন—চিতোরের সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্ত হল।

(দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। ও কি!—ও কি! হা!—কি শুন্‌লেম, মহারাজ ধরাশায়ী! বাছা, আমি চল্লেম,——অগ্নিদেব! আমাকে গ্রহণ কর!

(অগ্নিকুণ্ডে পতন)

সরোজিনী। মা, যেও না মা,——আমাকে ফেলে যেও না। মা, আমি কি দোষ করেছি? আমাকে ফেলে কোথা গেলে মা? হা! এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেছে,———কাকে আর বল্‌চি। আমিও যাই————আর কার জন্যে থাক্‌ব—— কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে এ জন্মে বুঝি আর দেখা হল না। (অগ্নিকুণ্ডে পতনোদ্যম।)

নেপথ্যে। রে পাষণ্ডগণ! তোরা কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ কত্তে পার্‌বি নে।

সরোজিনী। ঐ—আবার তাঁর গলার শব্দ শুন্‌তে পেয়েছি। একটু অপেক্ষা করি, এইবার বোধ হয় তিনি আস্‌চেন।

নেপথ্যে। দুর্ম্মতি, নরাধম, যতক্ষণ আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ আমি তোদের কখনই ছাড়্‌ব না। (যুদ্ধ-কোলাহল)

সরোজিনী। এবার তিনি নিশ্চয়ই আস্‌চেন।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল)

(আহত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিজয়-সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। (সরোজিনীকে দেখিয়া) হা! সরোজিনী—

(পতন ও মৃত্যু)

সরোজিনী। (দৌড়িয়া আসিয়া বিজয়সিংহের নিকট পতন) হা! এ কি হল!—কি সর্ব্বনাশ হল! নাথ! কেন তুমি ডাক্‌চ?—আর কথা কও না কেন—নাথ! একটি বার চেয়ে দেখ, একটি বার কথা কও। যুদ্ধের শ্রমে কি ক্লান্ত হয়েছ? তা হলে এ কঠিন ভূমিতলে কেন?—এস, আমাদের প্রাসাদের কোমল শয্যায় তোমাকে নিয়ে যাই। আমি যে তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে মার কথা পর্য্যন্ত শুন্‌লেম না—তা কি তোমার এইরূপ মলিন শুষ্ক মুখ দেখ্‌বার জন্যে?—মা গেলেন, বাপ গেলেন—আমি যে কেবল তোমার উপর নির্ভর ক'রে ছিলেম,—হা! এখন তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে?—নাথ, তুমি গেলে যবনহস্ত হতে আমাকে কে রক্ষা কর্‌বে? প্রাণেশ্বর!—ওঠ—ওঠ—আমার কথার উত্তর দাও,—একটি কথা কও—নাথ!—আর এক-বার সরোজিনী বলে ডাক,—আর আমি তোমাকে ত্যক্ত কর্‌ব না—কি!—এখনও উত্তর নাই?—হা জগদীশ্বর! দারুণ কষ্ট ভোগের জন্যেই কি আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেম? (ক্রন্দন)

আল্লাউদ্দীন ও মুসলমান-সৈন্যের প্রবেশ।

আল্লা। এই কি সেই দুঃসাহসিক রাজপুত-বীর? যে এই অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষার জন্য আমাদের অসংখ্য সৈন্যের সহিত একাকী যুদ্ধ কচ্ছিল? (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) এই কি সেই পদ্মিনী বেগম?—কি চমৎকার রূপ! কেশ আলুলায়িত—পদ্ম-নেত্র হতে মুক্তা-ফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু-বিন্দু পড়চে, তাতে যেন সৌন্দর্য্য আরও দ্বিগুণতর হয়েচে। (প্রকাশ্যে) বেগম! তুমি কেন বৃথা রোদন কচ্চ? আমার সঙ্গে তুমি দিল্লীতে চল, তোমাকে আমার প্রধান বেগম কর্‌ব, তোমার নাম কি পদ্মিনী? তোমার জন্যেই আমি চিতোর আক্রমণ করেছি। যে অবধি একটি দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব আমার নয়ন-পথে পতিত হয়, সেই অবধিই আমি তোমার জন্যে উন্মত্ত হয়েছি। ওঠ—অমন কোমল দেহ কি কঠোর মৃত্তিকাতলে থাক্‌বার উপযুক্ত?—ওঠ! (হস্ত ধারণ করিবার উদ্যম)

সরোজিনী। (সত্বর উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়-মান হইয়া) অস্পৃশ্য যবন, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।

আল্লা। বেগম, তুমি আমার প্রতি অত নির্দ্দয় হয়ো না, এস—আমায় কাছে এস,—

তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে কিছু বলব না। (নিকটে অগ্রসর)

সরোজিনী। নরাধম, ঐখানে দাঁড়া, আর এক পাও অগ্রসর হোস্ নে——

আল্লা। বেগম, তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, তোমার এখানে কেহই সহায় নেই, আমি মনে কল্লে কি বল-পূর্ব্বক তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নে?

সরোজিনী। তোর সাধ্য নেই।

আল্লা। দেখ বেগম, সাবধান হয়ে কথা কও,—আমার ক্রোধ একবার উত্তেজিত হ'লে আর রক্ষা থাকবে না।

সরোজিনী। রাজপুত-মহিলা তোর মত কাপুরু-ষের ক্রোধকে ভয় করে না।

আল্লা। দেখ বেগম, এখনও আমি তোমাকে সময় দিচ্চি, একটু স্থির হয়ে বিবেচনা কর, যদি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তা হ'লে তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী কর্‌ব, নচেৎ——

সরোজিনী। যবন-দস্যু, তোমার ওকথা বল্‌তে লজ্জা হ'ল না? সূর্য্যবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসিংহের দুহিতাকে তুই ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাতে আসিস্?

আল্লা। বেগম, তুমি অতি নির্ব্বোধের মত কথা কচ্চ। আমি পুনর্ব্বার বল্‌চি, আমার ক্রোধকে উত্তেজিত ক'র না। তুমি কি সাহসে ওরূপ কথা বল্‌চ বল দিকি? আমি বল-প্রকাশ কল্লে, কে এখানে তোমাকে রক্ষা করে? এখানে কে তোমার সহায় আছে?

সরোজিনী। জানিস্ নরাধম, অসহায় রাজপুত-মহিলার ধর্ম্মই একমাত্র সহায়।

আল্লা। তবে আর অধিক কথায় প্রয়োজন নেই। অনুনয়-মিনতি দেখ্‌ছি তোমার কাছে নিষ্ফল। এইবার দেখ্‌ব, কে তোমায় রক্ষা করে—দেখ্‌ব, কে তোমার সহায় হয়? (ধরিতে অগ্রসর)

সরোজিনী। এই দেখ্, নরাধম! আমার সহায় কে? (অগ্নিকুণ্ডে পতন)

আল্লা। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অনায়াসে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ কল্লে?—এতে কিছুমাত্র ভয় হ'ল না?—হা!—আমি যার জন্যে এত কষ্ট ক'রে এলেম, শেষকালে কি তার এই হ'ল?

একজন সৈনিক। জাহাঁপনা! আপনার ভ্রম হয়েছে, ও বেগমের নাম পদ্মিনী নয়।

আল্লা। তবে পদ্মিনী বেগম কোথায়?

সৈনিক। হজরৎ, ভীমসিংহ ও পদ্মিনী বেগম স্বতন্ত্র প্রাসাদে থাকেন।

আল্লা। আমাকে তবে সেইখানে নিয়ে চল্।

সৈনিক। জাহাঁপনা, সেখানে এখন যাওয়া বৃথা। পদ্মিনী বেগমও এই রকম আগুনে পুড়ে মরেচেন।

আল্লা। এ কি আশ্চর্য্য কথা! এ রকম তো আমি কখনও শুনি নি।

সৈনিক। হুজুর, আপনাকে আর কি বল্‌ব, আমার সঙ্গে চলুন, আপনি দেখবেন, ঘরে ঘরে এই রকম চিতা জ্বল্‌চে, এ নগরে আর একটিও স্ত্রীলোক নেই।

আল্লা। আচ্ছা, চল দেখি যাই।

(এক দিক্ দিয়া সকলের প্রস্থান ও অন্য দিক্ দিয়া পুনঃপ্রবেশ)

(পটপরিবর্ত্তন)

চিতাধূমাচ্ছন্ন চিতোরের রাজপথ।

আল্লা। তাই তো!—এ কি!—সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটি জ্বলন্ত চিতা বলে বোধ হচ্চে! পথ, ঘাট ধূমে আচ্ছন্ন, কিছুই আর দেখা যায় না, পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি চিতা জ্বল্‌চে——ওঃ!——কি ভয়ানক দৃশ্য!——ও কি আবার? ও দিকে আগুন লেগেছে না কি?

সৈনিক। জাহাঁপনা! ও দিকে কতকগুলি বাড়ী পুড়্‌চে, কোন কোন রাজপুত গৃহে আগুন লাগিয়ে গৃহ শুদ্ধ সপরিবারে পুড়ে মর্‌চে।

আল্লা। কি আশ্চর্য্য!

নেপথ্যে। জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ,—

আল্লা! ও কি? (সকলের কর্ণপাত)

নেপথ্যে। (কতকগুলি রাজপুতমহিলা সমস্বরে)—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥

শোন্ রে যবন,—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

আল্লা। কতকগুলি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর না? চতুর্দিকে এতক্ষণ গম্ভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব কচ্ছিল, হঠাৎ আবার এরূপ শব্দ কোথা থেকে এল?—তবে দেখ্‌চি এখনও এ নগরে স্ত্রীলোক আছে।

সৈনিক। রাজপুতরা পরাজিত হলে তাদের স্ত্রীরা চিতা-প্রবেশের পূর্ব্বে (জহর) ব'লে যে অনুষ্ঠান করে, আমার বোধ হয় তাই হচ্চে। হুজুর, আমি বেশ ক'রে দেখে এসেছি, নগরে স্ত্রীলোক আর অধিক নাই। আমার বোধ হয়, যে কজন স্ত্রীলোক এখনও ছিল, এইবার তারা পুড়ে মরেছে।

নেপথ্যে। (এক দিক্ হইতে একজন রাজপুত-মহিলা)

পরাণে আহুতি দিয়া সমর অনলে,
স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চলে,
এখন কি সুখ আশে. থাকিব সংসার-পাশে,
এখন কি সুখে আর ধরিব পরাণ।
হৃদয় হয়েছে ছাই, দেহও করিব তাই,
চিতার অনলে শোক করিব নির্ব্বাণ।
দূর হ দূর হ তোরা ভূষণ-রতন!
বিধবা রমণী আজ পশিবে চিতায়;
কবরি, তোরেও আজি করিনু মোচন,
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়;
অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,
লয়ে যাও পতি পুত্র আছেন যথায়;
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়।

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ স'পিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন, শোন্ রে রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

আল্লা। এ কি? আবার কোন্ দিক্ থেকে এ শব্দ আস্‌চে?

নেপথ্যে। (আর এক দিকে একজন)——

ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল-শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই;
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয়্ লো চিতায় আয়্ লো সই!

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
স'পিব চিতায় রাখিতে মান।
ভাখ্ রে যবন, ভাখ রে তোরা,
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী ॥

(আর এক দিকে এক জন)

আয়্ আয়্ বোন! আয় সখি আয়্!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ!

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

আল্লা। এ কি! চারিদিক্ থেকেই যে এইরূপ শব্দ আস্‌চে।

(কতকগুলি আহত রাজপুত পুরুষ সমস্বরে)

ভাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
ভাখ রে চন্দ্রমা, ভাখ রে গগন!

স্বর্গ হ'তে সব দ্যাখ দেবগণ,
জলন্ত-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দ্যাখ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥

আল্লা। ওখান থেকে ঐ আহত রাজপুতগণ আবার কি ব'লে উঠলো—ওরা মৃত-প্রায় হয়েছে, তবু দেখছি এখনও ওদের মনের তেজ নির্ব্বাণ হয় নি।

(রাজপুত মহিলাগণ সমস্বরে)

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
জলুক্ জলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দ্যাখ রে যবন, দ্যাখ রে তোরা,
কেমন এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,
জলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥

আল্লা। এ কি! আবার যে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ধন্য হিন্দু মহিলাদের সতীত্ব! হায়, এত কষ্ট ক'রে যে জয়লাভ কল্লেম, তা সকলি নিষ্ফল হ'ল। চল, এখন আর এ শূন্য শ্মশান-পুরীতে থেকে কি হবে?

সৈন্যগণ। জাহাঁপনা, আমাদেরও তাই ইচ্ছে।

[সকলের প্রস্থান।

রামদাসের প্রবেশ।

রামদাস—

১

গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব্ব-চরাচর
চিতা-ধূম ঘন, ছায় রে গগন,
বিষাদে বিষাদময় চিতোর-নগর।

২

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধতমসায়
জয়-লক্ষ্মী বাম ম্লান আর্য্য-নাম
পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দিশালা হায়!

৩

স্বাধীনতা-রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি!
ধন-মান যত পর-হস্ত-গত
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি।

৪

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষ-বদ্ধ নিস্তেজ কৃপাণ;
শর তূণাশ্রিত রণ-বাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান।

৫

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ ভালে উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ?

৬

আর কি চিতোর, তোর অভ্রভেদী উন্নত প্রাকার,
শির উচ্চ করি, জয়ধ্বজা ধরি,
স্পরধিবে বীরদর্পে জগৎ-সংসার?

৭

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন;
হয়ে পদানত; দাস-ব্রতে রত
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণই জীবন।

৮

জলন্ত দহনে হায় জলিতেছে আজি মন-প্রাণ;
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার
চিতানলে চিন্তানল করি অবসান!

৯

দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত গগন;
এ কি রে আবার, এ কি দশা তার,
স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন!

১০

রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
যবনিকা প'ড়ে যাক্ জীবনে আমার॥

যবনিকা-পতন

স্বপ্নময়ী নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

মনুসংহিতা।

উৎসর্গ

কবি-কুল-রত্ন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী
সুহৃদ্বরের হস্তে
আমার স্বপ্নময়ীকে
সমর্পণ করিলাম।

পাত্র-পাত্রীগণ

কৃষ্ণরাম রায়	...	...	বর্দ্ধমানের ভূপতি।
আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশ	...	...	বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত।
বর্দ্ধমান রাজার মন্ত্রী	...	...	... ...
শুভসিংহ	...	...	চিতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার।
সুরজমল্	...	...	শুভসিংহের অনুচর।
জগৎ রায়	...	...	কৃষ্ণরামের পুত্র।
স্বপ্নময়ী	...	...	কৃষ্ণরামের দুহিতা।
রহিম খাঁ	...	...	আফগান সর্দ্দার।
জেহেনা	...	...	রহিম খাঁর স্ত্রী।
সুমতি	...	...	জগৎ রায়ের স্ত্রী।

বাগ্দিগণ—রক্ষকগণ—ইতর লোক—নর্ত্তকী প্রভৃতি।

আরংজীবের রাজত্ব-কাল। ঐতিহাসিক মূল-ঘটনা—শুভসিংহের বিদ্রোহ

স্বপ্নময়ী নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শুভসিংহের বাটী

শুভসিংহ ও সুরজমল্।

শুভসিংহ। দেখ সুরজ, প্রতারণা করা আমার স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কি ক'রে বল দেখি আমি এখন ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে লোকের নিকট আপনাকে দেবতা ব'লে পরিচয় দি?

সুরজ। মহাশয়, আপনি তো অন্য উপায়ও দেখেছেন, তাতে কি কিছু করুতে পারুলেন?

শুভ। তা সত্য—শীত নাই—গ্রীষ্ম নাই—দিন নাই—রাত্রি নাই—আমি লোকের বাড়ী বাড়ী বেড়িয়েছি, আরংজীবের অত্যাচারের কথা জলন্ত ভাষায় তাদের কাছে বর্ণনা করেছি; কিন্তু কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করুতে পারলেম না, কিছুতেই তাদের পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হ'ল না, সেই সকল হীন জড় পদার্থের কিছুতেই চেতনা হ'ল না।

সুরজ। সেই জন্যই তো আপনাকে বল্‌চি, অন্য উপায় পরিত্যাগ ক'রে এখন এই উপায় অবলম্বন করুন। দেখবেন, এতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবেন।

শুভ। কিন্তু প্রতারণা কি ক'রে করব?—আমি প্রতারণা করব? চিরজীবন যা আমি ঘৃণা ক'রে এসেছি, যা আমার দুই চক্ষের বিষ, যার একটু গন্ধও আমার সহ্য হয় না, সেই জঘন্য প্রতারণাকে কি না আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ করব—আমার চির-জীবনের সঙ্গী করব?—তা কি ক'রে হবে সুরজ?—আমি দেশের জন্য—মাতৃভূমির জন্য—ধর্ম্মের জন্য—আর সকল ক্লেশ—সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন কচ্চি, কিন্তু—কিন্তু—দেবতার ভাণ ক'রে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা—ছদ্মবেশ ক'রে লোকদের প্রতারণা করা—ওঃ, কি জঘন্য—কি জঘন্য—

সুরজ। সে কথা সত্যি—প্রতারণাটা যে বড় ভাল কাজ, তা আমি বল্‌চি নে—কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর কোন উপায় নেই, তখন কি করুবেন বলুন—মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কখন কখন হীন উপায়ও অবলম্বন করুতে হয়—তা না করুলে চলে কৈ?—তীর্থস্থানে পৌঁছতে গেলে কখন কখন পঙ্কিল পথ দিয়েও চল্‌তে হয়—তা ব'লে এখন কি করুবেন—এ যদি না করুতে পারেন, তবে আর কেন—সে সঙ্কল্প ত্যাগ করুন—যেমন অন্য দশ জনে জড়পিণ্ড পাষাণের ন্যায় সকল অত্যাচারই সহ্য ক'রে আছে—তেমনি আসুন আমরাও সহ্য ক'রে থাকি। তাদেরই বা অপরাধ কি?—তারা দেশের চেয়ে প্রাণকে বেশি ভালবাসে—তাই তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারুচে না—আপনি অত্যাচারের চেয়ে প্রতারণাকে বেশি ঘৃণা করেন—আপনিও দেশের জন্যে এই ঘৃণাকে অতিক্রম করুতে পারুচেন না। শুধু তাদের দোষ কি? সকলেই এই রকম ক'রে থাকে। যার যাতে বেশি কষ্ট—সে সে কষ্ট দেশের জন্য স্বীকার করুতে চায় না। আসল কথাই এই। না হলে মুখে জারিজুরি করুতে তো সকলেই পারে।

শুভ। (কিয়ৎকাল চিন্তার পর)—আচ্ছা সুরজ, আমি দেশের জন্য তাও করব।

সুরজ। এখন তবে আমার মৎলবটা শুনুন—প্রথমত দেবতার ভাণ ক'রে কতকগুলো লোককে হস্তগত করুতে হবে, তার পর সেই লোকদের নিয়ে বর্দ্ধমান-রাজের কোষাগার লুঠ্ করুতে হবে—সম্রাট আরংজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুতে গেলে বিলক্ষণ অর্থের আবশ্যক, এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হলে যুদ্ধের আয়োজন অনায়াসেই হতে পারুবে।

শুভ। বর্দ্ধমান-রাজের কোষাগার লুঠ্?—দস্যুবৃত্তি? তার চেয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে বলি না কেন, তিনি একজন

হিন্দুরাজা, তিনি কি আমাদের এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করবেন না?—যদি না করেন, তখন আমরা প্রকাশ্যরূপে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

সুরজ। মহাশয় বলেন কি—ও কথা মনেও আনবেন না। তা হলে সমস্ত কার্য্যই বিফল হয়ে যাবে। বর্দ্ধমান-রাজ যদি এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেন, তা হলে তিনি এখনি সম্রাটের প্রতিনিধিকে সংবাদ দেবেন। বর্দ্ধমান-রাজ সম্রাটের অত্যন্ত বিনীত অনুগত দাস, তা কি আপনি জানেন না?—এখন আমাদের সঙ্কল্পের কেবলমাত্র অঙ্কুর দেখা গিয়েছে, এখন একটু গোপনভাবে কাজ না করলে সে অঙ্কুর কখনই ফলে পরিণত হবে না।

শুভ। হাঁ, তা সত্য, কিন্তু প্রতারণা ছদ্মবেশ—

সুরজ। মহাশয়, আবার সেই কথা? আপনার দ্বারা এ কাজ তবে হবে না—এত অল্পতেই আপনার সঙ্কোচ—এত অল্পতেই আত্মগ্লানি—স্ত্রীলোকের ন্যায় অমন কোমল-প্রকৃতির দ্বারা অমন কঠোর কাজ কখনই সাধন হতে পারে না। অন্য লোক থাকতে দেবতারা বেছে বেছে কেন যে আপনার উপরেই এই কঠিন কার্য্যের ভার দিয়েছেন, তা বুঝতে পাচ্চিনে। আজ জানলেম, দেবতাদেরও কখন কখন ভ্রম হয়। আপনার দ্বারা কোন কাজ হবে না—মাঝ থেকে আমরা হাস্যাস্পদ হব। হাঁ, যদি কোন নীচ কাজের জন্য—নিজের স্বার্থের জন্য এ সব করতে হত—হাঁ, তা হলে সঙ্কোচ হতে পারত—আত্মগ্লানি হতে পারত—কিন্তু এমন মহৎ কাজ—দেশের জন্য—মাতৃভুমির জন্য—ধর্ম্মের জন্য, এতেও আবার সঙ্কোচ?—এতেও আবার আত্মগ্লানি? না—আমি আর এতে নেই—আমি মশায় বিদায় হলেম। (গমনোদ্যত)

শুভ। না না না, সুরজ, যেও না, তাই হবে। এখন কি করতে হবে বলো।

সুরজ। আর কিছুই করতে হবে না—আপনাকে দেবতার মত সাজতে হবে—কপালে একটা কৃত্রিম চোখ বসাতে হবে—সেটা খুব জ্বলতে থাকবে—আমি ওলন্দাজদের কারখানায় কাজ করতুম—অনেক রকম দ্রব্যের গুণাগুণ জানি—সে সব আমি সাজিয়ে দেব, তার জন্য কোন চিন্তা নাই—আর আমি আপনার ভক্ত সাজব।

শুভ। তার চেয়ে তুমি দেবতা সাজো না কেন—আমি তোমার ভক্ত সাজব।

সুরজ। তা হলে মনে কচ্চেন বুঝি প্রতারণার বোঝা আপনার কাঁধ থেকে অনেকটা নেবে যাবে—কিন্তু তা নয়, বরং উল্টো। আপনি তো মৌনী হয়ে বসে থাকবেন, লোক ভোলাবার জন্য আমারি নানা কথা কইতে হবে। তা ছাড়া আপনার ন্যায় দিব্যশ্রী পুরুষেরই দেবতা সাজা প্রয়োজন। না হলে ভক্তির উদয় হবে কেন?

শুভ। আচ্ছা, তবে তাই। তার পর কি করতে হবে বল।

সুরজ। আমি কতকগুলো ভাল ভাল অষুধ জানি—তাতে অনেক দুরারোগ্য রোগ আরাম হয়—সেই সকল ঔষধে কারও কারও রোগ আরাম হলেই আপনার নাম খুব রাষ্ট্র হবে—দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে আপনার পুজা করবে, আপনার আজ্ঞাবহ সেবক হবে, তখন তাদের যা বলবেন, তারা তাই করবে। সেই সব লোকজন নিয়ে বর্দ্ধমান-রাজার কোষাগার লুঠ করতে হবে।—কোষাগার লুঠ ক'রে ধনসঞ্চয় হ'লে তার পর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন। আপাততঃ বর্দ্ধমান-রাজার কোষাগার লুঠ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শুভ। বুঝলেম। কিন্তু রাজকোষ লুঠ করা তো সহজ নয়; রাজবাটীর ধনরত্ন খুব প্রচ্ছন্ন স্থানে প্রোথিত থাকে, প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করলেই তো তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুরজ। সে কথা সত্যি—বিশেষতঃ বর্দ্ধমানের রাজার ধনরত্ন যেখানে থাকে, শুনেছি সে অতি গুপ্ত স্থান—একটা সুরঙ্গপথে পাতালপুরীর ন্যায় এক স্থানে যেতে হয়—তার পথ গোলকধাঁধার মত অতি জটিল—শুনেছি, সে পথ আর কেউ জানে না, কেবল বর্দ্ধমান-রাজার দুহিতা সেই পথের সন্ধান জানে। তাকে হস্তগত করা দরকার।

শুভ। বর্দ্ধমানের রাজকুমারীকে হস্তগত করতে হবে! তাও কি কখন সম্ভব?—এ তোমার অত্যন্ত অসম্ভব কল্পনা।

সুরজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—তার উপায় ক্রমে হবে। রহিম খাঁ নামে এক জন আফগান সর্দ্দারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, সে বর্দ্ধমান-রাজকুমার জগৎ রায়ের মোসাহেব—তার কাছে থেকে রাজবাটীর অনেক সংবাদ আমি পাই—শুনেছি, রাজকুমারী বাতিকগ্রস্তা—রাজবাটী থেকে বেরিয়ে

পথে, ঘাটে, বনে, বাদাড়ে যেখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায়—তাকে হস্তগত করা, তাই মনে হচ্চে নিতান্ত অসম্ভব নয়। রহিম খাঁ আমাদের দলভুক্ত হতে চায়—সে আমাদের সহায় থাকৃলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হতে পারে।

শুভ। রহিম খাঁ?—এক জন মুসলমান?—সে আমাদের দলভুক্ত হবে?—তুমি বল কি সুরজ?

সুরজ। সে বিষয়ে কোন ভয় নেই। মুসলমান বটে—কিন্তু তার স্বার্থ আছে—তার স্বার্থ হচ্চে, মোগল রাজত্ব ধ্বংস ক'রে তার স্থানে পাঠান-সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করে—আর সে অবশেষে সমস্ত ভারত-বর্ষের সম্রাট হয়।

শুভ। তুমি কি বলতে চাও, তার দ্বারা কাজ সিদ্ধ ক'রে নিয়ে তার পর তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে—কাজের সময় তাকে বন্ধু বলে স্বীকার ক'রে তার পর কাজ সমাধা ক'রে তাকে বিদায় ক'রে দেওয়া?

সুরজ। আবার আপনার সেই সব সঙ্কোচ? এই মাত্র আপনি বল্লেন, এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করবার জন্য সদসৎ কোন উপায় অবলম্বন করতে আপনি সঙ্কুচিত হবেন না—আবার সেই কথা?—রহিমের কাছ থেকে আর কোন প্রত্যাশা নেই, তার কাছ থেকে রাজবাটীর অনেক সন্ধান পাওয়া যাবে।

শুভ। আচ্ছা—আচ্ছা। তবে তাই।

সুরজ। এই সময় রহিম খাঁর আস্‌বার কথা ছিল, এখনও যে আসচে না?—

শুভ। রহিম খাঁ?—

সুরজ। হাঁ, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বে বলেছিল।—এই যে সে আসচে।

(রহিম খাঁর প্রবেশ)

সুরজ। বন্দেগি খাঁ সাহেব।

রহিম। বন্দেগি, বন্দেগি। মেজাজ সরিফ?—

সুরজ। আপনার আশীর্ব্বাদে এক রকম ভাল আছি। (শুভ সিংহের প্রতি) ইনি আমাদের খাঁ সাহেব, বড় ভাল লোক, উনি পরচর্চ্চায় থাকেন না—কারও নিন্দাবাদ করেন না—কেবল আপনার ধর্ম্ম নিয়েই আছেন—

রহিম। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না বটে, কিন্তু আপনার আমি সমস্তই জানি। আপনার প্রপিতামহ রঘুনাথ সিং প্রথমে বাঙ্গালা দেশে এসে বাস স্থাপন করেন, তার পর তাঁর পুত্র আপনার পিতামহ কানাই সিং চিত্তোয়ার তালুক ক্রয় করেন—তাঁর দেনায় চিত্তোয়া তালুক বিক্রি হয়ে যায়—বর্দ্দার ফতে সিং ক্রয় করে—তার পর সে মরে গেলে তার ছেলে বীর সিংহের কাছ থেকে আপনার পিতা দুর্লভ সিং আবার ঐ মহল ক্রয় ক'রে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেন।

সুর। আঃ! এ যে চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে বসল!

শুভ। মহাশয়, আমার পিতার নাম তো দুর্লভ সিং নয়, তাঁর নাম দুর্জ্জয় সিং।

রহিম। আপনি তবে জানেন না, তাঁর আসল নাম দুর্জ্জয় সিং ছিল বটে, কিন্তু লোকে তাঁকে দুর্লভ সিং বলে ডাকত।

শুভ। তা হবে।

সুর। আপনার দেখ্‌ছি কিছুই অজ্ঞাত নেই—এত খবর আপনি কোথা থেকে পান, আমি ভেবে পাচ্চিনে, এ কি সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম?

রহিম। (সন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে) এমন কি জানি, তবে কি না বেঁচে থাকলেই কিছু কিছু জানতে পারা যায়।

সুর। রাজবাটীর সংবাদ কি মশায়?

রহিম। রাজবাটী?—কোন্‌ রাজবাটী?—ওঃ! আমাদের বর্দ্ধমানের জমিদারের বাড়ী? আপনারা বুঝি রাজবাটী বলেন?—ও! আঃ, সে কথা বোলো না—জমিদার কৃষ্ণরাম আমাকে অনেক ক'রে বোলে পাঠায় যে, জগতের কিছু সহবৎ শিক্ষা হচ্চে না—সে যদি তোমার সঙ্গে কিছু কাল থাকে তো সে আদব-কায়দা অনেক শিখ্‌তে পারে—তা ভদ্রলোকের ছেলে বোয়ে যায়—মনে করলুম যদি কিছু কাল তার সঙ্গে থাকি তো তার অনেক উপকার হয়। পরোপকারের চেয়ে কি আর ধর্ম্ম আছে?—পরের উপকার করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। না হ'লে আমার পাঠান রাজবংশে জন্ম, জমিদারের সঙ্গে কি আমি একত্র বসতে পারি?

সুর। (শুভসিংহের প্রতি) আমি তো আপনাকে বলেছিলুম, উনি কেবল পরোপকার নিয়েই আছেন। এমন সৎ লোক মশায় আর দেখা যায় না।

রহিম। আপনি জমিদারের বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন?—জগৎ কিছু লোক মন্দ নয়—

হবে কি না একেবারে বোয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস্ আমি ছিলুম, তাই চরিত্রটা শুধ্রে এসেছে—জমিদার কৃষ্ণরামের কথা আর বোলো না—সেটা নিতান্ত নির্ব্বোধ, পাগল বল্লেও হয়—আর তার একটা মেয়ে আছে—সেটা পাগ্লীর মত কোথায় যে বেড়িয়ে বেড়ায়, তার ঠিক্ নেই—লোকে বলে পাগলী—কিন্তু আমি জানি,সে কি উদ্দেশে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়—

স্থর। তার চরিত্র সম্বন্ধে কি কিছু গোল আছে না কি ?

রহিম। সে কথায় কাজ কি ?—আমি পরচর্চ্চা করতে ভালবাসিনে। তবে তোমরা নিতান্তই খবর শুনতে চাইলে, তাই দুই একটা কথা বল্লুম।—বর্দ্ধমান জমিদারের আরম্ভ কোথা থেকে হ'ল জান ?—

স্থর। না খাঁ সাহেব। (স্বগত) এইবার বুঝি আবার কুল্চি আওড়ায়।

রহিম। আবু রায় জাতিতে কপূ'র ক্ষত্রিয়, বর্দ্ধমান জমিদারবংশের আদি। পঞ্জাব থেকে বাঙ্গালা দেশে এসে বর্দ্ধমানে সে বসবাস করে—১০৬৮ আমাদের মুসলমান অব্দে, চাকলা-বর্দ্ধমানের ফৌজ-দারের অধীনে বর্দ্ধমান সহরের অন্তর্ভূ'ত পেকাবি বাগানের চৌধুরী ও কোতোয়াল পদে সে নিযুক্ত হয় —তার ছেলে বাবু রায়; সে বর্দ্ধমান পরগণা ও আর তিনটে পরগণার মালিক—তার ছেলে ঘনেশ্যাম রায়, তার ছেলে কৃষ্ণরাম রায়।

স্থর। (স্বগত) আর তো পারা যায় না—আসল কথায় আসা যাক—(প্রকাশ্যে) আপনার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, তা তো ঠিক্ আছে ?——

রহিম। তোমাকে যখন একবার কথা দিয়েছি, তখন কি আর নড়চড় হ'তে পারে ?—"মরদ্ কি বাৎ হাঁতীকা দাঁত"—আমার ওতে কিছুই স্বার্থ নেই—তবে আওরংজীব হিন্দুদের উপর যে রকম অত্যাচার কচ্চে, তা দেখে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হয়েছে—তোমাদের উপকারের জন্যই আমি এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছি।

স্থর। বাস্তবিক, খাঁ সাহেবের মত এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক আমি কোথাও দেখি নি। বাঃ বাঃ! খাঁ সাহেব—আপনার তলোয়ারটি তো অতি চমৎকার দেখছি—অনেক অনেক তলোয়ার দেখিছি বটে, কিন্তু এমন তলোয়ার আমি কখন দেখি নি! বাঃ চমৎকার!—

রহিম। (একটু মুচকি হাসিয়া) কত মূল্য আন্দাজ কর দিকি।

স্থর। আমার তো বোধ হয় দশ হাজার টাকার কম নয়।

রহিম। (হাস্য করিয়া) দশ টাকায় আমি কিনিচি।

স্থর। বল কি খাঁ সাহেব—এত সস্তা ?—এ যে মাটীর দর!

রহিম। আমার বাড়ীতে যে তলোয়ার আছে, তার দাম দশ হাজার কি—ত্রিশ হাজার টাকার কম নয়।—তবে এটা খুব সস্তায় পেলুম বলে কিন্লুম।—এই তলোয়ারে আমি ৫০০ লোক এক রোখে কেটেছি!

স্থর। সেও বোধ হয় পরোপকারের জন্য ?

রহিম। পরোপকারের জন্য বৈ কি—একজন লোকের বাড়ীতে ৫০০ ডাকাত পড়েছিল—আমি একলা ৫০০ লোককে টুক্রো টুক্রো ক'রে কেটে সেই ভদ্রলোকের উপকার করি।

স্থর। (স্বগত) যেখানে মুসলমান থাকে, সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়। (প্রকাশ্যে) ওঃ! খাঁ সাহেবের কি সাহস!

রহিম। আমাকে তোমাদের সেনাপতি কর না—দেখবে আওরংজীবকে সপ্তাহের মধ্যে সিংহাসন-চ্যুত করব। "কেয়া বড়ি বাৎ হ্যায়"(গুম্ফ মোচড়ায়ন)

স্থর। আগে খাঁ সাহেব এই লুঠের কাজটা তো উদ্ধার হোক, তার পর——

রহিম। আচ্ছা, আর একদিন এসে তবে তা স্থির করব। আজ চল্লেম, বন্দেগি!

শুভ।
স্থর। } বন্দেগি।

সুরজ। রাম, বাঁচলেম!

রহিম। বেশ এদের বুঝিয়ে দিয়েছি—হিন্দুদের বোঝাতে কতক্ষণ ?—এই বিদ্রোহে যদি মোগল-রাজত্ব যায়, তখন এই তৃণভোজী হিন্দুদের জয় করতে কতক্ষণ?

[রহিম খাঁর প্রস্থান।

শুভ। সুরজ—আমি তবে সমস্ত উদ্যোগ করি গে।

স্থর। হাঁ, আপনি অগ্রসর হোন। (স্বগত)

রহিম খাঁ মনে করচে, সে বড় খেলা খেলচে—জানে না তার চেয়েও একজন বড় খেলোয়াড় আছে!

[সুরজের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা কৃষ্ণরাম, আনন্দরাম ও কতিপয় পণ্ডিত।

রাজা। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

"সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেপ্সয়া দিশঃ॥"

যিনি সন্তুষ্টচিত্ত, চেষ্টাহীন, এবং আত্মানন্দ-সম্ভোগে রত, তাঁহার যে সুখ, যাহারা অভীষ্ট-লোভে ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত দিকে দিকে ধাবিত হয়, তাদের সে সুখ কোথায়?

আনন্দ। মহারাজ—শুধু অর্থের উপার্জ্জনে কেন, রক্ষণেও ক্লেশ। পঞ্চদশীকর্ত্তা লিখেছেন——

"অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥"

বলচেন:—অর্থের অর্জ্জনে ক্লেশ, পরিরক্ষণে ক্লেশ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ—এমন যে ক্লেশকারী অর্থ, তাকে ধিক্।

একজন পণ্ডিত। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়—ওর মধ্যে একটা কথা আছে—অর্থের ব্যয় মাত্রেই যে দুঃখ, শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সৎপাত্রে দান করলে সুখও আছে—দানাৎ পরতরং ন হি—

আনন্দ। সে কথা সত্য। তবে কি না, বশিষ্ঠদেব বলেছেন—

"ন চ ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যান্ন কোষাদ্রত্নধারিণঃ।
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্বাপবৃংহিতম্॥"

মহাচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফললাভ হয়, অপর ব্যক্তির রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভেও তাদৃশ ফললাভ হয় না।

একজন পণ্ডিত। তবে কি আপনি বলেন—মহারাজ এই সমস্ত সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বাসনা পরিত্যাগ ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন? গৃহী ব্যক্তির পক্ষে কার্য্য-পরিত্যাগ কখন সম্ভবপর নয়। নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি,
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা,
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বকাঃ।

গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রতপরিত্যাগ, তপস্বীর গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য এই সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা।

আনন্দ। তর্কালঙ্কার খুড়ো, থামো, সে সব জানা আছে। ভগবান শিব বলেছেন—

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ।

কোন্ শাস্ত্র আমার জানা নেই যে, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো। তুমি তো হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের সন্তান—তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি আমি কি না জানি।

তর্ক। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, রাগবেন না—শাস্ত্র-বিষয়ে বাক্যালাপ হচ্চে, এতে ক্রোধের কোন কারণ নেই।

আনন্দ। ক্রোধের কোন কারণ নেই? আমার কথাটা শেষ না করতে করতেই তুমি কি না আর একটা কথা নিয়ে এলে! ক্রোধের কোন কারণ নেই?

রাজা। তোমরা থামো, মিথ্যা কলহে কোন ফল নেই—আমি মীমাংসা ক'রে দিচ্চি। ঋষিবর অগস্ত্য বলেছেন—

সকল পণ্ডিত। থামুন থামুন, মহারাজ বলচেন—আহা, মহারাজের কথা অমৃত-সমান—আহা, অমন পণ্ডিত কি আর ভূভারতে আছে—শাস্ত্র-জ্ঞানে স্বয়ং রাজর্ষি জনক।

রাজা।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥
কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানান্ন হি মোক্ষোঽভিজায়তে।
কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তূভয়ং বিদুঃ॥

হে সুতীক্ষ্ণ! যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষ দ্বারা আকাশ-পথে বিচরণ করে, সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও

কর্ম্ম এই উভয়কে অবলম্বন ক'রে ক্রমে ভগবানের পরম পদ লাভ কর্‌তে সমর্থ হয়, অতএব—

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ! সমূহ বিপদ উপস্থিত!

রাজা। স—মূ—হ—বিপদ—আচ্ছা বেশ—কি কথা বল্‌ছিলেম? হ্যাঁ—অতএব—অতএব কেবলমাত্র জ্ঞান-সাধন কিম্বা——

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত।

রাজা। আঃ! থাম না মন্ত্রি, বিদ্রোহ পরে হবে—কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন কিম্বা কর্ম্মসাধন——

মন্ত্রী। মহারাজ! বিদ্রোহ হবে কি—হয়েছে—

রাজা। কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন কিম্বা কর্ম্মসাধন দ্বারা বিদ্রোহ, ওঁ বিষ্ণু—মুক্তি—হয় না—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির সাধন—কিন্তু যাই হোক্, গোড়ায় যে কথা উত্থাপিত হয়েছিল, তার এতে মীমাংসা হল না—সেটা হচ্চে এই—(চিন্তা)——

মন্ত্রী। এই পণ্ডিতগুলো মিলে মহারাজের বিষয়-বুদ্ধি একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে—রাতদিনই শাস্ত্রালোচনা—এদিকে যে রাজ্য ছারখার হয়ে যায়, সে দিকে দৃষ্টি নাই—যে রকম অন্যমনস্ক—এখন রাজকার্য্যে মনোযোগ করান তো আমার কর্ম্ম নয়—যাই, রাজকুমার জগৎরায়কে ডেকে দি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। কথা হচ্চিল—ধন-ঐশ্বর্য্যে মনুষ্য সুখী, না তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মনুষ্য সুখী হয়? পঞ্চদশীকর্ত্তা শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ মুনি পরিতৃপ্ত ভূপতির সুখের সহিত আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সুখের তুলনা ক'রে এইরূপ বলেছেন,

> যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্।
> সৈন্যোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্॥
> সর্ব্বৈর্ম্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ।
> যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্নুতে॥

ভূপতি যুবা, রূপবান, বিদ্বান, নীরোগ, বুদ্ধিমান্ ও বহু সৈন্যবিশিষ্ট হয়ে, বিত্তপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী শাসন পূর্ব্বক যে আনন্দ উপভোগ করে, তত্ত্বজ্ঞানী সতত—

জগৎরায়ের প্রবেশ।

জগৎ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মহারাজ। তত্ত্বজ্ঞানী সতত তা উপভোগ করেন।

জগৎ। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, আপনার দলবল নিয়ে এখনি প্রস্থান করুন—নচেৎ (তরবারিতে হস্ত প্রদান) এখন শাস্ত্রালোচনার সময় নয়, এখন কার্য্যের সময় উপস্থিত—

[পণ্ডিতগণের দ্রুত প্রস্থান।

মহারাজ। কি হয়েছে? কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?—তত্ত্ববাগীশ, তুমি যাও কোথায়?—আরে তর্কালঙ্কার তুমি কোথায়— সবাই গেলে?—একটু শাস্ত্রালোচনা করা যাচ্ছিল—

জগৎ। মহারাজ, বেয়াদবি মাপ কর্‌বেন, এই কি শাস্ত্রালোচনার সময়? এমন বিপদ উপস্থিত—

রাজা। (চমকিত হইয়া)—কি বল্লে? বিপদ উপস্থিত? কি বিপদ?

জগৎ। আজ্ঞা বিদ্রোহ।

রাজা। বিদ্রোহ! (উঠিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে) কি সর্ব্বনাশ! বিদ্রোহ! আগে আমাকে কেউ বলেনি কেন?—কেন বলে নি? (উচ্চৈঃস্বরে) মন্ত্রি!—মন্ত্রি!—রক্ষকগণ! কে আছিস্ ওখানে? কি আশ্চর্য্য—মন্ত্রী সময়ে আমাকে কোন কথা বলে না—আমি কি রাজ্যের কেউ নই?—মন্ত্রি! রক্ষকগণ!

রক্ষক। আজ্ঞা মহারাজ।

জগৎ। মহারাজ! আমি মন্ত্রীকে ডেকে আন্‌চি—

[জগতের প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাজা। মন্ত্রি!

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। রাজ্যে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত—আমি কোন সংবাদ পেলুম না? এ কি রকম তোমার কার্য্যের রীতি?

মন্ত্রী। মহারাজ! সে কি কথা? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি মহারাজকে এসে সংবাদ দিলেম—মহারাজ শাস্ত্রে এতদূর মগ্ন ছিলেন যে, আমার কথা বোধ হয় একেবারেই অবধান হয় নি—তখন জ্ঞান ও কর্ম্ম নিয়ে কি আলোচনা হচ্চিল?

রাজা। হাঁ বটে বটে, তুমি এসেছিলে বটে, কিন্তু বিদ্রোহের কথা কি কিছু হয়েছিল? আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার কোন দোষ নেই—আচ্ছা বেশ বেশ—ভাল, কি হয়েছে বল দেখি?—কি সর্ব্বনাশ! (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া) দেখ মন্ত্রি, যদি কখন তোমাদের উপর কঠোর

হই, তো কিছু মনে করো না। আমার মতির স্থির নাই, মহিষীর পরলোকপ্রাপ্তির পর সংসারে আর আমার আস্থা নেই—এখন শাস্ত্রালোচনা ক'রেই আমি বেঁচে আছি। আমার তো এই দশা, আমি মনে করেছিলুম, জগৎ আমার মুখ উজ্জ্বল করবে, আমার বংশের নাম রাখ্‌বে—কিন্তু সে আশাতেও নিরাশ হয়েছি—তর্কবাগীশের কাছে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করবার জন্য এত ক'রে তাকে বল্লুম—কিন্তু সে তাতে কিছুমাত্র মনোযোগী হয় না—কেবল শীকার—কেবল কুস্তি—কেমন এক-রকম গোঁয়ার হয়ে পড়েছে—তার পর আমার মেয়েটি—তাকে যে আমি কি ভালবাসি, তা তুমি জান না—সংসারে যদি কিছু আমার মমতা থাকে তো সে স্বপ্নময়ীর উপর—ইচ্ছে করে তাকে আমি অষ্টপ্রহর বুকে ক'রে রেখে দি—তাকে দেখ্‌তে পেলে আমার শাস্ত্র পর্য্যন্ত ভুলে যাই—কিন্তু তাকে আমি প্রায় দেখ্‌তে পাই নে—যদি বা দেখা হয়—দশবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে তার একটা উত্তর দেয়—রাত দিন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, আপনা আপনি কি হাত নাড়ে—শূন্যের সঙ্গে কি কথা কয়—কি ভাবে—কি দেখে—কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে—আবার এক এক সময়ে দেলকোবা বনে একলা চলে যায়—প্রায়ই সেই-খানে থাকে—কি করে বল্‌তে পারি নে—কেউ তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে না—কেমন এক রকম বুনো হয়ে গেছে। বিবাহের বয়স হয়েছে—কতবার বিবাহের দিন স্থির হয়েছে—সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে—বিবাহের দিন সে যে কোথায় পালায়, কেউ তার সন্ধান পায় না—তুমি তো সব জান মন্ত্রি—এই সব নানা কারণে সংসারের উপর আমার অত্যন্ত ধিক্কার হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি সব জানি—আপনি আমার প্রতি যতই কঠোর হন্ না কেন, আমি তাতে কিছুই মনে করি নে—মহারাজের ও রাজ্যের মঙ্গলই আমার একমাত্র কামনা। যুবরাজের সম্বন্ধে আপনি নিরাশ হবেন না। তাঁর যুবা বয়স—এই সময়—শারীরিক স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমের সময়—শীকার ও ব্যায়াম চর্চ্চায় উপকার বই অপকার নাই—রাজ্যের ভার স্কন্ধে পড়্‌লেই আপনা হতেই ক্রমে ক্রমে নীতিজ্ঞান জন্মাবে, নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করলেও বিশেষ ক্ষতি—

রাজা। শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলেও ক্ষতি নাই—তুমি বল্‌চ মন্ত্রি?

মন্ত্রী। না মহারাজ, তা নয়—আপাতত ক্ষতি হলেও ক্রমে তা সংশোধন হতে পারে—ক্রমে শাস্ত্রে মতি হতে পারে—এখনও তো বেশি বয়স হয় নাই। কিন্তু মহারাজ, রাজকুমারী স্বপ্নময়ীকে একটু শাসন করা চাই—এত বড় মেয়ে হল, কোন আব্রু নেই—অন্তঃপুর হতে স্বচ্ছন্দে কোথায় চলে যায়—রাজবংশে এরূপ ঘটনা তো কখন শুনিনি।

রাজা। থাক্ থাক্ মন্ত্রি, ও সব কথা থাক্—ও সব কথা থাক্—বিদ্রোহের ব্যাপারটা কি বল দেখি?—তুমি যখন রয়েছ, তখন আমার আর কিছুই ভয় নেই, ও রকম কত বিদ্রোহ হয়ে গেছে, আবার তোমার কৌশলে সমস্ত নিবৃত্তি হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ক্ষুদ্র প্রজা-বিদ্রোহ নহে।—চিতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার শুভসিংহ সম্রাট্ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে।

মহা। সম্রাটের বিরুদ্ধে? ক্ষুদ্র একজন তালুক-দার দুর্দ্দান্তপ্রতাপ সম্রাট্ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে?—কি হাস্যকর ব্যাপার! তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে এখন আমি শাস্ত্রালোচনা করতে পারি।

মন্ত্রী। না মহারাজ, বড় নিশ্চিন্ত হবার বিষয় নয়। শুভসিংহ শুনচি সমস্ত প্রজাদিগকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে দিচ্চে—কিন্তু সে যে কোথায় আছে, তার কোন সন্ধান পাচ্চিনে—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে অনেক অর্থের আবশ্যক, সেই জন্য মহারাজের কোষাগার লুঠ ক'রে সেই অর্থে সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন তারা করবে, এইরূপ জনরব।

মহা। কি মন্ত্রি! আমার কোষাগার লুঠ হবে? সহর-কোতোয়ালকে এখনি ডাক—আমার সেনা-পতিকে ডাক—সবাইকে সতর্ক ক'রে দাও—সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত রাখো। দেখ যেন আয়োজনের কোন ত্রুটি না হয়!

মন্ত্রী। মহারাজ? এ সব আয়োজনে অনেক অর্থের আবশ্যক—কোষাগার প্রায় শূন্য—মহারাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে যেরূপ অকাতরে মুক্তহস্তে দান করেন, তাতে———

রাজা। মন্ত্রি, তুমি যে অবধি কোষাগারের অপ্রতুলতা জানিয়েছ, সেই অবধি তো আমি আর কাউকে দান করি নি।

মন্ত্রী। মহারাজ বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন, তার পরেও মহেশ তর্কালঙ্কারকে দান করেছেন।

রাজা। আঃ! সে দশ হাজার টাকা বৈ তো নয়। আর তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। পিতার শ্রাদ্ধ, বল কি!—না দিলে ব্রাহ্মণের যে মান রক্ষা হয় না।

মন্ত্রী তার পর মহারাজ, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যকে—

রাজা। আঃ! সে কিছুই না—সে তো পাঁচ হাজার টাকা, আর তার যে রকম দায় উপস্থিত হয়েছিল, তুমি শুন্‌লে তুমিও কখন না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে না।

মন্ত্রী। আর হরিনাথ ন্যায়রত্নকে—

রাজা। থাক্ থাক্, সে সব কথায় আর কাজ নেই—আচ্ছা মন্ত্রি, এ তো তোমারই দোষ, তোমাকে বারবার আমি বলিছি যে, হাজার আমি হুকুম দি, আমার হুকুম তামিল করবে না—কোষাগারের অবস্থা বুঝে তোমরা টাকা দেবে। তা তোমরা তো কিছুতেই করবে না। এখন কি করে এই সমস্ত ব্যয়-নির্ব্বাহ হয় বল দেখি?

মন্ত্রী। মহারাজ, আর কি বলব, সে আমারই দোষ বটে। মহারাজ সে সময় যে তম্বি করেন, তাতে ক্ষুদ্র দাসেরা কি না দিয়ে বাঁচ্‌তে পারে?

রাজা। যাক্ যাক্, সে কথা যাক্, এখন সমস্ত আয়োজন কর গে যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। আঃ, সংসারের কি অত্যাচার! একটু কাকে কি দান করেছি, তা নিয়েও এত কথা। আর পারা যায় না। যাই একটু শাস্ত্রালোচনা করি গে।

[রাজার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ।

কতকগুলি ইতর লোক।

১। তুমি কোথায় যাচ্চ ভাই?

২। ঠাকুরের কাছে।

১। আমিও ভাই সেইখানে যাচ্চি।

৩।৪। আমরাও সেইখানে যাচ্চি।

১। আহা ভাই, সাক্ষাৎ ভগবান্! কি চেহারা, দেখ্‌লে মোহিত হয়ে যেতে হয়।

২। আর দেখেচ ভাই, দুটো চোখ যেন আগুনের মত জ্বলে। আর কপালের একটা চোখ থেকে যেন আগুনের শিষ বেরোয়। এ নিশ্চয় কল্কি অবতার।

অন্য। সত্যি না কি?—সত্যি না কি?

২। সত্যি না তো কি! সে দিনকার একটা তামাসা তবে বলি শোনো।

সকলে। (আগ্রহ-সহকারে তাকে ঘিরিয়া) কি ভাই হয়েছিল? কি ভাই হয়েছিল?

একজন। অত ভীড় কচ্চ কেন? কথাটাই শুন্‌তে দাও না হে—

আর একজন। তুমি একটু সর না।

আর একজন। তোমার কি কেনা জায়গা না কি?—আমি সরব কেন? বল না দাদা, কি তামাসাটা হয়েছিল?

২। একটা ভাই ফিরিঙ্গি এসে ঠাকুরকে কি একটা ঠাট্টা করলে, ওরা তো ভাই ঠাকুর-দেবতা মানে না, মনে করেছে বুঝি ও যে-সে ঠাকুর, কিন্তু না রাম না গঙ্গা কিছু না বোলে কেবল একবার তার মুখের দিকে কট্ কট্ করে তাকালে, তা তোমায় বল্‌ব কি ভাই, অমনি তার মুখটা দাও দাও ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল—ফিরিঙ্গিটা বাপ্ বাপ্ ক'রে দে ছুট্—(সকলের হাস্য)—

১। ব্যাটা তো বড় জব্দ হয়েছে।

২। বড় চালাকি করতে এসেছিলেন।

১ তোমরা যে-কজন ছিলে, ধরে খুব ঠুকে দিলে না কেন?

২। ঠাকুরই যখন তাকে মারলেন, তখন আর আমরা মেরে কি করব।

১। তা বটেই তো। যখন "মুখে আগুন," যখন মুখই পুড়ে গেল, তখন আর বাকি রইল কি? মুখে আগুন। (সকলের হাস্য)

৩। তুমি ভাই দেখ্‌লে, দপ্ দপ্ ক'রে মুখটা জ্বলে গেল?

২। দপ্ দপ্ করে বৈ কি—আমার পিসি সেখানে ছিল, একটু পরেই আমাকে বল্লে।

আর একজন। তা ওর পিসি কি আর মিথ্যা কথা কইবে? তার দরকার কি?

২। না ভাই, আমি বড় কারও কথায় বিশ্বাস করি নে—পিসি কি, আমার বাপের কথাতেও

বিশ্বাস হয় না—তবে ভাই, মিথ্যা কথা বল্‌তে নেই, আমার পিসি আমাকে দূর থেকে দেখালে, দেখলুম বটে মুখের চার দিক্ থেকে ধোঁ বেরোচ্চে—আর এক- এক বার আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ছে।

১। তা তো হবেই, পিসি কি আর মিথ্যা কথা কবার লোক, কথায় বলে "বাপের বোন্ পিসি, ভাত কাপড় দে পুষি"।

৩। হ্যাঁরে, রেধো কেমন আছে ?

৪। রেধোর গোদ ভাল হয়ে গেছে, যে দিন ভাল হল, তার মা তাকে কোলে করে ধেই ধেই করে নেত্তো, আঃ, সে দেখে কে, মাগির যে'আনন্দ—বুঝলে ?

৫। তা কেন, রাখালের মার চোখে ছানি পড়েছিল, কিছু দেখ্‌তে পেতো না—এখন বেশ দেখ্‌তে পায়—

১। আহা! ঠাকুরের কি মাহাত্তি !

২। আমি দেখেই চিনেছিলেম, লোকে বলে মোহন্ত, মোহন্ত, আমি বল্লুম—মোহন্তের বাবাও এ-সকল কাজ কর্‌তে পারে না—এ স্বয়ং ভগবান।

১। আমিও ভাই চিনেছিলুম—

২। হাঁ, এখন তো সবাই চিনেছে—গোড়ায় চিনেছিল কে ? তোরা তো সবাই বলেছিলি মোহন্ত।

৩। এস ভাই, আর দেরি না—একটু পা চালিয়ে নেওয়া যাক্—ঠাকুরের ভোগের সময় হয়ে এল।

২। হ্যাঁ ভাই চল—কিন্তু ঠাকুরকে এক জায়গায় তো পাওয়া যায় না—আজ এখানে—কাল ওখানে—আবার খুঁজে নিতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরবর্ত্তী বৃক্ষাচ্ছাদিত দীর্ঘিকার ঘাট—
ঘাটের চাতালে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম—সম্মুখে
ধূপ ধুনা, পুরোহিত-বেশে
সুরজ মল।

একজন ইতর লোকের প্রবেশ।

১ জন। আয় ইদিকে আয়—ইদিকে আয়—এইখানে ঠাকুরের আজ আসন পড়েছে রে—ঝপ্ করে আয়—ঝপ্ করে আয়।

অন্য ৫। ৭ জন ইতরলোকের প্রবেশ।

একজন স্ত্রী। (সুরজকে দেখিয়া)—আহা ! বাবার কি রূপ—

আর একজন। আরে মর মাগি—উনি তো পুরুত ঠাকুর—বাবা এখনও আসেন নি।

স্ত্রী। পুরুত ঠাকুর—আঃ তা বেশ, পুরুত ঠাকুরটিও দিব্যি—

একজন। উনি কি কম লোক—উনি একজন সিদ্ধপুরুষ—

আর একজন। উনি দয়ার সাগর।

আর একজন। উনি আমাদের হয়ে বাবার কাছে কত বলেন।

একজন। বাবা কখন্ আস্‌বেন ঠাকুর ?

সুর। কখন্ আস্‌বেন, আমি কি করে বল্‌ব—সকলই প্রভুর ইচ্ছা—আজ না-ও আস্‌তে পারেন।

সকলে। আজ আস্‌বেন না ?—আজ আস্‌বেন না ?—আমরা যে ঠাকুর অনেক দুর থেকে এসেছি—

সুর। তোমাদের যদি ভক্তি অটল থাকে, তা হলে দেখা দিতেও পারেন।

সকলে। আমাদের ভক্তি নেই ? আমরা দিবা-রাত্তির তাঁকে ডাক্‌চি, (উচ্চৈঃস্বরে) প্রভু গো, আমাদের একবার দেখা দাও বাবা—

একজন। অনেক কষ্ট করে আমরা এসেছি বাবা।

আর একজন। আমরা বড় কষ্ট পাচ্চি, আমাদের উদ্ধার কর বাবা।

একজন। মহাপ্রভুর জয়—বল্ বাবার জয়—

সকলে মিলিয়া। (অঙ্গুলি ঘুরাইয়া) মহাপ্রভুর জয় !—বাবার জয় !—

একজন। ঠাকুর ! তুমি না বল্লে হবে না—তুমি একবার বাবাকে ডাকো।

সুর। আচ্ছা। (দণ্ডায়মান হইয়া)

সকলে। এইবার ঠাকুর ডাক্‌চেন্—বেঁচে থাক ঠাকুর—বেঁচে থাক ঠাকুর—তুমি কাঙ্গালের মা বাপ, তুমি দয়ার সাগর।

সুর। (যোড়হস্তে গম্ভীর স্বরে) প্রভো ! পতিতপাবন ভক্তবৎসল—তোমার ভক্তদের কাছে একবার প্রকাশ হও—ওরা তোমার দর্শন-লাভের জন্য অনেক দুর থেকে এসেছে—ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—প্রভো ! তোমার জয় হোক্ !

সকলে মিলিয়া। প্রভুর জয় হোক্! মহাপ্রভুর জয় হোক্!

লতাপাতা-ঝোপ্‌ঝাপের মধ্য হইতে ছদ্মবেশী শুভসিংহের প্রবেশ ও আসনে ধ্যানের ভাবে উপবেশন।

সকলে। ঐ এসেছেন, ঐ এসেছেন। (সুরজ ও সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

স্ত্রীলোকদ্বয়। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত) প্রভো—বাবা—(ক্রন্দন) আমি যে বড় দুঃখী।

শুভ। (স্বগত) কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা!—কি প্রতারণা!—আমি দেবতা?—ওদের বলি—ওদের স্পষ্টাক্ষরে বলি আমি দেবতা নই—একজন অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম সামান্য মনুষ্য, একজন নীচ, অতি জঘন্য, প্রবঞ্চক, প্রতারক!—কিন্তু আমার সঙ্কল্প—আমার সঙ্কল্প—না না না—এখনও না—হাঁ আমি দেবতা!

সুর। (উঠিয়া) তোমাদের কার কি প্রার্থনা আছে, এই ব্যালা বল।

একজন। বাবা, মোর প্যাট্ ফাঁপে, কিছু খাতি পারি না, অন্ন প্যাটে পাক পায় না—

আর একজন। মোর পেট্ট্যার বড় জ্বালা ধর‍্যা এই খাঞ তো এই খাঞ, পেট্যায় মোর কি পোকা ঢুক্যাছে।

আর একজন। ও ঠিক্ কথা কঁইচে, বাপ্পের বেটা ঠাঁস্‌তে ঠঁস্‌তে খুম—দশসের ময়দা খাওঁয়াইলেও হেলেক্ না—বাপ্পের বেটা হেলেক না।

আর একজন। মুঁ তো জগড়নাথ দড়শন পাঞ আসিছি—আওর কোন আশ নাই।

একজন। বাবা, আমি বড় দুক্ষে আছি—আমার দুক্ষের কথা কারে কব—আমি সে দিন পরমা উপসী একটি মেয়াকে বেয়া করে ঘরকে আনেছিলাম, সে কাল থেকে কোয়ানে চলি গেছে, তার তল্লাস পাচ্চি না।

একজন স্ত্রী। (ঘোমটার ভিতর হইতে সলজ্জ ভাবে এক পাশে মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদু স্বরে) বাবা—বাবা—

একজন। বাছা, একটু চেঁচিয়ে বল না।

স্ত্রীলোক। আমার—আমার—(আর একজনকে) আমার হয়ে দুটো কথা বল না গা—

একজন। আরে মর্ মাগি—তোর মনের কথা আমি কি করে বল্‌ব?

স্ত্রী। (ঘোমটার মধ্যে থেকে) মধুর বাপ আমাকে দেখ্‌তে পারে না—আমাকে দূর ছাই করে, কে তাকে গুণ করেছে বাবা (ক্রন্দন)

শুভ। (স্বগত) আর পারা যায় না, এই ব্যালা ওঠা যাক্—না, আর একটু থাকি—যদি এখনও আসে, রোজই তো আসে, আজ কি আস্‌বে না? ঐ যে মনে কর্‌বামাত্রই—আঃ!

(আলুলায়িতকেশা স্বপ্নময়ী মালা হস্তে গম্ভীরভাবে কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধীরপদক্ষেপে শুভসিংহের নিকট গমন ও প্রণাম)

একজন। আ মরি মরি! এ কে? কি রূপ!

সকলে। আহা আহা, যেন ভগবতী—

আর একজন স্ত্রীলোক। আ মর্ ছুঁড়ি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, বাবার কোল ঘেঁসে যাচ্চে দেখো না—

সুর। না না, ও কথা বল্‌তে নেই, খুব ভক্ত বলেই অত সাহস।

আর একজন। মাগীর যেমন কথার শ্রী, প্রভুর কাছে যাবে না তো কার কাছে যাবে?

শুভ। (স্বগত) একবার জিজ্ঞাসা করি—(প্রকাশ্যে) ভদ্রে!—(স্বগত) না না না—(পুনর্ব্বার ধ্যানের ভাব ধারণ)

(স্বপ্নময়ী মালাটি শুভসিংহের পদতলে রাখিয়া কোন কথা না কহিয়া যেরূপ ভাবে আসিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ধীরপদক্ষেপে প্রস্থান।)

এক জন। বাবা কি কথা কইতে যাচ্ছিলেন—বাবা কি কথা কচ্ছিলেন——

অনেকে। সত্যি না কি, সত্যি না কি—আমরা শুন্‌ব—আমরা শুন্‌ব—বাবার মুখে কখন কথা শুনিনি।

সুর। তোরা পাগল হয়েছিস্ না কি—প্রভু কি কথা কন্?

একজন। ওর যেমন কথার শ্রী—ও আবার কথা শুন্‌তে পেলে।

সেই লোক। হ্যাগা, একটা কথা কি কইলেন যে—

১। দূর পাগল।

২। দূর মূর্খ।

৩। তুমি যাও তো বাপু এখান থেকে, বাবা কথা কইলেন, ও শুন্‌তে পেলে, আমরা কেউ শুন্‌তে পেলেম না।

৪। যা-কতক ওকে দিয়ে দেও না হে।

৫। আরে তোমরা অত সোর কচ্চ ক্যান্? বাবার শ্রীমূর্ত্তিখান্ দু দণ্ড ধরি নয়ন ভরি চ্যাহ না, সশরীরে স্বর্গে যাবা—(সকলে চুপ করিয়া যোড়হস্তে নিরীক্ষণ) আহা আহা!

শুভ। আঃ কি যন্ত্রণা—কত দেশ-দেশান্তর হতে কত কষ্ট ক'রে এই সকল নিরীহ বিশ্বস্ত গ্রাম্য লোকেরা এসেছে—আমি কি না স্বচ্ছন্দে এদের প্রতারণা কচ্চি, আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? আর সহ্য হয় না—আমি ওদের প্রকাশ করে বলি—কিন্তু না না না—মাতঃ জন্মভূমি, আমি যা' যথার্থ ছিলেম, তা' তোমার কাছে আমি বলিদান দিয়েছি, আমি এখন আর সে শুভ-সিংহ নই, আমি আর একজন। মা, তোমার শত কোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে? আমি আপনার অবমাননা ক'রে তোমাকে অবমাননার হাত হ'তে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপনাকে হীন ক'রে তোমাকে যদি হীনতা হ'তে উদ্ধার কর্‌তে পারি, তবে আমি কেন তা' না করুব? কিন্তু সেই ললনা, সেই আলুলায়িত-কেশা, উষার ন্যায় শুভ্রবসনা পবিত্রমূর্ত্তি ললনা, তাকেও ছলনা? কি! ছলনা?—ছলনা আবার কিসের?—আমি কি দেবতা নই? আমাতে কি দেবতার অংশ নেই?—কে না দেবতা? এ যদি প্রতারণা হয়, সে প্রতারণা দেবতার—সোঽহং ব্রহ্ম—সোঽহং ব্রহ্ম——আমি কি দেবতা নই?

[শুভসিংহের প্রস্থান।

সকলে। প্রভু চলে গেলেন, আমাদের কি ক'রে গেলেন?—আমাদের দশা কি হবে?

সুর। সব হবে, তোমরা স্থির হও। তোমাদের হাতে ও-সব কি?

সকলে। বাবাকে প্রণামী দেবার জন্য কিছু কিছু এনেছিলাম।

সুর। আচ্ছা, এইখানে দিয়ে যাও।

১। আমার ক্ষেতে নতুন বেগুন হয়েছিল, তাই চারটি দেবতার জন্য এনেছি।

২। আমার ঘানিতে টাট্‌কা যে তেল হয়েছিল, তাই একটু এনেছি।

৩। আমার গরুর বাছুর হয়েছে, তার প্রথম দোয়া দুধটুকু বাবার জন্যে এনেছি।

সুর। তোমাদের যার যে মনস্কামনা ছিল, সব পূর্ণ হবে—দেবতার এই আশীর্ব্বাদী এক একটি ফুল নিয়ে বাড়ী যাও।

(ফুল প্রদান ও তাহাদিগের গ্রহণ ও প্রণাম)

সকলে। বাবার জয় হোক্—বাবার জয় হোক্!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ)

স্বপ্ন। এই বেলা ফুল তুলি, হয়েছে সময়।
আজ রাতে মালাগুলি গেঁথে রেখে দেব,
কাল প্রাতে তাঁর পায়ে দিব উপহার।
কেন তাঁরে ফুল দিই? কেন যে, কে জানে?
প্রথম যখনি তাঁরে দেখিলাম আমি,
আপনি গেলাম কাছে, করিনু প্রণাম,
আঁচলে আছিল ফুল, দিলাম চরণে,
কেন দিনু ভাবিতেছি—কেন যে, কে জানে।
না জানি কি আছে গুণ প্রভাতের মুখে,
যা দেখি আপনি লতা ফুল ফুটাইয়া
অরুণ-চরণে তার দেয় ভারে ভারে।
যাই তবে, ফুলগুলি তুলি এই বেলা।
কোথা লো গোলাপ সখি, তুই কোথা গেলি?
এই যে, হেথায় তুই আছিস্ লুকায়ে,
বল দেখি, সখি মোর, হল কি লো তোর—
আজো তুই ফুটিবে নে? মেলিবি নে আঁখি?

(গোলাপের প্রতি গান)

পিলু—খেম্‌টা।

বল্‌, গোলাপ মোরে বল্‌,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ
চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,
বায়ু, ফেলিছে মৃদুশ্বাস,
পাখি, গাহিছে মধু রবে,
তুই ফুটিবি, সখি, কবে?
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিণা বায়,
কাছে, ফুল-বালা সারি সারি,
দূরে, পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে,
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তোরে সুধাইছে মিলি সবে,
তুই ফুটিবি সখি কবে?

(কল্পনায় স্বপ্নময়ীর নেপথ্য হইতে গোলাপের প্রত্যুত্তর শ্রবণ)

গৌরী।

আমি,স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখি, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখী
যারে, নয়নে নয়নে রাখি
তারি,স্বপনে রয়েছি ভোর
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না,
কাল, ফুটিবে রবির হাসি
কাল, ছুটিবে তিমির-রাশি
কাল, আসিবে আমার পাখী
ধীরে, বসিবে আমার পাশ
ধীরে, গাহিবে সুখের গান
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম,
ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ান খুলিয়া
হাসিব সুখের হাস!
আমার কপোল ভোরে
শিশির পড়িবে ঝরে
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি
মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি
মুদিয়া রয়েছি আঁখি,
কখন্ আসিবে প্রাতে
আমার সাধের পাখী,
কখন্ জাগাবে মোরে
আমার নামটি ডাকি!

স্বপ্ন। থাক্ সখি থাক্ তবে স্বপনে মগন
ভাঙ্গাব না আমি তোর সাধের স্বপন।

(পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অরণ্যের অন্য দিকে গমন ও মালতী-লতাকে দেখিয়া)

(মালতীর প্রতি গান)

গৌড়-সারং—কাওয়ালি।

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি,
বিজন বনে, মালতী বালা,
আছিস্ কেন ফুটিয়া?
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে মাখা মুখানি!
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি!

(নেপথ্য হইতে স্বপ্নময়ীর কল্পনায় প্রত্যুত্তর শ্রবণ)

গৌড়-সারং—কাওয়ালি।

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারে রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে,
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,

ভূতলে ঝরে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে সরমে।
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপ্‌ড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি-রাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে।

স্বপ্ন।—এইবার মালাগুলি গাঁথি বসে বসে।
ওই বুঝি শুকতারা উঠিছে ফুটিয়া!
তিনি কে? দেবতা তিনি? স্বর্গের দেবতা?
তাই বুঝি তাঁর তরে ফুল তুলি আমি?
তাই কি প্রণাম করি? তাই মালা গাঁথি?
এই ত হয়েছে মালা, কাল দেব যবে,
একবার মোর পানে চাহিবেন শুধু!
যদি তিনি নাম ধরে ডাকেন আমায়!
যদি তিনি কাছে তাঁর বসিতে বলেন!
পারি কি বসিতে কাছে? না, না, ভয় করে!
তাঁরে শুধু মালা দেব, করিব প্রণাম—
না না না, কাছেতে তাঁর বসিব কেমনে?
কেন বা না যাব কাছে, কেন না বসিব?
যখন কুসুমগুলি দিই তাঁরে আমি,
এমনি কোমল ভাবে চান মুখ পানে,
তখন দেবতা বলে মনে হয় না ত!
কোমল মমতাময় সে আঁখি দেখিয়া
মনে হয় কাছে যেন বসিতেও পারি!
মাঝে মাঝে ভুলে যাই দেবতা যে তিনি—
সাধ যায় দুই দণ্ড বসে কথা কই—
হয় ত মানুষ তিনি—নহেন দেবতা!
নহিলে কেন বা মোর হেন সাধ যায়?
মানুষ বটেন তিনি স্বর্গের মানুষ,—
দেখিনি মানুষ হেন দেবতার মত,
জানিনে দেবতা হেন মানুষের মত।
ললাটে বিকাশে তাঁর স্বরগের জ্যোতি,
নয়নে নিবসে তাঁর মর্ত্যের মমতা।
যাই তবে—কোথা তিনি আছেন না জানি।
[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদ

রাজা কৃষ্ণরাম।

রাজা। (স্বগত) আচ্ছা, তত্ত্ববাগীশ মহাশয় এ কয় দিন কেন আস্‌চেন না—জগৎ সে দিন তাঁকে যে-রকম অপমান করেছিল, বোধ হয়, তারই জন্যে তিনি ভারি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন—জগতের স্বভাব ভারি খারাপ হয়ে গেছে—কার প্রতি কি রকম ব্যবহার কর্‌তে হয়—সে জ্ঞান যদি তার কিছুমাত্র থাকে—কেবল গোঁয়ার্ত্তুমি। তার জন্যে আমাকে বড় লজ্জিত হতে হয়েছে—এখন তিনি এলে কি করে তাঁকে আবার প্রসন্ন কর্‌ব, ভেবে পাচ্চিনে। কত দিন শাস্ত্রালোচনা হয় নি।—এই যে আসচেন—আমি যা মনে করেছিলেম তাই, মুখ ভারি বিষণ্ণ দেখ্‌ছি।

(আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশের প্রবেশ)

রাজা। প্রণাম তত্ত্ববাগীশ মহাশয়।

তত্ত্ব। মহারাজের কল্যাণ হোক্‌।

রাজা। তত্ত্ববাগীশ মহাশয় মার্জ্জনা কর্‌বেন—জগতের সে দিনকার ব্যবহারে আমি বড়ই লজ্জিত হয়েছি, সে ছেলেমানুষ, একটা কাজ করে ফেলেছে, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না।

তত্ত্ব। (স্বগত) আমার তো ও-কথা মনে হয় নি। (প্রকাশ্যে) বলেন কি মহারাজ, আমি কালীবর ন্যায়রত্নের পুত্র—নিধিরাম বিদ্যাভূষণের প্রপৌত্র—আমাকে কি না আহ্বান করে অপমান? —আমি মহারাজের সভাপণ্ডিত—আমাকে অপমান করাও যা—মহারাজকে অপমান করাও তা—সে একই কথা।

কৃষ্ণরাম। (স্বগত) তাই তো, কথাটা তো সত্যি। তবে তো জগৎ আমাকেই অপমান করেছে—(প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে মহাক্রুদ্ধ হইয়া।) কে আছিস্‌ ওখানে?—রক্ষক—মন্ত্রি—রক্ষক—কেউ?—এদিকে আয়—শীঘ্র আয়—জগৎ ভারি খারাপ হয়ে যাচ্চে—তার সমুচিত শাসন কর্‌তে হবে—এখনি তাকে ডেকে নিয়ে আয়।—(রক্ষকের প্রবেশ) এখনি জগৎকে ডেকে নিয়ে আয়, ডেকে নিয়ে আয় বল্‌চি।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[রক্ষকের প্রস্থান।

রাজা। জগৎ ভারি অবাধ্য হয়েছে—তাকে বিলক্ষণ ভৎর্সনা করতে হবে—তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের অপমান! আমার অপমান!—

(জগৎরায়ের প্রবেশ)

জগৎ।—মহারাজ ডাক্‌ছিলেন?

রাজা। (জগতের মুখের পানে তাকাইয়া ব্যাকুল ভাবে) তোমার মুখ অমন শুকনো দেখ্‌ছি কেন?—তুমি—তুমি—তোমার—তোমার—ভারি—অন্যায় না হোক—কাজটা তেমন ভাল হয়নি—তুমি কি ইচ্ছে ক'রে—সে দিন তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের অপমান করেছিলে?

জগৎ।—মহারাজ!—অপমান করা আমার অভিপ্রায় ছিল না—তবে কি না, সে সময় যেরূপ বিপদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—সে রকম না করলে দেখ্‌লাম মহারাজের মনোযোগ করবার আর উপায় নাই—তাই—

রাজা। ও! তাই—আমিও তাই মনে করেছিলুম—বুঝেছ তত্ত্ববাগীশ মহাশয়? জগতের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না—কিন্তু জগৎ, তোমার কাজটাও ভাল হয়নি—বুঝেছ? আমি বল্‌চিনে তোমার অভিপ্রায় খারাপ ছিল—কিন্তু কাজটাও তেমন ভাল হয়নি—বুঝেছ?

জগৎ। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। আচ্ছা—আচ্ছা—যাও—বুঝেছ—আর ও রকম কখন কোরো না।

[জগতের প্রস্থান।

রাজা। বুঝ্‌লেন, ওর কোন অভিপ্রায় মন্দ ছিল না—এখনও যে আপনাকে বিমর্ষ দেখ্‌ছি?—আপনার এখনও কি—বলুন না।

আনন্দ। মহারাজ—আমি মনে করেছিলুম, রাজবাটীতে আর আস্‌ব না—কিন্তু গরীব ব্রাহ্মণ না এলেই বা চলে কৈ।—বিশেষতঃ যে রকম দায় উপস্থিত—এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারুলে আমি অপমান পর্য্যন্ত ভুলে যেতে পারি—এমন দায় আমার কখন উপস্থিত হয়নি।

রাজা। কি দায়? বলুন বলুন—এখনি বলুন—কত টাকা চাই?—এখনি আমি দিচ্চি—আপনাকে বিমর্ষ দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়—জগতের কথা আর কিছু মনে করবেন না—বুঝ্‌লেন?—এখনি আমি দিচ্চি।—কত টাকা চাই?—

আনন্দ। মহারাজ, আমার কন্যাদায় উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে "পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো"—পিতার দুঃখের আর অন্ত নাই।—আমি মহারাজের সভা-পণ্ডিত—দশ হাজার টাকার কমে আর কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না।—

রাজা। দশ হাজার টাকা মাত্র? আচ্ছা, এখনি আমি বলে দিচ্চি—কে আছিস্, মন্ত্রীকে এখনি ডাক্।—

(রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[রক্ষকের প্রস্থান।

রাজা। বুঝ্‌লেন তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, জগতের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না—আপনি আর কিছু মনে করবেন না।—

আনন্দ। রাম! আমি তার কথায় কিছু মনে করি?—সে ছেলেমানুষ—অপগণ্ড বালক, একটা কাজ না বুঝে সুঝে করেছে, তার কথা চিরকাল মনে রাখ্‌তে হবে?—শাস্ত্রে আছে "অমৃতং বালভাষিতম্"—

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (স্বগত) এই যে বাগীশ এসেছেন—তবেই হয়েছে, ওকে দেখ্‌লে আমার রক্ত জল হয়ে যায়।—(প্রকাশ্যে) আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। দেখ মন্ত্রি—এঁকে—আমাদের তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে—বুঝেছ?—

মন্ত্রী। (স্বগত) অনেক কাল বুঝেছি।

রাজা। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়কে—বেশী না—দশ হাজার—বুঝেছ?—

মন্ত্রী। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) আজ্ঞা—আজ্ঞা—মহারাজ—

রাজা। না, তুমি যা ভাবছ, তা নয় মন্ত্রি—এ সে রকম নয়—বুঝেছ? এ স্বতন্ত্র ব্যাপার—এ না হলে একেবারে চল্‌বে না—এ টাকা দিতেই হবে।—তোমাকে পরে বুঝিয়ে বল্‌ব এখন—বুঝেছ?—

মন্ত্রী। আজ্ঞা—অত টাকা কোথা থেকে এখন—

রাজা। কোথা থেকে কি?—যেখান থেকে হয়—যে রকম করে হয় দিতেই হবে!—যাও মন্ত্রি—এখনি দেওয়া চাই।—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। না না, ও সব আমি কিছু শুন্‌তে চাই নে—যেখান থেকে পাও, তুমি নিয়ে এস—বল কি মন্ত্রি! এত বড় রাজ্যের মন্ত্রী, তুমি দশ হাজার টাকা আর দিতে পার না?

মন্ত্রী। মহারাজ—এখন যে রকম চারিদিকে বিপদ উপস্থিত—আমার যে কি ভাবনা হয়েছে, তা ভগবান জানেন—বিশেষতঃ রাজকুমারী স্বপ্নময়ী—

রাজা। ওঃ! তুমি তাকে শাসন কর্‌বার কথা বল্‌চ?—তার জন্য চিন্তা কি?—এখনি আমি তাকে খুব ধম্‌কে দিচ্চি—তার জন্য ভেবো না মন্ত্রি—তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে ততক্ষণ টাকাটা দেও গে। আমি এখনি শাসন করে দিচ্চি—কে আছিস্ শীঘ্র স্বপ্নময়ীকে ডেকে নিয়ে আয়।

(রক্ষকের প্রবেশ)

রাজা। স্বপ্নময়ীকে এখনি ডেকে নিয়ে আয়—তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিস্ নে—(রক্ষকের প্রস্থান) ঠিক্ কথা বলেছ মন্ত্রি—স্বপ্নময়ীকে শাসন করা ভারি আবশ্যক—আমাদের রাজপরিবারে এরূপ ঘটনা তো কখন শুনিনি—এ কি রকম তার ব্যবহার?—এ কি রকম রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার। কৈ? কোথায় সে?

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ)

রাজা। স্বপ্নময়ি—মা!—তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে কেন মা?—তুমি কোথায় যাও বল দেখি?

স্বপ্ন। পিতা—আমি দেলকোষা বনে বেড়াতে যাই—সেখানে একলাটি বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে—সে এমন ভাল কি বল্‌ব—একদিন সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব—তুমিও একবার গেলে আর সেখান থেকে আস্‌তে চাবে না—যাবে পিতা, এখন যাবে?—

রাজা। না না, এখন না—আচ্ছা এক দিন (মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া) কিন্তু—কিন্তু না—স্বপ্নময়ি—একলা যাওয়াটা বড়—বড়—ভাল নয়—বুঝেছ?—(স্বপ্নময়ীকে একটু ক্রোধ দেখিয়া)—আমি তা বল্‌চি নে—আমি তা বল্‌চিনে—আসলে যে কিছু দোষ আছে, তা নয়—তবে সামাজিক প্রথা—বুঝেছ?—আচ্ছা এখন যাও মা—বুঝেছ?

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থানোদ্যম)

আনন্দ। দেখ মা, আমাদের শাস্ত্রে আছে—"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥"

মন্ত্রী। রাজকুমারি—আমি এ সরকারের পুরাতন ভৃত্য—আমিও তোমাকে কন্যার মত দেখি—কিন্তু এ বড় লজ্জার কথা—এত বড় মেয়ে হয়ে—

স্বপ্ন। আমি পিতার কথা শুন্‌তে এসেছিলেম, আর কারও নয়।

(কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ধীর-পদক্ষেপে সদর্পে প্রস্থানোদ্যম ও জগৎরায়ের প্রবেশ।)

জগৎ। শোন বলি স্বপ্ন, (যাইতে যাইতে স্বপ্নময়ীর পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান) তুমি আপনার ইচ্ছায় যেখানে সেখানে চলে যাবে—কারও কথা গ্রাহ্য কর্‌বে না? দেখ দেকি তোমার জন্য আমাদের কি লজ্জা পেতে হচ্চে—চারিদিকে নিন্দে রটেচে—শত্রুরা আমাদের উপহাস কচ্চে—আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম কলঙ্কিত হচ্চে—স্ত্রীলোকে অন্তঃপুরের বাহিরে যায়—এ কোন্ শাস্ত্রে লেখে? আমাদের বাড়ীতে যা কখন হয় নি—তুই তা কর্‌লি—তোর জন্যে—(স্বপ্নময়ীর সজল নয়ন)

রাজা। থামো থামো জগৎ—হয়েছে হয়েছে—অত বেশি না।—

জগৎ। মহারাজ, আমি কি এমন বেশি কথা বলেছি?—আমি যা বল্‌চি, তা কি ঠিক্ নয়?

রাজা। আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে—ক্ষান্ত হও।—(স্বপ্নময়ীর স্বীয় অঞ্চল দিয়া অশ্রু মোচন) ক্ষান্ত হও। যাও মা—তুমি যাও—দেখ দেখি ছেলেমানুষকে মিছিমিছি—মন্ত্রি, আমি ওকে বেশ বুঝিয়ে বলেছি—দেখো—আর কোন রকম অনিয়ম হবে না।—মন্ত্রি, আর তো তোমার কোন ভাবনার কারণ নেই—এখন আর আমি কোন ওজর শুন্‌তে চাইনে—এখনি টাকাটা দেও গে—দিতেই হবে—যে রকম করেই হোক্—যান তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, মন্ত্রীর সঙ্গে যান—

মন্ত্রী। আসুন আসুন——

তত্ত্ব। মন্ত্রী মহাশয়—আপনি রাজার অত্যন্ত হিতৈষী—রাজার অর্থ গেলে আমিও হৃদয়ে ব্যথা পাই—কিন্তু যে রকম দায় উপস্থিত—গরিব ব্রাহ্মণ—আর কোথায় যাই বল—

[মন্ত্রীর সঙ্গে তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি মন্ত্রী টাকাটা দেয় কি না—যদি না দেয় তো আমার একটি অঙ্গুরীয় বাঁধা দিয়ে নিদেন এই টাকাটা সংগ্রহ করতে হবে। (প্রকাশ্যে)—যাও মা, তুমি যাও—দেখ দিকি ছেলে-মানুষকে কাঁদিয়ে দিলে।

[রাজার প্রস্থান।

জগৎ। (স্বগত) আহা কাঁদচে—(প্রকাশ্যে) আয়, স্বপ্ন—আমার সঙ্গে আয়, তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব এখন—লক্ষ্মীটি।—

স্বপ্ন। আমি দেখতে চাইনে দাদা—

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।

[পরে জগৎরায়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর বহিরুদ্যান।

জগৎরায় ও রহিম খাঁ।

জগৎ। দেখ রহিম—রোজ রোজ শীকার ভাল লাগে না—বড় পুরোনো হয়ে গেছে—আর একটা কিছু মৎলব ঠাওরাও। কি করা যায় বল দিকি? একটা কিছু আমার উত্তেজনা চাই—আমি চুপ চাপ করে বসে থাকতে পারিনে।

রহিম। কি বল্লেন কুমার?—উত্তেজনা? (ঈষৎ হাস্য)

জগৎ। কেন—হাস্চ যে?—আচ্ছা, একটা কি বিদ্রোহের গুজব শুনেছিলেম—সেটা কি সত্যি?—আ! তা হলে যুদ্ধ করে বাঁচি—তা হলে সম্রাট আরংজীবের কাছে আমার বীরত্বের একবার পরিচয় দি—রহিম, বিদ্রোহের কথা কি তুমি কিছু শোন নি?

রহিম। কুমার, ও সব কথা শোনেন কেন?—ও একটা মিথ্যা গুজব মাত্র।

জগৎ। মিথ্যা গুজব?—আমাকে মন্ত্রী নিজে বল্লে—আর তুমি বলচ মিথ্যা গুজব?

রহিম। মন্ত্রী!—(ঈষৎ হাসিয়া) আমি তার কি না জানি—

জগৎ। কেন কেন?—মন্ত্রী কি খারাপ লোক নাকি?

রহিম। ওর বংশের আদি কে জানেন?—ওর প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল ছাতু বিক্রি করতো—সে কিছু টাকা করে যায়—সেই টাকা নিয়ে তার ছেলে বংশীলাল ঘিয়ের একটা দোকান খোলে—সে ঘিয়েতে অনেক রকম তেল মিশিয়ে চুনো দামে বিক্রী ক'রে বেশ টাকা করে যায়—সেই টাকায়—তার ছেলে চুনুলাল জহরতের কারবার খোলে—সে মহারাজের কাছে জহরৎ বিক্রী করতে আসত—একবার একটা পোক্‌রাজের আংটি হীরের আংটি বলে বিক্রী করে—

জগৎ। ও সব কথা আমি শুনতে চাইনে—বিদ্রোহটা সত্যি হবে কি না বল না—নিশ্চয়ই হবে—না হলে মন্ত্রী কেন ও কথা বল্লে?

রহিম। কেন বল্লে?—নিজের মৎলব হাসিল—তার বংশের সমস্ত ইতিহাসটা যদি শুনেন, তা হলে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় না।

জগৎ। না না—আমি ও-সব ইতিহাস শুনতে চাইনে।—তবে বিদ্রোহটা কি হবে না?

রহিম। না, তার কোন সম্ভাবনা নেই। (কুমারের মস্তকে একটা পালক ছিল, তাহা তুলিয়া দেওন)

জগৎ। কি রহিম?—

রহিম। একটা পালক।

জগৎ। বল না রহিম, একটা কাজ বল না—যাহোক্ একটা কিছু আমার উত্তেজনা চাই।

রহিম। উত্তেজনা? (ঈষৎ হাস্য।)

জগৎ। ও কথা বল্লেই তুমি হাস কেন রহিম?

রহিম। না, ওতে যে কোন দোষ আছে, আমি তা বলচি নে। আপনার যে বয়েস, এই সময়ে যদি আমোদ আহ্লাদ না করবেন—তবে আর কোন্ সময়ে করবেন?—আমি হাস্‌ছিলুম এই জন্যে—আপনি যে উত্তেজনার কথা বলচেন—সে আর

রোজ রোজ নতুন কোথায় পাওয়া যাবে?—শীকার—আর যুদ্ধ—শীকারে তো আপনার অরুচি ধরেছে—তার পর যুদ্ধ—যুদ্ধের তো এখন কোন সম্ভাবনাই দেখছি নে—তবে—আর এক উপায় আছে—সে কিন্তু আপনার—

জগৎ। কি বল না—যাহোক এখন আমার একটা পেলে হয়—কি বল না—সে কি রকম?—

রহিম। সে উত্তেজনার জন্তে বাহিরের উপর নির্ভর করতে হয় না—অন্তরে গেলে আপনা হইতেই আনন্দের উদ্রেক হয়।—

জগৎ। সত্যি না কি?—তবে তো বড় ভাল—আগে আমাকে এর সন্ধান দাওনি কেন?—কি—বল রহিম—আমাকে সন্ধানটা বলে দাও।

রহিম। সে এক রকম অমৃত বিশেষ—উদরে একটুখানি গেলেই মেজাজ একেবারে খোস হয়ে যায়—ছনিয়া বেহেস্তের মত দেখায়—আর চারিদিকে খুবসুরৎ হুরিরা এসে নৃত্য করে। শুভান্ আল্লা—কেয়া কহেনা!

জগৎ। কি! বেহেস্তের মত দেখায়—বেহেস্ত কি রহিম!—

রহিম। আমাদের ভাষায় স্বর্গকে বেহেস্ত্ বলে।

জগৎ। স্বর্গের মত দেখায়?—সে কি!—কি সে জিনিস?—আমাকে এনে দাও না।—সে কি খেতে হয়?—তোমার কাছে কি আছে?

রহিম। সে পান করতে হয়—

জগৎ। মদ না তো?—দেখো রহিম—মদ খাওয়া আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ।

রহিম।—মদ কি কুমার?—মদ তো ছোট লোকেরা খায়—এ হচ্চে সরাবে-সিরাজ—আমাদের দেশের বড় লোকেরাই পান করে থাকে। আসুন এইখানেই বসা যাক্।

(উভয়ের উপবেশন। জেব্ হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া)

একটুখানি পান করুন দিকি,——

জগৎ। কিছু তো খারাপ হবে না?

রহিম। তার জন্তে আমি দায়ী।

জগৎ। (একটুখানি পান করিয়া) উঃ, রহিম—এ যে আগুন—

রহিম। এখন আগুন, সবুর করুন, ক্রমে দুধ হয়ে দাঁড়াবে—আর একটু খান—আর একটু—আর একটু——

জগৎ। (ক্রমশঃ নেশার উদ্রেক)—আ!—আ!—চমৎকার—জিনিস—রহিম—তুমি এমন জিনিস কোথায় পেলে?—রহিম, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু।

রহিম। কুমার, আপনি আপনার অভাব যত না বুঝ্তে পারেন, তার চেয়ে আমি আপনার অভাব বেশি বুঝ্তে পারি—আমি বুঝিছিলুম যে শীকার কুস্তিতে আপনার অরুচি ধরেছে—আর একটা কিছু চাই—আমি তা বুঝে আগু থাক্তে এই শিশিটি আমার সঙ্গে করে এনেছিলুম।—

জগৎ। (কিঞ্চিৎ তরল ভাবে) রহিম—তোমার চমৎকার বুদ্ধি, আমার অভাব তুমি কি করে বুঝ্লে? বাঃ চমৎকার!—চমৎকার! রহিম, এইবার সত্যি স্বর্গ দেখ্ছি—সব ঘুরুচে—সব ঘুরুচে—কৈ রহিম, তুমি বলেছিলে স্বর্গে হরি নৃত্য করবেন—কৈ এখনও তো দর্শন পেলেম না?

রহিম। কুমার হরি না, আমি বলেছিলেম হুরি, আমাদের ভাষায় অপ্সরাকে হুরি বলে, আসুন আমার হুরিও আপনাকে দেখিয়ে আনচি, আসুন।

জগৎ। না না, অপ্সরা আমি চাই নে, আমার সুমতিই আমার হুরি—আমার বেহেস্ত—আমার স্বর্গ—

[জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান।

রহিম। জগৎরায়ের মত বীর পুরুষ বঙ্গদেশে আর কেউ নেই। জগৎরায়কে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখ্তে পারি, তা হলে আর আমাদের সঙ্গে কে পারে? শুভসিংহের দল ক্রমেই পুষ্ট হয়ে উঠ্চে। হিন্দু বেটাদের সঙ্গে এখন যোগ দি, তার পর আমার মৎলব সিদ্ধ করব। শুধু কি মদে কার্য্য হবে? না, আর একটা চাই—প্রমদা। মদিরা, আর প্রমদা একত্র হলে আর ভাবনা কি, তা হলে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারি। মদটা তো ধরিয়েছি, এখন প্রমদা—প্রমদাকে এখন ধরাই কি করে? জগৎরায় যে রকম স্ত্রৈণ, তাতে বড় সন্দেহ হয়। যা হোক্ চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই, একবার দেখা যাক্, কত কাজ এই বয়সে করলুম, আর এই তুচ্ছ কাজটা করতে পারব না?—কেয়া বড়ি বাৎ হায়।

[রহিমের প্রস্থান।

——

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-প্রাসাদ।

রাজা ও তত্ত্ববাগীশ।

রাজা। তত্ত্ববাগীশ, তুমি ঠিক্ বলেছ, কন্যাদায় বড় দায়—"পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো,"—বিশেষতঃ "কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্।" স্বপ্নময়ীর বিবাহের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে, তা আর কি বলব— আমি শাস্ত্রালোচনাতেও এখন আর মনোযোগ দিতে পারি না—মাঝে মাঝে সেই ভাবনা জেগে ওঠে-- বয়স প্রায় ১৬ বৎসর হল।

তত্ত্ব। না মহারাজ, রাজকুমারীকে কিছুতেই আর অবিবাহিতা রাখা যায় না—মহারাজের বড় ঘর বলে কোন কথা হচ্চে না—আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের ঘর হলে এত দিন পতিত হতে হতো, কেন না—শাস্ত্রে আছে—"ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং। ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।"

রাজা। কিন্তু শাস্ত্রেতে এ কথাও বলেন যে, যোগ্য পাত্র না পেলে কন্যাকে বরং চিরকাল অনূঢ়া রাখ্‌বে, তথাপি অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করবে না "কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।" আমি এই বচনটি স্মরণ ক'রে কতকটা আশ্বস্ত আছি—কিন্তু যাই হোক্, আর রাখা যায় না।

তত্ত্ব। মহারাজ, বিবাহ দিয়ে ফেলুন না কেন— আমার সন্ধানে একটি পাত্র আছে।

রাজা। পাত্র আছে?—যোগ্য পাত্র তো?—

তত্ত্ব। আজ্ঞা, শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে— ষড়্‌দর্শন তার কণ্ঠস্থ—

রাজা। সত্যি না কি?—এ কথা তবে আগে বলনি কেন?—এখনি পাত্রটিকে নিয়ে এসো —এখনি—এখনি—এমন যোগ্যপাত্র আর কোথায় পাব—রাত-দিন তার সঙ্গে ব্রহ্মবিচার করা যাবে—আমার কি সৌভাগ্য—বুঝেছ তত্ত্ববাগীশ মহাশয়—তুমি এক দিন আধ দিন না এলেও চলে যেতে পারবে—

তত্ত্ব। আজ্ঞা হাঁ—কিন্তু—

রাজা। আর কিছু বল্‌তে হবে না—যথেষ্ট হয়েছে—ষড়্‌দর্শন কণ্ঠস্থ?—তবে আর কিছু চাই নে—আমি এক কথায় সব বুঝে নিয়েছি। বিবাহের দিন স্থির করে ফেলো—কাল হলে হয় না?

তত্ত্ব। আজ্ঞা মহারাজ—পাজি দেখে একটা দিন স্থির করা যাবে, একটু বিলম্ব হবে।

রাজা। পাঁজি চাই?—এই নেও না।

(পঞ্জিকা অন্বেষণ)

পাঁজিটা কোথায় গেল? অঁা?—এই যে, এই খানে ছিল। আঃ কি সর্ব্বনাশ! কোথায় গেল? কে নিলে? কে আছিস্?—(উঠিয়া)—আমার—পুঁথিটুথি কে যে কোথায় নিয়ে যায়, তার ঠিকানা নেই— রক্ষক! রক্ষক! আঃ—

(রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষ। আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। আমার পাঁজিটা কোথায়?

রক্ষ। মহারাজ, আমি তো জানিনে।

রাজা। তবে কে নিলে? তবে বোধ হয়, মন্ত্রী নিয়েছে। মন্ত্রি, মন্ত্রি, ডাক্ মন্ত্রীকে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ! কুমার জগৎরায়কে কোথাও খুঁজে পেলুম না!

রাজা। সে কথা হচ্চে না, আমার পাঁজি কোথা? তুমি আমার যে পাঁজিটা এইমাত্র এখান থেকে নিয়ে গেছ, সেই পাঁজিটা এনে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি এখান থেকে পাঁজি নিয়ে যাই নি।

রাজা। অঁ্যা, তুমিও নাও নি? তবে কি হল? তবে কি হল?—এই যে, এই যে, পেয়েছি— এইখানেই ছিল। আঃ—আমি সারা দেশ খুঁজে বেড়াচ্চি, অথচ এইখানেই রয়েছে। তত্ত্ববাগীশ, দিনটা দেখ (তত্ত্ববাগীশের পঞ্জিকা দর্শন) দেখ মন্ত্রি, স্বপ্নময়ীর বিবাহ দিতে হবে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, তা হলে বড় ভাল হয়— কন্যার যতই বয়স হোক্ না কেন, বিবাহ যত দিন না দেওয়া যায়, তত দিন তার যেন বালিকা-স্বভাব ঘোচে না, কিন্তু একটি ৮ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেই তৎক্ষণাৎ তারও কেমন একটা গাম্ভীর্য্য এসে পড়ে। আমার বেশ বোধ হয়, বিবাহ দিলেই রাজকুমারীর চঞ্চলতা চলে যাবে। পাত্রটি কে মহারাজ?

রাজা। এই আমাদের তত্ত্ববাগীশ মহাশয় স্থির

করেছেন—তার শাস্ত্রে খুব ব্যুৎপত্তি আছে—তার ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ।

তত্ত্ব। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি তাকে জানেন, তার কথা আপনার কাছে এক দিন বলেছিলেম—আমাদের ফতেলাল।

মন্ত্রী। ও! ফতেলাল? হাঁ, শাস্ত্রে তার খুব দখল আছে বটে, কিন্তু—

রাজা। তুমিও বলূচ মন্ত্রি, শাস্ত্রে তার খুব ব্যুৎপত্তি আছে? তবে আর কথাই নেই—শীঘ্র দিনটা দেখে ফেলো।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, যেমন তার গুণ, তেমনি যদি রূপ থাক্‌তো, তা হলে কোন ভাবনা ছিল না।

রাজা। রূপ আবার কি? রূপ নিয়ে কি হবে?—রূপ তো নশ্বর বস্তু—শাস্ত্রে আছে—"বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং"—আচ্ছা, তার বাহ্য আকারের একটু বর্ণনা কর দেখি———

মন্ত্রী। মহারাজ—আর যাই হোক্, তার দাঁত বড় উঁচু—

রাজা। দাঁত উঁচু?—সে তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। শাস্ত্রে আছে কদাচিৎ দন্তুরো মূর্খঃ——

মন্ত্রী। আর মাথায় এর মধ্যেই টাক্ পড়েছে।

রাজা। টাক্ আছে?—টাক্ আছে?—বল কি মন্ত্রি!—তা হলে তো আরও ভাল—টাক্ আবার বিজ্ঞতার লক্ষণ—এ বড় ভাল হয়েছে—ঠিক্ হয়েছে—আমার মনের মত পাত্রটি হয়েছে—যে পাণ্ডিত্যের কথা শুন্‌লুম—তার বাহ্য লক্ষণও তদনুরূপ—তাকে আর দেখ্‌তেও হবে না। একেবারে বিবাহের দিনে তাকে নিয়ে এসো। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, দিন স্থির হল?

তত্ত্ব। আজ্ঞা হাঁ, ১৫ই দিনটা ভাল।

রাজা। মন্ত্রি, তবে সেই দিন স্থির রইল—তুমি সমস্ত উদ্যোগ করে রেখো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ! [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শুভসিংহের বাটী।

শুভসিংহ ও সুরজমল্।

সুরজ। মালা দেবার সময় তার মুখে যে রকম ভাব দেখ্‌তে পাই—তাতে শুধু ভক্তির ভাব মনে হয় না—একটু যেন প্রেমেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন অবসর ছাড়্‌বেন না। আপনি যদি তাকে এখন একবার বলেন যে, তাকে আপনি ভালবাসেন, দেখ্‌বেন তা হলে তাকে অনায়াসে আপনি হস্তগত করতে পারবেন।—তাকে একবার হস্তগত করতে পার্‌লেই রাজবাটীর অন্ধি-সন্ধি সমস্তই তার কাছ থেকে কথায় কথায় বের করে নিতে পারবেন।

শুভ। দেখ সুরজ, আমি তোমার অনেক কথা শুনেছি—কিন্তু এ রকম হীন নীচ পরামর্শ আমাকে আর দিও না। সেই বিশ্বস্তা কুমারীকে ভালবাসা দেখিয়ে ছলনা করে তার কাছ থেকে তার পিত্রালয়ের গুপ্ত সন্ধানগুলি জেনে নেবো? তোমার এ কথা বল্‌তে লজ্জা হল না? প্রথমতঃ মালা দেবার সময় তার ভালবাসার লক্ষণ কিসে তুমি দেখ্‌তে পেলে? আর যদিও সে ভালবেসে থাকে, তা হলে কি এই রকম ক'রে সেই বিশ্বস্তা সরলার কাছ থেকে, ছলনা ক'রে কথা বের ক'রে নিতে হবে? আমি যে তার কাছে দেবতার ভান কচ্চি, এর জন্যেই যা আমার কষ্ট হয়।

সুরজ। আমি মনে করেছিলুম, শুধু তারই মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে, আপনারও মনে যে বিকার উপস্থিত হয়েছে, তা আমি জান্‌তেম না। আমি মনে করেছিলুম, তাকেই আপনি ফাঁদে ফেলেছেন, সে যে আপনাকে ফাঁদে ফেলেছে, তা আমি জান্‌তেম না।

শুভ। দেখ সুরজ, তুমি ও-রূপ অনধিকার-চর্চ্চা ক'রো না—আমার হৃদয়ের সমস্ত নিভৃত কক্ষ তোমার কাছে অনাবৃত করি নি, হৃদয়ের যে অংশ তোমার কাছে উন্মুক্ত করেছি, সেই অংশ সম্বন্ধে তোমার যা বক্তব্য, তাই তুমি বল্‌তে পার, আমার যে সঙ্কল্পে তুমি যোগ দিয়েছ, সেই সঙ্কল্প-বিষয়ে তুমি যা ইচ্ছা পরামর্শ দিতে পার; কিন্তু কাকে আমি ভালবাসি, কাকে আমি ভালবাসি নে, সে সব বিষয়ে কথা করার তোমার কোন অধিকার নেই।

সুরজ। যদি আমাদের সঙ্কল্পের সঙ্গে ও-কথার কোন যোগ না থাকতো, তা হলে ও বিষয়ে কোন কথা কবার আমার অধিকার ছিল না। আমি স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়, এই প্রেমে হয় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নয় সমস্ত বিফল হতে পারে। হয় আপনি তার দ্বারা কাজ উদ্ধার

করুতে পারেন, নয় সে আপনার কাজের প্রতিবন্ধক হতে পারে। আপনি বল্‌ছেন, এর সঙ্গে আপনার সঙ্কল্পের কোন যোগ নাই ?

শুভ। দেখ সুরজ, যার মূল আমার প্রাণের অতি গভীর দেশে নিবদ্ধ—যার শাখা-প্রশাখা আমার শিরায় শিরায় বিস্তৃত, প্রাণের রক্ত দিয়ে আমি যাকে এত দিন পোষণ ও বর্দ্ধন করে এসেছি—সে সঙ্কল্প হতে আমাকে কেউ কখন বিচ্ছিন্ন করতে পারুবে না। তবে যদি কোন লতা সেই তরুকে বেষ্টন ও আলিঙ্গন করে, তা হলে কি ক্ষতি ?—শোন সুরজ—আমি কি উপায় অবলম্বন করুতে যাচ্চি, তা শোন—আমি সেই বিশ্বস্তা সরলা বালাকে বুঝিয়ে বলুব যে, দেশই আমাদের আরাধ্যা জননী, তিনি পার্থিব পিতা হতে উচ্চ—মাতা হতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হতেও গরীয়সী। এ কথা বুঝিয়ে বল্লে আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই সেই পবিত্র-মূর্ত্তি দেবী-প্রতিম বালা আমাদের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দেবেন—তখন তাঁকে কোন কথা বলুতেও হবে না—সেই মহান্ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যখন যে উপায় অবলম্বন করুতে হবে, তখন তিনি আপনা হতেই তাতে যোগ দেবেন।

সুরজ। সে কিন্তু বড় সন্দেহের বিষয়—একে স্ত্রীলোক—তাতে পিতার বিরুদ্ধে—এ কখন হয় ?—দেশ, মাতৃভূমি, এই সকল অশরীরী মহান্ ভাব কি কোন স্ত্রীলোক কখন মনে ধারণা করুতে পারে ? বলেন কি মহাশয় ?

শুভ। সুরজ, তুমি তবে এখনো লোক চিন্‌তে পার নি। স্ত্রীলোক হলে কি হয়—তার মুখে যে একটা অসাধারণ উৎসাহের ভাব আমি দেখেছি, তা সচরাচর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায় না। সুরজ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এতে আমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটুবে না, বরং আমাদের বিশেষ সাহায্য হবে।

সুরজ। আচ্ছা মহাশয়, তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন, কিন্তু অতি সাবধানে অগ্রসর হবেন।

শুভ। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরণ্য।

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ)

স্বপ্নময়ী। (স্বগত) যাই তবে যাই, তাঁরে মালা দিয়ে আসি।

সত্য কি দেবতা তিনি ? লোকে তাই বলে !
দেবতার রুদ্র ভাব দেখিনি ত তাঁর,
তা হলে যে কাছে যেতে মরিতাম ভয়ে !
তবে কি মানুষ তিনি ? আহা যদি হন !
যদি হন্, যদি হন্, তা হলে—তা হলে !
কিন্তু সকলেই তাঁরে বলে যে দেবতা।
আহা কে করিবে মোর সংশয়-মোচন !
তুই লো গোলাপ সখি, তুই কি জানিস্ ?
দেবতা কাহারে বলে পারিস্ বলিতে ?

(নেপথ্যে কল্পনায় গান শ্রবণ)

সিন্ধু-ঝিঁঝিট।

হাসি কেন নাই ও নয়নে !
ভ্রমিতেছ মলিন আননে !
দেখ সখি আঁখি তুলি
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি, ফুলেরা কাঁদিছে সখি
সুধাইছে বন-লতা, কত কথা আকুল বচনে।
এস সখি এস হেথা, একটি কহ গো কথা
বল সখি কার লাগি, পাইয়াছ মনব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ?

স্বপ্নময়ী। (গান)

ঝিঁঝিট।

ক্ষমা কর মোরে সখি সুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার।
যে গোপন কথা সখি
সতত লুকায়ে রাখি,
দেবতা-কাহিনী সম পূজি অনিবার।
সে কথা কাহারো কানে, ঢালিতে যে লাগে প্রাণে,
লুকান' থাক্ তা সখি হৃদয়ে আমার।
পূজা করি,——সুধায়োনা পূজা করি কারে,
সে নাম কেমনে বল প্রকাশি তোমারে।

আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার।
ক্ষুদ্র ওই বন-ফুল পৃথিবী-কাননে
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে।
দিন দিন পূজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরবে রহি যায় প্রাণ তার।

স্বপ্ন। (স্বগত) দেবতা না হন যদি বাঁচি তাহা হলে!
যত দিন যায়, আর যত দেখি তাঁরে,
ততই মানুষ বলে মনে হয় কেন?
দেবেরে মানুষ বলে ভ্রম হয় কভু?
কখন না—আমি তাঁরে পেরেছি চিনিতে।
না জানি দেবতাদের দেখিতে কেমন!
হেথাকার বন-দেব যদি দেখা দেন,
দেখি তবে তাঁর মুখ তাঁর মত কি না,
একবার ডেকে দেখি বনদেবতারে
ডাকিলে হয় ত তিনি আসিবেন কাছে।

(গান)

রাগিণী প্রভাতী।

এস গো এস বন-দেবতা
তোমারে আমি ডাকি,
জটার পরে বাঁধিয়া লতা
বাকলে দেহ ঢাকি।
তাপস তুমি দিবস রাতি
নীরবে আছ বসি,
মাথার পরে উঠিছে তারা
উঠিছে রবি শশী।
বহিয়া জটা বরষা-ধারা
পড়িছে ঝরি ঝরি,
শীতের বায়ু করিছে হাহা
তোমারে ঘিরি ঘিরি।
নামায়ে মাথা আঁধার আসি
চরণে নমিতেছে,
তোমার কাছে শিখিয়া জপ
নীরবে জপিতেছে।
একটি তারা মারিছে উঁকি
আঁধার ভুরু-পর,
জটার মাঝে হারায়ে যায়
প্রভাত রবি-কর।
পড়িছে পাতা, ফুটিছে ফুল
ফুটিছে পড়িতেছে,
মাথায় মেঘ, কত না ভাব
ভাঙ্গিছে গড়িতেছে।
মিলিয়া ছায়া, মিলিয়া আলো
খেলিছে লুকাচুরি,
আলয় খুঁজে বনের বায়ু
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি!
তোমার তপ ভাঙ্গাতে চাহে
ঝটিকা পাগলিনী
গরজি যবে ছুটিয়া আসে
প্রলয়-রব জিনি,
ভ্রূকুটি করি চপলা হানে
ধরি অশনি চাপ,
জাগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা
তাহারে দাও শাপ!
এস হে এস বন-দেবতা,
অতিথি আমি তব
আমার যত প্রাণের আশা
তোমার কাছে কব।
নমিব তব চরণে দেব
বসিব পদ-তলে
সাহস পেয়ে বনবালারা
আসিবে দলে দলে।

(বন-দেবতা-বেশে শুভসিংহের আবির্ভাব)

স্বপ্ন। (স্বগত) এ কি!—বন-দেবতা!—তিনি?—এখানে?—তিনি বনদেবতা!—তিনি তবে সত্যি দেবতা?—দেবতাই তো—প্রণাম করি—আর অত কাছে না—মালাটা দেব?—কাছে যাব?—না এইখানে—

(কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রণাম ও ভূমিতে মালা স্থাপন)

শুভ। (স্বগত) এ কি!—আজ এরকম কেন?—অত দূর থেকে প্রণাম?—বোধ হয় ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে—আমি বলি, আমি বন-দেবতা নই—আমি বলি, আমি মানুষ, দুর্ব্বল মানুষ—মানুষের সুখ-আশা, মানুষের ভালবাসা, মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে আমি জন্মেছি—আমি বলি, আমি মানুষ, তুমিই দেবতা—তুমিই আমার হৃদয়ের দেবতা——কিন্তু

না—আমার সঙ্কল্প, আমার সেই মহান্ সঙ্কল্প—আমার সেই চির-জীবনের সঙ্কল্প তা হলে বিফল হবে—না কখনই না,—দেবদেব মহাদেব! এত দিন যদি তোমার বলে আমার হৃদয়কে বলীয়ান্ করে এসেছ, আজ দেব, এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমাকে পরিত্যাগ করো না।—আমার অন্তরে আবির্ভূত হও—দেব-ভাবে আমার হৃদয়কে পূর্ণ কর—(প্রকাশ্যে)

কুমারী শুনিয়া তব হৃদয়ের বাণী
আজ আসিলাম আমি তোমার সকাশে।
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ আকাশের পানে
সমস্ত দেশের এই মাথার উপরে
ঘোর নিশীথিনী ভীম পক্ষ বিস্তারিয়া
মহা অভিশাপ এক করিছে পোষণ!
অন্ধকারে চন্দ্র-সূর্য্য গিয়েছে হারায়ে।
ঘন ঘোর জলদের ভ্রূকুটির তলে
নীরবে নয়ন মুদি কাঁপিছে ভারত!
আজি এই ঘনীভূত নিশীথের মাঝে
স্তব্ধ জগতের মাঝে একাকী দাঁড়ায়ে
দেবতা কি কথা কহে শোন্ স্বপ্নময়ি—

স্বপ্ন। বল প্রভু শীঘ্র বল শুনিব সে কথা।
শুভ। কে তব জননী তাহা জান কি কুমারি?
স্বপ্ন। আমার জননী নাই, আমি মাতৃহীনা।
শুভ। জননী তোমার আছে কহিনু তোমারে!
স্বপ্ন। জননী আমার আছে?—কোথায়? কোথায়?
কোথা দেব কোথা তিনি? দেখাও না তাঁকে।
শুভ। কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ?
কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধন-ধান্য-রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?
কে তোরে পোহালে নিশি, প্রভাত হইলে
পাখীদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া
শুভ্রতম শান্ততম উষার আলোকে
ধীরে ধীরে ঘুম তোর দেন ভাঙ্গাইয়া?
কে তোরে আইলে রাত্রি বুকে তুলে নিয়ে
নিদ্রারে আনেন ডাকি গেয়ে ঝিল্লী-গান?
জোছনার শুভ্র হস্ত দেহে বুলাইয়া
অনিমেষ তারকার স্নেহ-নেত্র মেলি
ঘুমন্ত মুখের পানে রহেন তাকায়ে?
এমন পাখীর গান, উষার আলোক,
এমন উজ্জ্বল তারা, বিমল জোছনা,
কোথায় কোথায় আছে বিশাল ধরায়?
কে তোর পিতার পিতা, মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা তব পেয়েছেন জ্ঞান?
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন স্নেহ?
কে তিনি তোমার মাতা জান স্বপ্নময়ি?

স্বপ্নময়ী। না প্রভু, জানি নে।
শুভ। তিনি তোর জন্মভূমি।
স্বপ্ন। আমাদের জন্মভূমি? তিনিই জননী?
শুভ। হাঁ, তব জননী সেই তোর জন্মভূমি।
সেই মাতা, স্নেহময়ী জননী তোদের
দেখ্ দেখ্ আজি তাঁর এ কি দুরদশা,
বামহস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।
বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখ্ চেয়ে দেখ্ তাঁর করে অপমান
দেখ্ তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত!
স্বপ্ন। অপমান! পদাঘাত!
সে কি কথা প্রভু?
শুভ। অপমান নয়? দেব-মন্দির সকল
চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে,
বেদমন্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছে লোপ—
গো-হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ-মাঝে—
অপমান নয়? অপমান বলে কারে?
স্বপ্ন। থাম দেব—থাম দেব—বুক ফেটে যায়।
গো- হত্যা! ধর্ম্মলোপ! অপমান নয়?
প্রতিকার কিসে হবে শীঘ্র বল প্রভু।
শুভ। শোধ তুলিবার যদি বল নাহি থাকে
পাষাণ-নয়নে কি রে অশ্রুজল নাই?
ভয়ার্ত্ত-হৃদয়ে কি রে রক্তবিন্দু নাই?
আর কিছু নাহি থাকে মরণ কি নাই?
যাঁহার প্রসাদে আজি লভিয়া জনম
হয়েছিস বশিষ্ঠের অর্জ্জুনের বোন্
তাঁর অপমানে আজ মরিতে নারিবি?
স্বপ্ন। মরিব মরিব দেব, এখনি মরিব।
শুভ। সঁপিবি দেশের কার্য্যে কুমারী-জীবন
অমর জীবন পাবি তার বিনিময়ে।

সকলে জীবন পায় মরিবার তরে
তুই বাঁচিবার তরে পাইবি মরণ।
সেই তোর জননীর সুবিমল যশ
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের।
ভাই বল বন্ধু বল, পুত্র পিতা বল
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।

স্বপ্ন। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই নরাধমে
ভাই হোক্ পিতা হোক্, শত্রু সে দেশের।

নেপথ্যে। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই নরাধমে
ভাই হোক্ পিতা হোক্ শত্রু সে দেশের।

স্বপ্ন। ভাই হোক্ পিতা হোক্ শত্রু সে আমার।

শুভ। তবে শোন স্বপ্নময়ি, শোন মোর কথা,
জান কে সে শত্রু তব?

স্বপ্ন। না দেব, জানি না।

শুভ। সে শত্রু তোমার পিতা

স্বপ্ন। পিতা?—পিতা মোর?—

শুভ। সে শত্রু তোমার পিতা, যবনে যে জন
আপনার প্রভু বলে করেছে বরণ।
মায়ের কোমল হস্তে শৃঙ্খল আঁটিতে
যে জন মোগল সাথে করিয়াছে যোগ,
মায়েরে যে বিদেশীরা করে অপমান,
তাদের যে হাসিমুখে করে সমাদর
সে জন তোমার পিতা, শত্রু সে তোমার।

স্বপ্ন। পিতা শত্রু? পিতা?—প্রভু, দেবতা কি তুমি?
পিতা যাঁরে ভক্তি করি সেই পিতা শত্রু?

শুভ। হাঁ স্বপ্ন, নিশ্চয় ইহা দেবতার বাণী।
নিতান্ত সঙ্কীর্ণদৃষ্টি মর্ত্ত্য-মানবের,
দেবতা দেখিতে পান কে আত্ম কে পর,
কে পিতা কে পিতা নয়, কে মিত্র কে অরি।

স্বপ্ন। তুমি কি বলিছ দেব, পিতা শত্রু মোর?
এ কি সত্য শুনিতেছি, এ কি স্বপ্ন নয়?

শুভ। দেশের অরাতি যদি শত্রু হয় তোর,
তবে তোর পিতা শত্রু কহিলাম তোরে।
আজ এই মহাব্রত কর্ রে গ্রহণ
ঊর্দ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ কর্ এই কথা;
"অযুত ভারত-বাসী মোর ভাই বোন্
এক মাত্র মাতৃভূমি মোর পিতা মাতা।"

স্বপ্ন। অযুত ভারত-বাসী মোর ভাই বোন্
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতা মাতা।

শুভ। ওই শোন্ ওই শেখ্ ওই তোর গান।

(নেপথ্যে চারিদিক্ হইতে গান)

বাহার।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে।
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে,
জলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান
গায়,
নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র-নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুখে কাঁদাব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব,
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে।

(স্বপ্নময়ীর এই গানে যোগ)

শুভ। ভবিষ্যৎ আমি ওই পেয়েছি দেখিতে,
তোর এ দুর্ব্বল হাতে ভারতের পাশ
একেবারে শত ভাগে ছিন্ন হয়ে যাবে।
তুই রে কুমারী তোর নাইক সন্তান
সমস্ত ভারতবাসী মা বলিবে তোরে,
সমস্ত ভারতবাসী হইবে সন্তান।
তবে আয় এই বেলা, বিলম্ব কিসের,
জননীরে ত্যজিস্‌নে বিপদের দিনে।
তোর মুখে দেখিতেছি ঊষার কিরণ
নিশীথেরে না বিনাশি যাস্‌নে চলিয়া।
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু ভারতের—

স্বপ্ন। আবার বলিছ প্রভু শত্রু মোর পিতা?

শুভ। হোন্ দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,
দিন দেখি ধন-রত্ন স্বদেশের তরে,
রণভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ
তবে তো জানিব মিত্র দেশের, নতুবা
স্বপ্নময়ি, তোর পিতা শত্রু ভারতের,
স্বপ্নময়ি, তোর পিতা শত্রু দেবতার,
স্বপ্নময়ি, তোর পিতা স্বয়ং শত্রু তোর।

(অন্তর্ধান)

স্বপ্ন। (স্বগত) এ কি হল! এ কি হল! কোথায়? —সকলি কি স্বপ্ন?—পিতা আমার শত্রু?—দেবতার মন্দির সকল যারা চূর্ণ কচ্চে, প্রকাশ্য-স্থানে গোহত্যা কচ্চে—মায়ের এত অপমান কচ্চে—সেই মোগলদের সঙ্গে পিতার বন্ধুত্ব?—এ কি কখন হতে পারে?—তিনি কি দেশের জন্য, তিনি কি মায়ের জন্য তাঁর ধন-রত্ন সর্ব্বস্ব দিতে পারেন না?—তাঁর প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন না? যাই তাঁর কাছে।

("দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে"
এই গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রহিম খাঁর বাটী।

রহিম খাঁ।

রহিম। (স্বগত) মদ তো ধরিয়েছি—এখন প্রমদা—কিন্তু তার স্ত্রীকে সে যে রকম ভালবাসে, তাতে বড় সন্দেহ হয়। কিন্তু জেহেনাকে একবার যদি দেখাতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হবে—আমার স্ত্রীর এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে, তাকে দেখ্‌লেই কেমন লোকের মাথা ঘুরে যায়, আমারই অষ্ট প্রহর ঘুর্‌চে তো অন্যের। কিন্তু আবার হিতে বিপরীত হবে না তো? আমার নিজের মাথা নিজে খাচ্চি নে তো?—না, তার কোন ভয় নেই। আমাকে সে যে রকম ভালবাসে, আমাকে একটুখানি না দেখ্‌তে পেলে যে রকম ছট্‌-ফট করে—না তার কোন ভয় নেই—একবার স্ত্রী থেকে জগতের মনটা একটু ছিনিয়ে আন্‌তে পার্‌লে আর ভাবনা কি—তখন আমার ইচ্ছেমত তাকে হাবু-ডুবু খাওয়াতে পার্‌ব। আর জগৎকে যদি এই রকম ক'রে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখ্‌তে পারি—তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের কার্য্য উদ্ধার হবে। এই যে জেহেনার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি, এই ব্যালা—

(তাড়াতাড়ি পালঙ্কে শয়ন ও অসুখের ভাণ।)

আ!—উঃ!—বাবা!—গেলুম!—

(জেহেনার প্রবেশ)

জেহেনা। (স্বগত) অমন তর কচ্চে কেন? ও বুঝেছি।—আমাকে দেখ্‌লেই রোগে ধরে—বুড় বয়সে কত সাধই যায়—(প্রকাশ্যে) ও মা! কি হয়েছে?—কি হয়েছে? (রহিমের মস্তকের নিকট উপবেশন) অমন কচ্চ কেন রহিম?

রহিম। (অতি কাতর ও মৃদুস্বরে) এসেছ?—

জেহেনা। আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে দৌড়ে এসেছি—কি হয়েছে রহিম? অসুখ কচ্চে?

রহিম। (অতি মৃদু স্বরে) মাথা ধরেছে, চোখ চাইতে পাচ্চি নে।

জেহেনা। আহা হা, মাথা ধরেছে? আমার কেন ধর্‌ল না? আহা, এই টিপে দিচ্চি (মাথা টিপিতে টিপিতে)—আমি কত মনে কর্‌তে কর্‌তে আস্‌চি, তোমার হাসি মুখ দেখ্‌ব, না দেখে কি না এই—(ক্রন্দন)

রহিম। উঃ—আঃ—বাবা রে—বাবা রে—গেলুম!—

জেহেনা। রহিম—আমার বুক্‌ ফেটে গেল—আর পারিনে—এখনি একজন হাকিমকে ডেকে আনি।

রহিম। হাকিম? না জেহেনা—অনেকটা ভাল হয়ে এসেছে—আমি উঠে বস্‌চি।

জেহেনা। না, তুমি শোও, আমি হাকিমকে এখনি ডেকে আনি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে।

রহিম। না, জেহেনা—তোমার হাতের কোমল স্পর্শে আমার সব সেরে গেছে, আর কিছু নেই। এস, এখন একটু গল্প করি।

জেহেনা। হাঁ রহিম, একটু গল্প কর—তোমার গল্প শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে—দেখ, আমি অনেক লোকের গল্প শুনেছি, কিন্তু—(লজ্জার ভাণ) না না কিছু নয়।—না না আমি তা বল্‌চিনে—তা বল্‌চিনে।

রহিম। না না বল না জেহেন্—বল না, আমার মাথা খাও।

জেহেনা। না না না, আমার লজ্জা করে—

রহিম। লজ্জা কি—আমার কাছে লজ্জা কি?

জেহেনা। এই বল্—ছি—লু—ম—অনেকের গল্প শুনেছি, কিন্তু এমন মিষ্টি—রসিকতা—(লজ্জার হাসি হাসিয়া) না না না না, বলুব না—(মুখে অঞ্চল প্রদান)

রহিম। আমার গল্প শুন্‌তে ভাল লাগে, এই রকম?—তুমি আমার গেজেল—তুমি আমার জানি (আদর করত) দেখ জেহেনা—এবার চালের দরটা খুব কমে গেছে। কম্‌বে না কেন? দশ হাজার মণ এখানে মজুদ ছিল।

জেহেনা। দশ হাজার মণ? এত?

রহিম। তার মধ্যে বাঁকুড়ো থেকে পাঁচ হাজার মণ আমদানি হয়—আর বীরভুম থেকে পাঁচ হাজার মণ। এই দশ হাজারের মধ্যে সরু চাল ছিল তিন হাজার আর মোটা চাল ছিল সাত হাজার মণ—এই যে তিন হাজার মণ সরু চাল ছিল, আমি মনে করেছিলুম, কিছু ধরে রাখি—আর খুব সস্তায় পাচ্ছিলুম নাকি—

জেহেনা। (স্বগত) এ অসহ্য! (প্রকাশ্যে) তা কিন্‌লে না কেন?

রহিম। গদাধর পাল আমাকে অনেক অনুরোধ করলে—বল্লে—কেনো না খাঁ সাহেব—এমন সস্তা আর হবে না। আমি মনে করলেম, খাঁ সাহেব ধাপ্পাবাজিতে ভোলেন না। আমি আর বুঝিনে তোমার মৎলব?—তার আগেই আমি খবর পেয়েছিলুম যে, তার চালের বস্তা জলে ডুবেছিল, সেই চাল আমাকে গতাবার চেষ্টা। তা আমি ভাবলুম, বেচারা কষ্টে পড়েছে—ওর উপকারের জন্যে নয় কিছু নি—কিন্তু সে ভয়ানক চড়া দাম বল্‌তে লাগল—আমি বল্লুম—বটে?—আমি তোমার কি মালের খবর জানিনে?—জলে-ডোবা বস্তা আমাকে বিক্রী করতে এসেছ? ১০ই তারিখে রাত্তির দুপুরের সময় বাজু ঘাটের পাঁচ রশি তফাতে তোমার নৌকা ডুবি হয়—আর কেউ জানে না বটে, কিন্তু আমি জানি—সে তো একেবারে অবাক— সে বল্লে—আপনি অমনি নিয়ে যান্‌—আমি এক পয়সাও চাই নে। আমি বল্লুম—(হাসিয়া) তোমার নৌকাও ডুবি হয়—তুমিও ডুবে ডুবে জল খাও—তোমাদের শিব টের না পেতে পারে, কিন্তু রহিম খাঁ তোমাদের শিবের বাবা। তাঁর কাছে কিছুই ছাপা থাকে না।

জেহে। রহিম খাঁ শিবের বাবা!—হি—হি—হি—হি,এমন কথাও কখন শুনিনি—হি—হি—হি—হি রহিম আর হাসিও না—আমার পাঁজ্‌রা ব্যথা কচ্চে—শিবের বাবা! হি—হি—হি—তোমার কথা শুন্‌লে এমন হাসি পায়। 'তোমার রহিম কি বুদ্ধি—সব অমনি পেয়ে গেলে?

রহিম। আমার কাছে চালাকি করতে এসেছিল—কিন্তু অমনি আমি নিলুম না—মনে কল্লুম গরিব বেচারা, তাই প্রতি বস্তায় দুই দুই পয়সা ধরে দিলুম। তার পর যখন এখান থেকে দিল্লিতে চাল রপ্তানি হল—দশ হাজারের মধ্যে কানপুরে গিয়াছিল কত ভুলে যাচ্চি——

জেহেনা। (স্বগত) আর তো পারি নে—আমদানিতেই রক্ষা নেই, আবার রপ্তানি! (প্রকাশ্যে) হি—হি—হি—হি—ঐ কথাটা ক্রমাগত মনে পড়ছে—হি—হি—হি শিবের বাবা—না রহিম, তোমার গল্প আর শোনা হবে না—তুমি বড় লোককে হাসিয়ে হাসিয়ে মার—না, আর হাস্‌ব না (গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া) রহিম, তোমার কিন্তু এ ভারি অন্যায়—

রহিম। অন্যায়—সে কি?

জেহেনা। তুমি যে এত পরের উপকার করে মর, ব্যামো হ'লে তোমাকে একবার কেউ দেখতেও আসে না—অথচ পরের জন্যই ঘুরে ঘুরে তোমার মাথা ধরে—এই রকম উপকার না করলেই কি নয়?

রহিম। কি জান জেহেন—কেমন একটা আমার স্বভাব হয়ে পড়েছে—পরের উপকার না ক'রে আমি থাকতে পারিনে—এই দেখ না কেন, জগতের চরিত্র ভাল করবার জন্যে আমি কত চেষ্টা কচ্চি, সে কি একবার ভুলেও আমার কাছে আসে? তার স্ত্রীকে গান শেখাবার জন্যে তোমাকে যে আমি অনায়াসে একজন পরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলুম—সে কেবল জগৎকে ভাল বাসি বলে।—এমন কি, জগৎ যদি তোমাকে কখন দেখেও ফ্যালে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। না হলে—তুমি তো আমার ভাব জান—যে স্ত্রী পরপুরুষের ছায়া মাড়ায়, তাকে আমার ইচ্ছে হয়, তখনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলি। তার স্ত্রীকে মনোযোগ দিয়ে শেখাও তো জেহেন?

জেহেন। রহিম, তোমাকে স্পষ্ট কথা বলি, আমার সেখানে যেতে ভাল লাগে না—আমার ইচ্ছে করে, তোমার কাছে আমি অষ্ট প্রহর থাকি—তোমার সব মজার গল্প শুনি—তোমার গল্প শুন্‌তে আমার এমন ভাল লাগে!—

রহিম। কি করবে বল—দিন কতক কষ্ট সহ্য ক'রে থাকো—পরের উপকারের জন্য কি না করা যায়? আচ্ছা, জগৎ কি উঁকি ঝুঁকি মারে?

জেহেনা। তা বল্‌চি রহিম—সে হবে না—পুরুষ মানুষ এলে আমি তখনি পালাব—মেয়েমানুষের সঙ্গেই যা আমার কথা কইতে লজ্জা করে—

রহিম। না, তা আমি বল্‌ছিনে—বল্‌চি যদি দূর থেকে উঁকি মারে, তা হলে কি করবে বল?—নইলে জগৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে বোসে কথা কবে—এত বড় স্পর্দ্ধা—তা হলে তখনি আমি তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল্‌ব না?—রহিম খাঁ বড় সহজ লোক নয়!—জেহেন, আমি চল্লেম।

জেহেন। (সোহাগের স্বরে) আবার কখন্ আস্‌বে?—তুমি গেলে আমি কি করে থাক্‌ব?

রহিম। আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

জেহেন। তুমি গেলেই বাঁচি—আঃ অম্‌দানি রপ্তানিতে জালাতন করেছে। আমিও এই ব্যালা সখার বাড়িতে যাই

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটী।

উদ্যান।

রাজা। (স্বগত) ১৪ ই দিনটা বড় ভাল হয়েছে, সেই দিন আবার সম্রাট্ আরংজীবের জন্মদিন। দিনের ব্যালা দরবার হবে—রাত্রে শুভ বিবাহ। সে দিন কি আনন্দের দিন! জামাইটি আমার ঠিক মনের মত হয়েছে: ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ, এর চেয়ে আর কি হতে পারে? (নেপথ্যে গান।—"দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখগান গাইয়ে) ও কে ও?—স্বপ্নময়ী যে! কি গান গাচ্চে?—"দেশে দেশে ভ্রমি তব গুণগান গাইয়ে"—কার গুণগান না জানি গাচ্চে।

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ)

স্বপ্ন। ওই যে পিতা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি, উনি জননীকে ভালবাসেন কি না।

রাজা। মা! তুমি কার গুণ গাইচ মা?

স্বপ্ন। পিতা—জননীর দুঃখগান।

রাজা। তোর জননীর গুণগান?—আহা! এখনও তাকে ভুলিস্ নি? বাস্তবিক তোর জননীর গুণ এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না—হা! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

স্বপ্ন। পিতা—আমি যার কথা বল্‌চি নে—ইনি আমারও জননী, তোমারও জননী, আমার মায়েরও জননী।

রাজা। সকলের জননী?—ও! জগৎজননী দেবী ভগবতীর কথা বল্‌চ?—আ! তাঁর গুণ-বর্ণনা কে কর্‌তে পারে?—পতিতপাবনী সনাতনী কলুষনাশিনী, আহা—মা, তোমার এত অল্প-বয়সে ধর্ম্মে মতি দেখে বড় আহ্লাদ হল।

স্বপ্ন। পিতা, আমি দেবী ভগবতীর কথা বল্‌চি নে। ইনি জননী জন্মভূমি।

রাজা। জননী জন্মভূমি?—তুমি বাছা এ কথা জান্‌লে কি ক'রে?—শাস্ত্রে আছে বটে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

স্বপ্ন। কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ?
কে মোরে অচল-স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধন-ধান্য-রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ?
কে তিনি আমার মাতা?—তিনি জন্মভূমি।

রাজা। (বিস্মিতভাবে) এ সব কোথা থেকে তুই শিখ্‌লি?—অ্যাঁ—আহা, বড় চমৎকার কথা-গুলি!—তোর যে এত জ্ঞান হয়েছে, তা আমি জান্‌তেম না—সবাই তোকে পাগ্‌লি বলে উড়িয়ে দেয়—এ তো ওড়াবার কথা নয়—আমি মন্ত্রীকে ডেকে আনি—তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে ডেকে আনি—তারা এই কথাগুলো একবার শুনুক্—শাস্ত্রেতেও এমন কথা শুনিনি—কে আছিস্ ওরে!—মন্ত্রীকে ডাক্ তো—আহা, আহা, চমৎকার—এই যে মন্ত্রী এসেছে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রি! স্বপ্নময়ীর এমনতর জ্ঞান জন্মেছে, আমি তা জান্‌তেম না—চমৎকার সব কথা বল্‌চে—এমন কথা আমি শাস্ত্রেও শুনিনি—শাস্ত্রে বলেছেন

বটে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—কিন্তু সে এ রকম না—মন্ত্রি, তুমি একবার শোন—মা সেই কথাগুলি আবার একবার বল তো।

স্বপ্ন। হাঁ, সেই জননী মম মোর জন্মভূমি,
সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের
ত্মাখো ত্মাখো আজি তাঁর এ কি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।

রাজা। আহা! শুন্‌লে মন্ত্রি, চমৎকার কথা না?—এ সব শিখ্‌লে কোথা থেকে, তাই আমি আশ্চর্য্যি হচ্চি, আর কিছু না।—আবার "শৃঙ্খল" কথাটা কেমন ওখানে বসিয়েছে দেখেছ?—শৃঙ্খল অর্থাৎ বন্ধন।—শাস্ত্রে আছে "বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ" "বাসনা দ্বারা যে বন্ধন, সেই বন্ধন, এবং বাসনার যে ক্ষয়, সেই মোক্ষ।" শাস্ত্রে আরও বলেছেন, "দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।" মম অর্থাৎ "আমার" এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান, তাহাই জীবের বন্ধের কারণ।—তবে দেশের বন্ধন কি?—না—"আমার দেশ আমার দেশ"—এই যে জ্ঞান, অতএব "আমার দেশ আমার দেশ" এই যে ভ্রম—এই যে বন্ধন—যখন ঘুচ্‌বে, তখনি দেশ মুক্ত হবে।—বাঃ চমৎকার। "সেই দুই হস্তে পড়েছে শৃঙ্খল!" কি চমৎকার!—শুধু দেশ কেন—"ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধঃ"—ভোগেচ্ছা-মাত্রই বন্ধন।

মন্ত্রী। মহারাজ!—কথাগুলো আমার বড় ভালো ঠেক্‌চে না।—আপনি যে অর্থ কচ্চেন, বোধ হয় ওর অর্থ তা নয়।

রাজা। তুমি বল কি মন্ত্রি—আমি যা অর্থ কচ্চি, তা ঠিক্ হচ্চে না?—আমার চেয়ে তুমি শাস্ত্র বেশি জান?—হাহাহাহা—শাস্ত্র-বিষয়ে তুমি কথা কইতে এসো না—কি ক'রে অর্থ-সংগ্রহ হবে, কি ক'রে প্রজাশাসন হবে, সে সব বিষয় তুমি জানো বটে—কিন্তু এ সব তোমার অনধিকার-চর্চ্চা।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ—

স্বপ্ন। "বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখ চেয়ে দেখ তাঁর করে অপমান
দেখ ওই মায়েরে করিছে পদাঘাত।"

রাজা। সে কি কথা?—মোগল?—দেশের সঙ্গে মোগলের সম্বন্ধ কি? অপমান!—পদাঘাত!—সে কি?

মন্ত্রী। মহারাজ—এ বিদ্রোহ! এ বিদ্রোহ!—ও কথা শুন্‌বেন না—এখনি সর্ব্বনাশ হবে!—এখনি সর্ব্বনাশ হবে—কি ভয়ানক!

রাজা।—অ্যাঁ?—কি!—বিদ্রোহ!—মা মন্ত্রি, তুমি বুঝ্‌চ না—মা, তুমি আগে যে কথাগুলি বল্‌ছিলে, সে তো বেশ—এখন কি বল্‌চ?—পদাঘাত!—অপমান!—

স্বপ্ন। "অপমান নয়?—দেব-মন্দির সকল
চূর্ণ-চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে,
বেদমন্ত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেছে লোপ,
গো-হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ-মাঝে,
অপমান নয়?—অপমান বলে কারে?"

রাজা। মন্ত্রি!—মন্ত্রি!—এ কি!—এ কি কথা বলে?—না না না—এ কি! এ সব কি? এ যে বিদ্রোহ বিদ্রোহ ঠেক্‌চে—এ কে শেখালে?—মা, তুমি যাও, এ সব কথা মুখে এনো না—ও ভাল কথা নয়—মন্ত্রি—এ কি? অ্যাঁ?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি তো বলেই ছিলেম—

রাজা। তাই তো—তাই তো।—

স্বপ্ন। সেই মোর জননীর সুবিমল যশ—
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে,
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়,
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের।
ভাই বল বন্ধু বল পুত্র পিতা বল
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।

রাজা। এ কি কথা! এ কি কথা!—থামো স্বপ্নময়ি—আর না—আর না—

মন্ত্রী। রাজকুমারি, ও কথা আর মুখে এনো না—কি সর্ব্বনাশ করুচ, তা কি তুমি জানো না?—কে এই সকল কথা শুনে ফেল্‌বে—কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তাই তো, এ কি!—মন্ত্রি!—তুমি এখন যাও মা—ও সব কথা খবর্দার মুখে এনো না—যাও—

স্বপ্ন। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই কাপুরুষে,
ভাই হোক্, পিতা হোক্ শত্রু সে দেশের।

[স্বপ্নের সবেগে প্রস্থান।

রাজা। এ কি ব্যাপার ? মন্ত্রি !

মন্ত্রী। ব্যাপার আর কি মহারাজ ! এ বিদ্রোহ—আপনি তো শাসন করবেন না—সম্রাট টের পেলে বলুন দেখি কি সর্ব্বনাশ হবে ?

রাজা। তাই তো, তাই তো !—মন্ত্রি, এখনি তুমি ওকে শাসন করে দেও—আমি তোমার উপর সমস্ত ভার দিলুম। বুঝেছ মন্ত্রি, বুঝেছ ?—কি সর্ব্বনাশ, বোধ হয় বিবাহ দিলেই সব সেরে যাবে। না মন্ত্রি ?—

মন্ত্রী। মহারাজ ! বিবাহটা যত শীঘ্র দেওয়া হয়, ততই ভাল—কিন্তু আপনি যদি কোন আপত্তি না করেন তো একটা কথা বলি।

রাজা। আপত্তি কি ?—কোন আপত্তি নেই, যা তোমার ইচ্ছে কর না।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত রাজকুমারীকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখ্‌তে হবে—রাজকুমারী একজন সন্ন্যাসীর কাছে যাতায়াত করে, আমি শুনেছি—সেই সন্ন্যাসীকে শীঘ্র গেরেফ্‌তার করতে হবে।

রাজা। এখনি এখনি এখনি—কে সে ? শীঘ্র তাকে গেরেফ্‌তার কর গে—তবে দেখ মন্ত্রি, স্বপ্নকে ধরে রেখো, কিন্তু যেন কষ্ট না পায়—বুঝেছ—বুঝেছ—মন্ত্রি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমাকে আর বল্‌তে হবে না (স্বগত) রাজকুমারীকে আট্‌কে রাখা বড় সহজ নয়, রীতিমত কারাগৃহে বন্ধ ক'রে না রাখ্‌লে চল্‌বে না।

রাজা। এস তবে, এখন খাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর অন্তঃপুর

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। (স্বগত) আহা, জেহেনা বড় ভাল লোক, এমন লোক আমি কখন দেখিনি—মুসলমানদের ভিতর এমন ভাল লোক আছে, আমি তা জান্‌তেম না—আমাকে সে কি ভয়ানক ভাল বাসে। এখনও আস্‌চে না কেন ? তার তো আস্‌বার সময় হয়েছে। ওই বুঝি আস্‌চে—

(জেহেনার প্রবেশ)

সুমতি। এস জেহেনা।

জেহেনা। আমার সই—আমার সই—আমার প্রাণের সই !

(জেহেনা দৌড়িয়া আসিয়া সুমতিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন)

সুমতি। আজ এত দেরি করলে কেন ? আমি তোমার জন্যে কতক্ষণ ধরে বসে আছি।

জেহেনা বল্‌চি ভাই—আগে তোমাকে চুম খেয়ে মনের সাধ মিটিয়ে নিই। (ঘন ঘন চুম্বন) দেরি হল কেন জিজ্ঞাসা করুচ ? না ভাই, সে আর জিজ্ঞাসা কর না (হঠাৎ বিষণ্ণভাব ধারণ)

সুমতি। কেন অমন বিষণ্ণ হয়ে পড়্‌লে জেহেনা ? বল না কি হয়েছে ?—

জেহেনা। আমার যা অদৃষ্টে আছে, তা আমি ভোগ করুচি, তা বলে তোমাকে কেন ভাই একটুও কষ্ট দিতে যাব।

সুমতি। আমাকে বলবে না ?—বল না জেহেনা।

জেহেনা। আমি তো ভাই তোমাকে এক দিন সব বলেছিলুম। আমার পোড়া অদৃষ্ট—আমাকে কেউ ভালবাসে না—মা না, বাপ না, স্বামী না, কেউ না। আমি তাঁদের দোষ দিই নে। আমার কি গুণ আছে যে, তাঁরা ভালবাসবেন ? আর স্বামী তো আমার দেবতা, তাঁর দোষ কি ? তাঁর গুণ আমি এক মুখে বল্‌তে পারিনে—তাঁর মত লোক পৃথিবীতে কি আর আছে ? আহা, আমার ভাই মন কেমন কচ্চে—আর থাকা হল না—একবার ভাই তাঁকে দেখে আসি।

(উত্থানোদ্যম)

সুমতি। এর মধ্যেই যাবে ?—না, তা হবে না—একটু বোসো—তুমি কি এক দণ্ডও তাঁকে না দেখে থাক্‌তে পার না ?

জেহেনা। আমাকে ভাই কি একটা রোগে ধরেছে—তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই তোমার জন্যে ভাই মন ছট্‌ ফট্‌ করে ; আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই আবার তাঁর জন্যে মন ছট্‌ ফট্‌ করে। এই তিনি আর তুমি—তুমি আর তিনি—এই রকম করেই আমার দিনটা ভাই কেটে যায় ! মাইরি, তুমি

ভাই কি একটা যাদু জানো, নইলে এত শীঘ্‌গির কি করে আমাকে বশ করলে ?

সুমতি। (লজ্জিত হইয়া) হ্যাঁ, আমি আবার যাদু——(তাড়াতাড়ি) তুমি কেন দেরি করলে, তা তো বল্লে না জেহেনা—

জেহেনা। এখনও তোমার তা ভাই মনে আছে ? আমি মনে করেছিলুম ভুলে গেছ। আমার ভাই একটু রাঁধ্‌তে দেরি হয়ে গিয়েছিল—তাই আমার স্বামী—তাঁর কোন দোষ নেই—আমাকে খাটের খুরোতে বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন।

সুমতি। (আশ্চর্য্য হইয়া) একটু রাঁধ্‌তে দেরি হয়েছিল বলে বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন ?—ও মা! এ কি রকম স্বামী। তোমার উপর এত অত্যাচার করেন—আর তুমি বল্‌চ তাঁর কোন দোষ নেই ?—তোমার কি ভয়ানক স্বামিভক্তি!

জেহেনা। তা ভাই, তাঁর তাতে দোষ কি ? আমারই দোষ। আমার রাঁধ্‌তে দেরি না হলে তো তিনি ও রকম করতেন না। আর অন্য স্বামী হলে চাবুক মারতো, তিনি তো শুধু কেবল চড় মেরেছিলেন।

সুমতি। আবার চড় মেরেছিলেন ? এই কি তোমার ভাল স্বামী জেহেনা ? কি ভয়ানক!

জেহেনা। না ভাই, তুমি অমন করে আমার স্বামীর দোষ দিও না, তুমি ভাই আমাকে কিছু বল্লে আমার ভারি কষ্ট হয়।

(ক্রন্দনের ভান)

সুমতি। না, আমি আর কিছু বল্‌ব না—তুমি কেঁদ না। (স্বগত) এই স্বামীকে এত ভক্তি—আমার স্বামীর ব্যবহার দেখ্‌লে জেহেনা না জানি কত সুখ্যাতি করে। আর জেহেনা যে রকম ভাল লোক, তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিতে হবে—তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন কত ভাল। (প্রকাশ্যে) আমার স্বামীও ভাই খুব ভাল লোক—তুমি তাঁকে একবার দেখ্‌বে জেহেনা ?

জেহেনা। ও মা, ও মা, ও মা, তা হলে লজ্জায় একেবারে মরে যাব—হাজার হোক্ পর পুরুষ—ও মা, সে কি হয়। তবে, তিনি ভাই তোমার স্বামী—সেই এক কথা, অত পর ভাবলে তোমার যদি কষ্ট হয়— তোমাকে ভাই একটুও কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে করে না—পরপুরুষ বল্লুম বলে তোমার কি ভাই কষ্ট হল ?

সুমতি। তা তুমি তাঁকে অত পর ভাবলে আমার কষ্ট হবে না ?

জেহেনা। না না ভাই, আমার মনের ভাব তা ছিল না—তবে কি না, আমার অভ্যাস নেই, তাই বল্‌ছিলুম। তা তোমার জন্যে আমি সব কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারি—একটু লজ্জার কষ্ট বৈ তো নয়। তিনি ভাই কখন্ আস্‌বেন ?

সুমতি। তাঁর আস্‌বার সময় হয়েছে, এখনও কেন আস্‌চেন না, তাই ভাব্‌চি, তুমি সেই গানটা গাও না জেহেনা!

জেহেনা। কোন্‌টা ?

সুমতি। "সাধের বকুল-ফুল-হার"—

জেহেনা। তুমি তো ভাই সে গানটা শিখেছ—তুমি গাও না ভাই, বেশ মজা হবে এখন।—আমি তোমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দি—আর তুমি গাও—আর গাইতে গাইতে তোমার প্রাণ-নাথ এসে পড়্‌বেন!

সুমতি। হ্যাঁ—আমি বুঝি সেই জন্যে বল্‌ছিলুম—ও গানটা আমার বেশ লাগে, তাই বল্‌চি—আচ্ছা, আমি গাচ্চি—যেখান্‌টা ঠিক্ না হবে, আমাকে বলে দিও।

জেহেনা। তা দেবো—আমিও তোমাকে ফুল দিয়ে সাজাতে বসি। (খোঁপায় ফুল পরাইতে পরাইতে) এইবার তবে আরম্ভ কর।

সুমতি। তুমি যে সত্যি সত্যি ফুল দিয়ে আমাকে সাজাতে বস্‌লে। না জেহেনা, ও কি ও ?—

জেহেনা। সত্যি সত্যি না তো কি ?—তুমি ভাই আর জ্বালিও না—গাও। আ! ভাই, এই ফুলেতে এমন মানিয়েছে কি বল্‌ব—তোমার ভাই মুখের কি সুন্দর গড়ন, একটু কিছু দিলেই কেমন মানিয়ে যায়।

সুমতি। মিছে জেহেনা রঙ্গ কোরো না—আচ্ছা আমি গাচ্চি।

(গান)

দেশ।

দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে
সাধের বকুল-ফুল-হার।
আধ-ফুটো যুঁই-গুলি যতনে আনিয়া তুলি
দে লো দে লো ফুলময় সাজে
সাজায়ে আমারে সখি আজ।

ওই লো ওই লো দিন যায় যায় লো,
এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ।
যা লো সহচরি এই বেলা ত্বরা করি
এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ।
এই তো যামিনী এল, সে তবু এল না কেন?
বুঝি বা সে দুখিনীরে আজি ভুলে গেল,
বুঝি বা সে এল না রে।
সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয়।

না লো সখি না,
ওই দেখ্ দেখ্ লো,
ওই যে আসিছে প্রাণ-নাথ।

(হঠাৎ থামিয়া হাসিতে হাসিতে)

না জেহেনা, আমার হচ্চে না, তোমার মত রঙ্গ-ভঙ্গ করতে পাচ্চি নে। তুমি গাও না।

জেহেনা। আচ্ছা গাচ্চি, (অভিনয় সহকারে রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া)

সুমতি। (হাস্য সহকারে) তুমি ভাই কত রঙ্গই জান। উনি বুঝি আস্‌ছেন—(দূরে পদশব্দ) এই ব্যালা—এই ব্যালা—শেষ কলিটা ধর—

"ওই দেখ্ দেখ্ লো
ওই যে আসিছে প্রাণ-নাথ"

তা হলে বড় মজা হবে। এই ব্যালা বল—এই ব্যালা বল—এসে পড়লেন বলে।

জেহেনা। আমি কেন ভাই বলুব—তোমার প্রাণ-নাথ তুমি বল না!

[জগৎ উঁকি মারিয়া প্রস্থান।

সুমতি। তা ভাই, তোমার বলুতে দোষ কি? ঐ যে ঐ যে, (জগতের প্রতি) কোথায় পালাও? এস না ভাই। এক জন নূতন লোককে দেখে যাও না।

(জগতের প্রবেশ ও জেহেনা ঘোমটা টানিয়া অত্যন্ত জড়-সড় হইয়া উপবেশন)

জেহেনা। ও কি কর—ও কি কর ভাই?

জগৎ। (ব্যস্তসমস্তভাবে) তুমি গান শেষ না—গান হয়ে গেলে আমি আসব এখন, (পিছন ফিরিয়া গমনোদ্যত)

সুমতি। না, তা হবে না—এঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। বোসো না।

জগৎ। সে কি হয়?—ওঁর লজ্জা করবে যে। আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর বরং। উনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে বসি।

সুমতি। কি জেহেনা, অনুমতি হবে? অত লজ্জা কচ্চ কেন? আমার তো কিছু লজ্জা কচ্চে না। যদি না বল, তা হলে কিন্তু ওঁর অপমান করা হবে। আচ্ছা, কথা কইতে না পার, ঘাড় নেড়ে বল। অব্যুশ্যি দুদিকে ঘাড় নেড়ো না। (জেহেনার এক দিকে ঘাড় নাড়া) হয়েছে হয়েছে অনুমতি হয়েছে।

জগৎ। আচ্ছা, তবে বসি।

সুমতি। ইনি এমন ভাল লোক, তোমাকে কি আর বলব, ওঁর স্বামী ওঁর উপর এত অত্যাচার করেন, তবু উনি তাঁকে ভয়ানক ভালবাসেন, দুদণ্ড না দেখতে পেলে একেবারে ছট্‌ফট্ করেন।

জেহেনা। (অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে মাটির দিকে চাহিয়া নথ খুঁটিতে খুঁটিতে বিষণ্ণভাবে) না মহাশয়, তিনি আদবে অত্যাচার করেন না—ওঁর কথা শুনবেন না।

জগৎ। আমি পূর্ব্বেই সুমতির কাছ থেকে আপনার দুঃখের কথা শুনেছিলুম, তা শুনে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল।

জেহেনা। সে মশায় কারও দোষ নয়—আমার অদৃষ্টেরই দোষ (সুমতির প্রতি মৃদু স্বরে) দেখ দেখি ভাই, তুমি ও সব কথা ওঁকে কেন বল্লে?

সুমতি। তা উনি জানলেনই বা, তাতে দোষ কি?

জেহেনা। (সুমতির কানে কানে) দেখ ভাই—তোমার প্রাণনাথের ঠোঁট দুটি বড় ভাল, ঠোঁটে কি আল্‌তা দিয়েছেন?

সুমতি। (উচ্চ হাস্য করিয়া) দেখ ভাই, জেহেনা বলচে—

জেহেনা। (সুমতির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) না ভাই—বোলো না—তোমার পায়ে পড়ি ভাই, বোলো না—আমি কিছু বলি নি।

সুমতি। তাতে দোষ কি—উনি বলছিলেন, তোমার ঠোঁট দুটি বড় ভাল—মনে করেচেন ঠোঁটে আল্‌তা দিয়েছ।

জগৎ। আলতা দিয়েছি—হা হা হা!

জেহেনা। না মশায়, ওঁর কথা শুনবেন না—সব মিছে কথা, তুমি বানিয়ে এত কথাও ভাই বলতে পার।

সুমতি। বানিয়ে বলিচি বৈ কি।

জগৎ। (সুমতির প্রতি) তুমি গান শেখ না—আমি শুনি। ওঁর গলা আমার বড় মিষ্টি লাগে।

সুমতি। তুমিও আমার সঙ্গে শেখো না।

জগৎ। আমি তোমার কাছ থেকে পরে শিখ্‌ব, উনি আমাকে শেখাবেন কেন?

সুমতি। ওঁকে শেখাবে না জেহেনা? লজ্জা করবে?

জেহেনা। তা কেন শেখাব না—শেখাতে আমার লজ্জা করে না।

সুমতি। তা ভাই তুমি শেখো না—উনি যে রকম ভাল লোক, ওঁর কাছ থেকে শিখ্‌তে কোন দোষ নেই।

জগৎ। আমি একটা কাজ পেলে বাঁচি—আচ্ছা, আমি কাল থেকে শিখ্‌ব।

জেহেনা। আমি ভাই আজ তবে আসি—(কানে কানে) বড় মন কেমন কচ্চে।

সুমতি। আচ্ছা, তবে এসো—অনেকক্ষণ ধরে রেখেছি।

জেহেনা। (স্বগত) এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি—তোমাকে ফাঁদে ফেলতে বেশি দেরি লাগবে না।

[জগতের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া জেহেনার প্রস্থান।

সুমতি। আমি যা বলেছিলুম, তা কি ঠিক্ না? জেহেনা বড় ভাল লোক।

জগৎ। বাস্তবিক—বড় সরেস লোক—আহা, বেচারা কি কষ্টই না পাচ্চে।

সুমতি। আমার কাছে গান-টান করে তবু মনটা একটু ভাল হয়, না হলে বড়ই বিমর্ষ হয়ে থাকে।

জগৎ। হাঁ, আমি দেখিছি, ওঁর মুখে কেমন একটি মিষ্টি বিমর্ষের ভাব আছে।

সুমতি। এস ভাই এখন ও-ঘরে যাওয়া যাক।

জগৎ। চল। (স্বগত) জেহেনা আর একটু থাকলে বেশ হত।

[প্রস্থান।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর উদ্যান

(রহিমের প্রবেশ)

রহিম। (স্বগত) জগৎকে এত করে বলচি, বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নেই, তবু সে তো নিরস্ত হচ্চে না, নবাবের কাছে নিজে যাবে বলচে, নবাবের একবার চৈতন্য হলে আমাদের কাজ উদ্ধার হওয়া বড় কঠিন হবে। মদেতে মাঝে মাঝে দিব্যি বেহোঁস হয়ে প'ড়ে থাকে, কিন্তু আবার মন্ত্রীর পরামর্শে কেমন এক একবার চেতনা হয়। আর এক টোপ তো ফেলেছি, দেখি এবার বঁড়শী লাগে কি না, তবে যদি ছিপ্ শুদ্ধ টেনে নিয়ে পালায় সেই ভয়—কিন্তু ছিপ্ আমার মুটোর মধ্যে, তা ছিঁড়ে নেওয়া বড় শক্ত।

(সুরজের প্রবেশ)

সুরজ। বন্দেগি খাঁ সাহেব।

রহিম। বন্দেগি, এখানে কি মনে ক'রে?

সুরজ। একটা বরাত ছিল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, মনে করলুম, খাঁ সাহেবকে একবার সেলাম দিয়ে আসি। তা ইদিক্‌কার কত দূর?

রহিম। তার জন্যে তোমরা ভেবো না—যখন একবার তোমাদের কথা দিয়েছি, তখন আর নড়চড় হবে না—তোমরা মনে করচ, আমার তো কোন স্বার্থ নেই, তবে কেন আমি এ কাজ করব—কিন্তু তা ভেবো না, পরোপকার করাই আমার জীবনের ব্রত। বিশেষতঃ তোমাদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হয়েছে, তোমাদের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

সুরজ। সে আপনার অনুগ্রহ। বাস্তবিক খাঁ সাহেব, আপনার মত পরোপকারী লোক আমি কোথাও দেখি নি। আপনার কোন স্বার্থ নেই—অথচ আমাদের কেবল উপকারের জন্যই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এ কি সাধারণ কথা?—ক'জন লোক এ রকম পারে?—কিন্তু খাঁ সাহেব, একটা কথা শুনে ভারি ভয় হয়েছে। রাজকুমার নাকি বিদ্রোহের সন্দেহ ক'রে সৈন্যসংগ্রহ করচেন—আবার নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, তা হলে তো বড়ই বিপদ। নবাবের সঙ্গে যেন তাঁর সাক্ষাৎ

করাটা কোনমতেই না ঘটে—এইটি আপনার কোন রকম ক'রে করতে হচ্চে।

রহিম। সে আমাকে আর বলতে হবে না। তোমাদের উপকারের জন্যে আমি কি না করচি। কিন্তু এই ব্যালা তোমাকে একটা কথা বলে রাখি—শুভসিংটা কোন কাজের নয়—ওকে তোমাদের সেনাপতি ক'র না—তা হলে সব ব্যর্থ হবে। ও কি কখন যুদ্ধ দেখেচে?

সুরজ। শুভ সিং আবার যুদ্ধ করবে?—হয়েছে। আপনি কি তাই মনে করেছেন না কি? আপাততঃ একটা লোক খাড়া ক'রে রেখেছি এই মাত্র, কাজের সময় আপনিই আমাদের ভরসা। বাস্তবিক ধরতে গেলে আমাদের দলপতিই বলুন, কর্তাই বলুন, সেনাপতিই বলুন, আপনিই আমাদের সব। আপনার ভরসাতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। নবাবের সঙ্গে যাতে রাজকুমারের সাক্ষাৎটা না ঘটে—

রহিম। তার জন্যে ভেবো না—আর নবাবের আমি কি না জানি—তার প্রপিতামহ দেলোয়ার খাঁ ১২৭০ সালে এক জন সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ করত, তার পর তার পিতামহ আলি খাঁ—সালটা মনে পড়্চে না কি ভাল—

সুরজ। (স্বগত) এই আবার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করেছে! (প্রকাশ্যে) রাজকুমার এই দিকে আস্চেন, আমি পালাই। বন্দেগি। [সুরজের প্রস্থান।

রহিম। কৈ? হাঁ, তাই তো, আচ্ছা বন্দেগি।

(জগৎরায়ের প্রবেশ)

রহিম। কুমার, বন্দেগি বন্দেগি। (নতভাবে সেলাম)

জগৎ। রহিম, আমার আর সময় নেই। শীগ্‌গির হাতি ঘোড়া প্রস্তুত করতে বল। আমার সঙ্গে একশো পদাতিক যাবে। আর একশো ঘোড়সওয়ার। নবাবকে যা সওগাদ দিতে হবে, মন্ত্রী সব ঠিক্ করে রেখেছে। তুমি এই সকল উদ্যোগ শীঘ্র কর।

রহিম। যো হুকুম কুমার, এখনি যাচ্চি।—নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ?

জগৎ। হাঁ, নবাবের সঙ্গে। কেন বল দেখি?

রহিম। না, তাই হুজুরকে জিজ্ঞাসা কচ্চি—বোধ হয়, রাজ্যের কোন বিপদ উপস্থিত হয়ে থাকবে, নৈলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেন?

জগৎ। বিপদ নয়? যে রকম শুনতে পাচ্চি, শীঘ্রই একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে। মহারাজ বামনপণ্ডিতদের অজস্র দান করে তাঁর কোষাগার প্রায় শূন্য করে ফেলেছেন, অর্থের অভাবে সৈন্য সংগ্রহ হয়ে উঠছে না। নবাবের কাছে গিয়ে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে বল্লে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে। নবাব সাহেব বোধ হয় এখনও কোন খপর পান নি—তা হলে কি তিনি নিদ্রিত থাকেন?

রহিম। কুমার, বিদ্রোহের কথা যদি সত্য হত, তা হলে কি নবাব সাহেব খবর টের পেতেন না?

জগৎ। নবাব সাহেব দূরে থাকেন, তিনি টের পাবেন কি করে? আর তাঁর যে সকল কর্ম্মচারী আছেন, এ রকম একটা বিদ্রোহ হলে তাঁদের পক্ষে তো খুব মজা—উপার্জ্জনের বেশ উপায় হয়।

রহিম। নবাবের কর্ম্মচারীরা খারাপ নয়? অত্যন্ত খারাপ। এই যে এখানকার সহর-কোতোয়াল আছেন—এঁর প্রপিতামহ খসরু খাঁ তিনি ১৩০০ সালে—

জগৎ। ও-সব কথা রেখে দেও, আমি শুনতে চাইনে, এখন যা বল্‌চি, তাই কর।

রহিম। যো হুকুম কুমার—আমি এখনি সমস্ত উদ্যোগ করতে বলে দিচ্চি—আর, একটা শিশি কি সঙ্গে দেব? কি জানি যদি কখন ইচ্ছে হয়—

জগৎ। হাঁ হাঁ, বটে বটে, সেটা ভুল না। ভাল কথা মনে করে দিয়েছ, আমার এখনি একটু তৃষ্ণা পাচ্চে—আছে কি কিছু সঙ্গে?

রহিম। আছে বৈ কি—এই যে (জেব হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া) আমার কাছে কি না থাকে—হুজুরের কখন্ কি দরকার হয়, আমি আগু থাকতে সব ঠিক্ করে রেখে দি।

জগৎ। তাই তো, তুমি তো খুব হুঁসিয়ার দেখ্‌ছি, ভাগ্যিস্ তোমার কাছে ছিল, আমার এমনি তৃষ্ণা পেয়েছিল, কি বলব।

রহিম। এখন কি খাবেন? আমি বরং আগে হুকুমটা তামিল করে আসি। জরুরি কাজ, বিদ্রোহ—

জগৎ। না, এখনি—এখনি—শিশিটা এখনি দাও (শিশি কাড়িয়া লইয়া পান) হুকুম পরে হবে। রহিম, আশ্চর্য্য! তুমি কি ক'রে আগু থাক্‌তে এ সব সংগ্রহ ক'রে রাখ বল দেখি? ভাগ্যিস্ তোমার কাছে ছিল।

রহিম। আমার সব সংগ্রহ থাকে, কি জানি যদি কুমারের কোন জিনিস্ কাজে লাগে।

জগৎ। (নেশা-গ্রস্ত হইয়া) রহিম, রহিম, তোমার স্ত্রীর গলা বড় মিঠে—

রহিম। আজ্ঞা, সকলেই তো তাই বলে।

জগৎ। আমি বল্‌চি রহিম—তার আওয়াজ বড় মিঠে, আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না?

রহিম। বিশ্বাস কচ্চি বৈ কি কুমার—আর লোকে বলে, দেখ্‌তেও নেহাৎ মন্দ নয়।

জগৎ। মন্দ নয়? চমৎকার—আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না?

রহিম। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সব উদ্যোগ করি গে।

জগৎ। চুলোয় যাক্ নবাব—কাল হবে।—বড় মিষ্টি গলা—চমৎকার—

[জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান।

রহিম। তবে, দেখ্‌তে পেয়েছে। বঁড়্‌শি লেগেছে। এইবার তবে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াবার সময়। আর আমি কিছু ভয় করি নে। এই বঁড়্‌শির মাছ বড় সাধারণ মাছ নয়—সমস্ত হিন্দুস্থানের সিংহাসন!

[রহিমের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর অন্তঃপুর।

জগৎরায় ও সুমতি।

সুমতি। ও শিশি থেকে যখনি তুমি কি খাও, তখনি তোমার অসুখ করে—আর ভাই খেও না—খাবে?

জগৎ। তোমার ঐ এক কথা—আমি বুঝি নে আমার কিসে অসুখ করে না করে? ও খুব ভাল জিনিষ—ও খেলে আমার মনটা ভারি ভাল থাকে।

সুমতি। কিন্তু আমি দেখিছি ও-টা খেলেই তুমি কি এক রকম হয়ে পড়, তোমার কথার মানে বোঝা যায় না—আর আমাকে মিছিমিছি বকো।

জগৎ। মিছি মিছি বকি? ঐ রকম বল্লেই তো রাগ ধরে—আমার কিসে অসুখ হয় না হয়, তুমি তার কি বুঝ্‌বে? দাও, শিশিটা এনে দাও—কোথায় রেখেছ, এনে দাও।

সুমতি। তোমার ভাই পায়ে পড়ি, আমাকে আন্‌তে বোলো না—আমি বুঝিছি, ও বিষ। ঐ জেহেনা আস্‌চে, ওর কাছ থেকে একটু গান-টান শেখো, তা হলে মনটা ভাল হবে।

জগৎ। ঢের হয়েছে। আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তোমার কাজ না থাকে তো তুমি এখন যাও।

সুমতি। আমি যাব?—আচ্ছা, আমি যাচ্চি—তুমি ভাল থাক্‌লেই হল (অশ্রুপাত) (স্বগত) আগে তো উনি অমন কঠোর ছিলেন না।

(জেহেনার প্রবেশ)

জেহেনা। সই সই, কোথায় যাচ্চ ভাই?

সুমতি। আমি আস্‌চি।

[অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান।

জেহেনা। রাজকুমার, আমি আজ তবে আসি। (ক্রন্দনের ভান)

জগৎ। সে কি জেহেনা? এর মধ্যেই যাবে কি? বোসো না—ও কি? কাঁদচ কেন?

জেহেনা। (উপবেশন করিয়া) না—কাঁদি নি।

জগৎ। আমার কাছে ঢাক্‌চ কেন জেহেনা, বল না কি হয়েছে—আজ কি বাড়ীতে তোমার উপর বড় অত্যাচার হয়েছে?

জেহেনা। না, তা নয় রাজকুমার, তা আমার সওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু কিন্তু—

জগৎ। কিন্তু কি জেহেনা? আমাকে খুলে বল না।

জেহেনা। কিন্তু আমার সখি—আমার প্রাণের সখি—আমার সঙ্গে আজ ভাল করে কথা কইলেন না—তাই—(ক্রন্দন)

জগৎ। কেঁদো না জেহেনা, আমি তাকে বলব এখন—এ ভারি অন্যায় বটে।

জেহেনা। না রাজকুমার, বোলো না—আমি জানি, যাকেই আমার আপনার বলে মনে করি, তা হতেই আমি কষ্ট পাই; কারোরি দোষ না, সে আমার পোড়া অদৃষ্টেরই দোষ। থাক্, সে সব কথায় আর কাজ নেই।

জগৎ। দেখ জেহেনা, তোমার বোঝবার ভুল হয়েছে। সে জন্যে যে তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় নি তা নয়, আমার একটু সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে, তা এত করে আমি তাকে সরাবের শিশিটা দিতে বল্লাম, তা কিছুতেই সে দিলে না, তাই আমাদের মধ্যে একটু রাগারাগি হয়েছে। আচ্ছা, বল দিকি জেহেনা, এটা কি তার অন্যায় না?

জেহেনা। আপনার সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে না কি? তা একটু আধটু খেতে কোন দোষ নেই। আমি দেখিছি, যারা সরাব খায়, তাদের মন বড় প্রফুল্ল থাকে।

জগৎ। দেখ দিকি জেহেনা, এ সে বুঝবে না। কেবল বলে, অসুখ করবে—অসুখ করবে।

জেহেনা। বরং আমি দেখিছি, যাদের অভ্যাস আছে, তারা যদি সময়মত না পায়, তাদের তো এমন কষ্ট হয় না—তাদের মুখ দেখলে মায়া করে। আমি তো তাদের না দিয়ে থাকতে পারি নে। তাই আমি আজ এসেই আপনার মুখ ভারি শুক্‌নো দেখিছিলুম। আমার এমনি কষ্ট হচ্ছিল।

জগৎ। সত্যি বড় কষ্ট হয়।

জেহেনা। আহা, সখী তবে এমন কল্লেন কেন? আহা, বড় মুখ শুখিয়ে গেছে, কোথায় আছে বলুন, আমি এনে দিচ্চি। (উত্থান)

জগৎ। না জেহেনা, তুমি বোসো, তুমি কি করে পাবে—সে কোথায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

জেহেনা। আচ্ছা, একবার খুঁজে দেখি। (অন্বেষণ ও কুলুঙ্গি হইতে একটা শিশি পাইয়া) পেয়েছি পেয়েছি।

জগৎ। পেয়েছ? তবে নিয়ে এস। আঃ, বাঁচা গেল।

জেহেনা। কিন্তু রাজকুমার, আমার একটু ভয় কচ্চে—সখী বারণ করে গেছেন—আমি দিলুম—তিনি কি মনে করবেন?

জগৎ। তিনি আবার কি মনে করবেন? তার কোন ভয় নেই।

জেহেনা। তিনি কিছু মনে করবেন না? তিনি মনে করবেন, তাঁর স্বামী—আমার কি অধিকার আছে?

জগৎ। না, সে সব কিছু ভেবো না জেহেনা—দাও।

জেহেনা। আপনার কষ্ট দেখে না দিয়েও থাকতে পাচ্চিনে।

(শিশি জগতের হস্তে প্রদান)

জগৎ। (মদ্য পান করিয়া) আ! বাঁচা গেল। এইবার জেহেনা, তবে একটা গান হোক্।

জেহেনা। (যেন জগতের কথা শুনিতে পায় নাই ভাণ করিয়া পাণের বোঁটায় চুণ দিয়া একটা পাণের উপর লিখন)

জগৎ। কি লিখছ জেহেনা?

জেহেনা। না—কিছু না। একটা পাণ খাবেন? না না না—ভুলে—আমার হাতের পাণ খাবেন কি ক'রে? ঘেন্না করবে যে!

জগৎ। বল কি—তোমার পাণে ঘৃণা করবে? দাও, আমি খাচ্চি।

জেহেনা। (পাণ প্রদান) পাণে একটু চুণ বেশী হয়েছিল—তা এই আস্ত পাণ একটা ওর সঙ্গে খান, তা হলে চুণ লাগবে না। (প্রদান)

জগৎ। (আস্ত পাণ লইয়া) এ কি!—এ সব লেখা কি? তুমি এইমাত্র বুঝি লিখছিলে জেহেনা?—"জগৎ—জগৎ"—

জেহেনা। (লজ্জার ভাণ) ও মা—ও মা—ও মা—ও কি করেছি—কোন্ পাণটা দিতে কোন্ পাণটা দিয়েছি—ও আমার লেখা না—ও হিজিবিজি কে লিখেছে।

জগৎ। তা হোক্, দিব্যি হাতের লেখা। আর পাণটি এমন চমৎকার সাজা হয়েছে, কি বলব। এইবার তবে একটা গান হোক্—

জেহেনা। (জগতের মুখের পানে গদগদভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া)

জগৎ। কি দেখছ জেহেনা?—ঠোঁট লাল হয়েছে কি না, তাই দেখচ?—তোমার পাণে আর লাল হবে না?

জেহেনা। না না, কিছু না—এই আমি গাচ্চি—

(গান)

রাগিণী মিশ্র।

না জানি কি গুণ ধরে মুখানি তোমার
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার।
একদৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মন-হারা হই,
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার।

(সুমতির প্রবেশ)

জগৎ। (স্বগত) আ! এখনি কেন? (প্রকাশ্যে) বেশ হচ্চিল—বেশ হচ্ছিল—থাম্‌লে কেন জেহেনা?

জেহেনা। সখি, আজ তবে আমি আসি—কেন বুঝেছ? (কানে কানে) বড় মন কেমন কর্‌চে।

সুমতি। আচ্ছা ভাই, তবে আজ এসো।

[জেহেনার প্রস্থান।

জগৎ। দিনকে দিন তুমি কি রকম হয়ে যাচ্চ বল দেখি?—একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী তোমার সঙ্গে কেবল দেখা কর্‌তে আসে, এত পরিশ্রম করে তোমাকে গান শেখায়—তার আর কোন স্বার্থ নেই, কেবল তোমাকে ভালবাসে বলে আসে—আর তুমি কি না তার সঙ্গে একবার ভাল করে কথাও কও না?

সুমতি। আজ ভাই, আমার মন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কিছুতেই ভাল করে কথা কইতে পারলুম না—আবার যে দিন আস্‌বেন, সে দিন ভাল ক'রে কথা কব।

জগৎ। ঐ রকম ক'রে তুমি তার প্রতি ব্যবহার কর্‌লে কি আর সে আস্‌বে? কোন্ ভদ্রলোক এ রকম সহ্য কর্‌তে পারে?

সুমতি। আচ্ছা ভাই, তিনি এলে আমি তাঁর পায়ে ধরে মাপ চাব। আমি বল্‌চি আমার অন্যায় হয়েছে।

জগৎ। শুধু অন্যায় হয়েছে, ভারি অন্যায় হয়েছে। দিন্‌কে দিন তোমার স্বভাবটা কেমন কঠোর হয়ে পড়্‌চে। আমি এত ক'রে সে শিশিটা চাইলুম, তুমি কিছুতেই দিলে না। জেহেনা একজন নতুন লোক, আমার কষ্ট দেখে তারও পর্য্যন্ত মায়া হল, আর তোমার কিছুই হল না। ভাগ্যিস জেহেনা ছিল, তাই —না না তা ঠিক নয়—সে কথা বল্‌চি নে—আমি আপনিই—

সুমতি। কি! জেহেনা তোমাকে শিশিটা এনে দিয়েছে না কি?—ভাই, তোমার কিসে ভাল হয়, আমার চেয়ে কি জেহেনা ভাল জানে?

জগৎ। না না, তা নয়—জেহেনা কিছু এনে দেয় নি—তোমার চেয়ে কি করে ভাল জান্‌বে?— না না, তা বল্‌চি নে,—এস, আমার কাছে এস, এইখানে বোসো। এতক্ষণ কেন আসনি?

সুমতি। (ক্রন্দন) ভাই—ভাই—আমি আস্‌বামাত্রই তোমার মুখ কেমন এক রকম হয়ে গেল— আমি তোমার কাছে এলে কি সুখী হও? আমি অত শীঘ্র না এলেই ভাল হত—বেশ গান শিখ্‌ছিলে— সুখে——

জগৎ। কাঁদ্‌চ কেন? এস এস, আমার কাছে এস—তুমি মনে কর্‌চ, তোমাকে আমি ভালবাসি নে? তুমি কি পাগল হয়েছ? এস এস আমার পাগলিনী আমার—এখনও কাঁদ্‌চ? ছি, কেঁদ না। এস চোখ্ মুছিয়ে দি (রুমাল দিয়া অশ্রুমোচন) ওহো, ভাল কথা—নবাবের ওখানে যেতে হবে যে, এই ব্যালা তার উদ্যোগ করি গে।

[তাড়াতাড়ি প্রস্থান।

সুমতি। দেখি শিশিটায় কিছু আছে কি না— কি সর্ব্বনাশ, সমস্তটাই খেয়েছেন দেখ্‌ছি, আচ্ছা, জেহেনা কি করে অমন বিষ এনে দিলে? ওর গুণ কি জেহেনা জানে না? তার জন্যই কি জেহেনার কাছে তিনি অষ্ট প্রহর থাক্‌তে ভালবাসেন? জেহেনা চলে গেলে তাই কি তিনি চারদিক্ শূন্য দেখেন? বুঝেছি —সব বুঝেছি। আমার কপাল ভেঙ্গেচে।

(আপন মনে গান)

রাগিণী পিলু।

বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়।
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা, সে সব পুরাণো কথা
মনে ক'রে দেয় শুধু, ভাঙ্গে এ হৃদয়।
প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার
আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর
প্রেম যদি ভুলে থাকো সত্য করে বল না কো
করিব না মুহূর্ত্তেরও তরে তিরস্কার।

তখনি তো বলেছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আরও কারে ভালবেসে, সুখী যদি হও শেষে,
তাই ভালবেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা, মিছে পেয়ো না কো ব্যথা,
পুরাণো প্রণয় কথা কোরো না স্মরণ।

[অঞ্চল দিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর উদ্যান।

রাজা। বল কি মন্ত্রি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ভারি আশ্চর্য্য, রাজকুমারী এবার কি ক'রে যে পালালেন, তা কিছুই ভেবে পাই নে—রক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলুম, রক্ষকেরা বল্লে যে, একজন দেবতা এসে হুকুম রাত্তিরে দ্বার খুল্‌তে বল্লেন—তারা ভয়ে দ্বার খুলে দিলে।

একজন রক্ষক। সত্যি, দেবতা বটে, তাঁর তিনটে চোখ আছে, কপালের চোখটা দপ্ দপ্ করে জ্বলে। হুজুর, আমি তো তাঁকে দেখে মূর্চ্ছো গিয়েছিলুম।

রাজা। স্বপ্নময়ী তো একজন দেবতার কথা সারাদিন বলে। কে সে দেবতা জানি না—কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

মন্ত্রী। যেমন এক দিকে শুভসিংহ বিদ্রোহী হয়েছে, তেমনি শুনেছি একজন সন্ন্যাসীও দেবতার ভান ক'রে চারিদিকে বেড়াচ্চে—আর লোকের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজন ক'রে দিচ্চে।

রাজা। সত্যি না কি?

একজন রক্ষক। মহারাজ, সে সন্ন্যাসী নয়, সে দেবতা—জাগ্রৎ দেবতা।

মন্ত্রী। চুপ্ কর্ বেয়াদব।—তা মহারাজ, তাকে ধরবার জন্যে আমি এত চেষ্টা কচ্চি, কিছুতেই পাচ্চি নে।

রাজা। মন্ত্রি, তবে এখন বিবাহের কি হবে? এমন যোগ্য পাত্র ঠিক্ হয়ে গেল—দিন পর্য্যন্ত স্থির হল, বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হচ্চে, এই সময় স্বপ্নময়ী পালালো।

মন্ত্রী। মহারাজ রাজকুমারীর আশা পরিত্যাগ করুন, তাকে ধরে রাখ্‌বার কোন উপায় নেই। আপনার অজ্ঞাতসারে একটা সুদৃঢ় কারাগারে তাকে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলুম, সেখান থেকে যখন—

রাজা। কি! কারাগার?—মন্ত্রি, তার তো কোন কষ্ট হয় নি?

মন্ত্রী। রাজকুমারীকে আমি কষ্ট দেব, আপনার বিশ্বাস হয়? তাঁর কোন কষ্ট হয় নি।

রাজা। অমন কারাগার থেকে পালিয়ে গেল? —তবে আর কোন আশা নেই। তবে এখন কি করি মন্ত্রি?—আমার এই বৃদ্ধবয়সে এত দূর যন্ত্রণা আমার অদৃষ্টে ছিল?—তবে এখন আর বিবাহের উদ্যোগ করে কি হবে?—এমন যোগ্য পাত্র পেয়েছিলেম—বল কি মন্ত্রি—ষড়দর্শন তার কণ্ঠস্থ—আর কি তেমন হবে—লোকে বলে টাক্—দাঁত উঁচু—কিন্তু তাতে কি এসে যায়?

মন্ত্রী। আমি তবে মহারাজ বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ স্থগিদ করে রাখি।

রাজা। কাজেই। কিন্তু দেখো মন্ত্রি, পাত্রটি এখনও যেন হাত-ছাড়া না হয়।

মন্ত্রী। না মহারাজ, তার জন্যে চিন্তা নেই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(নেপথ্যে গান-"দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাইয়ে।")

রাজা। (স্বগত) ঐ সেই গান—নিশ্চয় সে আস্‌চে। এমন আশ্চর্য্য মেয়েও দেখিনি—আপনার ইচ্ছেমত কখন্ যায়—কখন্ আসে, কিছুরই ঠিকানা নেই—ওকে ধরে রাখা অসম্ভব—১৫ ই দিনটা বড় ভাল—সে দিন আবার সম্রাটের জন্মদিন—সে দিন যদি ঠিক্ সময়ে আসে, তা হলে কোন আড়ম্বর না ক'রে তৎক্ষণাৎ বিবাহটা দিয়ে ফেল্লে হয়—আঃ, তা হলে বাঁচা যায়—১৫ ই তারিখে ঠিক সময়ে যাতে আসে, তাই বুঝিয়ে বলে দেখি—বিবাহের কথা বল্‌ব না, তা হলে নাও আস্‌তে পারে।

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ)

স্বপ্ন। (স্বগত) পিতার কি দোষ?—জননীর কথা আমার কাছ থেকে শুনে প্রথমে তো তিনি ভারি খুসি হয়েছিলেন, তার পর মন্ত্রী তাঁকে কি

বুঝিয়ে দিলে—আবার তাঁর মত ফিরে গেল। আর একবার তাঁকে বুঝিয়ে বলি (প্রকাশ্যে) পিতা, জননীর জন্যে তোমার সমস্ত ধন-রত্ন দিলে না? দেও না পিতা।

রাজা। তুই কি পাগল হয়েচিস্ স্বপ্নময়ী—কে তোকে এ সব কথা শেখালে?

স্বপ্ন। কেউ না পিতা, স্বয়ং দেবতা।

রাজা। সে কোন্ দেবতা বল্ দেখি?

স্বপ্ন। তিনি পিতা, সব জায়গাতেই আছেন।

রাজা। তুই তাঁকে দেখেছিস্?

স্বপ্ন। বল কি পিতা, আমি আবার তাঁকে দেখিনি? —আমি রোজ তাঁকে ফুল দিয়ে পূজা করি।

রাজা। তাঁর মন্দির কোথায়?

স্বপ্ন। কোথাও মন্দির নেই—আজ এখানে, কাল সেখানে, সর্ব্বত্রই তিনি আছেন। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না পিতা? যদি তিনি দেবতা না হবেন, তবে কি ক'রে আমাকে অমন কঠিন কারাগার থেকে অনায়াসে উদ্ধার করলেন?

রাজা। বোধ হয়, কোন দুষ্ট লোক তোকে ছলনা কচ্চে, তার কথায় ভুলিস্ নে মা, তা হলে বিপদে পড়বি।

স্বপ্ন। পিতা, অমন কথা বোলো না, তিনি অন্তর্য্যামী—এখনি জান্‌তে পারবেন—কি ক'রে বল্লে পিতা—তোমার একটুও ভয় হল না? একেই তো তিনি বলেন, তুমি দেশের শত্রু—যদি আবার জান্‌তে পারেন, তুমি তাঁকে মান না—তা হলে ভয়ানক হবে। তিনি রাগলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। তোমার পায়ে পড়ি পিতা, আর ও কথা বোলো না। তোমার সমস্ত ধন-রত্ন আমাকে দেও, তাঁর কাছে আমি নিয়ে যাই—তা হলে তিনি আর তোমাকে শত্রু মনে করবেন না—তিনি আমাকে এক দিন যে কথা বলেছিলেন, তা এখনও যেন স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চি।

"হোন্ দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,
দিন দেখি ধন-রত্ন স্বদেশের তরে,
রণ-ভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ,
তবে তো জানিব মিত্র দেশের—নতুবা
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু ভারতের,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু দেবতার,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা স্বয়ং শত্রু তোর।"

রাজা। দেখ স্বপ্ন, হয় তুই পাগল হয়েচিস, নয় তোকে কে ছলনা কচ্চে। আমি তোর শত্রু, এই কথা তোকে বুঝিয়ে দিয়েছে?

স্বপ্ন। আমি সত্য বলচি, এর একটা কথাও মিথ্যা নয় পিতা, এই বেলা তোমার ধন-রত্ন আমাকে দেও, না হলে দেবতা নিজে এসে যে দিন জোর ক'রে নিয়ে যাবেন, সে দিন কি ভয়ানক হবে—সেই কথা মনে হলে আমার ভারি ভয় হয়—পিতা, এই বেলা আমার কথা শোনো, তোমার শত্রু হয়ে আমাকে না আস্‌তে হয়—(ক্রন্দন)

রাজা। হা হা হা হা—তুই স্বপ্নময়ি আমার শত্রু হবি?—সেও এক তামাসা বটে, তুই আমাকে কি করে মারবি বল দেখি? হা হা হা—

স্বপ্ন। পিতা, তোমার পায়ে পড়ি, সে দিন যেন না আসে—সেই ১৫ই তারিখ—সে কথা আমার মনে হলে হৃৎকম্প হয়—ওঃ!

রাজা। ১৫ই তারিখে তোর দেবতা এখানে আস্‌বেন?

স্বপ্ন। হাঁ পিতা।

রাজা। তাঁর সঙ্গে তুইও আস্‌বি?

স্বপ্ন। হাঁ।

রাজা। আচ্ছা, তোর দেবতা আসুন বা না আসুন, তুই সেই দিন আসিস্, আর দেবতা যদি আসেন তো দেখব কেমন সে দেবতা।

স্বপ্ন। তবে নিশ্চয় সে দিনে আসতে হবে?—সে কি অশুভ দিন পিতা, তুমি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

রাজা। মা, সে দিন অশুভ নয়—সে ভারি শুভ দিন।

স্বপ্ন। হা! কি করলে পিতা?

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ১৫ই তারিখে তবে আস্‌বে—আর তবে কিসের ভাবনা—মন্ত্রীকে আবার তবে বিবাহের উদ্যোগ করতে বলে দি। বিবাহ দিয়েই এক জন ভাল চিকিৎসক আনিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে—বোধ হয়, মস্তিষ্কেরই রোগ। আ! ১৫ই তারিখ—সে দিন কি আনন্দেরই দিন—সে দিন আস্‌বামাত্র তৎক্ষণাৎ বিবাহ দিয়ে দেব—মন্ত্রি—মন্ত্রি—কে আছিস্, শীঘ্র মন্ত্রীকে ডেকে দে—

(রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[রক্ষকের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। এখনি আবার বিবাহের উদ্যোগ করতে বলে দেও।

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ! রাজকুমারী কি এসেছেন?

রাজা। হাঁ, স্বপ্নময়ী এসেছিল, সে আমাকে কথা দিয়ে গেছে ১৫ই তারিখে আস্‌বে—তাকে ধরে রেখে কোন ফল নেই—সে যখন বলে গেছে আস্‌বে, তখন অবশ্যই আস্‌বে।

মন্ত্রী। তবে কি আবার উদ্যোগ করতে বল্‌ব?

রাজা। হাঁ—এখনি এখনি—শীঘ্র যাও—আর তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে ডাক্‌তে পাঠাও—আর দেখ, পাত্রটি তো ঠিক্ আছে?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। সে সব ঠিক্ আছে।

রাজা। দাঁত উঁচু—মাথায় টাক্—তাতে কি এসে যায়—এতো বরং ভালো লক্ষণ—বল কি বড়-দর্শন একেবারে কণ্ঠস্থ, আর কি চাই—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর অন্তঃপুর

সুমতি ও জেহেনা

সুমতি। কেন ভাই, উনি আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কন না?—কাছে গেলে বিরক্ত হন? আমি কি করেছি?—(ক্রন্দন)

জেহেনা। তা আমি কি ক'রে জান্‌ব, তোমার হল স্বামী, তাঁর মনের কথা আমি কি ক'রে জান্‌ব বল—

সুমতি। তোমার সঙ্গে সে দিন ভাল ক'রে কথা কইনি ব'লে কি তুমি ভাই রাগ করেছিলে?—আমাকে ভাই মাপ কোরো—আমার মন সে দিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কথা কইতে পারি নি।—উনি সেই জন্য আমাকে ধম্‌কাচ্ছিলেন।

জেহেনা। তুমি কথা কওনি বলে আমি রাগ কর্‌ব কেন?—আমি জানি, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার সঙ্গে কথা কইতে লোকের ভাল লাগবে কেন? আমার কি গুণ আছে যে ভাল লাগ্‌বে?

সুমতি। তোমার ভাই আবার গুণ নেই?—তোমার সঙ্গে আবার কেউ কথা কয় না? উনি তোমার সঙ্গে কথা কইতে কত ভালবাসেন—তুমি যতক্ষণ থাক, উনি কেমন সুখে থাকেন। ঐ যে ভাই উনি আস্‌চেন। আমি চল্লেম।

জেহেনা। যাচ্ছ কেন ভাই! থাক না—তুমিও গান শিখবে এখন।

সুমতি। না ভাই, কাজ নেই।

[সুমতির প্রস্থান।

(জগৎরায়ের প্রবেশ)

জগৎ। (স্বগত) না, আজ আর নবাবের ওখানে যাব না, কাল যাব। আর বোধ হয় রহিমের কথাই সত্যি—বিদ্রোহ সব মিথ্যে। আর যদি বা সত্যি হয়, আজ না গেলে কি ক্ষতি? আজ জেহেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাল যাব—নিশ্চয় কাল যাব। এই যে জেহেনা (প্রকাশ্যে) ও কি! কাঁদচ কেন জেহেনা? কি হয়েছে? বল না কি হয়েছে?

জেহেনা। (ক্রন্দন করত) রাজকুমার, আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা কি তুমি জান না?

জগৎ। সে কথা শুনেছি বৈ কি। সে কথা শুনে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, কি করবে বল জেহেনা—আহা, রহিমের মত লোক আর হবে না, কিন্তু এত দিনেও তোমার শোক কি একটুও কম্‌ল না? কি কর্‌বে বল—সকলই অদৃষ্ট—

জেহেনা। রাজকুমার! আমি জানি—আমি জানি, সকলই আমার পোড়া অদৃষ্টের ফল। তবু জেনে শুনেও প্রাণটা কেমন থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। কিছুতেই নিবারণ কর্‌তে পারি নে। আবার যখন ভাবি, ত্রিসংসারে আমার আর কেউ নেই, কোথায় যাই, কার আশ্রয়ে থাকি, একলা স্ত্রীলোক, তখন—(ক্রন্দন)

জগৎ। জেহেনা, তোমার কোন ভাবনা নাই—আমি তোমাকে আশ্রয় দেব—তুমি মনে কর্‌চ

ত্রিসংসারে তোমার কেউ নেই ? তা মনে ক'রো না—জেহেনা, তোমার জন্তে আমি কি না করতে পারি ?—জেহেনা, তুমি কেঁদো না—তোমার হাতখানি দেখি—(দুজনে হাতে হাত দিয়া নিস্তব্ধভাবে উপবেশন)

(অন্তরালে সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। (অন্তরাল হইতে স্বগত) আমার মাথা ঘুরুচে—আর পারি নে—কেন মরতে শুনতে এলুম ?—যদি শুন্‌লুম তো শেষ পর্য্যন্ত শুনি—কিন্তু আর যে পারি নে—বুক যে ভেঙ্গে গেল—ও !—ও !—যাই যাই—না, আর একটুখানি—

জেহেনা। রাজকুমার, আমাকে কি ক'রে আশ্রয় দেবে ? আমি যে মুসলমানী—তা হলে তোমার যে নিন্দে হবে—জাত যাবে—আমার যাই হোক্, তোমাকে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারব না—বিশেষতঃ আমার সখী একেই আমাকে দেখতে পারেন না—আবার যখন তিনি শুনবেন, একজন মুসলমানীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তা হলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে ? তা হলে কি অপমান ক'রে আমাকে তিনি তাড়িয়ে দেবেন না ? না রাজকুমার, তায় কাজ নেই—আমার পোড়া অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে (ক্রন্দন)।

জগৎ। কি জেহেনা ? আমার স্ত্রী তোমাকে তাড়িয়ে দেবে ? তা কখনই মনে ক'র না—তাকে আমি বুঝিয়ে বলব—তোমার জন্ম জেহেনা আমি কি না করতে পারি—আমার কুল যাক্, মান যাক্, জাত যাক্, সব যাক্—তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

জেহেনা। রাজকুমার, সকল পুরুষই প্রথমে ঐ রকম ক'রে বলে থাকে—কিন্তু কিন্তু—আচ্ছা রাজকুমার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার স্ত্রী যখন মুখ ভারি ক'রে এসে আমার নামে তোমার কাছে কত কি বলবে, তখন কার কথা তোমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যাবে একবার ভেবে দেখ দিকি ? না রাজকুমার, তাঁকে কষ্ট দেব কেন ? আমিই চলে যাব (ক্রন্দন)—

জগৎ। জেহেনা, তুমি যেও না—আমার কথা শোনো, যেও না—আমি তোমার জন্তে আলাদা বাড়ী ক'রে দেব—যাতে তুমি সুখে থাক, আমি তাই করব—আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কোন সংস্রব থাক্‌বে না—তাঁর রাগ করবার তো কোন কারণ নেই—একজন অনাথাকে কি আমি আশ্রয় দেব না ? তিনি তাতে কি বলতে পারেন ?

জেহেনা। রাজকুমার, তুমি বুঝচ না—আমি থাকলে কখনই তাঁর ভাল লাগবে না—রাত-দিনই তিনি মুখ ভার করে থাক্‌বেন—সে ভারি কষ্টকর হবে—

জগৎ। মুখ ভার ? তা হতে পারে—কিন্তু তাতে কি ? কিছু দিনের পর সব সয়ে যাবে; কিন্তু জেহেনা, তোমাকে মিনতি কচ্চি, তুমি যেও না। তুমি একলা অনাথা স্ত্রীলোক কোথায় যাবে ? সংসার বড় কঠোর স্থান—কে তোমাকে দেখবে শুনবে ? কে তোমার যত্ন করবে—

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। (কাঁপিতে কাঁপিতে জগতের পদতলে পড়িয়া) নাথ—আমার প্রভু—আমার দেবতা—আমার জন্যে কিসের বাধা ? আমি এখনি চলে যাচ্চি—আমি ক্ষুদ্র কীটেরও অধম—তুমি আমার দেবতা—তোমার সুখে আমি বাধা দেব ? নাথ, তা মনেও ক'র না—আমি একটুও বাধা দেব না—আমি অনায়াসে সব সহ্য করব—আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম, যাতে আমার মুখ ভার না হয়—কিন্তু কিছুতেই পারি নি—নাথ, কি করব বল—জেহেনা, কি করব বল—আমি জানি, আমার এই অন্ধকার মুখ তোমাদের সুখের হন্তারক—কিন্তু আর ভয় নেই, আমি যাচ্চি, এ মুখ আর দেখতে হবে না (উঠিয়া গমন)।

জগৎ। ও কি ও ? ও কথা কেন বলচ ?—তুমি যাবে কেন ? তুমি যাবে কেন ?—সে কি—

জেহেনা। তুমি কেন যাবে ভাই, আমিই যাচ্চি।

সুমতি। তুমি অনাথা স্ত্রীলোক, তুমি কোথায় যাবে জেহেনা ? সংসার বড় কঠোর স্থান—কে তোমাকে তা হ'লে দেখ্‌বে শুনবে ?—কে তোমাকে যত্ন করবে ?—আর তুমি গেলে ওঁকেই বা কে যত্ন করবে ?—আমি চল্লেম, তোমরা ভাই সুখে থাক। (স্বগত) যে দিকে দু চোখ যায়, সেই দিকেই চলে যাই—অরণ্য, মরু, শ্মশান কোথাও আর ভয় নেই।

জগৎ (উঠিয়া) যেও না, যেও না—ও কি কর—

[স্বমতির প্রস্থান।

জেহেনা। রাজকুমার, তুমি ওঁকে ধরে আনো, আমিই চলে যাই—

জগৎ। না জেহেনা, তুমি থাকো—আমি বুঝিয়ে বল্লেই সব মিটে যাবে।—(স্বগত) আমাদের কথা সব শুনতে পেয়েছে—এখন বুঝিয়ে বলিই বা কি? যে কথা আমি বলিছি, তা শুনলে কি আর রক্ষা আছে?—আমি কি ক'রে তার কাছে মুখ দেখাব? নিশ্চয়ই আমাদের সব কথা শুনতে পেয়েছে: (প্রকাশ্যে) সে শিশিটা কোথায়—সে শিশিটা কোথায়?

জেহেনা। এই যে রাজকুমার! (মদের শিশি প্রদান)

জগৎ। আ! সকল রোগের মহৌষধ—(পান) স্বমতি আর কোথায় যাবে? আবার ফিরে আস্‌বে—যাক্, চুলোয় যাক্—এখন জেহেনা, তুমি একটা গান গাও দিকি—আমি তা হলে সব ভুলে যাব—আমি তো তাকে কিছু বলি নি, আপনি যদি চলে যায় তো আমি কি কর্‌ব—না, আমি তাকে নিয়ে আসি গে যাই, আহা বেচারা—জেহেনা, তুমি কাঁদচ?

জেহেনা। রাজকুমার, আমিই তোমার কষ্টের কারণ—কেন আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল—আমার সংস্রবে যে আস্‌বে, সেই অসুখী হবে—সকলই আমার অদৃষ্ট—না রাজকুমার, আর আমি এখানে আস্‌ব না—তুমি সখীকে ডেকে আনো। (ক্রন্দন)

জগৎ। না জেহেনা—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না—তুমি এখানে থাক—তুমি যাতে সুখে থাক, তাই আমি কর্‌ব, তোমার কষ্ট হবে না। একটা গান গাও না জেহেনা।

জেহেনা। রাজকুমার, এই কষ্টের সময় আর কি গান গাব? আচ্ছা একটা দুঃখের গান গাই—

(গান)

সিন্ধু

সজনি লো বল কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না,
সহে না যাতনা, সহে না যাতনা।
এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি না।

জগৎ। না জেহেনা, বিষের কথা মনেও এনো না—এসো, তোমার একটা থাকবার বন্দোবস্ত করে দি। (স্বগত) দেখি স্বমতি কোথায়—কিন্তু সে সব কথা লুকিয়ে শুনেছে—কি ক'রে তার কাছে মুখ দেখাব? জেহেনাকেই বা কি করে ছাড়ব—আমি তো তাকে তাড়িয়ে দিই নি—সে যদি আপনি চলে যায় তো আমি কি করব।—যা হবার তা হবে, (প্রকাশ্যে) এসো জেহেনা।

[জেহেনা ও জগতের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেলকোষা বন

সুরজমল ও শুভসিংহ।

সুরজ। শুনতে পাচ্ছি রহিমের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাহা দ্বারা যে কাজ হবার কথা ছিল, সে তা করে গেছে।

শুভ। তাহা দ্বারা আবার কি কাজ হবে? আমি তো তার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি। সে নাকি নবাবের ওখানে গিয়েছিল?—সেখানে তার কি প্রয়োজন?

সুরজ। সে মশায় আমাদের অনেক কাজ এগিয়ে দিয়েছে। রাজকুমার জগৎরায় বিদ্রোহের আশঙ্কা করে নবাবকে সংবাদ দেবার জন্য তাঁর নিকট যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন; কিন্তু রহিম তাঁর যাবার পূর্ব্বে নবাবের মনে অন্যরূপ বিশ্বাস জন্মে দেবার উদ্দেশে অগ্রেই সেখানে গিয়েছিলেন—সেই খানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এইরূপ জনরব।

শুভ। তাতে আমাদের কাজ কি এগোলো? জগৎরায় নবাবের ওখানে এখনও তো যেতে পারেন। আর গেলেই বা কি? আমার ইচ্ছে, এই সকল হীন ছল-কৌশল ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যরূপে মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করি। আমাদের ধর্ম্মের বল—আমাদের অনন্ত উৎসাহের বল—আমরা অল্পলোক হলেও অসংখ্য অত্যাচারী মোগলদের উপর জয় লাভ কর্‌তে পারব, আমার এই বিশ্বাস। কিন্তু এই রকম ছলনা ক'রে ক'রে আমাদের সে ধর্ম্ম-বল হ্রাস হয়ে আসচে—আমাদের উৎসাহের খর্ব্ব হচ্চে—কার্য্যকালে আমরা কিছুই করতে পারব না। আর আমি এ রকম ছদ্মবেশে থাক্‌তে পারি নে সুরজ।

সুরজ। মহাশয়, আর কিছু কাল ধৈর্য্য ধরে থাকুন। যতক্ষণ না আমাদের অর্থসংগ্রহ হচ্চে, ততক্ষণ জয়ের কোন আশা নাই। আর সমস্তই প্রস্তুত। ১৫ই তারিখও নিকটবর্ত্তী—সেই দিন বর্দ্ধমানের রাজকোষ লুঠ করেই আমরা মোগল-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব। জগৎরায়কে আমাদের ভয় ছিল, কিন্তু রহিমের কৌশলে জগৎরায় বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্চেন—এখন আর কোন ভয় নেই।

শুভ। সে কি! জগৎরায় নিদ্রিত? আমার ইচ্ছে ছিল, তাঁর সঙ্গে একবার আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ছেলেব্যালায় আমরা এক গুরুর কাছ থেকে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেম। আমি প্রায় তাঁর কাছে হেরে যেতেম—কিন্তু এখন একবার আমি দেখ্তে চাই—কে হারে কে জেতে। সত্যি, জগৎ বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রিত? তার সঙ্গে সে দিন তবে দেখা হবে না?—কিন্তু সুরজ, আমি তোমাকে আগে থাক্তে বলে রাখ্ছি—জগতের সঙ্গে দেখা হলে আমি দেবতার ভান করতে পারব না। আমার ছেলেবেলাকার সখা—তার সঙ্গে আমি দেবতার ভান করব? কি লজ্জার কথা! আমি কি করে তার কাছে দেবতা বলে পরিচয় দেব? সে মনে করবে, আমার নিজের কোন পৌরুষ নেই, কেবল দেবতার ভান ক'রে ছলনা ক'রে আমি জয়লাভ কচ্চি। সে তা হলে আমাকে কতই না উপহাস করবে। না, আর যার কাছেই করি না কেন, তার কাছে আমি কখনই দেবতার ভান করতে পারব না।

সুরজ। সে ভয় আপনাকে করতে হবে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি রহিমের স্ত্রী জেহেনাকে নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে, তাঁর স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন। এ সমস্তই রহিমের কৌশল।

শুভ। (স্বগত) কি! জগৎ তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন? আর আমাদের চক্রেই এই সমস্ত ঘটেছে? আমরাই একটি পরিবারের সর্ব্বনাশের কারণ? আমাদের জন্যে এক জন সাধ্বী স্ত্রী অনাথা হল? পৌরুষ গেল, বীরত্ব গেল, মনুষ্যত্ব গেল, শেষে কি না এক জন স্ত্রীলোকের আশ্রয়ের উপর আমাদের জয়লাভ নির্ভর করচে?—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নির্ভর করচে?—এরূপ জয়লাভে আমাদের কাজ নাই—এরূপ স্বাধীনতাতে আমাদের কাজ নাই। বীরের মত, পুরুষের মত, মনুষ্যের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করতে পারি তো ভাল, নচেৎ দেশ-উদ্ধার—স্বাধীনতা সমস্তই রসাতলে যাক্।

সুরজ। মশায়, ভাবচেন কি? এখন কাজের সময়, আসুন, সব উদ্যোগ করা যাক্—

শুভ। সুরজ, তুমি যাও—আমি আস্‌চি। (চিন্তা)

সুরজ। যে আজ্ঞা। (স্বগত) শুভসিংহের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না—ছলনা না করলে কি উপায় আছে? তা বুঝ্বে না—মাঝে মাঝে এক একবার ক্ষেপে ওঠে—আর দিন কতক থামিয়ে রাখ্তে পারলে হয়, তার পর দেখা যাবে—

[সুরজের প্রস্থান।

শুভ। (স্বগত) আমি কি কচ্চি? দেশ উদ্ধারের এই কি প্রকৃষ্ট উপায়? প্রতারণা করা কি আত্মার হত্যা নয়?—আত্মার যদি বল গেল তো কিসের বলে যুদ্ধ করব—অন্যায়ের বিরুদ্ধে—অধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শেষে কি না নিজেই আমি অধর্ম্ম আচরণ কর্‌চি? আমার জন্যই এক জন সতী স্ত্রীর এই দুর্দ্দশা হল, অথচ আমি নিশ্চিন্ত আছি—ধিক্!—না, আর পারি না—এই হীন ছদ্ম-বেশ ত্যাগ ক'রে প্রকাশ্যভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি—সুরজমলের কথা আর আমি শুন্‌তে চাই না—জগৎরায়কে বলে পাঠাই—সে ১৫ই তারিখের জন্য প্রস্তুত থাকুক—আমি হীন তস্করের ন্যায় অন্ধকারে আক্রমণ কর্‌তে চাই নে। স্বপ্নময়ী কখন্ আসবে?—তাকে বলি, আমি দেবতা নই—না, আর দুই এক দিন পরে—তাকে আমি বল্‌বই—এখন জগৎরায়কে জাগাতে হবে—আহা! সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ!—তাঁর চখের তপ্ত অশ্রু কি আমাদের উপর জলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করবে না? সেই শাপে কি আমাদের সমস্ত চেষ্টা—সমস্ত কার্য্য ধ্বংস হয়ে যাবে না?—ঐ যে স্বপ্নময়ী আস্‌চে। আহা, কবে ঐ সরলার কাছে মন খুলে বল্‌তে পার্‌ব যে, আমি ওর দেবতা নই, ওই আমার হৃদয়ের দেবতা—না, এখনও না—দেব, বল দাও, সুখের প্রলোভন হতে আমাকে রক্ষা কর।

("দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাইয়ে"
এই গান গাহিতে গাহিতে স্বপ্নময়ীর প্রবেশ)

স্বপ্ন। (স্বগত) এই যে আমার দেবতা—কি উপায়ে দাদার আবার চেতনা হয়, দেবতাকে জিজ্ঞাসা করি—আহা, সুমতির দুঃখের কথা শুন্‌লে দেবতারও দুঃখ হবে। (শুভসিংহকে প্রণাম)

শুভ। স্বপ্নময়ি এ কি আজ অমঙ্গল হেরি,
জগৎ তোমার ভ্রাতা আজি এ দুর্দ্দিনে
প্রমোদে বিলাসে মগ্ন—একি দুরদশা!
এক দিকে মায়াবিনী কলঙ্কী জেহেনা
হাসিতেছে অট্টহাসি নিষ্ঠুর উল্লাসে,
অন্য দিকে পতিপ্রাণা দুখিনী সুমতি
অনাথিনী পথে পথে করিছে ভ্রমণ;
এ তো আর সহে না রে, যা রে স্বপ্নময়ি,
জাগা রে ভ্রাতারে তোর—যা' রে শীঘ্র করি,
বল্ তারে এই কথা—দেবের আদেশ—
"ধিক্ ধিক্ ধিক্ ভ্রাতা, ওঠ শীঘ্র ওঠ,
ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ-উল্লাসে—
নহে উহা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
ভেঙ্গে ফেল বীণা বেণু, ছিঁড়ে ফেল মালা,
চূর্ণ কর সুরা-পাত্র, নিভাও প্রদীপ,
বাঁধ কটিবন্ধ তব, লও তলোয়ার,
আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি,
বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে,
জ্বলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ,
সেই দিন সেই তিথি যেয়ো সেথা যেয়ো!"

স্বপ্ন। দেব, আজি জানিলাম অন্তর্যামী তুমি
অনাথার নাথ প্রভু দয়ার সাগর,
কি আর বলিব—হ'ল কণ্ঠরোধ—
এখনি যাইয়া আমি পালিব আদেশ।

[শুভসিংহের প্রস্থান।

(সুমতির প্রবেশ)

স্বপ্নময়ী। ভাই সুমতি, আমি দাদার কাছে এখনি যাচ্ছি—দেবতার প্রসাদে তোমার দুঃখ শীঘ্র ঘুচ্‌বে—

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।

সুমতি। স্বপ্নময়ি, যেও না ভাই, আমার কথা তাঁকে কিছু বোলো না—আমার যা হবার তা হয়েছে—আমার জন্যে তাঁর সুখে যেন বাধা না পড়ে—

(আপন মনে গান

খট্।

বলি গো সজনি, যেও না যেও না—
তার কাছে আর যেও না যেও না.
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক্,
মোর কথা তারে বোল না বালা।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনি
তার সুখে সঁপিয়ে জালা।

[গাইতে গাইতে সুমতির প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শুভসিংহের কুটীরের নিকট গ্রাম্য-পথ।

ইতর লোকদিগের প্রবেশ।

১। এবার ভাই বড় ধুম। যে দিনে বাদ্‌শার জন্মদিন, সেই দিনই রাজার মেয়ের বিয়ে শুন্‌চি।

২। এমন ধুম তো আমার বয়সে দেখিনি। এখনও ১৫ ই আসেনি, এর মধ্যেই নহবৎ বসে গেছে। আর, নাচ-তামাসা হচ্চে, গান-বাজনা হচ্চে, ভারি ধুম।

১। তুমি ভাই সেখানে গিয়েছিলে নাকি?

২। গিয়েছিলুম বৈ কি, আজ আবার যাচ্চি। সে তো কম দূর নয়, আজ না রওনা হলে সময়মত পৌঁছুতে পারব কেন? সমস্ত নগরে আমায় দীপ জ্বালাতে হবে, আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

৩। আমাকেও ভাই ফুলমালা যোগাতে হবে।

১। তোমরা ভাই এই হাঁগামায় খুব লাভ করে নিলে যা হোক্।

২। তা ঈশ্বরের ইচ্ছে কিছু পাওয়া যাবে বটে, তুমি কি জন্য যাচ্চ ভাই?

১। আমি এম্‌নি যাচ্চি—তামাসাটা ভাই দেখ্‌ব না?—বাদ্‌শার দরবার, আবার রাজার মেয়ের বিয়ে—বল কি? আমাদের গ্রামের আর সবাই চলে গেছে—ছেলে-পিলে ঝি-বৌ সবাই—আঃ, তাদের আমোদ দেখে কে—তোমায় বল্‌ব কি, তাদের এ কয় রাত্তির আহ্লাদে ঘুম হয় নি।

২। তা আমোদ হবে না গা, বল কি!

৩। এবার শুমুচি ভারি ঘটা করে আতসবাজি হবে।

১। শুমুচি না কি একটা হিন্দুর মন্দিরের ঠাট্ করে তাতে বাজি পোড়াবে।

২। ঐ জন্যই তো ভাই রাগ্ ধরে—হিন্দুর মন্দির নিয়ে টানাটানি কেন? পোড়াতে হয় মস্‌জিদ্ পোড়াক্ না—

১। তা ভাই যায় যে ধর্ম্ম। আমাদের হিন্দুর রাজত্বি হ'লে আমরাও মস্‌জিদ পোড়াতেম।

৩। যা খুসি করুক্ না দাদা, ও-সব কথায় কাজ কি, আমাদের কিছু লাভ হলেই হল। এখন চল। সময় চলে যায়—জয় বাদ্‌শার জয়—

২। না, তাই বল্‌চি, এত জিনিস্ থাকতে হিন্দুর মন্দির পোড়াবার দরকারটা কি?—চল ভাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

(শুভসিংহের প্রবেশ)

শুভ। (স্বগত)—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর,
অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার,
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে,
সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস,
মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায়
হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি,
ভারতের আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর,
অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়েছ সুবর্ণ আসনে,
যুধিষ্ঠির রাজা ভারত-শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে,
আর্য্যকবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—
ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়,
ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—
কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন
লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি,
ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা,
কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে
কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি,
সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান,
কিছুতে জাগেনি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে,
সমস্ত ভারত তুলিছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি,
স্বর্গ রসাতল জয়-নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি,
তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!
মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া,
মোগল-চরণে লোটাতে শির
অই আসিতেছে জয়পুররাজ,
ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ,
আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর

হা রে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল-রাজের বিজয়-রবে ?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি,
আমরা ধরিব আরেক তান।

(সুরজের প্রবেশ)

সুরজ। কি ভাবচেন মশায় ? আজ আসুন যাত্রা করা যাক্, নইলে ঠিক দিনে পৌছিতে পারা যাবে না।

শুভ। আমি প্রস্তুত। আমাদের দল বল কৈ ?

সুরজ। তারা এল বলে—ঐ আসচে।

(কতিপয় অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত বাগ্‌দি চোয়াড়ের প্রবেশ ও শুভসিংহকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম।)

সুরজ। এস এস—তোমাদের জন্য প্রভু অপেক্ষা কচ্ছেন।

বাগ্‌দি। আমরা তো প্রভু হাজির আছি, যা হুকুম করুবেন, আমরা তাই করুব—কোন্ বাড়ী লুঠ করুতে হবে ? বলুন এখনি যাই। আমাদের ঠাকরণ কৈ ? তিনি তো এখনও আসেন নি—

সুরজ। তিনি পথে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

বাগ্‌দি। হাঁ প্রভু, আমাদের ঠাকরণকে চাই, তিনি সামনে থাকলে আর আমাদের কিছুই ভয় নেই।

একজন। তিনি সাক্ষেৎ ভগবতী—

একজন। তিনি আমাদের মা।

(রাজবাড়ীর কতিপয় পাইক সঙ্গে লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ।)

সর্দ্দার। ঐ সেই সন্ন্যাসী, ওকে ধরুতে আবার ভয় কি—তুই ভারি ভীতু, তুই এগো না—

১। "এগো না এগো না" বলা সহজ, তুমি এগোও দিকি—বাবা রে, কপালের চোখটা জলুচে দেখ—

২। আচ্ছা ভাই, আমি যাচ্চি—

সর্দ্দার। ভালা মোর ভাই রে, তুমি এগোও তো—ভয় কি—আমি পিছনে আছি।

৩। তুমি হচ্চ সর্দ্দার, তুমি এগোলেই আমরা সবাই পিছনে পিছনে যাব। তুমি এগোও না দাদা।

অন্য পাইক। হাঁ, এই ঠিক কথা—এই ঠিক কথা। সর্দ্দার এগোলেই আমরা যাব।

সর্দ্দার। না না, তা হবে না—আমি এগিয়ে গেলে চলুবে কেন—তোরা পালালে আট্‌কাবে কে ? না, আমি একজনকেও পালাতে দেব না—মন্ত্রী মশাই কি তা হ'লে আমার মাথা রাখবেন ?—ভয় কি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমরা এগোও—ভালা মোর জোয়ানরা সব—এগোও—তলোয়ারের এক ঘায়ে ওকে এখনি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'বে ফেলুবো—না হ'লে আমার নাম নিধিরাম সর্দ্দার নয়——

সুরজ। মশায় সাবধান, রাজ-বাড়ীর সৈন্য আমাদের ধরুতে এসেছে, দেখচেন না উঁকি ঝুঁকি মারুচে—

শুভ। দূর আকাশের তলে, ওই যে রতন জ্বলে
আনিতে কে যাবি তোরা
এই বেলা আয় রে—
মায়ের আঁধার ভালে পরাবি ও রত্নখানি,
কে আসিবি আয় তোরা
মিছা দিন যায় রে।
সুমুখে দুর্গম পথ, প্রত্যেক কণ্টক তার
মাড়াইতে হবে বটে
রক্তময় চরণে
কিন্তু রে কিসের ভয়, আসুক সহস্র বাধা,
মাতৃমুখ উজ্জ্বলিবি,
কি ভয় রে মরণে।

বাগ্‌দিগণ। আমরা সবাই যাব—আমরা সবাই যাব।—কি ভয় রে মরণে—মা কালীর জয়—মহা-প্রভুর জয় !—ভগবতীর জয়—

সুরজ। রাজবাড়ীর সৈনিকেরা প্রভুকে ধরুতে এসেছে—তোমরা পথ পরিষ্কার কর—

বাগ্‌দিগণ। কি ! আমরা থাক্‌তে আমাদের প্রভুকে ধরুবে ? ধর্—ধর্—মার—মার—(কোলাহল)

পাইকগণ। পালা রে পালা রে—মেলে রে মেলে রে—আমাদের সর্দ্দার কোথায় ? ও নিধিরাম—ও নিধিরাম, সর্দ্দার পালিয়েছে রে পালিয়েছে—

ব্যাগ্‌দিগণ। মার্‌—মার্‌—ধর্‌—ধর্‌—
[মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান ও পাইক-
দিগের পলায়ন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জগৎরামের উদ্যান-বাটী।

জেহেনা ও জগৎরায় মছলন্দ বিছানার উপর
গের্দা ঠেসান দিয়া পাশাপাশি আসীন।
মদের পেয়ালা সম্মুখে—

জগৎ। জেহেনা, তুমি একটু খাও—(মদের পেয়ালা জেহেনার মুখের নিকট ধারণ)

জেহেনা। আমার নেশা হয়েছে—আর ভাই না—আচ্ছা, তুমি দিচ্চ, একটু খাই (পান)

জগৎ। (জেহেনার হস্ত ধরিয়া) জেহেনা, তোমার তো কোন কষ্ট নেই?—তোমার এখানে ভাল লাগ্‌চে তো?

জেহেনা। জগৎ, ছি ভাই—ও রকম করে আমাকে কষ্ট দিও না—ও কথা বল্লে বরং আমার কষ্ট হয়—তোমার কাছে আবার আমার কষ্ট? তবে, তোমার বোধ হয় ভাল লাগচে না, তাই ও কথা তোমার মনে হয়েছে।

জগৎ। আমার আবার ভাল লাগ্‌বে না?—জেহেনা তোমাকে আর কি বল্‌ব—এ স্বর্গ-সুখ। মনে করচ, আমি সুমতির কথা ভাবি? একবারও না। আমি তো তাকে যেতে বলিনি—সে যদি আপনি যায় তো আমি কি করব। (মদ্যপান) সে কথা থাক্‌—জেহেনা, তুমি একটা গান গাও—

জেহেনা। (গান)

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর,
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(সেথা) জোছনা ফুটে,
তটিনী ছুটে,
প্রমোদে কানন ভোর।
এস এস সখা এস গো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর।
এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ
দেখিব দুজনে মনের খেলা রে—
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধ আধ ঘুম-ঘোর।

জগৎ। (মদ্য পান করিয়া) আহা! কি কথাই বলেছে—

"প্রাণে রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধ আধ ঘুম ঘোর"

ঠিক্—ঠিক্—আচ্ছা জেহেনা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?—তুমি আমাকে সত্যি কি (চমকিত হইয়া) জেহেনা, দেখ, দেখ—ও কে?—ও কে?—সুমতির মত কাকে দেখ্‌লুম—কে ও?—কে ও?—

জেহেনা। কৈ? কৈ?—জগৎ তুমি পাগল হয়েছ, তোমার মনের ভিতর সারা দিন সুমতি জাগ্‌চে কিনা তাই—

জগৎ। না জেহেনা, আমি পাগল হই নি, সত্যি সুমতি—এখানে কেন? এখানে কেন?—এ কি!—এখানকার সন্ধান কোথা থেকে পেলে?

জেহেনা। তাই তো!—এ কি!—

(সুমতির প্রবেশ ও দূরে দণ্ডায়মান)

জেহেনা। সখি এসো, অনেক দিনের পরে তোমাকে দেখ্‌ছি—

জগৎ। এসো না—কোথায় ছিলে এত দিন?—বোসো না। তুমি চল, আমি যাচ্চি—বস্‌বে কি?

জেহেনা। সখি, বস্‌বে না?

জগৎ। সুমতি, তুমি দাঁড়িয়ে কেন?—আমি উঠ্‌ব? আমাকে গোপনে কিছু বল্‌বে?

সুমতি। (গান)

রাগিণী সর্ফর্দা।

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি,
ছাখো বা না ছাখো আমায় দেখিব ও মুখখানি।
মনে করি আসিব না, এ-মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কথা,
সাধিব না কাঁদিব না—যাব এখনি।
যেথাই আছো সেথাই থাকো, আর কাছে যাব
নাকো,
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু—দেখেই যাব অমনি।

[সুমতির প্রস্থান।

জগৎ। (স্বগত) এ কি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!—যাই এইবার বুঝিয়ে বলি গে—কি বোঝাব?—বোঝাবার আছে কি?—কিন্তু কিন্তু——

জেহেনা। জগৎ, আমি তোমাকে কতই কষ্ট দিলুম, এ হতভাগিনীর সঙ্গে কেন তোমার দেখা হয়েছিল? বেশ সুখে থাক্‌তে, আমিই তোমার সুখ নষ্ট করেছি, যাই এখনি আমি সখীকে ডেকে আন্‌চি, আমাকে বিদায় দেও (ক্রন্দন)

জগৎ। সে কি জেহেনা, আমার কোন কষ্ট নেই। কেমন আমরা সুখে ছিলুম, মাঝ-থেকে একটা ব্যাঘাত হল, তাই মনটা কেমন এক রকম হয়ে গেল—আসলে কিছুই নয়, এখনি সব সেরে যাবে। জেহেনা, তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না, (মদ্যপান) এই দেখ আমার সব সেরে গেছে—কৈ সে নাচ-ওয়ালীরা কোথায়?—এখনও এল না কেন? এইবার নাচ হোক, আজ সমস্ত রাত নাচ-গান হবে, জেহেনা, তুমিও একটু খাও—(মদিরার পেয়ালা জেহেনার মুখে ধারণ)

জেহেনা। (পান করিয়া) ঐ যে নাচ-ওয়ালীরা এসেছে।

(নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ)

জগৎ। তোমরা আর বস্‌তে পারবে না, নাচ আরম্ভ করে দেও—এখনি—এখনি—আর দেরি না —একটা সুখের গান—একটা সুখের গান—শীঘ্‌ঘির শীঘ্‌ঘির—

জেহেনা। এ তোমার ভাই অন্যায়—অত দূর থেকে এসেছে, ওরা একটু বস্‌বে না?—বোসো তোমরা, একটু বোসো।

জগৎ। বস্‌বে? আচ্ছা বোসো।

জেহেনা। (কর্ণমূলে মৃদুস্বরে) দেখেছ ঐ ছুঁড়িটার ঠোঁট্‌ কি মোটা?

জগৎ। হাঁ, ঠোঁট্‌টা মোটা বটে।

জেহেনা। আর দেখেছ, ওর দাঁত উঁচু, তাই রুমাল দিয়ে মুখটা সারা দিন ঢাকচে।

জগৎ। কিন্তু উদিকে যে বসে আছে, ওর মুখটা দেখ্‌তে নেহাৎ মন্দ নয়।

জেহেনা। মুখটা নিতান্ত মন্দ নয় বটে, কিন্তু ওর বয়েস কত জান?

জগৎ। কত?

জেহেনা। পঞ্চাশের কম নয়—রংটং দিয়েছে বলে বয়েস অল্প দেখাচ্চে।

জগৎ। সত্যি নাকি? আশ্চর্য্য!

জেহেনা। আচ্ছা, বেচারাদের দেখলে বড় মায়া হয়! রাতদিন পরের মন যোগাতে হচ্চে—ভাল বাসুক না বাসুক, ভালবাসা দেখাতে হচ্চে—কিন্তু কি ক'রে ও রকম ওরা পারে, তাই আমি ভাবি—বাইরে এক রকম, ভিতরে আর এক রকম।

জগৎ। জেহেনা, তোমার মত সরলা কি সবাই হবে? ওদের পেষাই হল ঐ।

জেহেনা। না, তাই বল্‌চি, ও-দের দেখ্‌লে ভারি মায়া করে। (উচ্চৈঃস্বরে) আচ্ছা, তোমরা এখন তবে নাচো।

জগৎ। নাচো নাচো—একটা সুখের গান—শীঘ্‌ঘির শীঘ্‌ঘির— (মদ্যপান)

জেহেনা। হাত ধরাধরি করে নাচো।

নর্ত্তকীগণ। আচ্ছা, তাই হবে (নৃত্য ও গান)

ছায়ানট।

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন্‌ তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্‌।

পাশরিব ভাবনা,
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি
মন প্রাণ দিবা-নিশি,
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল' ঢাল' শশধর,
ঢাল' ঢাল' জোছনা!
সমীরণ বহে যা' রে
ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি;
উলসিত তটিনী,
উথলিত গীত-রবে খুলে দে রে মন প্রাণ।

জগৎ। বাহবা! বাহবা! বেশ! বেশ! (ফুলের তোড়া নিক্ষেপ)

জেহেনা। তুমি এইবার একটু খাও (মদের পেয়ালা জগতের মুখের নিকট ধারণ)

জগৎ। (পান করিয়া) আ! আ! এমন মিষ্টি আর কখন লাগে নি। তুমিও ভাই একটু খাও (জেহেনার মুখে পেয়ালা ধারণ)

জেহেনা। এই খাচ্চি (পান।)

জগৎ। ও কে?—ও আবার কে?—আবার ব্যাঘাত? এ কি! স্বপ্নময়ী!—স্বপ্নময়ী এখানে!—আজ হচ্চে কি!—এখানে কেন?—আঃ ভারি উৎপাত!—এ কি!—

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

জগৎ। স্বপন—তুই এখানে কেন?—অ্যাঁ?

স্বপ্ন। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ভাই, ওঠো শীঘ্র ওঠো,
ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ-উল্লাসে
নহে উহা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত,
ভেঙ্গে ফেল বীণা বেণু ছিঁড়ে ফেল মালা।
চূর্ণ কর সুরা-পাত্র, নিভাও প্রদীপ,
বাঁধো কটি-বন্ধ তব লও তলোয়ার,
আগামী নবমী তিথি, চারিদণ্ড নিশি,
বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে
জ্বলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ,
সেদিন সেই তিথি যেয়ো সেথা যেয়ো!

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।

জগৎ। (স্বগত) এ কি!—কি কথা বলে গেল?—আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি—বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে! এর অর্থ কি?—বিদ্রোহটা সত্যি হয়েছে নাকি?—আমি তো সেই অবধি আর কোন খবর রাখি নি—এখনি যাই—কি সর্ব্বনাশ!—আঃ, বিধাতা আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখ-ভোগ করতে দিলেন না।—(উঠিয়া)

জেহেনা। ও কি জগৎ, উঠ্‌চ কেন?—ঐ পাগলির কথায় আবার তোমার ভাবনা হল?—

জগৎ। পাগলি বটে, কিন্তু ওর পাগলামিতে অর্থ আছে। জেহেনা, তুমি একটু বোসো—আমি আস্‌চি (স্বগত) ওঃ—স্বপ্নময়ীর কথাগুল আমার হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে।—যাই দেখে আসি (নর্ত্তকীদের প্রতি) যাও তোমরা যাও—

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান, পরে জগতের প্রস্থান।

জেহেনা। (স্বগত) যাও—কিন্তু সুতো আমার লম্বা রয়েছে, ভাবনা নেই—বঁড়শি খুব লেগেছে—আর ছাড়াতে পারবে না—(মদ্যপান) মনে করেছ তোমাকে আমি হৃদয় দিয়েছি?—না, ঐটি ছাড়া আর সব।—দেখি না, আরও কত হৃদয় লুঠ্ করতে পারি—এই বয়সে এত হৃদয় জয় করেছি যে, তা একত্র করে একটা মালা গেঁথে গলায় পরা যায়।—দিব্যি একটু নেশা হয়েছে—কেউ কোথাও নেই, এইবার একটু মন খুলে গাই—(ভাব-ভঙ্গী সহকারে গান)

বাগেশ্রী—খেম্‌টা।

কে যেতেচিস্ আয় রে হেথা, হৃদয়খানি যা না দিয়ে।
বিম্বাধরের হাসি দেব, সুখ দেব, মধুমাখা দুঃখ দেব,
হরিণ-আঁখির অশ্রু দেব
অভিমানে মাখাইয়ে।
অচেতন করব হিয়ে, বিষে মাখা সুধা দিয়ে।
নয়নের কালো আলো
হৃদয়ে বরষিয়ে।
হাসির ঘায়ে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,
মৃণাল-বাহু দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দেব,
চোখে চোখে রেখে দেব,
দেব না হৃদয় শুধু,
আর সকলি যা না নিয়ে!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দেলকোষা বন।

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। (স্বগত) কেন মরুতে আবার তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম ?—সে দৃশ্য দেখে এখনও কি করে বেঁচে আছি ?—আর আমার কোন আশা নেই—আগে কল্পনাতেও এক একবার সুখের আশা হত—আবার মিলনের আশা হত—কিন্তু সে আশাও আর নেই—এখনও কেন তবে তাঁকে ভুলে যেতে পারচি নে ?—কেন সেই মুখ রাত-দিন আমার মনে আসে ?—না না না—কেনই বা ভুল্‌ব ?—তিনি আমাকে ভুলুন, আমি তাঁকে প্রাণ থাক্‌তে কখনই ভুলতে পারব না। নাথ, হৃদয়েশ্বর, জন্ম জন্ম তুমি সুখে থাক—আমার সুখে কাজ নেই—আমি ক্ষুদ্র কীটেরও অধম—আমার আবার সুখ কি ?—যে ক দিন বাঁচি, তোমার প্রতিমাখানি বুকে ক'রে রেখে দেব—তোমারই চরণ-পূজা কর্‌ব—

(গান)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভুলে হৃদয়-ধনে ?
শূন্য-হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে ?
আশাতে নিরাশা বলে, তোমারে কি যাব ভুলে
সে তো নয় রে ভালবাসা সুখ-আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা, চাহিব না ভালবাসা,
ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমাখানি, দলিত-হৃদয়ে আনি,
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(রহিমের প্রবেশ)

রহিম। (স্বগত) কে না জানি আমার মৃত্যু রটিয়েছে—তাকে যদি পাই তো আমি তার জিব্‌টা টেনে ছিঁড়ে ফেলে কুকুর-শেয়ালদের খেতে দি। আমার সঙ্গে ঠাট্টা ?—বাড়ী গিয়ে দেখি—গৃহ শূন্য, ইঁদুর-চামচিকেতে ঘর ছেয়ে গেছে, ভাঙ্গা ছাদের উপর বোসে পেঁচা ডাকচে—ঘরের কপাটগুলো পর্য্যন্ত চোরেরা চুরি করে নিয়ে গেছে—আর সেই পাপীয়সী বিশ্বাসঘাতিনী শুনচি না কি জগতের উপপত্নী হয়েছে—এ কথা যদি সত্যি হয়, ত আমি যে কি করব ভেবে পাচ্চিনে—দুজনকে জবাই করব—তুষের আগুনে জ্যান্তো পোড়াব—কাঁটা দিয়ে মাটীর মধ্যে পুঁতে ফেল্‌ব। কোথায় না জানি তারা আছে—এক-বার সন্ধানটা পেলে হয়—তার স্ত্রীকে না কি তাড়িয়ে দিয়েছে—শুন্‌চি এই বনে থাকে—কিন্তু কৈ, তাকে তো দেখতে পাচ্চিনে—তাকে দেখতে পেলেই সব সন্ধান পাব—একবার রাজ-বাড়ীতে যাই—সেখানে হয় তো সব খবর পাওয়া যাবে—আঃ !—

[রহিমের প্রস্থান।

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। কি সর্ব্বনাশ !—রহিম ফিরে এসেছে ! তবে তার মর্‌বার খবর সব মিথ্যে—রহিম নেই মনে করে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে সুখভোগ করচেন—কিন্তু যদি রহিম সন্ধান পেয়ে সেখানে গিয়ে পড়ে, তা হলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে—রক্ত-পিপাসু পাঠান-জাত প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না—কি একটা খুনোখুনি ক'রে বস্‌বে—আমি এই বেলা গিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে আসি—আমি যাবার আগেই যদি তাঁর কোন অনিষ্ট করে—ভগবান যেন তাঁকে রক্ষা করেন—কি হবে ?—আমাকে যদি ঘরে ঢুক্‌তে না দেন—এ ব্যালা যাই।

[সুমতির তাড়াতাড়ি প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জগৎসিংহের নিভৃত উদ্যান-বাটী।

জেহেনা।

জেহেনা। (স্বগত) সেই যে গেছে, এখনও এলো না—আবার তার মন বদলে গেল না কি ? সুমতির চোখের জলে তার মন আবার গলে গেল না কি ! না, বোধ হয় এখনি আস্‌বে—আমার জালে একবার যে পড়েছে, তাকে আর পালাতে হয় না। ও কে ? সুমতি যে ! এ সময়ে কেন ?

(সুমতির ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রবেশ)

সুমতি। জেহেনা, বাঁচ্‌তে চাও তো পালাও—তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি—তিনি ফিরে এসেছেন—

জগৎ। (ঘরের পর্দার অন্তরাল হইতে) এ কি! সুমতি, জেহেনা—সুমতির কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব? এইখান থেকে শুনি—

জেহেনা। (ভীত ও বিস্মিত হইয়া) কি! আমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি?—ফিরে এসেছেন? কে তোমাকে বল্লে?

সুমতি। আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছি, তিনি এখানে এলেন বলে, এই ব্যালা পালাও—

জেহেনা। তোমার মিথ্যা কথা—আমি আর তোমার ফিকির বুঝি নে? তুমি মনে করচ, ঐ বলে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে তুমি স্বচ্ছন্দে আবার সুখভোগ করবে—কিন্তু তার জন্যে তো মিথ্যা কথা কবার কোন আবশ্যক নেই—আমি তো এখান থেকে গেলে বাঁচি—তোমার স্বামীই তো আমাকে ধরে রেখেছেন। আগে যদি জানতেম, তিনি অমন খারাপ লোক—তা হ'লে কি তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতুম? তুমি কেন এমন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলে? দেখ দেখি, তাঁর জন্ম কি কাণ্ড হল—যদি সত্যিই আমার স্বামী ফিরে এসে থাকেন, তা হ'লে কি হবে বল দেখি?

সুমতি। (কিছু কাল নিস্তব্ধ ও অবাক্ ভাবে থাকিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! অবশেষে আমাকেই অপরাধী করচে! আমি সমস্তই জানি, অথচ আমারই মুখের সামনে এই সব কথা বলতে সাহস কচ্চে—মনে করেছিলুম কোন কথা কইব না—কিন্তু আর না বোলেও থাকতে পারচি নে। (প্রকাশ্যে) নির্লজ্জ! শেষে আমিই অপরাধী? তোমার কোন অপরাধ নেই? আমি যে তোমাকে আমার হৃদয়ের বন্ধু মনে ক'রে বিশ্বাস ক'রে আমার সর্ব্বস্ব ধনকে একলা ফেলে তোমার কাছে রেখে যেতুম, তাই কি আমার অপরাধ? লুকিয়ে লুকিয়ে মদ এনে দিয়ে কে তাঁর সর্ব্বনাশ করলে? পাণের উপর তাঁর নাম লিখে, ভালবাসা দেখিয়ে কে তাঁর মন হরণ করলে? —আর যিনি সমস্ত পরিত্যাগ করে তোর চরণে তাঁর সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করলেন, তাকে তুই কি না খারাপ লোক বল্লি? বিশ্বাসঘাতিনি, না, আমি মিথ্যে বলিনি—আমি শপথ করে বলচি, রহিম খাঁ ফিরে এসেছে। যদি প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হয় জেহেনা, তো এখনও পালাও।

জেহেনা। আমার স্বামী যদি এসে থাকেন, সে ভালই হয়েছে। আমি পালাব কেন? তিনি আসুন, আমি তাঁকে বলব, জগৎ আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে—জগৎ আমার সর্ব্বনাশ করেছে —তা হলে নিশ্চয় তিনি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন, আর জগৎকেও এর উচিত শাস্তি দেবেন।

সুমতি। (জেহেনার পায়ে পড়িয়া) জেহেনা—তুমি আমার সর্ব্বস্ব নেও, কিন্তু তাঁকে প্রাণে মেরো না —তিনি আমার কে? জেহেনা, তিনি তোমারই —তাঁকে তুমি বাঁচাও—আর আমি কিছু চাইনে—তিনি এখনও তোমাকে ভালবাসেন, বেঁচে থাকলে চিরকাল তোমাকেই ভালবাসবেন—জেহেনা, তোমার স্বামীর কাছে তাঁর নামে ওরকম করে বোলো না, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না—আমি শপথ করে বলচি, আমা-হতে তোমার কোন ভয় নেই—তিনি বেঁচে থাকলে নিষ্কণ্টকে তুমি তাঁকে নিয়ে সুখী হতে পারবে, আমি কোন বাধা দেব না। আরও যদি চাও, আমি শপথ করচি, বিবাহব্রত ভঙ্গ ক'রে—সেই সমস্ত পবিত্র বন্ধন ছিন্ন ক'রে তোমার হাতেই তাঁকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে যাব—তাঁর উপর আমার কোন অধিকার থাকবে না—আর কি চাও জেহেনা? এতেও কি হবে না? ঐ তোমার স্বামী তলোয়ার হাতে ক'রে এই দিকে আসচে—কি হবে!—কি হবে!—জগৎ তো এখানে আসেন নি? —ঐ যে তিনি এসেছেন, তবেই তো সর্ব্বনাশ!

(নিষ্কোষিত তলোয়ার হস্তে রহিমের প্রবেশ)

রহিম। কৈ কৈ? বিশ্বাসঘাতিনি—

জেহেনা। (দৌড়িয়া গিয়া রহিমের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন) নাথ! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর—জগৎ আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে—আমি অমন দুষ্ট লোক—অমন খারাপ লোক আর কখন দেখিনি।

সুমতি। রহিম খাঁ, তুমি ওর কথা শুনো না, তিনি ওকে বন্দী ক'রে রাখেন নি, সব মিথ্যা কথা।

রহিম। আমি তোমাকে শীঘ্রই উদ্ধার কচ্চি—আমি মনে করেছিলুম, তোকে দেখবামাত্রই এই তলোয়ার দিয়ে কুটিকুটি ক'রে কাটব, কিন্তু না, তাতেও তোর যথেষ্ট শাস্তি হবে না, আরও কিছু চাই; একটু

রোস্, আমি তোকে ভাল ক'রেই উদ্ধার করুচি—আগে তোর প্রাণকান্তকে শেষ ক'রে আসি (সুমতির প্রতি)—তুই জগতের স্ত্রী? বল, কোথায় তোর স্বামী?

জগৎ। (নেপথ্য হইতে) রহিম, আমি আস্‌চি।

রহিম। কোথায়? কোথায়? (সুমতির প্রতি) দেখিয়ে দে—কোথায়—

সুমতি। (স্বগত) এখন কি করি—আর তো কোন উপায় নেই—ঐ গুপ্তকূপের ফাঁদ-দরজাটা দেখিয়ে দি (একটা ফাঁদ-দরজা দেখাইয়া দিয়া প্রকাশ্যে) এই যে—এই যে—এই দিকে ঐ দরজা দিয়ে ঢুক্‌লে একটা সিঁড়ি পাবে।

রহিম। এ যে অন্ধকার—যাই, ঘোর পাতালের ভিতর থাক্‌লেও আজ আমার হাত থেকে তার নিস্তার নেই।

[রহিমের প্রস্থান।

নেপথ্যে——গেলুম গেলুম মলুম। (রহিমের গুপ্তকূপ মধ্যে পতন ও মৃত্যু)

সুমতি। জেহেনা, আমার কাজ ফুরোলো, তুমি এখন নিষ্কণ্টকে সুখভোগ কর।

[সুমতির প্রস্থান।

জেহেনা। (স্বগত) আ! বাঁচা গেল!

(জগতের প্রবেশ ও জেহেনার নিকট আসিয়া একদৃষ্টে ভ্রূকুটি করিয়া দৃষ্টিপাত)

জেহেনা। যাও না, যেখানে তুমি সুখে ছিলে, সেই-খানে যাও না—এ দুখিনীর কাছে কেন? আমি যে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য স্বামীর কথাও শুন্‌লেম না—তিনি আমাকে বাড়ী যাবার জন্য এত করে বল্লেন, তবু যে আমি গেলেম না, তারই কি এই প্রতিফল? আমি তাঁর সঙ্গে গেলেই ভাল হত, তা হলে আর কিছু না হোক্, তুমি সুখী হতে পারুতে। (ক্রন্দন)

জগৎ। কাঁদ্‌চিস্? হা হা হা হা হা—আমি যে তোকে চিনেছি!

জেহেনা। আমার দুঃখ দেখে হাস্‌চ জগৎ?

জগৎ। আমি হাস্‌ব না? আমার মত দুষ্ট লোক, আমার মত খারাপ লোক তো আর নেই—আমিই তো তোকে এখানে বন্দী ক'রে রেখেছি—

জেহনা। সে কি! সে কি! এ সব কথা তোমাকে কে বল্লে? কে আমার নামে মিথ্যে ক'রে লাগিয়েছে?

জগৎ। কেউ বলে নি, আমি স্বকর্ণে সব শুনেছি।

জেহেনা। অ্যাঁ?—অ্যাঁ?—কি!—

জগৎ। স্ত্রীজাতির কলঙ্ক—দূর হ এখান থেকে—তোর অপবিত্র রক্তে আমার অসি কলঙ্কিত করতে চাই নে—দূর হ দূর হ এখনি—

জেহেনা। আমি চল্লেম, আমি জানি, যাকেই আমি ভালবাসব, সেই আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত করবে—সে আমার পোড়া অদৃষ্ট— কিন্তু আমি বলে যাচ্চি, এর জন্য এক দিন তোমাকে অনুতাপ করুতে হবে। আমি চল্লেম—তুমি সুখে থাক।

[জেহেনার প্রস্থান।

জগৎ। (স্বগত) উঃ, শেষ পর্য্যন্ত ছলনা!—না জানি কি উপাদানে বিধাতা ওকে গড়েছিলেন—আ!—সুমতি দেবতা—আমি পিশাচ—কি ক'রে তাঁর কাছে মুখ দেখাব?—আমি তাঁর কি সর্ব্বনাশই করেছি!—সুমতি আমার জন্যে কি না করেছেন—তিনি কি মার্জ্জনা করবেন না?—করবেন—করবেন—তিনি করুণাময়ী দেবী—কোথায় তিনি?—যাই—

[জগতের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বারান্দা-যুক্ত রাজ-প্রাসাদের সম্মুখস্থ ফুলমালা ও মোগল-পতাকা-শোভিত বহিরঙ্গন।

রাজা, মন্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশ।

রাজা। আ! আজ কি আনন্দের দিন। মন্ত্রি, নহবৎ বাজাতে বলে দাও—এখনো আলো সব জ্বালেনি কেন?—এখনি জ্বালুতে বলে দাও—তত্ত্ব-বাগীশ মহাশয়, লগ্নের আর কত বিলম্ব?

তত্ত্ব। মহারাজ, আর বড় বিলম্ব নাই।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, রাজকুমারী যে এখনও আসেন নি।

রাজা। তার জন্য ভেবো না মন্ত্রি, সে সব ঠিক্ আছে। সে নিশ্চয় আসবে, আমার কাছে বলে

গেছে। আচ্ছা, বরং এক জন লোক এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুক, বোধ হয় নিকটেই কোথাও আছে। সে জন্য তোমরা ভেবো না। পাত্রটি তো ঠিক্ আছে?

মন্ত্রী। মহারাজ, পাত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই।

রাজা। পাত্রের জন্যই চিন্তা—পাত্রটি হাতছাড়া হলে অমন পাত্র আর পাওয়া যাবে না—বল কি, ষড়-দর্শন কণ্ঠস্থ! মন্ত্রি, তার জন্য এক-প্রস্থ দর্শন শাস্ত্র আনিয়ে রেখেছ তো? আমার গ্রন্থগুলি নিয়ে টানা-টানি কর্‌লে চল্‌বে না—আর, সে সব অতি জীর্ণ হয়ে পড়েছে—এক প্রস্থ নূতন গ্রন্থ তার জন্য আনিয়ে দিও—বুঝলে মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, সে সমস্তই প্রস্তুত আছে।

রাজা। তোমরা স্বর্ণ-মণি-মুক্তার দান-সামগ্রী হাজার দাও না কেন—আমি বেশ বল্‌তে পারি, সে সকল তার মনে ধরবে না। যার শাস্ত্রে মতি হয়েছে, বিশেষতঃ যার ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ, ওরূপ নশ্বর পদার্থে তার আস্থা হবে কেন? তা হতেই পারে না—কি বল তত্ত্ববাগীশ মহাশয়?

তত্ত্ব। তার সন্দেহ কি মহারাজ, শাস্ত্রে আছে— "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।"

মন্ত্রী। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, লগ্নের তো সময় হয়ে এল।

রাজা। সময় হয়েছে না কি?

তত্ত্ব। আজ্ঞা, প্রায় হল বৈ কি।

রাজা। সময় হয়েছে? বল কি, লগ্নের সময় হয়েছে? কি আশ্চর্য্য! এখনও তবে স্বপ্নময়ী এল না কেন? কেন এল না সে? আমাকে সে যে বলেছিল আস্‌বে—তবে কেন এল না?—এ তার ভারি অন্যায়। কে আছিস্, শীঘ্র তাকে ডেকে নিয়ে আয়—মন্ত্রি, তুমি যাও—তত্ত্ববাগীশ, তুমিও যাও—শীঘ্র শীঘ্র, আর বিলম্ব নয়—এমন অবাধ্য মেয়েও তো দেখি নি, তার কথার স্থির নেই? কে আছিস্? (নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল—ভেঙ্গে ফ্যাল্—ছিঁড়ে ফ্যাল্—মোগল-পতাকা সব উপ্‌ড়ে ফ্যাল্) ও কি! ও কি? কিসের কোলাহল?

মন্ত্রী। তাই তো! কিসের কোলাহল?

তত্ত্ব। আমি একবার দেখে আসি।

[তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান।

(রক্ষকের দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ)

রক্ষক। মহারাজ—রাজকুমারী আস্‌চেন—বড় হাঁপ ধরেছে—জিভ শুকিয়ে গেছে—বলচি।

মন্ত্রী। রাজকুমারী?

রাজা। স্বপ্ন এসেছে? আঃ! বাঁচা গেল—আমি তো বলেই ছিলেম মন্ত্রি, যে, তার জন্য ভাবনা নেই—সে তেমন মেয়ে নয় যে, একবার কথা দিয়ে আবার লঙ্ঘন করবে—মন্ত্রি, শীঘ্‌গির বাজনা বাজাতে বল—অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি করুক—পাত্রকে শীঘ্র আনা হোক্—

মন্ত্রী। অমন কচ্চিস্ কেন? (নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল) ও কিসের কোলাহল? রাজকুমারী কি আসেন নি?

রক্ষ। বল্‌চি মহারাজ বল্‌চি—আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্চে—ফাটকের কাছে এসেছেন—তলোয়ার হাতে ক'রে—তিনি—এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছেন—আর তাঁর পিছনে মশাল হাতে ক'রে ডাকাতের মত হাঁক দিতে দিতে অনেক লোক আস্‌চে—

রাজা। কি! তলোয়ার হাতে?

মন্ত্রী। কি! মশাল জ্বালিয়ে?

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ঐ বারান্দায় উঠে দেখুন না, সব দেখ্‌তে পাবেন।

রাজা। চল চল মন্ত্রি, দেখি গে—কি ব্যাপার, কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—

মন্ত্রী। চলুন মহারাজ! কি সর্ব্বনাশ!

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাসাদের বারান্দায় উঠিয়া উভয়ের দণ্ডায়মান ও অবলোকন—কোলাহল আরও নিকটবর্ত্তী)

রাজা। উঃ—কি কোলাহল!—ও কি সব ভাঙ্গচে?—তাই তো, কি সর্ব্বনাশ! মন্ত্রি, ব্যাপারটা কি? কৈ স্বপ্নময়ী কোথায়?—সব মিথ্যে—ওদের মধ্যে স্বপ্নময়ী কি করে থাক্‌বে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি কোথাও নড়বেন না—এইখানে থাকুন—আমি দেখে আসি। এ আর কিছু না, এ বিদ্রোহ, আর স্বপ্নময়ী তার নেতা।

রাজা। কি! বিদ্রোহ! স্বপ্নময়ী বিদ্রোহের নেতা! স্বপ্ন তার পিতার বিরুদ্ধে?—বল কি মন্ত্রি, তা কখনই হতে পারে না। দেখ্‌লেও আমার প্রত্যয় হবে না।

মন্ত্রী। ঐ রাজকুমারী—কি সর্ব্বনাশ! আপনি এখানে থাকুন, কোথাও নড়বেন না—কি জানি, বিপদ হতে পারে, আমি দেখে আসি—

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) কি! স্বপ্নময়ী—আমার দুধের মেয়ে—তাকে আমি ভয় করব? দেখি সত্যি কি না—কি ভয়ানক কোলাহল!

(স্বপ্নময়ীর নিষ্কোষিত তলোয়ার-হস্তে, "দেশে-দেশে ভ্রমি" এই গান গাইতে গাইতে ও তাহার পশ্চাতে শুভসিংহ সুরজমল ও মহা কোলাহল করিতে করিতে বাগ্‌দিদের প্রবেশ।)

স্বপ্নময়ী। সব ছিঁড়ে ফ্যাল—ভেঙ্গে ফ্যাল—পিতার আলয়ে মোগল-ধ্বজা? (স্বপ্নময়ীর স্বহস্তে মালা ছিন্নকরণ ও ধ্বজা উৎপাটন।)

বাগ্‌দি। ছিঁড়ে ফ্যাল্—ভেঙ্গে ফ্যাল্—মার্ মার্—সব ছারখার করে দে (মালা ছিন্নকরণ ও ধ্বজা উৎপাটন।)

রাজা। (বারান্দা হইতে) এ কি! সত্যই তো স্বপ্নময়ী! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! স্বপ্নময়ীর এই কাজ!—স্বপ্নময়ী আমার শত্রু?—স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ী:—

(বারান্দা হইতে নীচে অবতরণ।)

বাগ্‌দিগণ। ভগবতি, এইবার হুকুম দাও, আমরা লুঠপাট আরম্ভ করি। প্রভু, হুকুম দাও, সব ছারখার করে দি।

স্বপ্নময়ী। চুপ মূঢ় বর্ব্বরেরা!—দেখ্‌ছিস্‌নে তোদের মহারাজ—আমার পিতা (ভূমিষ্ঠ প্রণাম) (বাগ্‌দিদিগেরও ভূমিষ্ঠ প্রণাম)

রাজা। তুই—স্বপ্নময়ি তুই? তুই আমার প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজিত করেচিস্? তুই নেত্রী হয়ে তোর পিতার বাড়ীতে এই দস্যুদের এনেচিস? তুই আমার বার্দ্ধক্যের অবমাননা করচিস্? কোন্ দৈত্য তোকে এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত করেছে? কোন্ দৈত্য তোর হৃদয়ের ধর্ম্ম নষ্ট করেছে? বল্! আ! স্বপ্নময়ি—বাছা—তোকে যে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি—তুই যে আমার বার্দ্ধক্যের আশা—কষ্টের সান্ত্বনা-স্থল—আমার হৃদয়ের পুত্তলি—নয়নের মণি—তোর এই কাজ? আ!—(ক্রন্দন)

স্বপ্নময়ী। পিতা—পিতা—আর বোলো না—আমার হৃদয় ফেটে যাচ্চে (ক্রন্দন) আমি কি করব—(শুভসিংহের প্রতি যোড় হস্তে) দেবতা, আমাকে মার্জ্জনা কর—আমার পিতাকে মার্জ্জনা কর—উনি কখনই শত্রু নন—পিতা, তোমার ধন-রত্ন দেশের জন্য, জননীর জন্য দাও না পিতা—তা হলে সব মিটে যায়—আমি কি করব? দেবতা! পিতাকে শুভ বুদ্ধি দাও, আমাকে রক্ষা কর—আমাকে রক্ষা কর—

শুভ। (স্বগত) এ দৃশ্য আর দেখা যায় না—মহাদেব, হৃদয়ে বল দাও।

রাজা। কে তোর দেবতা?

স্বপ্ন। (শুভসিংহকে দেখাইয়া) ঐ দেখ পিতা—ঐ আমার দেবতা—পিতা, উনি দয়ার সাগর—

রাজা। কি বল্লি স্বপ্নময়ি,—আমার অদৃষ্টের শনি, —আমার শুভ্র যশের কলঙ্ক, ঐ তোর দেবতা?—ও তোর দৈত্য!—ছলনাময় নিষ্ঠুর দৈত্য!—কি! শুভসিংহ, তুমি মনে করেছ, আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি নি? তুমি এই বালিকাকে—এই সরলা বালিকাকে ছলনা করেছ? কথা কচ্চ না যে?

স্বপ্ন। পিতা, কর কি, কর কি, দেবতাকে ও রকম ক'রে বোলো না, এখনি সর্ব্বনাশ হবে, পিতা, উনি শুভসিংহ নন, উনি মানুষ নন, উনি দেবতা।

রাজা। কি শুভসিংহ দেবতা? একজন সামান্য তালুকদার—সে দেবতা? শুভসিংহ তোর মন হরণ করেছে? স্বপ্নময়ি—মা—তোকে মিনতি করচি, এমন ভয়ানক কলঙ্কে আমাদের উচ্চ বংশকে—আমার বার্দ্ধক্যকে—আমার গৌরবকে কলঙ্কিত করিস নে, করিস্ নে—হা ভগবান! কি লজ্জা! স্বপ্নময়ি তুই—তুই আমার এই শেষ দশায় আমাকে এই যন্ত্রণা দিলি? আমি যে তোকে এত স্নেহ-মমতা করেছি, তারই কি এই পুরস্কার? স্বপ্নময়ি, মা, তোর পিতার চেয়েও কি ঐ তালুকদার—কোথাকার অপরিচিত একজন সামান্য তালুকদার—তোর কাছে বড় হল? চুপ্ করে রয়েচিস্ যে? কি ভয়ানক কাজ করেচিস্, এখন বুঝি বুঝতে পেরেচিস্?—এখন অনুতাপ হচ্চে বুঝি?—আ!—তা হলে আমি সব মার্জ্জনা করচি—সব ভুলে যাচ্চি—আয় মা, আমার সঙ্গে আয়—ঐ দৈত্যকে ত্যাগ কর।

স্বপ্ন। পিতা, আমার প্রাণের ইচ্ছে, তোমার কথা শুনি—কিন্তু এ যে দেবতার আদেশ পিতা, দেবতা যে পিতার চেয়েও বড়, মাতার চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে বড়—কি ক'রে তাঁর কথা এখন—— দেবতা, দেবতা, তুমি পিতাকে বুঝিয়ে বল, আমাকে রক্ষা কর।

রাজা। বিধাতঃ—এ সংসার কি তুমি কঠোর লোকদের জন্যই সৃষ্টি করেছ?—এ সংসারে কঠোর না হলে কি কেউ কারও বাধ্য হয় না?—আচ্ছা, আজ থেকে আমিও কঠোর হব, স্নেহ মমতা বিন্দুমাত্রও আমার হৃদয়ে আর থাক্‌বে না। স্বপ্নময়ি, শোন্, আমি চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করে এই অভিশাপ দিচ্চি যে, এক দিন, ঐ তোর দেবতা, ঐ তোর প্রণয়ীই, এক দিন আমার হয়ে তোর উপর প্রতিশোধ তুল্‌বে—এই সকল নীচ প্রণয়, জানিস স্বপ্নময়ি, অবশেষে ছলনাতেই পরিণত হয়—ছলনাই যেন তোদের এই অযত্ন মিলনের শেষ ফল হয়—ছলনাতে যার জন্ম, ছলনাতেই তার শেষ!—আমাকে যেমন এই শেষ দশায় কষ্ট দিলি, তুইও সেই রকম সমস্ত জীবন—স্বপ্নময়ি, মা আমার কাঁদচিস? না, আমি তোকে কিছু বলিনি—তুই আমার দুধের বাছা, ননীর পুতলি—তোকে অভিসম্পাত করে, এমন কঠোর প্রাণ কার?—না না না। তুমি কি চাও মা?—তুমি আমার শত্রু হয়ে এসেছ?—তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে? দাও মা! (ক্রন্দন)

স্বপ্ন। পিতা—পিতা—ও কথা বোলো না পিতা—তোমার এ অকৃতজ্ঞ দুহিতাকে এখনি বধ কর—আর সহ্য হয় না (ক্রন্দন) দেবতা, তুমি আমাকে বধ কর—আর আমি পারিনে—আমি কি করব—

রাজা। শুভসিংহ, দেখ, আমার আর কোন অস্ত্র নাই—পিতৃহৃদয়ের অশ্রুজলই আমার একমাত্র অস্ত্র—তোর কি একটুও দয়া হচ্চে না? আমি বৃদ্ধ—আমি অবমানিত—স্বপ্নময়ি, যাকে আমি বড় ভালবাসি, সে আমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে—আমি তোর কাছে আত্মসমর্পণ কচ্চি—তুই ধন নে, রত্ন নে—আমার সর্ব্বস্ব নে—কিন্তু আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দে—যে কুহকে তুই ওর মন হরণ করেচিস্, সে কুহক ভেঙ্গে দে—আমার শুভ্রকেশের অবমাননা করিস নে—নিষ্ঠুর, কিছুই উত্তর দিচ্চিস্ নে?

শুভ। রাজন, তোমার দুহিতা তুমি ফিরে নেও, তোমার ধন-রত্ন জননীর কাছে সমর্পণ কর।

স্বপ্ন। পিতা, জননীকে ধনরত্ন দেও, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।

রাজা। মা, তুমিই তো আমার জননী—তুমি আমার ধন-রত্ন চাচ্চ?—এখনি লও—এই লও আমার চাবি—তুমি আমার সর্ব্বস্ব লও—তোমার পিতার ধন তুমি নেবে না মা? তার জন্য এত কেন লজ্জা? এখনি তোমাকে দিচ্চি, চল—কেবল মা, আমাদের বংশকে কলঙ্কিত ক'র না, এস মা এস!

স্বপ্ন। দেখ দেবতা, আমার পিতা শত্রু নন।

[রাজার প্রস্থান ও স্বপ্নময়ীর অনুগমন।

বাগ্দিগণ। প্রভু, হুকুম দাও, আর আমরা চুপ্ করে থাক্‌তে পারচি নে।

(বেগে জগৎরায়ের প্রবেশ)

জগৎ। কৈ, আমাদের দেবতা কোথায়? শুভসিংহ না কি দেবতা সেজেছে? এই যে শুভ, ভাল আছ তো? ভুল হয়েছে, তোমাকে যে প্রণাম করতে হবে, তুমি যে দেবতা, ছোট-বেলাকার তলোয়ারের দাগগুলি কি দেবতার গায়ে এখন আছে? আর একবার বাহুবল পরীক্ষা করবার কি সাধ হয়েছে? তাই কি আসা হয়েছে? আমি প্রস্তুত আছি, এসো, তোমার ভয় কি, তুমি দেবতা, অস্ত্রাঘাত তো তোমার শরীরে লাগ্‌বে না—ভীরু, এই তোর সাহস? বীরের মত শিক্ষা পেয়ে শেষে কি না তস্করবৃত্তি অবলম্বন করেচিস্, ধিক! তোর সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি? প্রাণ নিয়ে পালা, আমি কিছু বল্‌ব না।

শুভ। শোন জগৎরায়, আমি দেবতা নই—আমি সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টাক্ষরে বল্‌চি, আমি দেবতা নই, আমি বিদ্রোহী শুভসিংহ—একজন সামান্য তালুকদার। আমার ললাটে এই যে একটা কৃত্রিম নেত্র জ্বল্‌চে, যা দেখে তোরা সবাই আমাকে দেবতা বলে ভয় করতিস্—এই দেখ্, সে কি জিনিস (বাগ্দিদের নিকট নিক্ষেপ) শুরজ-মল, আজ হতে আমি বিদ্রোহী শুভসিংহ, আর আমি দেবতা নই, আমার সেই কপটতার কলঙ্ক—আমার ললাটের সেই উজ্জ্বল কলঙ্ক, ঐ দেখ, আমি অপনীত করলেম।

সুরজ। ও কি কথা মশায়? ও কি কথা মশায়? আপনার সঙ্কল্প কি ভুলে গেলেন? কি বল্‌চেন, ভাল ক'রে বুঝে দেখুন—

বাগ্দিগণ। ওরে ভাই, যা মনে করেছিলুম তা'নয়, রে—ওটা একটা ফাঁকি-জুকি—কপালের চোখ নয়।

শুভ। সুরজ, আমি বুঝেই বল্‌চি—শোন জগৎরায়, তুমি যদি মায়ের সুপুত্র হও তো এখনি আমার সঙ্গে যোগ দাও, তোমাদের ধন-রত্ন জননীর চরণে, জন্মভূমির চরণে এখনি সমর্পণ কর, তা যদি না কর তো এসো, একবার দেখি, ছেলেবেলাকার অস্ত্রশিক্ষা কার কত মনে আছে।

জগৎ। এখন তোমার দেবত্ব ঘুচেচে, এখন শুভসিংহ এসো, একবার দেখা যাক—

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

সুরজ। শুভসিংহ, আজ হতে আমি তোমার শত্রু হলেম।

শুভ। শত্রুই হও, যাই হও—আর ছলনা নয়।

[জগতের সহিত অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সুরজ। (বাগ্দিদের প্রতি) আজ হতে আমি তোদের সরদার হলেম, আয় লুঠপাট কর্, বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দে, সব চুরমার ক'রে ফ্যাল্—সব ছারখার করে দে।

বাগ্দিগণ। হাঁ, এই তো সর্দারের যুগ্যি কথা, আয় ভাই আয়, সব ছারখার করে দি—

১। দেখ দেখি ভাই, আমাদের বলে কি না চুপ্ করে থাক, আমরা কি চুপ্ ক'রে থাক্‌বার জন্ম এখানে এসেছি?

২। এতদিন আমাদের ভোগা দিয়ে এসেছে, পাজি জুয়াচোর, ও আবার দেবতা!

৩। তাই তো হারার ব্যামো সারাতে পারে নি।

৪। তাইতো রেধোর বাত আরাম করতে পারলে না—ও আবার দেবতা! আমাদের বড় ঠকান-টাই ঠকিয়েছে—পাজি জুয়াচোর কোথা-কেরে—

৫। আয় ভাই, ওকে আজ না মেরে যাচ্চিনে।

সকলে। আয় সবাই, মার্ মার্, সব ভেঙ্গে ফ্যাল্—সব পুড়িয়ে দে—সব ছারখার করে দে—রে রে রে রে।

[কোলাহল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর বেগে প্রবেশ।)

মন্ত্রী। প্রাসাদে আগুন লেগেছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—মহারাজ, শীঘ্র নেবে আসুন, শীঘ্র নেবে আসুন—

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। (বারান্দার উপরে)—এ কি! কোন দিক দিয়ে বেরবার উপায় নাই—চারিদিকে আগুন—কোন্ দিক দিয়ে যাই—কি সর্ব্বনাশ!—

মন্ত্রী। মহারাজ, নেবে আসুন—নেবে আসুন—এখনি সমস্তই অগ্নিতে গ্রাস করবে। বিলম্ব করবেন না।—ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়—মহারাজকে উদ্ধার কর্—মহারাজকে উদ্ধার কর্—

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। আমার কোন দিক দিয়েই যাবার পথ নেই—কে আমাকে উদ্ধার করবে?—যে আমাকে উদ্ধার করবে, তাকে আমার সমস্ত রাজত্ব দেব—আমার সর্ব্বস্ব দেব। আমি বৃদ্ধ—আমাকে উদ্ধার কর—আমাকে উদ্ধার কর।

(রক্ষকগণের প্রবেশ।)

রক্ষকগণ। মহারাজ, চারি দিকেই আগুন—আমরা এখন কি করে প্রবেশ করি? কেউ যাবি? যা না, অনেক টাকা পাবি।

অন্য রক্ষক। আমাদের টাকায় কাজ নেই—প্রাণ গেলে টাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাব? না, আমরা যেতে পারব না।

[সকলের প্রস্থান।

রাজা। কেউ উদ্ধার কর্‌লি নে?—কারও মনে দয়া হল না? ওঃ, দগ্ধ হলেম—দগ্ধ হলেম! এই কি তোদের প্রভু-ভক্তি?—এই কি তোদের রাজ-ভক্তি? স্বপ্নময়ি, তুই কি কর্‌লি?

(রক্তময় তলোয়ার হস্তে শুভ সিংহের প্রবেশ।)

শুভ। (স্বগত) পাষণ্ড সুরজ—উচিত প্রতিফল দিয়েছি—মহারাজ কোথায়—মহারাজ কোথায়?

রাজা। কি! শুভসিংহ পাষণ্ড দৈত্য তুই! আবার তলোয়ার হাতে—আমাকে দগ্ধ ক'রেও তোর আশ মিট্‌ল না?—এই বৃদ্ধকে বধ ক'রে তোর কি পৌরুষ?—ও গেলুম! গেলুম!

শুভ। (রাজাকে দেখিতে পাইয়া) মহারাজ—ঐখানে [illegible]

[বেগে প্রস্থান।

([illegible]রের বারান্দায় প্রবেশ)

রাজা। কি! তুই পাষণ্ড, আমাকে বধ কর্‌বি! —অসির আঘাতে শীঘ্র বধ কর, আমাকে দগ্ধে মারিস্‌ নে)

শুভ। মহারাজ, আপনার প্রাণ নিতে আসিনি —আমার প্রাণ দিতে এসেছি। আপনাকে উদ্ধার কর্‌তেই এসেছি—চলুন, আর অন্য কথা না।

[অগ্নির মধ্য হইতে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

(শুভসিংহের সহিত রাজার প্রবেশ।)

রাজা। আ! বাঁচলেম, শুভসিংহ, তুমি আমার পরিত্রাতা? পুরাতন বন্ধুরাও এই বিপদের সময়ে আমাকে ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তুমি আমার শত্রু হয়ে আমাকে উদ্ধার কর্‌লে—তুমি সামান্য মনুষ্য নও, এসো বৎস, আলিঙ্গন করি (আলিঙ্গন) তুমি যেন জন্মান্তরে দেবলোকবাসী হও—বৃদ্ধের এই আশীর্ব্বাদ!

শুভ। মহারাজের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।

(দুই চারিজন বাগ্‌দির প্রবেশ।)

বাগ্‌দিগণ। মার্‌ মার্‌, কাট্‌ কাট্‌, ওই সেই জুয়াচোর!

রাজা। শুভসিংহ, ও কি?

শুভ। মহারাজের কোন ভয় নাই, আমি থাক্‌তে আপনার একটি কেশও কেউ স্পর্শ কর্‌তে পারবে না, এখনও তোরা আছিস্‌?

(অসিযুদ্ধ ও বাগ্‌দিদের পলায়ন।)

(নেপথ্যে আবার কোলাহল—সব পুড়িয়ে দে—ভেঙ্গে ফ্যাল, ছারখার করে দে)

রাজা। আমার স্বপ্নময়ী কোথায়?—দেখ বৎস—তাকে উদ্ধার কর—তোমাকে সে দেবত বলে, তাকে উদ্ধার কর—যাও বৎস, যাও, সে তোমারি।

শুভ। মহারাজ, আমি এখনি যাচ্চি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্‌ (যাইতে যাইতে) সুরজ পাষণ্ড— —নিরস্ত হ—নিরস্ত হ—প্রাসাদে অগ্নি দিয়ে নিরর্থক কেন অত্যাচার করিস্‌—প্রতিশোধ নিতে হয় তো আমার উপর প্রতিশোধ নে—আয়, তলয়ার নিষ্কোষিত কর্‌—আমি প্রস্তুত।

[শুভসিংহের নিষ্কোষিত অসি হস্তে বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে। মার্‌ মার্‌—আগুন লাগা—ভেঙ্গে ফ্যাল্‌, সব চুরমার করে ফ্যাল, গেল গেল গেল, ঐ ভেঙ্গে পড়ল, ঐ ভেঙ্গে পড়ল।

রাজা। কি! সব পুড়ে গেল—সব পুড়ে গেল—ঐ ভেঙ্গে পড়চে—কোথায় পালাই—(প্রাসাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া রাজার উপর পতন)

(স্বপ্নময়ীর ধনরত্ন লইয়া প্রবেশ)

স্বপ্ন। কোথায়, পিতা কোথায়? আমি ধন-রত্ন সমস্তই এনেছি (ভগ্নাবশেষের মধ্যে মৃতবৎ রাজাকে দেখিয়া) পিতা পিতা, এ কি! এ কি!—এ কি হল! —পিতা, উত্তর দাও না পিতা—

রাজা। মা, মা, তুমি কি করলে মা?—আমি তোমার কি করেছিলেম? আ! শুভ সিংহকে—বাছা—বাছা তুই—— (মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, তোমার কি হল পিতা? কোথায় গেলে পিতা? (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(শুভসিংহের প্রবেশ।)

শুভ। কৈ, স্বপ্নময়ী কোথায়? এ কি! এখানে? হা! সমস্ত শেষ হয়ে গেছে? না, এখনও জীবিত, নিশ্বাস পড়ছে—ও কে? মহারাজ?—ভগ্নাবশেষের মধ্যে? হা! মহারাজ গতপ্রাণ! কৈ, জীবনের তো কোন লক্ষণ নেই, স্বপ্নময়ী তবে কি মূর্চ্ছা গেছে? স্বপ্নময়ি—স্বপ্নময়ি—

স্বপ্নময়ী। (চেতনা লাভ করিয়া) আ! দেবতা!—দেবতা! প্রভু! তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর, সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমার পিতা আর নাই—(ক্রন্দন) আমার পিতা—আমার অমন পিতা—আমার বৃদ্ধ পিতা—আমার স্নেহের পিতা—— প্রভু, দেখ কি হয়েছে—দেখ কি হয়েছে—দেবতা, আমার পিতাকে ফিরে দেও, আমার পিতাকে বাঁচাও—

শুভ। হা অদৃষ্ট! আমার জন্য এক জন স্ত্রী অনাথা হল—এক জন বীর অধঃপাতে গেল—একটি দুহিতা পিতৃহীন হল—আমা অপেক্ষা পাষণ্ড আর কে আছে?

স্বপ্ন। সে কি প্রভু, তোমার জন্য আমি পিতৃহীন হলেম, তোমার জন্য?

শুভ। হাঁ স্বপ্নময়ি, আমিই সমস্তের মূল।

স্বপ্ন। প্রভু, তুমি দেবতা, তুমি আমার পিতার প্রাণ এনে দাও, তুমি কি না পার? পিতা তো তোমার শত্রু নন, দেখ, প্রভু, তুমি যা চেয়েছিলে, তিনি সমস্তই দিয়েছেন। তবে কেন ওঁর প্রাণ নিলে? তুমিই যদি ওঁর প্রাণ নিয়ে থাক, তুমিই আবার ওঁর প্রাণ ফিরে দাও—প্রভু, তুমি দেবতা, তোমার অসাধ্য কি আছে? প্রভু, আমাকে রক্ষা কর। আমার পিতাকে ফিরে দাও। (ক্রন্দন)

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি তোমাকে আর প্রবঞ্চনা করব না, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য—

স্বপ্ন। কি! একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? তুমি প্রভু, তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য?—তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? প্রভু, আমাকে কি পরীক্ষা করচ?

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি তোমাকে সত্য বল্‌চি, আমি দেবতা নই, আমি একজন সামান্য মনুষ্য, আমি দেবতা নই—আমার নাম শুভসিংহ।

স্বপ্ন কি! শুভসিংহ? পিতা যার কথা সে দিন বলেছিলেন, সেই তালুকদার শুভসিংহ?

শুভ। হাঁ, আমি সেই।

স্বপ্ন। না প্রভু, তুমি তা নও—নিশ্চয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করচ—প্রভু, আমার পিতাকে ফিরে দাও—

শুভ। স্বপ্নময়ি, ক্ষুদ্র মনুষ্যের তা সাধ্যাতীত। আমি দেবতা নই, তার প্রমাণ চাও? দেখ আমার কপালে যে চোখ জ্বলতো—সে চোখ আর নেই—সে কৃত্রিম চোখ আমি দূরে নিক্ষেপ করেছি।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে অমন কারাগার থেকে কি ক'রে আমাকে উদ্ধার করলে?

শুভ। এখানকার অনেক লোকেই আমাকে দেবতা বলে জান্‌তো, কারাগারের রক্ষকেরা দেবতা মনে করে আমার সেই ললাট-চক্ষু দেখে ভয় পেয়ে আমাকে দ্বার খুলে দিয়েছিল।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে সুমতির দুঃখের কথা কি ক'রে জান্‌তে পারলে?

শুভ। আমি সুরজমলের কাছ থেকে আগে থাক্‌তে জেনেছিলুম।

স্বপ্ন। কি, আমাকে তবে তুমি বরাবর ছলনা ক'রে এসেছ? তুমি দেবতা নও? তুমি মানুষ? তুমি প্রবঞ্চক? তুমি প্রতারক? তুমিই আমার পিতার মৃত্যুর কারণ? তুমি—সত্যি তুমি?

শুভ। হাঁ, সকলই সত্য, স্বপ্নময়ি, আর আমি তোমাকে ছলনা করব না—তোমার নিকট একটুও গোপন করি নি।

স্বপ্ন। কি! যাকে আমি দেবতা বলে এত দিন পূজা ক'রে এসেছি, সে একজন ভীষণ দৈত্য। পিতা, তোমার কথাই ঠিক, তুমি যা অভিসম্পাত করেছিলে, তাই ঠিক হল—ঐ পাষণ্ড দৈত্যের ছলনায় আমি কি কাজ না করেছি, আমি তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছি, আমি তোমার শত্রুতা করেছি, আমি তোমার ধন-রত্ন সর্ব্বস্ব লুঠ করেছি, শেষে আমারই জন্য তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, পিতা, এখন তুমিই আমার একমাত্র দেবতা—বল এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বল কি করব, এখনি তা করচি—কি বল্‌চ? কি? কি? পিতা, কি বল্‌চ? ঐ পাষণ্ডকে বধ ক'রে তোমার প্রতিশোধ নেব?—এখনি এখনি—

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

স্বপ্ন। প্রভু, দেবতা, কি বল্‌চ? আমি তোমাকে বধ করব? আমার এত বড় যোগ্যতা?—প্রভু, বল তুমি দেবতা, আমাকে আর ছলনা কর না—আমার পিতাকে ফিরিয়ে দেও—প্রভু, ওঁর কোন অপরাধ নেই।—উনি আমার বৃদ্ধ পিতা—উনি আমার স্নেহের পিতা (ক্রন্দন)

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি দেবতা নই—তুমিই আমার দেবতা, আমাকে মার্জ্জনা কর—

স্বপ্ন! পিতা, পিতা, মার্জ্জনা করবে কি?—"না পিতৃহন্তার মার্জ্জনা নাই—প্রতিশোধ নে, প্রতিশোধ নে, শীঘ্র প্রতিশোধ নে"—ঐ শোন্ পাষণ্ড, তোর মার্জ্জনা নাই—এখনি এখনি—না-না-না পিতা, পারচিনে পিতা—ওকেই আমি দেবতা বলে পূজা করেছিলেম—দেখ পিতা, বড় কাতর দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে—মার্জ্জনা কর পিতা—মার্জ্জনা কর—"কি! পিতৃহন্তার মার্জ্জনা!"

শুভ। স্বপ্নময়ি!—

স্বপ্ন। না, আমি তোকে পূজা করি নি—আমার সে দেবতা কোথায়?—আমার সে প্রভু কোথায়? না, তুই আমার সে দেবতা নোস্? তুই

তো পিশাচেরও অধম (উপরে দৃষ্টি করিয়া) আমার [illegible] এ দিকে মৃত দেহ—এ কি ! শুভাসংহ !—শুভসিংহের দেবতা, কোথায় তুমি ? আমি যে তোমার [illegible] মৃত দেহ ! [illegible] সুন্দর প্রাসাদ, সমস্তই ভস্মসাৎ—আমার সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করেছিলেন, আমার চন্দ্র [illegible]—[illegible] জন্যই এই সমস্ত শোচনীয় কাণ্ড সূর্য্য, আমার গ্রহ নক্ষত্র যে তোমাতেই ছিল, আমার [illegible] ! আমি যদি না উন্মত্ত হতেম, তা হলে আশা, ভরসা, আমার সুখ-দুঃখ যে তোমাতেই ছিল ! এসব কিছুই ঘটত না।

আমার প্রভু, দেবতা, আমার হৃদয় শূন্য ক'রে তুমি কোথায় পালালে ? আমি কি নিয়ে এখন বেঁচে থাকৃব ? কি বলচ পিতা, মার্জ্জনা নাই ? পিতা, মার্জ্জনা কর, আমার দেবতাকে আমি কি ক'রে বধ করুব !—কে দেবতা ? কে দেবতা ? আমার সে দেবতা কোথায় ?—আমার দেবতা নাই—(ক্রন্দন)

শুভ। (স্বগত) আমা হতে জননীর কোন কাজ হল না, আমার জীবনের সকল বিফল হল—আমার সহচরেরাও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল, [illegible], যাঁর চরণে আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলেম, সে স্বপ্নময়ীর কাছেও আমি এখন ঘৃণিত—[illegible] ব্যর্থ জীবনে আর কি ফল ? (স্বপ্নময়ীর নিকট যুক্তবাহু হইয়া প্রকাশ্যে) স্বপ্নময়ি, আমার হৃদয়ের দেবতা, সত্যই আমার মার্জ্জনা নাই, আমার জন্যই তুমি পিতৃহীন হয়েছ, আমার জন্যই এই সুন্দর প্রাসাদ ভস্মসাৎ হল, এ পাষণ্ড দৈত্যের প্রায়শ্চিত্ত আর কিসে হবে ? আমি এই অধম প্রাণকে এখনি তোমার পদতলে বিসর্জ্জন করচি—

স্বপ্ন। হা ! ও কি !—ও কি !—আমার দেবতা—আমার দেবতা—

শুভ। স্বপ্নময়ি,—(অসির দ্বারা আত্মহত্যা) আমাকে মার্জ্জনা—(মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, পিতা, এ কি হল। হতভাগ্য, কেন এ কাজ করলি ? পিতা তোকে মার্জ্জনা করতেন—আমি বলচি তোকে মার্জ্জনা কত্তেন। আমার দেবতা কোথায় গেল ? হা ! আমি তোকে কিছু বলিনি—দেবতা, প্রভু, এ কি তোমার দশা হল ? হা ! আমার পিতা নাই, আমার দেবতা নাই—সুমতি, দেখে যাও, কি কাণ্ড হল—দাদা, দেখে যাও, কি কাণ্ড হল—আমার পিতা !—আমার দেবতা !—

[স্বপ্নময়ীর বেগে প্রস্থান।

(জগৎ ও সুমতির প্রবেশ।)

জগৎ। এ কি ! কি সর্ব্বনাশ !—স্বপ্নময়ী উন্মাদিনী,—পিতার এই দশা—এ দিকে মৃত দেহ—

সুমতি। (নীরবে ক্রন্দন)

জগৎ। সুমতি, দেখ্‌চ তো কি কাণ্ড হয়েছে—আর সুখের আশা করো না, সুখের নাম মুখে আনাও এখন পাপ ; বাহিরে যে রকম ভগ্ন দশা দেখ্‌ছ, আমার অন্তরেও তাই—যা গেছে, তা আর ফেরবার নয়, যা ভেঙ্গেছে, তা আর যোড়বার নয় ; বাহিরে শ্মশান, অন্তরেও শ্মশান। নন্দন কাননে তোমার সঙ্গে মিলন না হয়ে অদৃষ্টক্রমে আজ এই শ্মশানে মিলন হল ! (সুমতিকে আলিঙ্গন করত) সুমতি, তুমি দেবতা, আমি অতি নরাধম, আমি তোমাকে কতই যন্ত্রণা দিয়েছি—আমাকে মার্জ্জনা কর।

(সুমতির জগতের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নীরবে ক্রন্দন)

জগৎ। এসো, শ্রাদ্ধশান্তি শেষ ক'রে আমরা পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করি, এখানে আর কি হবে ?

[ক্রন্দন করিতে করিতে সুমতি ও জগতের প্রস্থান।

শেষ দৃশ্য

পুরুষোত্তমের সমুদ্র-তীর।

সুমতি ও জগতের নৌকারোহণ।

দুই জনে গান।

বাগেশ্রী।

অনন্ত সাগর-মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া !
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধু-তীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মগ্ন যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু পসারিয়া।
সীমাহীন বারি-রাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্য পানে নীরবে রহিব চাহি।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া।

যবনিকা।